বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণম্

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণম্

বাল্মীকি-মহর্ষি-প্রণীতম্

(উপশম প্রকরণম্)

শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী[illegible]রেন্দ্রসরস্বতী প্রশিষ্য-
শ্রীমদানন্দবোধেন্দুভিক্ষুবিরচিতয়া
বাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশাখ্যয়া টীকয়া যুতম্।

বেদান্তবাগীশোপাখ্যেন
শ্রীকালীবরদেবশর্ম্মণা
অনূদিতম্ পরিশোধিতম্ সম্পাদিতঞ্চ

উপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়েন প্রতিষ্ঠিত-
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরাৎ
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েন প্রকাশিতম্

কলিকাতা রাজধান্যাং
১৬৬ সংখ্যক বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থিত ভবনে বসুমতী-মুদ্রণ-যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতম্

বাশিষ্ঠমহারামায়ণম্।

উপশমপ্রকরণম্।

প্রথমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথ স্থিতিপ্রকরণাদনন্তরমিদং শৃণু।
উপশমপ্রকরণং জ্ঞাতং নির্ব্বাণকারি যৎ॥ ১॥

ভুবনবচনপালনোপশান্তি প্রথিতমহাবিভবস্বভাবপূর্ণম্।
নিগমহৃদয়সাক্ষি নিষ্প্রপঞ্চং নিজসুখবোধঘনং শিবং প্রপদ্যে॥ ১॥

উৎপত্তিপ্রকরণে সর্ব্বসৃষ্টিশ্রুতিতাৎপর্য্যোদ্ঘাটনায় মনোধীনৈব সর্ব্বপ্রপঞ্চরচনেতি দর্শিতম্। স্থিতিপ্রকরণে চ সর্ব্বজগৎস্থিতিপ্রতিপাদকশ্রুতিতাৎপর্য্যপ্রদর্শনায় মনঃ স্পন্দাধীনৈব সর্ব্বপ্রপঞ্চস্থিতিরিতি দর্শিতম্। ইদানীং "যথা গার্গ্য মরীচয়োর্কস্যাস্তং গচ্ছত এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি" "সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে" "যৎ প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি" "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়" "গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাম্" "এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি" ইত্যাদীনাং সুষুপ্তিপ্রলয়সমাধিসাক্ষাৎকারবিদেহকৈবল্যেষু প্রপঞ্চোপশমাৎ জীবস্য ব্রহ্মস্বভাবতাপ্রাপ্তিপ্রতিপাদনেন প্রত্যগ্ব্রহ্মৈকরসাখণ্ডবস্তুলক্ষকশ্রুতীনামপি মন উপশমাদেব সর্ব্বপ্রপঞ্চোপশমেন স্বরূপপ্রতিষ্ঠায়াং তাৎপর্য্যমিতি রহস্যোদ্ঘাটনায়োপশমপ্রকরণমারভমাণঃ পূর্ব্বোত্তরপ্রকরণয়োঃ সঙ্গতিং দর্শয়ন্ বিষয়প্রয়োজনে নির্দিশ্য শিষ্যমবধানয়ং প্রতিজানীতে অথেতি।

বাল্মীকিরুবাচ।

শরত্তারকিতাকাশস্তিমিতায়াং সুসংসদি।
কথয়ত্যেবমাহ্লাদি বশিষ্ঠে পাবনং বচঃ॥ ২
শ্রবণার্থিত্বমৌনস্থপার্থিবে সংসদন্তরে।
নির্ব্বাত ইব নিস্পন্দকমলে কমলাকরে॥
বিলাসিনীষু সংশান্তমদমোহবলাসু চ।
শমমন্তঃপ্রয়ান্তীষু চিরপ্রব্রজিতাস্বিব॥ ৪।
করাম্ভোরুহহংসেষু লীনেষু শ্রবণাদিব।
মুক্তঘুর্ঘুরবাদেষু বায়সেষু তরাবিব॥ ৫॥
নাসাগ্রপরিবিশ্রান্ততর্জ্জন্যঙ্গুলিকোটিষু।
বিচারয়ৎসু বিজ্ঞানকলাং তজ্জ্ঞেষু রাজসু॥ ৬॥
রামে বিকাসমায়াতে প্রভাত ইব পঙ্কজে।

মধ্যাহ্নশঙ্খধ্বনিনা সভোত্থানমিহোচ্যতে।
বশিষ্ঠস্যাহ্নিকং রাত্রৌ বিশ্বামিত্রসহ স্থিতিঃ॥ ১॥

অথ স্থিতিপ্রতিপাদকশ্রুতিতাৎপর্য্যবর্ণনানন্তরমুপসংহারবোধকশ্রুতিতাৎপর্য্যবর্ণনস্যাবসরসঙ্গতিরিত্যর্থঃ। জ্ঞাতং নির্ব্বাণকারীতি। তথাচ পূর্ব্বপ্রকরণপ্রয়োজনমেবাস্যাপীত্যেককার্য্যকারিতাসঙ্গতিরপি দর্শিতা বোধ্যা॥ ১॥

শরত্তারকিতেত্যাদিকথাসন্দর্ভঃ সময়োচিতাচারাবশ্য ৎদ্যোতনার্থঃ। শরদি তারকিতঃ সঞ্জাততারক আকাশ ইব স্তিমিতায়াম্। সর্ব্বেষাং সপ্তম্যন্তপদানাং মধ্যাহ্নশংখানাং স্বন উদভূদিতি চতুর্দ্দশে শ্লোকে সম্বন্ধঃ॥ ২॥

শ্রবণার্থিত্বেন মৌনস্থাঃ পার্থিবা যত্র। সংসদন্তরে সভামধ্যে॥ ৩॥ ৪॥

সন্নিধানাৎ বিলাসিনীনাং করাম্ভোরুহেষু হংসায়মানেষু, চামরেষু শ্রবণাৎ শ্রুতার্থে সমাধিনা লীনেষ্বিবেতি নিস্পন্দত্বদর্শনাদুৎপ্রেক্ষা। মুক্তঘুর্ঘুরবাদেষু ত্যক্তকঙ্কণকিঙ্কিণীরবেষু। বয়াংস্যেব বায়সাস্তেষু। তরাবিতি সদস উপমা॥৫॥

তজ্জ্ঞেষু বিচারজ্ঞেষু॥ ৬॥

তমসোভূমাবেব ঘনত্বাদুপরিতনাম্বরপীঠত্বেনোৎপ্রেক্ষা। যথা আচার্য্যাগমনে শিষ্য উত্তিষ্ঠন্ পীঠং পরিত্যজতি তদ্বৎ সূর্য্যস্যোদয়ে পরিত্যক্ত-

পরিত্যক্তকতমঃপীঠে সূর্য্যোদয় ইবাম্বরে॥ ৭॥
আকর্ণয়তি বাশিষ্ঠীর্গিরোদশরথে রসাৎ।
কলাপিনীব জীমূতনির্হ্রাদাং মুক্তবর্ষণাৎ॥ ৮॥
আহৃত্য সর্ব্বভোগেভ্যো মনোমর্কটচঞ্চলম্।
শ্রবণং প্রতি যত্নেন সারণে মন্ত্রিণি স্থিতে॥ ৯॥
বশিষ্ঠোক্ত্যা পরিজ্ঞাতস্বাত্মনীন্দুকলামলে।
লক্ষ্মণে বিলসল্লক্ষ্যে শিক্ষাবলবিচক্ষণে॥ ১০॥
শত্রুঘ্নে শত্রুদলনে চেতসা পূর্ণতাং গতে।
অলমানন্দমায়াতে রাকাচন্দ্রোপমে স্থিতে॥ ১১॥
সুমিত্রে মিত্রতাং জাতে মানসে দুঃখশীলিতে।
বিকাসি হৃদয়ে জাতে তৎকাল ইব পঙ্কজে॥ ১২॥
তত্রস্থেষু তথান্যেষু তদা মুনিষু রাজসু।
সুধৌতচিত্তরত্নেষু প্রোল্লসৎস্বিব চেতসা॥ ১৩॥
উদভূৎ পূরয়ন্নাশাঃ কল্লাভ্ররবমাংসলঃ।

তমঃপীঠে সতীত্যর্থঃ॥ ৭॥

রসাৎ প্রেমার্দ্রভাবাৎ। তস্যোপমা মুক্তবর্ষণাদিতি। মুক্তবর্ষণপ্রযুক্তাদার্দ্রীভাবাদিতি যাবৎ॥ ৮॥

যত্নেন আহৃত্য পরাবর্ত্ত্য স্থিতে॥ ৯॥

শিক্ষাবলবিচক্ষণত্বাদেব বিলসৎ হৃদি স্ফুরল্লক্ষ্যং ব্রহ্ম যস্য তথাভূতে॥ ১০॥

অলং পূর্ণমানন্দমায়াতে প্রাপ্তে॥ ১১॥

সুমিত্রে মন্ত্রিবিশেষে দুঃখশীলিতে মানসে মিত্রতাং বন্ধুতাং যাতে সতি বিকাসি হৃদয়ে জাতে। অম্বুজপক্ষে আ প্রাতর্ম্মানসে সরসি মনসি চ দুঃখেন শীলিতে চিন্তিতে শোভনে মিত্রে সূর্য্যে মিত্রতামুদয়েন প্রীতিকরতাং যাতে সতি তৎকালে বিকাসিহৃদয়ে জাতে॥ ১২॥

প্রোল্লসৎস্বিব জাতেম্বিতি যথাযোগং বিপরিণামেন সর্ব্বত্রানুষজ্যতে॥ ১৩

আশা দিশঃ কল্লাভ্ররব ইব মাংসলো বলবান্॥ ১৪॥

অথ মধ্যাহ্নশংখানামব্ধিঘোষসমঃ স্বনঃ ॥ ১৪ ॥
মহতা তেন শব্দেন তিরোধানং মুনের্গিরঃ।
যযুর্জ্জলদনাদেন কোকিলধ্বনয়ো যথা ॥ ১৫ ॥
মুনিরন্তরয়াঞ্চক্রে স্বাং বাচমথ সংসদি।
জিতসারো গুণঃ কেন মহতা সমুদীর্য্যতে ॥ ১৬ ॥
মুহূর্ত্তমাত্রং বিশ্রম্য শ্রুত্বা মধ্যাহ্ননিঃস্বনম্।
ঘনে কোলাহলে শান্তে রামং মুনিরুবাচ হ ॥ ১৭ ॥
রাগাদ্যতনমেতাবদাহ্নিকং কথিতং ময়া।
প্রাতরন্যত্তু বক্ষ্যামো বক্তব্যমরিমর্দ্দন ॥ ১৮ ॥
ইদং নিয়তিতঃ প্রাপ্তং কর্ত্তব্যং তৎ দ্বিজন্মনাম্।
মধ্যাহ্নমুপপন্নং যৎ কর্ত্তব্যং নাবসীদতি ॥ ১৯ ॥
ত্বনপ্যুত্তিষ্ঠ সুভগ সমস্তাচারসৎক্রিয়াম্।
আচরাচারচতুর স্নানদানার্চ্চনাদিকাম্ ॥ ২০ ॥
ইত্যুক্ত্বা মুনিরুত্তস্থৌ সমং দশরথঃ প্রভুঃ।
সসদাঃ সেন্দুরাদিত্য উদয়াদ্রিতটাদিব ॥ ২১ ॥
তয়োরুত্তিষ্ঠতোঃ সর্ব্বা সভোত্থাতুমকম্পত।
মন্দবাতপরামৃষ্টা নলিনীবালিলোচনা ॥ ২২ ॥

মুনের্ব্বশিষ্ঠস্য ॥ ১৫ ॥

অন্তরয়াঞ্চক্রে তিরোদধে উপসঞ্জহারেতি যাবৎ। জিতোঽভিভূতঃ সারো জনাহ্লাদকাংশো যস্য তথাবিধোগুণঃ কেন মহতা অভিজ্ঞেনাভ্যুদীর্য্যতে প্রকটীক্রিয়তে ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

অহ্না নির্ব্বৃত্তমাহ্নিকম্। বক্ষ্যামো বয়মিতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

মধ্যাহ্নং মধ্যাহ্নে যদুপপন্নং যুক্তং দ্বিজন্মনাং নিয়তিতঃ প্রাপ্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্ম নাবসীদতীতি যং তদিদং ময়াপি কর্ত্তব্যমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

মুনিনা সমং সসদাঃ সভাস্থসর্ব্বজনসহিতোদশরথোপ্যুত্তস্থৌ ॥ ২১ ॥

অলিলোচনা ইতি সভায়া অপি বিশেষণম্ ॥ ২২ ॥

উত্তম্ভৌ সাবিতংসোত্থভৃঙ্গমণ্ডলমণ্ডিতা।
করিসেনেব সন্ধ্যাদ্রাবালোলকরপুষ্করা॥ ২৩॥
পরস্পরাঙ্গসংঘট্ট চূর্ণিতাঙ্গদমণ্ডলী।
রক্তপূর্ণারুণাম্ভোদ-সন্ধ্যাসময়সূচনী॥ ২৪॥
পতদুত্তংসবিভ্রান্ত ভৃঙ্গোপহিতঘুংঘুমা।
মুকুটোদ্দামবিদ্যোত শক্রচাপীকৃতাম্বরা॥ ২৫॥
কান্তালতাহস্তদল চারুচামরমঞ্জরী।
বনলেখেব বিক্ষুব্ধ বরবারণমণ্ডলা॥ ২৬॥
কচৎকটকভারক্তীকৃতান্যোন্যততাম্বরা।
বাতব্যাধূতপুষ্পেব মন্দারবনমালিকা॥ ২৭॥
কর্পূরকণনীহার রচিতামলবারিদা।
শরদ্দিক্তটমালেব প্রসৃতাশেষভূমিকা॥ ২৮॥
লোলমৌলিমণিপ্রান্ত পাটলাম্বরকোটরা।

অত্রত্যমধ্যাহ্নকালে অস্তাচলে সূর্য্যোদয়কালঃ করিণামুত্থানযোগ্য ইত্যাশয়েন সন্ধ্যাদ্রাবিতি। বিন্ধ্যাদ্রাবিতি পাঠে স্থানোপমা॥ ২৩॥

যতোরক্তপূর্ণা অতঃ সাদৃশ্যাদরুণাম্ভোদসন্ধ্যাসময়স্য সূচনী স্মারিকেতি যাবৎ॥ ২৪॥

পতদ্ভিরুত্তংসবিভ্রান্তৈর্ভৃঙ্গৈরাহিতঘুংঘুমা। মুকুটাদানামুদ্দামৈর্নানামণিবিদ্যোতৈঃ শক্রচাপীকৃতমম্বরমাকাশং বস্ত্রজাতং বা যয়া সা॥ ২৫॥

কান্তালক্ষণানাং লতানাং হস্তলক্ষণেষু দলেষু পল্লবেষু চারুচামরলক্ষণামঞ্জর্য্যো যস্যাং তথাবিধা বনলেখেবেত্যর্থঃ॥ ২৬॥

কচন্তীভিঃ কটকভাভিঃ রক্তীকৃতান্যন্যোন্যমাকর্ষণাৎ ততানি বিস্তৃতাস্যম্বরাণি যস্যাম্॥ ২৭॥

কর্পূরকণলক্ষণৈস্তৎসদৃশৈশ্চ নীহারৈর্হিমকণৈরুড্ডীয়মানৈরচিতা অমলাঃ শুভ্রা বারিদা যয়া। অতএব নীহারকাশপুষ্পাদিভির্ব্যাপ্তাশেষভূমিকা শরদ্দিক্তটমালেব স্থিতা॥ ২৮॥

সন্ধ্যেবাফুল্লনীলাব্জা কার্য্যসংহারকারিণী ॥ ২৯ ॥
রত্নাংশুসলিলাপূর মুখপদ্মনিরন্তরা ।
পদ্মিনীবালিবলিতা নুপুরারবসারসা ॥ ৩০ ॥
সম্ভূতা সা সভোত্তস্থৌ ভূভৃচ্ছতসমাকুলা ।
ভূতসন্ততিসম্ভ্রান্তা সৃষ্টির্নবমিবোদিতা ॥ ৩১ ॥
প্রণম্যাথ নৃপং ভূপা নির্যযুর্নৃপমন্দিরাৎ ।
শক্রচাপীকৃতা রত্নৈরম্বুধেরিব বীচয়ঃ ॥ ৩২ ॥
সুমন্ত্রোমন্ত্রিণশ্চৈব বশিষ্ঠমথ ভূমিপম্ ।
প্রণম্য জগ্মুঃ স্নানায় রসবিজ্ঞানকোবিদাঃ ॥ ৩৩ ॥
বামদেবাদয়শ্চান্যে বিশ্বামিত্রাদয়স্তথা ।
বশিষ্ঠং পুরতঃ কৃত্বা তস্থুরাবর্জ্জনোন্মুখাঃ ॥ ৩৪ ॥
রাজা দশরথস্তত্র পূজয়িত্বা মুনিব্রজম্ ।
তদ্বিসৃষ্টোজগামাথ স্বকার্য্যার্থমরিন্দমঃ ॥ ৩৫ ॥
বনং বনাস্পদা জগ্মুর্ব্যোম ব্যোমনিবাসিনঃ ।
নগরং নাগরাশ্চৈব প্রাতরাগমনায় তে ॥ ৩৬ ॥
মহীপতিবশিষ্ঠাভ্যাং প্রণয়াৎ প্রার্থিতঃ প্রভুঃ ।
বশিষ্ঠসদ্মনি নিশাং বিশ্বামিত্রোত্যবাহয়ৎ ॥ ৩৭ ॥
বশিষ্ঠঃ সহ বিপ্রেন্দ্রৈঃ পার্থিবৈর্মুনিভিস্তথা ।
উপাস্যমানোরামাদ্যৈঃ সর্ব্বৈর্দশরথাত্মজৈঃ ॥ ৩৮ ॥
জগাম স্বাশ্রমং শ্রীমান্ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ।

কার্য্যাণাং দিনকৃত্যানামুপসংহারকারিণী ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥
ভূভৃতাং রাজ্ঞাং পর্ব্বতানাঞ্চ শতৈঃ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥
রসে ব্রহ্মরসে জলে চ বিহারবিজ্ঞানে কোবিদাঃ ॥ ৩৩ ॥
আবর্জ্জনমমুজ্ঞা তদুন্মুখাস্তৎপ্রতীক্ষাঃ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥
বনাস্পদা বানপ্রস্থাঃ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

অনুযাতঃ সুরৌঘেন ব্রহ্মলোকমিবাব্জজঃ। ৩৯ ॥
তস্মাৎ প্রদেশাৎ রামাদীন্ পুনর্দ্দশরথাত্মজান্।
সর্ব্বান্ বিসর্জ্জয়ামাস পাদোপান্তে নতানসৌ ॥ ৪০ ॥
নভশ্চরান্ ধরণিচরানধশ্চরান্
বিসৃজ্য সংস্তুতগুণগোচরাংশ্চ তান্।
যথাক্রমং স্বগৃহমুদারসত্ত্ববান্
চকার তাং দ্বিজজনবাসরক্রিয়াম্ ॥ ৪১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে আহ্নিকবর্ণনং নাম
প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

তস্মাদাশ্রমপ্রদেশাৎ ॥ ৪০ ॥

অধশ্চরান্নাগান্। সংস্তুতানাং প্রশস্তানাং গুণানাং গোচরানাশ্রয়ানিতি যাবৎ। যথাক্রমং বিসৃজ্য স্বগৃহং প্রবিশ্যেতি শেষঃ। দ্বিজজনানাং বাসরোচিতাং পঞ্চযজ্ঞক্রিয়াং চকারেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

—০()*()০—

বাল্মীকিরুবাচ।

তে সমেত্য গৃহং গত্বা রাজপুত্রাঃ শশিত্বিষঃ।
চক্রুঃ সর্ব্বমশেষেণ স্বসদ্মসু দিনক্রমম্ ॥ ১ ॥
বশিষ্ঠোরাঘবশ্চৈব রাজানোমুনয়োদ্বিজাঃ।
ইতি চক্রুঃ স্বকার্য্যাণি তথা স্বগৃহবীথিষু ॥ ২ ॥
সস্নুঃ কমলকহ্লারকুমুদোৎপলহারিষু।
জলাশয়েষু চক্রাহ্ব-হংসসারসরাজিষু ॥ ৩ ॥
গোভূতিলহিরণ্যানি শয়নান্যাসনানি চ।
দদুর্দ্দানানি বিপ্রেভ্যো ভাজনান্যংশুকানি চ ॥ ৪ ॥
হেমরত্নবিচিত্রেষু স্বেষু চামরসদ্মসু।
আনর্চ্চুরচ্যুতেশান হুতাশার্কাদিকান্ সুরান্ ॥ ৫ ॥
পুত্রপৌত্রসুহৃদ্ভৃত্য বন্ধুমিত্রগণৈঃ সহ।
তত আস্বাদয়ামাসুর্ভোজনান্যুচিতানি বৈ ॥ ৬ ॥
এতস্মিন্ সময়ে চাস্মিন্নগরে দিবসোভবৎ।
তনুরষ্টাঙ্গশেষত্বাদ্দৃষ্টো ন চ মনোহরঃ ॥ ৭ ॥

ইহাহ্নিকক্রিয়া রাত্রৌ রামস্য শ্রুতচিন্তনম্।
বুদ্ধেঃ শ্রুতার্থে স্থৈর্য্যার্থং প্রার্থনা চোপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

দিনক্রমমাহ্নিকম্ ॥ ১ ॥

ইতি বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ চক্রুঃ। স্বগৃহেষু বীথিষু তথা বহিশ্চ যান্যুচিতানীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

অমরসদ্মসু দেবালয়েষু স্বেষু স্বগৃহেষু চ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

দিবসস্তনুঃ সূক্ষ্মোঽভবৎ। অষ্টাঙ্গশেষত্বাৎ অষ্টমভাগশেষত্বাৎ ॥ ৭ ॥

সায়ন্তনদিনান্তং তে তৎকালোচিতচেষ্টয়া।
অনয়ন্নংশুভিঃ সার্দ্ধং যাবদস্তং যযৌ রবিঃ॥ ৮॥
সন্ধ্যাং ববন্দিরে সুষ্ঠু জেপুশ্চৈবাঘমর্ষণম্।
পেঠুঃ স্তোত্রাণি পুণ্যানি জগুর্গাথা মনোহরাঃ॥ ৯॥
ততশ্চাভ্যুদিতা শ্যামা কামিনীশোকহারিণী।
ক্ষীরোদাদিব মাহেন্দ্রী চন্দ্রাবশ্যায়দায়িনী॥ ১০॥
শনৈরাস্তীর্ণপুষ্পেষু কীর্ণকর্পূরমুষ্টিষু।
দীর্ঘেন্দুবিম্বরম্যেষু তস্থুস্তল্পেষু রাঘবাঃ॥ ১১॥
অথ রামাদৃতেঽন্যেষাং তত্র তদ্ব্যবহারিণী।
ব্যতীয়ায় শনৈঃ শ্যামা মুহূর্ত্ত ইব শোভনা॥ ১২॥
তস্থৌ রামস্তু তামেব বাশিষ্ঠীং বচনাবলীম্।
চিন্তয়ন্মধুরোদারাং করিণীং কলভোযথা॥ ১৩॥
কিমিদং নাম সংসারভ্রমণং কিমিমে জনাঃ।
ভূতানি চ বিচিত্রাণি কিমায়ান্তি প্রয়ান্তি কিম্॥ ১৪॥
মনসঃ কীদৃশং রূপং কথং চৈতৎ প্রশাম্যতি।
মায়েয়ং সা কিমুত্থা স্যাৎ কথঞ্চৈব বিবর্ত্ততে॥ ১৫॥
নিবৃত্তয়ানয়া কঃ স্যাদ্গুণোদোষোথ বা ভবেৎ।

তৎকালোচিতচেষ্টয়া পুরাণধর্ম্মশাস্ত্রাবলোকনাদিরূপয়া॥ ৮॥ ৯॥

তত ইত্যুপাত্তস্য তদুত্তরকালস্য ক্ষীরোদঃ কামিন্যা ঐন্দ্রী দিক্ কান্তসঙ্গম-প্রযুক্তশোকহরণানন্দস্য চন্দ্রসঙ্গমপ্রযুক্তস্তাপোপশমনোঽবশ্যায় ইতি ক্রমে-ণোপমানানি॥ ১০॥

দীর্ঘীভূতমিন্দুবিম্বমিব রম্যেষু॥ ১১॥

তদ্ব্যবহারিণী তৎকালোচিতবিষয়ভোগনিদ্রাদিব্যবহারবতী॥ ১২॥

কলভঃ করিশাবকঃ করিণীং মাতরং যথা॥ ১৩॥

চিন্তাপ্রকারমেব প্রপঞ্চয়তি কিমিত্যাদিনা॥ ১৪॥ ১৫॥

সর্ব্বভোগ্যভোক্তৃভোগনিবৃত্তের্দোষঃ পুরুষার্থবিঘাতোভবেৎ। ততে আকা-

কথমাত্মনি চৈবায়ং ততে সঙ্কোচ আগতঃ॥ ১৬ ॥
কিমুক্তং স্যাৎ ভগবতা মুনিনা মনসঃ ক্ষয়ে।
কিঞ্চেন্দ্রিয়জয়ে প্রোক্তং কিমুক্তমথবাত্মনি ॥ ১৭ ॥
জীবশ্চিত্তং মনোমায়েত্যেবমাদিভিরাততৈঃ।
রূপৈরাত্মৈব সংসারং তনোতীমমসন্ময়ম্ ॥ ১৮ ॥
এভিরেবং মনোমাত্র-তন্তুবদ্ধৈঃ ক্ষয়ং গতৈঃ।
দুঃখোপশান্তিরেতানি সুচিকিৎস্যানি নঃ কথম্ ॥ ১৯ ॥
ভোগাভ্রমালাবলয়াং ধীবলাকামিমাং কথম্।
পৃথক্ করোমি পয়সো ধারাং হংস ইবাম্ভসঃ ॥ ২০ ॥
ভোগাস্ত্যক্তুং ন শক্যন্তে তত্ত্যাগেন বিনা বয়ম্।
প্রভবামো ন বিপদা-মহোসঙ্কটমাগতম্ ॥ ২১ ॥
মনোমাত্রমিদং প্রাপ্যং তচ্চৈবেদং প্রয়োজনম্।
সম্পন্নং নো গিরিগুরু মৌর্খ্যাদ্যক্ষঃ শিশোরিব ॥ ২২ ॥

শাদপি বিস্তীর্ণে সঙ্কোচঃ পরিচ্ছিন্নভাবঃ॥ ১৬ ॥

কিং সাধনং ফলং চোক্তং স্যাৎ। আত্মনি বিজ্ঞাতে ইতি শেষঃ ॥১৭॥১৮॥

দুঃখোপশান্তিঃ সিদ্ধ্যতীতি শেষঃ। এতানি মনোমায়াদিরূপাণি ॥ ১৯ ॥

ভুজ্যন্ত ইতি ভোগা বিষয়াস্ত এব সংস্কারাত্মনা ঘনীভূয় চিত্তাকাশাবরকত্বাৎ দুঃখসহস্রধারাবর্ষিত্বাৎ চাভ্রাণি তান্যনুস্যূত্য মালেব বলয়তি বেষ্টয়তীতি মালাবলয়াং ধীবৃত্তিলক্ষণাং বলাকাং বকীং কথং কেন উপায়েন পৃথক্ করোমি বিবেকেন পরাবর্ত্তয়ামীতি যাবৎ। পয়সোদুগ্ধস্য ধারাং ভাগমিতি যাবৎ ॥ ২০ ॥

ননু কিং বিমর্শেন ত্যজ্যন্তাং ভোগাস্তত্রাহ ভোগা ইতি। বিপদাং প্রতীকারে ইতি শেষঃ। সর্ব্বাত্মনা ভোগত্যাগে জীবনাসিদ্ধেস্তদর্থমল্পস্যাপি ভোগস্যোপাদানে বাসনাবৃদ্ধেঃ সঙ্কটমাগতমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

সঙ্কটান্তরমপ্যাহ মনোমাত্রমিতি। ইদং প্রাপ্যং অবশ্যপ্রাপ্তব্যমাত্মতত্ত্বং মন এব মীয়তে প্রমীয়তে হনয়েতি মাত্রা প্রমাণাং যস্য তথাবিধম্। তচ্চ মনো নোহস্মাকমিদং বাহ্যমেব বিষয়জাতমেব প্রযুজ্যতে যেন তৎ-

পরমাং শান্তিমাগত্য গতসংসারসংভ্রমা।
বালেব লব্ধদয়িতা কঞ্চিৎ প্রাপ্স্যতি নোমতিঃ॥ ২৩॥
কদোপশান্তসংরম্ভং বিগতাশেষকৌতুকম্।
অপাপমাত্মবিশ্রান্তং মম স্যাৎ পাবনং মনঃ॥ ২৪॥
কলাকলাপসম্পূর্ণাচ্ছশাঙ্কাদপি শীতলে।
পদে স্বরূঢ়ং বিশ্রম্য ভ্রমিষ্যামি কদা জগৎ॥ ২৫॥
কলনাপেলবং রূপমুৎসৃজ্যালীনমাত্মনি।
কদৈষ্যতি মনঃ শান্তিমন্তসীব তরঙ্গকঃ॥ ২৬॥
তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলিত মাশামকরমালিনম্।
কদা সংসারজলধিং তীর্ত্বা স্যামহমজ্বরঃ॥ ২৭॥
কদোপশমশুদ্ধাসু পদবীষু বিচক্ষণাঃ।
মুমুক্ষূণাং নিবৎস্যামো নিঃশোকং সমদর্শনাঃ॥ ২৮॥

প্রয়োজনং নিষ্পত্তিহেতুভূতং পুরুষার্থভূতঞ্চ যস্য তথাবিধং সৎ মৌর্খ্যাৎ গিরিতোপি গুরু দুরুদ্ধরং সম্পন্নম্। যথা শিশোর্মৌর্খ্যাৎ কল্পিতোযক্ষঃ। তথাচ বিষয়াধীনসিদ্ধিকং মন স্তেভ্যো নিবর্ত্তয়িতুমেবাশক্যং নিঃস্বরূপতাপত্তে স্তদনিবৃত্তৌ তু ন তত্ত্বসাক্ষাৎকারে প্রমাণং তৎ কর্ত্তুং শক্যমিতি সঙ্কটান্তরমিত্যর্থঃ॥ ২২॥

যদি তু নির্ব্বাসনং সর্ব্ববিষয়োপশমেপি ব্রহ্মাকারতামাত্রাবলম্বনেন মনো হবস্থাপয়িতুং শক্যেত তদা স্যাদভিলষিতসিদ্ধিরিতি চিন্তয়ন্নাহ পরমামিতি। লব্ধোদয়িতঃ কান্তো যয়া তথাবিধা বালা তরুণীব লব্ধব্রহ্মাকারা সতী কিঞ্চিদন্যং নো প্রাপ্স্যতি ন স্মরিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ২৩॥

তাং দশাং প্রাপ্তুমুৎকণ্ঠতে কদেত্যাদিনা। সংরম্ভঃ ক্রোধঃ। কৌতুকং কামঃ। পাপগ্রহণং পুণ্যতদুভয়কার্য্যাণামপ্যুপলক্ষণম্॥ ২৪॥

সপ্তমভূমিকাপর্য্যন্তং স্বরূঢ়ং যথা স্যাৎ তথা বিশ্রম্য জীবন্মুক্তিসুখং প্রাপ্নোতি যাবৎ॥ ২৫॥

আত্মনি আলীনং তিরোহিতং সৎ॥ ২৬॥ ২৭॥

মুমুক্ষূণাং প্রাপ্যাসু পদবীষু পদেষু॥ ২৮॥

সন্তাপিতসমস্তাঙ্গঃ সর্ব্বধাতুভয়ঙ্করঃ।
সংসৃতিজ্বর আদীর্ঘঃ কদা নাশমুপৈষ্যতি ॥ ২৯ ॥
নির্ব্বাতদীপলেখেব কদা চিত্তং গতব্যথম্।
শমমেষ্যতি হে বুদ্ধে স্বপ্রকাশঘনান্তরম্ ॥ ৩০ ॥
কদেন্দ্রিয়াণি দুঃখেভ্যঃ সন্তরিষ্যন্তি হেলয়া।
দুরীহাদগ্ধদেহানি গরুত্মন্ত ইবার্ণবান্ ॥ ৩১ ॥
অয়ং সোহং রুদন্ মূঢ় ইতি ব্যর্থাহিতোভ্রমঃ।
শরদীবাসিতোমেঘঃ কদা নাশমুপৈষ্যতি ॥ ৩২ ॥
মন্দারবনলেখাস্থ যা মতিঃ সা তৃণায়তে।
যাচে তৎপদমাত্মীয়ং সম্প্রাপ্স্যামঃ কদা বয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
বীতরাগজনপ্রোক্তা নির্ম্মলা জ্ঞানদৃষ্টয়ঃ।

অঙ্গানি স্ত্রীপুত্রপশ্বাদীনি হস্তপাদাদীনি চ। ধাতবঃ স্বর্ণরূপ্যাদয়স্ত্বগ-সৃঙ্মাংসাদয়শ্চ তেভ্যঃ ক্ষীয়মাণেভ্যো ভয়ঙ্করঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

বিষয়াভিমুখাকর্ষণলক্ষণদুরীহাভির্দুশ্চেষ্টাভির্দগ্ধোদেহো যৈ স্তথাবিধানীন্দ্রিয়াণি বিষয়হেলয়া কদা দুঃখানি সন্তরিষ্যন্তীত্যর্থঃ। অথবা ইন্দ্রিয়াণি [illegible]। [illegible]দুষ্টবিষয়াভিলাষস্তৎপ্রযুক্তানি দগ্ধদেহানি ভাবিনানাশরীরাণি [illegible] বিষয়হেলয়া দুঃখেভ্যঃ দুঃখানি পরিহর্ত্তুং কদা তরিষ্যন্তীতি [illegible] দুঃখেভ্য ইতি সুখদুঃখতৎক্রিয়ায়ামিতি চৌরাদিকাদ্দুঃখধাতো-[illegible] ঘঞি তুমর্থাচ্চ ভাববচনাদিতি চতুর্থী ॥ ৩১ ॥

পশুপুত্রধনান্নপানাদীনামলাভবিয়োগাদিনা রুদতি মূঢ়ে ময়ি রোদননিমিত্তভূতোহয়ং দেহ এব স প্রসিদ্ধ আত্মা অহঞ্চেতি ব্যর্থং পূর্ব্বপূর্ব্বদেহবাসনাকামকর্ম্মপরম্পরাহিতোভ্রমঃ প্রবোধবৈমল্যে শরদি প্রবৃত্তায়াং বার্ষিকোহসিতোমেঘ ইব কদা নাশমুপৈষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

উৎকটয়া মুমুক্ষয়া স্বর্গোপি স্বস্য তৃণবত্তাতীত্যাহ মন্দারেতি। মতিঃ সুখানুভবঃ। অহং যাচে বাঞ্ছামীতি যাবৎ। বয়মিত্যস্মদোধয়োশ্চেতি বহুবচনম্ ॥ ৩৩ ॥

ইদানীং মন আদীন্ বিবেকগ্রহণায় প্রার্থয়তে বীতরাগেত্যাদিনা। হে

কচ্চিৎ পদং ত্বয়ি মনঃ করিষ্যন্তীতি মে বদ ॥ ৩৪ ॥
হা তাত মাতঃ পুত্রেতি গিরামাসামহং পুনঃ।
ভাজনং চিত্তমাভূবং ভোজনং দুঃখভোগিনাম্ ॥ ৩৫ ॥
হে বুদ্ধে ভগিনি ভ্রাতুরর্থিতাং পূরয়াশু মে।
আবয়োর্দ্দুঃখমোক্ষায় বিচারয় মুনের্গিরঃ ॥ ৩৬ ॥
ত্বাং পাদপতিতঃ প্রীত্যা যাচে সতি স্থতে মতে।
তেন ভব্যে ভবোচ্ছেদ-ভূতয়ে সুস্থিরা ভব ॥ ৩৭ ॥
বশিষ্ঠমুনিনা প্রোক্তা বিরক্তাঃ প্রথমং গিরঃ।
ততোমুমুক্ষোরাচার উৎপত্তীনাং ক্রমস্ততঃ ॥ ৩৮ ॥
ততঃ স্থিতিপ্রকরণং সমদৃষ্টান্তসুন্দরম্।
বিজ্ঞানগর্ভস্থলভং যথাবৎ স্মর হে মতে ॥ ৩৯ ॥

কৃতমতি শতশোবিচারিতং যৎ
যদি তদুপৈতি ন মানসস্য বুদ্ধিঃ।

মনঃ ত্বয়ি পদং স্থানং কচ্চিৎ করিষ্যন্তি। কচ্চিদিত্যব্যয়ং প্রশ্নার্থে ॥ ৩৪ ॥

অহং দুঃখলক্ষণানাং ভোগিনামজগরাণাং ভোজনং ভক্ষ্যং সন্ আসামাক্রন্দগিরাং পুনর্ভাজনং মা ভুবমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

জীববুদ্ধ্যোরেকাবিদ্যোদরোদ্ভূতত্বাৎ ভগিনীতি সম্বোধনম্। মুনের্বশিষ্ঠস্য ॥ ৩৬ ॥

সতী সাধ্বী। শাস্ত্রসজ্জনপ্রসাদেন পশ্চাদুৎপন্নত্বাৎ সুতে পুত্রি। মতে সম্মতে। তেন মৎপ্রার্থনেন। ভবোচ্ছেদোপলক্ষিতপূর্ণতাসম্পদে ॥ ৩৭ ॥

এবং প্রার্থনয়া স্থিরীকৃতাং মতিং বৈরাগ্যপ্রকরণাদিপ্রকরণচতুষ্টয়ার্থস্মরণে ক্রমান্নিযুংক্তে বশিষ্ঠেতি। প্রোক্তা মন্মুখেন বাদিতাঃ স্বয়ং প্রোক্তাশ্চ স্থিতিপ্রকরণান্তা গিরঃ ॥ ৩৮ ॥

বিজ্ঞানগর্ভং স্থলভং সরলঞ্চ বিজ্ঞানগর্ভৈরধিকারিভিরাখ্যানৈর্ব্বা সুলভং সুবোধমিতি বা ॥ ৩৯ ॥

নমু মনসঃ প্রাক্ প্রার্থিতত্বাৎ তত এব প্রকরণচতুষ্টয়ার্থাবধারণসিদ্ধেঃ কিমর্থং তদ্ব্যতিরেকেণ পুনর্ম্মতিঃ প্রার্থ্যতে তত্রাহ কৃতমতীতি। মানসস্য

ভবতি তদফলং শরদ্‌ঘনাভং
সততমতোমতিরেব কার্য্যসারঃ ॥ ৪০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে উপদেশানুবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

মনসঃ কৃতমতিনিপুণং যথা স্যাৎ তথা শতশো যদ্বস্তু বিচারিতং ভবতি তদ্বুদ্ধিরধ্যবসানমতির্যদি নোপৈতি নাঙ্গীকরোতি তর্হি তৎ তথা বিচারিতমপ্যফলং শরদ্ঘনবৎ নশ্যত্যেব ন স্থিরীভবতীত্যর্থঃ। অতঃ শ্রবণেন বিচারিতেপি তত্ত্বে মতিস্মননকৃতাধ্যবসায়বুদ্ধিরেব সততং কার্য্যো কর্ত্তব্যার্থবিষয়ে সারো মুখ্যো ভবতীতি মননায় পৃথক্ তৎপ্রার্থনং যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥৪০॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

—০()*()০—

বাল্মীকিরুবাচ।

তস্যৈবংপ্রায়য়া তত্র ততয়োদারচিন্তয়া।
সা ব্যতীয়ায় রজনী পদ্মস্যেবার্ককাংক্ষিণঃ ॥ ১ ॥
কশ্চিত্তমঃকড়ারাসু কিঞ্চিদপ্যরুণাসু চ।
নভোবিরলতারাসু দিক্ষু সংমার্জ্জিতাস্বিব ॥ ২ ॥
প্রভাততূর্য্যঘোষেণ সমমিন্দুসমাননঃ।
উত্তস্থৌ রাঘবঃ শ্রীমান্ পদ্মঃ পদ্মাকরাদিব ॥ ৩ ॥
প্রাতঃস্নানবিধিং কৃত্বা সম্পাদ্য ভ্রাতৃভিঃ পুনঃ।
প্রহিতাল্পপরীবারো বশিষ্ঠসদনং যযৌ ॥ ৪ ॥
সমাধিসংস্থমেকান্তে মুনিমাত্মপরায়ণম্।
দূর এবাননামাসৌ রামোবিনতকন্ধরঃ ॥ ৫ ॥
তং প্রণম্যাঙ্গণে তস্থুস্তস্মিংস্তে বিনয়ান্বিতাঃ।

উষঃস্নানগৃহায়াত-রামপ্রভৃতিভিঃ সহ।
বশিষ্ঠস্ত সভাযানং প্রস্তাবশ্চাত্র কীর্ত্ত্যতে ॥ ১ ॥

তস্য রামস্য। এবংপ্রায়য়া উক্তপ্রকারয়া। ততয়া বিস্তৃতয়া চিন্তয়া ॥ ১ ॥

তমোভিঃ কড়ারাসু কপিশবর্ণাসু ॥ ২ ॥ ৩ ॥

সম্পাদ্য নির্ব্বর্ত্ত্য সন্ধ্যাবন্দনাদিকমিত্যৌচিত্যাদ্গম্যতে। ভ্রাতৃভিঃ প্রহিতঃ প্রেষিতঃ অল্পঃ পরিবারঃ পরিজনোযস্য। ভ্রাতৃভিঃ সহ প্রহিতঃ আপ্ত-তমোহল্পঃ পরীবারো যস্যেতি বা ॥ ৪ ॥

সমাধিসংস্থমিতি। পূর্ব্বমেব স্নাত্বা প্রাতঃকৃত্যং নির্ব্বর্ত্ত্য সমাধিসংস্থমিতি গম্যতে ॥ ৫ ॥

তে রামাদয়ো যাবৎ তমঃ সম্যগালূনং ছিন্নং ভবতি তাবৎ তস্থুঃ ॥ ৬ ॥

যাবৎ তমঃ সমালূনং ব্যক্তং দিঙ্মুখমণ্ডলম্ ॥ ৬ ॥
রাজানোরাজপুত্রাশ্চ ঋষয়োব্রাহ্মণাস্ততঃ ।
আযযুঃ সদনং মৌনং ব্রহ্মলোকমিবামরাঃ । ৭ ॥
তদ্বশিষ্ঠস্য সদনং বভূব জনসংকুলম্ ।
হস্ত্যশ্বরথসম্বাধং পার্থিবাচারশোভনম্ ॥ ৮ ॥
ক্ষণাদ্বশিষ্ঠোভগবান্ বিররাম সমাধিতঃ ।
আচারেণোপচারেণ জগ্রাহ প্রণতং জনম্ ॥ ৯ ॥
তথানুযাতোমুনিভির্ব্বিশ্বামিত্রান্বিতোমুনিঃ ।
আরুরোহ রথং শ্রীমান্ সহ সাৰ্দ্ধমিবাব্জজঃ ॥ ১০ ॥
যযৌ গৃহং দাশরথং সৈন্যেন মহতাবৃতঃ ।
ব্রহ্মেব শক্রনগরং সমস্তসুরমালিতঃ ॥ ১১ ॥
বিবেশাবনতাং তত্র রম্যাং দাশরথীং সভাম্ ।
হংসযূথানুবলিতোরাজহংস ইবাব্জিনীম্ ॥ ১২ ॥
ত্রীণি তত্র পদান্যাশু তদা দশরথোনৃপঃ ।
নির্জ্জগাম মহাবীরঃ সিংহাসনসমুত্থিতঃ ॥ ১৩ ॥
বিবিশুস্তত্র তে সর্ব্বে নৃপা দশরথাদয়ঃ ।
বশিষ্ঠাদ্যাশ্চ মুনয়ো ঋষয়োব্রাহ্মণাস্তথা ॥ ১৪ ॥
মন্ত্রিণশ্চ সুমন্ত্রাদ্যাঃ সৌম্যাদ্যাশ্চ বিপশ্চিতঃ ।
রাজপুত্রাশ্চ রামাদ্যা মন্ত্রিপুত্রাঃ শুভাদয়ঃ ॥ ১৫ ॥
অমাত্যাদ্যাঃ প্রকৃতয়ঃ সুহোত্রাদ্যাশ্চ নাগরাঃ ।
মালবাদ্যাস্তথা ভৃত্যাঃ পৌরাদ্যাশ্চৈব মালিনঃ ॥ ১৬॥

মৌনং নিঃশব্দং যথাস্যাৎ তথা ॥ ৭ ॥
পার্থিবোচিতাচারেপি পার্থিবসদনমিব শোভনং শোভমানম্ ॥ ৮ ॥
বিনয়াদিনা আচারেণ প্রিয়বচনাদ্যুপচারেণ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥
অবনতাং প্রণতব্রজনাম্ ॥ ১২ ॥
নির্জ্জগাম অভিজগাম ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

অথ তেষূপবিষ্টেষু স্বেষু স্বেম্বাসনেষু চ।
সর্ব্বেষ্বেবোপবিষ্টেষু বশিষ্ঠোন্মুখদৃষ্টিষু ॥ ১৭ ॥
সভাকলকলে শান্তে মৌনসংস্থেষু বন্দিষু।
বৃত্তাসু স্থিতিবার্ত্তাসু সৌম্যে তস্মিন্ সভান্তরে ॥ ১৮ ॥
স্ফুরৎপবনমালাসু বিশৎস্বম্ভোজকোটরাৎ।
পরাগেষু বিলোলেষু মুক্তাদামসু চঞ্চলম্ ॥ ১৯ ॥
বৃহৎকুসুমদোলাভ্যঃ প্রসৃতাভ্যঃ সমন্ততঃ।
বাতি মাংসলমামোদমাদায় মধুরানিলে ॥ ২০ ॥
বাতায়নেষু মৃদুষু কুসুমাকীর্ণভূমিষু।
পর্য্যঙ্কেষূপবিষ্টাসু পশ্যন্তীষু পুরন্ধ্রিষু ॥ ২১ ॥

জালাগতার্ককরলোলবিলোচনাসু
রত্নপ্রভানিকরপিঙ্গলকোমলাসু।
সন্ত্যক্তচাপললবং চপলাসু তাসু
মৌনস্থিতাসু সিতচামরধারিণীষু ॥ ২২ ॥
মুক্তাফলপ্রতিফলপ্রতিমার্করশ্মি

তেষু মুনিনৃপমন্ত্রিপ্রভৃতিষু প্রথমমুপবিষ্টেষু সৎসু পশ্চাদন্যেষ্বপি সর্ব্বেষু-উপবিষ্টেষ্বিত্যর্থঃ। সর্ব্বেষ্বেবেত্যাদীনাং সর্গসমাপ্তিপর্য্যন্তং সর্ব্বেষাং সপ্তম্যন্তানামুত্তরসর্গস্থেদং দশরথোবাক্যমুবাচেত্যত্র সম্বন্ধঃ ॥ ১৭ ॥

সভায়াঃ কলকলে কোলাহলে। স্থিতিবার্ত্তাসু পরস্পরং রাত্রিসুখাবস্থিতিপ্রশ্নপ্রতিবচনবার্ত্তাসু বৃত্তাসু সতীষু ॥ ১৮ ॥

অম্ভোজকোটরান্নির্গত্য সভাং বিশৎস্বিতি শেষঃ। অতএবাম্ভোজানাং পরাগেষু মুক্তাদামসু চঞ্চলং যথা স্যাৎ তথা বিলোলেষু লম্পটেষু ॥১৯॥২০॥

মৃদুষু পর্য্যঙ্কেষু ॥ ২১ ॥

জালাগতৈরর্ককরৈরবলোকনপ্রতিঘাতাল্লোলানি বিলোচনানি যাসাম্। রত্নপ্রভানিকরৈঃ পিঙ্গলাসু কোমলাসু সুকুমারীষু তাসু প্রাগুক্তাসু সিতচামরধারিণীষু সন্ত্যক্তচাপললবং যথা স্যাৎ তথা মৌনস্থিতাসু ॥ ২২ ॥

রাগোদরাস্বজিরভূমিষু পুষ্পকোষম্ ।
নাসাদয়ত্যভিনবাতপবিম্ববুদ্ধ্যা
ভ্রান্তে ভ্রমত্যলিকুলে নভসীব মেঘে ॥ ২৩ ॥
পুণ্যৈর্ব্বশিষ্ঠবদনপ্রসৃতং শ্রুতং যৎ
তৎসন্ততিপ্রসৃতবিস্ময়মার্য্যলোকে ।
সৎসঙ্গমে মৃদুপদাক্ষরমুগ্ধবাক্য
মন্যোন্যমীপ্সিতমনল্পগুণাভিরামম্ ॥ ২৪ ॥
দিগ্ভ্যঃ পুরাচ্চ গগনাচ্চ বনাচ্চ সিদ্ধ-
বিদ্যাধরার্য্যমুনিবিপ্রগণে বশিষ্ঠম্ ।
মৌনপ্রণামমভিতঃ প্রবিশত্যশব্দং
সোপাংশুগৌরববতা সহজাতবাক্যে ॥ ২৫ ॥
উন্নিদ্রকোকনদকোমলকোশকৃষ্ট
মগ্নালিজালমকরন্দসুবর্ণরাগৈঃ ।

নানারত্নখচিতাস্বজিরভূমিষু মুক্তাফলানাং প্রতিফলানি প্রতিচ্ছায়াস্তৎপ্রতিমা অর্করশ্মিরাগা উদরে যাসাং তথাবিধাসু নানাপুষ্পাকারচিত্রাসু জাতাসু অভিনবাতপবিম্বা এবেমে ইতি ভ্রান্তিবুদ্ধ্যা অলিকুলে পুষ্পকোষং বিকীর্ণপুষ্পসমূহং নাসাদয়তি অলভমানে অতএব ভূম্যস্পর্শান্নভসি মেঘ ইব ভ্রমতি সতি ॥ ২৩ ॥

তস্মিন্ সৎসঙ্গমে সতাং সমাজে আর্য্যালোকে বহুমতজনে প্রাক্সঞ্চিতৈঃ পুণ্যৈর্বশিষ্ঠবদনপ্রসৃতং বচনং শ্রুতং তস্য সন্ততা যদি বিস্তারেণ প্রসৃতবিস্ময়মুদ্ভূতমাশ্চর্য্যং যথা স্যাৎ তথা অন্যোন্যমীপ্সিতমভিমতমনল্পগুণাভিরামং মৃদুপদাক্ষরমুগ্ধবাক্যং ভাষমাণে সতীতি শেষঃ ॥ ২৪ ॥

বনাচ্চ সমাগতে ইতি শেষঃ। বিদ্যাধরাণামার্য্যমুনীনামন্যেষাঞ্চ বিপ্রাণাং গণে বশিষ্ঠমভিতো মৌনপ্রণামং মৌনেন প্রণম্য অশব্দং পিহিতাস্যং যথা স্যাৎ তথা প্রবিশতি সতি। ততোগৌরববতা গরীয়সা অবশ্যসম্ভাষ্যেণ সহ সোপাংশু অতিমন্দস্বরং কর্ণসন্নিধৌ জাতবাক্যে সতি। বশিষ্ঠমভিত ইত্যভিতঃ পরিতঃ সময়া নিকষাহাপ্রতিযোগেপীতি ষষ্ঠ্যর্থে দ্বিতীয়া ॥ ২৫ ॥

আপিঙ্গলে মরুতি বাতি বিলোলঘণ্টা-
টাঙ্কারগীতবিনিপীতনিশান্তগীতে ॥ ২৬ ॥
অগুরুতগরধূমে চন্দনামোদমিশ্রে
সরসকুসুমদামোদ্দামগন্ধাঙ্কিতাভ্রে।
সরতি সতি বিতানাম্ভোরুহামোদলেশৈ
শ্চলকুসুমরজোঙ্কে শব্দবিজ্ঞাতভৃঙ্গম্ ॥ ২৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে সভাসংসারস্থানবর্ণনং নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

উন্নিদ্রাণাং কোকনদানাং রক্তকমলানাং কোমলেভ্যঃ কোশেভ্যঃ কুট্টানাং প্রাক্ তদন্তর্ম্মগ্নানামলিজালানাং মকরন্দানাং সুবর্ণানাং পরাগাণাঞ্চ রাগৈ-রঞ্জনৈরাপিঙ্গলে ঈষৎপিঙ্গলবর্ণে মরুতা স্বাভিমর্শাদ্বিলোলানাং গৃহপ্রান্তঘণ্টানাং টাঙ্কারগীতৈর্ব্বিনিপীতান্যভিভূতানি নিশান্তানাং গৃহাণাং গীতানি যেন তথা-বিধে মরুতি বাতি সতি। ঘণ্টায়া জিহ্বাগ্রে পিপ্পলপত্রাকাররচনাৎ মন্দ-বাতৈরপি গৃহপটলঘণ্টাবলিধ্বননং দক্ষিণদেশে নেপালে চ প্রসিদ্ধম্ ॥ ২৬ ॥

চন্দনামোদৈর্ম্মিশ্রে চলকুসুমরজোভিরঙ্ক্যত ইত্যঙ্কস্তথাবিধে অতএব সর-সানাং কুসুমদাম্নামুদ্দামৈর্গন্ধৈরঙ্কিতানি সুরভিতান্যভ্রাণি যেন তথাবিধে অগুরুতগরনির্যাসধূমে তন্নীলিম্না তিরোহিতবর্ণত্বাচ্ছব্দৈরেব বিজ্ঞাতা ন তু সাক্ষাৎ দৃষ্টা ভৃঙ্গা যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্যথা স্যাৎ তথা বিতানবদ্ধানামম্ভো-রুহাণামামোদলেশৈঃ সহ সরতি উর্দ্ধং প্রবহতি সতীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ সর্গঃ।

বাল্মীকিরুবাচ।

মেঘগম্ভীরয়া বাচা বিশ্রব্ধপদসুন্দরম্।
ইদং দশরথোবাক্যমুবাচ মুনিনায়কম্ ॥ ১ ॥
ভগবন্ হৃস্তনেন ত্বং বাক্যসন্দর্ভজন্মনা।
কচ্চিন্মুক্তোসি খেদেন তপঃকার্শ্যাতিশায়িনা ॥ ২ ॥
হৃস্তনোক্তো য আনন্দী বিবিক্তোবচসাং গণঃ।
অমৃতাবর্ষণেনেব তেনৈবাশ্বাসিতা বয়ম্ ॥ ৩ ॥
চন্দ্রাংশব ইবোৎসার্য্য তমাংস্যমৃতনির্ম্মলাঃ।
অন্তঃশীতলয়ন্ত্যেতা মহতামমলা গিরঃ ॥ ৪ ॥
অপূর্ব্বাহ্লাদদায়িন্য উচ্চৈস্তরপদাশ্রয়াঃ।
অতিমোহাপহারিণ্যঃ সূক্তয়োহি মহীয়সাম্ ॥ ৫ ॥
আত্মরত্নাবলোকৈক দীপিকা সরসাত্মিকা।

রাজ্ঞা বশিষ্ঠবাক্যানাং প্রশংসা মুনিবাক্যতঃ।
রামেণ চিন্তিতার্থানামনুবাদশ্চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

বিশ্রব্ধৈর্ব্বিশ্বাসাতিশয়প্রকাশকৈঃ পদৈঃ সুন্দরম্ ॥ ১ ॥

হৃস্তনেন পূর্ব্বেদ্যুর্ভবেন বাক্যসন্দর্ভোচ্চারণজন্মনা খেদেন শ্রমেণ ॥ ২ ॥

আনন্দী শ্রোত্রানন্দনশীলঃ। বিবিক্তোবিশদঃ ॥ ৩ ॥

তমাংসি অজ্ঞানান্যন্ধকারাংশ্চ ॥ ৪ ॥

ইদানীং চন্দ্রাংশুভ্যোপ্যুৎকর্ষমাহ অপূর্ব্বেতি। অপূর্ব্বঃ অনাস্বাদিতপূর্ব্বঃ কারণশূন্যশ্চানন্দোব্রহ্ম সুখং প্রয়োজনম্। তদেব মানুষানন্দাদিহৈরণ্যগর্ভানন্দান্তবিষয়সুখেভ্য উচ্চৈস্তরং পদং তদাশ্রয়াস্তদ্বিষয়াঃ। অতিমোহাপহারিণ্য ইত্যনর্থনিবৃত্তিরূপং প্রয়োজনান্তরং তাসামুক্তম্ ॥ ৫ ॥

যস্মাদ্যুক্তিলতোদেতি স বন্দ্যঃ সুজনদ্রুমঃ ॥ ৬ ॥
দুরীহিতং দুর্ব্বিহিতং সর্ব্বং সজ্জনসূক্তয়ঃ।
প্রমার্জ্জয়ন্তি শীতাংশোস্তমঃকাণ্ডমিবাংশুগ্রয়ঃ ॥ ৭ ॥
তৃষ্ণালোভাদয়োস্মাকং সংসারনিগড়া মুনে।
তবোক্ত্যা তনুতাং যাতাঃ শরদীবাসিতাম্বুদাঃ ॥ ৮ ॥
সম্প্রবৃত্তা বয়ং দ্রষ্টুমাত্মানমপকল্মষম্।
রসাঞ্জনানীতদৃশো জাত্যন্ধা ইব কাঞ্চনম্ ॥ ৯ ॥
সংসারবাসনানাম্নী মিহিকা হৃদয়াম্বরে।
প্রবৃত্তা তনুতাং গন্তুং ত্বদুক্তিশরদেব নঃ ॥ ১০ ॥
মুনে মন্দারমঞ্জর্য্যস্তরঙ্গা বামৃতাম্ভসঃ।
ন তথাহ্লাদয়ন্ত্যন্তর্যথোদারধিয়াং গিরঃ ॥ ১১ ॥
যদ্যদ্রাঘব সংযাতি মহাজনসপর্য্যয়া।
দিনং তদিহ সালোকং শেষাস্ত্বন্ধা দিনালয়াঃ ॥ ১২ ॥
রাম রাজীবপত্রাক্ষ প্রকৃতার্থমিহাব্যয়ম্।
মুনিমাবোধয় পুনঃ প্রসাদে সমবস্থিতম্ ॥ ১৩ ॥

যুক্তিলক্ষণা জ্যোতির্লতা যস্মাদুদেতি যমাশ্রিত্যোদেতি ॥ ৬ ॥

দুরীহিতং মানসদোষম্। দুর্ব্বিহিতং শারীরদোষম্। সর্ব্বং সমস্তেন্দ্রিয়দোষম্। শীতাংশোশ্চন্দ্রস্যাংশুগ্রয়ঃ কিরণাঃ ॥ ৭ ॥

তানেব স্পষ্টমাহ তৃষ্ণেতি। তনুতামল্পাবশেষতাম্ ॥ ৮ ॥

রসঃ সিদ্ধরসস্তদ্রচিতৈঃ সিদ্ধাঞ্জনৈরানীতদৃশো ব্রহ্মরসাভ্যঞ্জনেনানীতপ্রত্যগ্দৃশশ্চ ॥ ৯ ॥

হৃদয়াম্বরে স্থিতেতি শেষঃ। রূপকবলাদেবান্তর্ভূতে ইবার্থে গম্যমানে পুনরিব শব্দপ্রয়োগ উৎপ্রেক্ষাদ্যোতনার্থঃ ॥ ১০ ॥

অমৃতাম্ভসঃ অমৃতাম্ভোধেঃ ॥ ১১ ॥

যৎ যৎ দিনং মহতাং জনানাং ব্রহ্মবিদাং সপর্য্যয়া পূজয়া সংযাত্যপযাতি। সালোকং সপ্রকাশম্। অন্ধাস্তমোবৃতাঃ ॥ ১২ ॥

আবোধয় পৃচ্ছ ॥ ১৩ ॥

ইত্যুক্তোভূভৃতা তত্র রামাভিমুখমাস্থিতঃ।
উবাচেদমুদারাত্মা বশিষ্ঠোভগবান্মুনিঃ ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

রাঘব স্বকুলৈকেন্দো যন্ময়োক্তং মহামতে।
কচ্চিৎ স্মরসি বাক্যার্থং পূর্ব্বাপরবিচারিতম্ ॥ ১৫ ॥
উৎপত্তীনাং বিচিত্রাণাং সত্ত্বাদিগুণভেদতঃ।
কচ্চিৎ স্মরসি সর্ব্বাসাং বিভাগমরিমর্দ্দন ॥ ১৬ ॥
কচ্চিৎ সর্ব্বমসর্ব্বঞ্চ সদসচ্চ সদোদিতম্।
রূপং স্মরসি বেৎস্যেব বিবিক্তং পরমাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥
যথেদমুদিতং বিশ্বং বিশ্বেশাদেব চেশ্বরাৎ।
কচ্চিৎ স্মরসি তৎ সাধো সাধুবাদৈকভাজন ॥ ১৮ ॥
রূপং কচ্চিদবিদ্যায়া বলাদুঙ্গুরমাততম্।
অনন্তমন্তবচ্চৈব সম্যক্ স্মরসি সন্মতে ॥ ১৯ ॥
চিত্তমেব নরোনান্যদিতি যৎ প্রতিপাদিতম্।
লক্ষণাদিবিচারেণ কচ্চিৎ স্মরসি সাধু তৎ ॥ ২০ ॥
বাক্যার্থশ্চাখিলঃ কচ্চিৎ ত্বয়া রাম বিচারিতঃ।

আস্থিত উপবিষ্টঃ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বাসাং প্রাগুক্তজীবজাতীনাম্ ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বং নটবন্মায়য়া জগদ্বেষেণ স্থিতং ব্রহ্ম। অসর্ব্বং নিষ্প্রপঞ্চম্। সৎ স্থূলমসৎ সূক্ষ্মং সত্যাসত্যরূপং বা মদুক্তং স্মরসি স্ববুদ্ধ্যা দৃশ্যেভ্যোবিবিক্তং বেৎস্যেব বা ॥ ১৭ ॥

বিশ্বেশাৎ সর্ব্বশক্তিসম্পন্নাদীশ্বরাৎ ব্রহ্মণঃ। এবকারঃ সাংখ্যাদ্যভিমত-প্রধানাদিকারণবাদনিরাসার্থঃ। সাধুবাদাঃ প্রশংসাঃ সদুপদেশাশ্চ ॥ ১৮ ॥

বলাৎ কালবলাৎ। সংখ্যয়া অনন্তং দেশকালাদিনা ত্বন্তবৎ ॥ ১৯॥২০॥

হৃস্তনস্ত বিচারস্ত শ্রবণস্ত বিষয়ো বাক্যার্থো বিচারিতো মননেন পরিষ্কৃতঃ ॥ ২১ ॥

হৃস্তনস্য বিচারস্য রাত্রৌ হৃদি নিবেশিতঃ ॥ ২১ ॥
ভূয়োভূয়ঃ পরামৃষ্টং হৃদয়ে সুনিযোজিতম্।
প্রয়োজনং ফলত্যুচ্চৈর্ন হেলাহতসংস্থিতেঃ ॥ ২২ ॥
ভাজনং ত্বং বিবিক্তানাং বচসাং শুদ্ধিশালিনাম্।
বিবিক্তহৃদয়ঃ কণ্ঠে মুক্তানামিব রাঘব ॥ ২৩ ॥

বাল্মীকিরুবাচ।

কমলাসনপুত্রেণ মুনিনা স মহৌজসা।
এবং বিতীর্ণাবসরো রামোবাক্যমুবাচ হ ॥ ২৪ ॥

রাম উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ তবৈবৈতদ্বিজৃম্ভিতম্।
যদহং পরমোদারো বুদ্ধবান্ বচনং তব ॥ ২৫ ॥
যদাদিশসি তৎ সর্ব্বং তথৈব ন তদন্যথা।
অপাস্তনিদ্রেণ ময়া বাক্যার্থো হৃদি চিন্তিতঃ ॥ ২৬ ॥
ভবান্ধকারক্ষতয়ে ভবতোক্তিবিবস্বতা।
হৃঃ প্রসাদিতমাহ্লাদি বাগ্রশ্মিপটলং প্রভো ॥ ২৭ ॥
তদতীতমদীনাত্মন্ সর্ব্বমন্তঃকৃতং ময়া।
রম্যং পুণ্যং পবিত্রঞ্চ রত্নবৃন্দমিবান্বিতম্ ॥ ২৮ ॥

হেলয়া অনাদরেণ হতা সংস্থিতিরুপদিষ্টার্থধারণং যেন তথাবিধস্য পুরুষাধমস্য ন ফলতীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বিবিক্তহৃদয়ো বিবেকশালিমনাঃ বিশালবক্ষাশ্চ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

বিজৃম্ভিতং প্রভাবিস্তারঃ ॥ ২৫ ॥

তথৈব কৃতমিতি শেষঃ। তদেব স্পষ্টমাহ অপাস্তেতি ॥ ২৬ ॥

ভবতা কর্ত্রা উক্তিলক্ষণেন বিবস্বতা সূর্য্যেণ করণেন উক্তৌ উপদেশেনার্থপ্রকাশনবিষয়ে বিবস্বতা সূর্য্যভূতেন ভবতেতি সামানাধিকরণ্যং বা। আহ্লাদি জাড্যশীতাপনয়সুখকরম্ ॥ ২৭ ॥

অন্তঃকৃতং হৃদি কৃতম্। অন্বিতং ক্রমযুক্তম্ ॥ ২৮ ॥

হিতানুবন্ধি হৃদ্যঞ্চ পুণ্যমানন্দসাধনম্।
শিরসা ধ্রিয়তে কৈর্নো সিদ্ধৈস্ত্বদনুশাসনম্॥ ২৯॥
প্রতিক্ষিপন্তঃ সংসারমিহিকাবরণং বয়ম্।
প্রসন্নাস্ত্বৎপ্রসাদেন বর্ষান্ত ইব বাসরাঃ॥ ৩০॥
আপাতমধুরারম্ভং মধ্যে সৌভাগ্যবর্দ্ধনম্।
অনুত্তমফলোদর্কং পুণ্যং ত্বদনুশাসনম্॥ ৩১॥
বিকাসি সিতমম্লানমাহ্লাদিতশুভাশুভম্।
ত্বদ্বচঃ কুসুমং নিত্যং শ্রীমৎ ফলদমস্তু নঃ॥ ৩২॥
সকলশাস্ত্রবিচারবিশারদ
প্রসৃতপুণ্যজলৈকমহাহ্রদ।

সর্ব্বানিষ্টহানানুবন্ধিত্বাৎ মধুরতরত্বাৎ পরমপুরুষার্থসাধনত্বাদনুল্লঙ্ঘ্য শাসনত্বাচ্চ তব বচনমবশ্যং শিরসা প্রণম্য হৃদি কার্য্যমিত্যাশয়েনাহ হিতানুবন্ধীতি। সিদ্ধৈর্দেবভেদৈর্যোগমন্ত্রাদিসিদ্ধৈঃ স্বতঃ সিদ্ধৈঃ সনকাদিভির্ব্বা কৈর্ন শিরসা ধ্রিয়তে॥ ২৯॥

স্বস্মিন্ উপদেশস্য নৈষ্ফল্যশঙ্কাং বারয়ন্নাহ প্রতিক্ষিপন্ত ইতি। নিরস্যন্ত ইত্যর্থঃ। বর্ষান্তে শরদি॥ ৩০॥

উপদেশস্য কালত্রয়েপি হিতকারিতামাহ আপাতেতি। আপাতে শ্রবণকালে। মধ্যে মননিদিধ্যাসনকালে। সৌভাগ্যস্য অন্তর্ম্মুখতাপ্রযুক্তস্য শমাদিসম্পৎসুখস্য। অনুত্তমং মোক্ষাখ্যং ফলং যত্র তথাবিধ উদর্ক উত্তরকালোযস্য তৎ॥ ৩১॥

সিতং স্বচ্ছং শুভ্রঞ্চ। আহ্লাদিতানি আনন্দৈকরসীকৃতানি শুভাশুভানি পুণ্যপাপানি তৎফলানি চ যেন। আহ্লাদিতাঃ শুভা দেবা অশুভাঃ সর্পাদয়শ্চ যেন। ত্বদ্বচোলক্ষণং কুসুমং কল্পবৃক্ষপুষ্পম্॥ ৩২॥

ইদানীং গুরুং তীর্থত্বাৎ মহাহ্রদত্বেন রূপয়ন্ সম্বোধ্য পুনঃ শিষ্টার্থোপদেশবাক্‌প্রবাহং প্রার্থয়তে সকলেতি। দেশকালশাস্ত্রবিচারেষু বিশারদ হে প্রসৃতাচার পুণ্যজলানামেকমহাহ্রদ বিততব্রত মাং প্রতি সম্প্রতি প্রসৃততাং উপদেশবাক্‌প্রসরং ভজেত্যর্থঃ। হ্রদপক্ষে সকলশাস্ত্রলক্ষণানাং বীনাং

ভজ ভৃশং বিততব্রত সম্প্রতি
প্রসৃততাং হত কিল্বিষসন্ততিম্ ॥ ৩৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে রাঘবপ্রশ্নোনাম
চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

হংসাদিপক্ষিণাং চারৈর্ব্বিশারদ শোভমান। বিততানি বিস্তারিতানি ব্রতানি মুনিভির্যত্র। স্নাতৃণাং হতানি কিল্বিষাণি যেন। এবংবিধ হে প্রসৃত-পুণ্যজলৈকমহাহ্রদ ত্বং সম্প্রতি ইদানীং সন্ততিং বাক্‌সন্তানরূপাং প্রসৃততাং প্রবাহং ভজেত্যর্থঃ। মাং প্রতীত্যস্তে পাঠে মদ্বিশুদ্ধয়ে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

—০()*()০—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ইদমুত্তমসিদ্ধান্তসুন্দরং সুন্দরাকৃতে ।
উপশান্তিপ্রকরণং শৃণুষ্বাবহিতোহিতম্ ॥ ১ ॥
দীর্ঘসংসারমায়েয়ং রাম রাজসতামসৈঃ ।
ধার্য্যতে জন্তুভির্নিত্যং সুস্তম্ভৈরিব মণ্ডপঃ ॥ ২ ॥
সত্বস্থজাতিভির্দ্ধীরৈস্ত্বাদৃশৈর্গুণবৃংহিতৈঃ ।
হেলয়া ত্যজ্যতে পক্বা মায়েয়ং ত্বগিবোরগৈঃ ॥ ৩ ।
যে সত্ত্বজাতয়ঃ প্রাজ্ঞাস্তথা রাজসসাত্বিকাঃ ।
বিচারয়ন্তি তে সাধো জগৎ পূর্ব্বপরম্পরাম্ ৪ ॥
শাস্ত্রসজ্জনসৎকার্য্যসঙ্গেনোপহতৈনসাম্ ।
সারাবলোকিনী বুদ্ধির্জ্জায়তে দীপিকোপমা ॥ ৫ ॥

অবিবেকপ্রবৃদ্ধায়া মনোমাত্রজগৎস্থিতেঃ ।
ইহোপশমনোপায়-ক্রমঃ সম্যগুদীর্য্যতে ॥ ১ ॥

অবহিতঃ সাবধানচিত্তঃ ॥ ১ ॥

প্রাগুক্তমনূদ্য প্রস্তুতেন সঙ্গময়তি দীর্ঘেতি। রাজসতামসৈঃ প্রাগুক্ত-জীবৈর্ধার্য্যতে। "পুরুষোবা অক্ষিতিঃ স হীদমন্নং ধিয়া ধিয়া জনয়তে কর্ম্মভি"রিত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

প্রাগুক্তলক্ষণৈঃ সত্বস্থজাতিভিঃ রাজসসাত্বিকৈঃ শুদ্ধসাত্বিকৈশ্চ ॥ ৩ ॥

কেনোপায়েন ত্যজ্যতে তমাহ যে ইতি। পূর্ব্বপরম্পরাং মূলপরম্পরাং "অন্নেন সোম্য শুঙ্গেনাপোমূলমন্বিচ্ছ"ইত্যাদিশ্রুতিদর্শিতাম্ ॥ ৪ ॥

সৎকার্য্যাণি যজ্ঞোদানস্তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণামিতি ভগবদুক্তানি ॥৫।

স্বয়মেব বিচারেণ বিচার্য্যাত্মানমাত্মনা।
যাবন্নাধিগতং জ্ঞেয়ং ন তাবদধিগম্যতে ॥ ৬ ॥
প্রজ্ঞাবতাং নয়বতাং ধীরাণাং কুলশালিনাম্।
জাত্যা রাজসসত্ত্বানাং মুখ্যস্ত্বং রঘুনন্দন ॥ ৭ ॥
স্বয়মালোকয় প্রাজ্ঞ সংসারারম্ভদৃষ্টিষু।
কিং সত্যং কিমসত্যং বা ভব সত্যপরায়ণঃ ॥ ৮ ॥
আদাবন্তে চ যন্নাস্তি কীদৃশী তস্য সত্যতা।
আদাবন্তে চ যন্নিত্যং তৎ সত্যং নাম নেতরৎ ॥ ৯ ॥
আদ্যন্তাসন্ময়ে যস্য বস্তুন্যাসজ্জতে মনঃ।
তস্য মুগ্ধপশোর্জ্জন্তো র্ব্বিবেকঃ কেন জন্যতে ॥ ১০ ॥
জায়তে মন এবেহ মন এব বিবর্দ্ধতে।
সম্যগ্দর্শনদৃষ্ট্যা তু মন এব হি মুচ্যতে ॥ ১১ ॥

রাম উবাচ।

জ্ঞাতমেতন্ময়া ব্রহ্মন্ যথাস্মিন্ ভুবনত্রয়ে।
মন এব হি সংসারি জরামরণভাজনম্ ॥ ১২ ॥

স্বয়মেবেতি। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানমিতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ। নাধিগতং ন জ্ঞাতম্। অধিগম্যতে প্রাপ্যতে ॥ ৬ ॥

ত্বয়ি তু তৎপ্রাপ্তিযোগ্যতাস্ত্যেবেত্যাহ প্রজ্ঞাবতামিতি। নয়বতাং প্রমাণকুশলানাম্ ॥ ৭ ॥

আলোকয় বিচারেণ পশ্য ॥ ৮ ॥

অস্তীতি সৎ সদেব সত্যমসত্ত্বাবিরুদ্ধস্বভাবং তদ্বিরুদ্ধনাস্তিস্বভাবং কথং সম্ভবেৎ। স্বভাববিপর্য্যাসাযোগাদিতি ভাবঃ। নিত্যং নিয়তসৎস্বভাবম্ ॥ ৯ ॥

আসজ্জতে সত্যবুদ্ধ্যা রজ্যতে ॥ ১০ ॥

মনোরথরচিতপ্রাসাদবন্মনোমাত্রকার্য্যত্বাদপি ন সত্যতাপ্রসক্তির্জ্জগৎ ইত্যাশয়েনাহ জায়ত ইতি ॥ ১১ ॥

প্রশ্নঃ স্পষ্টঃ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

যস্তস্যোত্তরণোপায়স্তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ।
হার্দ্দং তমস্ত্বয়ার্কেণ রাঘবাণাং বিনাশ্যতে ॥ ১৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

পূর্ব্বং রাঘব শাস্ত্রেণ বৈরাগ্যেণ পরেণ চ ।
তথা সজ্জনসঙ্গেন নীয়তাং পুণ্যতাং মনঃ ॥ ১৪ ॥
সৌজন্যোপহিতং চেতো যদা বৈরাগ্যমাগতম্ ।
তদানুগম্যা গুরবো বিজ্ঞানগুরবোপি যে ॥ ১৫ ॥
ততস্তস্যোপদিষ্টেন কৃত্বা ধ্যানার্চ্চনাদিকম্ ।
ক্রমেণ পদমাপ্নোতি তৎ বৎ পরমপাবনম্ ॥ ১৬ ॥
বিচারেণাবদাতেন পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা ।
ইন্দুনা শীতলেনান্তর্ব্বিশ্বং স্বমিব তেজসা ॥ ১৭ ॥
তাবদ্ভবমহাম্ভোধৌ জনস্তৃণবদুহ্যতে ।
বিচারতটবিশ্রান্তিমেতি যাবন্ন চেতসা ॥ ১৮ ॥
বিচারেণ পরিজ্ঞাতবস্তুনোস্য জনস্য ধীঃ ।

প্রথমং শাস্ত্রসজ্জনসঙ্গাভ্যাং বৈরাগ্যাদিসাধনচতুষ্টয়ং সম্পাদ্যমিত্যাহ পূর্ব্বমিতি । পুণ্যতাং জ্ঞানোদয়যোগ্যতাপাদিকাং বিশুদ্ধিম্ ॥ ১৪ ॥

সৌজন্যং নিরভিমানিতা । যে গুরবো বিজ্ঞানেন সর্ব্বশাস্ত্ররহস্যজ্ঞানেন গুরবো গরীয়াংসোপি শব্দাদ্যুপদেশকৌশলেন শিষ্যবোধনসমর্থাশ্চ ভবন্তি তে বিধিনা অনুগম্যাঃ ॥ ১৫ ॥

উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্ । ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাদিত্যাদিশ্রুতেঃ প্রথমং গুরূপদিষ্টমার্গেণ সগুণেশ্বরধ্যানার্চ্চনাদিকং কৃত্বা তদনুগ্রহাৎ বক্ষ্যমাণবিচারাদিক্রমেণেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বং কৃৎস্নং খমিন্দুনা তেজসা পূর্ণমিব ॥ ১৭ ॥

চেতসা বুদ্ধিপ্লবেন বিচারলক্ষণে তটে যাবৎ বিশ্রান্তিং স্থৈর্য্যং নৈতি ॥১৮॥

আধীন্ মানসদুঃখানি। অধঃকরোতি নিরস্যতীতি যাবৎ। সৌম্যং নিরপ্রসন্নম্ ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বানধঃকরত্যাধীন্ সৌম্যাম্ভ ইব বালুকাঃ ॥ ১৯ ॥
ইদং রুক্মমিদং ভস্ম পরিজ্ঞাতমিতি স্ফুটম্ ।
ন যথা হৈমকারস্য হেমজ্ঞানাত্মনস্তথা ॥ ২০ ॥
অক্ষয়োঽয়ং মনাগাত্মা স্বাত্মন্যবগতে চিরম্ ।
ভবতীতি নরস্যেহ মোহস্যাবসরঃ কুতঃ ॥ ২১ ॥
অপরিজ্ঞাতসারে হি মনোন্তর্যদি মুহ্যতে ।
জ্ঞাতসারে ত্বসন্দিগ্ধমসতী কিল মূঢ়তা ॥ ২২ ॥
হে জনা অপরিজ্ঞাত আত্মা বো দুঃখসিদ্ধয়ে ।
পরিজ্ঞাতস্ত্বনন্তায় সুখায়োপশমায় চ ॥ ২৩ ॥
মিশ্রীভূতমিবানেন দেহেনোপহতাত্মনা ।
ব্যক্তীকৃত্য স্বমাত্মানং স্বস্থা ভবত মা চিরম্ ॥ ২৪ ॥
দেহেনাস্য ন সম্বন্ধো মনাগেবামলাত্মনঃ ।

ভস্মনি গূঢ়ং হেম অন্যৈর্ব্বিবেক্তুমশক্যমপি যথা হেমজ্ঞানাত্মনঃ সদা হেমপরিশোধনেন তদ্বিবেককুশলাত্মনো হেমকারস্য ইদং রুক্মমিদং ভস্মেতি স্ফুটং পরিজ্ঞাতমিতি ন তদলাভমোহস্যাবসরস্তথা অয়মজ্ঞদৃশাং প্রসিদ্ধো মনাগাত্মা পরিচ্ছিন্নজীবশ্চিরং বিচারেণ বিবিচ্য স্বাত্মনি অবগতে সতি অক্ষয়ঃ কালাদিপরিচ্ছেদশূন্যঃ স্বত এব স্ফুটং ভবতীতি কুতোমোহস্যাবসর ইতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

অপরিজ্ঞাতসারে পুরুষে। যদি মুহ্যতি তর্হি মুহ্যতাং নামেতি শেষঃ। অসতী অসম্ভাবিতৈব কিলেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

ইদানীমনুক্রোশাৎ সর্ব্বশ্রোতৃজনান্ প্রত্যাহ হে জনা ইতি। "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোমন্বানস্য" ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ। পরিজ্ঞাতস্ত্বিতি "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" "সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ" "জ্ঞাত্বা তং মৃত্যু-মত্যেতি" "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন" ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

ব্যক্তীকৃত্য পঞ্চকোশবিবেকেন দৃষ্ট্বা ॥ ২৪ ॥

হেম্নঃ পঙ্কলবেনেব তদ্গতস্থাপি মানবাঃ ॥ ২৫ ॥
পৃথগাত্মা পৃথগ্দেহী জলপদ্মলবোপমৌ।
ঊর্দ্ধবাহুর্ব্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিৎ শৃণোতি মে ॥ ২৬ ॥
জড়ধর্ম্মি মনো যাবৎ গর্ত্তকচ্ছপবৎ স্থিতম্।
ভোগমার্গবদামূঢ়ং বিস্মৃতাত্মবিচারণম্ ॥ ২৭ ॥
তাবৎ সংসারতিমিরং সেন্দুনাপি সবহ্নিনা।
অর্কদ্বাদশকেনাপি মনাগপি ন ভিদ্যতে ॥ ২৮ ॥
সম্প্রবুদ্ধে হি মনসি স্বাং বিবেচয়তি স্থিতিম্।
নৈশমর্কোদয় ইব তমোহার্দ্দং পলায়তে ॥ ২৯ ॥
নিত্যমুত্তমবোধায় যোগশয্যাগতং মনঃ।
বোধয়েৎ ভবভেদায় ভবো হ্যত্যন্তদুঃখদঃ ॥ ৩০ ॥
যথা রজোভির্গগনং যথা কমলমম্বুভিঃ।
ন লিপ্যতে হি সংশ্লিষ্টৈর্দ্দেহৈরাত্মা তথৈব চ ॥ ৩১ ॥

ব্যক্তীকরণমেব স্ফুটয়তি দেহেনেত্যাদিনা। অপ্যর্থে এবকারঃ ॥ ২৫ ॥

আত্মা ব্রহ্ম দেহী জীবশ্চ যথা পদ্মাধারমহাজলং পদ্মপত্রনিবিষ্টজললবশ্চোপাধিত এব পৃথক্ ন বস্তুতস্তদ্বদিত্যর্থঃ। ননু মহাজলস্য পদ্মপত্রারোহপরিচ্ছেদাদৌ বায়্বাদিনিমিত্তং প্রসিদ্ধং পূর্ণাত্মনঃ পরিচ্ছেদেন দেহারোহণে কিং নিমিত্তমিতি চেদসকৃদুদ্বোষিতং পাপিষ্ঠং মন এব অতস্তন্নাশায়ৈব যত্নঃ কার্য্য ইত্যাশয়েনানুক্রোশাদাক্রোশতি ঊর্দ্ধবাহুরিত্যাদিনা ॥২৬॥

দুর্ব্বাসনাপঙ্কগর্ত্তে কচ্ছপবৎ নিলীনং কঠোরঞ্চ ভোগপ্রাপ্তৌ মার্গবৎ দ্বারভূতৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়েষ্বামূঢ়ং মনো যাবৎ স্থিতং তাবৎ সংসারতিমিরং সেন্দুনা সবহ্নিনা অপিশব্দাৎ নক্ষত্রমণ্যাদিসর্ব্বতেজঃসহিতেন অর্কদ্বাদশকেনাপি মনাক্ ঈষদপি ন ভিদ্যতে ইতি পরেণ সহান্বয়ঃ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

স্বাং পারমার্থিকীং স্থিতিং বিবেচয়তি অনৃতাদ্বিবিচ্য পশ্যতি সতি ॥২৯॥

যোগো দেহাদিতাদাত্ম্যাধ্যাসস্তল্লক্ষণায়াং শয্যায়াং গতং সুপ্তং সমাধিবিশ্রান্তিং কৃত্বেতি বা ॥ ৩০ ॥

কথং বোধয়েৎ তদাহ যথেতি ॥ ৩১ ॥

কর্দ্দমাদি যথা হেম্না শ্লিষ্টমেতি পৃথক্ স্থিতম্।
নান্তঃপরিণতিং যাতি জড়োদেহস্তথাত্মনা ॥ ৩২ ॥
সুখদুঃখানুভাবিত্বমাত্মনীত্যববুধ্যতে।
অসত্যমেব গগনে বিন্দুতাম্লানতে যথা ॥ ৩৩ ॥
সুখদুঃখেন দেহস্য সর্ব্বাতীতস্য নাত্মনঃ।
এতে হ্যজ্ঞানকস্যৈব তস্মিন্নষ্টে ন কস্যচিৎ ॥ ৩৪ ॥
ন কস্যচিৎ সুখং কিঞ্চিদ্দুঃখঞ্চ ন চ কস্যচিৎ।
সর্ব্বমাত্মময়ং শান্তমনন্তং পশ্য রাঘব ॥ ৩৫ ॥
ইমা যাঃ পরিদৃশ্যন্তে বিততাঃ সৃষ্টিদৃষ্টয়ঃ।
পয়সীব তরঙ্গাস্তে পিচ্ছং ব্যোম্নীব চাত্মনি ॥ ৩৬ ॥
যথা মণির্দদাত্যাত্ম-চ্ছায়াঃ স্বয়মকারণম্।
তেজোময়ীস্তথৈবায় মাত্মা সৃষ্টীঃ প্রযচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥
আত্মা জগচ্চ সুমতে নৈকং ন দ্বৈতমপ্যসৎ।
আভাসমাত্রমেবেদমিত্থং সম্প্রতি জৃম্ভতে ॥ ৩৮ ॥

হেমতাদাত্ম্যাপত্তিলক্ষণাং পরিণতিমন্তর্ব্বস্তুতোন যাতি ॥ ৩২ ॥

অনুভাবিত্বমনুসারিত্বমনুভবিতৃত্বং চ। ইত্যববুধ্যতে মূঢ় ইতি শেষঃ। বিন্দুতা তদ্‌যথাবটরকাণি সম্পতন্তীব দৃশ্যন্ত ইতি শ্রুত্যনুভবসিদ্ধা বিন্দু-সহস্রাকারতা। ম্লানতা মালিন্যম্ ॥ ৩৩ ॥

যদি নাত্মনঃ সুখদুঃখে তর্হি কিং দেহস্য নেত্যাহ সুখদুঃখে ইতি। তর্হি কস্য তত্রাহ এতে ইতি। অজ্ঞানমেবাজ্ঞানকং তস্যৈব ॥ ৩৪ ॥

আত্মময়মাত্মবিবর্ত্তম্। শান্তং নিত্যপ্রশান্তম্ ॥ ৩৫ ॥

বিবর্ত্ততাং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি ইমা ইতি। ব্যোম্নি পিচ্ছং অর্দ্ধনিমীলিতাক্ষস্য সূর্য্যাভিমুখং শয়ানস্য ভ্রান্ত্যা প্রসিদ্ধম্ ॥ ৩৬ ॥

তেজোময়ীরাত্মচ্ছায়াঃ স্বকান্তীর্দদাতি প্রসারয়তি। অকারণমক্রিয়া-ব্যাপৃত ইতি যাবৎ। প্রযচ্ছতি প্রসারয়তি ॥ ৩৭ ॥

নৈকং নাদ্বয়ম্ ন দ্বৈতং ন নানাপি যতো জগদ্রূপমসৎ। ন হ্যসতা সতোঽভেদোভেদোবা নিরূপয়িতুং শক্যত ইত্যর্থঃ। সম্প্রত্যজ্ঞানকালে ॥৩৮॥

সমস্তং খল্বিদং ব্রহ্ম সর্ব্বমাত্মৈবমাততম্।
অহমন্যদিদঞ্চান্যদিতি ভ্রান্তিং ত্যজানঘ ॥ ৩৯ ॥
ততে ব্রহ্মঘনে নিত্যে সম্ভবন্তি ন কল্পনাঃ।
বিচ্ছিত্তয়ঃ পয়োরাশৌ যথা রাম ন সম্ময়াঃ ॥ ৪০ ॥
একস্মিন্নেব সর্ব্বস্মিন্ পরমাত্মনি বস্তুনি।
দ্বিতীয়া কল্পনা নাস্তি বহ্নৌ হিমকণোযথা ॥ ৪১ ॥
ভাবয়ন্নাত্মনাত্মানং চিদ্রূপেণৈব চিন্ময়ম্।
ঋজূজ্জ্বলময়ে হ্যাত্মা স্বয়মাত্মনি জৃম্ভতে ॥ ৪২ ॥
ন শোকোস্তি ন মোহোস্তি ন জন্মাস্তি ন জন্মবান্।
যদস্তীহ তদেবাস্তি বিজ্বরোভব রাঘব ॥ ৪৩ ॥
নির্দ্দন্দ্বোনিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেমআত্মবান্।
অদ্বিতীয়োবিশোকাত্মা বিজ্বরোভব রাঘব ॥ ৪৪ ॥
সমঃ স্বস্থঃ স্থিরমতিঃ শান্তশোকমনা মুনিঃ।
মৌনী বরমণিস্বচ্ছো বিজ্বরোভব রাঘব ॥ ৪৫ ॥

পরমার্থতস্তু ভ্রান্তেরপি পৃথক্ দুর্নিরূপত্বাৎ ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমাত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি শ্রুত্যুক্তদৃশা ব্রহ্মৈব সর্ব্বমিত্যাহ সমস্তমিতি ॥ ৩৯ ॥

ততে দৈশিকপরিচ্ছেদরহিতে। ব্রহ্মঘনে বস্তুকৃতপরিচ্ছেদরহিতে। নিত্যে কালিকপরিচ্ছেদশূন্যে ॥ ৪০ ॥

বাস্তবৈকত্ববিরোধাদপি ন দ্বৈতকল্পনা সতীত্যাহ একস্মিন্নেবেতি ॥৪১॥

ইদানীং তাদৃশাত্মপরিচয়েন তত্র বিশ্রান্তয়ে সদা তদ্ভাবনা কার্য্যেত্যাহ ভাবয়ন্নিতি। তদ্রূপেণ ক্ষীরোদকবৎ তদ্রূপাগমেনৈব মনসা। ঋজূজ্জ্বলময়ে মায়াকৌটিল্যমালিন্যরহিতে ইতি যাবৎ ॥ ৪২ ॥

তদ্ভাবাপন্নস্য জীবন্মুক্তিবিশ্রান্তিং দর্শয়তি ন শোক ইত্যাদিনা ॥ ৪৩ ॥

নির্দ্বন্দ্বঃ শীতোষ্ণাদিশারীরদ্বন্দ্ববিক্ষেপরহিতঃ। নিত্যং সত্ত্বে স্থিতত্বাৎ রজস্তমঃপ্রযুক্তমানসবিক্ষেপরহিতঃ। অতএব তদুভয়পরিহারোপায়যোগক্ষেমচিন্তোজ্ঝিতঃ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥

বিবিক্তঃ শান্তসঙ্কল্পো ধীরধীর্ব্বিজিতাশয়ঃ।
যথাপ্রাপ্তানুবর্ত্তী চ বিজ্বরোভব রাঘব ॥ ৪৬ ॥
বীতরাগোনিরায়াসো বিমলোবীতকল্মষঃ।
নাদাতা ন পরিত্যাগী বিজ্বরোভব রাঘব ॥ ৪৭ ॥
বিশ্বাতীতপদং প্রাপ্তঃ প্রাপ্তপ্রাপ্তব্যপূরিতঃ।
পূর্ণার্ণববদক্ষুব্ধো বিজ্বরোভব রাঘব ॥ ৪৮ ॥
বিকল্পজালনির্ম্মুক্তো মায়াঞ্জনবিবর্জ্জিতঃ।
আত্মনাত্মনি তৃপ্তাত্মা বিজ্বরোভব রাঘব ॥ ৪৯ ॥
অনন্তাপারপর্য্যন্ত বপুরাত্মবিদাম্বর।
ধরাধরশিরোধীরো বিজ্বরোভব রাঘব ॥ ৫০ ॥
যথাপ্রাপ্তানুভবনাৎ সর্ব্বত্রানভিবাঞ্ছনাৎ।
ত্যাগাদানপরিত্যাগাৎ বিজ্বরোভব রাঘব ॥ ৫১ ॥
আত্মন্যেবাত্মনৌদার্য্যং ভজ পূর্ণ ইবার্ণবঃ।
আত্মন্যেবাত্মনাহ্লাদং ভজ পূর্ণেন্দুবিম্ববৎ ॥ ৫২ ॥

বিশ্বপ্রপঞ্চরচনেয়মসত্যরূপা
নাসত্যরূপমনুধাবতি রাম তজ্জ্ঞঃ।
তজ্জ্ঞোসি শান্তকলনোসি নিরাময়োসি
নিত্যোদিতোসি ভব সুন্দর শান্তশোকঃ ॥ ৫৩ ॥
একাতপত্রমবনৌ গুরুণোপদিষ্টং

বিবিক্তঃ অবিদ্যাতৎকার্য্যনির্ম্মুক্তঃ। বিজিতাশয়ঃ স্বাধীনচিত্তঃ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

ধরাধরাণাং শির ইব শ্রেষ্ঠো মেরুঃ স ইব ধীরঃ ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

ঔদার্য্যমকার্পণ্যং পূর্ণকামতামিতি যাবৎ। আহ্লাদং সর্ব্বতাপোপশমসুখম্ ॥ ৫২ ॥

উক্তমর্থং সংগৃহ্যোপদিশন্নুপসংহরতি বিশ্বেতি। স্পষ্টোর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

সম্যক্ সুপালয় চিরং সময়েহ দৃষ্ট্যা ।
রাজ্যং সমস্তগুণরঞ্জিতরাজলোক
স্ত্যাগো ন যুক্ত ইহ কর্ম্মসু নাপি রাগঃ ॥ ৫৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে প্রশমোপদেশো নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

যদি তজ্জ্ঞোহসত্যং নানুধাবতি তর্হি কিং মম রাজ্যাদিনা পারিব্রাজ্যমেব যুক্তমিতি রামাশয়মালক্ষ্যাহ একেতি। গুরুণা পিত্রা উপদিষ্টমাজ্ঞপ্তমেকাতপত্রং রাজ্যং সমস্তগুণরঞ্জিতা রাজানো লোকাঃ প্রজাশ্চ যেন তথাবিধঃ সন্ সময়া দৃষ্ট্যা চিরং সম্যক্ সুপালয়। প্রারব্ধত্বাদবশ্যভোক্তব্যেষু কর্ম্মসু তৎফলেষু চ ত্যাগো ন যুক্তো নাপি রাগোযুক্ত ইত্যর্থঃ ; "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ" ইতি ভগবদ্বচনাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

—(•)○(•)—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইমং বিশ্বপরিস্পন্দং করোমীত্যস্তবাসনম্।
প্রবর্ত্ততে যঃ কার্য্যেষু স মুক্ত ইতি মে মতিঃ॥ ১॥
পৌরুষীং তনুমাশ্রিত্য কেচিদেতৎক্রিয়ারতাঃ।
স্বর্গান্নরকমায়ান্তি স্বর্গঞ্চ নরকাৎ পুনঃ॥ ২॥
কেচিৎ ত্বকর্ম্মণি রতা বিরতা অপি কর্ম্মণঃ।
নরকান্নরকং যান্তি দুঃখাদ্দুঃখং ভয়াদ্ভয়ম্॥ ৩॥
কেচিৎ স্ববাসনাতন্তুবদ্ধাঃ কর্ম্মফলোদিতাঃ।
তির্য্যক্ত্বাৎ স্থাবরতনুং যান্তি তির্য্যক্তনুং ততঃ॥ ৪॥

ইহ কর্ম্মগতীঃ পূর্ব্বমুক্ত্বা চরমজন্মনাম্।
জীবন্মুক্ত্যৈ গুণাবাপ্তৌ সামান্যক্রম ঈর্য্যতে॥ ১॥

গুণার্জ্জনক্রমস্য বক্ষ্যমাণস্য প্রকৃতসম্বন্ধং দর্শয়িতুং প্রস্তুতনিরাসঙ্গবিহিতাপ্রতিষিদ্ধকার্য্যপ্রবৃত্ত্যা জীবন্মুক্তং লক্ষয়তি ইমমিতি। বিশ্বং কৃৎস্নং পরিস্পন্দং শ্রুতিস্মৃতিসদাচারপ্রাপ্তব্যবহারময়স্কান্তবৎ সন্নিধিমাত্রেণ করোমীত্যস্তবাসনং প্রবর্ত্ততে ন মূঢ় ইব কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশেনেত্যর্থঃ॥ ১॥

কর্ম্মফলাসংজ্ঞাদেবাজ্ঞানামনর্থপ্রাপ্তিরিতি দর্শয়তি পৌরুষীমিতি। পৌরুষীং মানুষীং তনুং দেহমাশ্রিত্য প্রাপ্যাপি কেচিৎ মূঢ়া এতস্যাং নিরাসঙ্গকর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণায়াং ক্রিয়ায়ামরতাঃ কামাত্মানঃ কাম্যকর্ম্মভিঃ স্বর্গং ভুক্ত্বা ততঃ কপূয়কর্ম্মানুশয়াবশেষেণ নরকমায়ান্তি॥ ২॥

অকর্ম্মণি নিষিদ্ধকর্ম্মণি রতাঃ। কর্ম্মণঃ সৎকর্ম্মণোবিরতাঃ। তথাচ স্মৃতিঃ "বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ। অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি" ইতি॥ ৩॥

নরকোপভুক্তদুষ্কর্ম্মফলক্রমেণ তির্য্যগ্যোনিষু উদ্ভিদ্জা জাতাঃ॥ ৪॥

কেচিদাত্মবিদোধন্যা বিচারিতমনোদৃশঃ।
বিচ্ছিন্নতৃষ্ণা নিগড়া যান্তি নিষ্কেবলং পদম্ ॥ ৫ ॥
পুরা কতিপয়ান্যেব ভুক্ত্বা জন্মানি রাঘব।
অস্মিন্ জন্মনি যো মুক্তঃ সঃ স্যাদ্রাজসসাত্বিকঃ ॥ ৬ ॥
জাতোসৌ বৃদ্ধিমভ্যেতি পার্ব্বণশ্চন্দ্রমা ইব।
কুটজং প্রাবৃষীবৈনং সৌভাগ্যমনুগচ্ছতি ॥ ৭ ॥
যস্যেদং জন্ম পাশ্চাত্যং তমাশ্বেব মহামতে।
বিশন্তি বিদ্যা বিমলা মুক্তা বেণুমিবোত্তমম্ ॥ ৮ ॥
আর্য্যতা হৃদ্যতা মৈত্রী সৌম্যতা করুণা জ্ঞতা।
সমাশ্রয়ন্তি তং নিত্যমন্তঃপুরমিবাঙ্গনাঃ ॥ ৯ ॥
যঃ কুর্ব্বন্ সর্ব্বকার্য্যাণি পুষ্টে নষ্টেথ তৎফলে।
সমঃ সন্ সর্ব্বকার্য্যেষু ন তুষ্যতি ন শোচতি ॥ ১০ ॥
তমাংসীব দিবা যান্তি তত্র দ্বন্দ্বানি সংক্ষয়ম্।
শরদীব ঘনাস্তত্র গুণা গচ্ছন্তি শুদ্ধতাম্ ॥ ১১ ॥

রাক্ষসতামসান্ শুদ্ধতামসাংশ্চোক্ত্বা শুদ্ধসাত্বিকজীবানাহ কেচিদিতি। বিচারিতোমনোদৃক্ মনঃসাক্ষ্যাত্মা যৈঃ তে নিষ্কেবলং পরমকৈবল্যরূপং পদম্ ॥ ৫ ॥

রাজসসাত্বিকান্ দর্শয়তি পুরেতি। কতিপয়ান্যুত্তরোত্তরোৎকৃষ্টানি মানুষ-জন্মানি ॥ ৬ ॥

তস্য শান্ত্যাদিগুণৈরভিবৃদ্ধিমাহ জাত ইত্যাদিনা। সৌভাগ্যং সাধন-চতুষ্টয়ম্। কুটজপক্ষে পুষ্পশ্রীঃ ॥ ৭ ॥

বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যোপায়সর্ব্ববিদ্যাঃ। বেণুমিবেতি। বেণুবিশেষস্যাপি মুক্তা-করত্বপ্রসিদ্ধেঃ ॥ ৮ ॥

জ্ঞতা পরোক্ষপ্রায়ং জ্ঞানম্ ॥ ৯ ॥

তস্যোপক্রমোক্তজীবন্মুক্তলক্ষণোপক্রমমাহ য ইতি। পুষ্টে প্রবৃদ্ধে ॥ ১০ ॥

দ্বন্দ্বানি সুখদুঃখাদীনি। প্রাগমলিনা অপি ধৃতিপ্রজ্ঞাদ্যাপ্রভৃতয়ো গুণাঃ ॥ ১১ ॥

পেশলাচারমধুরং সর্ব্বে বাঞ্ছন্তি তং জনাঃ।
বেণুং মধুরনিধ্বানং বনে বনমৃগা ইব ॥ ১২ ॥
নরং পাশ্চাত্যজন্মানমেবং প্রায়া গুণশ্রিয়ঃ।
জাতমেবানুধাবন্তি বলাকা ইব বারিদম্ ॥ ১৩ ॥
ততোসৌ গুণসম্পূর্ণো গুরুমেবানুগচ্ছতি।
স তমেবং বিবেকে বৈ নিয়োজয়তি পাবনে ॥ ১৪ ॥
বিচারবৈরাগ্যবতা চেতসা গুণশালিনা।
দেবং পশ্যত্যথাত্মানমেকরূপমনাময়ম্ ॥ ১৫ ॥
তনোত্যয়ং বিচারেণ চারুণা শান্তচেতসা।
প্রবোধনায় প্রথমং মনোমননমান্তরম্ ॥ ১৬ ॥
যে হি পাশ্চাত্যজন্মান-স্তে হি সুপ্তং মনোমৃগম্।
প্রবোধয়ন্তি প্রথমং গুণহীনং মহাগুণাঃ ॥ ১৭ ॥
প্রথিতগুণান্ সুগুরূন্নিষেব্য যত্না
দমলধিয়া প্রবিচার্য্য চিত্তরত্নম্।

বেণুং কীচকম্। মারুতপূর্ণরন্ধ্রত্বেন মধুরনিধ্বানং নিস্বনং ধ্বনিঃ ॥ ১২ ॥

জাতমেবেতি বাল্যাৎ প্রভৃত্যেবেতি যাবৎ ॥ ১৩ ॥

এবংগুণসম্পত্তৌ গুরুমুখাৎ শ্রবণাধিকারো নাপকচিন্তানামিত্যাশয়েনাহ তত ইতি। এবং প্রাক্ মদুক্তপ্রকারে আত্মানাত্মতত্ত্ববিবেকে উপায়ানুপদিশ্য স্ববুদ্ধ্যাপি কার্য্যে মননে নিয়োজয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

এবংগুণসম্পন্নস্যৈব গুরুপূর্ব্বকশ্রবণাদিনা সাক্ষাৎকারলাভং দর্শয়তি বিচারেতি। একরূপমানন্দৈকরসম্ ॥ ১৫ ॥

নিযোজয়তীত্যত্র সূচিতং মননং বিবৃণোতি তনোতীতি ॥ ১৬ ॥

গুণহীনং নির্গুণং ব্রহ্মৈব যথা ভবতি তথা প্রবোধয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

উক্তমর্থং সংক্ষিপ্যোপসংহরতি প্রথিতেতি। তে উক্তগুণসম্পন্নাশ্চরমজন্মানো মানবাঃ প্রথিতগুণান্ প্রখ্যাতজীবন্মুক্তলক্ষণগুণান্ সুগুরূন্ যত্নাৎ নিষেব্য তদ্দর্শিতযুক্তিভিরমলধিয়া চিত্তান্তর্গতং রত্নং প্রত্যগাত্মানং প্রবিচার্য্য

গতিমমলামুপযান্তি মানবাস্তে
পরমবলোক্য চিরং প্রকাশমন্তঃ ॥ ১৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে প্রথমোপদেশোনাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

পুনঃ রত্নপরীক্ষাবৎ মননেন পরীক্ষ্য চিত্রান্তপ্রকাশং পরং প্রত্যাগভিন্নং ব্রহ্ম চিরমবলোক্য সাক্ষাদনুভূয় তৎসাক্ষাৎকারমাত্রেণ তত্ত্বাবলাভলক্ষণা-মমলাং মায়াতৎকার্য্যসর্ব্বমলানিস্মুক্তাং পরমপুরুষার্থলক্ষণাং গতিমুপ সমীপে স্বস্থান এব যান্তি লভন্তে নোপাসকবৎ উৎক্রম্য লোকান্তরং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥১৮॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ ।

——()○()——

বশিষ্ঠ উবাচ ।

এষ তাবৎ ক্রমঃ প্রোক্তঃ সামান্যঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ।
ইমমন্যং বিশেষং ত্বং শৃণু রাজীবলোচন ॥ ১ ॥
অস্মিন্ সংসারসংরম্ভে জাতানাং দেহধারিণাম্ ।
অপবর্গক্ষমৌ রাম দ্বাবিমাবুত্তমৌ ক্রমৌ ॥ ২ ॥
একস্তাবদ্গুরুপ্রোক্তা-দনুষ্ঠানাচ্ছনৈঃ শনৈঃ ।
জন্মনা জন্মভির্ব্বাপি সিদ্ধিদঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ৩ ॥
দ্বিতীয়স্ত্বাত্মনৈবাশু কিঞ্চিৎ ব্যুৎপন্নচেতসা ।
ভবতি জ্ঞানসম্প্রাপ্তিরাকাশফলপাতবৎ ॥ ৪ ॥
নভঃফলনিপাতাভ-জ্ঞানসম্প্রতিপত্তয়ে ।
তত্রেমং শৃণু বৃত্তান্তং প্রাক্তনং কথয়ামি তে ॥ ৫ ॥

ইহ স্বেন বিচারেণ কিঞ্চিদ্ব্যুৎপন্নচেতসঃ ।
বর্ণ্যতে জ্ঞানসম্প্রাপ্তিরাকাশফলপাতবৎ ॥ ১ ॥

উক্তং সামান্যক্রমমনূদ্য কস্যচিদ্ভাগ্যবতো বিনৈব তং দৈবোপনীতেন স্ববিচারমাত্রেণৈব সহসা সর্ব্বগুণসম্পৎসহিতজ্ঞানোদয়লক্ষণং বিশেষং দর্শয়তি এষ তাবদিত্যাদিনা । অপবর্গক্ষমৌ মোক্ষফলোপহিতৌ ইমৌ বক্ষ্যমাণৌ ॥ ১ ॥ ২ ॥

একেন জন্মনা বহুভির্ব্বা জন্মভিঃ সিদ্ধিদো মোক্ষপ্রাপকঃ সমুদাহৃতঃ প্রাগুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

আত্মনা স্বেনৈব দৈবোপনীতজীবজগত্তত্ত্ববিচারবতা জ্ঞানসম্প্রাপ্তির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়ে ক্রমে অনকাখ্যায়িকামুদাহরিষ্যন্ ভূমিকাং রচয়তি নভঃফলেতি ॥ ৫

শৃণু সুভগ কথাং মহানুভাবা
ব্যপগতপূর্ব্বশুভাশুভার্গলৌঘাঃ।
খপতিতফলবৎ পরং বিবেকং
চরমভবা বিমলং সমশ্নুবন্তি ॥ ৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে আকাশফলপ্রাপ্তিবজ্জ্ঞানসম্প্রাপ্তিক্রমসূচনং নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

হে সুভগ চরমভবাশ্চরমজন্মানো মহানুভাবাঃ পুরুষাঃ পরং বিবেকং যথা খপতিতফলবৎ সমশ্নুবন্তি তথা বক্ষ্যমাণাং কথাং শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ ।

—○*○—
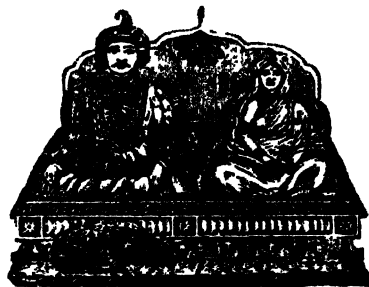
বশিষ্ঠ উবাচ ।

অস্ত্যস্তমিতসর্ব্বাপ-ত্বুদ্যৎসম্পত্নুদারধীঃ ।
বিদেহানাং মহীপালো জনকোনাম বীর্য্যবান্ ॥ ১ ॥
কল্পবৃক্ষোর্থিসার্থানাং মিত্রাব্জানাং দিবাকরঃ ।
মাধবোবন্ধুপুষ্পাণাং স্ত্রীণাং মকরকেতনঃ ॥ ২ ॥
দ্বিজকৈরবশীতাংশু র্দ্বিষত্তিমিরভাস্করঃ ।
সৌজন্যরত্নজলধির্ভুবং বিষ্ণুরিবাস্থিতঃ ॥ ৩ ॥
প্রফুল্লবাললতিকে মঞ্জরীপুঞ্জপিঞ্জরে ।
স কদাচিৎ মধৌ মত্তে কোকিলালাপলাসিনি ॥ ৪ ॥
যযৌ কুসুমিতাভোগং সুবিলাসলতাঙ্গনম্ ।
লীলয়োপবনং কান্তং নন্দনং বাসবোযথা ॥ ৫ ॥
তস্মিন্ বরবনে হৃদ্যে কেসরোদ্দামমারুতে ।

জনকেন বসন্তেত্র বনে বিহরতা ক্বচিৎ ।
সিদ্ধগীতাঃ শুভাঃ শ্লোকাঃ শ্রুতা ইত্যুপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

বিদেহানাং জনপদানাং মহীপালো রাজা ॥ ১ ॥

অর্থিসার্থানাং যাচকজনসঙ্ঘানাম্ । বন্ধুলক্ষণানাং পুষ্পাণাং মাধবো-বসন্তঃ ॥ ২ ॥

ভুবং বিষ্ণুর্ভগবানিব আস্থিতঃ পালনার্থমাশ্রিতঃ ॥ ৩ ॥

প্রফুল্লা বাললতিকা যত্র । অনুকম্পায়াং কন্ । মত্তে মত্তবদ্বিজৃম্ভমাণে অতএব কোকিলালাপৈর্লাসিনি নৃত্যতীব স্থিতে মধৌ বসন্তে ॥ ৪ ॥

সুবিলাসা লতা এবাঙ্গনা লতা অঙ্গনাশ্চ বা যত্র ॥ ৫ ॥

দূরস্থানুচরঃ সানুকুঞ্জেষু বিচচার হ ॥ ৬ ॥
অথ শুশ্রাব কস্মিংশ্চিৎ তমালবনগুল্মকে ।
সিদ্ধানামপ্রদৃশ্যানাং স্বপ্রসঙ্গাদুদাহৃতাঃ ॥ ৭ ॥
বিবিক্তবাসিনাং নিত্যং শৈলকন্দরচারিণাম্ ।
ইমাঃ কমলপত্রাক্ষ গীতা গীতাত্মভাবনাঃ ॥ ৮ ॥

সিদ্ধা উচুঃ ।

দ্রষ্টৃদৃশ্যসমাযোগাৎ প্রত্যয়ানন্দনিশ্চয়ঃ ।
যস্তং স্বমাত্মতত্ত্বোত্থং নিঃস্পন্দং সমুপাস্মহে ॥ ৯ ॥

কেসরেষু উদ্দামা রজঃসৌগন্ধ্যমকরন্দকণাপহরণসমর্থা ন তু পাংসু বিকিরণাদৌ । মন্দসুরভিশীতা ইতি যাবৎ । তথাবিধা মারুতা যত্র । সানুকুঞ্জেষু ক্রীড়াশৈলপ্রস্থপ্ররূঢ়েষু লতাগৃহেষু ॥ ৬ ॥

অপ্রদৃশ্যানামন্তর্হিতানাম্ । স্বপ্রসঙ্গাৎ স্বানুগ্রহার্থমিতি যাবৎ ॥ ৭ ॥

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসৈর্গীতমাত্মানং শ্রবণমাত্রেণ ভাবয়ন্তি যথা স্বয়মেব সাক্ষাৎ ভবতি তথা কুর্ব্বন্তীতি গীতাত্মভাবনাঃ । গীতাঃ স্বার্থোপনিষদঃ শুশ্রাব ॥ ৮ ॥

দ্রষ্টুশ্চক্ষুরাদিদ্বারা বিষয়প্রমাতুর্দৃশ্যেন স্রক্‌চন্দনবনিতাদিবিষয়েণ সমাযোগাৎ সন্নিকর্ষাৎ জাতে প্রত্যয়ে বিষয়াকারবুদ্ধিবৃত্তৌ স্বয়ং প্রথমানো য আনন্দরূপো নিশ্চয়স্তং তৎস্বভাবমেব আত্মতত্ত্বপরিশোধনেন উত্থং নিরতিশয়ভূমাত্মনাবির্ভূতং স্বমাত্মানং নিঃস্পন্দং নির্ব্বিকল্পসমাধিনিরস্তবাহ্যান্তঃকরণস্পন্দং যথা স্যাৎ তথা সমুপাস্মহে নিরন্তরমনুভবামঃ । অয়ম্ভাবঃ বিষয়াকারবৃত্তৌ স্বয়ং প্রথমান আনন্দো ন বিষয়কোটৌ জড়ত্বপ্রসঙ্গাৎ । নাপি কর্ত্তৃকরণবৃত্তিকোটৌ তেষাং কারকত্বেন তচ্ছেষতানুভববিরোধাৎ । তস্মাৎ সাক্ষিকোটাবেব । সাক্ষ্যেব হ্যবিদ্যাবরণমন্দীকৃতচিদানন্দস্বভাবোহন্তমহঙ্কারাত্মানং কল্পয়িত্বা তচ্ছেষতামিবাপন্নোবিষয়াকারবৃত্ত্যাবির্ভূতং স্বানন্দং তচ্ছেষতামিব নয়ন্ ন স্বাত্মানং নিরতিশয়ানন্দং প্রতিবুধ্যতে হন্তস্তমেব স্বতত্ত্ববিচারোত্থনিরতিশয়ানন্দস্বভাবং সমাহিতেন মনসা বয়মুপাস্মহে । "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতিশ্রুতেশ্চ স্বানন্দস্যৈবাবিদ্যয়া বিষয়াকারবৃত্তিপরিচ্ছেদেন বিষয়ানন্দত্ববিভাবনাদিতি । অথবা দ্রষ্টুঃ পুরু-

অন্যে ঊচুঃ।

দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যানি ত্যক্ত্বা বাসনয়া সহ।
দর্শনপ্রথমাভাসমাত্মানং সমুপাস্মহে ॥ ১০ ॥

যস্য দৃশ্যস্য বিষদাদেশ্চ বাহ্যাধ্যাত্মিকবৈষম্যপ্রবিলাপনেন সমে পরিশিষ্ট-সন্মাত্রস্বভাবে আত্যন্তিকাভেদাপত্তিলক্ষণাদ্যযোগাৎ মেলনাদারূঢ়াদ্যোগা-দিতি ব্যুৎপত্ত্যা নির্ব্বিকল্পসমাধিপরিপাকাখ্য প্রত্যয়ঃ প্রত্যেয়ঃ স্বানুভাব-দেব বিশ্বসনীয়ো ভূমানন্দনিশ্চয়ো যস্তমাত্মনস্তত্ত্বেন যথার্থরূপেণোত্থং প্রকটীভূতং স্বং নিঃস্পন্দং নিঃস্পন্দতাং সমুপাস্মহে ইত্যর্থঃ। অথবা দ্রষ্টৃর্দ্দৃশ্যানাং বিষয়াণাঞ্চোপচয়াপচয়জাড্যপ্রিয়াপ্রিয়াদিরূপসাম্যেন সমাদাযোগাৎ সম্বন্ধাৎ তদুভয়ান্তরালিকস্তদুভয়বিলক্ষণত্বাৎ প্রত্যয় এবানন্দ ইতি নিশ্চীয়ত ইত্যা-নন্দনিশ্চয়স্তং নিঃস্পন্দং সক্রিয়বৃত্ত্যুপাধিনির্ম্মুক্তমত এবাত্মতত্ত্বোত্থং স্বীয়যথার্থ-রূপেণাবির্ভূতং চিদানন্দৈকরসং স্বং প্রত্যগাত্মানং সমুপাস্মহ ইত্যর্থঃ। অথবা য আত্মা অহমিতি দ্রষ্টা ইদং মমেতি দৃশ্যেশ্চান্যোন্যতাদাত্ম্যসংসর্গা-ধ্যাসলক্ষণাৎ সমাযোগাৎ প্রতীয়তে অনুভূয়তে শুনকশূকরাদিভিরপীতি প্রত্যয়ো বিষয়ানন্দ এব পুরুষার্থ ইতি নিশ্চয়বান্ সংসরতি। স্বা স্বীয়া যা মা প্রমা বেদান্তজন্যাখণ্ডাকারবৃত্তিস্তয়া আত্মতত্ত্বোত্থং স্বীয়পারমার্থিক-রূপেণাবির্ভূতং কৃত্বা নিঃস্পন্দং নিশ্চলং সমুপাস্মহ ইত্যর্থঃ। অথবা যঃ প্রত্যয়ঃ স্বপ্রকাশ আনন্দৈকরসঃ স্বরূপনিশ্চয়ো দ্রষ্টৃদৃশ্যসমা যঃ সন্ দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাকারমায়াসহিতোভূত্বা অগাৎ স্বরূপপ্রচ্যুতোঽভূৎ তমানন্দনিশ্চয়ং চরম-সাক্ষাৎকারবৃত্ত্যারূঢ়া যা স্বাত্মভূতৈব মা তয়া দ্রষ্টৃদৃশ্যমায়ানিরাসেনাত্মতত্ত্বে-নোত্থমিত্যাদি প্রাগ্বৎ। অথবা দ্রষ্টৃদৃশ্যসমাঃ যঃ অগাদিতি ছেদঃ। "য আত্মা তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মা"দিত্যাদিশ্রুত্যনু-ভবসিদ্ধাৎ পরমপ্রেমাস্পদত্বপ্রত্যয়াদানন্দরূপত্বেন নিশ্চেতুং যোগ্যোপি বিবেক-বিচারাদিপ্রত্যয়াভাবাৎ দ্রষ্টৃদৃশ্যসমা ভোক্তৃভোগ্যপ্রায়াঃ সংসারদশা অগাৎ তং যত্তম্। যস্য প্রযত্নে ক্তঃ। বিবেকবৈরাগ্যশ্রবণমননাদিপ্রযত্নৈঃ সাক্ষাৎ-কৃতং স্বেনৈব মিমীতে পরিচ্ছিনত্তি ছিনত্তি বা সর্ব্বং দ্রষ্টৃদৃশ্যদ্বৈতজাতমিতি স্বমং যদাত্মতত্ত্বং তদ্ভাবেনোত্থিতং নিঃস্পন্দং পুনঃ সংসারপ্রসক্তিশঙ্কাশূন্যং সমা-শুপেত্য সর্ব্বসামীপ্যাবধিপ্রত্যগাত্মতয়া প্রাপ্য আস্মহে তিষ্ঠামহ ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তমেবাত্মানং নিষ্কৃষ্য করতলামলকবদ্দর্শয়ন্ত ইবান্যে প্রাহুঃ। দ্রষ্টৃদর্শ-

অন্যে উচুঃ।

দ্বয়োর্ম্মধ্যগতং নিত্যমস্তি নাস্তীতি পক্ষয়োঃ।
প্রকাশনং প্রকাশ্যানামাত্মানং সমুপাস্মহে॥ ১১॥

অন্যে উচুঃ।

যস্মিন্ সর্ব্বং যস্য সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যস্মায়িদম্।
যেন সর্ব্বং যদ্ধি সর্ব্বং তৎ সত্যং সমুপাস্মহে॥ ১২॥

নেতি দ্রষ্ট্রাদিত্রিপুটীত্যাগেনাবস্থাদ্বয়নিরাসঃ। বাসনয়া সহেত্যনেন তু তদুভয়বীজবাসনাসম্ভৃতসৌষুপ্তাজ্ঞানস্যাপি নিরাস উক্তঃ। দর্শনাচ্চাক্ষুষমানসাদিবৃত্তেঃ প্রথমং পূর্ব্বমেব তদুৎপত্তিসাক্ষিতয়া ভাসমানমিত্যনেন পূর্ব্বসিদ্ধ স্ত্রিপুটীসাক্ষী সর্ব্বানুভবসিদ্ধো বিবিচ্য দর্শিতঃ। তমেব সবীজত্রিপুটীত্যাগাৎ তুরীয়মাত্মানং সমুপাস্মহ ইত্যর্থঃ॥ ১০॥

দর্শনপ্রথমাভাসে সাক্ষিণি যে অস্তি নাস্তীতি বিপ্রতিপদ্যন্তে তান্ প্রত্যপি তদুভয়পক্ষাবিরুদ্ধং সাক্ষিণং দর্শয়ন্তোহন্যে প্রাহুঃ দ্বয়োরিতি। যে তাবদস্তি দর্শনপ্রথমাভাসঃ পরন্তু সোপি জন্য এব ন নিত্য ইত্যাহুস্তেষাং পূর্ব্বপূর্ব্বতদাভাসানাং স্বপ্রকাশত্বে স্ববিষয়ত্বে বা স্বমাত্রভানপরিক্ষীণত্বাৎ পূর্ব্বোত্তরবিজ্ঞানাস্পর্শিত্বাচ্চ ন তদুৎপত্ত্যাদিসাক্ষিতা নির্ব্বহতীতি তৎসাক্ষী অন্য আবশ্যক ইতি তৎপক্ষমধ্যগতং তদবিরুদ্ধং যেপি নাস্তীত্যাহুস্তেষাং নাস্তিতায়া অপি নিঃসাক্ষিকায়া অসিদ্ধেস্তৎপক্ষসাধকত্বেন তন্মধ্যগতমিত্যর্থঃ। অথবা জগতঃ অস্তিত্বং আবির্ভাবাবস্থাকার্য্যম্। নাস্তিত্বন্তু তিরোভাবাবস্থাকারণম্। "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততোবৈ সদজায়তে"তিশ্রুতেঃ। তয়োরুভয়োরযৌগপদ্যাৎ পক্ষয়োঃ পাক্ষিকয়োরনুগতসন্মাত্ররূপেণ মধ্যগতমিত্যর্থঃ। অথবা অস্তি নাস্তীতি পক্ষয়োঃ কল্পিতবিরুদ্ধকোট্যোর্দ্বয়োরপ্যধিষ্ঠানতয়া মধ্যগতমিত্যর্থঃ। অতএব কল্পিতনাস্তিত্বস্যাধিষ্ঠানাস্পর্শাৎ নিত্যং প্রকাশ্যানাং ভাবাভাবানাং প্রকাশকম্॥ ১১॥

যস্মিন্ সর্ব্বমিতি। যস্মৈ ইদমিতি চ্ছেদঃ। সপ্তমীবিভক্তিমারভ্য ব্যুৎক্রমেণ সর্ব্বা বিভক্তয়ঃ ষণ্ণাং কারকাণাং সম্বন্ধপ্রাতিপদিকার্থাভেদস্য চ প্রদর্শনায়াত্র নির্দ্দিষ্টাঃ। তথাচ যদ্ব্রহ্ম সর্ব্বাধারত্বাৎ সর্ব্বস্বামিত্বাদেঃ সর্ব্বোপাদাননিমিত্তাবধিভাবাৎ সর্ব্বপারার্থ্যসম্প্রদানাদিভাবনির্ব্বাহকত্বাৎ সর্ব্বকর্ত্তৃ-

অন্যে উচুঃ।

অশিরস্কং হকারান্তমশেষাকারসংস্থিতম্।
অজস্রমুচ্চরন্তং স্বং তমাত্মানমুপাস্মহে॥ ১৩॥

করণাদিভাবাৎ চ মায়য়া সর্ব্বজগদ্ব্যবহারনির্ব্বাহকং সর্ব্বাত্মকং চ ভবতি তৎ সর্ব্বাধিষ্ঠানং পরমার্থসত্যং প্রত্যগাত্মৈবেতি বোধেন সম্যগুপেত্য তদ্ভূতা আস্মহে ইত্যর্থঃ॥ ১২॥

অঃ শির ইব প্রথমোযস্য তমকারাদিমিত্যর্থঃ। হকারোহন্তে যস্য তং হকারান্তমহং পদমশেষবস্তুপ্রকাশকবেদশাস্ত্রাদিশব্দজালপ্রকৃতিভূতানামশেষ-বর্ণানামক্ষরসমাম্নায়ে অকারহকারান্তরালনিবেশাদশেষজগদাকারে সপ্রপঞ্চে ব্রহ্মণি ন হস্যতে ন হীয়তে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অহব্যাপ্তাবিতি ধাতুনিষ্পত্ত্যা চ ন শিষ্যতে আকারোযস্মিন্ ইত্যশেষাকারে নির্গুণে চ সংস্থিতং তাৎ-পর্য্যনিষ্ঠাং প্রাপ্তমজস্রং ক্রিয়মাণেষু স্বব্যবহারেষু উচ্চরন্তং অহঙ্কারোপাধি-নিরাসেন তং বর্ণিতাহম্পদার্থং "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসী"দিত্যাদি-শ্রুতিপ্রসিদ্ধব্রহ্মাত্মানমুপাস্মহে নিরন্তরং ভাবয়াম ইত্যর্থঃ। অথবা অশেষ-বস্ত্বাকারসংস্থিতং লং বং রং যং হং ইতি হকারান্তং পঞ্চবীজপ্রতিপাদ্য-পঞ্চমহাভূতাত্মকং জগৎ অশিরস্কং শিরোভূতমূলাজ্ঞানরহিতং কর্ত্তুমিব অস্ত্যাস্তি বা মায়াং তং জগদিতি ব্যুৎপত্ত্যা অস্মচ্ছব্দনিষ্পন্নমকারশিরস্ক-হকারান্তমহম্পদমজস্রমুচ্চরন্তম্। যুষ্যসিভ্যাং মদিগিত্যন্তেরস্তের্ব্বাস্মচ্ছব্দ-ব্যুৎপাদনাদিত্যর্থঃ। অথবা অশেষজগদাকারসংস্থিতং নিষ্প্রমাণকত্বেন নিম্মূল-ত্বাচ্ছ্রুতিশিরোবাহ্যত্বাচ্চাশিরস্কং হকারান্তং সোহং পরমার্থাসঙ্গচিদেকরসত্বাদ-জস্রমুচ্চরন্তং উদস্য চরন্তমুদ্ধৃত্য ভক্ষয়ন্তং বা স্বং প্রত্যগ্রূপমাত্মানমুপাস্মহে ইত্যর্থঃ। সংগ্রহে তু সশিরস্কং হকারাদিমিতি পাঠঃ। তস্য চ সুরনর-তির্য্যগাদ্যশেষশরীরাকারেষু সংস্থিতং সশিরস্কং হকারাদি হংস ইতি মন্ত্রম-জপাগায়ত্রীরূপেণ ষট্‌শতাধিকৈকবিংশতিসহস্রসংখ্যয়া অজস্রং প্রত্যহং শ্বাসো-চ্ছ্বাসচ্ছলেনোচ্চরন্তমিত্যর্থঃ। উদশ্চরঃ সকর্ম্মকাদিত্যাত্মনেপদবিষয়ে লটঃ শত্রাদেশশ্ছান্দসঃ। অথবা পূর্ব্বরূপেণাপহারান্ন শিষ্যতে অকারোযত্র তদ-শেষাকারং সো ইতি পদং তত্র সংস্থিতং অতএব অশিরস্কং শিরোভূত-প্রথমবর্ণরহিতং হকারান্তং হকারমাত্রাবশেষং অহং পরং সোহং মন্ত্রমিতি

অন্যে ঊচুঃ।

সন্ত্যজ্য হৃদ্গুহেশানং দেবমন্যং প্রযান্তি যে।
তে রত্নমভিবাঞ্ছন্তি ত্যক্তহস্তস্থকৌস্তুভাঃ॥ ১৪ ॥

অন্যে ঊচুঃ।

সর্ব্বাশাঃ কিল সন্ত্যজ্য ফলমেতদবাপ্যতে।
যেনাশাবিষবল্লীনাং মূলমালা বিলূয়তে॥ ১৫ ॥

অন্যে ঊচুঃ।

বুদ্ধাপ্যত্যন্তবৈরস্যং যঃ পদার্থেষু দুর্ম্মতিঃ।
বধ্নাতি ভাবনাং ভূয়ো নরোনাসৌ স গর্দ্দভঃ॥ ১৬ ॥

অন্যে ঊচুঃ।

উত্থিতানুত্থিতানেতানিন্দ্রিয়াহীন্ পুনঃ পুনঃ।
হন্যাদ্বিবেকদণ্ডেন বজ্রেণেব হরির্গিরীন্॥ ১৭ ॥

যাবৎ। অজস্রমুচ্চরন্তমিত্যাদি প্রাগ্বৎ ॥ ১৩ ॥

হৃদ্গুহেশানং "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নি-বিষ্টঃ" "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোজ্যোতিরিবাধূমকঃ। ঈশানোভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্যে তৎপ্রাপ্তৌ বৈরাগ্যমেব মুখ্যং সাধনমিত্যাহুঃ সর্ব্বাশা ইতি। এতৎ-হৃদয়স্থং জ্ঞানফলং ব্রহ্ম। অবাপ্যতে লভ্যতে। যেন তল্লাভেন মূলমালা বাসনাজালজটিলহৃদয়গ্রন্থিঃ "রসোপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্তত" ইতি ভগবদ্বচনা-দিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

পদার্থেষু ভোগ্যবিষয়েষু। ভাবনাং ভোগতৃষ্ণাম্ ॥ ১৬ ॥

অন্যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এব মুখ্যং সাধনমিত্যাশয়েনাহুঃ উত্থিতানিতি। হরিরিন্দ্রঃ। তথাচ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। "একমেকং কালকূটমিন্দ্রিয়ং নাশকৃৎ পুনঃ। তদেব শোধিতং সাক্ষাৎ বিষমপ্যমৃতং যথা" ইতি। তথাচ ভারতেপি "ইন্দ্রিয়াণ্যেব তৎ সর্ব্বং যৎ স্বর্গনরকাবুভৌ। নিগৃহীতবিসৃষ্টানি স্বর্গায় নরকায় চ" ॥ ১৭ ॥

অন্যে ঊচুঃ।

উপশমসুখমাহরেৎ পবিত্রং
শমবশতঃ শমমেতি সাধুচেতঃ।
প্রশমিতমনসঃ স্বকে স্বরূপে
ভবতি সুখে স্থিতিরুত্তমা চিরায় ॥ ১৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে সিদ্ধগীতা নাম
অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

অন্যে তু উপশম এব মুখ্যং সাধনমিতরৎ সর্ব্বং তদর্থমিত্যাশয়েনো-পসংহরতি উপশমেতি। উপশমো বাহ্যাভ্যন্তরেন্দ্রিয়ব্যাপারোপরমস্তেন বিক্ষেপদুঃখোপশমবদাবির্ভূতমাত্মসুখমাহরেৎ সম্পাদয়েৎ। তদ্ধি ন বিষয়-সুখবদ্দোষহেতুঃ কিন্তু চিত্তপ্রসাদহেতুত্বাৎ পবিত্রম্‌। শমবশতো নিরিন্ধ-নাগ্নিবচ্চেতঃশমমুপক্ষয়ং প্রয়াতি। এবং প্রশমিতমনসঃ সুখে নিরতিশয়া-নন্দে স্বকে স্বীয়ে পরমার্থস্বরূপে স্থিতির্ভূমিকাপরম্পরারোহণক্রমেণোত্তমা-সপ্তমভূমিকা প্রতিষ্ঠা লক্ষণা চিরায় বিদেহকৈবল্যাবধি ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

নবমঃ সর্গঃ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি সিদ্ধগণোদ্গীতা গীতাঃ শ্রুত্বা মহীপতিঃ।
বিষাদমাজগামাশু ভীরুরণরবাদিব ॥ ১ ॥
জগাম পরিবারং স্বমাকর্ষন্ স্বগৃহং প্রতি।
স্বতীরবৃক্ষানুগতঃ সরিদোঘ ইবার্ণবম্ ॥ ২ ॥
পরিবারমশেষেণ বিসৃজ্য স্বং স্বমালয়ম্।
এক এবারুরোহাগ্র্যং গৃহমর্ক ইবাচলম্ ॥ ৩ ॥
তত্র প্রোড্ডয়নালোলখগপঙ্ক্তিচঞ্চলাঃ।
আলোকয়ঁল্লোকগতীর্ব্বিললাপেদমাকুলঃ ॥ ৪ ॥
হা কষ্টমতিকষ্টাসু লোকলোলদশাস্বয়ম্।
পাষাণেষ্বিব পাষাণা আলুঠামি বলাদহম্ ॥ ৫ ॥
অপর্য্যন্তস্য কালস্য কোপ্যংশোজীব্যতে ময়া।

ইহ শুভবতোরাজ্ঞোনির্ব্বেদাদ্গৃহমীয়ুষঃ।
বিমর্শেনার্থমূলানাং মনোনির্ণয় ঈর্য্যতে ॥ ১ ॥

ভীরুভয়শীলঃ। ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোণঃ ॥ ১ ॥

স্বং স্বীয়ং পরিবারম্ ॥ ২ ॥

স্বং স্বমালয়ং গৃহং প্রতি বিসৃজ্য। গৃহং গৃহপ্রাসাদম্ অচলমুদয়াদ্রিম্ ॥ ৩॥

প্রোড্ডয়নে আলোলাঃ খগানাং পঙ্ক্তয়ঃ পক্ষমূলানীব চঞ্চলাঃ সোদ্বেগং ভঙ্গুরা ইতি যাবৎ। লোকগতীর্দ্দেহাদিদৃশ্যপদার্থস্থিতীঃ। ইদং বক্ষ্যমাণ-প্রকারং বিললাপ ॥ ৪ ॥

লোকানাং জীবানাং লোলাসু জন্মজরাভয়মরণাদিনা লোলাসু দশাসু। পাষাণদৃষ্টান্তো মৌর্খ্যকঠোরত্বাদ্যোতনার্থঃ ॥ ৫ ॥

তস্মিন্ ভাবং নিবধ্নামি ধিগ্মামধমচেতনম্ ॥ ৬ ॥
কিয়ন্মাত্রমিদং নাম রাজ্যমাজীবিতং মম।
কিমেতেন বিনা দুঃখং তিষ্ঠামি হতধীর্যথা ॥ ৭ ॥
আদাবন্তেপ্যনন্তোহং মধ্যে পেলবজীবিতঃ।
বালশ্চিত্রেন্দুনেবাহং কিং মুধা ধৃতিমাস্থিতঃ ॥ ৮ ॥
প্রপঞ্চরহিতেনাহমিন্দ্রজালেন জালিনা।
হা কষ্টমতিমুহ্যামি কেনাস্মি পরিমোহিতঃ ॥ ৯ ॥
যদ্বস্তু যচ্চ বা রম্যং যদুদারমকৃত্রিমম্।
কিঞ্চিত্তদিহ নাস্ত্যেব কিংনিষ্ঠেহ মতির্মম ॥ ১০ ॥
দূরস্থমপ্যদূরস্থং যন্মে মনসি বর্ত্ততে।

জীবধাতোরকর্ম্মকত্বেপি কালভাবাধ্বগন্তব্যাঃ কর্ম্মসংজ্ঞাহ্যকর্ম্মণামিতি কাত্যায়নবচনাৎ জীব্যতে ইতি কালে কর্ম্মণি লঃ। তস্মিংস্তাদৃশেহপি জীবনে ভাবমাশাম্ ॥ ৬ ॥

আজীবিতং জীবিতাবধিরাজ্যম্। এতেনৈতাবন্মাত্রেণ সন্তুষ্টঃ সন্ হতধীর্ম্মূর্খ ইব দুঃখং ভাবিদুঃখপ্রতীকারচিন্তাং বিনা কিং তিষ্ঠামীত্যর্থঃ। অথবা এতেন এতাবন্মাত্রেণ হতধীর্ব্বিনষ্টবুদ্ধ্যুপাধির্জ্জীবন্মুক্ত ইব বিনা দুঃখং নির্দ্দুঃখং তিষ্ঠামি কিং ইতি কাকা যোজ্যম্ ॥ ৭ ॥

নন্থ দেহ এবাত্মা তস্য নাশে সহৈব তেন সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিঃ কিং ন স্যাৎ নেত্যাহ আদাবিতি। কামকর্ম্মবাসনাবীজমন্তরেণ ভোগবৈচিত্র্যপ্রয়োজকজন্মাসিদ্ধের্ব্বিধিনিষেধমোক্ষশাস্ত্রপ্রামাণ্যানুরোধাচ্চানাদিরনন্তশ্চাহং ন দেহমাত্র ইত্যর্থঃ। চিত্রলিখিতেনানিন্দুনৈবেন্দুবুদ্ধ্যা গৃহীতেন বাল ইবানাত্মনৈবাত্মতয়া গৃহীতেন দেহেনেত্যর্থঃ। ধৃতিমাশ্বাসম্ ॥ ৮ ॥

কেন জালিনা ঐন্দ্রজালিকেন পরিমোহিতোহস্মি ॥ ৯ ॥

বসতীতি বস্তু সত্যং রম্যং সুখৈকরূপং উদারমপরিচ্ছিন্নং অকৃত্রিমমজন্যঞ্চ তৎ তাদৃশং কিঞ্চিদপি ইহ জগতি নাস্ত্যেব। কস্মিন্ নিষ্ঠা বিশ্রান্তির্যস্যাঃ সা কিংনিষ্ঠা ভবত্বিতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

ইতি নিশ্চিত্য বাহ্যার্থভাবনাং সন্ত্যজাম্যহম্ ॥ ১১ ॥
লোকাজবঞ্জবীভাবঃ সলিলাবর্ত্তভঙ্গুরঃ।
দৃষ্টোদ্যাপি হি দুঃখায় কেয়মাস্থা সুখং প্রতি ॥ ১২ ॥
প্রত্যব্দং প্রতিমাসঞ্চ প্রত্যহঞ্চ প্রতিক্ষণম্।
সুখানি দুঃখপিণ্ডানি দুঃখানি তু পুনঃ পুনঃ ॥ ১৩ ॥
পরামৃষ্টং বিশিষ্টং হি দৃষ্টং নষ্টং ন ভাবিতম্।
অত্রস্থং ন তদস্তীহ সতাং যত্রাস্তু সংস্থিতিঃ ॥ ১৪ ॥
অদ্য যে মহতাং মূর্দ্ধ্নি তে দিনৈর্নিপতন্ত্যধঃ।
হতচিত্তমহত্তায়াং কৈষা বিশ্বস্ততা বত ॥ ১৫ ॥

ননু দূরদেশে তাদৃশং বস্তু প্রসিদ্ধং স্যাং নেত্যাহ দূরস্থমিতি। দূরস্থত্বেন প্রসিদ্ধমপি যৎ কিঞ্চিদ্বস্তু অদূরস্থমেব। কুতঃ। যৎ যস্মাৎ মে মনসি বর্ত্ততে ন হি মনোদেহাদ্বহির্দূরং ব্রজতি তথাসতি দূরে এব তৎপ্রথানুভূয়েত ঐ হৃদি। হৃদ্যেব হি সর্ব্বে বাহ্যবস্তুবোধমনুভবন্তি। তস্মাৎ দূরাদি-কল্পনাপ্যন্তভাসমানা ন বাস্তবীতানর্থ এবেতি তদ্ভাবনা ত্যাজ্যৈব নোপা-দেয়েত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

লোকানাং জনানাং ভোগার্থং ধনার্জ্জনাদিপ্রবৃত্তিরূপ আজবঞ্জবীভাবঃ সলিলাবর্ত্ত ইব ভঙ্গুরো নশ্বরফলো জন্মমরণাদিদুঃখহেতুশ্চ বহুশোদৃষ্টঃ। সুখং বিষয়সুখং প্রতি ॥ ১২ ॥

উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি প্রত্যব্দমিত্যাদিনা। দুঃখপিণ্ডানি দুঃখনিবিড়ানি। এবার্থে তুশব্দঃ ॥ ১৩ ॥

অত্র সংসারে তিষ্ঠতীত্যত্রস্থং কিঞ্চিৎ কালং দৃষ্টং সদ্য এব নষ্টং স্বারাজ্যাদিপদং তুচ্ছত্বাৎ ন ভাবিতং ন চিন্তিতমেব। হি যতো বিশিষ্টং সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বেন প্রসিদ্ধমৈন্দ্রপ্রাজাপত্যাদিপদমপি পরামৃষ্টং বিচারিতং সতাং বিবেকিনাং সংস্থিতিরাত্যন্তিকবিশ্রান্তির্যত্রাস্তু তাদৃশমিহ নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

হতেত্যধিক্ষেপার্থং চিত্তবিশেষণম্। মহত্তায়াং রাজ্যাদিবৈভবোৎকর্ষে। হতচিত্তমহত্তায়ামিতি পাঠে তু হতচিত্তং যথাস্যাৎ তথা অহন্তায়াং রাজ্যা-ভিমানে ইতি যোজ্যম্ ॥ ১৫ ॥

অরজ্জুরেব বদ্ধোহমপঙ্কোস্মিন্ কলঙ্কিতঃ।
পতিতোস্ম্যুপরিস্থোপি হা মমাত্মন্ হতা স্থিতিঃ॥ ১৬॥
কস্মাদকস্মাৎ মোহোয়মাগতোধীমতোপি মে।
অসিতঃ পিহিতালোকো ভাস্করাগ্রমিবাম্বুদঃ॥ ১৭॥
ক ইমে মে মহাভোগাঃ ক ইমে মম বান্ধবাঃ।
বালো ভূতময়েনেব সঙ্কেতেনাহমাকুলঃ॥ ১৮॥
স্বয়মেব নিবধ্নামি জরামরণরাগিণীম্।
কিমিমামহমেতেষু ধৃতিমুদ্বেগকারিণীম্॥ ১৯॥
যাতু তিষ্ঠতু বা সম্যঙ্ মমৈতাং প্রতি কোগ্রহঃ।
বুদ্বুদশ্রীরিবৈষা হি মিথ্যৈবেত্থমুপস্থিতা॥ ২০॥
তে মহাবিভবা ভোগাস্তে সন্তঃ স্নিগ্ধবান্ধবাঃ।
সর্ব্বং স্মৃতিপথং প্রাপ্তং বর্ত্তমানেপি কা ধৃতিঃ॥ ২১॥
ক ধনানি মহীপানাং ব্রহ্মণঃ ক জগন্তি বা।
প্রাক্তনানি প্রয়াতানি কেয়ং বিশ্বস্ততা মম॥ ২২॥
গিলিতানীন্দ্রলক্ষাণি বুদ্বুদানীব বারিণি।

আত্মন্নিতি সম্বোধনং আত্মনি স্বস্বভাবে স্থিতির্হতেতি শ্রুবুকি সপ্তম্যন্তং বা যোজ্যম্॥ ১৬॥

অসিতঃ শ্যামঃ। ভাস্করস্য অগ্রং পুরোদেশম্॥ ১৭॥

সঙ্কেতেন মমতালক্ষণসম্বন্ধকল্পনেন॥ ১৮॥

এতেষু ভোগাদিষু জরামরণয়োঃ রাগিণীং প্রিয়সখীমিবানুরিত্রীম্। ধৃতিং আস্থাম্॥ ১৯॥

এতাং ভোগবান্ধবাদিসম্পদং প্রতি কোগ্রহ আগ্রহঃ॥ ২০॥

তে চক্রবর্ত্তিনাং পৃথুমরুত্তাদীনাং প্রসিদ্ধা মহাবিভবাঃ। সন্তঃ সদ্গুণাঃ। সর্ব্বমিতি সামান্যে নপুংসকম্। কা ধৃতিরাস্থা॥ ২১॥

ব্রহ্মণঃ প্রাক্তনহিরণ্যগর্ভস্য। জগন্তি ভুবনানি ক প্রয়াতানি মম নিধনাদিষ্বিতি শেষঃ॥ ২২॥

মাং জীবিতনিবদ্ধাস্থং বিহসিষ্যন্তি সাধবঃ ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মণাং কোটয়ো যাতা গতাঃ সর্গপরম্পরাঃ।
প্রয়াতাঃ পাংসুবৎ ভূপাঃ কা ধৃতির্ম্মম জীবিতে ॥ ২৪ ॥
সংসাররাত্রিদুঃস্বপ্নে চেত্যে দেহময়ে ভ্রমে।
আস্থাং চেদনুবধ্নামি তত্রেমাস্তু ধিগস্থিতিম্ ॥ ২৫ ॥
অয়ং সোঽহমিতি ব্যর্থকল্পনাঽসংস্বরূপিণী।
অহঙ্কারপিশাচেন কিমজ্ঞবদহং স্থিতঃ ॥ ২৬ ॥
হতং হতমিদং কস্মাদায়ুরাততয়ানয়া।
পশ্যন্নপি ন পশ্যামি সূক্ষ্ময়া কাললেখয়া ॥ ২৭ ॥
পাদপীঠে কৃতেশানাঃ শার্ঙ্গিক্রীড়নকন্দুকাঃ।
কালকাপালিকাগ্রস্তাঃ কিমাস্থে ময়ি বল্গসি ॥ ২৮ ॥

গিলিতানি কালেনেতি শেষঃ। গলিতানীতি বা পাঠঃ। সাধবো-বিবেকিনঃ ॥ ২৩।

কোটিগ্রহণমানন্ত্যোপলক্ষণং সংসারস্থানাদিত্বাৎ। ধৃতিরাস্থা ॥ ২৪ ॥

সংসার এব রাত্রিস্তমোময়ত্বাৎ তত্র যে দুঃস্বপ্নভূতে দেহময়ে দেহ-প্রচুরে অহংমমতাবন্দতারভ্রমে অস্থিতিং অমর্য্যাদামবিবেকিতামিতি যাবৎ॥২৫॥

অয়মিতি দেহসন্নিহিতে অপরোক্ষতাকল্পনম্। স ইতি তদ্বিপ্রকৃষ্টে পরোক্ষতাকল্পনা। অহমিতি দেহে আত্মতাকল্পনা। সা ত্রিবিধাপি অসৎ-স্বরূপিণ্যেব অতঃ অহঙ্কারপিশাচেন মোহিত ইতি শেষঃ। অহমজ্ঞবৎ কিং কিমর্থং নির্বিচারে এতাবন্তং কালং স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

সূক্ষ্ময়া ক্ষণলবমুহূর্ত্তাদিরূপয়া কাললেখয়া ইদমায়ুর্হতং হতং প্রতিক্ষণং মুহুর্ম্মুহুশ্ছিন্নং পশ্যন্নপি কস্মাৎ ন পশ্যামি ন বিমৃশামীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

পাদপীঠে পাদপীঠবদ্রচিতেষু ভুবনেষু কৃতাঃ প্রতিমাবদ্রচিতা নমিতা বা ঈশানা ঈশ্বরা ব্রহ্মাদয়োঽপি যৈঃ। শার্ঙ্গিণো বিষ্ণ্বাদিদেহাঃ ক্রীড়ন-কন্দুকা ইব মুহুর্ম্মুহুরূর্দ্ধাদিব্যবহারেষু নভস্যুৎক্ষিপ্তা যৈঃ। তথাবিধা মহা-কল্পলক্ষণকালরূপা ব্রহ্মকপালপাণিত্বাৎ কাপালিকা রুদ্রাস্তেঽপি মহাকালেন

অজস্রমুপযান্ত্যেতে যান্তি চাদ্যাপি বাসরাঃ।

অবিনষ্টৈকসদ্বস্তুর্দৃষ্টোনাদ্যাপি বাসরঃ ॥ ২৯ ॥

সারসাঃ সরসীবৈতে সর্ব্বস্মিন্ জনচেতসি।

ভোগা এব স্ফুরন্ত্যন্তর্ন তু স্বপদদৃষ্টয়ঃ ॥ ৩০ ॥

কষ্টাৎ কষ্টতরং প্রাপ্তো দুঃখাদ্দুঃখতরং গতঃ।

অদ্যাপি ন বিরক্তোঽস্মি হা ধিঙ্মামধমাশয়ম্ ॥ ৩১ ॥

যেষু যেষু দৃঢ়া বদ্ধা ভাবনা ভব্যবস্তুষু।

তানি তানি বিনষ্টানি দৃষ্টানি কিমিহোত্তমম্ ॥ ৩২ ॥

যন্মধ্যে যচ্চ পর্য্যন্তে যদাপাতে মনোরমম্।

সর্ব্বমেবাপবিত্রং তৎ বিনাশামেধ্যদূষিতম্ ॥ ৩৩ ॥

যেষু যেষু পদার্থেষু ধৃতিং বধ্নাতি মানবঃ।

তেষু তেষ্বেব তস্যায়ং দৃষ্টো নাশোদয়োভৃশম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্বঃ শ্বঃ পাপীয়সীমেষ শ্বঃ শ্বঃ ক্রূরতরামপি।

গ্রস্তাঃ। আস্থে হে জীবিতাশে ময়ি কিং বয়সি নৃত্যসি ॥ ২৮ ॥

উপযান্তি আগচ্ছন্তি। অদ্যাস্মিন্নপি বয়সি যান্তি বৃথৈবাপগচ্ছন্তি। অবিনষ্টং নিত্যমেকং সন্নির্দ্দোষমানন্দৈকরসং বস্তু লব্ধং যস্মিংস্তথাবিধো- বাসরোঽদ্যাপি অদ্যতনকালাবধি ন দৃষ্টঃ ॥ ২৯ ॥

স্বং প্রত্যগাত্মভূতং যৎ পরমং পদং তস্য দৃষ্টয়ঃ সাক্ষাৎকারাঃ ॥ ৩০ ॥

রাগলোভাদিদূষিতত্বাদধম আশয়োমনোযস্য তম্ ॥ ৩১ ॥

ভাবনা প্রীতিঃ। ভব্যেষু রমণীয়েষু বস্তুষু বিষয়েষু ॥ ৩২ ॥

মধ্যে মনোরমং বয়ঃ। পর্য্যন্তে মনোরমোধর্ম্মঃ। আপাতে মনোরমা বিষয়াঃ ॥ ৩৩ ॥

ধৃতিমাস্থাম্। তস্য মানবস্য। অয়ং প্রসিদ্ধঃ। নাশোদয়োদুঃখপ্রাদুর্ভাবঃ॥৩৪

অজস্যোত্তরকালেপি বিশ্রান্তিপ্রত্যাশা নাস্তীত্যাহ শ্বঃ শ্ব ইতি। রাগ- লোভাদ্যভিবৃদ্ধ্যা পাপীয়সীম্। হিংসাদিপ্রবৃত্ত্যা ক্রূরতরাম্। তৎফলকালে খেদকরীম্ ॥ ৩৫ ॥

শ্বঃ শ্বঃ খেদকরীমেতি দশামিহ জড়োজনঃ॥ ৩৫ ॥
অজ্ঞানৈকহতোবাল্যে যৌবনে মদনাহতঃ।
শেষে কলত্রচিন্তার্ত্তঃ কিং করোতি কদা জড়ঃ॥ ৩৬ ॥
আগমাপায়িবিরসং দশাবৈষম্যদূষিতম্।
অসারসারং সংসারং কিং তৎ পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ ৩৭ ॥
রাজসূয়াশ্বমেধাদ্যৈরিষ্ট্বা যজ্ঞশতৈরপি।
মহাকল্পান্তমপ্যংশং স্বর্গং প্রাপ্নোতি নাধিকম্॥ ৩৮ ॥
কোসৌ স্বর্গোস্তি ভূমৌ বা পাতালে বা প্রদেশকঃ।
ন যত্রাভিভবন্ত্যেতা ভূভ্রূর্মর্ত্ত্য ইবাপদঃ॥ ৩৯ ॥
নিজচেতোবিলব্যালাঃ শরীরস্থলপল্লবাঃ।
আধয়োব্যাধয়শ্চৈতে নিবার্য্যন্তে কথং কিল॥ ৪০ ॥

শেষে বয়সি। কলত্রং তদুপলক্ষিতঃ কুটুম্বং তদ্ভরণাদিচিন্তয়া আর্ত্তঃ। বিত্তার্ত্ত ইতি পাঠে কলত্রবিত্তাদিক্ষয়েণার্ত্তঃ। কদা কিং স্বোদ্ধারসাধনং করোতি ন কদাচিদপীত্যর্থঃ॥ ৩৬ ॥

আগমাপায়ি আদ্যন্তয়োরসৎ। ভোগকালেপি বিরসম্। দারিদ্র্যরোগবার্দ্ধক্যাদিদশাবৈষম্যৈর্দূষিতম্। অসারমেব সারং সারবুদ্ধ্যা গৃহীতম্। কিং বৃথা পশ্যতি। যৎ পশ্যতি তৎ কিং নিমিত্তমিতি বার্থঃ॥ ৩৭ ॥

নন্থ যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নমিত্যাদিশ্রুত্যুক্তলক্ষণঃ স্বর্গঃ সারভূতঃ কিং ন স্যাৎ তত্রাহ রাজসূয়েতি। মহাকল্পান্তং ব্রহ্মাদিভোগ্যমপি স্বর্গং মহাকালদৃশা অংশং ক্ষণভোগ্যপ্রায়মল্পমেব প্রাপ্নোতি ন ত্বধিকমপরিচ্ছিন্নমিত্যসার এব স ইত্যর্থঃ॥ ৩৮ ॥

ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তীতি শ্রুতেঃ স্বর্গিণামপ্যসুরাদিপীড়াশ্রুতেশ্চ ন দুঃখাসম্ভিন্নত্বমপি তস্য সম্ভবতীত্যাশয়েনাহ কোসাবিতি॥ ৩৯ ॥

কিঞ্চ দেহাভিমানে সত্যাদিব্যাধ্যোর্দুর্নিবারত্বাৎ ন কাপ্যজ্ঞস্য বিশ্রান্তিরস্তীত্যাশয়েনাহ নিজেতি॥ ৪০ ॥

সতোসত্তা স্থিতা মূর্দ্ধ্নি মূর্দ্ধ্নি রম্যেম্বরম্যতা।
সুখেষু মূর্দ্ধ্নি দুঃখানি কিমেকং সংশ্রয়াম্যহম্ ॥ ৪১ ॥
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ প্রাকৃতাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ।
ধরা তৈরেব নীরন্ধ্রা দুর্ল্লভাঃ সাধুসাধবঃ ॥ ৪২ ॥
নীলোৎপলালিনয়নাঃ পরমপ্রেমভূষণাঃ।
হাসায়ৈব বিলাসিন্যঃ ক্ষণভঙ্গিতয়া স্থিতাঃ ॥ ৪৩ ॥
যেষাং নিমেষণোন্মেষৈর্জ্জগতাং প্রলয়োদয়ৌ।
তাদৃশাঃ পুরুষাঃ সন্তি মাদৃশাং গণনৈব কা ॥ ৪৪ ॥
সন্তি রম্যতরাদ্রম্যাঃ সুস্থিরাদপি সুস্থিরাঃ।
চিন্তাপর্য্যবসানেয়ং পদার্থশ্রীঃ কিমীহসে ॥ ৪৫ ॥
সম্পদশ্চ বিচিত্রা যাস্তাশ্চেচ্চিত্তেন সম্মতাঃ।
তত্তা অপি মহারম্ভা হন্ত মন্যে মহাপদঃ ॥ ৪৬ ॥
আপদোপি বিচিত্রা যাস্তাশ্চেন্মনসি সম্মতাঃ।

ভঙ্গুরত্বদুঃখগ্রস্তত্বাভ্যাং সর্ব্বস্যামঙ্গলতামেব প্রপঞ্চয়তি সত ইত্যাদিনা। সতঃ বর্ত্তমানকালদৃশ্যস্য। অসত্তা নাশঃ ॥ ৪১ ॥

প্রাকৃতাঃ প্রকৃতিঃ স্বাভাবিকমজ্ঞানং তন্মোহিতাঃ। নীরন্ধ্রা নিবিড়িতা ইতি যাবৎ ॥ ৪২ ॥

হাসায়ৈব যোগ্যা ইতি শেষঃ ॥ ৪৩ ॥

নন্বু রাজত্বাৎ সর্ব্বনিয়ন্ত্রনসমর্থস্যোত্তমপুরুষস্য তব কুতোনাশ্বাসস্তত্রাহ যেষামিতি ॥ ৪৪ ॥

চিন্তা অর্জ্জনরক্ষণবিয়োগাদিনা। চিন্তৈব পর্য্যবসানং ফলং যস্যাস্তথা-বিধেয়ং পদার্থশ্রীরতস্তাং কিমীহসে ইচ্ছসি ॥ ৪৫ ॥

যা নানারত্নগজবাজিধনদারাদিভেদেন বিচিত্রাঃ সম্পদস্তাশ্চেৎ চিত্তেন সম্মতা বহুমতাঃ স্যুস্তৎ তর্হি তা অপি মহারম্ভা বহুপ্রযত্নলভ্যাঃ দুঃখ-রক্ষ্যা অবশ্যাপায়িন্যশ্চেতি মহাপদ ইত্যেব মন্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

এবং যা দারিদ্র্যবন্ধুরাজ্যাদিনাশলক্ষণা আপদোপি যদি সাধুসঙ্গতীর্থ-

তস্তা অপি মহারম্ভা মন্যে মনসি সম্পদঃ ॥ ৪৭ ॥
মনোমাত্রবিবর্ত্তেঽস্মিন্ জগত্যব্দীন্দুভঙ্গুরে ।
মমেদমিত্যপূর্ব্বেয়ং কুতস্ত্যাক্ষরমালিকা ॥ ৪৮ ॥
কাকতালীয়যোগেন সম্পন্নায়াং জগৎস্থিতৌ ।
ধূর্ত্তেন কল্পিতা ব্যর্থং হেয়োপাদেয়ভাবনা ॥ ৪৯ ॥
ইয়ত্তাচ্ছিন্নতপ্তাসু সুখনাম্নীষু দৃষ্টিষু ।
কাম্বেতাস্বনুরক্তোঽস্মি পতঙ্গোঽগ্নিশিখাস্বিব ॥ ৫০ ॥
বরমেকান্তদাহেষু লুঠনং রৌরবাগ্নিষু ।
ন ত্বালূনবিবর্ত্তাসু স্থিতং সংসারবৃত্তিষু ॥ ৫১ ॥
সংসার এব দুঃখানাং সীমান্ত ইতি কথ্যতে ।
তন্মধ্যপতিতে দেহে সুখমাসাদ্যতে কথম্ ॥ ৫২ ॥

তপঃপ্রবোধাদিপ্রাপণেন বিচিত্রাঃ শ্রেয় এবেতি মনসি সম্মতাশ্চেৎ তা অপি বিবেকবৈরাগ্যাদিমহারম্ভাঃ সম্পদ এব মন্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

তস্মাদসত্যে জগতি মমতাভিবৃদ্ধিরেব বিপৎ বিবেকাৎ তৎপরিক্ষয় এব সম্পৎ ইত্যাশয়েন জগতোমমতানর্হত্বং দর্শয়তি মনোমাত্রেতি। অব্দৌ প্রতিবিম্বিত ইন্দুরিব ভঙ্গুরে ভঙ্গস্বভাবে মিথ্যাভূতে চ। অক্ষরমালিকা পদবাক্যাত্মিকা বর্ণপংক্তিঃ কুতস্ত্যা কুত আগতা নিরর্থিকেতি যাবৎ ॥ ৪৮ ॥

কাকতালীয়যোগেন কাকাগমনমিব তচ্ছিরসি তালপতনমিবাবিচারমাত্রকৃতেন স্বসম্বন্ধেন। ধূর্ত্তেন ভোগলম্পটেন মনসা ॥ ৪৯ ॥

দেশকালবস্তুকৃতয়া ইয়ত্তয়া আচ্ছিন্নাসু সুপরিচ্ছিন্নাসু ত্রিবিধতাপগ্রস্তত্বাৎ তপ্তাসু। দীপাগ্নিশিখাপক্ষে স্পষ্টম্ ॥ ৫০ ॥

নিরন্তরদুঃখভোগোঽভ্যাসাৎ সহ্যোপি স্যাৎ সুখভোগবিচ্ছিন্নাভ্যাসো দুঃখভোগোয়ং দুঃসহ এবেত্যাশয়েনাহ বরমিতি। আলূনা বিচ্ছিন্নাঃ সুখদুঃখপরিবর্ত্তা যাসু। স্থিতং স্থিতিঃ। ভাবে ক্তঃ ॥ ৫১ ॥

বিষয়সুখানাং সুখতা নাস্ত্যেব কিন্তু দুঃখবিশেষরূপত্বেবেতি যুক্ত্যোপপাদয়তি সংসার ইতি ॥ ৫২ ॥

অকৃত্রিমমহাদুঃখে সংসারে যে ব্যবস্থিতাঃ।
ত এতেঽন্যানি দুঃখানি জানতে মধুরাণ্যলম্ ॥ ৫৩ ॥
অহমপ্যধমোৎকৃষ্টে কাষ্ঠলোষ্ট্রসমস্থিতিঃ।
অজ্ঞৈরেবাগতঃ সাম্যং পরমামৃষ্টবস্তুভিঃ ॥ ৫৪ ॥
সহস্রাঙ্কুরশাখাত্ম-ফলপল্লবশালিনঃ।
অস্য সংসারবৃক্ষস্য মনোমূলমহাঙ্কুরঃ ॥ ৫৫ ॥
সঙ্কল্পমেব তন্মন্যে সঙ্কল্পোপশমেন তৎ।
শোষয়ামি যথাশোষ-মেতি সংসারপাদপঃ ॥ ৫৬ ॥
আকারমাত্ররম্যাসু মনোমর্কটবৃত্তিষু।
পরিজ্ঞাতাস্বিহাদ্যৈব ন রমে নাশনীষহম্ ॥ ৫৭ ॥
আশাপাশশতপ্রোতাঃ পাতোৎপাতোপতাপদাঃ।
সংসারবৃত্তয়ো ভুক্তা ইদানীং বিশ্রমাম্যহম্ ॥ ৫৮ ॥
হা হতোস্মি বিনষ্টোস্মি মৃতোস্মীতি পুনঃ পুনঃ।

কথং তর্হি সুখত্বানুভবস্তত্র যুক্তিমাহ অকৃত্রিমেতি। খড়্গাঘাতানুভবাৎ কশাঘাতানুভবঃ সুখমিতিবৎ দুঃখান্যেব তে মধুরাণি সুখানি জানতে মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

শ্রুতিস্মৃত্যাদিপ্রমাণকুশলো মেধাবী বিচারপটুরপ্যহং পরমত্যন্তমেব ন মৃষ্টানি ন বিচারিতানি শাস্ত্রলোকপ্রমাণবস্তূনি যৈস্তৈরজ্ঞৈর্মূর্খৈঃ সাম্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

ইদানীং স্বস্য প্রমাণকুশলতাং সংসারমূলাবধারণেন সফলয়তি সহস্রেতি। অঙ্কুরাঃ সঙ্কল্পাঃ শাখা দেহভুবনাদয়ঃ আত্মা শাখাদাবয়বী বিরাট্ ফলানি সুখদুঃখে পল্লবা রাগলোভা স্তৈঃ শালিনঃ শোভমানস্য ॥ ৫৫ ॥

মনসোপি রহস্যং স্বেন জাতমেবেত্যাহ সঙ্কল্পমেবেতি ॥ ৫৬ ॥

মনোমর্কটস্য বৃত্তিষু চাপলেষু। অদ্যৈব অদ্যপ্রভৃতি ॥ ৫৭ ॥

পাতো অধোগতিঃ উৎপাত ঊর্দ্ধগতিঃ অপকর্ষোৎকর্ষৌ বা উপতাপো দুঃখম্ ॥ ৫৮ ॥

শোচিতং গতমেবাহ মিদানীং নানুরোদিমি ॥ ৫৯ ॥
প্রবুদ্ধোঽস্মি প্রহৃষ্টোঽস্মি দৃষ্টশ্চোরোয়মাত্মনঃ।
মনোনাম নিহন্ম্যেনং মনসাস্মি চিরং হতঃ ॥ ৬০ ॥
এতাবন্তমিমং কালং মনোমুক্তাফলং মম।
অবিদ্ধমাসীদধুনা বিদ্ধন্তু গুণমর্হতি ॥ ৬১ ॥
মনস্তুষারকণিকা বিবেকার্কাতপেন মে।
চিরপ্রবৃত্তয়ে নূন-মচিরাল্লয়মেষ্যতি ॥ ৬২ ॥
বিবিধৈঃ সাধুভিঃ সিদ্ধৈরহং সাধু প্রবোধিতঃ।
আত্মানমনুগচ্ছামি পরমানন্দসাধনম্ ॥ ৬৩ ॥
আত্মানং মণিমেকান্তে লব্ধ্বাবালোকয়ন্ সুখম্।
তিষ্ঠাম্যস্তমিতান্যেহ শরদীবাচলেন্দুদঃ ॥ ৬৪ ॥

অয়মহমিদমাততং মমেতি
স্ফুরিতমপাস্য বলাদসত্যমন্তঃ।

ইতি ময়া নং পুনঃ পুনঃ প্রাক্ শোচিতং তদ্গতমেব। অহমিদানীং নানুরোদিমি ন শোচামীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

কুতোনানুশোচসি তত্রাহ প্রবুদ্ধোঽস্মীতি। আত্মনঃ স্বপারমার্থিকরূপধনস্য চোরোঽপহর্ত্তা। ন কেবলং চোরত্বাদেব নিহন্মাপি তু বৈরিত্বাদপীত্যাহ মনসেতি ॥ ৬০ ॥

অবিদ্ধমলক্ষীকৃতম্। মুক্তাফলপক্ষে অচ্ছিদ্রিতম্। গুণং শমদমাদিম্। মুক্তাপক্ষে সূত্রম্ ॥ ৬১ ॥

চিরং অনাদিব্রহ্মতত্ত্বং তত্র প্রবৃত্তয়ে প্রতিষ্ঠার্থম্। তুষারকণিকাপক্ষে চিরপ্রবৃত্তিঃ সদাগতির্বায়ুস্তৎপ্রাপ্তয়ে। "যদা বা আপ উচ্ছুষ্যন্তি বায়ুমেবাপি যন্তি"ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

বিবিধৈরুপদেশৈঃ। সিদ্ধবিশেষণং বা। অনুগতিমাত্রেণ পরমানন্দস্য স্বস্যৈব সাধনম্। অভেদেপ্যুপচারাৎ করণতা ॥ ৬৩ ॥

অতঃ পরমাত্মনিষ্ঠাং কদাপি ন ত্যক্ষ্যামীত্যাহ আত্মানমিতি। অচলে হিমবদাদৌ ॥ ৬৪ ॥

রিপুমতিবলিনং মনোনিহত্য
প্রশমমুপৈমি নমোস্তু তে বিবেক ॥ ৬৫ ॥
ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে জনকবিতর্কোনাম
নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

ইদানীমুক্তং সংক্ষিপ্যোপসংহরন্ বিবেকগুরুং নমস্যতি। অয়মিতি। অয়ং দেহোহমিতি ইদং ধনরাজ্যাদি মমেতি স্ফুরিতমাত্রমসত্যরূপং জ্ঞানবলাদপাস্য সমাধ্যভ্যাসেনাতিবলিনং মনোরিপুং নিঃশেষং হত্বা সপ্তমভূমিকাবিশ্রান্তিলক্ষণং প্রশমমুপৈমি প্রাপ্নোমি ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

দশমঃ সর্গঃ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি চিন্তয়তস্তস্য পুরঃ সম্প্রবিবেশ হ।
প্রতীহারঃ পরো ভানোঃ স্যন্দনাগ্র ইবারুণঃ ॥ ১ ॥

প্রতীহার উবাচ।

দেব দোঃস্তম্ভবিশ্রান্ত সমস্তবসুধা ভর।
সম্পাদয়োত্তিষ্ঠ দিন-ব্যাপারং নৃপতোচিতম্ ॥ ২ ॥

এতাঃ কুসুমকর্পূর কুঙ্কুমাম্বুঘটাঃ স্ত্রিয়ঃ।
স্নানভূমৌ স্থিতাঃ সজ্জা নদ্যোমূর্ত্তিযুতা ইব ॥ ৩ ॥

এতাঃ কমলকহ্লার কাননভ্রান্তষট্‌পদাঃ।
কৃতাঃ কমলিনীপাশ রচিতাংশুকমণ্ডপাঃ ॥ ৪ ॥

এতাঃ কমলিনীতীর ভুবশ্ছত্রৈঃ প্রপূরিতাঃ।
স চামররথেভাশ্বৈঃ স্নানাবসরসেবিনাম্ ॥ ৫ ॥

দ্বাঃস্থেন প্রার্থিতেঽত্র মাধ্যাহ্নিকবিধিক্রমে।
ভূপতেঃ বিচারোত্থিতোঽপি জনকস্যোপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

প্রতীহারো দ্বারপালঃ। উপসর্গস্য ঘঞ্যমনুষ্যে বহুলমিতি দীর্ঘঃ ॥ ১ ॥

দোঃস্তম্ভয়োর্বিশ্রান্তঃ সমস্তবসুধাভরো যস্য। নৃপতায়া উচিতমনুরূপম্ ॥২॥

তত্র সামগ্রীসিদ্ধিমাহ এতা ইত্যাদিনা ॥ ৩ ॥

কমলিনীপাশৈঃ সপত্রবিসরজ্জুভীরচিতাঃ পরিতশ্চাকনির্ম্মিতাঃ কনক-চিত্রাংশুকমণ্ডপা যাসু তথাবিধা অতএব এতাঃ কর্ব্বূরবর্ণাঃ কমলিন্যাঃ কমলবত্যাঃ সরস্যাস্তীরভুব ইতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

তথা স্নানাবসরে সেবন্তে তচ্ছীলানাং জনানাং চামরৈরথৈরিভৈরশ্বৈশ্চ সহিতৈশ্ছত্রৈশ্চ প্রপূরিতাঃ। অনেন হংসসারসনক্রপদ্মাদিসহিতসরসীসাম্যা-

সমগ্রস্থমনঃপূর্ণৈরম্নৌষধিপরিপ্লুতৈঃ।
সজ্জীকৃতাঃ পটলকৈর্দ্দেবার্চ্চনগৃহাস্তথা ॥ ৬ ॥
স্নাতঃ পবিত্রহস্তশ্চ পরিজপ্যাঘমর্ষণঃ।
ত্বামেব প্রেক্ষতে দেব দক্ষিণার্হোদ্বিজব্রজঃ ॥ ৭ ॥
লসচ্চামরহস্তাভিঃ পাল্যতে পরমেশ্বর।
সজ্জীকৃতাস্তে কান্তাভিঃ শীতা ভোজনভূময়ঃ ॥ ৮ ॥
শীঘ্রমুত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে নিয়তং কার্য্যমাচর।
ন কালমতিবর্ত্তন্তে মহান্তঃ স্বেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥
প্রতীহারপতাবিত্থমুক্তবত্যথ পার্থিবঃ।
তথৈব চিন্তয়ামাস চিত্রাং সংসারসংস্থিতিম্ ॥ ১০ ॥
কিয়ন্মাত্রমিদং নাম রাজ্যং সুখমিতি স্থিতম্।
ন প্রয়োজনমেতেন মমেহ ক্ষণভঙ্গিনা ॥ ১১ ॥
সর্ব্বমেব পরিত্যজ্য মিথ্যাশম্বরডম্বরম্।
একান্ত এব তিষ্ঠামি সংশান্ত ইব বারিধিঃ ॥ ১২ ॥
অলমেভিরসৎপ্রায়ৈর্ম্মম ভোগবিজৃম্ভিতৈঃ।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সুখং তিষ্ঠামি কেবলম্ ॥ ১৩ ॥

পত্তিস্তীরভুবোর্থাদ্গম্যতে ॥ ৫ ॥

সমগ্রৈঃ সুমনোভিঃ পুষ্পৈরাগুভৃত্যৈশ্চ পূর্ণৈঃ। অন্নৈঃ পকৈরোষধিভির্দ্দূর্বাঙ্কুরাদিভিশ্চ পরিপ্লুতৈঃ পরিষ্কৃতৈঃ। রত্নৌষধীতি পাঠে স্পষ্টম্। পটলকৈঃ প্রান্তভাগৈঃ। হে দেবেতি সম্বুদ্ধিঃ। অর্চ্চনগৃহাদেব ব্রাহ্মণাতিথিপূজাগৃহাঃ। দেবার্চ্চনগৃহা ইত্যেকপদ্যং বা ॥ ৬ ॥

তব স্নানকালে পরিতোজপ্যা জপিতব্যা অঘমর্ষণমন্ত্রা যেন অতএব দক্ষিণার্হঃ ॥ ৭ ॥

লেপনচন্দনোদকসেকাদিপরিষ্কৃতত্বাৎ শীতাঃ শীতলাঃ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

শম্বরপদেন শাম্বরী মায়া লক্ষ্যতে। মিথ্যাশম্বরং মৃগতৃষ্ণাজলং তৎসদৃশং বা ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

চিত্ত চাতুর্য্যমেতস্মাৎ ভোগাভ্যাসকুসম্ভ্রমাৎ।
ত্যজ জন্মজরাজাড্য জালজম্বালশান্তয়ে ॥ ১৪ ॥
দশাসু স্বাসু যাস্বেব সম্ভ্রমং চিত্ত পশ্যসি।
তাভ্য এতাভিরচিতং পরমং দুঃখমেষ্যসি ॥ ১৫ ॥
প্রবৃত্তং সন্নিবৃত্তং সদ্ভূয়োভূয়শ্চিরঞ্চিরম্।
ভোগভূমিষু সর্ব্বাসু চিত্তং তৃপ্তিং ন গচ্ছতি ॥ ১৬ ॥
তস্মাৎ পাপাত্মমনয়া তুচ্ছয়া ভোগচিন্তয়া।
ভবত্যকৃত্রিমা তৃপ্তির্যেনাভিপত তং ততঃ ॥ ১৭ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য জনকস্তূষ্ণীমেব বভূব হ।
শান্তচাপলচেতস্বাল্লিপিকর্ম্মার্পিতোপমঃ ॥ ১৮ ॥
প্রতীহারোপি নোবাচ গৌরবেণ ভয়েন চ।
পুনর্ব্বাক্যং মহীপালং চিত্তবৃত্তিষু শিক্ষিতঃ ॥ ১৯ ॥
তূষ্ণীমথ ক্ষণং স্থিত্বা জনকো জনজীবিতম্।
পুনঃ সঞ্চিন্তয়ামাস মনসা শমশালিনা ॥ ২০ ॥
কিমুপাদেয়মস্তীহ যত্নাৎ সংসাধয়াম্যহম্।
কস্মিন্ বস্তুনি বধ্নামি ধৃতিং নাশবিবর্জ্জিতে ॥ ২১ ॥
কিং মে ক্রিয়াপরতয়া কিং মে নিষ্ক্রিয়য়াপি বা।

হে চিত্ত চাতুর্য্যং সুখলবাস্বাদচতুরতাং ত্যজ ॥ ১৪ ॥

যাসু দশাসু বিষয়াভিলাষতৎপ্রযত্নতদুপভোগতদনুস্মরণাদিরূপাসু। সম্ভ্রমং সুখলবাস্বাদভ্রান্তিমুৎসাহং বা ॥ ১৫ ॥

ভোগাশয়া প্রবৃত্তং সৎ ভোগশক্তিকুণ্ঠীভাবাৎ লোকশাস্ত্রাদিভয়াচ্চ নিবৃত্তং সৎ ॥ ১৬ ॥

ততঃ কৃত্রিমসুখানামনর্থবীজত্বাৎ যেন হেতুনা অকৃত্রিমা প্রীতির্ভবতি তং হেতুং পত লভস্বেতি যাবৎ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

চিত্তবৃত্তিষু চিত্তানুবর্ত্তনেষু ॥ ১৯ ॥

জনজীবিতং প্রাণিজীবননিদানম্। যেন জাতানি জীবন্তীতি শ্রুতেঃ ॥২০॥২১

ন তদস্তি বিনাশেন বর্জ্জিতং যৎ কিলোদিতম্ ॥ ২২ ॥
ক্রিয়াবানক্রিয়োবাস্তু কায়োয়মসদুত্থিতঃ।
সমস্থিতস্য শুদ্ধস্য চিতঃ কা নাম মে ক্ষতিঃ ॥ ২৩ ॥
নাভিবাঞ্ছাম্যসম্প্রাপ্তং সংপ্রাপ্তং ন ত্যজাম্যহম্।
স্বস্থ আত্মনি তিষ্ঠামি যন্মমাস্তি তদস্তু মে ॥ ২৪ ॥
ন মমেহ কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ক্রিয়য়াঽক্রিয়য়া বাপি যৎ প্রাপ্তং তদসন্ময়ম্ ॥ ২৫ ॥
অকুর্ব্বতঃ কুর্ব্বতোবা যুক্তাযুক্তাঃ ক্রিয়া মম।
নাভিবাঞ্ছিতমস্তীহ যদুপাদেয়তাং গতম্ ॥ ২৬ ॥
তদুত্থায় ক্রমপ্রাপ্তাং কায়োয়ং প্রকৃতাং ক্রিয়াম্।
করোত্বস্পন্দিতাঙ্গস্তু কিময়ং সাধু শুষ্যতি ॥ ২৭ ॥
স্থিতে মনসি নিষ্কামে সমে বিগতরঞ্জনে।
কায়াবয়বজৌ কার্য্যৌ স্পন্দাস্পন্দৌ ফলে সমৌ ॥২৮॥
কর্ম্মজাস্থ ফলশ্রীষু মনসা কর্ত্তৃভোক্তৃতে।

অপি বা কার্য্যমিতি শেষঃ। যৎ কিল উদিতং জন্ম প্রাপ্তং তৎ বিনাশেন বর্জ্জিতং নাস্তি। জন্মভাবস্য বিনাশনিয়মাদিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

সমস্থিতস্য দেহচলনাচলনদশয়োস্তুল্যরূপস্থিতেঃ। চিতশ্চিন্মাত্রস্বভাবস্য॥২৩॥

যৎ মম প্রারব্ধোপনীতমস্তি তদেবাস্তু নান্যদিত্যর্থঃ। অথবা যৎ মম নিরতিশয়ানন্দরূপমান্তরমস্তি তদেবাস্তু ন বাহ্যং কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

অকৃতেন প্রেক্ষণেন। কশ্চন অনর্থ ইতি শেষঃ। অক্রিয়য়া উপেক্ষয়া। প্রাপ্তং দুঃখমসন্ময়ং মায়াময়ং মিথ্যৈবেতি যাবৎ ॥ ২৫ ॥

যুক্তাঃ শাস্ত্রবিহিতাঃ। অযুক্তা লোকপ্রাপ্তাঃ ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বপূর্ব্বব্যবহারক্রমপ্রাপ্তাম্। অস্পন্দিতাঙ্গস্ত্বয়ং দেহঃ শুষ্যতি তৎ কিং সাধু আবশ্যকং নেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

কার্য্যৌ প্রারব্ধকর্ম্মোপনীতৌ। পুণ্যপাপাভ্যুদয়লক্ষণে ফলে সমৌ ॥ ২৮ ॥

তৎকৃতস্তত্রাহ কর্ম্মজাস্বিতি। কৃতমপ্যকৃতং ভুক্তমপ্যভুক্তমিত্যপি যোজ্যম্ ॥ ২৯ ॥

তস্মিন্ প্রশান্তিমায়াতে কৃতমপ্যকৃতং নৃণাম্ ॥ ২৯ ॥

যো নিশ্চয়োন্তঃপুরুষস্থ রূঢ়

ক্রিয়াস্বসৌ তন্ময়তামুপৈতি।

অনাময়ং মে পদমাহতা ধী

রধীরতামন্তরলং ত্যজামি ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে জনকনিশ্চয়োনাম

দশমঃ সর্গ ॥ ১০ ॥

পুরুষস্যান্তর্য এব নিশ্চয়ঃ কর্ত্তা ভোক্তেতি বা অসৌ পুরুষঃ সর্ব্বাসু দেহাদিক্রিয়াসু তন্ময়তাং স্বনিশ্চিতার্থময়তামুপৈতীতি বস্তুস্থিতিঃ। সাম্প্রতন্তু মে মম ধীরনাময়ং কর্ত্তৃভোক্তৃতারোগশূন্যমাত্মপদমাহতা অবিদ্ধা তদ্দৃঢ়-নিশ্চয়া সম্পন্নেত্যর্থঃ। অতঃ অস্তশ্চিত্তে কৃতাকৃতফলাবশ্যম্ভাবায় পুনর্জ্জ-ন্মাদিপ্রাপ্তিশঙ্কানিনিমিত্তানিষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিবিঘাতনিমিত্তাঞ্চাধীরতামলমত্যন্তমেব ত্যজামীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে

দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

একাদশঃ সর্গঃ ।

—○•○—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য জনকো যথাপ্রাপ্তাং ক্রিয়ামসৌ ।
অসক্তঃ কর্ত্তুমুত্তস্থৌ দিনং দিনপতির্যথা ॥ ১ ॥
ইষ্টানিষ্টাঃ পরিত্যজ্য চেতসা বাসনাঃ স্বয়ম্ ।
যথাপ্রাপ্তং চকারাসৌ জাগ্রত্যেব সুষুপ্তবৎ ॥ ২ ॥
সম্পাদ্য তদহঃকার্য্যমার্য্যাবর্জ্জনপূর্ব্বকম্ ।
অনয়চ্ছর্ব্বরীমেকস্তয়ৈব ধ্যানলীলয়া ॥ ৩ ॥
মনঃসমরসং কৃত্বা সংশান্তবিষয়ভ্রমম্ ।
শর্ব্বর্য্যাং ক্ষীয়মাণায়ামিত্থং চিত্তমবোধয়ৎ ॥ ৪ ॥
চিত্ত চঞ্চলসংসার আত্মনোন সুখায়তে ।
শমমেহি শমাচ্ছান্তং সুখং সারমবাপ্যতে ॥ ৫ ॥
যথা যথা বিকল্পৌঘাৎ সঙ্কল্পয়সি হেলয়া ।

কৃতাহ্নিকস্য রাজ্ঞোত্র নিশান্তে বর্ণ্যতে পুনঃ ।
বিবেকৈর্ব্বহুভিশ্চিত্রৈঃ স্বচিত্তস্য প্রবোধনম্ ॥ ১ ॥

অসক্তঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানলক্ষণাসঙ্গরহিতঃ ॥ ১ ॥

ইদং মে ইষ্টমিদং মেঽনিষ্টমিতি কল্পনানিমিত্তভূতা বাসনাঃ। সুষুপ্ত-বদিতি স্থূলসূক্ষ্মদেহাদ্যভিমানাভাবে জাগ্রৎসুষুপ্তয়োর্ব্বিশেষাভাবাদিতি ভাবঃ॥২॥

আর্য্যাণাং পূজ্যানাং দেবব্রাহ্মণাদীনামাবর্জ্জনং পূজাদানাদিনা সমাধা-নম্। অহঃকার্য্যমাহ্নিকম্ ॥ ৩॥

সমরসং সমাহিতং কৃত্বা। ইত্থং বক্ষ্যমাণদিশা ॥ ৪ ॥

তথা তথৈতি স্ফারত্বং সংসারস্তব চিন্তয়া ॥ ৬ ॥
শতশাখত্বমায়াতি সেকেন বিটপী যথা।
অনন্তাধিত্বমায়াসি শঠভোগেচ্ছয়া তথা ॥ ৭ ॥
চিন্তাজালবিলাসোত্থা জন্মসংসারসৃষ্টয়ঃ।
তস্মাৎ ত্যক্ত্বা বিচিত্রাং ত্বং চিন্তামুপশমং ব্রজ ॥ ৮ ॥
সংসারসৃষ্টিতরলামিমাং তুলয় সুন্দর।
অস্যাং চেৎ সারমাপ্নোষি তদেতামেব সংশ্রয় ॥ ৯ ॥
আস্থাং যস্মাৎ পরিত্যজ্য দৃশ্যদর্শনলালসাং।
মৈতদ্গৃহাণ মা মুঞ্চ স্বেচ্ছয়া বিহরেচ্ছয়া ॥ ১০ ॥
ইদং দৃশ্যমসৎ সৎ বা প্রাদেত্বস্তমুপৈতু বা।
সাধো বিষমতাং গচ্ছ মৈতদীয়ৈর্গুণাগুণৈঃ ॥ ১১ ॥
মনাগপি ন সম্বন্ধস্তব দৃশ্যেন বস্তুনা।
অবিদ্যমানরূপেণ সম্বন্ধঃ কোয়মীদৃশঃ ॥ ১২ ॥

শান্তং নির্বিক্ষেপং সারভূতমাত্মসুখম্ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

অনন্তাধিত্বমসংখ্যব্যথাশালিতামায়াসি প্রাপ্নোষি ত্বম্ ॥ ৭ ॥

যতো জন্মসংসারসৃষ্টয়ো বিষয়চিন্তাজালবিকল্লোত্থা ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥৮॥

হে সুন্দর বিবেকিন্ ইমাং সংসারসৃষ্টিং শমসুখঞ্চ তুলয় তুলামারোপ্যেব বুদ্ধ্যা কঃ সার ইতি পরীক্ষস্ব। তরলামিত্যনেন নশ্বরত্বাৎ বিক্ষেপদুঃখজটিলত্বাচ্চ নাস্ত্যত্র সার ইতি সূচিতম্ ॥ ৯ ॥

যস্মাদিয়মসারা তস্মাদস্যা মাস্থাং পরিত্যজ্য এতদসারং দৃশ্যং দর্শনযোগ্যমেতদিতি দর্শনলালসাং প্রিয়ং মা গৃহাণ অপ্রিয়ঞ্চ দর্শনানর্হমিতি দ্বেষাৎ মা মুঞ্চ কিন্তু ভয়সাক্ষিসাক্ষিমাত্রেচ্ছয়া আত্মকামঃ সন্ ইচ্ছয়া স্বৈরং বিহর ॥১০॥

অসৎ প্রাগবিদ্যমানং সুখদুঃখসাধনমুদেতু সাম্প্রতং সৎ বিদ্যমানমস্তং নাশমুপৈতু বা মা তদাগমাপায়প্রযুক্তহর্ষবিষাদলক্ষণাং বিষমতাং সমভাবচ্যুতিং গচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

নন্থ সতি তৎসম্বন্ধে কথং তৎপ্রযুক্তবৈষম্যবর্জ্জনসম্ভবস্তত্রাহ মনাগপীতি॥১২

অসত্ত্বমেতচ্চ ন সৎ দ্বয়োরেবাসতোঃ সতোঃ।
সম্বন্ধ ইতি চিত্রেয়মপূর্ব্বৈবাক্ষরাবলী ॥ ১৩ ॥
অসদেতত্তু সচ্চেত্ত্বং তথাপি কিল সুন্দর।
সঙ্গঃ সদসতোঃ কীদৃগ্ বদ ত্বং মর্ত্ত্যজীবয়োঃ ॥ ১৪ ॥
চিত্তত্বমথ দৃশ্যঞ্চ দ্বে এব যদি সন্ময়ে।
সদাস্থিতে তৎ প্রসরঃ কুতোহর্ষবিষাদয়োঃ ॥ ১৫ ॥
তস্মান্মহাধিং মুঞ্চ ত্বং মূকমুল্লাসমাহর।
সংক্ষুব্ধাম্বুধিমাবিষ্টাং ত্যজ ভব্যামিমাং স্থিতিম্ ॥ ১৬ ॥
কন্দুকালাতবদ্ব্যর্থ মাত্মনৈব পরিজ্বলন্।
মা মোহমলমাসাদ্য মন্দতাং গচ্ছ সন্মতে ॥ ১৭ ॥
ন তদিহাস্তি সমুন্নতমুত্তমং
ব্রজসি যেন পরাং পরিপূর্ণতাম্।

হে মনঃ ত্বমসৎ এতদ্দৃশ্যঞ্চ ন সৎ। অপ্যর্থে এবকারঃ। অতো-দ্বয়োরপি বন্ধ্যাপুত্রখপুষ্পয়োরিবাসতোঃ সতোর্নিঃস্বরূপস্থিতিকয়োঃ সম্বন্ধ ইত্যক্ষরাবলী উক্তিঃ অপূর্ব্বা আশ্চর্য্যৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

যদি মন্যসে নাহমসৎ সত্য আত্মৈবাহং দৃশ্যমেবাসদিতি তথাপি ন সম্বন্ধঘটনেত্যাহ অসদিতি। মর্ত্ত্যজীবয়োঃ সদামৃতজীবতোঃ ॥ ১৪ ॥

দ্বয়োরপি সত্ত্বমেব নাসত্ত্বং কস্যচিদপীতি কল্পেপি কদাপীষ্টবিয়োগা-ভাবাৎ ন হর্ষবিষাদপ্রসক্তিরিত্যাহ চিত্তেতি। হে চিত্ত ত্বং ইতি চ্ছেদঃ ॥১৫॥

মহান্তমাধিং বিষাদং মূকং তূষ্ণীভূতং সদাত্মস্বরূপস্থিতাবুৎসাহমাহর সমাধ্যভ্যাসেন সম্পাদয়। সংক্ষুব্ধং সংক্ষোভোবিক্ষেপস্তল্লক্ষণমম্বুধিম্ ॥ ১৬ ॥

কন্দুকালাতমুৎসবেষু জনকৌতুকার্থমায়েয়দ্রব্যরচিতং কন্দুকাকারমলাত-যন্ত্রম্। তদ্ধি স্বতএব জ্বলৎ পুনঃ পুনরুচ্ছলতি। মোহমলমিতি বামোহ-লক্ষণং মলমিতি বা ॥ ১৭ ॥

ইহ দৃশ্যবর্গমধ্যে যেন লব্ধেন ত্বং পরিপূর্ণতাং ব্রজসি তৎ তাদৃশং কিমপি নাস্তি। কথং তর্হি পূর্ণতালাভস্তমুপায়মাহ তদিতি। তৎ তস্মাৎ

তদবলম্ব্য বলাদতিধীরতাং
জহিহি চঞ্চলতাং শঠ রে মনঃ ॥ ১৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে চিত্তানুশাসনং নাম
একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

অভ্যাসবৈরাগ্যবলাদতিধীরতামবলম্ব্য তৎ ব্রহ্ম অবলম্ব্য অতিধীরতাং প্রাপ্যেতি বা। চঞ্চলতাং জহিহি ত্যজ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গঃ ।

—০()•()০—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

এবং বিচারয়ংস্তত্র স্বরাজ্যে জনকোনৃপঃ ।
চকারাখিলকার্য্যাণি ন মুমোহ চ ধীরধীঃ ॥ ১ ॥
ন মনঃ প্রোল্ললাসাস্য ক্বচিদানন্দবৃত্তিষু ।
কেবলং সুষুপ্তসংস্থং সদৈব ব্যবতিষ্ঠত ॥ ২ ॥
ততঃ প্রভৃত্যসৌ দৃশ্যং নাজহার ন বা ত্যজৎ ।
কেবলং বিগতাশঙ্কং বর্ত্তমানে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩ ॥
অনারতবিবেকেন তেন সদ্যঃ সনাতনম্ ।
পুনঃকলঙ্কং নৈবাপ্তমম্বরেণেব রাজসম্ ॥ ৪ ॥
স্ববিবেকানুসন্ধানাদিতি তস্য মহীপতেঃ ।
সম্যগ্জ্ঞানমনন্তাভমলং বিমলতাং যযৌ ॥ ৫ ॥
অনামৃষ্টবিকল্পাংশুশ্চিদাত্মা বিগতাময়ঃ ।

বর্ণ্যতে জনকস্যাত্র জীবন্মুক্ততয়া স্থিতিঃ ।
বিচারপ্রজ্ঞয়োশ্চিত্রং মাহাত্ম্যমপি বিস্তরাৎ ॥ ১ ॥

ন মুমোহ অহংমমতাভ্যাং পূর্ব্ববদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

আনন্দবৃত্তিষু হর্ষস্থানেষু। সুষুপ্তাবিব সংস্থা নির্ব্বিক্ষেপস্থিতির্যস্মিন্নিতি ব্যবস্থিতিক্রিয়াবিশেষণম্ ॥ ২ ॥

বর্ত্তমানে তৎকালোপস্থিতে দৃশ্যে ব্যবস্থিতঃ অলংবুদ্ধ্যা স্থিতঃ ॥ ৩ ॥

অনারতবিবেকেন সদা বিচারবতা। সনাতনং অনাদিস্বভাবপ্রাপ্তম্। কলঙ্কমহংমমাভিমানমালিন্যম্। রাজসং রজোগুণেন ধূলিভিশ্চ প্রসঞ্জিতম্ ॥৪॥

অনন্তাভমপরিচ্ছিন্নব্রহ্মাকারম্ ॥ ৫ ॥

উদিয়ায় হৃদাকাশে তস্য ব্যোম্নীব ভাস্করঃ ॥ ৬ ॥

স দদর্শাখিলান্ ভাবাংশ্চিচ্ছক্তৌ সমবস্থিতান্।

স্বভূতানিমনন্তাত্মা সর্ব্বভূতাত্মকোবিদঃ ॥ ৭ ॥

প্রহৃষ্টোন বভূবাসৌ কচিন্ন চ সুদুঃখিতঃ।

প্রকৃতের্ব্ব্যবহারত্বাৎ সদৈব সমমানসঃ ॥ ৮ ॥

জীবন্মুক্তো বভূবাসৌ ততঃ প্রভৃতি মানদঃ।

জনকোজরঠজ্ঞানী জ্ঞাতলোকপরাবরঃ ॥ ৯ ॥

রাজ্যং কুর্ব্বন্ বিদেহানাং জনকোজনজীবিতঃ।

নৈব হর্ষবিষাদাভ্যাং সোবশঃ পরিতপ্যতে ॥ ১০ ॥

নাস্তমেতি ন চোদেতি গুণদোষবিচেষ্টিতৈঃ।

অর্থানর্থৈঃ স রাজ্যোত্থৈর্ন গ্লায়তি ন হৃষ্যতি ॥ ১১ ॥

কুর্ব্বন্নপি করোত্যেষ ন কিঞ্চিদপি কুত্রচিৎ।

স তিষ্ঠত্যেব সততং সর্ব্বদৈবান্তরে চিতঃ ॥ ১২ ॥

সুষুপ্তাবস্থিতস্যেব জনকস্য মহীপতেঃ।

বিক্ষেপমেঘপটলৈশ্চ অনাবৃষ্টনিকরা অসম্পাদিতরঞ্জনাভেদা অংশবঃ প্রকাশা যস্য। বিগতা দেহভেদাদিরোধসম্পৃক্তা জাময়া দুঃখানি যস্য ॥ ৬ ॥

চিচ্ছক্তৌ চিদাত্মনি সমবস্থিতানধ্যস্তান্ অতএব পরমার্থদৃশা আত্মভূতান্ ॥ ৭ ॥

প্রকৃতেঃ মায়ায়া এব সর্ব্বব্যবহাররূপত্বাদসঙ্গাত্মাসংস্পর্শদর্শনাৎ সমমানসঃ ॥ ৮ ॥

জরঠজ্ঞানী জ্ঞানবৃদ্ধ ইতি যাবৎ ॥ ৯ ॥

জনানাং জীবিতমিব প্রিয় ইতি যাবৎ ॥ ১০ ॥

মানসৈর্গুণদোষবিচেষ্টিতৈরস্তং স্বরূপতিরোধানং উদয়ং পুনস্তদাবির্ভাবং চ নৈতি। বাহ্যৈশ্চ রাজ্যোত্থৈরর্থানর্থৈর্ন হৃষ্যতি ন গ্লায়তীতি ব্যুৎক্রমেণান্বয়ঃ ॥ ১১ ॥

ন কিঞ্চিদপি করোতি অকর্ত্রাত্মভূতত্বাদিত্যর্থঃ। তদেবাহ স ইতি ॥ ১২ ॥

ভাবনা রাগাদিবাসনাঃ ॥ ১৩ ॥

ভাবনাঃ সর্ব্বভাবেভ্যঃ সর্ব্বথৈবাস্তমাগতাঃ ॥ ১৩ ॥
ভবিষ্যং নানুসন্ধত্তে নাতীতং চিন্তয়ত্যসৌ।
বর্ত্তমাননিমেষস্তু হসন্নেবানুবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥
স্ববিচারবশেনৈব তেন তামরসেক্ষণ।
প্রাপ্তং প্রাপ্যমশেষেণ রাম নেতরয়েচ্ছয়া ॥ ১৫ ॥
তাবত্তাবৎ স্বকেনৈব চেতসা প্রবিচার্য্যতে।
যাবদ্যাবৎ বিচারাণাং সীমান্তঃ সমবাপ্যতে ॥ ১৬ ॥
ন তদ্গুরোর্ন শাস্ত্রার্থান্ন পুণ্যাৎ প্রাপ্যতে পদম্।
যৎ সাধুসঙ্গাভ্যুদিতাৎ বিচারবিশদাদ্ধৃদঃ ॥ ১৭ ॥
সুন্দর্য্যা নিজয়া বুদ্ধ্যা প্রজ্ঞয়েব বয়স্যয়া।
পদমাসাদ্যতে রাম ন নামক্রিয়য়ান্যয়া ॥ ১৮ ॥
যস্যোজ্জ্বলতি তীক্ষ্ণাগ্রা পূর্ব্বাপরবিচারিণী।
প্রজ্ঞাদীপশিখা জাতু জাড্যান্ধস্তং ন বাধতে ॥ ১৯ ॥

বাসনাক্ষয়ফলমাহ ভবিষ্যমিতি। বাসনাবশাৎ পূর্ব্বোত্তরানুসন্ধানং তেন প্রাক্তনানিষ্টকারিষু দ্বেষ আগামিপ্রিয়ার্থং রাগঃ ততঃ প্রবৃত্তিরিতি সর্ব্বানর্থপ্রসক্তিঃ। বর্ত্তমানমাত্রদর্শনন্তু দুঃখস্যাপ্যুপেক্ষয়া নাপ্রিয়তানুসন্ধানমিতি সহজানন্দানুবৃত্ত্যা হসন্নেবেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

আখ্যানোপক্রমবীজং স্মারয়ন্নুপসংহরতি স্ববিচারেতি। অশেষেণ নিরবশেষেণ প্রাপ্তং জ্ঞানমাত্রেণ বিস্মৃতকণ্ঠচামীকরবল্লব্ধম্। তেন জনকেন ॥১৫॥

তথাচ ফলপর্য্যন্তং বিচারঃ কার্য্যো নান্তরা নির্ব্বেদাদ্ধেয় ইত্যাহ তাবদিতি। প্রবিচার্য্যতে প্রবিচারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

গুর্ব্বাদীনাং সাধনানামসাধনত্ববাদো বিচারপ্রাধান্যবোধনার্থঃ। "অপশবো বা অন্যে গো অশ্বেভ্যঃ পশবো গো অশ্বা" ইতি বৎ ॥ ১৭ ॥

সুন্দর্য্যা সচ্ছাস্ত্রবিবেকাদিপরিষ্কৃতয়া। উহাপোহকুশলা মতিঃ প্রজ্ঞা তয়া বয়স্যয়া সখ্যা ॥ ১৮ ॥

জাড্যমজ্ঞানং তল্লক্ষণমান্ধ্যং তমঃ ॥ ১৯ ॥

দুরুত্তরায়া বিপদো দুঃখকল্লোলসঙ্কুলাঃ।
তীর্য্যতে প্রজ্ঞয়া তাভ্যো নাবাপদ্ভ্যোমহামতে॥ ২০ ॥
প্রজ্ঞাবিরহিতং মূঢ়মাপদল্পাপি বাধতে।
পেলবা চানিলকলা সারহীনমিবোলপম্ ॥ ২১ ॥
প্রজ্ঞাবানসহায়োপি বিশাস্ত্রোপ্যরিমর্দ্দন।
উত্তরত্যেব সংসারসাগরাদ্রাম পেলবাৎ ॥ ২২ ॥
প্রজ্ঞাবানসহায়োপি কার্য্যান্তমধিগচ্ছতি।
দুষ্প্রজ্ঞঃ কার্য্যমাসাদ্য প্রধানমপি নশ্যতি ॥ ২৩ ॥
শাস্ত্রসজ্জনসংসর্গৈঃ প্রজ্ঞাং পূর্ব্বং বিবর্দ্ধয়েৎ।
সেকসংরক্ষণারম্ভৈঃ ফলপ্রাপ্তৌ লতামিব ॥ ২৪ ॥
প্রজ্ঞাবালবৃহন্মূলঃ কালে সৎকার্য্যপাদপঃ।
ফলং ফলত্যতিস্বাদু ভাসোবিম্বমিবৈন্দবম্ ॥ ২৫ ॥

তাভ্যোবিপন্নদীভ্যঃ প্রজ্ঞয়া নাবা তীর্য্যতে জনৈরিতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ২০ ॥

পেলবা মৃদুলা অনিলস্য কলা লেশঃ। উলপং তৃণবিশেষম্ ॥ ২১ ॥

অসহায়োগুর্ব্বাদিসহায়শূন্যঃ। বিশাস্ত্রঃ শাস্ত্রশ্রবণশূন্যোপি। ইয়মপি প্রশংসার্থমেবাত্যুক্তিঃ। আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপদিত্যাদি-শ্রুতিবিরোধাৎ। হে রাম পেলবাজ্জ্ঞানমাত্রবাধ্যত্বেনাতিকোমলাৎ ॥ ২২ ॥

লোকেপি প্রজ্ঞাবতোমন্ত্র্যাদের্ব্বলাস্তরবত্ত্বাঃ প্রাবল্যং প্রসিদ্ধমিত্যাহ প্রজ্ঞাবানিতি। প্রধানং বহুতরসেনাদিবলমুখ্যোপি সন্নশ্যতি। অথবা প্রজ্ঞা চরমসাক্ষাৎকারবৃত্তিস্তদ্বানাত্মা সর্ব্বেষাং কার্য্যপ্রপঞ্চানামন্তং বাধং সর্ব্বেষামবশ্যকর্ত্তব্যপুরুষার্থানামন্তমবধিং পরমপুরুষার্থঞ্চ অধিগচ্ছতি। দুষ্প্রজ্ঞো-মোহস্তু সর্ব্বপ্রপঞ্চসস্থানলক্ষণং কার্য্যজাতমাসাদ্য তন্মূলত্বাৎ প্রধানং সদপি জ্ঞানমাত্রেণ নশ্যতীত্যর্থঃ। জ্ঞাজ্ঞপক্ষভেদেন বা যোজ্যম্ ॥ ২৩ ॥

প্রাজ্ঞতা তর্হি কেনোপায়েন লভ্যা তত্রাহ শাস্ত্রেতি ॥ ২৪ ॥

প্রজ্ঞাবলমেব বৃহৎ মূলং যস্য তথাবিধঃ। সৎকার্য্যং সৎকর্ম্ম প্রাক্তনভাগ্যং তল্লক্ষণঃ পাদপঃ। ভাসঃ সূর্য্যপ্রকাশঃ স যথা শুক্লপক্ষে ক্রমেণ চন্দ্রমণ্ডলং প্রবিষ্টঃ পূর্ণমমৃতময়ং চন্দ্রবিম্বং ফলতি তদ্বৎ। অথবা ঐন্দবং

স এব যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ পূর্ব্বং প্রজ্ঞাবিবর্দ্ধনে ॥ ২৬ ॥
সীমান্তং সর্ব্বদুঃখানামাপদাং কোষমুত্তমম্ ।
বীজং সংসারবৃক্ষাণাং প্রজ্ঞামান্দ্যং বিনাশয়েৎ ॥ ২৭ ॥
স্বর্গাৎ যদ্ যচ্চ পাতালাৎ রাজ্যাৎ যৎ সমবাপ্যতে।
তৎ সমাসাদ্যতে সর্ব্বং প্রজ্ঞাকোষান্মহাত্মনা ॥ ২৮ ॥
প্রজ্ঞয়োত্তীর্য্যতে ভীমাৎ তস্মাৎ সংসারসাগরাৎ ।
ন দানৈর্ন চ বা তীর্থৈস্তপসা ন চ রাঘব ॥ ২৯ ॥
যৎ প্রাপ্তাঃ সম্পদং দৈবীমপি ভূমিচরা নরাঃ ।
প্রজ্ঞা পুণ্যলতায়াস্তৎ ফলং স্বাদু সমুত্থিতম্ ॥ ৩০ ॥
প্রজ্ঞয়া নখরালূন-মত্তবারণযূথপাঃ ।
জম্বুকৈর্ব্বিজিতাঃ সিংহাঃ সিংহৈর্হরিণকা ইব ॥ ৩১ ॥
সামান্যৈরপি ভূপত্বং প্রাপ্তং প্রজ্ঞাবশান্নরৈঃ ।
স্বর্গাপবর্গযোগ্যত্বং প্রাজ্ঞস্যৈবেহ দৃশ্যতে ॥ ৩২ ॥

বিষং কর্ত্তৃ। তদ্যথা জগত্তিমিরাপহা ভাসশ্চন্দ্রিকাঃ ফলতি তদ্বৎ মূলাজ্ঞাননিবর্হণক্ষমমাত্মজ্ঞানং ফলতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

যো যাদৃশঃ। যত্ন উদ্যোগঃ। সঃ তাদৃশঃ। তথাচ নাধিকঃ শ্রমোঽস্তীত্যর্থঃ॥২৬

সর্ব্বেষাং দুঃখানাং দুর্দ্দশানাং সীমান্তং পরমাবধিম্ ॥ ২৭ ॥

এবং প্রজ্ঞাকোষস্যাপি সর্ব্বসম্পদবধিত্বমিতি দর্শয়তি স্বর্গাদিতি। যৎ সমবাপ্যতে সুখমিতি শেষঃ। "স্বর্লোকাদপি রম্যাণি পাতালানীতি নারদঃ। জগাদ দ্যুসদাং মধ্যে পাতালেভ্যঃ সমাগত" ইতি পৌরাণিকবচনাৎ পাতালেপি সুখাতিশয়ঃ প্রসিদ্ধঃ ॥ ২৮ ॥

আত্যন্তিকদুঃখক্ষয়োপি প্রজ্ঞৈকফলমিত্যাহ প্রজ্ঞয়েতি। দানতপঃপ্রভৃতিনামল্পপাপক্ষয়ফলত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

যচ্চান্যৎ স্বর্গাদি দানাদিকর্ম্মণাং ফলং তদপি প্রজ্ঞাফলমেবেত্যাহ যদিতি। ভূমিচরা অপি নরা দৈবীং নভশ্চরত্বাদিলক্ষণাং সম্পদং প্রাপ্তা

প্রজ্ঞয়া বাদিনঃ সর্ব্বে স্ববিকল্পবিলাসিনঃ।
জয়ন্তি সুভটপ্রখ্যান্ নরানপ্যতিভীরবঃ ॥ ৩৩ ॥
চিন্তামণিরিয়ং প্রজ্ঞা হৃৎকোমস্থা বিবেকিনঃ।
ফলং কল্পলতেবৈষা চিন্তিতং সম্প্রযচ্ছতি ॥ ৩৪ ॥
ভব্যস্তরতি সংসারং প্রজ্ঞয়াপোহ্যতেধমঃ।
শিক্ষিতঃ পারমাপ্নোতি নাবা নাপ্নোত্যশিক্ষিতঃ ॥ ৩৫ ॥
ধীঃ সম্যগ্‌যোজিতা পার-মসম্যগ্যোজিতাপদম্।
নরং নয়তি সংসারে ভ্রমন্তী নৌরিবার্ণবে ॥ ৩৬ ॥
বিবেকিনমসংমূঢ়ং প্রাজ্ঞমাশাগণোত্থিতাঃ।
দোষানপরিবাধন্তে সন্নদ্ধমিব সায়কাঃ ॥ ৩৭ ॥
প্রজ্ঞয়েহ জগৎ সর্ব্বং সম্যগেবাঙ্গ দৃশ্যতে।
সমগ্‌দর্শনমায়ান্তি নাপদোন চ সম্পদঃ ॥ ৩৮ ॥
পিধানং পরমার্কস্য জড়াত্মা বিততোসিতঃ।
অহঙ্কারাম্বুদোমত্তঃ প্রজ্ঞাবাতেন বাধ্যতে ॥ ৩৯ ॥

ইতি যত্তদপীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

সুভটপ্রখ্যান্ বাদশূরানিতি যাবৎ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

শিক্ষিতো নৌকানয়নশিক্ষাবান্ কৈবর্ত্তঃ ॥ ৩৫ ॥

ধীর্নৌরিব সম্যগ্‌বিবেকবৈরাগ্যাদিসন্মার্গে যোজিতা চেৎ পারং নয়তি। অসম্যক্ রাগদ্বেষলোভাদ্যসন্মার্গে যোজিতা তু আপদং নয়তি প্রাপয়তী ত্যর্থঃ॥৩৬

আশা তৃষ্ণা তৎপক্ষীয়া গণা লোভমোহক্রোধচিন্তাদয়স্তেভ্য উত্থিতা-দোষা দ্বেষচিন্তাবিষাদাদয়ঃ। সংনদ্ধং বর্ম্মনদ্ধম্ ॥ ৩৭ ॥

সম্যক্‌গুণদোষতত্ত্ববিবেকেন দৃশ্যতে। সম্যগ্‌দর্শনং যস্য তং সম্যগ্-দর্শনং পুরুষম্ ॥ ৩৮ ॥

পরমঃ পরমাত্মা তল্লক্ষণস্তার্কস্য পিধানং তিরোধায়কঃ। জড়য়োরভেদা দম্বুদপক্ষে জলাত্মা। বিততোবিস্তীর্ণঃ। অসিতোঽস্বচ্ছোনীলশ্চ ॥ ৩৯ ॥

পাদ্রুমতুলমুপৈতুমিচ্ছতোচ্চৈঃ
প্রথমমিয়ং মতিরেব লালনীয়া।
ফলমভিলষতা কৃষীবলেন
প্রথমতরং ননু কৃষ্যতে ধরৈব ॥ ৪০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে প্রজ্ঞামাহাত্ম্যং নাম
দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

লালনীয়া বাল ইব ক্রমাৎ বিবেকশিক্ষণেন শোধনীয়া। ফলং কৃষি-ফলং ধান্যাভিবৃদ্ধিম্‌। নম্বিতি প্রসিদ্ধৌ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥
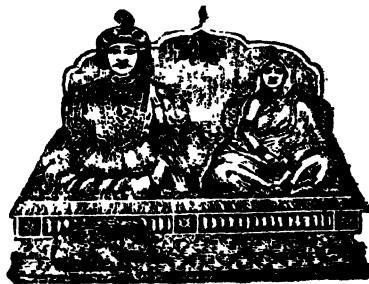
ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

—(*)—(*)—

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং জনকবদ্রাম বিচার্য্যাত্মানমাত্মনা।
পদং বিদিতবেদ্যানামবিঘ্নেনাধিগচ্ছসি ॥ ১ ॥
যে হি পাশ্চাত্যজন্মানঃ প্রাজ্ঞা রাজসসাত্ত্বিকাঃ।
প্রাপ্নুবন্তি স্বয়ং প্রাপ্যং তে জনা জনকা ইব ॥ ২ ॥
তাবৎ তাবৎ বিজিত্যারীনিন্দ্রিয়াখ্যান্ পুনঃ পুনঃ।
যাবদাত্মাত্মনীবায়-মাত্মন্যেব প্রসীদতি ॥ ৩ ॥
প্রসন্নে সর্ব্বগে দেবে দেবেশে পরমাত্মনি।
স্বয়মালোকিতে সর্ব্বাঃ ক্ষীয়ন্তে দুঃখদৃষ্টয়ঃ ॥ ৪ ॥
মুষ্টয়োমোহবীজানাং বৃষ্টয়োবিবিধাপদাম্।

জনকস্য বিচারং তং দৃষ্টান্তীকৃত্য বিস্তরাৎ।
চিত্তপ্রশমনোপায়াঃ কীর্ত্ত্যন্ত ইহ যুক্তিভিঃ ॥ ১ ॥

অবিঘ্নেন অসম্ভাবনাদিপ্রতিবন্ধকনিরাসেন ॥ ১ ।

রজসা পুরুষপ্রযত্নসম্ভবাৎ সত্ত্বেন চ চিত্তপ্রসাদোপচয়াৎ রাজসসাত্ত্বিকা এব স্ববিবেকেনাকাশফলপাতবৎ জ্ঞানপ্রাপ্ত্যাবপ্যধিকারিণ ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

তে কথং প্রাপ্নুবন্তি তদাহ তাবত্তাবদিতি। সত্ত্বোপচয়াৎ যাবদাত্মা আত্মনি প্রসীদতি তাবত্তাবৎ রজসোবিষ্টম্ভশক্ত্যা ইন্দ্রিয়ারীন্ পুনঃ পুনর্ব্বিজিত্যেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অধ্যাত্মাধিকারাৎ সর্ব্বেষাং দেবানামিন্দ্রিয়াণামীশে বশিনি দেবে পরমাত্মনি স্বয়মালোকিতে সতি ॥ ৪ ॥

মোহবীজানাং দুর্ব্বাসনানাং মুষ্টয়ো মুষ্টিবৎ অন্তর্দৃঢ়সংগ্রাহকাশ্চিত্তক্ষেত্রে উপ্যমানাশ্চ। বিবিধানামাধ্যাত্মিকাদিভিন্নানামাপদাং দুঃখানাং বৃষ্টয়ো বৃষ্টি-

কুদৃষ্টয়ঃ ক্ষয়ং যান্তি দৃষ্টে তস্মিন্ পরাবরে ॥ ৫ ॥
সদা জনকবদ্রাম সর্ব্বারম্ভবদাত্মনা।
প্রজ্ঞয়াত্মানমালক্ষ্য লক্ষ্মীবানুত্তমোভব ॥ ৬ ॥
নিত্যমন্তর্ব্বিচারস্য পশ্যতশ্চঞ্চলং জগৎ।
জনকস্যেব কালেন স্বয়মাত্মা প্রসীদতি ॥ ৭ ॥
ন দৈবং ন চ কর্ম্মাণি ন ধনানি ন বান্ধবাঃ।
শরণং ভবভীতানাং স্বপ্রযত্নাদৃতে নৃণাম্ ॥ ৮ ॥
যে দৈবনিষ্ঠাঃ কৃত্যাদৌ কুবিকল্পপরায়ণাঃ।
তেষাং মন্দা মতিস্তাত নানুগম্যা বিনাশনী ॥ ৯ ॥
বিবেকং পরমাশ্রিত্য বিলোক্যাত্মানমাত্মনা।
ধিয়া বিরাগোদ্ধুরয়া সংসারজলধিং তরেৎ ॥ ১০ ॥
এষা সা কথিতা রাম নভঃফলনিপাতবৎ।

বৎ অকস্মাৎ সর্ব্বতঃ ক্ষারয়িত্র্যাঃ। কুদৃষ্টয়ঃ অহংমমতাদিপ্রত্যয়লক্ষণা হৃদয়-গ্রন্থয়ঃ। পরা মানুষানন্দাদিহৈরণ্যগর্ভানন্দান্তাঃ সুখোৎকর্ষা অবরা ন্যূনা যস্মাৎ তথাবিধে। তথাচ শ্রুতিঃ "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরা বরে" ইতি ॥ ৫ ॥

প্রজ্ঞয়া বিবেকবুদ্ধ্যা আত্মানং স্বং সর্ব্বারম্ভবৎ সর্ব্বজগদুৎপত্ত্যাদ্যধিষ্ঠানং ব্রহ্ম তদাত্মনা আলক্ষ্য সাক্ষাদনুভূয় পরমপুরুষার্থলক্ষ্মীবানুত্তমঃ সর্ব্বোৎ-কৃষ্টোভবেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ইদানীমাত্মপ্রসাদোপায়ে বিচার এব মুখ্য ইত্যাহ নিত্যমিতি। চঞ্চল-মনিত্যং ভ্রমণস্বভাবঞ্চ ॥ ৭ ॥

বিচারস্যাপি মূলং পুরুষপ্রযত্ন এবেত্যাশয়েনাহ নেতি ॥ ৮ ॥

নমু দৈববশাৎ স্বয়মেব কালেন জ্ঞানং ভবিষ্যতি কিমস্মৎপ্রযত্নেনেতি যে মন্যন্তে তান্নিন্দতি য ইতি। কৃতির্যত্নঃ। আদিপদাদ্বিবেকবৈরাগ্যবিচারাদয়স্তেষু। দৈবে প্রতিকূলে কিং স্বপ্রযত্নসহস্রেণ সেৎস্যতি বহূনাং যতমানানাং দৈবোপ-হতানাং কামমন্যুভির্ভ্রংশদর্শনাদিত্যাদিকুবিকল্পপরায়ণাঃ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

এষা জনকাখ্যায়িকোদাহরণপ্রপঞ্চিতা ॥ ১১ ॥

সুখদা জ্ঞানসম্প্রাপ্তিরজ্ঞানতরুশাতনী ॥ ১১ ॥
জনকস্যেব সম্বুদ্ধেঃ স্বয়মেব বিলোকিনঃ।
বিকাসমেত্যয়ং দেহী দেবঃ প্রাতরিবাম্বুজম্ ॥ ১২ ॥
সংসারমননং চিত্রং বিচারেণ বিলীয়তে।
গলদ্বশীকৃতস্পর্শমাতপেন হিমং যথা ॥ ১৩ ॥
অয়মেবাহমিত্যস্যা নিশায়া উদিতে ক্ষয়ে।
স্বয়ং সর্ব্বগতঃ স্ফারঃ স্বালোকঃ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥
অয়মেবাহমিত্যস্মিন্ সঙ্কোচে বিলয়ং গতে।
অনন্তভুবনব্যাপী বিস্তার উপজায়তে ॥ ১৫ ॥
জনকেন পরিত্যক্তা যথাহঙ্কারবাসনা।
তথা ত্বমপি সম্বুদ্ধে বিচার্য্যান্তঃ পরিত্যজ ॥ ১৬ ॥
অহঙ্কারাম্বুদে ক্ষীণে চিদ্ব্যোম্নি বিমলে ততে।
নূনং সম্প্রৌঢ়তামেতি স্বালোকোভাস্করঃ পরঃ ॥ ১৭ ॥
এতাবদেবাতিতমো যদহম্ভাবভাবনম্।
তস্মিংশ্চ শমমানীতে প্রকাশ উপজায়তে ॥ ১৮ ॥
নাহমস্তি ন চান্যোঽস্তি ন চ নাস্তীতি ভাবিতম্।
মনঃ প্রশান্তিমায়াতং নোপাদেয়েষু মজ্জতি ॥ ১৯ ॥

দেহী দেহান্তর্হৃদিস্থিতো দেবঃ পরমাত্মা ॥ ১২ ॥

সংসারস্য মননং বিকল্পনং চিন্তনঞ্চ। বশীকৃতস্পর্শমপহৃতশৈত্যম্ ॥ ১৩ ॥

দেহাহম্ভাবত্যাগ এব পূর্ণাত্মদর্শনে মুখ্যং সাধনমিত্যাহ অয়মিতি॥১৪॥১৫॥১৬

নূনং নিশ্চয়েন অবশ্যমিতি যাবৎ। স্বালোকাত্মা ভাস্করঃ সূর্য্যঃ সম্প্রৌঢ়তাং শরদীব স্ফুটপ্রকাশতাম্ ॥ ১৭ ॥

অতিতমঃ তমসোমুখ্যং বলমিতি যাবৎ ॥ ১৮ ॥

অহমহন্তা নাস্তি। অস্মচ্ছব্দার্থস্যাপ্যহংকারস্যাপ্রত্যক্ত্ববিবক্ষণাৎ ন তদভিধানায়োত্তমপুরুষঃ কৃতঃ। অহমর্থস্য তদন্যস্য চ নিষেধে শূন্যতা প্রসক্তিমাশঙ্ক্যোক্তং ন চ নাস্তীতি। উভয়সাক্ষিণঃ সত্ত্বাদিতি ভাবঃ। উপাদেয়েষু

উপাদেয়ানুপতনং হেয়ৈকান্তবিবর্জ্জনম্।
যদেতন্মনসোরাম তদ্বন্ধং বিদ্ধি নেতরৎ ॥ ২০ ॥
মা খেদং ভজ হেয়েষু নোপাদেয়পরোভব।
হেয়াদেয়দৃশৌ ত্যক্ত্বা শেষস্থঃ স্বচ্ছতাং ব্রজ ॥ ২১ ॥
যেষামিদমুপাদেয়মিদং হেয়মিতি স্থিতিঃ।
বিলীনা তে ন বাঞ্ছন্তি ন ত্যজন্তীহ কিঞ্চন ॥ ২২ ॥
হেয়োপাদেয়কলনে ক্ষীণে যাবন্ন চেতসঃ।
ন তাবৎ সমতা ভাতি সাভ্রে ব্যোম্নীব চন্দ্রিকা ॥ ২৩ ॥
অবস্ত্বিদমিদং বস্তু যস্যেতি লুলিতং মনঃ।
তস্মিন্নোদেতি সমতা শাখোট ইব মঞ্জরী ॥ ২৪ ॥
যুক্তা যুক্তৈষণা যত্র লাভালাভবিলাসিনী।
সমতা স্বচ্ছতা তত্র কুতোবৈরাগ্যভাসিনী ॥ ২৫ ॥
একস্মিন্ ব্রহ্মতত্ত্বেস্মিন্ বিদ্যমানে নিরাময়ে।

উপাদানার্হেষু বিষয়েষু ॥ ১৯ ॥

উপাদেয়েষু রাগো হেয়েষু দ্বেষশ্চ মানসঃ পুরুষস্য বন্ধোনান্য ইত্যাহ উপাদেয়েতি ॥ ২০ ॥

হেয়াদেয়দৃশৌ রাগদ্বেষাত্মকবৃত্তী। শেষস্তৎসাক্ষী তৎস্থস্তদেকনিষ্ঠঃ সন্ স্বচ্ছতাং বিক্ষেপকালুষ্যশূন্যতাম্ ॥ ২১ ॥

ইতি স্থিতিরেবংরূপা ব্যবস্থা যেষাং সর্ব্বত্রাহেয়ানুপাদেয়াত্মমাত্রতাদর্শনাৎ বিলীনা তে পুরুষাঃ ॥ ২২ ॥

সমতা অবিষমব্রহ্মাত্মতা ॥ ২৩ ॥

অবস্তু অপ্রশস্তং বস্তু অতোহেয়ং। প্রশস্তং বস্তু অত উপাদেয়মিতি যস্য মনঃ অন্তর্লুলিতং লোলতাং গতমিত্যর্থঃ। শাখোটো বৃক্ষবিশেষঃ। মহাপুষ্পফলপল্লবোহনুপজীব্যচ্ছায়ঃ প্রসিদ্ধঃ ॥ ২৪ ॥

যুক্তমনুকূলমত ইদং মে ভূয়াদিত্যেষণা লাভবিলাসিনী। অযুক্তং প্রতিকূলমিদমতো মে কদাপি মা ভূদিত্যরাগবিলাসিনী এষণা ইচ্ছা দ্বেষশ্চ যত্র যস্মিন্ পুরুষে ॥ ২৫ ॥

নানাঽনানাতয়া নিত্যং কিমযুক্তং ক যুক্ততা ॥ ২৬ ॥
ঈপ্সিতানীপ্সিতাশঙ্কে মর্কট্যৌ চিত্তপাদপে।
চঞ্চলে স্ফুরতোযস্মিন্ কুতস্তস্মেহ সৌম্যতা ॥ ২৭ ॥
নিরাশতা নির্ভয়তা নিত্যতা সমতা জ্ঞতা।
নিরীহতা নিষ্ক্রিয়তা সৌম্যতা নির্ব্বিকল্পতা ॥ ২৮ ॥
ধৃতির্মৈত্রী মতিস্তুষ্টির্মৃদুতা মৃদুভাষিতা।
হেয়োপাদেয়নির্ম্মুক্তে জ্ঞে তিষ্ঠন্ত্যপবাসনম্ ॥ ২৯ ॥
ধাবমানমধোভাগে চিত্তং প্রত্যাহরেদ্বলাৎ।
প্রত্যাহারেণ পতিতমধোবারীব সেতুনা ॥ ৩০ ॥
বাহ্যানর্থানিমাংস্ত্যক্ত্বা তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।
সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বানান্তরাংশ্চ বিচারয় ॥ ৩১ ॥

তত্র সমতাস্বচ্ছতয়োঃ সম্ভাবনে কোবিরোধস্তমাহ একস্মিন্নিতি। নানাঽনানাতয়া ভেদাভেদবিকল্পনয়া। যদ্যসঙ্গাদ্বিতীয়ানন্দা অভিন্নাস্তর্হি আত্মস্বাদেব সর্ব্বেপ্যনুকূলা এব। যদি ভিন্না স্তথাপ্যাত্মাস্পর্শান্নানুকূলা ন প্রতিকূলা ইতি ন তদাপি তয়োরবকাশ ইতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

তস্য চিত্তপাদপস্য। সৌম্যতা নিষ্কম্পতা ॥ ২৭ ॥

ইদানীং জীবন্মুক্তলক্ষণভূতান্ পঞ্চদশগুণানাহ নিরাশতেতি দ্বাভ্যাম্। নিরীহতা মনশ্চাপলাভাবঃ। নিষ্ক্রিয়তা শারীরকর্ত্তৃত্বাভিনিবেশাভাবঃ। সৌম্যতা সদা প্রসন্নতা ॥ ২৮ ॥

মৈত্রী সর্ব্বভূতসুহৃত্ত্বম্। মতির্মননশীলতা। যদি গুণাস্তিষ্ঠন্তি তর্হি তদ্বাসনয়ৈব তস্য বন্ধ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অপবাসনমিতি। বাসনাবীজস্যাজ্ঞানস্য নষ্টত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

ইদানীং রামস্য তদ্গুণার্জ্জনে উপায়মাহ ধাবমানমিত্যাদিনা। অধোভাগে নিকৃষ্টেষু বিষয়েসু। প্রত্যাহারেণ বিষয়েভ্যঃ সর্ব্ববাহ্যেন্দ্রিয়াণাং পরাবর্ত্তনেন। অধঃপতিতং প্রবাহোন্মুখং বারি সেতুনেব ॥ ৩০ ॥

বাহ্যেষ্বর্থেষ্বাত্মতাভ্রান্ত্যপ্রসক্তেস্ত্যাগ এবোপায়ঃ আন্তরেষু তু তৎপ্রসক্তেঃ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারেণ তত্র রত্নতত্ত্বপরীক্ষাবৎ বিচারঃ কার্য্য ইত্যাহ বাহ্যা-

গৃহীততৃষ্ণাশফরী বাসনাজালমাবিলম্।
সংসারবারিপ্রসৃতং চিন্তাতন্তুভিরাততম্ ॥ ৩২ ॥
অনয়া তীক্ষ্ণয়া তাত ছিন্ধি বুদ্ধিশলাকয়া।
বাত্যয়েবাম্বুদং কালে বহন্ত্যা বিততে পদে ॥ ৩৩ ॥
অস্য সংসারবৃক্ষস্য মূলং দোষাঙ্কুরাস্পদম্।
ভব্য ধীরেণ ধৈর্য্যেণ প্রোদ্ধরোদ্ধুরয়া ধিয়া ॥ ৩৪ ॥
মনসৈব মনশ্ছিত্ত্বা কুঠারেণেব পাদপম্।
পদং পাবনমাসাদ্য সদ্য এব স্থিরোভব ॥ ৩৫ ॥
মনসৈব মনশ্ছিত্ত্বা বিস্মৃত্যা পরমং মনঃ।
বর্ত্তমানমপি ছিত্ত্বা ছিন্নসংসারতাং ব্রজ ॥ ৩৬ ॥

নিতি। তথাচাহুর্বৃদ্ধাঃ। "গচ্ছতস্তিষ্ঠতোবাপি জাগ্রতঃ স্বপতোপি বা। ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্যত" ইতি ॥ ৩১ ॥

অনয়া মদুপদিষ্টয়া বুদ্ধিলক্ষণয়া শলাকয়া কর্ত্তর্য্যা বাসনালক্ষণং জালং মানায়ং ছিন্ধীতি পরেণান্বয়ঃ। গৃহীতাস্তৃষ্ণাশফর্য্যো যেন মোহশৈবালৈরাবিলং মলিনম্। সংসারলক্ষণে বারিণি প্রসৃতং প্রসারিতম্। চিন্তালক্ষণৈস্তন্তুভিরাততং নির্ম্মিতম্ ॥ ৩২ ॥

বিততে বিস্তীর্ণতরে পদে আকাশে ব্রহ্মণি চ বহন্ত্যেতি বাত্যাশলাকয়োর্ব্বিশেষণম্ ॥ ৩৩ ॥

হে ভব্য! ধীরেণ চিরাভ্যাসদৃঢ়ীকৃতেনৈকাত্ম্যস্থৈর্য্যলক্ষণেন চিত্তধৈর্য্যেণ সম্পন্নয়া অতএবোদ্ধুরয়া অনাদিকালনিমগ্নাত্মোদ্ধারসমর্থয়া অপরোক্ষসাক্ষাৎকারধিয়া সংসারবৃক্ষস্য মূলং সবাসনমজ্ঞানং ছিন্ধীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ননু সতি বিক্ষেপহেতৌ মনসি কথং মূলচ্ছেদস্তত্রাহ মনসৈবেতি। যথা অগ্রনিবিষ্টলৌহেন পাদপাবয়বকাষ্ঠাত্মনা কুঠারেণ পাদপশ্ছিদ্যতে তদ্বদগ্রনিবেশিতবৃত্তীদ্ধব্রহ্মচৈতন্যেন মনসৈব মনশ্ছিন্ধেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ননু পূর্ব্বসিদ্ধমনস উক্তোপায়েন ছেদনেপি ভাবিমনোবৃত্তীনাং বর্ত্তমানব্রহ্মাকারমনোবৃত্তের্ব্বা কথং ছেদনং তত্রাহ বিস্মৃত্যেতি। বিস্মৃতির্ব্বাসনোচ্ছেদস্তয়া চরমমুত্তরকালপ্রসক্তং বৃত্তিরূপম্। অসত্যাং বাসনায়ামগ্রেপি

মোহোবিস্মৃত্য সংসারং ন ভূয়ঃ পরিরোহতি।
চিত্তং বিস্মৃত্য সংসারো ন ভূয়ঃ পরিরোহতি ॥ ৩৭ ॥
তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপঞ্জাগ্রন্নিবসন্নুৎপ্লতন্ পতন্।
অসদেবেদমিত্যন্তর্নিশ্চিত্যাস্থাং পরিত্যজ ॥ ৩৮ ॥
সমতামলমাশ্রিত্য সম্প্রাপ্তং কার্য্যমাহরন্।
অচিন্তয়ংস্তথা প্রাপ্তং বিহরেহ হি রাঘব ॥ ৩৯ ॥
যথা শর্ব্বোপি লিঙ্গানি ন বিভর্ত্তি বিভর্ত্তি চ।
ত্বমেবমিহ কার্য্যাণি কুরু মা কুরু চানঘ ॥ ৪০ ॥
ত্বমেব বেত্তা ত্বমজস্ত্বমাত্মা ত্বং মহেশ্বরঃ।
আত্মনোব্যতিরিক্তঃ সংস্ত্বয়েত্থমিদমাততম্ ॥ ৪১ ॥

ভূতত্বাদিত্যাৎ। বর্ত্তমানং কতকরেণুন্যায়েন স্বেনৈব স্বস্য নিরাসাদিতি ॥ ৩৬ ॥
নবেবমপি তত্ত্ববিদোজীবনসিদ্ধয়ে তদুপাদানভূতাবিদ্যাখ্যোমোহোবস্তুমভ্যুপগন্তব্যঃ স এব পুনঃ সংসারং প্ররোহয়িষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ মোহ ইতি। পরিরোহতি প্ররোহতি। বাসনাক্ষয়লক্ষণে বিস্মরণে সতি তস্য বীজশক্ত্যভাবাদিতি ভাবঃ। তর্হি সংসারস্তস্মিন্ মোহক্ষেত্রে স্বয়মেব প্ররোহতু তত্রাহ চিত্তমিতি। চিত্তসংস্কারোচ্ছেদলক্ষণে চিত্তবিস্মরণে সতি ন চেত্যস্য প্ররোহঃ সম্ভবতি। চিত্তসংস্কারস্যাপি চেত্যারোপবীজত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥
চিত্তচেত্যোভয়বিস্মরণে তদাস্থাত্যাগ এবোপায় ইত্যাহ। তিষ্ঠন্নিতি ॥৩৮॥
আস্থাপরিত্যাগে সমতাপি সিধ্যতীত্যাশয়েনাহ সমতামিতি। তথা অপ্রাপ্তমিতি চ্ছেদঃ ॥ ৩৯ ॥
যথা শর্ব্বো মহেশ্বরঃ ক্ষিত্যাদ্যষ্টমূর্ত্তিলক্ষণানি লিঙ্গানি শুদ্ধচিন্মাত্ররূপা ন বিভর্ত্তি জগদাকারবিবর্ত্তমায়াধিষ্ঠানত্বাৎ সন্নিধিমাত্রেণ বিভর্ত্তি চ তেন সর্ব্বকর্ত্তা চ ভবতি এবং ত্বমপি রাজ্যাদিকার্য্যাণ্যনাস্থয়া সন্নিধিমাত্রেণ কুরু অকর্ত্তাত্মনিশ্চয়াৎ মা কুরু চেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥
কিঞ্চ নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতেত্যাদি শ্রুতেঃ সর্ব্বশরীরেষু ত্বমেব বেত্তা বেদিতা। ইত্থম্ভাবশ্ছান্দসঃ। সত্তার্থাৎ বিদ্যতের্ব্বা তৃচ্ পরমার্থসন্নিত্যর্থঃ। অজো জন্মাদিবিক্রিয়াশূন্যঃ। সর্ব্বস্যাত্মা প্রত্যক্‌চিদ্রসঃ।

যেনাত্মদৃশ্যসদ্ভাবাদভিতোভাবনোজ্ঝিতা।
স ন সংগৃহ্যতে দোষৈর্হর্ষামর্ষবিষাদজৈঃ॥ ৪২॥
রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্তঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী ত্যক্তসংসারবাসনঃ॥ ৪৩॥
স যৎ করোতি যদ্ভুঙ্‌ক্তে যদ্দদাতি নিহন্তি যৎ।
তত্র মুক্তধিয়স্তস্য সমতা সুখদুঃখয়োঃ॥ ৪৪॥
প্রাপ্তং কর্ত্তব্যমেবেতি ত্যক্তেষ্টানিষ্টভাবনঃ।
প্রবর্ত্ততে যঃ কার্য্যেষু ন স মজ্জতি কুত্রচিৎ॥ ৪৫॥
চিৎসত্তামাত্রমেবেদমিতি নিশ্চয়বন্মনঃ।
ত্যক্তভোগাভিমননং শমমেতি মহামতে॥ ৪৬॥
মনঃ প্রকৃত্যৈব জড়ং চিত্তত্ত্বমনুধাবতি।
মাংসগর্দ্ধেন মার্জ্জারো বনে মৃগপতিং যথা॥ ৪৭॥
সিংহবীর্য্যবশাল্লব্ধং মাংসং ভুঙ্‌ক্তেহনুগোহরেঃ॥

প্রাপ্তক্তোমহেশ্বরশ্চ ঘমেব। আত্মনঃ স্বস্বভাবাদব্যতিরিক্তঃ অপ্রচ্যুতস্বভাব এবং সন্। এবংভূতেন ত্বয়া স্বমোহাদিখমিদমাততং বিস্তারিতং নাক্তে-নেত্যর্থঃ॥ ৪১॥

যদি ময়ৈবেদমাততং তর্হি কথং মমাত্র হর্ষামর্ষদোষোদয়স্তত্রাহ যেনেতি। যেন তত্ত্ববিদা আত্মদৃশ্যস্য সদ্ভাবাৎ পরমার্থসন্মাত্রতাভাবনাদভিতোহন্তদিতি-ভাবনা উজ্ঝিতা ত্যক্তা স ন দোষৈঃ সংগৃহ্যতে অতত্ত্বমপ্যাপ্নোত্যর্থঃ॥ ৪২-॥ ৪৩॥ ৪৪॥ ৪৫॥

ইদং জগৎ যস্য। ভোগাভিমননং ভোগচিন্তা সা ত্যক্তা যেন॥ ৪৬॥

চিৎসত্তামাত্রমেবেদমিতি যদুক্তং তদুপপাদয়তি মন ইত্যাদিনা। স্বতো-জড়ং অতঃ স্বতঃ সেদ্ধুং পরং সাধয়িতুং চাসমর্থত্বাৎ স্বসিদ্ধয়ে স্ববিষয়-সিদ্ধয়ে চ স্বসাক্ষিভূতং স্বপ্রকাশচিদ্রূপং তত্ত্বং পারমার্থিকং বস্তু অনুধা-বত্যনুসরতি। যথা স্বজীবনায় স্বপুত্রাদিভরণায় চ মার্জ্জারঃ সিংহমনুসরতি তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ৪৭॥

দৃশ্যং যং স্ববিষয়ঞ্চ আশ্রয়তে উপজীবতি॥ ৪৮॥

চিদ্বীর্য্যবশতঃ প্রাপ্তং দৃশ্যমাশ্রয়তে মনঃ ॥ ৪৮ ॥
মন এবমসৎকল্পং চিৎপ্রসাদেন জীবতি ।
ভাবয়ন্বিশ্বমেবৈকং চিন্তামেত্য চিদপ্যুত ॥ ৪৯ ॥
জড়ং যৎ কিল নির্হীনং চিতা দীপিকয়ৌজসা ।
তন্মনঃ শবসঙ্কাশমচিদুত্তিষ্ঠতে কথম্ ॥ ৫০ ॥
চিৎস্বভাবপরামৃষ্টা স্পন্দশক্তিরগন্ময়ী ।
কল্পনা চিত্তমিত্যুক্ত্যা কথ্যতে শাস্ত্রদৃষ্টিভিঃ ॥ ৫১ ॥
যশ্চিত্তফণিফূৎকারঃ সৈবেয়ং কলনোচ্যতে ।
চিদেবাহমিতি জ্ঞাত্বা সা চিত্তামেব গচ্ছতি ॥ ৫২ ॥
চেত্যেন রহিতা যৈষা চিৎ তৎ ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
চেত্যেন সহিতা যৈষা চিৎ সেয়ং কলনোচ্যতে ॥ ৫৩ ॥
কিঞ্চিদামৃষ্টরূপং যৎ ব্রহ্ম তচ্চ স্থিরং মনঃ ।
কল্পনা সৎ সদৈবৈতৎ সদিবোপস্থিতা হৃদি ॥ ৫৪ ॥

অস্ত্বেবং কিং ততস্তত্রাহ মন ইতি। এবঞ্চ সতি মনঃ অসৎকল্পং শূন্যপ্রায়ং মিথ্যেতি সিদ্ধমিত্যর্থঃ। কথং জীবতি তদাহ ভাবয়ন্নিতি। একমদ্বিতীয়মাত্মানং বিস্মৃত্য বিশ্বং জগদাকারমেব ভাবয়ন্। ছান্দসো-লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। কল্পয়ৎ সৎ জগদাকারং ভূত্বা জীবতীত্যর্থঃ। অতএব চিন্তামাত্মস্মৃতিমেত্য প্রাপ্য উত পুনশ্চিদপি ভবতি মনস্ত্বং জহাতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

মনসঃ প্রকাশশক্তিরিব স্পন্দশক্তিরপি চিদধীনৈবেত্যাহ জড়মিতি। চিল্লক্ষণয়া দীপিকয়া ওজসা বলেন চ বিনা। উত্তিষ্ঠতে স্পন্দতে ॥ ৫০ ॥

অতএব চিতি স্পন্দকল্পনৈব মন ইতি বিদ্বৎপ্রবাদোপ্যস্তীত্যাহ চিৎ-স্বভাবেতি ॥ ৫১ ॥

স্পন্দশক্তেরেব বিলাসশ্চিত্তং তদ্বৃত্তয়শ্চেত্যাহ য ইতি। ফূৎকারগ্রহণং বিষস্থাপ্যুপলক্ষণম্। তথাচ চিত্তাদিত্রিপুটীদৃশ্যাকারৈব কলনেত্যর্থঃ। চিত্তাং শুদ্ধচিন্মাত্রতাম্ ॥ ৫২ ॥

তথাচ চিতশ্চেত্যত্যাগ এব ব্রহ্মতাং পর্য্যবসন্নেত্যাহ চেত্যেনেতি ॥ ৫৩ ॥

কলনৈব মননাত্মনোভবতীত্যাহ কিঞ্চিদিতি। তৎ ব্রহ্মৈব কিঞ্চিদা-

চিত্ত্বমিত্যেব রূঢ়েয়ং যদৈব কলনোদিতা।
তদৈব চিত্ত্বং বিস্মৃত্য সা জড়েব ব্যবস্থিতা ॥ ৫৫ ॥
সম্পন্না কলনা নাম্নী সঙ্কল্পানুবিধায়িনী।
অবচ্ছেদবতীবাগ্রা হেয়োপাদেয়ধর্ম্মিণী ॥ ৫৬ ॥
সৈষা চিদেব জগতামাগতেব স্বশক্তিতঃ।
ন সম্প্রবোধিতা যাবৎ রূপং তাবৎ ন বুধ্যতে ॥ ৫৭ ॥
অতঃ শাস্ত্রবিচারেণ বৈরাগ্যেণ পরেণ চ।
নিগ্রহেণেন্দ্রিয়াণাঞ্চ বোধয়েৎ কলনাং স্বয়ম্ ॥ ৫৮ ॥
কলনা সর্ব্বজন্তূনাং বিজ্ঞানেন শমেন চ।
প্রবুদ্ধা ব্রহ্মতামেতি ভ্রমতীতরথা জগৎ ॥ ৫৯ ॥
ব্যামোহমদিরামত্তাং লুঠিতাং বিষয়াবটে।

দৃষ্টরূপং কলনা সৎ সদৈব হৃদি সদিব উপস্থিতা সঙ্কল্পবিকল্পকল্পনা ভূত্বা স্থিরং এতৎ প্রসিদ্ধং মনোভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

নিত্যানুভবস্বভাবস্ত স্বরূপবিস্মরণে কলনৈব স্মৃতিত্বমাপন্নচিত্ততাং গচ্ছতীত্যাহ চিত্তমিতি। তদাপরোক্ষতাপত্তিযোগ্যা জড়তাপ্যস্যাঃ সম্পন্নেত্যাহ জড়েবেতি ॥ ৫৫ ॥

অতীতবিষয়াকারকল্পনেন চিত্ততামিব অনাগতবিষয়াকারকল্পনেন সঙ্কল্পবিকল্পানুবিধানাৎ মনস্তামপি সা প্রাপ্তেত্যাশয়েনাহ সম্পন্নেতি। এবমবচ্ছেদবতী দ্বিধা পরিচ্ছিন্না সতী প্রাক্তনেষ্টানিষ্টসাধনসাজাত্যমধ্যবস্ত ভাবীষ্টানিষ্টসাধনতাং সঙ্কল্প্য হেয়োপাদেয়ধর্ম্মিণী অগ্রা মুখ্যা চিদেব সম্পন্নেত্যর্থঃ॥৫৬॥

মনঃ প্রকৃত্যৈবেত্যাদিনোপপাদিতং চিৎসত্তামাত্রমেবেদমিত্যংশং পিণ্ডীকৃত্যোপসংহরতি সৈষেতি। স্বশক্তিতঃ স্বীয়মায়াশক্তিবশাৎ। গুরুশাস্ত্রসবিচারৈর্যাবন্ন সম্প্রবোধিতা তাবৎ বাস্তবং পূর্ণানন্দাদ্বয়রূপং ন বুধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

বোধয়েৎ জড়াকারকলনালক্ষণাদবস্থাত্রয়স্বপ্নাৎ ব্যাবৃর্ত্তয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

বিজ্ঞানেন শাস্ত্রজন্যজ্ঞানেন। শমেন শমাদিসাধনসহিতমনননিদিধ্যাসনাভ্যাম্ ইতরথা বিজ্ঞানশমাভ্যামপ্রবোধনে ॥ ৫৯ ॥

আত্মাবেদনসংসুপ্তাং কলনামেব বোধয়েৎ ॥ ৬০ ॥
অপ্রবুদ্ধা যদা হ্যেষা ন কিঞ্চিদববুধ্যতে।
সঙ্কল্পকলনেবান্তর্দৃশ্যমানাপ্যসন্ময়ী ॥ ৬১ ॥
তয়া পরময়া দৃষ্ট্যা কলনৈষান্তরস্থয়া।
মঞ্জরীগন্ধশক্ত্যেব পদার্থেষু বিরাজতে ॥ ৬২ ॥
তনুঃ সঙ্কল্পিতা যৈষা কলনেতি জগত্ত্রয়ে।
সা হি কিঞ্চিদ্বিজানাতি নিত্যং জ্ঞানৈকধর্ম্মিণী ॥ ৬৩ ॥
চেতনেন জড়া রাম কলনোপলরূপিণী।
পদ্মিনীবাতপেনাসৌ পরেণৈব প্রবোধ্যতে ॥ ৬৪ ॥
যথা শিলাময়ী কন্যা চোদিতাপি ন নৃত্যতি।

ব্যামোহো রাগঃ। আত্মনঃ অবেদনমজ্ঞানং নিদ্রা তেন সংসুপ্তাম্ ॥ ৬০ ॥

নমু কলনা যদি সুপ্তা কথং জগদববুধ্যতে অববোধে বা তস্যাঃ প্রসিদ্ধ-চিৎস্বভাবাৎ কোতিশয়স্তত্রাহ অপ্রবুদ্ধেতি। যন্মতসে জগদববুধ্যতে। জগতো-ঽনববোধমাত্রবিলসিতত্বাৎ। যতোদৃশ্যমানাপি জগৎপ্রতিঃ সাহ্বয়িকপ্রাসাদ-কলনেব অসন্ময়ীত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

বিষয়াংশপরিত্যাগেঽবশিষ্টা কলনৈবাত্মেত্যুক্তে বৃত্তিজ্ঞানমেবাত্মাস্ত্বেতি যা প্রাহীতি তৎসাক্ষিণীং তদান্তরীং শুদ্ধচিতং বিবিচ্য দর্শয়তি তয়েত্যা-দিনা। এষা চিত্তবৃত্তিরূপা কলনা অন্তরস্থয়া তয়া সর্ব্বসাক্ষিণ্যা পরময়া দৃষ্ট্যা ব্যাপ্তা সতী পদার্থেষু স্বস্ববিষয়েষু বিরাজতে প্রকাশনসমর্থা ভবতি ন স্বত ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

যদি সা সর্ব্বসাক্ষিণী কুম্ভতদন্তঃকরণধর্ম্মানেব প্রকাশয়তি ন সর্ব্বং তত্রাহ তনুঃ সঙ্কল্পিতেতি। যা এষা জ্ঞানৈকধর্ম্মিণী নিত্যবোধস্বভাবা সাক্ষিচিৎ সা পরিচ্ছিন্নবৃত্তিকলনোপাধিবশাৎ তনুরস্মেবেতি জগত্ত্রয়েপি তৈ-স্তৈঃ প্রাণিভিঃ সঙ্কল্পিতা অতঃ কিঞ্চিদস্মেব তত্তদন্তঃকরণাদি বিজানা-তীত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

বৃত্তিরূপা তু কলনা বিবেকে উপলরূপিণী পাষাণকন্যা জড়ৈব অতএব চেতনেন সাক্ষিণা প্রবোধ্যতে ॥ ৬৪ ॥

তথেয়ং কলনা দেহে ন কিঞ্চিদববুধ্যতে ॥ ৬৫ ॥
লিপিকর্ম্মনৃপৈর্যুদ্ধং ক কৃতং ঘর্ঘরারবম্।
কচিন্ন চন্দ্রকিরণৈরোষধ্যঃ প্রতিবোধিতাঃ ॥ ৬৬ ॥
অসৃগালিপ্তগাত্রৈশ্চ শবৈঃ ক পরিবল্গিতম্।
ক গীতং মধুরধ্বানং বনপাষাণখণ্ডকৈঃ ॥ ৬৭ ॥
ক পুংসা বিহিতৈরর্কৈঃ ক্ষপিতং যামিনীতমঃ।
ক সঙ্কল্পময়ৈশ্ছায়া ক্রিয়তে ব্যোমকাননৈঃ ॥ ৬৮ ॥
ক জড়ৈরূপলাকারৈর্ম্মিথ্যাভ্রমভরোত্থিতৈঃ।
মৃগতৃষ্ণাময়ৈরেভির্ম্মনোভিঃ ক্রিয়তে ক্রিয়া ॥ ৬৯ ॥
যথাতপে ক্ষতে স্ফারে মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণী।
কলনা তদ্বদেবেয়ং স্ফুরত্যাত্মনি সত্যলম্ ॥ ৭০ ॥
যদেতৎ স্পন্দিতং নাম তন্মনোধিগতং শঠৈঃ।
মরুতাং বিদ্ধি তাং শক্তি মন্তঃপ্রাণশরীরিণীম্ ॥ ৭১ ॥

যে তু নৈয়ায়িকপ্রভৃতয়ো নিত্যসাক্ষিণমজানানাঃ পরপ্রকাশস্তৈবানিত্যজ্ঞানস্ত অর্থপ্রকাশতাং মন্তন্তে তান্ বহুভির্দৃষ্টান্তৈরুপহসতি। যথেত্যাদিনা ॥ ৬৫ ॥

অচেতনস্তান্তঃকরণতদ্বৃত্ত্যাদের্নিত্যচিৎসন্নিধানাভাবে বিষয়োন্মুখপ্রবৃত্তিরেব দুর্ঘটা দূরে তৎপ্রকাশকতেত্যাশয়েনাহ লিপিকর্ম্মেতি। লিপিকর্মভিশ্চিত্রলিখিতৈর্নৃপৈঃ। প্রতিবোধিতা আপ্যায়িতাঃ ॥ ৬৬ ॥

পরিবল্গিতং ধাবিতম্ ॥ ৬৭ ॥

পুংসা বিহিতৈঃ শিলাদিনা নির্ম্মিতৈঃ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥

নিত্যচিদাত্মানভ্যুপগমে কলনাদ্যধ্যাস এব ন সিধ্যেদিত্যাশয়েনাহ যথেতি ॥ ৭০ ॥

চিতঃ পরিচ্ছেদস্পন্দকমনৈব মন ইত্যুক্তম্। ইদানীং সৈব চিদচিদংশবিবেকে চিদংশস্তাত্মমাত্রত্বাৎ জড়াংশ এব পরিশিষ্যতে তথাবিধা তু স্পন্দশক্তিঃ প্রাণ এবেতি তন্নিরোধে কৃতে ন মনোনাম পৃথক্ নিরোধ্যমস্তীতি বক্তুং ভূমিকাং রচয়তি যদেতদিতি। শঠৈঃ বঞ্চকৈরজ্ঞৈঃ। অন্তঃপ্রাণঃ-

যেষাং সম্বিদনাক্রান্তা সঙ্কল্পলবনিশ্চয়ৈঃ।
অনাক্ষিপ্তরসাকারা প্রজ্ঞেষা পারমাত্মিকী ॥ ৭২ ॥
অয়ং সোঽহমিদং তন্ম ইতি যা কলনাবিলা।
প্রাণাত্মতত্ত্বয়োস্তস্যাঃ সংজ্ঞা জীবেতি কথ্যতে ॥ ৭৩ ॥
ধীশ্চিত্তং জীব ইত্যেতাঃ সঙ্কল্পস্যাসতোমতাঃ।
সংজ্ঞা সঙ্কল্পিতাস্তজ্জ্ঞৈর্ন রাম পরমার্থতঃ ॥ ৭৪ ॥
মনোনো ন মতির্নাপি ধীরেষা ন শরীরকম্।
অস্তীহ পরমার্থেন স্বাত্মৈবেহাস্তি সর্ব্বদা ॥ ৭৫ ॥
আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বমাত্মা কালক্রমস্তথা।
স চাকাশাদচ্ছতরো নাস্ত্যবাস্ত্যেব চামলঃ ॥ ৭৬ ॥
অচ্ছত্বাদসদাভাসঃ সম্বিদ্রূপতয়া তু সৎ।

প্রাণশরীরিণীং প্রাণময়কোশাত্মিকাম্ ॥ ৭১ ॥

সা প্রাণশক্তিঃ সঙ্কল্পাত্মুত্থিতা নিঃসঙ্কল্পানাং যোগিনাং চিদাত্মৈব সা পৃথগস্তীত্যাহ যেষামিতি। ন আক্ষিপ্তঃ কান্ততঃ রস্তস্ত ইতি রসা বিষয়াস্তদাকারোযয়া ॥ ৭২ ॥

সৈব অহংমমেত্যাক্ষিপ্তরসাকারা যদা তদা বিনা স্পন্দং তদাক্ষেপাযোগাৎ স্পন্দাত্মকপ্রাণতত্ত্বস্য চিদাত্মকস্যাত্মতত্ত্বস্য চ পৃথগিব সত্ত্বাতস্যাবিবেকাৎ পুনরৈক্যাধ্যাসেনাবিলা জড়সম্বলিতচিদ্রূপা কলনা জীবপ্রাণধারণ ইতি ধাত্বর্থানুগমাৎ জীবতীতি জীবেতি সংজ্ঞা কথ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

এবমন্যা অপি সংজ্ঞাস্তস্যাঃ প্রসিদ্ধা ইত্যাহ ধীরিতি ॥ ৭৪ ॥

কুতোন পরমার্থতস্তত্রাহ মন ইতি। যতঃ পরমার্থেন মনশ্চিত্তং বুদ্ধিঃ শরীরমিত্যেতদুপলক্ষিতং দৃশ্যমাত্রমিহাত্মনি নাস্তি। "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ, অকায়মব্রণমস্নাবিরম্, অস্থূলমনণু" ইত্যাদিশ্রুতিশতেন বিদ্বদনুভবৈর্যুক্তিভিশ্চ বাধিতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৭৫ ॥

যদ্যাত্মৈবাস্তি তর্হি স কুতোন ভাতি জগদ্রূপেণ বা কোভাতি তত্রাহ আত্মৈবেতি ॥ ৭৬ ॥

কুতোনাস্তীব কুতশ্চাস্ত্যেবেতি নিশ্চয়স্তত্রাহ অচ্ছত্বাদিতি। অচ্ছত্বা-

আত্মা সর্ব্বপদাতীতঃ স্বানুভূত্যানুভূয়তে ॥ ৭৭ ॥
মনস্তত্র পরিক্ষীণং যত্র সম্বিৎ পরাত্মনঃ।
অন্ধকারক্ষয়স্তত্র যত্রালোকঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৭৮ ॥
যত্রাত্মসম্বিদোচ্ছায়াঃ সঙ্কল্পোত্থতয়া মতাঃ।
তত্রাত্মনোবিস্মরণং স্মরণং চিত্তজন্মনঃ ॥ ৭৯ ॥
পরস্য পুংসঃ সঙ্কল্প ময়ত্বং চিত্তমুচ্যতে।
অচিত্তত্বমসঙ্কল্পান্‌ মোক্ষস্তেনাভিজায়তে ॥ ৮০ ॥
এতাবচ্চেতসোজন্ম বীজং সংসারভূতয়ে।
সঙ্কল্পোন্মুখতাং যাতঃ সম্বিদোবা কিলাত্মনঃ ॥ ৮১ ॥
নির্ব্বিকল্পাচ্চিতঃ সত্তা সঙ্কল্পাঙ্ককলঙ্কিতা।

চক্ষুরাদিযোগ্যতাপ্রয়োজকস্থৌল্যনৈল্যাদ্যভাবাদসন্নিবাভাসত ইত্যসদাভাসঃ। চিদ্রূপতয়া স্বপরপ্রথানির্ব্বাহকত্বাত্তু সৎ। অতএব স্বানুভূত্যৈবানুভূয়তে ন করণৈরিত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

স্থৌল্যাদ্যভাবাৎ করণান্তরাণি তত্র ন প্রবর্ত্তন্তাং মনস্তু সূক্ষ্মতমার্থনির্ণয়নিমিত্তত্বেন প্রসিদ্ধং কুতোন প্রবর্ত্ততে তত্রাহ মন ইতি। সত্যং তত্র মনঃ প্রবর্ত্তেত যদি তদ্দর্শনকালে স্বয়ং ন নশ্যেৎ। মনসস্তজ্জ্ঞানকার্য্যত্বাৎ তদ্দর্শনবৃত্ত্যুদয়সমকালমেবাবিদ্যয়া সহ ক্ষয়াৎ ন তদ্দর্শনশক্ততেত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

ক তর্হি মনসঃ প্রবৃত্তিশক্তিস্তদাহ যত্রেতি। যত্র যস্যাং দশায়ামচ্ছায়াঃ স্বচ্ছতরায়া আত্মরূপায়াঃ সম্বিদঃ সঙ্কল্পবশাৎ বাহ্যবিষয়াকারোত্থতয়া বাহ্যার্থাঃ প্রকাশ্যত্বেনাভিমতাস্তত্র পারমার্থিকস্যাত্মনোবিস্মরণং চিত্তজন্মনোমিথ্যার্থস্য স্মরণং দর্শনমিত্যাদি প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

স্বোদ্ভবপ্রতিকূলত্বাদপি ন মনস আত্মদর্শনশক্তিরস্তীত্যাহ পরস্যেতি। সঙ্কল্পময়ত্বাধীনোদ্ভবং মনঃ সর্ব্বসঙ্কল্পক্ষয়োপলক্ষিতে মোক্ষাত্মনি কথং প্রবর্ত্তেতেতি ভাবঃ ॥ ৮০ ॥

অতএব সঙ্কল্প চিত্তজন্মবীজমিত্যসকৃদাবেদিতমিত্যাহ এতাবদিতি। সঙ্কল্পোন্মুখতাং যাতোগচ্ছত আত্মনো যৎ সম্বিদশ্চিৎস্বভাবাৎ বা বিকল্পনমীষদন্যথাভাবলক্ষণমেতাবদেব চেতসো জন্ম কিলেত্যন্বয়ঃ ॥ ৮১ ॥

কলনেত্যুচ্যতে তেন পুংস্ত্ববৎ বুধ্যতে মনঃ ॥ ৮২ ॥
প্রাণশক্তৌ নিরুদ্ধায়াং মনোরাম বিলীয়তে ।
দ্রব্যচ্ছায়ানু তদ্দ্রব্যং প্রাণরূপং হি মানসম্ ॥ ৮৩ ॥
দেশান্তরানুভবনং প্রাণোবেত্তি হৃদি স্থিতম্ ।
স্পন্দবেদনতোযৎ তৎ মন ইত্যভিধীয়তে ॥ ৮৪ ॥
বৈরাগ্যাৎ কারণাভ্যাসাৎ যুক্তিতোব্যসনক্ষয়াৎ ।
পরমার্থাববোধাচ্চ রোধ্যন্তে প্রাণবায়বঃ ॥ ৮৫ ॥
দৃষদোবিদ্যতে শক্তিঃ কদাচিচ্চলনৈধসাম্ ।
ন পুনর্ম্মনসামস্তি শক্তিঃ স্পন্দাববোধনে ॥ ৮৬ ॥

উক্তমেব স্ফুটীকৃত্যাহ নির্ব্বিকল্পাদিতি। নির্ব্বিকল্পাৎ প্রচ্যুতেতি শেষঃ। যথা স্ত্র্যাদিসঙ্কল্পকলনয়া পুংস্ত্বং পুংধাত্বনঃ বুদ্ধ্যতে প্রজাপ্রসবাথমাবির্ভবতি তথা মনোপি জগৎপ্রসবার্থমিত্যর্থঃ। তথাচ বাদরায়ণেনাপি সূত্রম্ "পুংস্ত্বাদিবদপি হি লোকে"ইতি ॥ ৮২ ॥

যদেতৎ স্পন্দিতং নামেত্যাদিনা যৎ প্রস্তুতং তস্য প্রয়োজনমাহ প্রাণশক্তাবিতি। যথা দ্রব্যস্য দর্পণাদেঃ সম্বন্ধিনী ছায়া তস্মিন্ দ্রব্যে বিলীনে তদ্দ্রব্যমনুবিলীয়তে তদ্বৎ। তৎ কুতঃ। যতো যথা প্রতিবিম্বং দর্পণস্যৈব কল্পিতং রূপং তথা মানসং মনোপি প্রাণস্যৈব রূপমিত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

প্রাণরূপং মানসমিতি কুতোজ্ঞাতং তত্রাহ দেশান্তরেতি। যতঃ প্রাণো জীবন্ পুরুষো দূরদেশান্তরস্থানুভবনং মানসানুভবং হৃদি স্থিতং বেত্তি হৃদিমেতস্য দেশস্থানুভবোস্তীত্যনুভবতি। তত্র দেশান্তরসম্বন্ধস্য স্পন্দমন্তরেণাসিদ্ধের্ব্বেদনাংশস্য চিৎসম্বলনমন্তরেণাযোগাৎ স্পন্দবেদনোভয়শক্তিযোগাৎ প্রাণ এব মন ইত্যভিধীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

ইত্থং প্রাণনিরোধেন মনোনিরোধসিদ্ধয়ে তয়োরৈক্যং ব্যুৎপাদ্যেদানীং নিরোধোপায়মাহ বৈরাগ্যাদিতি। কারণং প্রাণায়ামস্তস্যাভ্যাসাৎ। যোগোযুক্তিঃ সমাধিস্তস্মাৎ। চিত্তস্য বাহ্যবিষয়োপসর্পণদুরভ্যাসোব্যসনং তস্য ক্ষয়াৎ ॥ ৮৫ ॥

ইদানীং"অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণ"ইতিশ্রুত্যাভিমো-

স্পন্দঃ প্রাণমরুচ্ছক্তিশ্চলদ্রূপৈব সা জড়া।
চিচ্ছক্তিঃ স্বাত্মনঃ স্বচ্ছা সর্ব্বদা সর্ব্বগৈব সা ॥ ৮৭ ॥
চিচ্ছক্তেঃ স্পন্দশক্তেশ্চ সম্বন্ধঃ কল্প্যতে মনঃ।
মিথ্যৈব তৎ সমুৎপন্নং মিথ্যাজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ ৮৮ ॥
এষা হ্যবিদ্যা কথিতা মায়ৈষা সা নিগদ্যতে।
পরমেতত্তদজ্ঞানং সংসারাদিবিষপ্রদম্ ॥ ৮৯ ॥
চিচ্ছক্তেঃ স্পন্দশক্তেশ্চ সঙ্গে সঙ্কল্পকল্পনম্।
ন কৃতং চেৎ পরিক্ষীণাস্তদিমা ভবভীতয়ঃ ॥ ৯০ ॥
বায়ুতঃ স্পন্দশক্তির্যা সা চিতা চেত্যতে যদা।
স চেত্যা চিৎ তদেবান্তঃ সঙ্কল্পাৎ যাতি চিত্ততাম্॥ ৯১ ॥
চিত্তৈষা চিতোমিথ্যা কল্পিতা বালযক্ষবৎ।
অখণ্ডমণ্ডলাকার স্পন্দরূপা চিদেব যৎ ॥ ৯২ ॥
সৈষা চিত্তা তদন্যেন কেন সম্বাধতে কিল।

পাদানকয়োঃ প্রাণমনসোর্ভেদ ইতি পক্ষেপি মনসঃ স্বতঃ স্পন্দশক্তেশ্চিচ্ছক্তেশ্চাভাবাৎ প্রাণচিদাত্মাধীনে এব তে ইতি প্রাণনিরোধে নিরোধোপপত্তিরিত্যাশয়েনাহ দৃষদ ইতি। এধঃশব্দেন কাষ্ঠবাচিনা তৎকার্য্যজ্বলনশক্তির্লক্ষ্যতে। দৃষদঃ শিলায়া অপি কদাচিচ্চলনশক্তির্জ্বলনশক্তিশ্চ বিদ্যতে সম্ভবেৎ ন তু মনসাং স্পন্দবিষয়ে অববোধবিষয়ে বা শক্তিরস্তীত্যর্থঃ ॥৮৬॥

কয়োস্তর্হি তে শক্তী তাবাহ স্পন্দ ইতি ॥ ৮৭ ॥

কিং তর্হি মনস্তদাহ চিচ্ছক্তেরিতি ॥ ৮৮ ॥

অবিদ্যা কার্য্যাবিদ্যা। মায়া বিক্ষেপশক্তিঃ। এতন্মন এবাজ্ঞানসর্ব্বস্বনির্ব্বাহকত্বাদজ্ঞানম্ ॥ ৮৯ ॥

সঙ্কল্পকল্পনং সঙ্কল্পকল্পননিমিত্তমিতি যাবৎ। অতএব নিমিত্তাজননে নৈমিত্তিকাপায়সিদ্ধিরিত্যাহ ন কৃতং চেদিতি ॥ ৯০ ॥

বায়োরিতি বায়ুতঃ। ষষ্ঠ্যাস্তাৎ সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ ॥ ৯১ ॥

ন বিদ্যন্তে খণ্ডমণ্ডলাকারস্পন্দরূপাণি যস্যাং তথাবিধা চিদেব যৎ তস্মাৎ পরমার্থ ইত্যর্থঃ ॥ ৯২ ॥

অখণ্ডশক্তেরিন্দ্রস্য কেন স্যাৎ সহ সঙ্গরঃ ॥ ৯৩ ॥
অতঃ সম্বন্ধিনোঽভাবাৎ সম্বন্ধোঽত্র ন বিদ্যতে ।
সম্বন্ধেন বিনা কস্য সিদ্ধং তৎ কীদৃশং মনঃ ॥ ৯৪ ॥
চিৎস্পন্দয়োরেকতায়াং কিং নাম মন উচ্যতে ।
কা সেনা হয়মাতঙ্গ সঙ্গসঙ্ঘট্টনং বিনা ॥ ৯৫ ॥
তস্মান্নাস্ত্যেব দুষ্টাত্ম চিত্তং রাম জগত্রয়ে ।
সৈষা সম্যক্‌পরিজ্ঞানাৎ চেতসোজায়তে ক্ষতিঃ ॥ ৯৬ ॥
মুধা সৈবমনর্থায় মনঃসঙ্কল্পয়ানঘ ।
মনোমিথ্যাসমুদিতং নাস্ত্যত্র পরমার্থতঃ ॥ ৯৭ ॥

সা উক্তা অখণ্ডপূর্ণতালক্ষণা চিৎ বা চিৎস্বভাবতা তদন্যেন কেন সম্বাধ্যতে খণ্ড্যতে। কিনেতি তদসম্ভাবনাদ্যোতনার্থঃ. কিং তদধীনসিদ্ধিকেন উৎপন্নেন অন্যস্যাপ্রসিদ্ধেঃ চিদধীনসিদ্ধিকস্য চিদ্বাধনাশক্তেঃ্বাধস্যাপি সিদ্ধেশ্চিৎসত্তাধীনত্বাৎ চিৎখণ্ডনস্যুবৈব চিদম্বরালে অচিৎসিদ্ধ্যযোগাচ্চেতি ভাবঃ। তদ্বিনস্তে ইতি পাঠে তু তাং তাদৃশীং চিৎস্বভাবতাং স্বস্য বেত্তীতি তদ্বিৎ অন্তে সকার্য্যাবিদ্যাবিনাশে সতি কেন সম্বাধ্যতে ইতি যোজ্যম্। ইন্দ্রস্য দেবরাজস্য পরমেশ্বরস্য বা ॥ ৯৩ ॥

অতোঽচিতশ্চিদবিরোধাযোগাৎ বিরোধে চিৎসত্তাবাধিতস্থিতিকত্বাচ্চ কীদৃশং মনঃ। যদি জড়মপি স্বসত্তায়ামন্যনিরপেক্ষং স্বতঃ সিদ্ধমুচ্যেত তথাপি তদনুভবিতুস্তৎসম্বন্ধিনশ্চেতনস্যান্যস্যাভাবাৎ চিৎসম্বন্ধেন বিনা তন্মনঃ কস্য সিদ্ধং কীদৃশং বা তৎ স্যাৎ। অনুভবানারোহে অলীকস্য তস্য চ বিশেষাসিদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥ ৯৪ ॥

ইত্থং চিৎস্পন্দয়োর্ভেদপক্ষে মনসোলীকতামুক্ত্বা একতাপক্ষে তু সুতরাং তথেত্যাহ চিৎস্পন্দয়োরিতি। চিৎস্পন্দয়োরেকতা চিদপলাপেন তাবদশক্যা বক্তুম্। স্পন্দসাধকাভাবপ্রসঙ্গাৎ। পরিশেষাৎ স্পন্দাপলাপেনৈকত্বোক্তৌ রাজাতিরিক্তগজতুরগাদ্যপলাপে সেনাস্বরূপাসিদ্ধিবৎ মনসঃ সুতরামসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

তস্মাৎ পক্ষদ্বয়েপ্যসম্ভবাৎ চিত্তং মনোনাস্ত্যেব তত্ত্বজ্ঞানান্নাস্তীতি নিশ্চয়

মা ত্বমন্তঃ কচিৎ কিঞ্চিৎ সঙ্কল্পয় মহামতে।
মনঃ সঙ্কল্পকং রাম যস্মান্নাস্তীহ কুত্রচিৎ ॥ ৯৮ ॥
অসম্যগ্জ্ঞানসম্ভূতা কল্পনা মৃগতৃষ্ণিকা।
হৃন্মরৌ তব সংশান্তা সম্যগালোকনান্মুনে ॥ ৯৯ ॥
জড়ত্বান্নিঃস্বরূপত্বাৎ সর্ব্বদৈব মৃতং মনঃ।
মৃতেন মার্য্যতে লোকশ্চিত্রেয়ং মৌর্খ্যচক্রিকা ॥ ১০০ ॥
যস্য নাত্মা ন দেহোস্তি নাধারোনাপি চাকৃতিঃ।
তেনেদং ভক্ষ্যতে সর্ব্বং চিত্রেয়ং মৌর্খ্যবাগুরা ॥ ১০১ ॥
সর্ব্বসামগ্র্যহীনেন হন্যতে মনসাপি যঃ।
নীলোৎপলদলাঘাতৈর্ম্মন্যে দলিতমস্তকম্ ॥ ১০২ ॥
জড়েন মূকেনান্ধেন নিহতোমনসাপি যঃ।
মন্যে স দহ্যতে মূঢ়ঃ পূর্ণচন্দ্রমরীচিভিঃ ॥ ১০৩ ॥
বিদ্যমানোপি যঃ শূরো লোকস্তেনাভিভূয়তে।
অবিদ্যমানমেবেদং হন্যতে মুগ্ধতোদিতা ॥ ১০৪ ॥

এব মনোনাশ ইত্যর্থঃ ॥ ৯৬ ॥ ৯৭ ॥ ৯৮ ॥

হৃৎপদেন হৃদয়ান্তঃস্থপ্রত্যগাত্মোচ্যতে। তন্নক্ষণে মরৌ। অসম্যক্ জ্ঞানেন সম্ভূতা। মুনে ইতি রামসম্বোধনং মননপ্রবণতাবিধানার্থম্ ॥ ৯৯ ॥

মরণং যদি চৈতন্যনিবৃত্তির্যদি বা নিঃস্বরূপতাপত্তিস্তদুভয়মপি মনস্যস্তীতি নিত্যমৃতম্। মৌর্খচক্রিকা চক্রবৎ পরিবর্ত্তমানা মৌর্খপরম্পরা ॥ ১০০ ॥

আত্মা স্বরূপম্। আকৃতিরবয়বসংস্থানং জাতির্ব্বা ॥ ১০১ ॥

সামগ্র্যং শস্ত্রাস্ত্রদেহহস্তপাদাদিযুদ্ধসামগ্রী তেন হীনেন। দলিতমস্তকং তং ইতি শেষঃ ॥ ১০২ ॥ ১০৩ ॥

তেন অবিদ্যমানেন মনসা বিদ্যমানঃ শূরঃ শক্রজয়সর্ব্বসামগ্রীসম্পন্নোপি লোকো মূঢ়জনোভিভূয়তে। বিবেকিভিশ্চ বৈরাগ্যাদিভির্ম্মহাপ্রযত্নসম্পাদ্যৈঃ সাধনৈর্ম্মহতা যোগধ্যানসমাধ্যভ্যাসসাক্ষাৎকারোপায়েনাবিদ্যমানমেব হন্যতে ইতীয়ং সর্ব্বা বিকল্পনা মুগ্ধতৈবোদিতা ন পারমার্থিকীত্যর্থঃ। তথাচাহুঃ স্বা-

মিথ্যাসঙ্কল্পকলিতং মিথ্যাবস্থিতিমাগতম্।
অবিষ্টমপি নোদৃষ্টং কা তস্য কিল শক্ততা ॥ ১০৫ ॥
অহো নু খলু চিত্রেয়ং মায়াময়বিধায়িনী।
চেতসাপ্যতিলোলেন লোকোয়মভিভূয়তে ॥ ১০৬ ॥
মৌর্খ্যং যদাহ্পদাম্বিষ্টঃ কা হি নাপদজ্ঞানতঃ।
পশ্য মৌর্খ্যাদিয়ং সৃষ্টিরজ্ঞানেনৈব জন্যতে ॥ ১০৭ ॥
হা কষ্টমপি দুর্ব্বুদ্ধেঃ সৃষ্টির্মৌর্খ্যবশং গতা।
অসতৈব যদেতেন জীবেনাপ্যুপপাদ্যতে ॥ ১০৮ ॥
মন্যে মৌর্খময়ী সৃষ্টিরিয়মত্যন্তপেলবা।
বাস্তরঙ্গপ্রবাহেণ কণশঃ পরিশীর্য্যতে ॥ ১০৯ ॥

মিনঃ। "সমরসমিতি নিরবিদমিতি সমতরমিতি চেহ সহজসান্দ্রসুখে। কেবলচিদ্গগনে ময়ি কেয়মহো বিফলবহুবিকল্পলতা" ইতি ॥ ১০৪ ॥

শক্তা অভিভবিতুমিতি শেষঃ ॥ ১০৫ ॥

মহামায়াবিবর্ত্তেন প্রসিদ্ধস্য ময়স্যাপি বিধায়িনী নির্ম্মাত্রী ॥ ১০৬ ॥

যদা মৌর্খ্যং তদা স পুরুষঃ সর্ব্বেণাপ্যাপদা অন্বিষ্টঃ পরিমৃগ্যঃ আশ্রিতোনাত্র বিপ্রতিপত্তিঃ। হি যস্মাদজ্ঞানতোমূর্খস্য কা আপন্নাস্তি সর্ব্বাপ্যস্তোবেত্যর্থঃ। ন বিদ্যতে জ্ঞানং যস্য সঃ অজ্ঞানঃ মূর্খাত্মা তেন মৌর্খ্যাৎ দুঃকর্ম্মাদিদ্বারা ইয়ং সর্ব্বাপন্নিধিভূতা সৃষ্টিঃ। আপদা নিষ্ঠেতি পাঠে তু স্পষ্টম্ ॥ ১০৭ ॥

ইয়ং সৃষ্টির্মনোদেহাদিদুর্ব্বুদ্ধেনিমিত্তত্বাৎ মৌর্খস্য বশংগতা মৌর্খ্যেণ পীড্যমানাপ্যেতেন প্রসিদ্ধেন জীবেনাপ্যসতা অসম্যাগাগ্রবর্ত্তনেনৈবোত্তরোত্তরদুঃখায়োপপাদ্যতে। তথাচাক্কস্যেব জড়স্য মন আদেঃ স্বাভাবিকমৌর্খ্যাৎ পীড়িতস্য পুনস্তদ্দুঃখাভিজ্ঞেন জীবেনাপি পীড়নং কষ্টাৎ কষ্টতরমনুচিতমিত্যর্থঃ ॥১০৮॥

অত্যন্তপেলবা অবিচারমাত্রসিদ্ধত্বাৎ বিচারমাত্রেণ বাধিতুং শক্যেতি যাবৎ। তত্র তাদৃশান্ বিচারমাত্রনিরস্যান্ দৃষ্টান্তানাহ বারিত্যাদিনা। যথা বাঃ বারি স্বকল্পিতেন তরঙ্গপ্রবাহেণ পিষ্যমাণং কণশঃ পরিশীর্য্যতে ইতি ভ্রান্তিবদিত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥

নীলাঞ্জনালবালেন যন্ত্রেণৈব বিচূর্ণ্যতে।
ইন্দোরাভোগপূর্ণস্য করস্পর্শেন মুহ্যতি ॥ ১১০ ॥
রিপুভির্নয়নোন্মুক্তৈর্দৃষ্টঃ সূত্রৈর্নিবধ্যতে।
সঙ্কল্পকৃতয়া শূরসেনয়া পরিভূয়তে ॥ ১১১ ॥
তস্মাৎ কিলেয়ং মনসা ন স্থিতৈনৈব কুত্রচিৎ।
কল্পিতেন মুধান্যেন কৃপণেন নিহন্যতে ॥ ১১২ ॥
মূর্খলোকময়ী সৃষ্টির্মন এবাসদুত্থিতম্।
যঃ শক্তোন বশীকর্ত্তুং নাসৌ রামোপদিশ্যতে ॥ ১১৩ ॥
অভিজ্ঞাতাস্বরূপৈষা প্রজ্ঞা ক্ষোদেষু ন ক্ষমা।
নোপদেশগিরাং যোগ্যা পরিপূর্ণেব সংস্থিতা ॥ ১১৪ ॥
বিভেত্যেযাপি বীণায়াস্তন্ত্রীগুণতনুধ্বনেঃ।

তদেব বারি যত্রাবর্ত্তস্তত্র নীলাঞ্জনবর্ণেন আলবালেন মধ্যচ্ছিদ্রবতা পেষণযন্ত্রেণৈব বিচূর্ণ্যতে। তদেব বারি যত্র কম্পতে তত্র আভোগেন মণ্ডলেন পূর্ণস্যেন্দোঃ করস্পর্শেন মুহ্যতি উন্মাদপরবশতাং গচ্ছতীতি চ ভ্রান্তির্যথা তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥

রিপুভির্দৃষ্টো দৃষ্টমাত্রঃ পুরুষো নয়নোন্মুক্তৈর্নেত্রসৃষ্টৈঃ সূত্রৈর্বধ্যত ইত্যাদিভ্রান্তিবদিত্যর্থঃ। অথবা মন্যে ইত্যাদি অসতী মৃগতৃষ্ণাবাস্তরঙ্গ-প্রবাহাদিনাপীয়ং সৃষ্টির্বিনাশয়িতুং শক্যতে কিং পুনঃ শাস্ত্রীয়োপায়েনেতি মন্যে ইত্যেবং যোজ্যম্ ॥ ১১১ ॥

তস্মাদতিপেলবত্বাদিয়ং মূর্খলোকময়ী সৃষ্টির্নিহন্যত ইতি পরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১১২ ॥

তস্মান্মনোবশীকরণশক্তোনাধ্যাত্মশাস্ত্রাধিকারীত্যাহ মন এবেতি ॥ ১১৩ ॥

কুতোনোপদিশ্যতে তত্রাহ অভিজাতেতি। যতস্তস্যৈষা প্রজ্ঞা অভিতো জাতা অভিজাতা বাহ্যবিষয়েষ্বেব নিরূঢ়া তাবতৈব পরিপূর্ণেব সংস্থিতা ন মনোনিগ্রহদ্যুক্তা। অস্বরূপা ন বিদ্যতে আন্তরং স্বরূপং যস্যাস্তথাবিধা প্রত্যক্প্রবণা ন ভবতীত্যর্থঃ। অতএব ক্ষোদেষু সূক্ষ্মার্থবিচারেষু ন ক্ষমা ॥ ১১৪ ॥

বন্ধোরপি সনিদ্রস্য বিভেতি বদনদ্যুতেঃ ॥ ১১৫ ॥
অসতোপি জনাদুচ্চৈর্গীতাস্তীতা পলায়তে।
স্বেনৈব মনসাপ্যজ্ঞা কিলৈষা বিবশীকৃতা ॥ ১১৬ ॥
স্খলদবিবশা দ্বিষেব তপ্তা
হৃদয়গতেন নিজেন চেতসৈব।
বিধুরিতধীষণা ন বেত্তি সত্যং
তদপি কথং পরিমোহিতোমুধৈব ॥ ১১৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে মনোর্বিনিবারণংনাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

অতএব ধৈর্য্যাভাবাৎ সর্ব্বতোবিভেতীত্যাহ বিভেতীতি ॥ ১১৫ ॥

অসতোপি শত্রুজনাৎ প্রতারকাদিভিবায়াংস্তে শত্রুজন ইত্যুচ্চৈর্গীতাৎ ভীতা সতী পলায়তে। কিং বহুনা স্বেন স্বীয়েনৈব মনসাপি বিবশীকৃতা ভীষিতা কিমন্যেনেত্যর্থঃ ॥ ১১৬ ॥

ইদানীং সা তুচ্ছপ্রজ্ঞা বিভেতু নাম তথাপি ন তদ্বশেন পুরুষস্য ব্যামোহোযুক্ত ইতি প্রাক্ প্রস্তুতমেবোপসংহরতি স্খলেতি। যতঃ সা প্রজ্ঞা বিষসম্পৃক্তমোদকাস্বাদস্খলবপায়েণ বিষয়সুখলবেন মরণোন্মুখীব বিবশা দ্বিষেব প্রহরতা হৃদয়গতেন চেতসৈব তপ্তা সন্তাপিতা বিধুরিতা শূন্যা ধিষণা বিবেকবুদ্ধির্যস্যাস্তথাবিধা সত্যাস্ত সুতরাং ন বেত্তি তৎ তথাভুতয়াপি তয়া পুরুষোমুধৈব পরিমোহিতঃ স্বচ্ছচিত্তাৎ স্বজনাসম্পৃক্তাৎ বিবেকবুদ্ধিমতঃ সত্যস্বরূপবেদিনঃ শত্রোঃ সকাশাৎ মোহোযুক্তো ন তু তদ্বিপরীতায়াঃ তুচ্ছপ্রজ্ঞায়াঃ সকাশাদিতি ভাবঃ ॥ ১১৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

সংসারসাগরাসার-কল্লোলৈরুহ্যমানয়া ।
মতের্ম্মানদ মূকত্বং যয়া জনতয়াশ্রিতম্ ॥ ১ ॥
আত্মলাভময়োদার কলাভিরিহ সা ময়া ।
বিচারোক্তিভিরেতাভিঃ শাস্ত্রেস্মিন্নোপদিশ্যতে ॥ ২ ॥
ন পশ্যত্যেব যোত্যর্থং তস্য কঃ খলু দুর্ম্মতিঃ ।
বিচিত্রমঞ্জরীচিত্রং সন্দর্শয়তি কাননম্ ॥ ৩ ॥
কঃ কুষ্ঠঘর্ঘরঘ্রাণং নানামোদবিচারণে ।
মূর্খমাপ্তোপদেশেন প্রমাণীকুরুতেঽমতিঃ ॥ ৪ ॥

উপেক্ষানুপদেশার্হান্নানাযোনিষু দুঃখিনঃ ।
মনোনির্ম্মার্জ্জনোপায়স্তদর্হেভ্যোত্র বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

তত্রাদৌ মন এবাসদুত্থিতং যঃ শক্নোন বশীকর্ত্তুং নাসৌ রামোপ-দিশ্যত ইতি প্রাক্ প্রস্তুতানুপদেশানধিকারিজনানেবোপেক্ষণীয়তয়া বর্ণয়তি সংসারেত্যাদিনা। সংসারসাগরস্য অসারকল্লোলভূতৈর্ব্বিষয়সুখাভিলাষৈরুহ্য-মানয়া নিরন্তরং প্রবর্ত্তমানয়া যয়া জনতয়া মনোনিগ্রহবিবেকবৈরাগ্যাদি-বিষয়ে অপেক্ষাভাবাৎ বিদুষঃ প্রাপ্যাপি প্রশ্নপ্রার্থনাদ্যকরণাৎ মতের্ম্মূ-কত্বমেবাশ্রিতং সা জনতা ময়া আত্মলাভোপায়প্রচুরোৎকৃষ্টকলাশালিভির্ব্বি-চারোক্তিভিরিহ জগত্যস্মিন্ শাস্ত্রে নোপদিশ্যতে ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥

যোঽন্ধ ইত্যেব বক্তব্যে নিত্যং ন পশ্যতীত্যুক্তিশ্চক্ষুষ্মানপি যোদুর-দৃষ্টদ্বেষাদিনা ন পশ্যতি তস্যাপি তৎপ্রদর্শনমনুচিতমিতি সূচনার্থম্ ॥ ৩ ॥

কুষ্ঠরোগবিশীর্ণঘর্ঘরস্বননাদি ঘ্রাণং যস্য তং পুরুষং কোঽমতির্নির্ব্বুদ্ধি-

বিপর্য্যস্তেন্দ্রিয়ং মত্তং মদিরাঘূর্ণিতেক্ষণম্ ।
ধর্ম্মনির্ণয়সাক্ষিত্বে কঃ প্রমাণীকরোত্যধীঃ ॥ ৫ ॥
কঃ শবং বা শ্মশানস্থং সমবায়কথাশতম্ ।
পরিপৃচ্ছতি সন্দেহে কশ্চ মূর্খং প্রশাস্তি চ ॥ ৬ ॥
যেনাশয়বিলস্থোপি মূকোন্ধোপি ন নির্জ্জিতঃ ।
মনোব্যালঃ স দুর্ব্বুদ্ধিঃ কথং নামোপদিশ্যতে ॥ ৭ ॥
জিতমেব মনোবিদ্ধি বস্তুতো যন্ন বিদ্যতে ।
নিকটাৎ সা চিরাস্তৈব যা শিলা নৈব বিদ্যতে ॥ ৮ ॥
মনোন বিজিতং রাম যেনাসদপি দুর্দ্ধিয়া ।
তেনাগ্রস্তবিষেণৈব ম্রিয়তে বিষমূর্চ্ছয়া ॥ ৯ ॥
জ্ঞঃ পশ্যতি সদৈবাত্মা স্পন্দনে প্রাণশক্তয়ঃ ।
ইন্দ্রিয়াণি স্বধর্ম্মেষু মনোরাম কিমুচ্যতে ॥ ১০ ॥
প্রাণানাং স্পন্দনী শক্তির্জ্ঞানশক্তিঃ পরাত্মনঃ ।

নানামোদানাং বিচারণে পরীক্ষণে প্রমাণীকুরুতে আমোদতত্ত্বনির্ণেতৃত্বেনা-শ্রয়তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

সমবায়া জনসমূহাস্তত্রত্যং কথাশতম্ ॥ ৬ ॥

আশেতে অস্মিন্নিত্যাশয়ো হৃদয়ং তদ্বিলস্থঃ ॥ ৭ ॥

তর্হি কিং বিবেকিনোপি মনোজয়োঽশক্যঃ নেত্যাহ জিতমেবেতি। নিকটাৎ স্বসন্নিধেঃ। অস্তা দূরনিরস্তৈব ॥ ৮ ॥

অগ্রস্তবিষেণেতি সর্পদংশাদ্যভাবস্থাপ্যুপলক্ষণম্ ॥ ৯ ॥

বস্তুতোযন্ন বিদ্যতে ইত্যেতদুপপাদয়তি জ্ঞ ইতি। কিমর্থপ্রথার্থং মন উত স্পন্দার্থমুত জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রয়োজনসিদ্ধয়ে তৎ ত্রয়মপি প্রাণপ্রেরি-তৈরিন্দ্রিয়ৈরুপনীতানামর্থানাং সাক্ষিণৈব প্রথাসম্ভবান্ন মনসঃ কৃত্যমস্তীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

নন্থু সর্ব্বশক্তিভির্নিবদ্ধঃ মনঃ কিং ন স্যাদিতি চেন্নেয়মুক্তির্বিবেকে ঘটতে বীণামধুরধ্বনিবৎ সমাজেনাপি সমুদিতব্যবহারসিদ্ধেরিত্যাশয়েনাহ

ইন্দ্রিয়াণাং নিজা শক্তিরেকঃ কোত্র নিবধ্যতে ॥ ১১ ॥
সর্ব্বাস্তদংশবস্তস্য সর্ব্বশক্তেঃ কিলাত্মনঃ।
পৃথক্কা বাচ্যতা চেয়ং কুতোনাম তবোত্থিতা॥ ১২ ॥
কিং নাম জীব ইত্যুক্তং যেনেহান্ধীকৃতং জগৎ।
চিত্তং চৈবাসদেব ত্বং বিদ্ধি কা তস্য শক্ততা ॥ ১৩ ॥
মনোনির্দ্দগ্ধদৃষ্টীনাং দৃষ্ট্বা দুঃখপরম্পরাম্।
মতির্ম্মে করুণাক্রান্তা রাম মুহ্যেব তপ্যতে ॥ ১৪ ॥
কঃ কিলাত্র কুতঃ খেদো যন্মূর্খঃ পরিতপ্যতে।

প্রাণানামিতি। তথাচ যথা তৈর্থিকসমাজস্নানদানগানস্তবনাদিব্যবহারোন সর্ব্বশক্তিমদেকপ্রযুক্তস্তদ্বদয়মপীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

যদি কশ্চিদ্দ্রিয়াং সঙ্ঘাতস্য সংহত্য পরার্থত্বনিয়মাদত্রাপি কশ্চিদপেক্ষিত ইতি তর্হ্যস্যাপি সঙ্ঘাতস্য জগৎ সঙ্ঘাতান্তঃপাতাৎ সর্ব্বেষাং সর্ব্বা ব্যবহারশক্তয়ঃ সর্ব্বনির্ম্মাতুরীশ্বরস্যাত্মন এবাংশব ইতি তাদর্থ্যমেবাস্যাপি সিদ্ধ্যেয়াচেতন মনোর্থত্বমিতি ন প্রতিশরীরভিন্না চেতনমনঃসিদ্ধিরিত্যাশয়েনাহ সর্ব্বা ইতি। বাচ্যতা মনআদিশব্দবাচ্যতা॥ ১২ ॥

তর্হ্যস্তু জীবশ্চেতনোস্যাধিষ্ঠাতা স চ ন চিত্তাখ্যমনঃপ্রগ্রহেণ বিনা ইন্দ্রিয়াশ্বানধিষ্ঠাতুং শক্নোতীতি চিত্তমপি সিদ্ধমেবেতি চেত্তত্রাহ কিং নামেতি। জীব ইতি চিত্তমেব চেতি যত্ত্বয়োক্তং তদুভয়ং কিং নাম। কিমাত্মাতিরিক্তং চেতনান্তরমুতাচেতনম্। নাদ্যঃ। "নান্যোতোস্তি দ্রষ্টা নান্যোতোস্তি শ্রোতে"তিশ্রুত্যা ব্রহ্মাতিরিক্তচেতনান্তরস্য প্রতিষেধাৎ। দ্বিতীয়ে ত্বাহ। কা তস্য শক্ততেতি। অচেতনস্য চেতনার্থত্বাবশ্যকতয়া ইন্দ্রিয়েভ্যোবিশেষাভাবাৎ তদধিষ্ঠানশক্ত্যভাবাৎ। অতস্ত্বং তদুভয়মসদেব বিদ্ধীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

স্বকল্পিতেন মনসা নির্দ্দগ্ধা পরমার্থদৃষ্টির্যেষাম্। তদ্দুঃখনিবারণোপায়স্যান্বেষণে বর্ষকোটিভিরপ্যলাভাৎ মুগ্ধা ব্যামোহমিবাপন্না॥ ১৪ ॥

সনিমিত্তকং হি দুঃখং নিমিত্তনিবারণেন বারয়িতুং শক্যং মূর্খাণাস্তু নির্নিমিত্তমেব দুঃখমতোদুর্ব্বারমেবেত্যাশয়েনাহ কঃ কিলেতি। করতা

দুঃখায়ৈব হি জায়ন্তে করভাঃ প্রাকৃতাস্তথা ॥ ১৫ ॥
বিনাশায়ৈব জায়ন্তে জড়া দেহেম্ববুদ্ধয়ঃ।
অনারতোদয়াঃ পাপা বুদ্বুদা জলধেরিব ॥ ১৬ ॥
কিয়ন্তঃ পশ্য পশবঃ প্রত্যহং প্রতিমণ্ডলম্।
সূনাবদ্ভির্নিহন্যন্তে কৈবাত্র পরিদেবনা ॥ ১৭ ॥
অর্ব্বুদান্যনিলোহন্তি ক্ষমাজাতেষু চান্বহম্।
দংশানাং মশকানাঞ্চ কৈবাত্র পরিদেবনা ॥ ১৮ ॥
দিশং প্রতি গিরীন্দ্রেষু পুলিন্দাদ্যা বনে বনে।
নিঘ্নন্তি মৃগলক্ষাণি কৈবাত্র পরিদেবনা ॥ ১৯ ॥
জলে জলচরব্যূহান্ সূক্ষ্মান্ স্থূলোনিকৃন্ততি।
গ্রাসার্থং নির্দয়োমৎস্যঃ কৈবাত্র পরিদেবনা ॥ ২০ ॥
লিক্ষামণূকণক্ষানাং ক্ষুধা খাদতি মক্ষিকা।

গর্দ্দভাঃ প্রাকৃতা মূর্খাশ্চ অতঃ শোচ্যা এবেত্যর্থঃ। অথবা নৈতে শোচ্যাঃ ঈদৃশাং মূঢ়যোনীনামসঙ্খ্যাতানাং দর্শনেন তত্ত্বদেবোপেক্ষাহত্বাদিত্যাশয়েন ইয়মুক্তিঃ ॥ ১৫ ॥

উক্তার্থবিবরণায় নানাযোনিভেদদুঃখিন উদাহর্ত্তুং পীঠিকাং রচয়তি বিনাশায়ৈবেতি। পাপাঃ যতঃ পাপকারিণ ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

অজ্ঞানাং যোনিভেদেষু দুঃখবৈচিত্র্যাণি বৈরাগ্যাদার্ঢ্যায়োদাহরতি কিয়ন্ত ইত্যাদিনা। প্রতিমণ্ডলং প্রতিদেশম্। সূনা পশুহিংসাস্থানং তদ্বদ্ভিস্তদধিষ্ঠিতৈঃ পুরুষৈঃ ॥ ১৭ ॥

ক্ষমাজাতেষু ভূম্যুদ্ভবজন্তুষু মধ্যে অনিলো দংশানাং মশকানাঞ্চার্ব্বুদান্যসংখ্যাতানি হন্তি ॥ ১৮ ॥

দিশং প্রতি প্রতিদিশম্। বীপ্সায়াং দ্বির্বচনস্যাব্যয়ীভাবারম্ভসামর্থ্যাৎ বিকল্পিতত্বেপ্যন্তরস্যাবশ্যকত্বাদুভয়াভাবশ্ছান্দসঃ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

ইদানীং দুর্ব্বলানাং প্রবলৈঃ পীড়নং পরস্পরয়োপপাদয়তি লিক্ষেত্যাদিনা। অণুকণবৎ ক্ষামাং ক্ষীণাং সূক্ষ্মাং লিক্ষাং বস্ত্রযূকাং মক্ষিকা ক্ষুধা বুভুক্ষয়া

তাং কোশকারঃ ক্ষুধিতো দংশস্তমপি চঞ্চলম্ ॥ ২১ ॥
তং দংশং দর্দ্দুরোভুংক্তে ব্যালস্তমপি দদ্দুরম্।
সর্পমুগ্রং খগোহন্তি বভ্রুশ্চৈনং নিকৃন্ততি ॥ ২২ ॥
বভ্রুং হিনস্তি মার্জ্জারো মার্জ্জারং শ্বা নিকৃন্ততি।
ঋক্ষঃ কৌলেয়কং হন্তি ঋক্ষং ব্যাঘ্রোনিকৃন্ততি ॥ ২৩ ॥
সিংহোঽভিভবতি ব্যাঘ্রং শরভঃ সিংহমত্তি চ।
শরভোনাশমায়াতি মত্তমেঘবিলঙ্ঘনে ॥ ২৪ ॥
মেঘা বাতৈর্ব্বিধূয়ন্তে বায়বোগিরিভির্জ্জিতাঃ।
গিরয়োবজ্রনিষ্পিষ্টাঃ শক্রস্য বশগঃ পবিঃ ॥ ২৫ ॥
বিষ্ণুনা ক্রিয়তে শক্রো বিষ্ণুর্গচ্ছতি জন্তুতাম্।
সুখদুঃখদশামেতাং জরামরণপালিতাম্ ॥ ২৬ ॥
জন্তবোপি মহাকায়া অপি বিদ্যায়ুধান্বিতাঃ।
লিক্ষাভিরঙ্গলগ্নাভিরুপজীব্যন্ত এব হি ॥ ২৭ ॥

খাদতি। কোশকার উর্ণনাভিঃ কীটবিশেষোবা। দংশো বনমক্ষিকা ॥ ২১ ॥

দর্দ্দুরোভেকঃ। খগো গরুড়াদিঃ। বভ্রুর্নকুলশ্চৈনং সর্পম্ ॥ ২২ ॥

ঋক্ষো ভল্লূকঃ। রিচ্ছ ইতি পাঠে শ্বাপদবিশেষঃ ॥ ২৩ ॥

মত্তস্য গর্জ্জতোমেঘস্য বিলঙ্ঘনে স্বোপরিভাগে গমনে প্রসক্তে তদসহনেনোৎপত্য শিলাতলে নিপাতান্নাশমায়াতীতি প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বজ্রেণ নিষ্পিষ্টাঃ খণ্ডিতাঃ। পবির্ব্বজ্রোপি শক্রস্য বশগঃ শক্রেণ বলাৎ বশীকৃত ইতি যাবৎ ॥ ২৫ ॥

ক্রিয়তে বশগ ইত্যনুবর্ত্ততে। জন্তুতাং মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদিতির্য্যগ্‌জন্তুবতারান্। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি" সঙ্কল্প্য জীবাত্মনা বিষ্ণোরেব প্রবেশাৎ জীবভাবেন সর্ব্বজন্তুশরীরিত্বাৎ সর্ব্বজন্ত্বাত্মকতাং বা। অতএব বিশিনষ্টি সুখদুঃখেতি। জরামরণাভ্যাং স্বভোজ্যমন্নমিব যাবদায়ুঃপালিতাম্ ॥ ২৬ ॥

লিক্ষাগ্রহণং মশকমৎকুণমক্ষিকাক্রব্যাদাদ্যুপলক্ষণম্। উপজীবন্তে ভক্ষ্যন্তে ॥ ২৭ ॥

অজস্রমেবমালূন-বিশীর্ণং ভূতজঙ্গলম্।
পরস্পরগলং মোহাদদ্যতে রক্ষ্যতেপি চ ॥ ২৮ ॥
অনারতং বিনশ্যন্তি বিবিধা ভূতজাতয়ঃ।
অনারতঞ্চ জায়ন্তে লিক্ষা যূকা পিপীলিকাঃ ॥ ২৯ ॥
জলকোশেষু জায়ন্তে মৎস্যেভমকরাদয়ঃ।
ভূমাবন্তঃপ্রজায়ন্তে কীটৌঘা বৃশ্চিকাদয়ঃ ॥ ৩০ ॥
অন্তরিক্ষেপি জায়ন্তে আকাশবিহগাদয়ঃ।
বনবীথিষু জায়ন্তে সিংহব্যাঘ্রমৃগাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥
প্রাণ্যঙ্গেম্বপি জায়ন্তে বিচিত্রাঃ ককুভং প্রতি।
স্থাবরেম্বপি জায়ন্তে ঘুণা জঘনকাদয়ঃ ॥ ৩২ ॥

আধিভৌতিকৈরালূনং আধ্যাত্মিকৈরাধিদৈবিকৈশ্চ দুঃখৈর্বিশীর্ণং ভূতজঙ্গলং প্রাণিবৃন্দম্। অদ্যতে ভক্ষ্যতে উত্তরকালে ভক্ষণায়েদানীং রক্ষ্যতে। অপিশব্দাদৰ্দ্ধং ভক্ষয়িত্বাৰ্দ্ধং রক্ষ্যতে চ ॥ ২৮ ॥

অনারতং সন্ততম্। যূকাঃ শিরোরুহজাঃ। লিক্ষা যূকা পিপীলিকা ইতি ক্ষুদ্রজন্তুৰ ইত্যেকবদ্ভাবাকরণং ছান্দসম্। ন চ সৰ্ব্বোদ্বন্দ্বোবিভাষৈকবদ্ভবতীতি ত্রিষ্যপুনৰ্ব্বস্বোর্নক্ষত্রদ্বন্দ্বে বহুবচনস্য দ্বিবচনং নিত্যমিত্যত্র বহুবচনগ্রহণেন জ্ঞাপনাৎ সিদ্ধমিতি যুক্তম্। জ্ঞাপকস্য সজাতীয়াপেক্ষত্বেন তস্যাপ্রাপ্তবিভাষাত্বাৎ অন্যথা প্রাণিতূর্য্যাদ্যঙ্গদ্বন্দ্বেপি বিভাষাপত্তেরিতি ॥২৯॥

বাধকপরম্পরাং সমাপ্য প্রকৃতমনুবৰ্ত্ততে জলকোষেম্বিতি। জলকোষেষু জলাশয়েষু। ইভা ইভাকারা জলজন্তুবিশেষাঃ ॥ ৩০ ॥

আকাশবিহগাঃ ক্ষুদ্রপক্ষিবিশেষাস্তে হি সদা ভ্রমন্তোঽন্তরিক্ষ এব প্রসূয়ন্তে প্রসূতং চাণ্ডমধঃপাতাৎ প্রাগেব ভিত্ত্বা নির্গতাঃ শাবকাঃ সদ্যঃ সঞ্জাতপক্ষা অন্তরিক্ষমেবোৎপত্য ভ্রমন্তীতি লোকপ্রবাদপ্রসিদ্ধম্। আদিপদাৎ পিশাচভূতবেতালাদয়োগ্রাহ্যাঃ ॥ ৩১ ॥

প্রাণ্যঙ্গেষু ক্রিমিযূকাদয়ঃ। ককুভং প্রতি প্রতিদিশং। ঘুণাঃ কাষ্ঠক্রিময়ঃ। জঘনকা ভ্রমরিকাকারাঃ কাষ্ঠকীটাঃ। আদিপদাৎ পত্রফলপুষ্পা-

শিলান্তরেষু জায়ন্তে কীটভেকঘুণাদয়ঃ।
বিষ্ঠায়ামপি জায়ন্তে নানাকীটগণাস্তথা॥ ৩৩॥
এবমেতেষ্বসংখ্যেষু জন্মস্বপচয়েষু চ।
অজস্রং করুণাবন্তো নন্দন্তু প্ররুদন্তু বা॥ ৩৪॥
অনারতমৃতাবস্মিন্ননারতসমুদ্ভবে।
সংসারসম্ভ্রমে যুক্তা ন তুষ্টির্ন চ দুঃখিতা॥ ৩৫॥
পংক্তয়স্ত্বেবমেবেমা বৃক্ষপর্ণগণৈঃ সমাঃ।
উৎপত্যোৎপত্য লীয়ন্তে ভূতানাং ভূরিসম্ভবাঃ॥ ৩৬॥
যঃ প্রবৃত্তঃ কুবুদ্ধীনাং দয়াবান্ দুঃখমার্জ্জনে।
স্বগতচ্ছত্রনির্ম্মৃষ্টসূর্য্যাংশু খিদ্যতে নভঃ॥ ৩৭॥
ন তির্য্যক্‌সমধর্ম্মাণ উপদেশ্যা নরা ভুবি।
কথার্থকথনেনার্থঃ কঃ স্থাণুনিকটে বনে॥ ৩৮॥
কিং কিল স্ফারমনসাং পশূনাঞ্চ বিশেষণম্।
কৃষ্যন্তে পশবোরজ্জ্বা মনসা মূঢ়চেতসঃ॥ ৩৯॥
স্বচিত্তপঙ্কমগ্নানাং স্বনাশারব্ধকর্ম্মণাম্।

দ্ভবাঃ কৃমিমশকভেদা গৃহ্যন্তে॥ ৩২॥ ৩৩॥

উপসংহৃত্য প্রস্তুতে যোজয়তি এবমিতি। নন্দন্তু প্ররুদন্তু বেতি দ্বেষাভাবাৎ পরপীড়াভিনন্দনমিব স্নেহাভাবাৎ রোদনমপ্যনুচিতমিত্যুপেক্ষৈব যুক্তেতি ভাবঃ॥ ৩৪॥

উক্তমেব স্পষ্টমাহ অনারতেতি॥ ৩৫॥

ভূতানাং পংক্তয়ঃ সমূহাঃ। এবমেব বৃথৈবেত্যর্থঃ॥ ৩৬॥

যঃ দয়াবান্ সন্ কুবুদ্ধীনাং দুঃখমার্জ্জনে প্রবৃত্তঃ সঃ নভঃ কৃৎস্নমাকাশং স্বগতেন চ্ছত্রেণ নিমৃষ্টসূর্য্যাংশু নিবারিতাতপং কর্ত্তুং খিদ্যতে শ্রাম্যতীত্যর্থঃ। খিদ্যতে ন স ইতি পাঠে তু কিং ন খিদ্যতে ইতি কাকা যোজ্যম্॥ ৩৭॥ ৩৮॥

স্ফারমনসাং বিষয়বিস্তারিতমনসাম্। বিশেষণং বিশেষঃ॥ ৩৯॥

উপলাঃ পাষাণা অপি প্ররুদন্তি কিং পুনঃ সচেতনা ইত্যতিশয়োক্তিঃ॥ ৪০॥

মূর্খাণামাপদং দৃষ্ট্বা প্ররুদন্ত্যপলা অপি ॥ ৪০ ॥
অনির্জ্জিতাত্মচিত্তানাং সমন্তাদ্দুঃখদা দশাঃ।
তন্মার্জ্জনং কৃতপ্রজ্ঞো নাতঃ সম্প্রতিপদ্যতে ॥ ৪১ ॥
বিনির্জ্জিতাত্মচিত্তানাং দুঃখানি রঘুনন্দন।
সুবিচার্য্যাণি তেনাত্র জ্ঞাতজ্ঞেয়ঃ প্রবর্ত্ততাম্ ॥ ৪২ ॥
মনোনাস্তি মহাবাহো মায়ধোপপ্রকল্পয়।
অনেন কল্পিতেন ত্বং বেতালেনেব হন্যসে ॥ ৪৩ ॥
যাবৎ বিস্মৃতবানাত্ম-তত্ত্বং মূঢ়োভবস্তুবান্।
তাবত্তব মনোব্যালো বভূবাভ্যুদিতস্তুতঃ ॥ ৪৪ ॥
ইদানীং ভবতা জ্ঞাতং যথাভূতমরিন্দম।
সঙ্কল্পাদ্বর্দ্ধতে চিত্তং তদেবাশু পরিত্যজ ॥ ৪৫ ॥
দৃশ্যমাশ্রয়সীদং চেৎ তৎ সচিত্তোসি বন্ধবান্।
দৃশ্যং সন্ত্যজসীদং চেৎ তদাচিত্তোসি মোক্ষবান্ ॥ ৪৬ ॥
অয়ং গুণসমাহারো বন্ধায়ৈব সমাশ্রিতঃ।
সন্ত্যক্তোভব মোক্ষায় যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৪৭ ॥

সমন্তাৎ সর্ব্বদেশেষু সর্ব্বদা চ দুঃখদা দশাঃ পূর্ণাঃ সন্তীতি শেষঃ। অতঃকৃৎস্নভূমিপাংসুসংমার্জ্জনবদশক্যত্বান্ন সম্প্রতিপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

সুবিচার্য্যাণি রলয়োরভেদাৎ সুবিচাল্যানি সুখনিরস্যানীত্যর্থঃ। তেন হেতুনা অত্র তন্মার্জ্জনে। জ্ঞাতজ্ঞেয়স্তত্ত্ববিৎ ॥ ৪২ ॥

প্রাসঙ্গিকীমধিকারিচিন্তাং সমাপ্য প্রস্তুতমেবানুবর্ত্তমান আহ মন ইতি ॥ ৪৩

যদি নাস্তি তর্হি প্রতিযোগ্যপ্রসিদ্ধৌ নিষেধানবকাশমাশঙ্ক্যাহ যাবদিতি। তথাচ প্রাক্তনীমজ্ঞদশামাদায় প্রসিদ্ধিরূপপন্নেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

যথাভূতং পরমার্থাত্মরূপম্ ॥ ৪৫ ॥

বন্ধমোক্ষরহস্যমাহ দৃশ্যমিতি ॥ ৪৬ ॥

কিং তর্হি দৃশ্যতত্ত্বং তদাহ অয়মিতি। ত্রিগুণাত্মকমায়াময় ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

নাহং নেদমিতি ধ্যায়ংস্তিষ্ঠ ত্বমচলাচলঃ।
অনন্তাকাশসঙ্কাশ-হৃদয়োহৃদয়েশ্বরঃ ॥ ৪৮ ॥
আত্মনোজগতশ্চাস্য ত্বমঙ্গ কলনামলম্।
রাম দ্বিত্বময়ীং ত্যক্ত্বা শেষস্থঃ সুস্থিরোভব ॥ ৪৯ ॥
আত্মনোজগতশ্চান্তর্দ্রষ্টৃদৃশ্যদশান্তরে।
দর্শনাখ্যে স্বমাত্মানং সর্ব্বদা ভাবয়ন্ ভব ॥ ৫০ ॥
স্বাদ্যস্বাদকসন্ত্যক্তং স্বাদ্যস্বাদকমধ্যগম্।
স্বাদনং কেবলং ধ্যায়ন্নিত্যমাত্মময়োভব ॥ ৫১ ॥
রামানুভবনীয়স্য তথানুভবিতুঃ স্বয়ম্।
অবলম্ব্য নিরালম্বং মধ্যং মধ্যে স্থিরোভব ॥ ৫২ ॥
ভবভাবনয়া হীনং ভাবাভাবদশোজ্ঝিতম্।

অহমিত্যান্তরং দৃশ্যং ইদমিতি বাহ্যঞ্চ নাস্ত্যেবেতি ধ্যায়ন্। অচলঃ পর্ব্বতঃ ইবাচলঃ স্থিরঃ। হৃদয়েশ্বর আত্মা ॥ ৪৮ ॥

অহমিদমিতি দ্বিত্বময়ীং কলনাং অলং সর্ব্বাত্মনা ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

নম্নু তদুভয়কলনাত্যাগে কিমবশিষ্যতে যত্র স্থিতিরূপদিশ্যতে তদাহ আত্মন ইতি। দ্রষ্টৃদৃশ্যদশয়োরন্তরে অন্তরালে ইত্যেতাবত্যুক্তে বৃত্তিজ্ঞান-স্যাপ্যান্তরালিকত্বাৎ গ্রহণং স্যাৎ তস্মা ভুদিত্যাত্মনোজগতশ্চান্তরিতি তথাচ ত্রিপুট্যনুস্যূতসন্মাত্ররূপে দর্শনাখ্যে ত্রিপুটীসাক্ষিস্বভাবে স্থিতং স্বমাত্মানং ভাবয়ন্ ভব আস্ব ॥ ৫০ ॥

চাক্ষুষত্রিপুটীবৎ রাসনাদিত্রিপুটীষপি স এব তৎসাক্ষী পরিচেয় ইত্যা-শয়েনাহ স্বাদ্যেতি। পূর্ব্ববৎ যোজনা ॥ ৫১ ॥

অনুমিত্যাদ্যনুভবান্তরেষপ্যেবং বোধ্যমিত্যাশয়েনাহ রামেতি। নিরা-লম্বং আলম্বো বিষয়ভূতস্ত্রিপুট্যংশস্তদ্ব্যতিরিক্তং মধ্যং তদান্তরং হৃদয়মধ্যে অবলম্ব্য স্থিরোভবেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

ভবস্য ভাবনাসংস্কারবশাদ্দর্শনং স্বপ্নদশেতি যাবৎ। ভাবদশা জাগ্রৎ। অভাবদশা সুষুপ্তিঃ। ভাবাভাবদৃশোজ্ঝিতমিতি পাঠে তদুভয়দর্শনোজ্ঝিত-মিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

ভাবয়ন্নেবমাত্মানমাত্মসংস্থঃ স্বয়ং ভব ॥ ৫৩ ॥
আত্মসত্তাং ত্যজন্নেতাং চেত্যং ভাবয়সি স্বয়ম্।
যদা রাম তদায়াসি চিত্ততামতিদুঃখদাম্ ॥ ৫৪ ॥
চিত্ততাং শৃঙ্খলামেতাং স্বরূপজ্ঞানযুক্তিতঃ।
বিলাচ্চিত্তান্মহাবাহো স্বাত্মসিংহং বিমোচয় ॥ ৫৫ ॥
পরমাত্মদশাং ত্যক্ত্বা চেত্যং পরিপতন্নলম্।
যদাগচ্ছসি সঙ্কল্পং চেত্যং সম্পশ্যসে তদা ॥ ৫৬ ॥
আত্মনোব্যতিরিক্তং সৎ চিত্তমিত্যঙ্গ সম্বিদা।
মনঃ সম্পদ্যতে দুঃখি ক্ষীয়তে ত্যক্তয়া তথা ॥ ৫৭ ॥
আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বমিত্যন্তঃ সম্বিদোদয়ে।
ক্ক চেত্তা ক্ক চ বা চিত্তং কিংচেত্যং চেতনং চ কিম্ ॥৫৮॥
অহমাত্মেতি জীবোস্মীত্যেতাবচ্চিত্তকং বিদুঃ।

এতাং শুদ্ধচিন্মাত্রস্বভাবামাত্মসত্তাং প্রমাদাৎ ত্যজন্ যদা চেত্যং তদ-তিরিক্তং ভাবয়সি তদা চিত্ততাং যাসীত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

স্বরূপজ্ঞানযুক্তিতোভংক্ত্বেতি শেষঃ। চিত্তাচ্চিত্তলক্ষণাদ্বিলাৎ পঞ্জরাৎ। বলাদিতি পাঠে তু মননাদিকৃতজ্ঞানদার্ঢ্যবলাৎ ॥ ৫৫ ॥

সম্পশ্যসে পশ্যসি। পদব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ ॥ ৫৬ ॥

কথং চেত্যপরিপতনং তেন চ কথং সঙ্কল্পগমনং কথং বা তৎক্ষয়স্তদাহ আত্মন ইতি। হে অঙ্গ! যদা চিত্তং পূর্ব্বানুভবজনিতদৃশ্যসংস্কারোদ্বোধে সতি চিদেব কিঞ্চিৎ স্থৌল্যমিবাপন্নং চিত্তমিতি সম্বিদা আত্মনোব্যতিরিক্তং সৎ সিদ্ধং ভবতি তদৈব পুনঃপুনর্ম্মননাদ্দৃঢ়ীভূতং সঙ্কল্পসমর্থং সন্ মনঃ সম্পদ্যতে তদেব দুঃখি। তয়া স্বব্যতিরিক্তসত্তাসম্বিদা ত্যক্তয়া তু ক্ষীয়তে ॥৫৭॥

এতদেব স্পষ্টমাহ আত্মৈবেদমিতি। সম্বিদেব সম্বিদা। ভাগুরিমতেন হলন্তাদ্দাপ্। তস্যা উদয়ে সতি চেত্তা চেতিতা উপহিতঃ চিত্তমুপাধিঃ চেত্যং তদ্বৃত্তিব্যাপ্যং চেতনং বৃত্তিরিতি চতুষ্কমপি কিং ন কিঞ্চিদবশি-ষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

অনেনেত্থমনাদ্যন্তং দুঃখং রাঘব তন্যতে ॥ ৫৯ ॥
অহমাত্মা ন জীবাখ্যাঃ সত্তাঃ সন্তীতরাঃ ক্বচিৎ।
ইত্যেব চিত্তোপশমঃ পরমং সুখমুচ্যতে ॥ ৬০ ॥
আত্মৈবেদং জগদিতি জাতে রাঘব নিশ্চয়ে।
অসত্তা চেতসোজাতা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬১ ॥
এবং সত্যাববোধেন স্বাত্মৈবেদমিতি স্থিতিঃ।
মনঃ সুগলিতং বিদ্ধি সূর্য্যভাসা তমোযথা ॥ ৬২ ॥
মনঃ সর্পঃ শরীরস্থো যাবত্তাবৎ মহদ্ভয়ম্।
তস্মিন্নুৎসারিতে যোগাদ্ভয়স্যাবসরঃ কুতঃ ॥ ৬৩ ॥
ভ্রান্তিমাত্রোত্থিতশ্চিত্তে বেতালোতিবলোনঘ।
সম্যগ্‌জ্ঞানেন মন্ত্রেণ প্রসভং বিনিপাত্যতাম্ ॥ ৬৪ ॥
দেহগেহাদ্গতে চিত্ত-যক্ষে বলবতাম্বরে।
নিরাধির্ব্বিগতোদ্বেগস্তিষ্ঠ নাস্তি ভয়ং তব ॥ ৬৫ ॥
নীরাগ এব নিরুপার্জ্জন এব চাস্মী
ত্যেতাবতৈব গলিতা তব চিত্তসত্তা।

ইতি এবমনুভূয়মানদেহেন্দ্রিয়াদিশালী জীবোস্মি ॥ ৫৯ ॥

আত্মা ব্রহ্মৈব ন জীবাখ্যা ব্রহ্মেতরাঃ সত্তাঃ পরমার্থসত্যাঃ সন্তি ॥৬০॥

সর্ব্বস্য জগতোব্রহ্মভাবে তদন্তর্গতচিত্তস্যাপ্যসত্তা অর্থাৎ সম্পন্না ভবত্যে-বেত্যাহ আত্মৈবেদমিতি ॥ ৬১ ॥

মনোনাশোপায়মুক্তিমুপসংহরতি এবমিতি ॥ ৬২ ॥

অথ তৎফলমাহ মনঃ সর্প ইত্যাদিনা। যোগাৎ সমাধেঃ প্রতীচো-ব্রহ্মৈক্যলক্ষণমিলনাখ্যা। “যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনি-লয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতোভবতি।” “আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ বিভেতি কুতশ্চন” ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

আধিগ্রহণং সর্ব্বদুঃখোপলক্ষণম্। উদ্বেগো দুঃখাসহিষ্ণুতয়া ব্যাকুলতা ॥৬৫॥

আত্মলাভেনাবাপ্তসর্ব্বকামত্বান্নীরাগোঽতএব নিরুপার্জ্জনো বাহ্যসুখসাধ-

নির্দ্দুঃখমুত্তমপদং পরমং গতোসি,
তিষ্ঠোপশান্তপরমৈষণ এবমন্তঃ ॥ ৬৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মো ক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে স্বচিত্তনিরূপণং নাম
চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

নোপার্জ্জনশূন্যঃ। এবঞ্চ মুমুক্ষাপি ন পরিশিষ্টেতি ন তদর্থমপি প্রবৃত্তি-
প্রসক্তিরিত্যাশয়েনাহ উপশান্তপরমৈষণ ইতি ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪
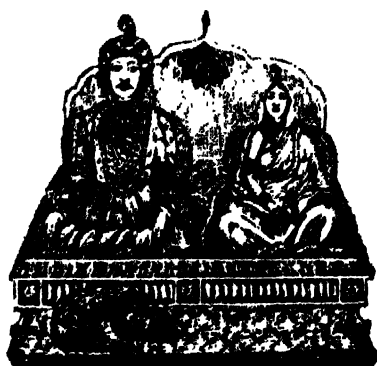
পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এতামনুসংরন্ রাম চিত্তসত্তামপাবনীম্।
সংসারবীজকণিকাং জীববন্ধনবাগুরাম্ ॥ ১ ॥
আত্মা ত্যক্তাত্মরূপাভো মলিনামাপতদ্দৃশম্।
চিত্তং সমনুসন্ধত্তে ধত্তে চ কলনামলম্ ॥ ২ ॥
বর্দ্ধমানমহামোহদায়িনী ভয়কারিণী।
তৃষ্ণা বিষলতারূপা মূর্চ্ছামেব প্রযচ্ছতি ॥ ৩ ॥
যদা যদোদেতি তদা মহামোহপ্রদায়িনী।
তৃষ্ণা কৃষ্ণানিশেবেয়মনন্তাত্মবিকারিণী ॥ ৪ ॥

আত্মা মনস্ত্বমাপন্নো বধ্যতে সংসৃতৌ যয়া।
সা তৃষ্ণানর্থবীজানাং সুবিচিত্রোপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

চিত্তনাশনে পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তিরুক্তা। ইদানীং চিত্তানুসরণে তৃষ্ণাভিবৃদ্ধ্যা অনর্থপরম্পরাপ্রাপ্তিরিতি দর্শয়িতুং ভূমিকাং রচয়তি এতামিত্যাদিনা। আত্মা এতাং চিত্তসত্তামনুসরন্ সন্ ত্যক্তস্বীয়ব্রহ্মাত্মরূপাভোভূত্বা মলিনামবিদ্যাপিহিতামিন্দ্রিয়বৃত্ত্যধীনাভিব্যক্তিকাং দৃশং জ্ঞানমাপতচ্চিত্তমেবানুরুধ্য চিত্তকল্পিতদেহাদিসংঘাতমাত্রোঽহমিতি সন্ধত্তে চিত্তোপনীতনানাবিষয়কলনাপ্রযুক্তং রাগদ্বেষবাসনামলঞ্চ ধত্তে ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥

ধত্তাং নাম কিং ততস্তত্রাহ বর্দ্ধমানেতি। মরণমূর্চ্ছাভ্রান্তিসহস্রহেতুত্বাৎ বিষলতারূপা তৃষ্ণা অস্মৈ কলনামলধারিণে আত্মনে মূর্চ্ছামেব প্রযচ্ছতি ন সুখলেশমপীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বর্দ্ধমানমহামোহদায়িনীত্যেতদ্বিবৃণোতি যদেতি। কৃষ্ণা নিশা বার্ষিকী তমিস্রা সাপি হি অনন্তাত্মন্যাকাশে মেঘবিস্ফূর্জ্জিতবৃষ্ট্যাদ্যনেকবিকারিণী ॥ ৪ ॥

কল্পানলশিখাদাহং সোঢ়ুং শক্তা হরাদয়ঃ।
তৃষ্ণানলশিখাদাহং সোঢ়ুং শক্তা ন কেচন ॥ ৫ ॥
তীক্ষ্ণা কৃষ্ণা সুদীর্ঘা চ বহত্যঙ্গং সদা নিজম্।
শীতলৈর্ব্বাসুখোদর্কা ঘোরা তৃষ্ণা কৃপাণিকা ॥ ৬ ॥
যান্যেতানি দুরন্তানি দুর্জ্জরাণ্যুন্নতানি চ।
তৃষ্ণাবল্ল্যাঃ ফলানীহ তানি দুঃখানি রাঘব ॥ ৭ ॥
অদৃশ্যৈবাত্তি মাংসাস্থি রুধিরাদি শরীরকাৎ।
মনোবিলবিলীনৈষা তৃষ্ণা বনশুনী নৃণাম্ ॥ ৮ ॥
ক্ষণমুল্লাসমায়াতি ক্ষণমায়াতি শূন্যতাম্।
জড়া বিদলয়ত্যাশু তৃষ্ণাপ্রাবৃট্তরঙ্গিণী ॥ ৯ ॥
দৃষ্টদৈন্যোহতস্বান্তো হতৌজা যাতি নীচতাম্।
মুহ্যতে রৌতি পততি তৃষ্ণয়াভিহতোজনঃ ॥ ১০ ॥
ন স্থিতা কোটরে যস্য তৃষ্ণা কৃষ্ণভুজঙ্গমী।
তস্য প্রাণানিলাঃ স্বস্থাঃ পুংসোহৃদয়রন্ধ্রগাঃ ॥ ১১ ॥

ভয়কারিণীত্যেতদপি বিবৃণোতি কল্পানলেতি। ন কেচন ধীরা ইতি শেষঃ ॥ ৫ ॥

কৃপাণিকা অসিঃ। তীক্ষ্ণেত্যাদ্যসিত্বোপপাদনম্। নিজমঙ্গং সদা বহতি কৃন্ততীতি যাবৎ। অসুখঃ উদর্কঃ ফলকালোযস্যাঃ ॥ ৬ ॥

বিষলতেত্যেতৎ বিশদয়তি যানীতি। দুর্জ্জরাণি জরয়িতুমশক্যানি দুর্নিবারাণীতি যাবৎ ॥ ৭ ॥

বনশুনী বৃকী ॥ ৮ ॥

ক্ষণমুল্লাসং বৃদ্ধিম্। বিশেষণান্যুভয়ত্র যোজ্যানি। জড়া শীতলা মলিনা চ। বিদলয়তি শিলাকণ্টকারণ্যাদিপ্রদেশং নীত্বা খণ্ডয়তি। প্রাবৃট্-তরঙ্গিণী বর্ষাভিবৃদ্ধনদী ॥ ৯ ॥

মূর্চ্ছামেব প্রযচ্ছতীত্যেতদ্বিবৃণোতি দৃষ্টদৈন্য ইতি ॥ ১০ ॥

তৃষ্ণাক্ষয়ে সর্ব্বদুঃখহানিঃ সর্ব্বপুণ্যোদয়শ্চ সিদ্ধ্যতীত্যাহ ন স্থিতেত্যা-দিনা ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

নূনমস্তং গতোযত্র তৃষ্ণাকৃষ্ণনিশাক্রমঃ।
পুণ্যানি তত্র বর্দ্ধন্তে শুক্লপক্ষ ইবেন্দবঃ॥ ১২॥
যো ন তৃষ্ণাঘুণাবল্ল্যা ক্ষতঃ পুরুষপাদপঃ।
পুণ্যপ্রসূনৈঃ স সদা দশাং যাতি বিকাসিনীম্॥ ১৩॥
অনন্তাকুলকল্লোলা বিবর্ত্তাবর্ত্তসঙ্কুলা।
প্রবহত্যাশয়ারণ্যে তৃষ্ণান্ধানাং নদী নৃণাম্॥ ১৪॥
তৃষ্ণয়েমে জনাঃ সর্ব্বে সূত্রযন্ত্রপতত্রিবৎ।
ভ্রাম্যন্তে প্রবিশীর্য্যন্তে সংহ্রিয়ন্তে চ ভূরিশঃ॥ ১৫॥
মূলান্যপি সুসূক্ষ্মাণি কঠিনাশয়কর্কশা।
তৃষ্ণাপরশুধারেব বল্গন্তীব নিকৃন্ততি॥ ১৬॥
নিপতত্যবটে মূঢ়স্তৃষ্ণামনুসরঞ্জনঃ।
নীলামনুপতঞ্ছ্বভ্র তৃণশাখাং যথৈণকঃ॥ ১৭॥
নোন্মত্তাপি জরা চক্ষুস্তথা জরয়তি ক্ষণাৎ।
যথা জরয়তি ক্ষামা তৃষ্ণা হৃদয়রূপিকা॥ ১৮॥
তৃষ্ণয়াশয়কৌশিক্যা হৃদ্যমঙ্গলভূতয়া।

অন্ধানাং বিবেকদৃষ্টিহীনানাং নৃণামাশয়শ্চিত্তং তল্লক্ষণেঽরণ্যে অনন্তব্যাকুলতালক্ষণকল্লোলবতী ভ্রান্তিলক্ষণৈরাবর্ত্তৈশ্চ সঙ্কুলা তৃষ্ণানদী নূনং বহতি প্রবহতি॥ ১৪॥

সূত্রেণ যন্ত্র্যতে বধ্যতে ইতি সূত্রযন্ত্রঃ পতত্রী পক্ষী তদ্বৎ। প্রথমং বিত্তস্যার্জ্জনায় ভ্রাম্যন্তে ততোরক্ষণব্যয়ক্ষয়চিন্তাশোকৈঃ পক্ষলুঞ্চনৈরিব প্রবীশীর্য্যন্তে অন্তে চ সংহ্রিয়ন্তে মার্য্যন্তে॥ ১৫॥

ধর্ম্মজ্ঞানমূলানি দয়াবিবেকাদীনি সুসূক্ষ্মাণি ঈষদঙ্কুরিতান্যপি কঠিনেন নির্দ্দয়েনাশয়েন কর্কশা। বল্গন্তী তৎকালং নিপতন্তী॥ ১৬॥

অবটে নরকান্ধকূপে। নীলাং হরিতাম্। শ্বভ্রস্য কূপস্য মুখে রূঢ়স্য তৃণস্য শাখামনুপতন্ এণকোহরিণ ইব॥ ১৭॥

উন্মত্তা প্ররূঢ়তমাপি জরা চক্ষুর্জ্জরয়ত্যন্ধয়তি। হৃদয়স্থা রূপিকা পিশাচী॥১৮

রূঢ়য়া ভগবানেষ বিষ্ণুর্ব্বামনতাং গতঃ ॥ ১৯ ॥
কয়াচিদেব দৈবিক্যা হৃদি গ্রথিতয়ানয়া।
তৃষ্ণয়া ভ্রাম্যতে ব্যোম্নি রজ্জ্বেবার্কোম্বহং কিল ॥ ২০ ॥
সর্ব্বদুঃখময়াকারাং জগতীজীবনচ্ছিদম্।
তৃষ্ণাং পরিহরেৎ ক্রূরামুরগীমিব দূরগঃ ॥ ২১ ॥
তৃষ্ণয়া বায়বোবান্তি শৈলাস্তিষ্ঠন্তি তৃষ্ণয়া।
তৃষ্ণয়ৈব ধরা ধাত্রী ত্রৈলোক্যং তৃষ্ণয়া ধৃতম্ ॥ ২২ ॥
সর্ব্বৈব লোকযাত্রেয়ং প্রোতা তৃষ্ণাবরত্রয়া।
রজ্জুবন্ধাদ্বিমুচ্যন্তে তৃষ্ণাবন্ধান্ন কেচন ॥ ২৩ ॥
তস্মাদ্রাঘব তৃষ্ণাং ত্বং ত্যজ সঙ্কল্পবর্জ্জনাৎ।
মনস্ত্বকল্পনং নাস্তি নির্ণীতমিতি যুক্তিতঃ ॥ ২৪ ॥
অয়ং ত্বমহমিত্যেব প্রথমং তাবদাশয়ে।
মা দুরাশাং মহাবাহো সঙ্কল্পয় তমোময়ীম্ ॥ ২৫ ॥
এতাং দুঃখপ্রসবিনী-মনাত্মন্যাত্মভাবনাম্।
ন ভাবয়সি চেদ্রাম তদা তজ্জ্ঞেষু গণ্যসে ॥ ২৬ ॥

অমঙ্গলভূতয়া হৃদিরূঢ়য়া কৃতনীড়য়া ॥ ১৯ ॥

দৈবিক্যা দেবেনেশ্বরেণ প্রযুক্তয়া দেবভোগ্যসুখলববিষয়য়া বা তৃষ্ণয়া রজ্জ্বেব বদ্ধ ইতি শেষঃ ॥ ২০ ॥

জগতীপদেন জগতীস্থাঃ সর্ব্বপ্রাণিনোলক্ষ্যন্তে ॥ ২১ ॥

সর্ব্বসংসারস্থিতিস্তৃষ্ণাবশাদেবেত্যাশয়েনাহ তৃষ্ণয়েতি ॥ ২২ ॥

বরত্রা চর্ম্মময়ী রজ্জুঃ ॥ ২৩ ॥

সঙ্কল্পবর্জ্জনমাত্রেণ কথং তৃষ্ণাত্যাগসিদ্ধিস্তত্রাহ মন ইতি। অকল্পনং সঙ্কল্পরহিতং মনোনাস্তি। মনসোঽভাবে কুতস্তৃষ্ণাপ্রসক্তিরিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

ত্বং অয়ং দেহোহমিতি দুরাশাং সর্ব্বদুরাশানিমিত্তমভিমানং মা সঙ্কল্পয় ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

এতামহস্তাবময়ীমপুণ্যাং
ছিত্ত্বা হ্যনহন্তাবশলাকয়ৈব।
স্বভাবনাং ভব্য ভবান্তভূমৌ
ভবাভিভূতাখিলভূতভীতিঃ ॥ ২৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে তৃষ্ণাবর্ণনং নাম
পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

অনহন্তাবলক্ষণয়া শলাকয়া কর্ত্তর্য্যা অহন্তাবময়ীমেতাং তৃষ্ণাং ছিত্বা হে ভব্য ভবস্যান্তোবাধস্তভূমৌ ব্রহ্মণি সপ্তমভূমিকাভেদে বা ভব আস্বেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥
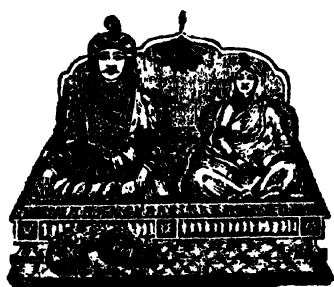
ষোড়শঃ সর্গঃ ।

—()○()—

রাম উবাচ ।

স্বভাবগম্ভীরমেতদ্ভগবন্ বচনং তব ।
যদহঙ্কারতৃষ্ণাং ত্বং মা গৃহাণেতি বক্ষি মাম্ ॥ ১ ॥
যদ্যহঙ্কারসন্ত্যাগং করোমি তদিদং প্রভো ।
ত্যজামি দেহনামানং সন্নিবেশমশেষতঃ ॥ ২ ॥
জানুস্তম্ভেন মহতা ধার্য্যতে সুতরুর্যথা ।
অহঙ্কারেণ দেহোয়ং তথৈব কিল ধার্য্যতে ॥ ৩ ॥
অহঙ্কারক্ষয়ে দেহঃ কিলাবশ্যং বিনশ্যতি ।
মূলে ক্রকচসংলূনে সুমহানিব পাদপঃ ॥ ৪ ॥
তৎ কথং সন্ত্যজাম্যেনং জীবামি চ কথং মুনে ।
এনমর্থং বিনিশ্চিত্য বদ মে বদতাম্বর ॥ ৫ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

সর্ব্বত্র বাসনাত্যাগো রাম রাজীবলোচন ।

বর্ণ্যতে বাসনাত্যাগো ধ্যেয়জ্ঞেয়বিভাগতঃ ।
তেনাত্র জীবন্মুক্তানাং বিদেহানাঞ্চ লক্ষণম্ ॥ ১ ॥

জীবতা দেহেঽহম্ভাবস্য ত্যক্তুমশক্যত্বাৎ শিষ্যমরণে গুরোস্তাৎপর্য্যাযোগাদেতামহম্ভাবময়ীং তৃষ্ণাং ছিন্ধেত্যাদ্যুক্তেস্তাৎপর্য্যমনবধারয়ন্ রামঃ পৃচ্ছতি স্বভাবেত্যাদিনা ॥ ১ ॥

অশেষত ইতি । প্রাণাহঙ্কারয়োরেকতাপত্তেস্ত্বয়ৈবোক্তত্বাৎ প্রাণান্ পরিশেষ্যাহঙ্কারত্যাগাসম্ভবাৎ প্রাণানামপ্যনবশেষণেনেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

জানুস্তম্ভেন জানুবৎ প্রস্থতমূলবদ্ধবিষ্টম্ভেন ॥ ৩ ॥

তদেব ব্যতিরেকেণ দ্রঢ়য়তি অহঙ্কারেতি ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

দ্বিবিধঃ কথ্যতে তজ্জ্ঞৈর্জ্ঞেয়োধ্যেয়শ্চ মানদ ॥ ৬ ॥
অহমেষাং পদার্থানামেতে চ মম জীবিতম্।
নাহমেভির্বিনা কশ্চিন্ন ময়েতে বিনা কিল ॥ ৭ ॥
ইত্যন্তর্নিশ্চয়ং কৃত্বা বিচার্য্য মনসা সহ।
নাহম্পদার্থস্য ন মে পদার্থ ইতি ভাবিতে ॥ ৮ ॥
অন্তঃশীতলয়া বুদ্ধ্যা কুর্ব্বত্যা লীলয়া ক্রিয়াম্।
যো নূনং বাসনাত্যাগো ধ্যেয়োরাম স কীর্ত্তিতঃ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বং সমতয়া বুদ্ধ্বা যং কৃত্বা বাসনাক্ষয়ম্।

জ্ঞেয়োবিদুষাং সমাধিকালে বিদেহকৈবল্যে চ জ্ঞানবাধিতঃ। অধিষ্ঠানমাত্রপরিশেষাত্মা ধ্যেয়ঃ। ব্যুত্থানকালে বাক্যজন্যাখণ্ডাকারবৃত্ত্যা সবাসনস্যাজ্ঞানস্য বাধেঽপি জীবন্মুক্তিশাস্ত্রানুরোধাৎ প্রারব্ধফলভোগশেষাচ্চ তন্নির্ব্বাহায় বাধিতানুবৃত্তেরবিদ্যালেশপরিশেষস্য বিক্ষেপাংশাবাধস্য বাভ্যুপগমাদনধ্যস্তাহম্ভাবেন দেহেন ভোগহেতুব্যবহারাসিদ্ধেস্তাৎকালিকাহঙ্কারাভাসানুবৃত্তের্ব্বিদ্বদনুভবসিদ্ধত্বাৎ তদ্দশায়াং তদ্বাধানুসন্ধানস্য যত্নসাধ্যত্বেন ধ্যানপ্রায়ত্বাৎ ধ্যেয় ইতি দ্বিবিধ ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তত্র দ্বিতীয়মুপপাদয়তি অহমিতি। বিবেকিদৃশাত্র দ্বাবহম্প্রত্যয়গোচরৌ প্রতীয়েতে। একোদেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিমনঃসাপেক্ষঃ সঙ্ঘাতাত্মা পুত্রমিত্রকলত্রধনাদিমমতানিরূপকঃ। অপরোঽর্থৈকস্বভাবোঽবস্থাত্রয়মরণমূর্চ্ছাজন্মান্তরসাধারণশ্চিন্মাত্রস্বভাবোবিবেকপরিশিষ্টঃ। তত্রাদ্যস্য স্বরূপং প্রথমং বিচার্য্য নির্দ্ধার্য্যমিত্যাহ অহমিতি। এষাং দেহেন্দ্রিয়াদীনাং বাহ্যান্নপানাদীনাং চোপভুক্তানাং পদার্থানাং সঙ্ঘাতাত্মেত্যর্থঃ। এতে দেহাদয়োন্নাদয়শ্চ মম জীবিতং স্বরূপসিদ্ধিনিমিত্তম্। অতএবৈভির্ব্বিনাঽহং ন কশ্চিৎ ব্যবহারপদে প্রসিদ্ধোস্মীত্যন্তঃ প্রথমস্যাহম্পদার্থস্য নিশ্চয়ং কৃত্বা মনসা সহ পৃথক্ করণে সঙ্ঘাতাত্মানমত্যন্তাসদ্রূপমেব বিচার্য্য দ্বিতীয়ে পরিশিষ্টচিদ্রূপেণাহম্পদার্থস্য ন মে এতে পদার্থা ইতি নিষ্কৃষ্টবোধেন তথৈব ভাবিতে সতি যোভাবনাত্মা বাসনাত্যাগঃ স ধ্যেয় ইতি ময়া কীর্ত্তিত ইতি ত্রয়াণামর্থঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

প্রথমং বাসনাক্ষয়মুপপাদয়তি সর্ব্বমিতি। সর্ব্বং জগৎ সমতয়া সমং

জহাতি নির্ম্মমোদেহং জ্ঞেয়োসৌ বাসনাক্ষয়ঃ ॥ ১০ ॥
অহঙ্কারময়ীং ত্যক্ত্বা বাসনাং লীলয়ৈব যঃ।
তিষ্ঠতি ধ্যেয়সন্ত্যাগী জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১১ ॥
নির্ম্মূলকলনাং ত্যক্ত্বা বাসনাং যঃ শমং গতঃ।
জ্ঞেয়ত্যাগময়ং বিদ্ধি মুক্তং তং রঘুনন্দন ॥ ১২ ॥
ধ্যেয়ং তং বাসনাত্যাগং কৃত্বা তিষ্ঠন্তি লীলয়া।
জীবন্মুক্তা মহাত্মানঃ সুজনা জনকাদয়ঃ ॥ ১৩ ॥
জ্ঞেয়ন্তু বাসনাত্যাগং কৃত্বোপশমমাগতাঃ।
বিদেহমুক্তাস্তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মণ্যেব পরাবরে ॥ ১৪ ॥
দ্বাবেব রাঘব ত্যাগৌ সমৌ মুক্তপদে স্থিতৌ।
দ্বাবেতৌ ব্রহ্মতাং যাতৌ দ্বাবেব বিগতজ্বরৌ ॥ ১৫ ॥
যুক্তাযুক্তমতী স্বাসে কেবলং বিমলে হনঘ।
একঃ স্থিতঃ স্ফুরদ্দেহঃ শান্তদেহঃ স্থিতোপরঃ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্ম তদ্ভাবেন বুদ্ধ্বা সাক্ষাৎ কৃত্য ভূমিকাভ্যাসক্রমেণ যং বাসনাক্ষয়ং কৃত্বা নির্ম্মনোনিরহঙ্কারশ্চ নির্ব্বিকল্পকসমাধিস্থঃ প্রারব্ধক্ষয়েণ বা যৎ সর্ব্বথা দেহং জহাতি অসৌ জ্ঞেয়োবাসনাক্ষয় ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

তত্র দ্বিতীয়মুদাহরতি অহঙ্কারেতি। লীলয়া লোকসংগ্রহোচিতব্যবহারেণ যস্তিষ্ঠতি স ধ্যেয়সন্ত্যাগী ধ্যেয়বাসনাত্যাগবান্ ॥ ১১ ॥

আদ্যমুদাহরতি নির্ম্মূলেতি। মূলাজ্ঞানেন সহ কলনাং ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ। জ্ঞেয়ত্যাগময়ং জ্ঞানবাধিতসবাসনাজ্ঞানপরিশিষ্টচিন্মাত্রপ্রধানম্ ॥ ১২ ॥

উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি ধ্যেয়মিত্যাদিনা। লীলয়া ব্যবহারেণ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

অপ্যর্থে এবকারঃ ॥ ১৫ ॥

যুক্তমতিঃ সমাধ্যারূঢ়ঃ। অযুক্তমতির্ব্ব্যুত্থানব্যবহারবান্। এতৌ যুক্তাযুক্তমতী দ্বাবপি সুখেন আসাতে বিশ্রম্যাতে অস্মিন্নিতি স্বাসে বিমলে অবিদ্যামলনির্ম্মুক্তে ব্রহ্মণ্যেব কেবলং স্থিতৌ। কস্তর্হি বিশেষস্তমাহ এক ইতি। একোব্যুত্থিতঃ। অপরঃ সমাহিতঃ ॥ ১৬ ॥

একঃ সদেহোনির্ম্মুক্তস্তিষ্ঠত্যপগতজ্বরঃ।
ত্যক্তদেহোবিমুক্তোঽন্যো বর্ত্ততে জ্ঞেয়বাসনঃ॥ ১৭॥
আপতৎসু যথাকালং সুখদুঃখেষ্বনারতম্।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি যঃ স মুক্ত ইতি হোচ্যতে॥ ১৮॥
ঈপ্সিতানীপ্সিতে নস্তো যস্যেষ্টানিষ্টবস্তুষু।
সুষুপ্তবচ্চরতি যঃ স মুক্ত ইতি কথ্যতে॥ ১৯॥
হেয়োপাদেয়কলনে মমেত্যহমিহেতি চ।
যস্যান্তঃসম্পরিক্ষীণে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ২০॥
হর্ষামর্ষভয়ক্রোধকামকার্পণ্যদৃষ্টিভিঃ।
ন পরামৃশ্যতে যোঽন্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ২১॥

সুষুপ্তবৎ প্রশমিতভাববৃত্তিনা
স্থিতং সদা জাগ্রতি যেন চেতসা।
কলান্বিতোবিধুরিব যঃ সদা মুদা
নিষেব্যতে মুক্ত ইতি হ স স্মৃতঃ॥ ২২॥

বাল্মীকিরুবাচ।

ইত্যুক্তবত্যথ মুনৌ দিবসোজগাম
সায়ন্তনায় বিধয়ে হস্তমিনোজগাম।

অজ্ঞেয়বাসন ইতি চ্ছেদঃ॥ ১৭॥

ব্যবহরতোমুক্তস্য লক্ষণান্যাহ আপতৎস্বিত্যাদিনা॥ ১৮॥

ঈপ্সিতানীপ্সিতে ইচ্ছাদ্বেষৌ। অজ্ঞদৃশা ইষ্টানিষ্টত্বেন সম্মতেষু বস্তুষু সুষুপ্তবদনাসক্ত ইতি যাবৎ॥ ১৯॥

ইহ দেহে তৎসম্বন্ধিনি চ অহমিতি মমেতি চ কলনে ইতি যোজনা॥২০॥২১

যেন পুংসা সুষুপ্তবৎ প্রশমিতাভাববৃত্তয়ঃ পদার্থেষ্বাস্থা যস্য তথাবিধেন চেতসোপলক্ষিতেন জাগ্রতি। জাগরেপি সদা স্থিতম্। ভাবে ক্তঃ। যশ্চ সদা মুদা স্বাভাবিকহর্ষেণ কলান্বিতঃ পূর্ণকলোবিধুশ্চন্দ্র ইব প্রসাদেন

স্নাতুং সন্ধ্যাকৃতনমস্করণাজ্জগাম
শ্যামাক্ষয়ে রবিকরৈশ্চ সহাজগাম ॥ ২৩ ॥

দিবসঃ ॥ ১১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে তৃষ্ণাচিকিৎসানাম
ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

নিষেব্যতে স ইহ জগতি মুক্তো জীবন্মুক্ত ইতি স্মৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥
ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ ।

—⊂()*()⊃—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

বিদেহমুক্তা যে রাম তে গিরামিহ গোচরে ।
নৈব তিষ্ঠন্তি তস্মাৎ ত্বং জীবন্মুক্তিমিমাং শৃণু ॥ ১ ॥
প্রাকৃতান্যেব কর্ম্মাণি যয়া বর্জ্জিতবাঞ্ছয়া ।
ক্রিয়ন্তে তৃষ্ণয়েমানি তাং জীবন্মুক্ততাং বিদুঃ ॥ ২ ॥
যা স্থিতিস্তৃষ্ণয়া জন্তোর্ব্বাহ্যার্থে বদ্ধভাবয়া ।
তং বন্ধমাহুরাচার্য্যাঃ সংসারনিগড়ং দৃঢ়ম্ ॥ ৩ ॥
নূনমুজ্ঝিতসঙ্কল্পা হৃদি বাহ্যে বিহারিণী ।

যাদৃশৈর্নিশ্চয়ৈর্মুক্তোজীবন্মুক্তোন বধ্যতে ।
অজ্ঞশ্চ বধ্যতে ভূয়স্তদ্বিভাগোত্র বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

রামস্তেজীতৈর্ব্বিদেহমুক্তলক্ষণজিজ্ঞাসাং প্রতিলক্ষ্য তস্তৈকরূপ্যেণ লক্ষণাদ্যভাবাৎ বাচাং কুণ্ঠীভাবোক্ত্যেব নিরতিশয়স্বপ্রকাশভূমানন্দমাত্রপরিশেষত্বৎস্বরূপলক্ষণমিতি সূচয়ন্ জীবন্মুক্তিলক্ষণেষেবাবশ্যোপাদেয়ান্ বিশেষান্ বক্তুং প্রতিজানীতে বিদেহমুক্তা ইতি ॥ ১ ॥

নহু তর্হি জীবন্মুক্তানাং তত্তদ্বর্ণাশ্রমোচিতকর্ম্মফলতৃষ্ণা যদ্যস্তি তর্হি অজ্ঞবদেব তদ্ভোগায় পুনর্দ্দেহবন্ধোপি স্যাৎ যদি নাস্তি তর্হি প্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোপি প্রবর্ত্তত ইতি ন্যায়াদিতি দোষং পরিহর্ত্তুং জ্ঞাজ্ঞয়োঃ প্রবর্ত্তকশুদ্ধাশুদ্ধতৃষ্ণাবৈলক্ষণ্যমুপপাদয়িতুমুপক্রমতে প্রাকৃতান্যেবেত্যাদিনা । প্রাকৃতানি তত্তদ্বর্ণাশ্রমস্বভাবপ্রাপিতানি । বাঞ্ছা বিষয়াস্বাদনোৎসাহঃ ॥ ২ ॥

বদ্ধ উৎসাহদৃঢ়ীকৃতোভাবঃ সংসারসত্যতাবুদ্ধ্যা ভোগোৎসাহো যয়া ॥ ৩ ॥

ভোগ্যবর্গাণামনৃতত্বনিশ্চয়েন হৃদি উজ্ঝিতভোগসঙ্কল্পা বাহ্যে লোক-

বাসনা যোদিতা সেহ জীবন্মুক্তশরীরিণী ॥ ৪ ॥
বাহ্যার্থব্যসনোচ্ছূনা তৃষ্ণা বন্ধেতি রাঘব।
সর্ব্বার্থব্যসনোন্মুক্তা তৃষ্ণা মুক্তেতি কথ্যতে ॥ ৫ ॥
পূর্ব্বং যস্যাস্তু তৃষ্ণায়া বর্ত্তমানেপি শাশ্বতী।
নির্দ্দুঃখতা নিষ্কলতা সা মুক্তেতি বুধৈঃ স্মৃতা ॥ ৬ ॥
ইদমস্তু মমেত্যন্তর্যৈষা রাঘব ভাবনা।
তাং তৃষ্ণাং শৃঙ্খলাং বিদ্ধি কলনাঞ্চ মহামতে ॥ ৭ ॥
তামেতাং সর্ব্বভাবেষু সৎস্বসৎসু চ সর্ব্বদা।
সন্ত্যজ্য পরমোদারঃ পরমেতি মহামনাঃ ॥ ৮ ॥
বন্ধাশামথ মোক্ষাশাং সুখদুঃখদশামপি।
ত্যক্ত্বা সদসদাশাঞ্চ তিষ্ঠাক্ষুব্ধমহাব্ধিবৎ ॥ ৯ ॥
অজরামরমাত্মানং বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমতাম্বর।
জরামরণশঙ্কাভির্ম্মা মনঃ কলুষং কৃথাঃ ॥ ১০ ॥
পদার্থতত্ত্বং নেদং তে নায়ং ত্বমসি রাঘব।

সংগ্রহমাত্রপ্রয়োজনেন বিহারিণী বাসনা তৃষ্ণা জীবন্মুক্তানাং শরীরমাত্রাশ্রিতেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

উক্তলক্ষণে এব তৃষ্ণে প্রপঞ্চয়িষ্যন্ পিণ্ডীকৃত্যাহ বাহ্যেতি। ব্যসনং লাম্পট্যম্ ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বং বিষয়প্রাপ্তেঃ প্রাক্কালে। বিষয়নাশোত্তরকালস্যাপ্যুপলক্ষণমেতৎ। নির্দ্দুঃখতা রাগবিরহাদিপ্রযুক্তদুঃখশূন্যতা। বিষয়প্রাপ্তিকালেপি নিষ্কলতা নিরুচ্ছূনতা ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

পরং জীবন্মুক্তিপদম্ ॥ ৮ ॥

বধ্নন্তীতি বন্ধা দেহাদয়স্তদাশাম্। মোক্ষস্তন্নিবৃত্তিস্তদাশাম্। বন্ধমিথ্যাত্বনিশ্চয়ে তন্নিবৃত্তেরনাশাস্যত্বাৎ ন হি জাগরূকঃ স্বাপ্ননিগড়বন্ধমোক্ষমাশাস্ত ইতি ভাবঃ। সুখদুঃখদশানামপি মিথ্যাত্বনিশ্চয় এবাত্র ত্যাগঃ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

আশাত্যাগে উপায়মাহ পদার্থেতি। ইদং দৃশ্যং পদার্থতত্ত্বং পদার্থ-

কিঞ্চিত্ত্বদন্যদেবেদমন্য এবাসি রাঘব ॥ ১১ ॥
অসদভ্যুদিতে বিশ্বে সতীবাসতি সংস্থিতে।
ত্বয়ি তত্ত্বামতিগতে তৃষ্ণায়াঃ সম্ভবঃ কুতঃ ॥ ১২ ॥
অন্যচ্চ রাম মনসি পুরুষস্য বিচারিণঃ।
জায়তে নিশ্চয়ঃ সাধো স্ফারাকারশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥ ১৩ ॥
আপাদমস্তকমহং মাতাপিতৃবিনির্ম্মিতঃ।
ইত্যেকোনিশ্চয়োরাম বন্ধায়াসদ্বিলোকনাৎ ॥ ১৪ ॥
অতীতঃ সর্ব্বভাবেভ্যো বালাগ্রাদপ্যহং তনুঃ।
ইতি দ্বিতীয়োমোক্ষায় নিশ্চয়োজায়তে সতাম্ ॥ ১৫ ॥
জগজ্জালপদার্থাত্মা সর্ব্বমেবাহমক্ষয়ঃ।
তৃতীয়ো নিশ্চয়শ্চেত্থং মোক্ষায়ৈব রঘূদ্বহ ॥ ১৬ ॥
অহং জগদ্বা সকলং শূন্যং ব্যোমসমং সদা।
এবমেষ চতুর্থোন্যো নিশ্চয়ো মোক্ষসিদ্ধয়ে ॥ ১৭ ॥
নিশ্চয়েষু চতুর্ষ্বেষু বন্ধায় প্রথমঃ স্মৃতঃ।
ত্রয়োমোক্ষায় কথিতাঃ শুদ্ধভাবনয়োত্থিতাঃ ॥ ১৮ ॥
এতেষাং প্রথমঃ প্রোক্তস্তৃষ্ণায়া বন্ধযোগ্যতা।

রূপং তে তব ন ত্বমপি ন তৎ তস্মাৎ পরমার্থসত্যাদন্যদেব কিং চিৎ তুচ্ছমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

হে রাম অন্যচ্চ বক্ষ্যমাণং চতুর্ব্বিধনিশ্চয়ভেদং শৃণ্বিতি শেষঃ। তমেবাহ মনসীতি ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বেভ্যোদেহেন্দ্রিয়াদিভেদেভ্যোঽতীতোঽতিরিক্তঃ। তনুঃ সূক্ষ্মঃ স্থৌল্যরহিত ইতি যাবৎ। ত্বংপদার্থশোধনবিষয়াস্য মোক্ষহেতুত্বম্ ॥ ১৫ ॥

তৃতীয় ইতি। অস্যাপ্যাধ্যাত্মিকপরিছিন্নাত্মতাভ্রমনিবৃত্ত্যা তৎপদার্থেন সহৈব শোধনসম্ভবাম্মোক্ষোপযোগঃ ॥ ১৬ ॥

অহমিত্যাধ্যাত্মিকপরিচ্ছেদোপাধিঃ। জগদিতি আধিদৈবিকাদ্যুপাধিঃ। সদা কালত্রয়েপি। এষঃ সর্ব্বদৃশ্যবাধাত্মনিশ্চয়ঃ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

শুদ্ধতৃষ্ণাশ্রয়ঃ স্বচ্ছা জীবন্মুক্তবিলাসিনঃ ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বমাত্মাহমেবেতি নিশ্চয়ো যো মহামতে ।
তমাদায় বিষাদায় ন ভূয়ো যাতি মে মতিঃ ॥ ২০ ॥
তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চ ব্যাপকোমহিমাত্মনঃ ।
সর্ব্বমাত্মেতি তেনান্তর্নিশ্চয়েন ন বধ্যতে ॥ ২১ ॥
শূন্যং তৎ প্রকৃতির্মায়া ব্রহ্মবিজ্ঞানমিত্যপি ।
শিবঃ পুরুষ ঈশানো নিত্য আত্মৈব কথ্যতে ॥ ২২ ॥
সদা সর্ব্বং সদেবেদং নেহ দ্বিত্বান্যতে ক্বচিৎ ।
বিদ্যেতে বিদ্যয়া ব্যাপ্তং জগন্নেতরয়া ধিয়া ॥ ২৩ ॥
আপাতালমনন্তাত্মা পূরিতোম্ভোধিরম্বুভিঃ ।
আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্তং জগদাপূর্ণমাত্মনা ॥ ২৪ ॥
অতঃ সত্যমৃতং নিত্যং নানৃতং বিদ্যতে ক্বচিৎ ।
বার্য্যেব সকলাম্ভোধির্ন তরঙ্গাদয়ঃ ক্বচিৎ ॥ ২৫ ॥

তৃষ্ণাভেদনিরূপণেস্য বিভাগস্য কা প্রসক্তিস্তত্রাহ এতেষামিতি। অস্মিন্ সত্যেব তৃষ্ণায়া বন্ধকত্বাদয়মেব বন্ধহেতুরিত্যর্থঃ। শুদ্ধা নির্দ্দোষা তৃষ্ণা যেষু তে শুদ্ধতৃষ্ণাঃ। উত্তরে ত্রয়োনিশ্চয়াঃ ॥ ১৯ ॥

তত্র তৃতীয়স্য প্রয়োজনমাহ সর্ব্বমিতি ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

চতুর্থস্য শূন্যবাদিমতপ্রবিষ্টতাং বারয়ন্নাহ শূন্যমিতি। পরিশিষ্টাত্মৈব বাদিভিঃ শূন্যাদিশব্দৈঃ কথ্যতে নাবস্তিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বিদ্যায়া পরমার্থস্বরূপদৃষ্ট্যা জগৎ ব্যাপ্তং গ্রস্তম্। ইতরয়া পূর্ব্ববদ্ভ্রান্তিধিয়া ন ॥ ২৩ ॥

যথা অনন্তাত্মা অপরিচ্ছেদ্যপরিণাহোম্ভোধিরাপাতালমম্বুভিঃ পূরিতস্তথেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

অস্বাপূর্ণং কিং ততস্তত্রাহ অত ইতি। অতঃ ঋতং প্রমাণবোধিতং ব্রহ্মৈক্যমেব নিত্যং সত্যম্ তদ্ব্যতিরেকেণানৃতং জগদ্রূপং ন বিদ্যত ইতি সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

পৃথক্ কটককেয়ূর-নূপুরাদি ন কাঞ্চনাৎ।
ভিন্নাস্তরুতৃণাকার কোটয়শ্চৈব নাত্মনঃ॥ ২৬॥
দ্বৈতাদ্বৈতসমুদ্ভেদৈর্জ্জগন্নির্ম্মাণলীলয়া।
পরমাত্মময়ী শক্তিরদ্বৈতৈব বিজৃম্ভতে॥ ২৭॥
আত্মীয়ে পরকীয়ে চ সর্ব্বস্মিন্নেব সর্ব্বদা।
নষ্টে বোপচিতে কার্য্যে সুখদুঃখে গৃহাণ মা॥ ২৮॥
ভাবাদ্বৈতমুপাশ্রিত্য সত্তাদ্বৈতময়াত্মকঃ।
কর্ম্মাদ্বৈতমনাদৃত্য দ্বৈতাদ্বৈতময়োভব॥ ২৯॥
ভবভূমিষু ভীমাসু ভাবভাবনবাত্যয়া।
মা পতোৎপাতপূর্ণাসু দরীষন্তঃ করী যথা॥ ৩০॥

কাঞ্চনাৎ ন পৃথক্। আত্মনঃ পৃথিব্যাত্মনঃ সকাশাৎ ন ভিন্না॥ ২৬॥

কথং তর্হি জলসমুদ্রাদৌ জগতি ভেদাভেদপ্রত্যয়স্তত্রাহ দ্বৈতাদ্বৈতেতি। অদ্বৈতা পরমাত্মময়ী শক্তি ব্র্হ্মসত্ত্বৈবাজ্ঞান্ প্রতি দ্বৈতাদ্বৈতসমুদ্ভেদৈর্ব্বিজৃম্ভত-ইত্যর্থঃ॥ ২৭॥

অস্ত্বেবং কিং তত স্তত্রাহ আত্মীয়ে ইতি। স্বীয়ে পরকীয়ে বা পুত্র-মিত্রাদৌ সর্ব্বাস্মিন্ জগতি চ উপচিতে নষ্টে বা সুখদুঃখে অভিজ্ঞস্ত্বং মা গৃহাণেত্যর্থঃ॥ ২৮॥

কথং তর্হি ময়া ব্যবহর্ত্তব্যমিতি চেৎ ব্রহ্মবৎ দ্বৈতাদ্বৈতালম্বনেনৈবেতি তদ্বিভজ্যাহ ভাবাদ্বৈতমিতি। ব্রহ্মবদেব ত্বং পরমার্থতঃ সত্তাদ্বৈতময়াত্মক এব সন্ ব্যবহারকালেপি ভাবনয়া অদ্বৈতমেবোপাশ্রিত্য তৎ তৎ প্রাণি-কর্ম্মফলদানে ব্রহ্মেব বর্ণাশ্রমধর্ম্মব্যবস্থাপনকর্ম্মবিষয়ে অদ্বৈতং সর্ব্বথৈবানা-দৃত্য ব্যবহরন্ যথোচিতদ্বৈতাদ্বৈতোভয়পরোভবেত্যর্থঃ। অদ্বৈতে কর্ম্মণামেব অসিদ্ধেরৈকরূপ্যেণ সর্ব্বত্র কথঞ্চিদদ্বৈতাচরণে জগদ্ব্যবস্থাধর্ম্মশাস্ত্রাদিবাধপ্রস-ঙ্গাচ্চ তত্র দ্বৈতাশ্রয়ণমেবোচিতমিতি ভাবঃ॥ ২৯॥

ভাবেপি দ্বৈতাশ্রয়ণে কাঙ্ক্ষতি স্তত্রাহ ভবেতি। উৎপাতৈরশুভনিমিত্তৈঃ পূর্ণাসু। দরীগ্রহণেন গর্ত্তোলক্ষ্যতে। তথাচ সংসারগর্ত্তপাত এব তত্র ক্ষতিরিতি ভাবঃ॥ ৩০॥

দ্বৈতং ন সম্ভবতি চিত্তময়ং মহাত্মন্
আত্মন্যথৈক্যমপি ন দ্বিতয়োদিতাত্ম।
অদ্বৈতমৈক্যরহিতং সততোদিতং সৎ
সর্ব্বং ন কিঞ্চিদপি চাহুরতঃ স্বরূপম্ ॥ ৩১ ॥

নৈবাহমস্তি ন চ নাম জগন্তি সন্তি
সর্ব্বঞ্চ বিদ্যত ইদং ননু নির্ব্বিকারম্।
বিজ্ঞানমাত্রমবভাসত এব শান্তং
নাসন্ন সজ্জগদিদঞ্চ সদেতি বিদ্ধি ॥ ৩২ ॥

পরমমৃতমনাদ্যং ভাসনং সর্ব্বভাস-
মজরমজমচিন্ত্যং নিষ্কলং নির্ব্বিকারম্।
বিগতকরণজালং জীবনং জীবশক্তেঃ
সকলকলনহীনং কারণং কারণানাম্ ॥ ৩৩ ॥

সত্যাদ্বৈতমুক্তমুপপাদয়তি দ্বৈতমিতি। দ্বৈতং পরমার্থসন্ ন সম্ভবতি যতস্তচ্চিত্তময়ং চিত্তকল্পিতমেব ন বস্তুস্পর্শি পরৈরপ্যপেক্ষাবুদ্ধিজন্যত্বাভ্যুপগমাৎ তন্নাশে নাশাভ্যুপগমাচ্চ। এবমাত্মন্যৈক্যমেকত্বাখ্যসংখ্যাগুণোপি ন সম্ভবতি যতস্তদপি দ্বিত্বাদিব্যাবর্ত্তকত্বেনৈব কল্পিতত্বাদ্দিতয়াদেবোদিত আত্মা-স্বরূপং বস্তু তথাভূতম্। অতঃ অদ্বৈতমৈক্যেন চ রহিতং স্বসিদ্ধাবপ্যন্য-নিরপেক্ষত্বাৎ সততোদিতং সৎ সন্মাত্রং ব্রহ্ম ঐক্যনিরাসাৎ সর্ব্বদ্বৈত-নিরাসাৎ ন কিঞ্চিদপীতি চ। তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ, নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদিশ্রুতয়স্তদনুভবিনশ্চ লক্ষণয়া আহুরিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

অহমিতি যুষ্মদাদ্যপ্রবিভক্তরূপং নৈবাস্তি অস্মদর্থপ্রবিভক্তরূপাণি যুষ্ম-দাদিজগন্তি চ ন সন্তি কিন্তু সর্ব্বমিদং নির্ব্বিকারং বিজ্ঞানমাত্রমেব বি-দ্যতে। তদবভাসতস্তৎসাক্ষাৎকারমাত্রতঃ শান্তং ইদন্তু জগৎ সদা নাসৎ ন সচ্চেতি বিদ্ধীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

পুনস্তন্নিশ্চয়মেব দৃঢ়মাশিষাপি সম্পাদয়তি পরমিতি দ্বাভ্যাম্। জীবশক্তেঃ প্রাণস্য জীবনং প্রাণনব্যবহারনিমিত্তম্। প্রাণস্য প্রাণমিত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ৩৩ ॥

সত্তমুদিতমীশং ব্যাততে চিৎপ্রকাশে
স্থিতমনুভববীজং স্বাত্মভাবোপদেশ্যম্।
স্বদনমন্তু চিতোন্তর্ব্রহ্ম সর্ব্বং সদৈব
ত্বমহমপি জগচ্চেত্যস্তু তে নিশ্চয়োন্তঃ॥ ৩৪॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে তৃষ্ণাবিচ্ছেদোপদেশোনাম
সপ্তদশঃ সর্গঃ॥ ১৭॥

অনুভবানাং চাক্ষুষাদীনাং বীজং মূলভূতম্। স্বাত্মভাবঃ স্বস্বরূপাবস্থিতিস্তেন দশমস্ত্বমসীতিবৎ শব্দাপরোক্ষাপাদনেনোপদেশ্যং অন্তঃস্বদনমান্তরানন্দৈকরসং ব্রহ্মৈব ত্বমহং জগচ্চ ন ততোঽন্যদস্তীত্যনুস্মৃত্য চিত উপচিতো নিশ্চয়স্তেঽস্ত্বিত্যাশীরুপদেশশ্চ॥ ৩৪॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
সপ্তদশঃ সর্গঃ॥ ১৭॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

—০()০—

বশিষ্ঠ উবাচ ॥

যুক্তাশয়ানাং মহতা-মহতানাং কুদৃষ্টিভিঃ।
স্বভাবোয়ং মহাবাহো লীলয়া চরতামিহ ॥ ১ ॥
বিহরন্নপি সংসারে জীবন্মুক্তমনামুনিঃ।
আদিমধ্যান্তবিরসা বিহসেজ্জাগতীর্গতীঃ ॥ ২ ॥
সর্ব্বপ্রকৃতকার্য্যস্থো মধ্যস্থঃ সর্ব্বদৃষ্টিষু
ধ্যেয়ং ত্বং বাসনাত্যাগ-মবলম্ব্য ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩ ॥
সর্ব্বত্র বিগতোদ্বেগঃ সর্ব্বার্থপরিপোষকঃ।
বিবেকোদ্যোতদৃষ্টাত্মা প্রবোধোপবনস্থিতিঃ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বাতীতপদালম্বী পূর্ণেন্দুশিশিরাশয়ঃ।

যথা স্থিত্যা স্থিতোবিদ্বান্ সংসারে নাবসীদতি।
সা স্থিতিৰ্ব্বিস্তরেণাত্র রাঘবায়োপদিশ্যতে ॥ ১ ॥

যুক্তাশয়ানাং সমাহিতমনসাং কামলোভাদিকুদৃষ্টিভিরহতানামদূষিতানা-ময়ং বক্ষ্যমাণপ্রকারঃ স্বভাবঃ স্থিতিঃ শ্রূয়তামিতি শেষঃ ॥ ১ ॥

আদৌ জন্মাদিদুঃখৈর্ম্মধ্যে আধ্যাত্মিকাদিদুঃখৈরন্তে মৃত্যুনরকাদিদুঃখৈ-র্ব্বিরসাঃ। বিহসেৎ হাসযোগ্যতয়া তুচ্ছীকৃত্য পশ্যেৎ। সর্ব্বেষু প্রকৃতেষু তত্তৎকালপ্রসক্তেষু কার্য্যেষু উচিতাচরণেষু তিষ্ঠতীতি স্থঃ সর্ব্বাসু শত্রু-মিত্রাদিদৃষ্টিষু মধ্যস্থঃ সমঃ ত্বং জ্ঞেয়োধ্যেয়শ্চেতি দ্বিধাবর্ণিতবাসনাত্যাগ-য়োর্ম্মধ্যে ধ্যেয়ং বাসনাত্যাগমবলম্ব্যেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বেষামর্থস্যাভিমতস্য পরিপোষকোন কস্যচিৎ বিপ্রিয়কারী। প্রবোধ-লক্ষণে উপবনে স্থিতির্যস্য ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

নোদ্বেগী ন চ তুষ্টাত্মা সংসারে নাবসীদতি ॥ ৫ ॥
সর্ব্বশত্রুষু মধ্যস্থো দয়াদাক্ষিণ্যসংযুতঃ।
প্রাপ্তকর্ম্মকরোগ্র্যাণাং সংসারে নাবসীদতি ॥ ৬ ॥
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
মৌনস্থঃ প্রকৃতারম্ভী সংসারে নাবসীদতি ॥ ৭ ॥
পৃষ্টঃ সন্ প্রকৃতং বক্তি ন পৃষ্টঃ স্থাণুবৎ স্থিতঃ।
ঈহিতানীহিতৈর্ম্মুক্তঃ সংসারে নাবসীদতি ॥ ৮ ॥
সর্ব্বস্যাভিমতং বক্তা চোদিতঃ পেশলোক্তিমান্।
আশয়জ্ঞশ্চ ভূতানাং সংসারে নাবসীদতি ॥ ৯ ॥
যুক্তাযুক্তদৃশাগ্রস্ত-মাশোপহতচেষ্টিতম্।
জানাতি লোকদৃষ্টান্তং করকোটরবিল্ববৎ ॥ ১০ ॥
পরং পদমুপারূঢ়ো ভঙ্গুরাং জাগতীং স্থিতিম্।
অন্তঃশীতলয়া বুদ্ধ্যা হসন্নিব নিরীক্ষতে ॥ ১১ ॥
জিতচিত্তা মহাত্মানো যে হি দৃষ্টপরাবরাঃ।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চেতি পাঠঃ স্পষ্টঃ। অগ্র্যাণাং গুরুপ্রভৃতীনাং সময়োচিতপ্রাপ্তসেবাপরিপালনাদিকর্ম্মকরঃ ॥ ৬ ॥

মৌনস্থো মিতভাষী। প্রকৃতারম্ভী আবশ্যককার্য্যেষ্বনলসঃ ॥ ৭ ॥

তদেবাহ পৃষ্ট ইতি ॥ ৮ ॥

অভিমতং প্রিয়ং বক্তা। চোদিত আক্ষিপ্তঃ পেশলোক্তিমান্ চতুরং সমাধাতা ॥ ৯ ॥

ইদং যুক্তমিদমযুক্তমিতি বৈষম্যদৃশা। জানাতি অপক্ষপাতিতয়া পশ্যতি। অতএব করকোটরঃ করতলগর্ত্তস্তৎপ্রতিষ্ঠিতবিল্বফলবৎ স্পষ্টমিত্যুক্তম্। একতরপক্ষপাতে তু তৎপক্ষদোষা অপরপক্ষগতগুণাশ্চ রাগদ্বেষপিহিতত্বাৎ ন স্পষ্টং ভাসন্ত ইতি ॥ ১০ ॥

অতএব বৈষম্যদর্শনাদেঃ ফলমপি জনানাং হসন্নিব তাটস্থ্যেনৈব পশ্যতীত্যাহ পরমিতি ॥ ১১ ॥

স্বভাব ঈদৃশস্তেষাং কথিতস্তব রাঘব ॥ ১২ ॥
বয়ন্তু বক্তুং মূর্খাণামজিতাত্মীয়চেতসাম্ ।
ভোগকর্দ্দমমগ্নানাং ন বিদ্মোঽভিমতং মতম্ ॥ ১৩ ॥
তেষামভিমতা নার্য্যো ভাবাভাববিভূষিতাঃ ।
জ্বালা নরকবহ্নীনাং যাস্তাঃ কনকরোচিষঃ ॥ ১৪ ॥
অনর্থগহনাশ্চার্থা ব্যর্থানর্থকদর্থনাঃ ।
দিশন্তোদুঃখসংরম্ভসম্ভিতঃ প্রহিতাপদঃ ॥ ১৫ ॥
ফলসন্ধীনি কর্ম্মাণি নানাচারময়ানি চ ।
সুখদুঃখাবপূর্ণানি তানি বক্তুং ন শক্নুমঃ ॥ ১৬ ॥
পূর্ণাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য ধ্যেয়ত্যাগবিলাসিনীম্ ।
জীবন্মুক্ততয়া স্বস্থো লোকে বিহর রাঘব ॥ ১৭ ॥

উপসংহরতি জিতেতি ॥ ১২ ॥

মুক্তস্থিতিরিব বদ্ধস্থিতিরপি তদাশয়োদ্ঘাটনেন বর্ণ্যতামিতি চেৎ মূর্খ-মনোরথভ্রান্তীনাং তৎপ্রযুক্তদুশ্চেষ্টানাং তৎফলদুঃখবৈচিত্র্যাণাঞ্চানন্ত্যান্ন সা বর্ণয়িতুং শক্যেত্যাশয়েনাহ বয়মিতি চতুর্ভিঃ ॥ ১৩ ॥

তেষাং মূর্খাণাং নার্য্যঃ স্ত্রিয়োঽভিমতা অভিলষিতা যাঃ ভাবানাং বিবেক-বুদ্ধীনামত্যন্তাভাবৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতসুকৃতানাং প্রধ্বংসাভাবৈঃ সম্ভাবিতসুকৃত-তপঃসংযমাদীনাং প্রাগভাবপরিপালনৈশ্চ বিভূষিতা আপাদমস্তকমলঙ্কৃতাঃ অতএব নরকবহ্নীনাং কনকসমানরোচিষোজ্বালা এব তা ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

তথা মূর্খাণামভিলষিতা অর্থা ধনানি তে চ অনর্থগহনা অর্জ্জনে পালনে ব্যয়ে নাশে চ বহ্বায়াসাধর্ম্মরাশিনিমিত্তভূতাঃ। ব্যর্থা অনর্থ-প্রয়োজককলহবৈরাদিকদর্থনাশ্চ যেভ্যস্তথাবিধাশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

নন্বু তেষাং তাদৃশৈরপ্যর্থৈর্যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মাচরণসিদ্ধৈর্নিস্তারঃ স্যাৎ নেত্যাহ ফলসন্ধীনীতি। যানি মূর্খাণাং যজ্ঞাদিকর্ম্মাণি তান্যপি ফলাভিসন্ধিযুক্তা-ন্যেব ন নিরভিসন্ধীনি। নানাবিধৈর্দ্দম্ভমানমদমাৎসর্য্যাদ্যাচারৈর্দ্দুরাচারৈশ্চ প্রচু-রাণি অতএব পুনর্জ্জন্মাদিপ্রযুক্তসুখদুঃখৈরবপূর্ণানীতি মূর্খাণাং কিঞ্চিদপি নিস্তারনিমিত্তং বক্তুং ন শক্নুম ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

অন্তঃ সন্ত্যক্তসর্ব্বাশো বীতরাগোবিবাসনঃ।
বহিঃসর্ব্বসমাচারো লোকে বিহর রাঘব ॥ ১৮ ॥
উদারঃ পেশলাচারঃ সর্ব্বাচারানুবৃত্তিমান্।
অন্তঃসর্ব্বপরিত্যাগী লোকে বিহর রাঘব ॥ ১৯ ॥
প্রবিচার্য্য দশাঃ সর্ব্বা যদতুচ্ছং পরং পদম্।
তদেব ভাবেনালম্ব্য লোকে বিহর রাঘব ॥ ২০ ॥
অন্তর্নৈরাশ্যমাদায় বহিরাশোন্মুখেহিতঃ।
বহিস্তপ্তোন্তরাশীতো লোকে বিহর রাঘব ॥ ২১ ॥
বহিঃ কৃত্রিমসংরম্ভো হৃদি সংরম্ভবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্ত র্লোকে বিহর রাঘব ॥ ২২ ॥
জ্ঞাতবানসি সর্ব্বেষাং ভাবানাং সম্যগন্তরম্।
যথেচ্ছসি তথা দৃষ্ট্যা লোকে বিহর রাঘব ॥ ২৩ ॥
কৃত্রিমোল্লাসহর্ষস্থঃ কৃত্রিমোদ্বেগগর্হণঃ।
কৃত্রিমারম্ভসংরম্ভো লোকে বিহর রাঘব ॥ ২৪ ॥
ত্যক্তাহঙ্কৃতিরাশ্বস্ত-মতিরাকাশশোভনঃ।
অগৃহীতকলঙ্কাঙ্কো লোকে বিহর রাঘব ॥ ২৫ ॥

অতস্ত্বমপি বিদ্বচ্চরিত্রেণৈব বিহর নান্যেনেত্যাহ পূর্ণামিত্যাদিনা ॥১৭॥১৮॥

সর্ব্বেষামজ্ঞানামপি কর্ম্মাদ্যাচারেষু অনুবৃত্তিমান্। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনামিতি ভগবদ্বচনাদিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বাঃ সংসারদশাঃ পরমার্থস্বরূপাবস্থিতিভূমিকাভেদদশাশ্চ ॥ ২০ ॥

আশোন্মুখানামিব ঈহিতানি চেষ্টা যস্য। সর্ব্বাত্মনা নৈরাশ্যপ্রকটনে ধনমিত্রাদিসংগ্রহাযোগাৎ রাজ্যপরিপালনানির্ব্বাহাদিতি ভাবঃ। অতএব ধনাদিনাশে বহিস্তপ্ত ইব তপ্তঃ অন্তস্তু আ শীতঃ সর্ব্বতঃ শীতলঃ ॥২১॥২২॥

অন্তরং ব্যবহারতঃ পরমার্থতশ্চ সারাসারতারতম্যম্। অতঃ সদ্ব্যবহারে অতিসর্গস্তবেত্যাহ যথেচ্ছসীতি ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

চন্দ্রস্তু রাত্রাবহমেব প্রকাশক ইতি গৃহীতাহঙ্কৃতিঃ ক্ষয়রোগিত্বাদনাশ্বস্ত-

আশাপাশশতোন্মুক্তঃ সমঃ সর্ব্বাসু বৃত্তিষু।
বহিঃপ্রকৃতিকার্য্যস্থো লোকে বিহর রাঘব ॥ ২৬ ॥
ন বন্ধোহস্তি ন মোক্ষোহস্তি দেহিনঃ পরমার্থতঃ।
মিথ্যেয়মিন্দ্রজালশ্রীঃ সংসারপরিবর্ত্তিনী ॥ ২৭ ॥
ভ্রান্তিমাত্রমিদং মোহাৎ জগদ্রাঘব দৃশ্যতে।
জনিতপ্রত্যয়ং স্ফারং জলং তীব্রাতপে যথা ॥ ২৮ ॥
অবদ্ধস্যৈকরূপস্য সর্ব্বগস্যাত্মনঃ কথম্।
বন্ধঃ স্যাত্তদভাবে তু মোক্ষঃ কস্য বিধীয়তে ॥ ২৯ ॥
অতত্ত্বজ্ঞানজাতেয়ং সংসারভ্রান্তিরাততা।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ ক্ষয়ং যাতি রজ্জ্বামিব ভুজঙ্গধীঃ ॥ ৩০ ॥
জ্ঞাতবানসি তত্ত্বং ত্বমেকয়া সূক্ষ্ময়া ধিয়া।
জাতোহসি নিরহঙ্কারো ব্যোমবত্তিষ্ঠ নির্ম্মলঃ ॥ ৩১ ॥
জ্ঞোহসি ত্বিত্থং তদখিলাঃ সুহৃদ্বান্ধববাসনাঃ।
সন্ত্যজাসংস্বভাবস্য কা নাম কিল ভাবনা ॥ ৩২ ॥
অপিচেত্থং তদন্যত্ত্বং সত্ত্ববাননুমীয়সে।

মতির্গৃহীতকলঙ্কলাঞ্ছনশ্চ যস্য ন তথেতি ব্যতিরেকঃ ॥ ২৫ ॥

প্রকৃতিস্তত্তদ্বর্ণাশ্রমস্বভাবস্তদুচিতকার্য্যস্থঃ প্রজাহিতকার্য্যস্থোবা ॥ ২৬ ॥

সমঃ সর্ব্বাসু বৃত্তিষিতি যদুক্তং তদ্বন্ধমোক্ষাদিবৈষম্যপ্রতিষেধেনোপপাদয়তি ন বন্ধ ইত্যাদিনা ॥ ২৭ ॥

জলং মৃগতৃষ্ণোদকম্ ॥ ২৮ ॥

কুতোন বন্ধোহস্তি তত্র যুক্তিমাহ অবদ্ধস্যেতি। অসঙ্গস্যেত্যর্থঃ। বিধীয়তে যত্নেন সম্পাদ্যতে ॥ ২৯ ॥

তর্হি কিং তত্ত্বজ্ঞানং ব্যর্থং নেত্যাহ অতত্ত্বেতি ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

জ্ঞঃ সাক্ষ্যসি তৎ তস্মাৎ সুহৃৎ বান্ধববিষয়া মমতা বাসনাঃ। অসৎস্বভাবস্য অবিদ্যমানস্বরূপস্য সুহৃদাদের্ভাবনা চিন্তনা কা নাম ন যুক্তেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

অপি চ ইত্থং মদুক্তপ্রকারেণ বাসনাত্যাগে তাভ্যোঽন্যঃ পরিশিষ্টঃ

ইদং প্রথমতঃ প্রাপ্তং পরমাদপি কারণাৎ ॥ ৩৩ ॥
ভোগবন্ধুজগদ্ভাবৈঃ কর্ম্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ।
আত্মনোনাস্তি সম্বন্ধঃ কিমেতাননুশোচসি ॥ ৩৪ ॥
আত্মতত্ত্বৈকসারোহ মিতি জাতধিয়োভয়ৈঃ।
ন তে রাগাস্তি সম্বন্ধঃ কিং বিভেষি জগদ্ভ্রমাৎ ॥ ৩৫ ॥
অজাতস্য সতোবন্ধোর্ব্বন্ধুদুঃখসুখভ্রমৈঃ।
কস্তে রাঘব সম্বন্ধো যদেতাননুশোচসি ॥ ৩৬ ॥
ত্বঞ্চেৎবভূবিথ পুরা তথেদানীং ভবিষ্যসি।
অদ্য চেহ স্থিতোসীতি জ্ঞাতবানসি নিশ্চয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

সাক্ষী ত্বং পরমার্থসত্ত্ববান্ পরিশেষাদনুমীয়সে। প্রথমতঃ বাসনাত্যাগাৎ পূর্ব্বং তে পরমাৎ কারণাৎব্রহ্মণঃ প্রলয়সুষুপ্ত্যোর্নিত্যপ্রাপ্তাদপি ইদং পরিচ্ছিন্নাসত্যরূপমেব প্রাপ্তং ন পরমার্থসত্যরূপমিতি বাসনাত্যাগ এব তৎপ্রাপ্তিহেতুর্নান্য ইত্যর্থঃ। অথবা অপিচেতি সমুচ্চয়ে। তদন্যস্মাদসৎস্বভাবাদন্যঃ পরমার্থসৎস্বভাবস্ত্বং স্বভাবেনৈবাসৎস্বভাবেভ্যোঽবিদ্যাতৎকার্য্যেভ্যঃ সত্ত্ববান্ বলবাননুমীয়সে। অতঃ পরমাদাদ্যাদবিদ্যালক্ষণাৎ কারণাদপি ইদং প্রথমতঃ অনাদিকালাৎ প্রাপ্তং বন্ধমপি ইত্থং বাসনাবদেব সত্যজেত্যনুষজ্যতে ॥ ৩৩ ॥

ভোগৈস্তৎসাধকৈর্ব্বন্ধুভির্জ্জগদ্ভাবৈঃ স্রক্‌চন্দনাদিভিস্তৎপ্রাপ্তিনিমিত্তৈঃ শুভাশুভৈঃ কর্ম্মভিশ্চ ॥ ৩৪ ॥

আত্মতত্ত্বমেবৈকঃ সারঃ সত্যঃ পরমানন্দোযস্য তথাবিধোঽহমিতি জাতা ধীর্যস্য। ভয়ৈর্ভয়হেতুভিঃ ॥ ৩৫ ॥

মম তত্ত্ববিদঃ স্বতোদুঃখং মাভূৎ বন্ধুনামজ্ঞত্বেন দুঃখিত্বাৎ তদ্দুঃখসমাগমৈর্দ্দুঃখন্তু দুর্ব্বারমিতি চেৎ তত্রাহ অজাতস্যেতি। মিথ্যাত্বাৎ বন্ধৌ অজাতে সতীত্যর্থঃ। ষষ্ঠী চানাদরে ইতি ষষ্ঠী। অথবা বন্ধোঃ সম্বন্ধিত্বাঽজাতস্য তবেতি যোজ্যম্ ॥ ৩৬ ॥

এবমাত্মনোঽসঙ্গত্বাদ্বিতীয়ত্বদর্শনে শোকাসম্ভব উক্ত ইদানীমস্ত্বাত্মা সঙ্গী তথাপি স কিং নিত্য উত ক্ষণিক উত প্রাগভাববৎ ঘটাদিবদ্বা কালা-

তদানন্তরগানন্যান্ প্রাণাদীন্নিকটস্থিতান্ ।
বন্ধূনতীতান্ সুবহূন্ কস্মাত্ত্বং নানুশোচসি ॥ ৩৮ ॥
পূর্ব্বমন্যস্তথেদানীং বভূবিথ ভবিষ্যসি ।
যদি রাম তথাপি ত্বং তদ্রূপং কিং বিমুহ্যসি ॥ ৩৯ ॥
পুরা ভূত্বাদ্য ভূত্বা চ ভূয়শ্চেম্ন ভবিষ্যসি ।
তথাপি ক্ষীণসংসারঃ কিমর্থমনুশোচসি ॥ ৪০ ॥
তস্মাৎ ন দুঃখিতা যুক্তা প্রাকৃতে জাগতে ক্রমে ।
তথৈবমুদিতা যুক্তা যুক্তং কার্য্যানুবর্ত্তনম্ ॥ ৪১ ॥
মা গচ্ছ দুঃখিতাং রাম সুখিতামপি মা ব্রজ ।
সমতামেহি সর্ব্বত্র পরমাত্মা হি সর্ব্বগঃ ॥ ৪২ ॥
অনন্তঃ সৎস্বরূপস্ত্বং খমিবাতিততান্তরম্ ।

ত্রয়ে নশ্বরঃ সর্ব্বেষপি পক্ষেষু বন্ধুশোকোন যুক্ত ইতি প্রৌঢ়্যা সমাধিৎসুঃ আদ্যে কল্পে তাবদাহ ত্বং চেদিতি। পুরা পূর্ব্বজন্মসু বভূবিথ তথা ভাবিজন্মসু ভবিষ্যসি অদ্যেদানীমিহ জন্মনি চ স্থিতোসীত্যেবংস্বভাবমাত্মানং যদি নিশ্চয়ং দৃঢ়ং জ্ঞাতবানসি তদা অনন্তরগান্ বর্ত্তমানান্ নিকটস্থিতান্ সন্নিহিতান্ বন্ধূন্ প্রাণাদীনি বেত্যধ্যাহারঃ। অনন্তজন্মস্বতীতান্ সুবহূন্ কস্মান্নানুশোচসি। বিনিগমনাবিরহাৎ সর্ব্বশোকাশক্তেশ্চ ন কাপি শোকো-যুক্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

দ্বিতীয়েপ্যাহ পূর্ব্বমিতি। ইদানীমন্তঃ অগ্রেপ্যন্যোভবিষ্যসি ইতি ক্ষণিকমাত্মানং যদি জানাসি তথাপি ত্বং কিং সদ্রূপমালম্ব্য বিমুহ্যসি শোচসি। দ্বিতীয়ক্ষণে শোচ্যস্ত শোচিতুশ্চাসত্ত্বেন শোকাবসরাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

তৃতীয়েপ্যাহ পুরেতি। তথাপ্যাত্মনাশাদেব ক্ষীণসংসারঃ ॥ ৪০ ॥

যদা আত্মনোজন্মাদিসঙ্গিত্বেপি শোকোন যুক্ত স্তদা কিং বাচ্যমসঙ্গো-দাসীননিত্যকূটস্থস্বপ্রকাশপূর্ণানন্দৈকরসত্বে স ন যুক্ত ইতীত্যাশয়েনোপ-সংহরতি তস্মাদিতি। মুদিতা সহজসন্তোষবৃত্তিঃ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

যথা জ্বালানাং কোটরে সর্ব্বতঃ প্রভাব্যাপ্তে তমসো নাবকাশস্তদ্বত্ত্ব-য্যপি তমোদুঃখাদেরিতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

প্রকাশো নিত্যশুদ্ধস্ত্বং জ্বালানামিব কোটরম্ ॥ ৪৩ ॥
জাগতানাং পদার্থানামদৃষ্টাত্মতনুস্তনুঃ।
সূক্ষ্মোসি হারমুক্তানামেকস্তন্তুরিবাততঃ ॥ ৪৪ ॥
সংসারস্থিতিরেবেয়ং যদ্ভূত্বা ভূয়তে পুনঃ।
অজ্ঞেনৈব ন তজ্‌জ্ঞেন জ্ঞোসি রাম সুখীভব ॥ ৪৫ ॥
স্বরূপমিদমস্যাস্ত্র সংস্তেঃ সততাধিমৎ।
অজ্ঞানাৎ স্ফারতামেতি জ্ঞাতবানসি সন্মতে ॥ ৪৬ ॥
রূপং কিমন্যদ্ভবতু ভ্রমমাত্রাদৃতে ভ্রমে।
স্বপ্নমাত্রাদৃতে স্বপ্নে ভবত্যন্যোহি কঃ ক্রমঃ ॥ ৪৭ ॥
সর্ব্বশক্তেরিয়ং শক্তির্ভ্রমমাত্রময়ং তথা।
রাম দৃশ্যত এবেদমাভানমতিভাস্বরম্ ॥ ৪৮ ॥
সুবন্ধুঃ কস্যচিৎ কঃ স্যাদিহ নো কশ্চিদপ্যরিঃ।
সদা সর্ব্বে চ সর্ব্বস্য সর্ব্বং সর্ব্বেশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৪৯ ॥
আলূনশীর্ণমখিল মিদমন্যোন্যসংশ্রিতম্।
অনারতং যাতি জগৎ তরঙ্গৌঘ ইবাম্ভসঃ ॥ ৫০ ॥

ত্বমেব সর্ব্বান্তর ইত্যাহ জাগতানামিতি। ন দৃষ্টা আত্মনস্তনুঃ স্বরূপং যস্য। তন্তুঃ সূক্ষ্মঃ হারভূতমুক্তাফলানাং তন্তুরিবাততোঽনুস্যূতঃ ॥ ৪৪ ॥

পুনর্জ্জন্মশঙ্কাং বারয়তি সংসারেতি। ভূত্বা উৎপদ্য পুনর্ভূয়তে ॥ ৪৫ ॥

স্বরূপং স্বভাবঃ। সততমাধিমৎ দুঃখবহুলম্ ॥ ৪৬ ॥

স্বরূপং তত্ত্বমিতি ন মন্তব্যমিত্যাহ রূপমিতি। ভ্রান্ত্যন্তরেষু তত্ত্বাপ্রসিদ্ধেরত্রাপি ন তত্ত্বমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

ননু নিস্তত্ত্বং কথং সদিতি দৃশ্যতে তত্রাহ সর্ব্বেতি। আভানং জগদাকারভানম্। অতিভাস্বরং ব্যক্তম্ ॥ ৪৮ ॥

জগতোভ্রান্তিমাত্রতাপ্রদর্শনায়ানিয়তস্বভাবতাং দর্শয়তি সুবন্ধুরিত্যাদিনা। সর্ব্বস্য সর্ব্বেপি সর্ব্বে অরয়োমিত্রাণি উদাসীনাশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্যোন্যসংশ্রিতং পরস্পরনিমিত্তম্ ॥ ৫০ ॥

অধ ঊর্দ্ধত্বমায়াতি যাত্যূর্দ্ধত্বমধস্তথা।
সংসারস্য চলস্যাস্য চক্রনেমিরিবাভিতঃ ॥ ৫১ ॥
স্বর্গস্থা নরকং যান্তি নারকাশ্চ ত্রিবিষ্টপম্।
যোনের্যোন্যন্তরং যান্তি দ্বীপাদ্দ্বীপান্তরং জনাঃ ॥ ৫২ ॥
ধীরাঃ কার্পণ্যমায়ান্তি কৃপণা যান্তি ধীরতাম্।
পরিস্ফুরন্তি ভূতানি পাতোৎপাতশতভ্রমৈঃ ॥ ৫৩ ॥
একরূপস্থিরং চক্রং স্বচ্ছং সন্তাপবর্জ্জিতম্।
নেহ সম্প্রাপ্যতে কিঞ্চিদগ্নৌ হিমকণো যথা ॥ ৫৪ ॥
যে যে নাম মহাভাগা বহবোবান্ধবাস্তথা।
বিনষ্টা এব দৃশ্যন্তে তে তে কতিপয়ৈর্দ্দিনৈঃ ॥ ৫৫ ॥
পরতাত্মীয়তান্যত্ব ত্বত্ত্বমত্ত্বাদিভাবনা।
নেহ সত্যা মহাবাহো দ্বিচন্দ্রাদিদৃশোযথা ॥ ৫৬ ॥
অয়ং বন্ধুঃ পরশ্চায়ময়ং চাহময়ং ভবান্।
ইতি মিথ্যাদৃশোরাম বিগলন্তু তবাধুনা ॥ ৫৭ ॥
ক্রীড়ার্থং ব্যবহারস্থ এতাভির্হতদৃষ্টিভিঃ।
আমূলমন্তশ্ছিন্নাভির্ব্বহির্ব্বিহর হেলয়া ॥ ৫৮ ॥
সংসারসরণাবস্থাং তথা বিহর সুব্রত।

অধ ইতি। প্রত্যক্ষং চেদং জ্যোতিশ্চক্রভাগানাং ভূমেশ্চেতি ভাবঃ ॥৫১॥
এবমুৎকর্ষাপকর্ষাবপ্যনিয়তাবেবেত্যাহ স্বর্গস্থা ইতি ॥ ৫২ ॥
ধীরা অপ্রার্থনশীলাঃ ॥ ৫৩ ॥
উপসংহরতি একরূপেতি। চক্রং পদার্থমণ্ডলম্ ॥ ৫৪ ॥
বিনাশস্তু সর্ব্বত্র নিয়ত ইত্যাহ যে যে ইতি ॥ ৫৫ ॥
অন্যনিয়তত্বা কিং ততস্তত্রাহ পরতেতি ॥ ৫৬ ॥
বিগলন্তু বিশীর্য্যন্তাম্ ॥ ৫৭ ॥
হতদৃষ্টিভির্ব্বাধিতানুবৃত্তিদৃষ্টিভিঃ। আমূলমজ্ঞানবাসনাভ্যাং সহ অন্তশ্ছিন্নাভিঃ ॥ ৫৮ ॥

ন যথৈব শ্রমশ্রান্তো বাসনাভারবানিব ॥ ৫৯ ॥
যথা যথৈষা কার্য্যাণি বাসনাক্ষয়কারিণী।
বিচারণা তবোদেতি সংশাম্যন্তি তথা তথা ॥ ৬০ ॥
অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাস্তু বিগতাবরণৈব ধীঃ ॥ ৬১ ॥
ন তদস্তি ন যত্রাহং ন তদস্তি ন যন্মম।
ইতি নির্ণীয় ধীরাণাং বিগতাবরণৈব ধীঃ ॥ ৬২ ॥
নাস্তমেতি ন চোদেতি যশ্চিদাকাশবন্মহান্।
সর্ব্বং সম্পশ্যতি স্বস্থঃ স্বস্থোভূমিতলং যথা ॥ ৬৩ ॥
সর্ব্বা এব হি তে ভূতজাতয়োরাম বন্ধবঃ।
অত্যন্তাসংযুতা এতাস্তব রাম ন কাশ্চন ॥ ৬৪ ॥
বিবিধজন্মশতাহিতসম্ভ্রমে
জগতি বন্ধুরবন্ধুরিতীক্ষণম্।

বাসনাভারবান্ অজ্ঞ ইব শ্রমশ্রান্তো যথা ন ভবস্তেব তথা অস্তাং সংসারসরণৌ বিহর ॥ ৫৯ ॥

কদা তর্হি মম ব্যবহারোপরমোভবিষ্যতি তত্রাহ যথা যথেতি। বাসনা-ক্ষয়কারিণী বিচারণা যথা যথোদেতি তথা তথা কার্য্যাণি ব্যবহারাঃ প্রশাম্যন্তি উপরংস্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

বিগতং অয়মেব বন্ধুরিতি পরিচ্ছেদলক্ষণং আবরণং যস্যাস্তাদৃশ্যেব সর্ব্বত্র সমতাদর্শিনীত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

উক্তমেবার্থং কারণোপন্যাসেন বিবৃণোতি ন তদিতি ॥ ৬২ ॥

স্বস্থঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠিতোবিক্ষেপদুঃখোপশমস্বাস্থ্যবান্ বা ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বা ইতি। অনাদৌ সংসারে সর্ব্ব যোনিষু স্বস্য বহুশোজন্মানুভবা-দিত্যর্থঃ। বন্ধুত্বেনাত্যন্তমসংযুতাঃ কাশ্চন কাশ্চিৎ অপি ন পর্য্যায়েণ সর্ব্বৈঃ সহ সম্বন্ধাদিত্যর্থঃ। অথবা দেহদ্বারকপরম্পরাসম্বন্ধাপেক্ষয়া সর্ব্ব-জীবৈঃ সহ সাক্ষাদৈকাত্ম্যসম্বন্ধস্যান্তরঙ্গত্বাৎ তেন সম্বন্ধেনাত্যন্তাসংযুতা ন কাশ্চনেত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

ভ্রমদশৈব বিবল্গতি বস্তুত

স্ত্রিভুবনং চিরবন্ধুরবন্ধ্বপি ॥ ৬৫

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে

উপশমপ্রকরণে জীবন্মুক্তবর্ণনং নাম

অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

উক্তমেবার্থং সংক্ষিপ্য বিবৃণ্বন্নুপসংহরতি বিবিধেতি। বিবিধৈর্নানাযোনি-বিচিত্রৈর্জন্মশতৈরাহিতাঃ সম্ভ্রমা যস্মিংস্তথাবিধে জগতি অয়ং বন্ধুরয়মবন্ধুরিতি ঈক্ষণং ভেদদর্শনং ভ্রমদশৈব বিবল্গতি বিজৃম্ভতে। বস্তুতস্তু জীব-ভাবদৃষ্টৌ ত্রিভুবনং ত্রিভুবনস্থং জীবজাতং নিজবন্ধুঃ ব্রহ্মভাবদৃষ্টৌ তু স্বয়-মেব সর্ব্বমিত্যবন্ধ্বপি তদেবেত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে

অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশঃ সর্গঃ।

—(*)⊂(*)—

বশিষ্ঠ উবাচ।

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ভ্রাত্রোস্ত্রিপথগাতীরে সম্বাদং মুনিপুত্ত্রয়োঃ ॥ ১ ॥
অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি কথাপ্রস্তাবতঃ স্মৃতম্।
ইতিহাসমিমং পুণ্যমাশ্রয়ং শৃণু রাঘব ॥ ২ ॥
অস্ত্যস্য জম্বুদ্বীপস্য কস্মিংশ্চিদ্গিরিকুঞ্জকে।
বনব্যূহমহোত্তংসো মহেন্দ্রোনাম পর্ব্বতঃ ॥ ৩ ॥
কল্পদ্রুমবনচ্ছায়া বিশ্রান্তমুনিকিন্নরঃ।
শৃঙ্গৈরাততমাকাশং জিতবান্ যঃ সমুন্নতৈঃ ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মলোকান্তরপ্রাপ্ত শৃঙ্গকন্দরচারিভিঃ।
সামবেদপ্রতিধ্বান ঘুংঘুমৈর্গায়তীব যঃ ॥ ৫ ॥
যঃ পয়োমেদুরৈর্ম্মেঘৈর্লসিতৈঃ শৃঙ্গকোটিষু।
লতাকুসুমসম্প্রোতৈঃ কুন্তলৈরিব রাজতে ॥ ৬ ॥

ইহোক্তসিদ্ধয়ে পুণ্যপাবনাখ্যানমুচ্যতে।
পুণ্যো যৎ পিতৃশোকার্ত্তং পাবনং সমবোধয়ৎ ॥ ১ ॥

অত্র উক্তার্থবিষয়ে ॥ ১ ॥ ২ ॥

গিরিকুঞ্জকে গিরিজালমধ্যে। নির্দ্ধারণে সপ্তমী। পুঞ্জকে ইতি পাঠঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩ ॥

আততং বিস্তীর্ণমপ্যাকাশং শৃঙ্গৈর্জ্জিতবান ব্যাপ্তবান্ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মলোকেত্যতিশয়োক্তিঃ ॥ ৫ ॥

পয়োমেদুরৈর্নীলৈরিতি যাবৎ। লসিতৈর্ব্বিদ্যুদ্ভির্ব্বিরাজমানৈঃ। কুন্তলৈঃ কেশৈঃ ॥ ৬ ॥

যস্তদোড্ডয়নোৎকানাং শরভাণাং বিজৃম্ভিতৈঃ।
বিস্ফূর্জ্জতিগুহাবক্ত্রেঃ কল্পাভ্রাণি হসন্নিব॥ ৭॥
যেন নির্ঝরনির্হ্রাদৈঃ কন্দরান্তরচারিভিঃ।
সমুদ্রজলকল্লোল-বিলাসোবিজিতোভিতঃ॥ ৮॥
তস্যৈকদেশে বিততে রত্নসানৌ মনোরমে।
মুনিভিঃস্নানপানার্থং ব্যোমগঙ্গাবতারিতা॥ ৯॥
তস্যাস্ত্রিপথগায়াস্তু তীরে বিকসিতদ্রুমে।
রত্নাদ্রিতটবিদ্যোতে কচৎকনকপিঞ্জরে॥ ১০॥
আসীদভ্যুদিতজ্ঞানস্তপোরাশিরুদারধীঃ।
মুনির্দীর্ঘতপানাম তপোমূর্ত্তমিবাপরম্॥ ১১॥
মুনের্ব্বভূবতুস্তস্য পুত্রৌ দ্বাবিন্দুসুন্দরৌ।
পুণ্যপাবননামানৌ দ্বৌ কচাবিব বাক্‌পতেঃ॥ ১২॥
স তাভ্যাং সহপুত্রাভ্যাং ভার্য্যয়া চ সহৈকয়া।
উবাস সরিতস্তীরে তস্মিন্ সফলপাদপে॥ ১৩॥
অথ কালে তয়োস্তস্য পুত্রয়োর্জ্ঞানবানভূৎ।
পুণ্যোনাম চ যো জ্যেষ্ঠো গুণজ্যেষ্ঠশ্চ রাঘব॥ ১৪॥
পাবনোর্দ্ধপ্রবুদ্ধোভূৎ পূর্ব্বসন্ধ্যাম্বুজং যথা।

তটেষু উড্ডয়নে উৎকানাং সোৎকণ্ঠানাং শরভাণামষ্টাপদানাং বিজৃম্ভিতৈর্ব্বিস্ফূর্জ্জতি গর্জ্জতি॥ ৭॥

কন্দরান্তরেষু চারিভিঃ প্রতিধ্বনিতৈরিতি যাবৎ। কল্লোলানাং বিলাসঃ সগর্জ্জিতনৃত্যম্॥ ৮॥

রত্নময়ে সানৌ প্রস্থদেশে। ব্যোমগঙ্গা মন্দাকিনী॥ ৯॥

রত্নাদ্রের্মেরোস্তটমিব বিদ্যোতমানে॥ ১০॥

অভ্যুদিতং জ্ঞানং পরমাত্মবোধোযস্য। মূর্ত্তং ধৃতশরীরম্॥ ১১॥

দ্বৌ কচাবিবেত্যভূতোপমা। বাক্‌পতের্বৃহস্পতেঃ॥ ১২॥ ১৩॥

জ্ঞানবান্ তত্ত্ববিৎ॥ ১৪॥

মৌর্খ্যাদধিগতোনাপ্তঃ পদে দোলায়িতঃ স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥
ততোবৃহত্যকলিতে কালে কলিতকারণে।
সম্বৎসরশতে জীর্ণ-দীর্ঘদেহলতায়ুষি ॥ ১৬ ॥
অস্মাদ্ভঙ্গুরভূতাঢ্যাৎ বৃত্তান্তশতভীষণাৎ।
রতিমুৎসৃজ্য সংসারাৎ জরাজর্জ্জরজীবিতঃ ॥ ১৭ ॥
কলনা-পক্ষিণী নীড়ং দেহং দীর্ঘতপা মুনিঃ।
জহৌ গিরিগুহাগেহে ভারং বৈবধিকোযথা ॥ ১৮ ॥
প্রশান্তকলনারম্ভং চেত্যরিক্তচিদাস্পদম্।
পদং জগাম নীরাগং পুষ্পগন্ধ ইবাম্বরম্ ॥ ১৯ ॥
অথ ভার্য্যা মুনের্দ্দেহং প্রাণাপানবিবর্জ্জিতম্।
দৃষ্ট্বা বিলুলিতং ভূমৌ বিনালমিব পঙ্কজম্ ॥ ২০ ॥
চিরমভ্যস্তয়া যোগযুক্ত্যা পতিবিতীর্ণয়া।
তত্যাজ তনুমম্লানাং ষট্পদী পদ্মিনীমিব ॥ ২১ ॥

অর্দ্ধপ্রবোধোঽভূৎ ইত্যস্ত বিবরণং মৌর্খ্যাদধিগতোনির্গতঃ। পদে পরমাত্মবস্তুনি চানাপ্তঃ। অন্তরালে দোলায়িতঃ স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥

অকলিতে প্রাণিভিরায়ুঃক্ষয়ত্বেনালক্ষিতে সম্বৎসরশতাত্মকে দেহলতা চ আয়ুশ্চ দেহলতায়ুষী জীর্ণে দেহলতায়ুষী যেন তথাবিধে কালে বহুত্যতিক্রামতি সতি মুনির্দ্দেহং জহাবিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ ॥ ১৬ ॥

জন্মজরামরণস্বর্গপাতনরকাদিবৃত্তান্তশতৈর্ভীষণাৎ সংসারাৎ রতিমুৎসৃজ্য কলনালক্ষণায়াঃ পক্ষিণ্যা নীড়ং দেহং জহাবিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১৭ ॥

যথা বৈবধিকো বীবধবাহকো গেহে বীবধভারং জহাতি তথেত্যর্থঃ। বিবধবীবধশব্দাবুভয়তোবদ্ধশিক্যে স্কন্ধবাহ্যে কাষ্ঠবিশেষে বর্ত্তেতে ॥ ১৮ ॥

প্রশান্তাঃ কলনারম্ভা যত্র। চৈত্যৈঃ রিক্তা রহিতা যাশ্চিতস্তত্তজ্জীবচৈতন্যানি তেষামাস্পদং প্রতিষ্ঠাভূতং পরমপদম্। যথা পুষ্পগন্ধোঽম্বরমাকাশং গচ্ছতি তদ্বৎ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

পত্যা বিতীর্ণয়া উপদিষ্টয়া যোগযুক্ত্যা অম্লানাং রোগজরাদিম্লানিরহিতামপি তনুং তত্যাজ ॥ ২১॥

ভর্ত্তারমেবানুযযৌ জনস্যাদৃষ্টতাং গতা।
প্রভাগগনকোশস্থমস্তং যাতমিবোড়ুপম্॥ ২২
মাতাপিত্রোস্তু গতয়োরৌর্দ্ধদেহিককর্ম্মণি।
পুণ্য এব স্থিতোঽব্যগ্রঃ পাবনোদুঃখমাযয়ৌ॥ ২৩॥
শোকোপহতচিত্তসৌ ভ্রমন্ কাননবীথিষু।
জ্যায়াংসমনবেক্ষৈব পাবনোবিললাপ হ॥ ২৪॥
অথৌর্দ্ধদেহিকং কৃত্বা মাতাপিত্রোরুদারধীঃ।
আযযৌ বিপিনে পুণ্যঃ পাবনং শোকলালসম্॥ ২৫॥

পুণ্য উবাচ।

কিং পুত্র ঘনতাং শোকং নয়স্যান্ধ্যেককারণম্।
বাষ্পধারাধরঃ ঘোরং প্রাবৃট্‌কাল ইবাম্বুজম্॥ ২৬॥
পিতা তব মহাপ্রাজ্ঞ গতঃ সার্দ্ধং ত্বদম্বয়া।
স্বামেব পরমাত্মাত্মপদবীং মোক্ষনামিকাম্॥ ২৭॥
তৎ স্থানং সর্ব্বজন্তূনাং তদ্রূপং বিজিতাত্মনাম্।
স্বভাবমভিসম্পন্নে কিং পিতর্য্যনুশোচসি॥ ২৮॥

ব্রহ্মীভূতং ভর্ত্তারমেব অনুযযৌ স্বয়মপি ব্রহ্মীভাবং প্রাপেতি যাবৎ। ন হি ব্রহ্মবিদাং দেশান্তরে গতিরস্তি। "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে" ইতিশ্রুতেঃ॥ ২২॥

অব্যগ্রো বিশোকঃ॥ ২৩॥

জ্যায়াংসং জ্যেষ্ঠভ্রাতরং অনবেক্ষ্য তদবৈর্ঘ্যমনালক্ষ্যেতি যাবৎ॥২৪॥২৫॥

পিতৃসমোজ্যেষ্ঠ ইতি শাস্ত্রাৎ পুত্রেতি সম্বোধনম্। শোকং দুঃখমুষ্মাণঞ্চ। ঘনতাং নিবিড়তাং মেঘতাঞ্চ। অতএব বাষ্পধারাধরমান্ধ্যেককারণমিতি চ শ্লেষাৎ সাধারণে বিশেষণে। আম্বুজং অম্বুজসম্বন্ধিনমম্বুজসদৃশনেত্রসম্বন্ধিনঞ্চ॥ ২৬॥ ২৭॥

স্থানং উৎপত্ত্যাদিকালত্রয়েপ্যাধারভূতম্। জন্তূনাং জননধর্ম্মিণাং প্রাণিনাম্। বিজিতাত্মনাং ব্রহ্মবিদাম্। রূপং স্বরূপম্। অতএব ন পিতুঃ

ঈদৃশী তু ত্বয়া বদ্ধা ভাবনেহ বিমোহজা।
সংসারে যদশোচ্যোপি ত্বয়া তাতোনুশোচ্যতে ॥ ২৯ ॥
ন চৈব ভবতোমাতা নাসাবেব পিতা তব।
ন ভবানেষ তনয়স্তয়োর্নিঃসঙ্খ্যপুত্রয়োঃ ॥ ৩০ ॥
মাতাপিতৃসহস্রাণি সমতীতানি তে সুত।
বহূন্যম্বুপ্রবাহস্য নিম্নানীব বনে বনে ॥ ৩১ ॥
অসঙ্খ্যপুত্রয়োর্নৈব ভবানেব সুতস্তয়োঃ।
সরিত্তরঙ্গবৎ পুত্র গতাঃ পুত্রগণা নৃণাম্ ॥ ৩২ ॥
অস্মৎপিত্রোরতীতানি পুত্রলক্ষ্যাণ্যনেকশঃ।
পত্রকোরকবৃন্তানি লতাবিটপয়োরিব ॥ ৩৩ ॥
মিত্রবান্ধববৃন্দানি জন্তোর্জ্জন্মনি জন্মনি।
ঋতাবৃতাবতীতানি ফলানীব মহাতরোঃ ॥ ৩৪ ॥
শোচনীয়া যদি স্নেহাৎ মাতাপিতৃসুতাঃ সুত।
তদতীতানশোচ্যন্তে কিমজস্রং সহস্রশঃ ॥ ৩৫ ॥
প্রপঞ্চোয়ং মহাভাগ দৃশ্যতে জাগতে ভ্রমে।
পরমার্থেন তে প্রাজ্ঞ নাস্তি মিত্রং ন বান্ধবাঃ ॥ ৩৬ ॥

শোচ্যতেত্যাহ স্বভাবমিতি ॥ ২৮ ॥

ঈদৃশী ইয়মেব মম মাতা অয়মেব মম পিতা ইত্যেবংরূপা। বৎ বয়া ভাবনয়া ॥ ২৯ ॥

নিঃসঙ্খ্যা সঙ্খ্যাতুমশক্যাঃ পুত্রা যয়োঃ ॥ ৩০ ॥

নিম্নানি গম্ভীরস্থানানীব ॥ ৩১ ॥

হে পুত্র নৃণামন্তেষামপি ॥ ৩২ ॥

বিটপগ্রহণেন বিটপী লক্ষ্যতে। বিটপিনোরিবেতি বা পাঠঃ ॥৩৩॥৩৪॥

ন শোচ্যন্তে ত্বয়েতি শেষঃ ॥ ৩৫ ॥

জাগতে জগৎকল্পনানিমিত্তে ভ্রমে মোহে সত্যেব দৃশ্যতে। পরমার্থেন পরমার্থতস্ত তে তব ন। তথাচোক্তং বার্ত্তিকে "অবিদ্যাস্তীত্যবিদ্যায়া-

ন নাশ ইব হি ভ্রাতঃ পরমার্থেন বিদ্যতে।
মহত্যপি চিরাতপ্তে মরাবিব পয়োলবাঃ॥ ৩৭ ॥
এতায়াঃ প্রেক্ষসে লক্ষ্মীশ্ছত্রচামরচঞ্চলাঃ।
স্বপ্ন এব মহাবুদ্ধে দিনানি ত্রীণি পঞ্চ বা ॥ ৩৮ ॥
দৃষ্ট্যা তু পারমার্থিক্যা পুত্র সত্যং বিচারয়।
নৈব ত্বং ন বয়ং চৈব ভ্রান্তিমন্তঃ পরিত্যজ ॥ ৩৯ ॥
অয়ং গতোমৃতশ্চায়-মিতি দুর্দৃষ্টয়ঃ পুরঃ।
স্বসঙ্কল্পোপপাতোত্থা দৃশ্যন্তে ন তু সত্যতঃ ॥ ৪০ ॥
অজ্ঞানবিস্তীর্ণমরৌ বিলোলং
শুভাশুভস্যন্দময়ৈস্তরঙ্গৈঃ।
স্ববাসনানাম মরীচিবারি
পরিস্ফুরত্যেতদনন্তরূপম্ ॥ ৪১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে পাবনবোধনং নামৈ-
কোনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

মেবাসি ত্বা প্রকল্প্যতে। ব্রহ্মদৃষ্ট্যা ত্ববিদ্যোঽয়ং ন কথঞ্চন যুজ্যতে” ইতি ॥৩৬ ॥

পরমার্থেন পরমার্থদৃষ্ট্যা। মরোর্শ্মরুত্বাদেব পয়োলবা ন সন্তি তত্র চিরাতপ্তে সুতরাম্। তথা ব্রহ্মস্বাভাব্যাদেব নাশোনাস্তি তত্র তত্ত্ববোধে সুতরামিতি দ্যোতনায়াপি শব্দঃ ॥ ৩৭ ॥

লক্ষ্মীঃ রাজ্যাদিসম্পদঃ। স্বপ্ন এব তা ইতি শেষঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

স্বসঙ্কল্পলক্ষণো য উপতাপঃ সন্নিপাতভ্রমস্তদুত্থাঃ পুরোদৃশ্যন্তে॥ ৪০ ॥

অজ্ঞানলক্ষণেনাতপেন বিস্তীর্ণে আচ্ছন্নে মরৌ মরুভূমিসদৃশে আত্মনি। স্বসঙ্কল্পবাসনানামকং মরীচিবারি মৃগতৃষ্ণোদকম্ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
একোনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশঃ সর্গঃ ।

—()○()—

পুণ্য উবাচ ।

কঃ পিতা কিঞ্চ বা মিত্রং কা মাতা কে চ বান্ধবাঃ ।
স্ববুদ্ধ্যৈবাবধূয়ন্তে বাত্যয়া জনপাংসবঃ ॥ ১ ॥
বন্ধুমিত্রসুতস্নেহদ্বেষমোহদশাময়ঃ ।
স্বসংজ্ঞামাত্রকেণৈব প্রপঞ্চোঽয়ং বিতন্যতে ॥ ২ ॥
বন্ধুত্বে ভাবিতোবন্ধুঃ পরত্বে ভাবিতঃ পরঃ ।
বিষামৃতদশেবেহ স্থিতির্ভাবনিবন্ধনী ॥ ৩ ॥
একত্বে বিদ্যমানস্য সর্ব্বগস্য কিলাত্মনঃ ।

মানাযোনিষু জন্মানি পাবনস্যাত্মনস্তথা ।
ইহ পুণ্যেন কীর্ত্ত্যন্তে শোকমোহাপনুত্তয়ে ॥ ১ ॥

শোকস্য মোহমূলকত্বাৎ মোহাপনয়নেনৈবাস্য শোকোঽপনেয় ইতি মন্য-মানঃ পুণ্যস্তদ্বিষয়াণাং পিত্রাদীনামনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ মিথ্যাত্বং প্রতিজ্ঞায় জ্ঞানা-পনোদ্যতামাহ কঃ পিতেতি। কঃ কিংস্বরূপঃ। তত্ত্বতোনির্ব্বক্তুমশক্যাঃ সর্ব্বেপীত্যর্থঃ। স্ববুদ্ধ্যা স্বভ্রান্ত্যৈবাবধূয়ন্তে উত্থাপ্যন্তে। অথবা স্ববিবেক-বুদ্ধিলক্ষণয়া বাত্যয়া স্বজনপাংসবোঽবধূয়ন্তে নিরস্যন্তে ॥ ১ ॥

স্নেহদ্বেষমোহদশালক্ষণ আময়োরোগঃ। স্বসংজ্ঞা স্বকৃতঃ সঙ্কেতস্তন্মাত্র-কেণৈব ॥ ২ ॥

উক্তমুপপাদয়তি বন্ধুত্বে ইতি। ভাবিতোদৃঢ়ভাবনয়া সঙ্কেতিতঃ। পরত্বে শত্রুত্বে। যথা বিষকৃমিভির্ব্বিষস্য জীবনহেতুত্বেন দৃঢ়ভাবনাৎ তান্ প্রতি অমৃতদশা অন্যৈস্তদ্বিপরীতভাবনাৎ বিষদশা চেতি ভাবনিবন্ধনী স্থিতি-স্তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

আত্মাং বন্ধুতত্ত্বচিন্তা তদনুশোচিনস্তব স্বতত্ত্ববিমর্শমাত্রেণ তে নিরসিতুং

অয়ং বন্ধুঃ পরশ্চায় মিত্যসৌ কলনা কুতঃ ॥ ৪ ॥
রক্তমাংসাস্থিসংঘাতাদ্দেহাদেবাস্থিপঞ্জরাৎ ।
কোহং স্যামিতি চিত্তেন স্বয়ং পুত্র বিচারয় ॥ ৫ ॥
দৃষ্ট্যা তু পারমার্থিক্যা ন কশ্চিত্ত্বং ন বাস্ম্যহম্ ।
মিথ্যাজ্ঞানমিদং পুণ্যঃ পাবনশ্চেতি বল্গতি ॥ ৬ ॥
কস্তে পিতা কশ্চ সুহৃৎ কা মাতা কশ্চ বাপরঃ ।
স্বস্থানস্তবিলাসস্য কিমস্বং কিং স্বমুচ্যতাম্ ॥ ৭ ॥
অসি চেৎ ত্বং তদন্যেষু যাতেষু বহুজন্মসু ।
যে বন্ধবো যে বিভবাঃ কিং তানপি ন শোচসি ॥ ৮ ॥
বভূবুস্তে সুপুষ্পাসু স্থলীষু মৃগযোনিষু ।
বহবোবন্ধবো মার্গাস্তান্ কথং নানুশোচসি ॥ ৯ ॥
বভূবুস্তে সপদ্মাসু তটীষম্ভোজিনীষু তে ।

শক্যা ইত্যাশয়েনাহ একত্বে ইতি। সর্ব্বদেহেম্বেকত্বে অভিন্নত্বে ॥ ৪ ॥

নম্বহং কথং সর্ব্বদেহেম্বেক ইতি চেদহং প্রত্যয়বেদ্যমেব কোসাবিতি বিমৃশেত্যাহ রক্তেতি। রক্তাদিজড়সঙ্ঘাতাদ্দেহাদন্যশ্চেতনস্বভাবঃ কোহং স্যামিতি বিচারয়েত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ত্বং পাবনশব্দবাচ্যো দেহাদির্ন কশ্চিৎ। অহং পুণ্যশব্দবাচ্যঃ। মিথ্যাজ্ঞানং দেহাত্মতাভ্রম এব বল্গতি প্রথতে ॥ ৬ ॥

এবং পিত্রাদিশরীরমপি বিমর্শে ভ্রান্তিরেবেত্যাহ ক ইতি। যদি তু দেহাদ্যুপাধিনিষ্কৃষ্টাং চিদাকাশমেবাহং ত্বং পিত্রাদয়শ্চেতি মন্যসে তদা মম পিতা মম ভ্রাতেত্যাদিভেদঘটিতঃ স্বত্বাদিসম্বন্ধোন ঘটত এবেত্যাহ স্বস্থেতি। স্বস্থ চিদাকাশস্য ॥ ৭ ॥

লিঙ্গশরীরাণ্যেবাহং মদ্বান্ধবাশ্চেতি চেৎ তত্রাহ অসি চেদিতি। ত্বং মদ্ব্যাবৃত্তলিঙ্গাত্মা অসি চেৎ তৎ তদা যাতেম্বতীতেষু কিং কিমর্থং ন শোচসি ॥ ৮ ॥

জন্মান্তরবন্ধূন্ প্রপঞ্চয়তি বভূবুরিত্যাদিনা। মার্গাঃ মৃগযোনিজা জীবাঃ॥৯॥

অম্ভোজিনীষু পদ্মবনীষু নদ্যাদিতটীষু হংসশ্চ তে তে তৎকালপ্রসিদ্ধা-

হংসস্থ বন্ধবোহংসাস্তান্ কথং নানুশোচসি ॥ ১০ ॥
বভূবুস্তেঽলমন্যত্র চিত্রাস্থ বনরাজিষু।
বহবোবন্ধবোবৃক্ষাস্তান্ কথং নানুশোচসি ॥ ১১ ॥
বভূবুস্তে মহোগ্রেষু শিখরেষু মহীভৃতাম্।
বহবোবান্ধবাঃ সিংহাস্তান্ কথং নানুশোচসি ॥ ১২ ॥
বভূবুস্তে স্রবন্তীষু সরঃস্বম্ভোজিনীষু চ।
বহবোবান্ধবা মৎস্যাস্তান্ কথং নানুশোচসি ॥ ১৩ ॥
বভূবিথ দশার্ণেষু কপিলোবনবানরঃ।
রাজপুত্রস্তুষারেষু পুণ্ড্রেষু বনবায়সঃ ॥ ১৪ ॥
হৈহয়েষু চ মাতঙ্গস্ত্রিগর্ত্তেষু চ গর্দ্দভঃ।
শাল্বেষু সরমাপুত্রঃ পতত্রী সরলদ্রুমে ॥ ১৫ ॥
বিন্ধ্যাদ্রৌ পিপ্পলোভূত্বা ঘুণোভূত্বা মহাবটে।
মন্দরে কুক্কুটোভূত্বা বিপ্রোজাতোসি কন্দরে ॥ ১৬ ॥
কোসলেষু দ্বিজোভূত্বা ভূত্বা বঙ্গেষু তিত্তিরিঃ।
অশ্বোভূত্বা তুষারেষু জাতস্ত্বং ব্রহ্মণোধ্বরে ॥ ১৭ ॥
যঃ কীটস্তালকন্দান্তর্ম্মশকো য উডুম্বরে।

হংসা বন্ধবো বভূবুঃ। তটীষম্ভোধিযোষিতামিতি :পাঠে নদীনাং তটীষিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অন্যত্রান্যেষু জন্ম। অলমত্যন্তং বন্ধবোবভূবুঃ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

স্রবন্তীষু নদীষু ॥ ১৩ ॥

ইদানীং ভ্রাতুর্জ্জন্মভেদান্ যোগবলেন দৃষ্টান্ বিশিষ্য স্মারয়ন্নাহ বভূবিথেতি। দশার্ণতুষারপুণ্ড্রাদয়ো দেশবিশেষাঃ ॥ ১৪ ॥

সরমা শুনী তস্যাঃ পুত্রঃ। পতত্রী পক্ষী অর্থাৎ শাল্বেষেব ॥ ১৫ ॥

ঘুণঃ কাষ্ঠকীটকঃ অর্থাৎ মন্দরস্যৈব কন্দরে দরীপ্রদেশে ॥ ১৬ ॥

পুষ্করেষু প্রসিদ্ধে ব্রহ্মণঃ প্রজাপতেরধ্বরে জাতঃ পশুরিতি শেষঃ। যাত ইতি বা পাঠঃ ॥ ১৭ ॥

যঃ প্রাক্ বকোবিন্ধ্যবনে স ত্বং পুত্র মমানুজ ॥ ১৮ ॥
হিমবৎকন্দরে ভূর্জ্জতনুত্বগ্‌গ্রন্থিকোটরে।
পিপীলিকোযঃ ষণ্মাসান্ সোয়ং ত্বমনুজোমম ॥ ১৯ ॥
স্থিতঃ সীমান্তকুগ্রাম-গোময়ে যশ্চ বৃশ্চিকঃ।
সার্দ্ধসম্বৎসরং সাধো সোয়ং ত্বমনুজোমম ॥ ২০ ॥
পুলিন্দীস্তনপীঠেষু নিলীনং যেন কাননে।
ষট্‌পদেনেব পদ্মেষু সোয়ং ত্বমনুজোমম ॥ ২১ ॥
এতাস্বন্যাসু বহ্বীষু জনযোনিষু পুত্রক।
জাতোসি জম্বুদ্বীপেস্মিন্ পুরা শতসহস্রশঃ ॥ ২২ ॥
ইত্থং তবাত্মনশ্চৈব প্রাক্তনং বাসনাক্রমম্।
পশ্যামি সূক্ষ্ময়া বুদ্ধ্যা সম্যগ্‌দর্শনশুদ্ধয়া ॥ ২৩ ॥
মমাপি বহ্ব্যোবহুধা যোনয়োমোহমন্থরাঃ।
সমতীতাঃ স্মরাম্যদ্য তা জ্ঞানোদিতয়া দৃশা ॥ ২৪ ॥
ত্রিগর্ত্তেষু শুকোভূত্বা ভেকোভূত্বা সরিত্তটে।
বনেষু লাবকোভূত্বা জাতোহমিহ কাননে ॥ ২৫ ॥
ভুক্ত্বা পুলিন্দতাং বিন্ধ্যে কৃত্বা বঙ্গেষু বৃক্ষতাম্।
উষ্ট্রত্বমপি বিন্ধ্যাদ্রৌ জাতোহমিহ কাননে ॥ ২৬ ॥
যশ্চাতকোহিমগিরৌ যো রাজা পৌণ্ড্রমণ্ডলে।

তালতরোঃ কন্দোমূলং তদন্তঃ। ত্রীণ্যপি জন্মানি বিন্ধ্যবনে ॥ ১৮ ॥
ভূর্জ্জবৃক্ষস্য তন্বী মৃদুলা যা ত্বক্ তদ্‌গ্রন্থিপ্রভবে কোটরে বিলে ॥ ১৯ ॥
অর্থাৎ স্বদেশসীমায়া অন্তে যঃ কুগ্রামস্তত্রত্যে শুষ্কগোময়োৎকরে ॥ ২০ ॥
লীনং অর্থাৎ পুলিন্দীশিশুজন্মপ্রাপ্যেতি গম্যতে ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥
ভ্রাতৃজন্মোক্তীরূপসংহৃত্য স্বজন্মভেদান্ বক্তুমারভতে মমাপীতি। মোহ-মন্থরা অজ্ঞানজড়াঃ ॥ ২৪ ॥
লাবকঃ ক্ষুদ্রপক্ষিবিশেষঃ ॥ ২৫ ॥
বৃক্ষতাং কৃত্বা বৃক্ষজন্ম ভুক্ত্বেত্যর্থঃ। উষ্ট্রত্বমুষ্ট্রজন্ম। হ্যাজত্বমিতি পাঠেপি

ব্যাঘ্রোযঃ সূহ্মকুঞ্জেষু স এবাহং তবাগ্রজঃ ॥ ২৭ ॥
যোগৃধ্রোদশবর্ষাণি যোগ্রাহো মাসপঞ্চকম্।
যঃ সমানাং শতং সিংহঃ স এবেহ তবাগ্রজঃ ॥ ২৮ ॥
আন্ধ্রগ্রামচকোরেণ তুষারনৃপরাজিনা।
শ্রীশৈলাচার্য্যপুত্রেণ দস্তবৎ কথ্যতে ময়া ॥ ২৯ ॥
সর্ব্বে বিবিধসংসারা বিবিধাচারচেষ্টিতাঃ।
বিলাসা জন্মনোভ্রান্তেঃ স্মর্য্যন্তে প্রাক্তনা ময়া ॥ ৩০ ॥
এবংস্থিতে জগজ্জাতা বান্ধবাঃ শতশোগতাঃ।
পিতরোমাতরশ্চৈব ভ্রাতরঃ সুহৃদস্তথা ॥ ৩১ ॥
কাংস্তান্ সমনুশোচাবোন শোচাবশ্চ কানপি।
বন্ধূনিহাতিশোচাব ঈদৃশ্যেব জগদ্গতিঃ ॥ ৩২ ॥
অনন্তাঃ পিতরোযান্তি যান্ত্যনন্তাশ্চ মাতরঃ।
ইহ সংসারিণাং পুংসাং বনপাদপপর্ণবৎ ॥ ৩৩ ॥
কিং প্রমাণমতঃ পুত্র দুঃখস্যাত্র সুখস্য চ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য তিষ্ঠাবঃ স্বচ্ছতাং গতৌ ॥ ৩৪ ॥
প্রপঞ্চভাবনাং ত্যক্ত্বা মনস্যহমিতি স্থিতাম্।

ন্যাজপৃষ্ঠমুষ্ট্রত্বমেব ভুক্ত্বা ইহ জাত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

ইহ অস্মিন্ জন্মনি ॥ ২৮ ॥

তুষারেষু হিমবৎপ্রদেশেষু নৃপবন্বিরাজনশীলেন মাণ্ডলিকেনেত্যর্থঃ। অপুণ্যস্য স্বস্য লোকবঞ্চনায় পুণ্যনাম্না প্রখ্যাপনং দম্ভস্তদ্বৎ স্থিতেন ময়েত্যুৎপ্রেক্ষা। ময়েদং কথ্যতে তবেতি পাঠে তু স্পষ্টম্ ॥ ২৯ ॥

জন্মনঃ জন্মভেদরূপায়া ভ্রান্তের্ব্বিলাসাঃ ॥ ৩০ ॥

উপসংহৃত্য প্রকৃতে যোজয়তি এবংস্থিতে ইতি ॥ ৩১ ॥

তান্ প্রাক্তনান্ বন্ধূন্ কান্ শোচাবঃ। তান্ বন্ধূনতিক্রম্য ইহ কান্ শোচাবঃ। ন কাংশ্চিদপি শোচাবঃ। যত ঈদৃশেব জগদ্গতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

কিং প্রমাণমবধিঃ। সর্ব্বং শোকং দৃশ্যমাত্রং বা ॥ ৩৪ ॥

তাং গতিং গচ্ছ ভদ্রং তে যাং যান্তি গতিকোবিদাঃ ॥৩৫॥
ইহাজবঞ্জবীভাবং পতনোৎপাতনাত্মকম্ ।
ন চ শোচন্তি সুধিয়শ্চিরং বল্গন্তি কেবলম্ ॥ ৩৬ ॥
ভাবাভাববিনির্ম্মুক্তং জরামরণবর্জ্জিতম্ ।
সংস্মরাত্মানমব্যগ্রো মা বিমূঢ়মনা ভব ॥ ৩৭ ॥
ন তে দুঃখং ন তে জন্ম ন তে মাতা ন তে পিতা ।
আত্মৈবাসি ন সম্বুদ্ধে ত্বমন্যঃ কশ্চিদেব হি ॥ ৩৮ ॥
অস্যাং সংসারযাত্রায়াং নানাভিনয়দায়িনঃ ।
অজ্ঞা এব নরাঃ সাধু রসভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৩৯ ॥
মধ্যস্থদৃষ্টয়ঃ স্বস্থা যথা প্রাপ্তার্থদর্শিনঃ ।
তজ্জ্ঞাস্তু প্রেক্ষকা এব সাক্ষিধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪০ ॥
কর্ত্তারোপি ন কর্ত্তারো যথা দীপা নিশাগমে ।
আলোককর্ম্মণামেবং তজ্জ্ঞা লোকস্থিতাবিহ ॥ ৪১ ॥
প্রতিবিম্বে ন দৃশ্যন্তে স্বাত্মবিম্বগতৈরপি ।

গতিকোবিদা আত্মাবগতিকুশলাঃ ॥ ৩৫ ॥

পতনমধোগতিরুৎপতনমূর্দ্ধগতিস্তদাত্মকং আজবংজবীভাবমবিশ্রান্তভ্রমণম্ । কেবলং নিরভিমানতয়া বল্গন্তি ব্যবহরন্তি ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

ত্বমাত্মৈবাসি নান্যঃ অনাত্মভূতদেহাদিঃ কশ্চিত্ত্বমসীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

নর্ত্তকবৎ নানাভিনয়া অভিনিবেশচেষ্টাস্তদ্দায়িনস্তৎকারিণোঽজ্ঞা মূঢ়া এব নরাঃ সাধুরসভাবঃ পুরুষার্থসারতাবুদ্ধিস্তেন সমন্বিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

তজ্জ্ঞাস্তত্ত্বজ্ঞাস্তু তটস্থদৃষ্টয় উদাসীনাঃ প্রেক্ষকা এব। অতএব সাক্ষিধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪০ ॥

নিশায়া আগমে আগমনে সতি আলোককর্ম্মণাং প্রকাশনক্রিয়াণাং যথা দীপাঃ সন্নিধিমাত্রেণ কর্ত্তারোপি অব্যাপ্রিয়মাণত্বাদকর্ত্তার এবং তজ্জ্ঞা লোকব্যবহারস্থিতাবিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

দৃষ্টান্তান্তরমাহ প্রতিবিম্বে ইতি। যথা করাদিগতদর্পণা রত্নাদ্যাঃ প্রতি-

যথা দর্পণবৃত্ত্বাদ্যাস্তথা কার্য্যে মহাধিয়ঃ ॥ ৪২ ॥

সর্ব্বৈষণাময়কলঙ্কবিবর্জ্জিতেন

স্বস্থাত্মভাবকলিতেন হৃদব্জমধ্যে।

পুত্রাত্মনাত্মনি মহামুনিনামুনৈব

সন্ত্যজ্য সম্ভ্রমমলং পরিতোষমেহি ॥ ৪৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে

উপশমপ্রকরণে পাবনবোধো

বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

বিম্বোপাধয়ঃ স্বাত্মনোবিম্বভূতসর্ব্বদেহগতৈঃ সর্ব্বৈর্ধর্ম্মৈঃ সহাপি স্বাত্মনি মুকুরে প্রতিবিম্বে বিম্বধর্ম্মান্তরবৎ স্বয়ং নিবিষ্টা ন দৃশ্যন্তে তদ্বৎ স্বাত্মন্যধ্যস্তে কার্য্যে কর্ত্তারোপি মহাধিয়ঃ স্বয়মভিনিবিষ্টা ন ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

হে পুত্র সর্ব্বৈরেষণাময়কলঙ্কৈর্ব্বিবর্জ্জিতেন অতএব মুনিনা মননশীলেন আত্মনা স্বেনৈব হৃদব্জমধ্যে স্বস্থাত্মস্বভাবেন কলিতেন সাক্ষাৎকৃতেন সংসারসম্ভ্রমং অলং নিঃশেষং ত্যক্ত্বা অমুনা পরিশিষ্টেনাত্মনৈব পরিতোষমেহীত্যর্থঃ॥৪৩

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে

বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশঃ সর্গঃ

-০()০()০-

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবংপ্রবোধিতস্তেন তদা পুণ্যেন পাবনঃ।
প্রবোধমাপ প্রাকাশ্যং প্রভাত ইব ভূতলম্ ॥ ১ ॥
উভাবপি ততঃ সিদ্ধৌ জ্ঞানবিজ্ঞানপারগৌ।
বিচেরতুর্ব্বনে তস্মিন্ যাবদিচ্ছমনিন্দিতৌ ॥ ২ ॥
ততঃ কদাচিৎ কালেন নির্ব্বাণপদমাগতৌ।
তৌ বিদেহৌ গতস্নেহৌ দীপাবিব শমং গতৌ ॥ ৩ ॥
এবং প্রাক্ ভুক্তদেহানামনন্তা জনবন্ধুতা।
আঃ কৈঃ কিং গৃহ্যতে তাভ্যঃ কিং বা সন্ত্যজ্যতেনঘ ॥৪॥
তস্মাদাসামনন্তানাং তৃষ্ণানাং রঘুনন্দন।
উপায়স্ত্যাগ এবৈকো ন নাম পরিপালনম্ ॥ ৫ ॥
চিন্তনেনৈধতে চিন্তা ত্বিন্ধনেনেব পাবকঃ।

তৃষ্ণাপাশক্ষয়োমোক্ষো হ্যাশয়া চিত্তবৃত্তয়ঃ ॥
নিরাশস্তাত্মপূর্ণস্ত স্বতোমুক্তিরিতীর্য্যতে ॥ ১ ॥

প্রবোধং পরিনিষ্ঠিতমাত্মনিশ্চয়ম্ ॥ ১ ॥

যাবদিচ্ছং প্রারব্ধক্ষয়পর্য্যন্তমিতি যাবৎ ॥ ২ ॥

গতস্নেহৌ ক্ষীণতৈলৌ ॥ ৩ ॥

উক্তমাখ্যানমুপসংহৃত্য প্রকৃতে যোজয়তি এবমিতি। জনবন্ধুতা স্বজনবন্ধুসমূহঃ আঃ ইতি বিস্ময়ে নিপাতঃ। গৃহ্যতে শোচ্যত্বেনোপাদীয়তে ॥৪॥

আসাং সর্ব্বশোকাদিমূলভূতানাং প্রতিবিষয়মনন্তানাম্। পরিপালনং বিষয়সম্পাদনৈরভিবর্দ্ধনম্ ॥ ৫ ॥

নশ্যত্যচিন্তনেনৈব বিনেন্ধনমিবানলঃ ॥ ৬ ॥
ধ্যেয়ত্যাগরথারূঢ়ঃ করুণোদারয়া দৃশা।
লোকমালোকয়ন্ দীনমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাঘব ॥ ৭ ॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ স্বচ্ছা নিষ্কামা বিগতাময়া।
এনাং প্রাপ্য মহাবাহো বিমূঢ়োপি ন মুহ্যতি ॥ ৮ ॥
একং বিবেকং সুহৃদমেকাং প্রৌঢ়সখীং ধিয়ম্।
আদায় বিহরন্নেবং সঙ্কটেষু ন মুহ্যতি ॥ ৯ ॥
বিনিবারিতসর্ব্বার্থাৎ অপহস্তিতবান্ধবাৎ।
ন স্বধৈর্য্যাদৃতে কশ্চিদভ্যুদ্ধরতি সঙ্কটাৎ ॥ ১০ ॥
বৈরাগ্যেণাথ শাস্ত্রেণ মহত্ত্বাদিগুণৈরপি।
যত্নেনাপদ্বিঘাতার্থং স্বয়মেবোন্নয়েন্মনঃ ॥ ১১ ॥
ন তত্ত্রিভুবনৈশ্বর্য্যান্ন কোশাদ্রত্নধারিণঃ।
ফলমাসাদ্যতে চিত্তাৎ যন্মহত্ত্বোপবৃংহিতাৎ ॥ ১২ ॥
তদেতস্মিন্ জগৎকুক্ষৌ পাতোৎপাতনদোলনৈঃ।

বিষয়াচিন্তনমেব তৎপরিত্যাগ ইত্যাশয়েনাহ চিন্তনেনেতি। এধন্তে বর্দ্ধন্তে ॥ ৬ ॥

ধ্যেয়ত্যাগঃ প্রাগ্বর্ণিতধ্যেয়বাসনাত্যাগঃ। করুণা সর্ব্বভূতানুকম্পা। আতিষ্ঠ অনুতিষ্ঠ। প্রকৃতব্যবহারমিতি শেষঃ ॥ ৭ ॥

বিমূঢ়োব্যবহারেষ্বচতুরোপি ন মুহ্যতি ॥ ৮ ॥

বিবেকলক্ষণং সুহৃদং মিত্রম্। ধিয়ং পরমার্থবোধলক্ষণাং প্রিয়সখীম্ ॥ ৯ ॥

বিনিবারিতাঃ পরিত্যক্তাঃ সর্ব্বে অর্থা ধনানি যেন। অপহস্তিতা অন্তঃস্নেহবিচ্ছেদাদপহস্তিতা হস্তেন ককুদি প্রণোদ্য নিরস্তা ইব বান্ধবা যেন। অভ্যুদ্ধরতি সঙ্কটাদুন্নয়তি স্বমিতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

উন্নয়েৎ উৎকর্ষং নয়েৎ বিষয়গর্ত্তাদুদ্ধরেদ্বা ॥ ১১ ॥

তৎ সর্ব্বদুঃখপ্রশমনোপলক্ষিতনিরতিশয়ানন্দলাভলক্ষণং ফলম্। মহত্ত্বং তুচ্ছবিষয়ানভিলাষত্বেনোপবৃংহিতাদুপচিতাৎ ॥ ১২ ॥

পাতা অধোগতয়ঃ উৎপতনান্যূর্দ্ধগতয়ঃ দোলনানি মর্ত্ত্যলোকেষেব

পতন্তি পুরুষা যে বৈ মনস্তেষাং গতজ্বরম্ ॥ ১৩ ॥
পূর্ণে মনসি সম্পূর্ণং জগৎ সর্ব্বং সুধাদ্রবৈঃ।
উপানদ্গূঢ়পাদস্য ননু চর্ম্মাস্তৃতৈব ভূঃ ॥ ১৪ ॥
বৈরাগ্যাৎ পূর্ণতামেতি মনোনাশাবশানুগম্ ।
আশয়া রিক্ততামেতি শরদেব সরোমলম্ ॥ ১৫ ॥
হৃদয়ং শূন্যতামেতি প্রকটীকৃতকোটরম্ ।
অগস্তিপীতার্ণববদাশাবিবশচেতসাম্ ॥ ১৬ ॥
যস্য চিত্ততরৌ স্ফারে তৃষ্ণা চপলমর্কটী ।
ন বল্গতি মহত্তস্য রাজতে হৃদ্বনং ততম্ ॥ ১৭ ॥

জন্মপরম্পরয়া ভ্রমণানি চ তৈস্তন্নিমিত্তভূতৈর্ব্বিষয়াভিলাষৈর্যে পতন্তি তেষাং মনঃ সদৈব গতজ্বরং প্রাপ্তসন্তাপমেব ন কদাচিৎ বিশ্রাম্যতীত্যর্থঃ। অথবা পূর্ব্বশ্লোকান্বেত্যনুবর্ত্ত্য যে ন পতন্তি তেষাং মনো গতজ্বরং নিঃসন্তাপমিতি ব্যাখ্যেয়ম্। পুনন্তি যতন্তে ইতি বা পাঠে পাতয়ন্ত্যুৎপাতয়ন্তি চ যে বিষয়রাগান্তে পাতোৎপাতনাস্তেভ্যোদোলনৈরুৎক্ষেপণৈঃ প্রত্যাহারোপায়ৈ-রাত্মনি স্থৈর্য্যাপাদনেন যে মনঃ পুনন্তি যতন্তে বা তেষাং মনো গতজ্বরং শান্তত্রিবিধতাপং ভবতীতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ১৩ ॥

নম্ন সন্তাপহেতুম্বাধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকেষু রোগবর্ষাতপচোর-সর্পাদিষু সৎস্ব কথং মনঃপ্রশান্তিমাত্রেণ সর্ব্বতাপনিবৃত্তিঃ স্যাৎ তত্রাহ পূর্ণে ইতি। ত্রিবিধা অপি সন্তাপা মনোদোষমূলা এব। মনসি বিশুদ্ধব্রহ্মা-মৃতরসপূর্ণে সতি সর্ব্বং জগদানন্দপূর্ণমেব ভাতি। যথা মৃদুলোপানদ্ভ্যাং সংবৃতচরণস্য কুশকণ্টকাদিসঙ্কুলাপি সর্ব্বা ভূর্ম্মৃদুলতরচর্ম্মাস্তৃতৈব ভাতি তদ্ব-দিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ন আশাবশানুগমিতি চ্ছেদঃ। রিক্ততাং শুষ্কার্ণবোদরকল্পতাম। সরো-মলং ভিন্নতড়াগপঙ্কঃ। সরোজলমিতি বা পাঠঃ ॥ ১৫ ॥

রিক্ততামেতীত্যোক্তদৃষ্টান্তেন বিবৃণোতি হৃদয়মিতি। কোটরস্য প্রকটী-করণমত্রান্তর্গতলোভদৈন্যাদিদোষাণাং গ্রাহভুজঙ্গাদীনাঞ্চ স্ফুটং প্রকাশনম্ ॥১৬॥

স্ফারে ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যশান্তিদাণ্ড্যাদিপুষ্পফলপল্লবাদিসমৃদ্ধে চিত্ততরৌ ম-

পদ্মাক্ষকোশং ত্রিজগদ্গোষ্পদং যোজনব্রজম্।
নিমেষার্দ্ধং মহাকল্পঃ স্পৃহারহিতচেতসাম্॥ ১৮॥
শীততা সা ন শীতাংশোর্ন হিমাচলকন্দরে।
ন রম্ভাচন্দনাবল্যাং নিঃস্পৃহেষু মনঃসু যা॥ ১৯॥
ন তথা ভাতি পূর্ণেন্দুর্ন পূর্ণঃ ক্ষীরসাগরঃ।
ন লক্ষ্মীবদনং কান্তং স্পৃহাহীনং যথা মনঃ॥ ২০॥
যথাব্দলেখা শশিনং সুধালেপং মসী যথা।
দূষয়ত্যেবমেবান্তর্নরমাশাপিশাচিকা॥ ২১॥
আশাখ্যাশ্চিত্তবৃক্ষস্য শাখাঃ স্থগিতদিক্তটাঃ।
তাসু চ্ছিন্নাস্বরূপত্বং যাতি চিত্তমহাদ্রুমঃ॥ ২২॥
ছিন্নতৃষ্ণামহাশাখে চিত্তস্থাণৌ স্থিতিং গতে।
একরূপতয়া ধৈর্য্যং প্রয়াতি শতশাখতাম্॥ ২৩॥
অনস্তমিতধৈর্য্যেণ তেন চিত্তে ক্ষয়ং গতে।
তৎ পদং প্রাপ্যতে রাম যত্র নাশো ন বিদ্যতে॥ ২৪॥

নোবৃক্ষে। হৃদ্বনং মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিতিচতুর্ব্বিধবৃক্ষঘটিতমন্তঃকরণবনম্॥ ১৭

নিঃস্পৃহং প্রশংসতি পদ্মাক্ষেত্যাদিনা। ত্রিজগত্ত্রৈলোক্যমপি পদ্মবীজ-কোশবদল্পমিতি যাবৎ। অপরিচ্ছিন্নব্রহ্মসুখদৃশা ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতসুখলবানামল্পতরত্বাৎ। এবং নিত্যসর্ব্বগতব্রহ্মদৃশা দেশকালপরিচ্ছিন্নাধিপত্যাদিবিত্তবোপ্যল্প এবেত্যাশয়েনাহ গোষ্পদমিতি॥ ১৮॥

শীততা নিস্তাপাহ্লাদঃ। রম্ভাঃ কদল্যশ্চন্দনতরবশ্চ তদাবল্যাং তদ্বনে যথাযোগ্যং তৎসংশ্লেষে বা॥ ১৯॥ ২০॥

অব্দলেখা মেঘরাজিঃ। মসী কজ্জলদ্রবঃ। দূষয়তি মলিনয়তি॥ ২১॥

স্থগিতদিক্তটা আচ্ছাদিতদিগন্তাঃ। অরূপত্বং ব্রহ্মতাং স্থাণুতাঞ্চ॥ ২২॥

নিরোধককুবৃক্ষে চ্ছিন্নে তদধঃ প্ররূঢ়ঃ সদ্বৃক্ষ ইব পশ্চাদ্ধৈর্য্যং শত-শাখতাং প্রয়াতি বর্দ্ধত ইতি যাবৎ॥ ২৩॥

অস্তু ধৈর্য্যাভিবৃদ্ধিঃ কিং ততস্তত্রাহ অনস্তমিতেতি। অনস্তমিতধৈর্য্যেণ অভিবৃদ্ধবৈরাগ্যজিতেন্দ্রিয়ত্বদ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বাদিধৈর্য্যবতা পুরুষেণ॥ ২৪॥

এতাসাং চিত্তবৃত্তীনামাশানামুত্তমাশয়ঃ।
ন দদাসি প্ররোহং চেত্তস্তয়ং নাস্তি রাঘব ॥ ২৫ ॥
চিত্তং বৃত্তিবিহীনং তে যদা যাতমচিত্ততাম্।
তদা মোক্ষময়ীমন্তঃ সত্তামাপ্নোষি তাং ততাম্ ॥ ২৬ ॥
চিত্তকৌশিকপক্ষিণ্যা তৃষ্ণয়া ক্ষুব্ধয়ান্তরে।
অমঙ্গলানি বিস্তারমলমায়ান্তি রাঘব ॥ ২৭ ॥
চিন্তনং বৃত্তিরিত্যুক্তং বর্ত্ততে চিত্তমাশয়া।
চিত্তবৃত্তিমতোহ্যাশাং ত্যক্ত্বা নিশ্চিত্ততাং ব্রজ ॥ ২৮ ॥
যো যয়া বর্ত্ততে বৃত্ত্যা স তয়ৈব বিনা ক্ষয়ী।
অতশ্চিত্তোপশান্ত্যর্থং তদ্বৃত্তিং প্রক্ষয়ং নয় ॥ ২৯ ॥

প্ররোহং পুনঃপ্ররোহাবকাশং ন দদাসি চেৎ তৎ তর্হি জন্মাদিভয়ং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ততাং পূর্ণাম্ ॥ ২৬ ॥

চিত্তে প্রবিষ্টয়া কৌশিকপক্ষিণ্যা উলূক্যা। যদা কদাচিদ্গৃহেঽপি উলূকী প্রবিষ্টা চেৎ মৃত্যুদারিদ্র্যোপপ্লবাদ্যমঙ্গলানি ভবন্তীতি জ্যোতিঃশাস্ত্রাদৌ প্রসিদ্ধম্। সা চেৎ দেহান্তশ্চিত্তে নিরন্তরং প্রবিশ্য সর্ব্বব্যবহারেষু ক্ষুব্ধা তিষ্ঠতি তদা তয়া অমঙ্গলানি সর্ব্বাণ্যেব অলং বিস্তারমায়ান্তীতি কিং বাচ্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

নন্থ আশাত্যাগমাত্রেণ কথং চিত্তোপশমঃ সঙ্কল্পবিচিকিৎসাধৃত্যধৃত্যাদিবৃত্ত্যন্তরৈরপি তৎপ্ররোহস্য দুর্ব্বারত্বাদিত্যাশঙ্কাং সর্ব্ববৃত্তীনামাশামূলতাপ্রদর্শনেন পরিহরতি চিন্তনমিতি। সমাধ্যারম্ভকালে বাহ্যকরণানাং নিরুদ্ধত্বান্ন চাক্ষুষাদিবৃত্তিপ্রসক্তিরস্তীতি চিন্তনমেব তদা চিত্তস্য বৃত্তিঃ পরিশিষ্যত ইতি প্রাগুক্তম্। চিন্তনে চ চিত্তমাশয়ৈব প্রবর্ত্ততে। আশাস্থানামেব বিষয়াণাং চিন্তনদর্শনাৎ। সঙ্কল্পাদিবৃত্তীনাঞ্চ চিন্তিতার্থবিষয়তয়া চিন্তাপূর্ব্বকত্বাৎ চিন্তামূলভূতামাশাখ্যাং চিত্তবৃত্তিং ত্যক্ত্বা নিশ্চিত্ততাং ব্রজেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

আলোকাক্ষয়ে বহ্নেরিব বৃত্তিক্ষয়ে মনস উপশমঃ সিদ্ধ্যতীত্যাহ যো যয়েতি। তয়ৈব বিনা তদ্বৃত্তেরাত্যন্তিকনিরোধেন ক্ষয়ী অপক্ষয়ক্রমেণ নশ্যতি ॥ ২৯ ॥

প্রশমিতসকলৈষণো মহাত্মন্
ভব ভববন্ধমপাস্য মুক্তচিত্তঃ।
মনসি নিগড়রজ্জবঃ কদাশাঃ
পরিগলিতাসু চ তাসু কো ন মুক্তঃ॥ ৩০॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে তৃষ্ণাবিচিকিৎসাযোগোৎপত্তির্নামৈক-
বিংশঃ সর্গঃ॥ ২১॥

উক্তমর্থং সংগৃহ্যোপসংহরতি প্রশমিতেতি। হে মহাত্মন্ ত্বং প্রশমিত-পুত্রবিত্তলোকাদিসকলৈষণঃ সন্ ভববন্ধমাশাখ্যমপাস্য মুক্তচিত্তোজীবন্মুক্তো ভব। যতঃ কুৎসিতা আশা মনসি বিদ্যমানা আত্মনোনিগড়রজ্জবো নিগড়বৎ রজ্জুবচ্চ বন্ধনহেতবঃ। তাসু পরিগলিতাসু সতীষু কোন মুক্তঃ সর্ব্বোপি জন্তুর্মুচ্যত এবেত্যর্থঃ॥ ৩০॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
একবিংশঃ সর্গঃ॥ ২১॥

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথবা রঘুবংশাখ্যনভঃপূর্ণনিশাকর।
বলিবদ্বুদ্ধিভেদেন জ্ঞানমাসাদয়ামলম্ ॥ ১ ॥

রাম উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ত্বৎপ্রসাদান্ময়া হৃদি।
প্রাপ্তং প্রাপ্তব্যমখিলং বিশ্রান্তশ্চামলে পদে ॥ ২ ॥
শরদীবাম্বরাদভ্রমদভ্রং মম চেতসঃ।
বিভো ব্যপগতং সর্ব্বং তৃষ্ণাখ্যং তন্মহত্তমঃ ॥ ৩ ॥
অমৃতাপূরিতঃ স্বস্থঃ শীতলাত্মা মহাদ্যুতিঃ।
তিষ্ঠাম্যানন্দবানন্তঃ সায়ংপূর্ণ ইবোড়ুরাট্ ॥ ৪ ॥
অশেষসংশয়াম্ভোদ-শরৎসময় কিং ত্বহম্।

বল্যাখ্যানমুপক্রম্য পাতালমিহ বর্ণ্যতে।
বলেশ্চ রাজ্যং নির্ব্বেদাৎ মেরুশৃঙ্গে বিচারণা ॥ ১ ॥

ইদানীং পদ্মাক্ষকোশং ত্রিজগদিতি বিবেকোদয়ে ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যস্থাপায়ত্বং যদুক্তং তদুপপাদনায় বল্যাখ্যানং বক্তুকামোবশিষ্ঠো ভূমিকাং রচয়তি অথবেতি। বুদ্ধিভেদেন অকস্মাৎ বিচারোদয়েন ॥ ১ ॥

প্রাপ্তব্যমখিলং সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম হৃদি প্রাপ্তং তস্মিন্নেবামলে পদে বিশ্রান্তশ্চ॥২॥

অদভ্রমনল্পং তৃষ্ণাখ্যং তৎ প্রসিদ্ধং মহাতমো মম চেতসঃ সকাশাদপগতম্ ॥ ৩ ॥

অমৃতাপূরিত ইত্যাদিবিশেষণানি স্বস্য উড়ুরাজস্য চ সাধারণানি ॥ ৪ ॥

অশেষাণাং সংশয়লক্ষণানামম্ভোদানাং শরৎসময় ইব নিবারক ইতি

তৃপ্তিমেম্যাং ন গচ্ছামি বচসাং বদতস্তব ॥ ৫ ॥
বলের্বিজ্ঞানসম্প্রাপ্তিং পুনর্ম্মদ্বোধবৃদ্ধয়ে।
বিভো কথয় খিদ্যন্তে সন্তোনাবনতং প্রতি ॥ ৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

শৃণু রাঘব তে বক্ষ্যে বলের্ব্বৃত্তান্তমুত্তমম্।
শ্রুতেন যেন তং তত্ত্ববোধং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৭ ॥
অস্ত্যস্মিন্ জগতঃ কোশে কস্মিংশ্চিদ্দিঙ্নিকুঞ্জকে।
পাতালমিতি বিখ্যাতোলোকোভূমেরধঃ স্থিতঃ ॥ ৮ ॥
ক্ষীরোদার্ণবজাতাভি র্দ্দিব্যাভিরমৃতাংশুভিঃ।
কচিদ্দানবকন্যাভির্ভাতি নির্ব্বিবরান্তরঃ ॥ ৯ ॥
জিহ্বাগণোদ্দামরবৈর্ব্বিলোলরসনাযুগৈঃ।
কচিদ্ভোগিভিরাপূর্ণঃ সহস্রশতমস্তকৈঃ ॥ ১০ ॥
দেহাদ্রিবলিতাশেষবিশ্বোদ্ধরণধস্মরৈঃ।

গুরুসম্বোধনম্। বদতস্তব এষাং বচসাং শ্রবণবিষয়ে তৃপ্তিং অলং বুদ্ধিং ন গচ্ছামি ॥ ৫ ॥

বিজ্ঞানস্ত সম্প্রাপ্তিং প্রাপ্তিপ্রকারম্। অবনতং প্রণামোপনতং শিষ্যং প্রতি উপদেশনে ইতি শেষঃ ॥ ৬ ॥

তং তাদৃশং তত্ত্ববোধং বিচারপূর্ব্বকতত্ত্বাবধারণম্। শাশ্বতং নিত্যাত্ম-লাভফলম্। শাশ্বতং নিত্যং তত্ত্বভূতমাত্মস্বরূপবোধমিতি বা ॥ ৭ ॥

জগতঃ কোশে ব্রহ্মাণ্ডে। দিগ্লক্ষণে নিকুঞ্জকে অল্পে কুঞ্জে ॥ ৮ ॥

ক্ষীরোদার্ণবে ক্ষীরসমুদ্রে জাতাভিঃ। দানবানামর্ণবোদরেপি নিবাস-প্রসিদ্ধেঃ। অতএব তত্রোৎপন্নশ্চামৃতশুভ্রাংশুভিরবয়বৈর্দ্দিব্যাভিরুপচিতাভিবিব রম্যাভিঃ। নির্ব্বিবরান্তরঃ পূর্ণ ইতি যাবৎ ॥ ৯ ॥

দ্ব্যাদিদ্বিসহস্রান্তসঙ্খ্যাকৈর্জ্জিহ্বাগণৈরিতরাপেক্ষয়া দ্বিগুণং ব্যাকরণচ্ছন্দঃ-শাস্ত্রাদিব্যাখ্যানাদুদ্দামরবৈঃ। অতএব বিলোলরসনাযুগৈঃ। ভোগিভিঃ শেষাদিভিঃ ॥ ১০ ॥

ক্বচিদ্দনুসুতৈর্ব্ব্যাপ্তশ্চলদ্ভিরিব মেরুভিঃ ॥ ১১ ॥

কুম্ভকূটাগ্রবিশ্রান্তবসুধামণ্ডলোদরৈঃ।

ক্বচিৎ দিগ্‌দন্তিভির্দ্দন্তদ্রুমাদ্রিভিরুপাশ্রিতঃ ॥ ১২ ॥

মহাকটকটাশব্দ-ত্রস্তভূতপরম্পরৈঃ।

ক্বচিৎ দুর্গন্ধভূতাভৈরধোনারকমণ্ডলৈঃ ॥ ১৩ ॥

আভূতলমভিপ্রোতসপ্তপাতালমণ্ডলৈঃ।

ক্বচিৎ রত্নাকরৈর্ব্ব্যাপ্তঃ পাতালৈর্ব্বিবরৈরিব ॥ ১৪ ॥

সুরাসুরশিরঃসুপ্ত পাদাম্ভোরুহপাংসুনা।

কচিদ্ভগবতা তেন কপিলেন পবিত্রিতঃ ॥ ১৫ ॥

আসুরীসম্ভৃতানন্তপূজনক্রীড়নৈষিণা।

কচিদ্ভগবতা তেন হাটকেশেন পালিতঃ ॥ ১৬ ॥

দেহাদ্রিভির্ব্বলিতং ব্যাপ্তমশেষং জগৎ যেষাং তথাবিধৈর্ব্বিশ্বোদ্ধরণস্ত ধর্ম্মস্ত যজ্ঞহবিষোবাঘস্মরৈর্ব্বলাৎ ভক্ষকৈঃ। কর্ম্মধারয়ঃ ॥ ১১ ॥

কুম্ভলক্ষণানাং কূটানাং শিখরাণামগ্রেষু বিশ্রান্তং বসুধামণ্ডলস্থোদরং মধ্যং যেষাম্। উদরগ্রহণাদধোজম্বূদ্বীপপ্রান্তেষেব দিক্ষু মধ্যতনমণ্ডপস্তম্ভবদ্দিগ্‌গজানাং ভূমিধারণে নিবেশ ইতি গম্যতে। অতএব জম্বুদ্বীপভুবং খনন্তিঃ সগরপুত্রৈঃ প্রতিদিশং দিগ্‌গজা দৃষ্টা ইতি পূর্ব্বরামায়ণেপ্যুক্তম্। দন্তলক্ষণানাং দ্রুমাণামদ্রিভিঃ পর্ব্বতবদাশ্রয়ভূতৈঃ ॥ ১২ ॥

দুর্গন্ধ ইতি ভূতানাং নারকিপ্রাণিনাং আভাঃ স্বকর্ম্মকৃতাঃ প্রতিভাসা যত্র। অধঃ সর্ব্বাধঃ। তত্র হি পুরাণেষূ নরকাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ১৩ ॥

ক্বচিৎ অধস্তননারকপ্রদেশমারভ্য আভূতলং উপরিতনাস্মদীয়ভূতলপর্য্যন্তং সপ্তাপূপপ্রোতলোহশলাকাবৎ প্রোতসপ্তপাতালমণ্ডলৈঃ রত্নানামাকরভূতৈস্মের্ব্বাদিগিরিপাদৈর্ব্ব্যাপ্তঃ। কচিচ্চ বিবরৈরিব সঙ্কুচিতপ্রায়ৈঃ পাতালৈঃ পাতালাবয়বৈর্ব্ব্যাপ্তঃ ॥ ১৪ ॥

সুরাণামসুরাণাঞ্চ শিরঃ সুসুপ্তা ইব বিশ্রান্তাঃ পাদাম্ভোরুহপাংসবো-যস্ত তথাবিধেন ত্রৈলোক্যবন্দিতেনেতি যাবৎ ॥ ১৫ ॥

আসুরীভিরসুরস্ত্রীভিঃ সেনাভির্ব্বা সম্ভৃতৈরনন্তৈর্ব্বহুবিধোপকরণৈঃ পূজ-

তস্মিন্নসুরদোস্তম্ভধার্য্যমাণমহাভরে।
বভূব দানবারাজা বিরোচনসুতোবলিঃ ॥ ১৭ ॥
সাক্রন্দেন সমং সুর্ব্বৈঃ সুরবিদ্যাধরোরগৈঃ।
পাদসম্বাহনং যস্য সুররাজেন বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৮ ॥
কোশস্ত্রৈলোক্যরত্নানাং পাতা সর্ব্বশরীরিণাম্।
ধর্ত্তা ভুবনধর্ত্তৄণাং যস্য পালয়িতা হরিঃ ॥ ১৯ ॥
ঐরাবণস্য সংশোষং যন্নাম্না কটভিত্তয়ঃ।
কেকয়েবাহিহৃন্নাড্যো জগ্মুরাজগ্মুরার্ত্ততাম্ ॥ ২০ ॥
প্রতাপোগ্রোষ্মভির্যস্য কল্পকাল ইবাব্ধয়ঃ।
যযুঃ শোষোন্মুখাঃ সপ্ত সপ্ততাং কুপিতাকৃতেঃ ॥ ২১ ॥
যদধ্বরাগ্র্যধূমাভ্ররাজয়োবলিতাব্ধয়ঃ।

নানি ক্রীড়নানি চ এষ্টুমভিলষিতুং শীলং যস্য তথাবিধেন হাটকেশেন স্বর্ণলিঙ্গাত্মনা পুরাণেষু প্রসিদ্ধেন শিবেন ॥ ১৬ ॥

তস্মিন্ পাতাললোকে। অসুরাণাং দোস্তম্ভৈর্দ্ধার্য্যমাণোমহান্ ভরো-রাজ্যভারো যত্র ॥ ১৭ ॥

তস্য পরাক্রমমাহ সাক্রন্দেনেতি। আক্রন্দোরোদনং তৎসহিতেন। বাঞ্ছিতং বলাদিতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

কুতস্তস্যেদৃশং সামর্থ্যং তত্রাহ কোশ ইতি। ত্রৈলোক্যলক্ষণানাং রত্নানাং কোশ ইব স্বোদরে রক্ষিতা। ভুবনধর্ত্তৄণাং ত্রৈলোক্যপালকানাং ইন্দ্রমনু-শেষাদীনাং ধর্ত্তা আধারভূতঃ। যস্য বলেঃ ॥ ১৯ ॥

ঐরাবণস্যৈরাবতস্য। কটভিত্তয়ঃ গণ্ডস্থলানি। বহুবচনং সপ্তানাং মদ-স্থানানামুপলক্ষণার্থম্। যন্নাম্না শ্রুতেনেতি শেষঃ। কেকয়া ময়ূরবাণ্যা-অহীনাং হৃন্নাড্যো হৃদয়শিরা ইব শোষং জগ্মুরার্ত্ততাং ভয়স্বিন্নতাং চাজগ্মুঃ ॥২০

কুপিতাকৃতের্যস্য প্রতাপস্য উগ্রৈর্দুঃসহৈরুষ্মভিরুষ্ণস্পর্শৈঃ সপ্তমহাব্ধয়ঃ শোষোন্মুখাঃ সন্তঃ কল্পকাল ইব গর্ত্তসন্ধ্যামাত্রেণ সপ্ততাং যযুঃ ন জলাদি-পূরসম্বায়েত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডকোটরস্থাস্থ সদা কবচতাং যযুঃ ॥ ২২ ॥
যস্থ দৃষ্টিদৃঢ়াঘাতনুন্নাধারকুলাচলাঃ ।
বিনমন্তি দিশঃ সর্ব্বা লতাঃ ফলনতা ইব ॥ ২৩ ॥
লীলাবিজিতনিঃশেষ ভুবনাভোগভূষণঃ ।
দশকোটীঃ স বর্ষাণি দৈত্যোরাজ্যং চকার হ ॥ ২৪ ॥
অথ গচ্ছৎস্বনল্পেষু যুগেষ্বাবর্ত্তবৃত্তিষু ।
সুরাসুরমহোঘেষু প্রোৎপতৎসূপতৎসু চ ॥ ২৫ ॥
অজস্রমতিভুক্তেষু ত্রৈলোক্যোদারবৃত্তিষু ।
ভোগেষ্বভজদুদ্বেগং বলির্দ্দানবনায়কঃ ॥ ২৬ ॥
মেরুশৃঙ্গশিখারত্নকৃতবাতায়নস্থিতঃ ।
একদা চিন্তয়ামাস স্বয়ং সংসারসংস্থিতিম্ ॥ ২৭ ॥
কিয়ন্তমিদমক্ষুণ্ণশক্তিনৈব ময়াধুনা ।
সাম্রাজ্যমিহ কর্ত্তব্যং বিহর্ত্তব্যং জগত্ত্রয়ে ॥ ২৮ ॥
মহতা মম রাষ্ট্রেণ ত্রৈলোক্যাদ্ভুতকারিণা ।

অধ্বরাগ্র্যাঃ অশ্বমেধাস্তদীয়ধূমপ্রভবা অভ্রপংক্তয়ঃ। জলপানায় বলিতা অব্ধয়ো যাভিঃ। কোটরপদেন তৎস্থাঃ প্রাণিনোগৃহ্যন্তে। দৃষ্ট্যা জগৎ-পালনহেতুত্বাদাবরকত্বাচ্চ কবচতাং বর্ম্মতাম্ ॥ ২২ ॥

দৃষ্ট্যা দৃঢ়াঘাতস্তির্য্যক্‌প্রেক্ষণং তেন নুন্না ভূম্যাধারকুলাচলা যাসাং তথাবিধা দিশঃ। ভূমের্নমনে দিশামধঃপ্রদেশে দর্শনান্নমনোৎপ্রেক্ষা ॥ ২৩ ॥

লীলয়া বিজিতা অশেষাণাং ভুবনাভোগানাং লোকসংস্থানানাং ভূষণ-ভূতা ইন্দ্রাদয়োযেন ॥ ২৪ ॥

আবর্ত্তবৃত্তিষু জলাবর্ত্তসদৃশস্বভাবেষু ॥ ২৫ ॥

ত্রৈলোক্যেপ্যুদারবৃত্তিষূৎকৃষ্টস্থিতিষু ভোগেষু ভুক্তেষু সৎসু বিষয়ভূতেষু চ উদ্বেগং বৈরস্যমভজৎ ॥ ২৬ ॥

মেরুশৃঙ্গস্য শিখায়ামগ্রভাগে রত্নকৃতহর্ম্ম্যবাতায়নে স্থিত উপবিষ্টঃ সন্ ॥ ২৭ ॥

ন ক্ষুণ্ণা পরৈরকুণ্ঠিতা শক্তির্যস্য তথাবিধেন ময়া ॥ ২৮ ॥

কিং বা ভবতি ভুক্তেন ভূরিভোগাতিহারিণা ॥ ২৯ ॥
আপাতমাত্রমধুরমাবশ্যকপরিক্ষয়ম্।
ভোগোপভোগমাত্রং মে কিং নামেদং সুখাবহম্ ॥ ৩০ ॥
পুনর্দ্দিনৈককলনাশর্ব্বরীসংস্থিতিঃ পুনঃ।
পুনস্তান্যেব কর্ম্মাণি লজ্জায়ৈ ন চ তুষ্টয়ে ॥ ৩১ ॥
পুনরালিঙ্গ্যতে কান্তা পুনরেব চ ভুজ্যতে।
সেয়ং শিশুজনক্রিড়া লজ্জায়ৈ মহতামিহ ॥ ৩২ ॥
তমেব ভুক্তবিরসং ব্যাপারৌঘং পুনঃপুনঃ।
দিবসে দিবসে কুর্ব্বন্ প্রাজ্ঞঃ কস্মান্ন লজ্জতে ॥ ৩৩ ॥
পুনর্দ্দিনং পুনারাত্রিঃ পুনঃ কার্য্যপরম্পরাঃ।
পুনঃ পুনরহং মন্যে প্রাজ্ঞস্যেয়ং বিড়ম্বনা ॥ ৩৪ ॥
ঊর্ম্মিতাং পুনরাসাদ্য পুনরেতি নিরূর্ম্মিতাম্।
যথা জলং তথৈবায়ং তাং তামেতি ক্রিয়াং জনঃ ॥ ৩৫ ॥
উন্মত্তচেষ্টিতাকারা পুনঃ পুনরিয়ং ক্রিয়া।
জনং হাসয়তে প্রাজ্ঞং বাললীলোপমা মুহুঃ ॥ ৩৬ ॥
কৃতয়াপ্যনয়া নিত্যং ক্রিয়য়া কৃতকার্য্যয়া।

রাষ্ট্রেণ ভুক্তেন কিং বা ভবতি। ভূরিভির্ভোগৈরতিশয়েন হারিণা মনোহারিণা ॥ ২৯ ॥

ভোগোপভোগমাত্রং কৃৎস্নোপভোগঃ। পুরুষার্থান্তরব্যাবৃত্তয়ে বা মাত্রশব্দঃ ॥ ৩০ ॥

তান্যেব স্নানভোজনশয়নাদীনি। নাভিনবং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম সুখং বাস্তীত্যর্থঃ। অতোমহতাং পুরোলাম্পট্যং লজ্জায়ৈ ন তু তুষ্টয়ে ॥ ৩১ ॥

উক্তমেব স্ফুটয়তি। পুনরিত্যাদিনা ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

প্রাজ্ঞস্য দৃশ্যা ইয়ং বিড়ম্বনা পুনঃ পুনঃ কৃতানুকরণমিবোপহাসহেতুরিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্যর্থকৃতানুকরণে দৃষ্টান্তমাহ ঊর্ম্মিতামিতি ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

কোর্থঃ স্যাত্তাদৃশোযেন পুনঃ কর্ম্ম ন বিদ্যতে ॥ ৩৭ ॥
কিয়ন্তমথবা কালমিদমাড়ম্বরং মহৎ।
ইহাস্মাভিরনুষ্ঠেয়ং কিং তাবৎ সমবাপ্যতে ॥ ৩৮ ॥
অনন্তেয়ং শিশুক্রীড়া বস্তুশূন্যৈব বস্তুতঃ।
আবৃত্ত্যা ক্রিয়তে ব্যর্থমনর্থপ্রসরার্থিভিঃ ॥ ৩৯ ॥
ফলমেকং মহোদারং নেহ পশ্যামি কিঞ্চন।
কার্য্যমস্তীতরংপ্রাপ্তে যস্মিন্নাম ন কিঞ্চন ॥ ৪০ ॥
ভোগাদৃতে কিমন্যৎ স্যাৎ তদ্ভব্যমবিনাশি যৎ।
এবং সঞ্চিন্তয়াম্যাশু দধ্যৌ মত্বেত্যসৌ বলিঃ ॥ ৪১ ॥
অথাভ্যুবাচাসুররাট্ আঃ সংস্মৃতমিতি ক্ষণাৎ।
স্বাত্মন্যেব মনস্যর্থং সন্ধ্রভঙ্গং বিমর্শয়ন্ ॥ ৪২ ॥
পুরা কিলেহ ভগবান্ পৃষ্টোভূৎ স বিরোচনঃ।
পিতা ময়াত্মতত্ত্বজ্ঞো দৃষ্টলোকপরাবরঃ ॥ ৪৩ ॥

যেন লব্ধেন পুনঃ কর্ম্ম ন বিদ্যতে কৃতকৃত্যতা স্যাৎ তাদৃশোর্থঃ কঃ স্যাৎ ॥ ৩৭ ॥

মহদাড়ম্বরং দৃষ্টাদৃষ্টার্থকর্ম্মজাতম্ ॥ ৩৮ ॥

অনন্তা প্রবাহানন্তা উৎপন্নপ্রধ্বংসস্বভাবত্বাৎ। বস্তুতঃ পরমার্থতোবস্তু-শূন্যৈব ইয়ং শিশুক্রীড়া অনর্থপ্রসরো দুঃখপরম্পরাপ্রাপ্তিস্তদর্থিভিঃ ক্রিয়তে ॥৩৯

যস্মিন্ প্রাপ্তে সতি ইতরন্ন কিঞ্চন কার্য্যং কর্ত্তব্যমস্তি তাদৃশং ফলং পুরুষার্থমিহ ন কিঞ্চন পশ্যামি ॥ ৪০ ॥

ভোগাৎ ক্ষণিকতুচ্ছবিষয়সুখাদৃতে হন্যৎ যদবিনাশি নিত্যং তৎ ভব্যং সুখং কিং স্যাদেবং সঞ্চিন্তয়ামীতি মত্বা অসৌ বলিরাশু দধ্যাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪১ ॥

ধ্যানেন সংস্কারোদ্বোধাৎ সবিমর্শাং প্রাক্স্বপৃষ্টপিতৃপদেশক্রমস্মৃতিং দর্শয়তি অথেতি। অথ ক্ষণাদাত্মনি স্বস্মিন্নেব উবাচ। আ ইতি স্মরণদ্যোতকোনিপাতঃ। কিমুবাচ তদাহ সংস্মৃতং সম্যক্ ময়া স্মৃতমিতি স্মৃতার্থং-মনস্যেব বিমর্শয়ন্ বিমৃশন্ প্রেষণাঙ্খ্যারোপাশ্লিচ্ ॥ ৪২ ॥

স্মৃতমর্থং ক্রমেণাহ পুরা কিলেত্যাদিনা ॥ ৪৩ ॥

যথা সকলদুঃখানাং সুখানাঞ্চ মহামতে।
যত্র সর্ব্বে ভ্রমাঃ শান্তাঃ কোসৌ সীমান্ত উচ্যতে ॥ ৪৪ ॥
কোপশান্তোমনোমোহঃ কাতীতাঃ সকলৈষণাঃ।
বিরামরহিতং কুত্র তাত বিশ্রমণং চিরম্ ॥ ৪৫ ॥
কিং প্রাপ্তেহ সমস্তেভ্যঃ প্রাপ্যেস্মিংস্তৃপ্তিমান্ পুমান্।
কিং দৃষ্ট্বা দর্শনং ভূয়োন্ন তাতোপকরোত্যলম্ ॥ ৪৬ ॥
অত্যন্তবহবোপ্যেতে ভোগা হি ন সুখাবহাঃ।
ক্ষোভয়ন্তি মনোমোহে পাতয়ন্তি সতামপি ॥ ৪৭ ॥
তত্তাতাবিহতানন্দসুন্দরং কিঞ্চিদেব মে।
তাদৃক্ কথয় যত্র স্থশ্চিরং বিশ্রান্তিমেম্যহম্ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যাকর্ণ্য পুরা নিশাকরকরস্পর্দ্ধালুগুচ্ছঃ স্খলৎ
পুষ্পাপূরকৃতাবগুণ্ঠনপদস্যোক্তং তলে তেন মে।

কিং পৃষ্টস্তদাহ যথেত্যাদিনা। যথেতি তৎপ্রকারোপক্রমার্থঃ। সকলদুঃখানাং সাংসারিকসুখানাঞ্চ পরিহারপ্রাপ্ত্যুপায়গোচরাঃ সর্ব্বে ব্যবহারভ্রমা যত্র শান্তা অসৌ সংসারসীম্নোহতোহবধিঃ ক উচ্যতে প্রাপ্তেরিত্যর্থঃ ॥৪৪॥

বিরামঃ পুনরাবৃত্তিস্তদ্রহিতং বিশ্রমণং বিশ্রান্তিঃ ॥ ৪৫ ॥

পুমান্ কিং সুখং প্রাপ্তা প্রাপ্তবান্ সন্ অস্মিন্নেব দেহে সমস্তেভ্যোব্রহ্মলোকান্তবিষয়েভ্যঃ প্রাপ্যে সুখে বা তৃপ্তিরাশাপরিপূর্ত্তিস্তদ্বান্ স্যাদিতি শেষঃ। নোপকরোতি ফলান্তরেণ। একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সিধ্যতীত্যর্থঃ॥৪৬

কুতস্তে তজ্জিজ্ঞাসা তত্রাহ অত্যন্তেতি। কুতোন সুখাবহাস্তত্রাহ ক্ষোভয়ন্তীতি ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥

পুরা পূর্ব্বকালে নিশাকরস্য চন্দ্রস্য করৈঃ কিরণৈঃ সহ সৌন্দর্য্যামৃতরসপূর্ণত্বাদিগুণাধিক্যাৎ স্পর্দ্ধালুভ্যো গুচ্ছেভ্যঃ পুষ্পফলস্তবকেভ্যঃ স্খলতাং পুষ্পাণাং ফলানাঞ্চাপূরেণ সমূহেন কৃতমবগুণ্ঠনং বেষ্টনং যস্য তথাবিধং পদং মূলস্থানং যস্য তথাবিধস্য স্বর্গাৎ হৃতস্য বলাদানীতস্য অজিরে স্বাঙ্গণে সংরোপিতস্য সাগরতরোঃ ক্ষীরসমুদ্রোৎপন্নস্য কল্পবৃক্ষস্য তলে উপবিষ্টেন

পিত্রা স্বর্গহৃতস্য সাগরতরোঃ সংরোপিতস্যাজিরে
স্ফারাকাররসায়নাসবসমং সম্মোহশান্ত্যৈ বচঃ॥৪৯॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে বিরোচনস্মরণং নাম
দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

মে মম পিত্রা বিরোচনেন ইতি প্রাগুক্তপ্রকারং প্রশ্নমাকর্ণ্য তস্য কল্পতরোঃ স্ফারাকারৈরসায়নলক্ষণৈরাসবৈর্মকরন্দঃ সমং তুল্যং সুরভিমধুরং জরামরণদুঃখনিবারণঞ্চেতি যাবৎ বচঃ সংমোহশান্ত্যৈ মদীয়াজ্ঞানভ্রমনিবারণায় মদুক্তং তৎ ময়া স্মৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ।

বিরোচন উবাচ।

অস্তি পুত্রাতিবিততো দেশোবিপুলকোটরঃ।
ত্রৈলোক্যানাং সহস্রাণি যত্র মান্তি বহূন্যপি ॥ ১ ॥
যত্র নাম্ভোধয়োনাপি সাগরা বা ন চাদ্রয়ঃ।
ন বনানি ন তীর্থানি ন নদ্যোন সরাংসি চ ॥ ২ ॥
ন মহী নাপি চাকাশং ন দ্যোর্ন পবনাদয়ঃ।
ন চন্দ্রার্কৌ ন লোকেশা ন দেবা ন চ দানবাঃ ॥ ৩ ॥
ন ভূতযক্ষরক্ষাংসি ন গুল্মা ন বনশ্রিয়ঃ।
ন কাষ্ঠতৃণভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৪ ॥
নাপোন জ্বলনো নাশা নোর্দ্ধং নাধো ন বিষ্টপম্।
ন লোকোনাতপোনাহং ন হরীন্দ্রহরাদয়ঃ ॥ ৫ ॥

বক্তুং চিত্তজয়ং রাজমন্ত্র্যুপাখ্যানমুচ্যতে।
তত্রাত্র মন্ত্রিণোবীর্য্যমপ্রতিদ্বন্দ্বমূর্জ্জিতম্ ॥ ১ ॥

চিত্তং বৃত্তিবিহীনং তে যদা যাতমচিত্ততাম্। তদা মোক্ষময়ীমন্তঃসত্তামাপ্নোষি তাং ততামিতি মোক্ষস্য চিত্তজয়াধীনত্বমুক্তং চিত্তজয়ে চ আত্যন্তিক আশাত্যাগ উপায় উক্তঃ স চাত্মদর্শনমন্তরেণ ন সিদ্ধ্যতি ;" বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জ্জং রসোপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্তত" ইতি ভগবদ্বচনাৎ। আত্মদশনঞ্চ মনোজয়মন্তরেণ ন সিদ্ধ্যতীত্যন্যোন্যাশ্রয়তাপন্নমিদমশক্যমেবেত্যাশঙ্কাং পরিহর্ত্তুং সাধনদ্বয়যৌগপদ্যাভ্যাসাদ্যুপায়ভেদং বক্তুং বল্ব্যুপাখ্যানান্তরালে রাজমন্ত্র্যুপাখ্যানং বিরোচনমুখেন প্রস্তৌতি অস্তি পুত্রেত্যাদিনা। দেশো মোক্ষাখ্যঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৫।

এক এবাস্তি সুমহাংস্তত্র রাজা মহাদ্যুতিঃ।
সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বগঃ সর্ব্বঃ স চ তুষ্ণীং ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬ ॥
তেন সঙ্কল্পিতোমন্ত্রী সর্ব্বসন্মন্ত্রণোন্মুখঃ।
অঘটং ঘটয়ত্যাশু ঘটং বিঘটয়ত্যলম্ ॥ ৭ ॥
ভোক্তুং ন কিঞ্চিচ্ছক্নোতি ন চ জানাতি কিঞ্চন।
রাজার্থং কেবলং সর্ব্বং করোত্যজ্ঞোপি সন্ সদা ॥ ৮ ॥
স এব সর্ব্বকার্য্যৈককর্ত্তা তস্য মহাপতেঃ।
রাজা কেবলমেকান্তে স্বস্থ এবাবতিষ্ঠতে ॥ ৯ ॥

বলিরুবাচ।

আধিব্যাধিবিনির্ম্মুক্তঃ কঃ স দেশোমহামতে।
কথমাসাদ্যতে চাপি কেন বাধিগতঃ প্রভো ॥ ১০ ॥
কঃ স তাদৃগ্বিধোমন্ত্রী রাজা চাপি মহাবলঃ।
হেলালূনজগজ্জালৈর্যোস্মাভিরপি নোজ্জিতঃ ॥ ১১ ॥
অপূর্ব্বমেতদাখ্যানং মমামরভয়প্রদ।
কথয়াপনয়াস্মাকং হৃদ্ব্যোম্নঃ সংশয়াম্বুদম্ ॥ ১২ ॥

বিরোচন উবাচ।

স তত্র মন্ত্রী বলবান্ দেবাসুরগণৈঃ স্তুত।

রাজা আত্মা। তুষ্ণীং ব্যবস্থিতঃ কূটস্থ ইতি যাবৎ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রী মনঃ। অঘটমত্যন্তানুপপন্নমপ্যাত্মনঃ সংসারিত্বং ঘটয়তি। ঘটং ঘটমানমপি পূর্ণানন্দৈকরসত্বং বিঘটয়তি নাস্তি ন ভাতীত্যপলাপয়তি ॥৭॥

অজ্ঞোপি জড়োপি সন্ ॥ ৮ ॥

একান্তে অদ্বিতীয়স্বভাবে ॥ ৯ ॥।

বলিপ্রশ্না নিগদব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

কথয়া অস্মাভিস্তদজয়ে নিমিত্তকথনেন ॥ ১২ ॥

তত্রাদাবস্তে পৃষ্টং তদজয়ে নিমিত্তমেব বিস্তরেণাহ স তত্রেত্যাদিনা। মনাক্ ঈষদপি ॥ ১৩ ॥

স মে[illegible]িতেরপি নাক্রম্যতে মনাক্
নাসৌ সহস্রনয়নো ন যমো ন ধনেশ্বরঃ।
নামরো নাসুরোঽপ্যপি যদি পুত্রক জীয়তে। ১৪।
তত্রাসিমুসলপ্রাস বজ্রচক্রগদাদয়ঃ।
হেতয়ঃ কুণ্ঠতাং যান্তি দৃষদীবোৎপলাহতিঃ॥ ১৫॥
গম্যোঽসৌ নাস্ত্রশস্ত্রাণাং ন ভটোদ্ভবকর্ম্মণাম্।
তেন দেবাসুরাঃ সর্ব্বং সর্ব্বদেববশীকৃতাঃ॥ ১৬॥
অবিষ্ণুনাপি তেনেহ হিরণ্যাক্ষাদয়োঽসুরাঃ।
পাতিতাঃ কল্পবাতেন মেরুকল্পদ্রুমা ইব॥ ১৭॥
নারায়ণাদয়োদেবা অপি সর্ব্বাববোধিনঃ।
তেনাক্রম্য যথাকামমবটেষু নিবেশিতাঃ॥ ১৮॥
তৎপ্রসাদেন সাটোপং পঞ্চমাত্রশরঃ স্মরঃ।
ত্রৈলোক্যমিদমাক্রম্য সম্রাড়িব বিবল্গতি॥ ১৯॥
সুরাসুরৌঘগৃহ্যোঽপি গুণহীনোঽপি দুর্ম্মতিঃ।

স মন্ত্রী কিং দ্বিতীয় ইন্দ্র উত যম উত কুবের উত কশ্চিদমরোঽসুরোবা মহানুভাবো যতো জেতুমশক্যো নেত্যাহ নাসাবিতি। যদি সহস্রাক্ষাদিঃ কশ্চিৎ স্যাৎ তর্হি ত্বয়া জীয়ত এবেত্যর্থঃ॥ ১৪॥

কিং মম আয়ুধানি ভটা বা ন সন্তি সন্তু নাম নাসৌ তদ্বিষয় ইত্যাহ তত্রেতি॥ ১৫॥

প্রত্যুত ত্বদাদয়স্তেনৈব জিতা ইত্যাহ তেনেতি॥ ১৬॥

অস্মৎপূর্ব্বজাদয়োঽপি তেনৈব বশীকৃত্য বিষ্ণুনা ঘাতিতা ইত্যাশয়েনাহ অবিষ্ণুনাপীতি। কল্পবাতেন প্রলয়বায়ুনা॥ ১৭॥

সর্ব্বেষামববোধিনো বিবেকোপদেষ্টারোঽপি তেনৈব ভৃগুশাপাদিনিমিত্তাপাদনেনাক্রম্য বশীকৃত্য। অবটেষু গর্ভশ্বভ্রেষু॥ ১৮॥

স্মরঃ কামঃ পঞ্চমাত্রশরোঽপি তৎপ্রসাদেনেদং ত্রৈলোক্যমাক্রম্য জিত্বা বিবল্গতি বিজৃম্ভতে॥ ১৯॥

দুরাকৃতিরপি ক্রোধস্তৎপ্রসাদেন জৃম্ভতে ॥ ২০ ॥
দেবাসুরসহস্রাণাং সঙ্গরোযঃ পুনঃ পুনঃ।
তদেতৎক্রীড়নং তস্য মন্ত্রিণোমন্ত্রশালিনঃ ॥ ২১ ॥
স মন্ত্রী কেবলং পুত্র তেনৈব প্রভুণা যদি।
জীয়তে তৎ সুজেয়োসা-বন্যথা ত্বচলোপমঃ ॥ ২২ ॥
তস্যৈব তৎপ্রভোঃ কালে জেতুং তং মন্ত্রিণং নিজম্।
ইচ্ছা সঞ্জায়তে তেন জীয়তেসাবযত্নতঃ ॥ ২৩ ॥
ত্রৈলোক্যবলিনাং মল্লমুচ্ছ্বাসিতজগত্রয়ম্।
জেতুং চেদস্তি তে শক্তিস্তৎপরাক্রমবানসি ॥ ২৪ ॥
তস্মিন্নভ্যুদিতে সূর্য্যে ত্রৈলোক্যকমলাকরাঃ।
ইমে বিকাশমায়ান্তি বিলীয়ন্তেস্তমাগতে ॥ ২৫ ॥
তমেকমেকয়া বুদ্ধ্যা ব্যামোহপরিহীনয়া।
যদি জেতুং সমর্থোসি ধীরস্তদসি সুব্রত ॥ ২৬ ॥
তস্মিঞ্জিতে জিতা লোকা ভবিষ্যন্ত্যজিতা অপি।
অজিতে ত্বজিতা এতে চিরকালজিতা অপি ॥ ২৭ ॥
তস্মাদনন্তসিদ্ধ্যর্থং শাশ্বতায় সুখায় চ।

সুরাসুরৌঘা গৃহ্য অস্বৈরিণো যেন। পদাস্বৈরিবাহ্যাপক্ষ্যেবু চ ইতি ক্যপ্ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

প্রভুণা আত্মনা। যদি জীয়তে তৎ তদা সুজেয়োজয্যঃ ॥ ২২ ॥

কালে বহুতরসুকৃতপরিপাকাৎ বিবেকোদয়কালে। অযত্নতো জ্ঞান মাত্রতঃ ॥ ২৩ ॥

ত্রৈলোক্যে যাবন্তোবলিনস্তেষাং মল্লং বলেন জেতারম্। উচ্ছ্বাসিতং ম্রিয়মাণজন্তুবদূর্দ্ধশ্বসনশীলং কৃতং জগত্রয়ং যেন। তৎ তর্হি ॥ ২৪ ॥

তস্য ন সর্ব্বজয়শক্তিমাত্রং কিন্তু ত্রৈলোক্যজননাদিশক্তিরপ্যস্তীত্যাহ তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ সূর্য্যে ইতি ব্যস্তরূপকম্ ॥ ২৫ ॥

একয়া নিশ্চিতয়া একাগ্রয়া চ। তৎ তর্হি ধীরোসি ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

তজ্জয়ে যত্নমাতিষ্ঠ কষ্টয়াপি হি চেষ্টয়া ॥ ২৮ ॥

সসুরদনুজনাগযক্ষসঙ্ঘং
সনরমহোরগকিন্নরং সমেতম্।
ত্রিজগদপি বশীকৃতং সমন্তা-
দতিবলিনা ননু হেলয়ৈব তেন ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে বিরোচনবচনং নাম
ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

অনন্তা যাঃ সিদ্ধয়স্তদর্থম্। অন্তোমৃত্যুস্তদভাবোনন্তং মৃত্যুজয়স্তৎসিদ্ধ্যর্থঞ্চ। কষ্টয়া শ্রমসাধ্যয়াপি সর্ব্বত্যাগাদিচেষ্টয়া ॥ ২৮ ॥

পুনস্তৎপ্রভাবমেবোক্তমনূদ্যোপসংহরতি সসুরেতি। নাগা দিগ্গজাঃ মহোরগাঃ শেষাদয়ঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ।

—(*)○(*)—

বলিরুবাচ ।

কেনোপায়েন বলবান্ স তাত পরিজীয়তে ।
কোসাবতিমহাবীর্য্যঃ সর্ব্বং প্রকথয়াশু মে ॥ ১ ॥

বিরোচন উবাচ ।

মন্ত্রিণস্তস্য তনয় নিত্যা জেয়স্থিতেরপি ।
শৃণু বচ্মি সুসাধুত্বং যেনাসৌ পরিজীয়তে ॥ ২ ॥
পুত্র যুক্ত্যা গৃহীতোসৌ ক্ষণাদায়াতি বশ্যতাম্ ।
যুক্তিং বিনা দহত্যেষ আশীবিষ ইবোদ্ধতঃ ॥ ৩ ॥
বালবল্লালয়িত্বৈনং যুক্ত্যা নিয়ময়ন্তি যে ।
রাজানং তং সমালোক্য পদমাসাদয়ন্তি তে ॥ ৪ ॥
দৃষ্টে তস্মিন্ মহীপালে স মন্ত্রী বশমেতি চ ।
তস্মিংশ্চ মন্ত্রিণ্যাক্রান্তে স রাজা দৃশ্যতে পুনঃ ॥ ৫ ॥
যাবন্ন দৃষ্টোরাজাসৌ তাবন্মন্ত্রী ন জীয়তে ।
মন্ত্রী চ যাবন্ন জিতস্তাবদ্রাজা ন দৃশ্যতে ॥ ৬ ॥

ইহ দুর্ম্মন্ত্রিণস্তস্য জয়োপায়ঃ প্রকীর্ত্ত্যতে ।
রাজসন্দর্শনোপায়বৈরাগ্যাদিসমন্বিতঃ ॥ ১ ॥

প্রশ্নঃ স্পষ্টঃ ॥ ১ ॥

সুসাধুত্বং সুখজয়োপায়মিতি যাবৎ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

লালয়িত্বা অল্পবিষয়প্রদানেন মুহুর্ব্বিষয়দোষখ্যাপনেন চ বঞ্চয়িত্বা । যুক্ত্যা রাজযোগাখ্যয়া । পদং রাজপদম্ ॥ ৪ ॥

পুনঃশব্দো বাক্যালঙ্কারার্থঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

রাজন্যদৃষ্টে দুর্ম্মন্ত্রী স দুঃখায় ফলত্যতি।
মন্ত্রিণ্যনির্জ্জিতে রাজা সোত্যন্তং যাত্যদৃশ্যতাম্॥ ৭॥
অভ্যাসেনোভয়ং তস্মাৎ সমমেব সমারভেৎ।
রাজসন্দর্শনং তস্য মন্ত্রিণশ্চ পরাজয়ম্॥ ৮॥
পৌরুষেণ প্রযত্নেন স্বভ্যাসেন শনৈঃ শনৈঃ।
দ্বয়ং সম্পাদ্য যত্নেন দেশমাপ্নোষি তং শুভম্॥ ৯॥
ত্বমভ্যাসে ফলীভূতে তং দেশমভিগচ্ছসি।
যদি দৈত্যেন্দ্র তদ্ভূয়ো মনাগপি ন শোচসি॥ ১০॥
সংশান্তসকলায়াসা নিত্যপ্রমুদিতাশয়াঃ।
সাধবস্তত্র তিষ্ঠন্তি প্রশান্তাশেষসংশয়াঃ॥ ১১॥
শৃণু কঃ পুত্র দেশোসৌ সর্ব্বং প্রকটয়ামি তে।
দেশনাম্না ময়োক্তস্তে মোক্ষঃ সকলদুঃখহা॥ ১২॥
রাজা তু তত্র ভগবানাত্মা সর্ব্বপদাতিগঃ।
তেন মন্ত্রীকৃতঃ প্রাজ্ঞো মনোনাম মহামতে॥ ১৩॥
মনোনিষ্ঠতয়া বিশ্বমিদং পরিণতিং গতম্।
ঘটত্বেনেব মৃৎপিণ্ডো ধূমোম্বুদতয়ৈব চ॥ ১৪॥

অতিদুঃখায় রাগদ্বেষাদীন্ ফলতি॥ ৭॥
সন্দর্শনপরাজয়শব্দৌ তত্তদুপায়পরৌ॥ ৮॥
দ্বয়ং রাজসন্দর্শনং মন্ত্রিপরাজয়ঞ্চ॥ ৯॥
ফলীভূতে সফলীভূতে জ্ঞানফলাত্মনা পরিণতে বা॥ ১০॥
তত্র কে তিষ্ঠন্তি তানাহ সংশান্তেতি। নিবৃত্তসর্ব্বানর্থা নিরতিশয়নিত্যানন্দপূর্ণাশ্চ যে সাধবস্তে তত্র তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ॥ ১১॥
ইদানীং গূঢ়োক্তিং বিবরীতুমাহ শৃণ্বিতি॥ ১২॥
সর্ব্বাণি মানুষানন্দাদিহৈরণ্যগর্ভানন্দান্তপদান্যতাত্য গচ্ছতীতি সর্ব্বপদাতিগঃ সর্ব্ববাঙ্মনসাগোচরশ্চ। প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বপ্রজ্ঞাসমষ্টিরূপঃ॥ ১৩॥
মনোনিষ্ঠতয়া মনসি বাসনাত্মকসূক্ষ্মভাবেন স্থিততয়েত্যর্থঃ। পরিণতিঃ

তস্মিঞ্জিতে জিতং সর্ব্বং সর্ব্বমাসাদিতং ভবেৎ।
দুর্জ্জয়ং তদ্বিজানীয়াদযুক্ত্যেব পরিজীয়তে ॥ ১৫ ॥

বলিরুবাচ।

যা যুক্তির্ভগবংস্তস্য চিত্তস্যাক্রমণে স্ফুটম্।
তাং মে কথয় তত্ত্বাবৎ যথা জেষ্যামি দারুণম্ ॥ ১৬ ॥

বিরোচন উবাচ।

বিষয়ান্ প্রতি ভোঃ পুত্র সর্ব্বানেব হি সর্ব্বথা।
অনাস্থা পরমা হ্যেষা সা যুক্তির্ম্মনসোজয়ে ॥ ১৭ ॥
এষৈব পরমা যুক্তিরনয়ৈব মহামদঃ।
স্বমনোমত্তমাতঙ্গো দ্রাগিত্যেবাবদম্যতে ॥ ১৮ ॥
এষা হ্যত্যন্তদুষ্প্রাপা সুপ্রাপা চ মহামতে।
অনভ্যস্তাতিদুষ্প্রাপা স্বভ্যস্তা প্রাপ্যতে সুখম্ ॥ ১৯ ॥
ক্রমাদভ্যস্যমানৈষা বিষয়ারতিরাত্মজ।
সর্ব্বতঃ স্ফুটতামেতি সেকসিক্তা লতা যথা ॥ ২০ ॥
নাসাদ্যতে হ্যনভ্যস্তা কাঙ্ক্ষতাপি শঠাত্মনা।
পুত্র শালিরিবান্যুপ্তা তস্মাদেনাং সমাহর ॥ ২১ ॥

স্থৌল্যম্। ঘটত্বেন ঘটভাবেন। মৃৎপিণ্ডঃ পিণ্ডান্তর্গতমৃদ্ভাগঃ ॥ ১৪ ॥

জেতব্যং সর্ব্বং জিতমাসাদয়িতব্যং সর্ব্বমাসাদিতং ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

আক্রমণে আস্কন্দনে জয়ে ইতি যাবৎ ॥ ১৬ ॥

অনাস্থা অস্পৃহা। যুক্তিরুপায়ঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রাগিত্যেব ঝটিত্যেব। অবদম্যতে অবমত্য দম্যতে। "মুক্তিমিচ্ছসি চেৎ তাত বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ" ইত্যভিযুক্তোক্তেঃ ॥ ১৮ ॥

এষা যুক্তিঃ ॥ ১৯ ॥

বিষয়েষ্বরতির্ব্বিরক্তিঃ। স্ফুটতাং শান্ত্যাদিবিটপবিস্তারব্যক্ততাম্ ॥ ২০ ॥

শঠাত্মনা ভোগলুব্ধমনসা। অব্যুপ্তা সুক্ষেত্রেষনুপ্তা। সমাহর অভ্যাসেন স্থিরীকুরু ॥ ২১ ॥

তাবৎ ভ্রমন্তি দুঃখেষু সংসারাবটবাসিনঃ।
বিরক্তিং বিষয়েষ্বেতে যাবন্নায়ান্তি দেহিনঃ॥ ২২॥
অভ্যাসেন বিনা কশ্চিন্নাপ্নোতি বিষয়ারতিম্।
অপ্যত্যন্তবলোদেহী দেশান্তরমিবাগতিঃ॥ ২৩॥
ধ্যেয়ত্যাগমতোজস্রং ধ্যায়তা দেহধারিণা।
ভোগেম্বরতিরভ্যাসাৎ বৃদ্ধিং নেয়া লতা যথা॥ ২৪॥
পুরুষার্থাদৃতে পুত্র নেহ সম্প্রাপ্যতে শুভম্।
ক্রিয়াফলং পরিপ্রাপ্তুং হর্ষামর্ষবিবর্জ্জিতম্॥ ২৫॥
দৈবমিত্যুচ্যতে লোকে ন দৈবং দেহবৎ ক্বচিৎ।
অবশ্যং ভবিতব্যাখ্যাস্বেহ যা নিয়তিশ্চ যা॥ ২৬॥
উচ্যতে দৈবশব্দেন সা নরৈরেব নেতরৈঃ।
যদ্যস্থেহ যদা যত্র সম্পন্নং সমতাং গতম্॥ ২৭॥
হর্ষামর্ষবিনাশায় তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।

বিরতিং বৈরাগ্যম্॥ ২২॥

অগতির্গমনশূন্যঃ॥ ২৩॥

ধ্যেয়ত্যাগং প্রাগুক্তজীবন্মুক্তিহেতুধ্যেয়বাসনাত্যাগম্। ধ্যায়তা বাঞ্ছতা॥২৪

নাকস্মাৎ সর্ব্বে বিষয়াস্ত্যক্তুং শক্যাঃ কিন্তু ক্রমেণৈকৈকং বিষয়ং চিরং ত্যক্ত্বা সকৃৎ সকৃৎ কদাচিৎ সেবমানঃ ক্রমাৎ সর্ব্বং বৈরাগ্যপরিপাকে ত্যজেৎ। তত্র চ পুরুষপ্রযত্নার্থো পুনর্হর্ষামর্ষলৌল্যপ্রসঙ্গবারকমাবশ্যক-মিত্যাশয়েনাহ পুরুষার্থাদিতি। পুরুষার্থঃ পুরুষপ্রযত্নস্তস্মাদৃতে হর্ষামর্ষবিব-র্জ্জিতং ক্রিয়াফলং পরিপ্রাপ্তুমনুকূলং শুভং সাধনং ন সম্প্রাপ্যতে॥ ২৫॥

নমু দৈবাদেব তৎপ্রাপ্তিঃ কিং ন স্যাৎ তত্রাহ দৈবমিতি। স্বা স্বীয়া যা নিয়তিপ্রযুক্তা শুভাশুভক্রিয়া সৈব নরৈর্মানুষদৃষ্টিভির্দ্দৈবশব্দেনোচ্যতে ন ইতরৈর্দ্দিব্যশাস্ত্রীয়দৃষ্টিমদ্ভিরিতি পরেণান্বয়ঃ॥ ২৬॥

নমু বিনাপি প্রযত্নং দৈবাদেব কেষাঞ্চিদ্ধর্ষামর্ষোপশমোদৃশ্যতে তৎ কথং তত্রাহ যদিতি। হর্ষামর্ষহেতুকর্ম্মক্ষয়ে সতি যদেব হর্ষামর্ষবিনাশায় সম্পন্নং তদেব জনৈর্দ্দৈবমিতি কথ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ২৭॥

দৈবং নিয়তিরূপঞ্চ পৌরুষেণোপজীয়তে ॥ ২৮ ॥
সম্যগ্‌জ্ঞানবিলাসেন মৃগতৃষ্ণাভ্রমোযথা
যথা সঙ্কল্প্যতে যদ্যৎ পৌরুষেণ তথৈব তৎ ॥ ২৯ ॥
ফলবত্ত্বা গৃহীতত্বে ফলবত্ত্বাসুখপ্রদম্‌ ।
কর্ত্তা নো মন এবেহ যৎ কল্পয়তি তৎ তথা ॥ ৩০ ॥
নিয়তিং যাদৃশীমেতৎ সঙ্কল্পয়তি সা তথা ।
নিয়তানিয়তান্‌ কাংশ্চিদর্থাননিয়তানপি ॥ ৩১ ॥
করোতি চিত্তং তেনৈতৎ চিত্তং নিয়তিযোজকম্‌ ।
নিয়ত্যাং নিয়তিং কুর্ব্বন্‌ কদাচিৎ স্বার্থনামিকাম্‌ ॥ ৩২ ॥

অস্তু ত্বদুক্তমেব দৈবং কিং ততস্তত্রাহ দৈবমিতি। মদুক্তং নিয়তিরূপং দৈবং তু বৈরাগ্যদাঢ্যাভ্যাসাদিপৌরুষেণ উপ সমীপে অল্পকালেনৈব জীয়তে মরুভূমিতত্ত্বজ্ঞানবিলাসেন মৃগতৃষ্ণাভ্রম ইবেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

নন্নু যদি দৈবাখ্যা নিয়তিঃ পৌরুষাখ্যয়া তয়া জীয়তে তর্হি তস্যাঃ ফলনিয়মাভাবাদনিয়তত্বপ্রসঙ্গ ইতি চেদিষ্টাপত্তিঃ। সর্ব্বেষু মনঃসঙ্কল্পজেষু-সতি বাধকে প্রমাণৈঃ ফলবত্তয়া গৃহীতত্বে ফলবত্ত্বা সুখপ্রদমিত্যেব নিয়মাভ্যুপগমাদিত্যাহ যথেতি ॥ ২৯ ॥

ন চৈবমনিয়তিত্বপ্রসঙ্গঃ মনসা কর্ত্রা ঈদৃশনিয়মস্যৈব কল্পনাৎ নিয়তিত্বব্যবহারসিদ্ধেরিত্যাশয়েনাহ কর্ত্তেতি। কর্ত্তা জীবো নঃ অস্মাকং মতে মন এব ॥ ৩০ ॥

নিয়তিং যাদৃশীমেতৎ সঙ্কল্পয়তীত্যেতদুপপাদয়তি নিয়তানিয়তানিতি। উৎসর্গতঃ ফলনিয়তানপবাদবিষয়েষ্বনিয়তান্‌ ব্যাবহারিকানর্থাননিয়তান্‌ অত্যন্তং ফলানিয়তান্‌ প্রাতিভাসিকানপি করোতীতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৩১ ॥

তেন হেতুনা এতচ্চিত্তং স্বসঙ্কল্পিতার্থানুসারেণ ফলনিয়তেরপি যোজকমুপপাদকমিত্যর্থঃ অত এবার্থস্য পারমার্থিকত্বে তদ্বিষয়বোধস্য নিয়তফলত্বমেব ন দৈববৎ কর্ম্মবদ্বা অনিয়তফলত্বমিত্যাশয়েনাহ নিয়ত্যামিতি। অয়ং চিত্তাত্মা জীবঃ কদাচিৎ মোক্ষাধিকৃতজন্মনি নিয়ত্যাং নিত্যনিয়তৈকস্বভাবে পরমাত্মনি স্বার্থনামিকাং প্রত্যক্‌পরমার্থমাত্রগোচরসাক্ষাৎকারনা-

স্ফুরত্যস্মিঞ্জগৎকোশে জীবো ব্যোম্নীব মারুতঃ।
নিয়ত্যা বিহিতং কুর্ব্বন্ কদাচিন্নিয়তিং চরঃ॥ ৩৩॥
সংজ্ঞার্থং রূঢ়নিয়ত্তিশব্দঃ স্ফুরতি সানুবৎ।
তস্মাৎ যাবন্মনস্তাবৎ ন দৈবং নিয়তির্ন চ॥ ৩৪॥
মনস্ত্বস্তং গতে সাধো যদ্ভবত্যস্তু তত্তথা।
জীবোহি পুরুষোজাতঃ পৌরুষেণ স যদ্যথা॥ ৩৫॥
সঙ্কল্পয়তি লোকেস্মিংস্তত্তথা তস্য নান্যথা।
পুরুষার্থাদৃতে পুত্র ন কিঞ্চিদিহ বিদ্যতে॥ ৩৬॥
পরং পৌরুষমাশ্রিত্য ভোগেশ্বরতিমাহরেৎ।
ন ভোগেশ্বরতির্যাবৎ জায়তে ভবনাশনী॥ ৩৭॥
ন পরা নির্ব্বৃতিস্তাবৎ প্রাপ্যতে জয়দায়িনী।
বিষয়েষু রতির্যাবৎ স্থিতা সংমোহকারিণী॥ ৩৮॥

মিকাং নিয়তিং সমানাকারবৃত্তিধারাং নির্ব্বিকল্পকসমাধিমিতি যাবৎ, কুর্ব্বন্নস্মিন্ জগৎ কোশে ব্যোম্নি মারুত ইব অসঙ্গঃ স্ফুরতি স্বস্বভাবে প্রকাশত ইত্যর্থঃ॥ ৩২॥

কদাচিৎ ব্যুত্থানকালে নিয়ত্যা শাস্ত্রলক্ষণয়া বিহিতং স্বস্বাশ্রমোচিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ সংজ্ঞাথমজ্ঞজনবোধনার্থমেবেতি যাজ্ঞিকাঃ শিষ্টাঃ সদাচারপ্রবর্ত্তকা ইত্যাদিনা লোকে রূঢ়ঃ প্রখ্যাতোনিয়তিশব্দোযস্য তথাবিধঃ সন্ স্ফুরতি। যথা সানুগিরিপ্রস্থঃ স্বয়মচলস্বভাবোপি পবনবেগাচ্চলৎসু বৃক্ষেষু চল ইব স্থিরেষু চ স্থির ইব স্ফুরতি তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

অতস্ত্বয়াপি যাবজ্জীবং চরমোক্তচরিতদ্বয়মবলম্ব্যতামিত্যাহ তস্মাদিতি॥৩৪॥

তদূত্তরং কিং ভবিষ্যতি তত্রাহ মনসীতি। পুরুষোজাতঃ কর্ম্মজ্ঞানাধিকারিশরীরং প্রাপ্তঃ সন্ যৎ যথা সঙ্কল্পয়তি তৎ তথা ভবতীতি স্বায়ত্তে সঙ্কল্পে পৌরুষেণ বৈরাগ্যাদিসাধনানি সম্পাদ্য পরমপুরুষার্থাত্মকব্রহ্মাত্মভাব এব সঙ্কল্পনীয়োন সংসার্য্যাত্মভাব ইত্যাশয়েনাহ পুরুষার্থাদৃতে ইত্যাদিনা॥ ৩৫॥ ৩৬॥ ৩৭॥

যাবৎ বিষয়েষু রতিরস্তি তাবৎ বিলোলাং দোলনস্থিতির্ভোগলক্ষণৈ-

তাবত্তবদশাদোলা বিলোলাং দোলনস্থিতিঃ।
অভ্যাসেন বিনা পুত্র ন কদাচন দুঃখদা ॥ ৩৯ ॥
ভোগভোগিভরপ্রোতা কদাশা বিনিবর্ত্ততে ॥ ৪০ ॥

বলিরুবাচ।

ভোগেম্বরতিরেবান্তঃ কথং সর্ব্বাসুরেশ্বর।
স্থিতিমায়াতি জীবস্য দীর্ঘজীবিতদায়িনী ॥ ৪১ ॥

বিরোচন উবাচ।

আত্মাবলোকনলতা ফলিনী ফলতি স্ফুটম্।
জীবস্য ভোগেম্বরতিং শরদীব মহালতা ॥ ৪২ ॥
আত্মাবলোকনেনৈষা বিষয়ারতিরুত্তমা।
হৃদয়ে স্থিতিমায়াতি শ্রীরিবাম্ভোজকোটরে ॥ ৪৩ ॥
তস্মাৎ প্রজ্ঞানিকাষেণ বিচারেণাতিচারুণা।
দেবমালোকয়েদ্ভোগাৎ রতিঞ্চাবহরেৎ সমম্ ॥ ৪৪ ॥
চিত্তস্য ভোগৈর্দ্বৌ ভাগৌ শাস্ত্রেণৈকং প্রপূরয়েৎ।
গুরুশুশ্রুষয়া চৈকমব্যুৎপন্নস্য সংক্রমে ॥ ৪৫ ॥

ভোগিভরৈঃ সর্পভারৈঃ প্রোতা গ্রথিতা অতএব দুঃখদা কদাশালক্ষণা ত্বদ্দশা দোলা প্রেঙ্খোলিকা বৈরাগ্যশ্রবণসমাধ্যাদ্যভ্যাসেন বিনা কদাচন কদাপি ন নিবর্ত্ততে নাবরিতুং শক্যেতি পরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

দীর্ঘজীবিতং নিত্যাত্মভাবেন স্থিতিঃ ॥ ৪১ ॥

ফলিনী মোক্ষফলবতী ভোগেম্বরতিং বৈরাগ্যমবান্তরফলং ফলতি। যথা দ্রাক্ষাদিমহালতা শরদি শলাটুং ফলতি তদ্বৎ ॥ ৪২ ॥

শ্রীর্লক্ষ্মীঃ। অম্ভোজকোটরে পদ্মগর্ভে ॥ ৪৩ ॥

প্রজ্ঞামণের্নিকাষেণ শাণস্থানীয়েন বিচারেণ। সমং তুল্যকালম্ ॥ ৪৪ ॥

তত্র চিত্তপরিপাকভেদানুসারেণ ভূমিকাভেদান্ বিবক্ষুঃ প্রথমভূমিকামাহ চিত্তস্যেতি। ভোগৈর্দ্দেহমাত্রোপায়ৈর্দ্বৌ দিনস্য কালভাগৌ শাস্ত্রেণ শ্রবণেন। অব্যুৎপন্নস্য চিত্তস্য সংক্রমে সম্যাগারম্ভে শাস্ত্রোক্তক্রমে ইতি বা ॥ ৪৫ ॥

কিঞ্চিদ্ব্যুৎপত্তিযুক্তস্য ভাগং ভোগৈঃ প্রপূরয়েৎ।
গুরুশুশ্রুষয়া ভাগৌ ভাগং শাস্ত্রার্থচিন্তয়া ॥ ৪৬ ॥
ব্যুৎপত্তিমনুযাতস্য পূরয়েচ্চেতসোঽন্বহম্।
দ্বৌ ভাগৌ শাস্ত্রবৈরাগ্যৈর্দ্বৌ ধ্যানগুরুপূজয়া ॥ ৪৭ ॥
সাধুতামাগতোজীবো যোগ্যোজ্ঞানকথাক্রমে।
নির্ম্মলাকৃতিরাদত্তে পট উত্তমরঞ্জনাম্ ॥ ৪৮ ॥
শনৈঃশনৈর্লালনীয়ং যুক্তিভিঃ পাবনোক্তিভিঃ।
শাস্ত্রার্থপরিণামেন পালয়েচ্চিত্তবালকম্ ॥ ৪৯ ॥
পরে পরিণতং জ্ঞানে শিথিলীভূতদুর্গ্রহম্।
জ্যোৎস্নাঽহীনস্ফটিকবৎ চেতঃ শীতং বিরাজতে ॥ ৫০ ॥
প্রজ্ঞয়া পরয়া ঋদ্ধ্যা ভোগানামীশ্বরস্য চ।

তজ্জয়ে তদুত্তরভূমিকামাহ কিঞ্চিদিতি। আত্মজ্ঞানে লব্ধচমৎকারস্যেতি যাবৎ। অতএব ভোগেষনাস্থোদয়াৎ ভাগন্যূনতাপত্তিঃ। গুরুশুশ্রূষায়াঞ্চ ভাগান্তরবৃদ্ধিঃ। চিরং গুরুসন্নিধানে সত্যবসরে গুরুষু স্বসন্দেহপ্রশ্নসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

তজ্জয়ে তদুত্তরভূমিকামাহ ব্যুৎপত্তিমিতি। রত্নতত্ত্ববৎ চিরপরীক্ষণেন তত্ত্বতোবধারণং ব্যুৎপত্তিস্তামনুযাতস্য চেতসো দ্বৌ ভাগৌ শাস্ত্রবৈরাগ্যৈঃ সমুচ্চিতৈঃ পূরয়েৎ। দ্বৌ তু ধ্যানৈগুরুপূজনেন চ ক্রমাৎ পূরয়েৎ ॥ ৪৭ ॥

চতুর্ব্বিধেপি ক্রমে শুদ্ধচিত্ত এবাধিকারী নান্য ইত্যাহ সাধুতামিতি। পটোনির্ম্মলাকৃতিঃ সম্যক্‌পরিশুদ্ধসংস্থান এবোত্তমাং কুসুম্ভকিংশুকাদিরঞ্জনামাদত্তে ন মলিন ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

ঈষন্মলিনস্য তর্হি কথং তত্রাহ শনৈরিতি। যুক্তিভির্দুঃখান্বয়ব্যতিরেকপ্রদর্শনৈঃ পাবনোক্তিভিঃ শ্রুতিস্মৃতিগুরূক্তিভিঃ শাস্ত্রার্থে চিত্তস্য পরিণামশ্চিরপরিশীলনেন শর্করামলকবন্মধুরৈকরস্য পরিণতিস্তেন ॥ ৪৯ ॥

শিথিলীভূতোদুর্গ্রহো বাহ্যমলিনজড়াকারগ্রহণং যস্য জ্যোৎস্নয়া অহীনেন অপৃথগ্‌ভূতেন স্ফটিকেন তুল্যং চিৎপ্রকাশসমরসমিতি যাবৎ। লীনেতি পাঠে স্পষ্টম্। শীতং নিস্তাপম্ ॥ ৫০ ॥

সমমেবাথ দেহস্য রূপমাশ্ববলোকয়েৎ ॥ ৫১ ॥
প্রজ্ঞাবিচারবশতঃ সমমেব সদা সুত।
আত্মাবলোকনং তৃষ্ণা সন্ত্যাগঞ্চ সমাহরেৎ ॥ ৫২ ॥
পরদৃষ্টৌ বিতৃষ্ণত্বং তৃষ্ণাভাবে চ দৃক্‌পরা।
এতে মিথঃ স্থিতে দৃষ্টী তেজোদীপদশে যথা ॥ ৫৩ ॥
ভোগপূগে গতাস্বাদে দৃষ্টে দেবে পরাবরে।
পরে ব্রহ্মণি বিশ্রান্তিরনন্তোদেতি শাশ্বতী ॥ ৫৪ ॥
বিষয়াকলিতানন্দমনন্তোদেতি নির্বৃতিঃ।
ন কদাচন জীবানামাত্মবিশ্রবণাদৃতে ॥ ৫৫ ॥
যজ্ঞদানতপস্তীর্থসেবাভির্জ্জায়তে সুখম্।
ন তপোভির্ন দানেন ন তীর্থৈরপি জায়তে ॥ ৫৬ ॥

কীদৃশী পরে পরিণতিস্তাং দর্শয়তি প্রজ্ঞয়েতি। ঋজ্ব্যা গলিতভেদ-বৈষম্যকৌটিল্যয়া পরয়া ব্রহ্মাকারয়া প্রজ্ঞয়া ভোগানাং করণকর্ম্মভাবব্যুৎ· পত্তিভিরিন্দ্রিয়বিষয়তদ্বৃত্তীনামীশ্বরস্য তৎস্বামিনো জীবস্য অথ দেহস্য ভোগায়তনস্য চ সমং তুল্যং সচ্চিদানন্দাদ্বৈরেকরসমধিষ্ঠানব্রহ্মস্বরূপমেবাবলোকয়েৎ সমং তুল্যকালমেবাধিষ্ঠানরূপমবলোকয়েদিতি বা ॥ ৫১ ॥

বিচারফলতৃষ্ণাসন্ত্যাগোপ্যাত্যন্তিকস্তদৈব ভবতীত্যাশয়েনাহ প্রজ্ঞেতি ॥৫২

বিচারফলং পুরুষাপরাধনিবৃত্তির্জ্ঞানফলং মূলাবিদ্যানিবৃত্তিশ্চ ন পৃথক্ সিদ্ধ্যত ইত্যাহ পরদৃষ্টাবিতি। যথা বহ্নেস্তেজোদশাপ্রভাবস্থা দীপদশা-দীপাকারাবস্থা চ তিমিরতৈলোভয়নিবর্ত্তিকে মিথঃ অন্যোন্যযৌগপদ্যেন স্থিতে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

আস্বাদ্যত ইত্যাস্বাদোরসঃ। গতরস ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

ভোগাস্বাদলম্পটানাস্তু নাত্মানন্দপ্রাপ্তিরস্তীত্যাহ বিষয়েতি। বিষয়েষ্বেব আকলিতঃ সারতয়া গৃহীত আনন্দোযস্মিন্ কর্ম্মণি তথা আস্বাদয়তাং জীবানাং কদাচন কদাপি ন নির্বৃতির্নিরতিশয়ানন্দো নাস্তি ॥ ৫৫ ॥

আত্মাবলোকনেনৈষা বিষয়ারতিরুত্তমা হৃদয়ে স্থিতিমায়াতীতি যদুক্তং তৎ কেচিন্ন মৃষ্যন্তি যজ্ঞাদিভিরেব চিত্তশুদ্ধ্যা বিষয়ারতিসম্ভবাদিতি তান্

ভোগেষু বিরতির্জ্জন্তোঃ স্বভাবালোকনাদৃতে।
কয়াচিদপি নো যুক্ত্যা বুদ্ধিরাত্মাবলোকনে ॥ ৫৭ ॥
স্বপ্রযত্নাদৃতে পুংসঃ শ্রেয়সে সম্প্রবর্ত্ততে।
ভোগসন্ত্যাগসম্প্রাপ্তপরমার্থাদৃতে সুত ॥ ৫৮ ॥
ন ব্রহ্মপদবিশ্রান্তিসুখমাসাদ্যতে পরম্।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তে জগত্যস্মিন্ন কুত্রচিৎ ॥ ৫৯ ॥
তদ্বদাশ্বস্যতে ভা তে পরমে কারণে যথা।
পৌরুষং যত্নমাশ্রিত্য দৈবং কৃত্বা সুদূরতঃ ॥ ৬০ ॥
ভোগান্ বিগর্হয়েৎ প্রাজ্ঞঃ শ্রেয়োদ্বারদৃঢ়ার্গলান্।
প্রৌঢ়ায়াং ভোগগর্হায়াং বিচার উপজায়তে ॥ ৬১ ॥
বৃদ্ধায়াং প্রাবৃষি শ্রীমান্ শরৎকাল ইবামলঃ।
বিচারোভোগগর্হাতো বিচারাদ্ভোগগর্হণম্ ॥ ৬২ ॥
অন্যোন্যমেতে পূর্য্যেতে সমুদ্রজলদাবিব।
ভোগগর্হাবিচারশ্চ স্বাত্মালোকশ্চ শাশ্বতঃ ॥ ৬৩ ॥
অন্যোন্যং সাধয়ন্ত্যর্থং সুস্নিগ্ধাঃ সুহৃদোযথা।

প্রত্যাহ যজ্ঞেতি। যজ্ঞাদিভিরদৃষ্টদ্বারা বিষয়সুখমেব জায়তে ন ভোগেষু বিরতির্জ্জায়ত ইতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

এবং ভোগবৈরাগ্যাভ্যাসপুরুষপ্রযত্নং বিনা কেনাপ্যুপায়ান্তরেণ আত্মাবলোকনেপি বুদ্ধির্ন প্রবর্ত্তত ইত্যাহ কয়াচিদিতি ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

আশ্বস্যতে বিশ্রম্যতে। ভাবে স্বাত্মতয়া অভিব্যক্তে পরমে কারণে পরমাত্মনি ॥ ৬০ ॥

বিচারঃ সদসদ্বিবেকঃ ॥ ৬১ ॥

বৃদ্ধায়াং শস্যাদ্যভিবৃদ্ধিযুক্তায়াম্। শাল্যাদিফলসম্পন্না শ্রীমান্। তয়োরপ্যন্যোন্যাধিনা অভিবৃদ্ধিরিতি যুগপদ্বর্দ্ধনীয়তেত্যাহ বিচার ইতি ॥ ৬২ ॥

যথা সমুদ্রেণ রশ্মিদ্বারা জলদাঃ পূর্য্যন্তে জলদৈশ্চ বৃষ্টিদ্বারা সমুদ্রস্তদ্বৎ। ইদানীং ত্রয়াণাং যুগপদ্বর্দ্ধনীয়তামাহ ভোগগর্হেতি। আত্মালোক

পূর্ব্বং দৈবমনাদৃত্য পৌরুষেণ প্রযত্নতঃ ॥ ৬৪ ॥
দন্তৈর্দ্দন্তান্ প্রসম্পীড্য ভোগেম্বরতিমাহরেৎ।
দেশাচারাধিরুদ্ধেন বান্ধবৈকমতেন চ ॥ ৬৫ ॥
পৌরুষেণ ক্রমেণাদৌ ধনানি সমুপার্জ্জয়েৎ।
ধনৈরভ্যাহরেৎ ভব্যান্ সুজনান্ গুণশালিনঃ ॥ ৬৬ ॥
প্রবর্ত্ততে সমাসঙ্গাত্তেষাং ভোগবিগর্হণা।
ততোবিচারস্তদনু জ্ঞানং শাস্ত্রার্থসংগ্রহঃ ॥ ৬৭ ॥
ততঃ ক্রমেণ পরমপদপ্রাপ্তিঃ প্রজায়তে।
যদা তূপরতে কালে বিষয়েভ্যোবিরম্যসে ॥ ৬৮ ॥
তদা বিচারবশতঃ পরমং পদমেষ্যসি।
সম্যক্ প্রাপ্স্যসি বিশ্রান্তিমাত্মন্যত্যন্তপাবনে ॥ ৬৯ ॥
ন পুনঃ কল্পনাপঙ্কে দুঃখায় নিপতিষ্যসি।

আত্মদর্শনম্ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

প্রথমং ভোগারতিরেব মহতা প্রযত্নেনাবশ্যং সাধ্যেত্যাহ দন্তৈরিতি। তদর্থমুপায়মাহ দেশেতি। তত্তদ্বর্ণবিহিতপ্রতিগ্রহাদ্যুপায়েষু দেশবন্ধুজন-সম্মত এব পরিগ্রাহ্যো নান্য ইত্যাশয়ঃ ॥ ৬৫ ॥

পৌরুষেণ তত্তদ্বর্ণোৎপন্নপুরুষোচিতেন প্রতিগ্রহাদিক্রমেণ। অভ্যাহরেৎ আরাধ্য বশীকুর্য্যাদিতি যাবৎ ॥ ৬৬ ॥

তদনু বিচারানন্তরং জ্ঞানং বিচারিতবাক্যার্থজ্ঞানং তদনুগতিসামান্যন্যায়া-লোচনাৎ শাস্ত্রার্থসংগ্রহঃ সর্ব্বশ্রুতীনামদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যনির্ণয়ো-ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

ততোমননিদিধ্যাসনক্রমেণ ভূমিকারোহণক্রমেণ বা ইত্থং সাম্প্রতং বিষয়বিরামেণ পরমপদপ্রাপ্ত্যুপায় উক্তঃ। বিষয়াংস্ত্যক্তুমসমর্থশ্চেৎ যৌবন-কালে উপরতে সতি যদা বিষয়েভ্যো বিরম্যসে তদৈব বিচারবশতঃ পরমং পদমেষ্যসি নাধুনেত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

এবং বিষয়োপরমাবশ্যকত্বে সতীদানীমেবোপরমস্তে যুক্ত ইত্যাশয়েনাহ সম্যগিতি ॥ ৬৯ ॥

স্থিতাপি নাস্থা তে শুদ্ধ নমস্তেস্তু সদাশিব ॥ ৭০ ॥

দেশক্রমেণ ধনমল্পবিগর্হণেন
তেনাঙ্গ সাধুজনমর্জ্জয় মানপূর্ব্বং।
তৎসঙ্গমোত্থবিষয়াদ্যবহেলনেন
সম্যগ্ বিচারবিভবেন তবাত্মলাভঃ ॥ ৭১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে চিত্তবিচিকিৎসাযোগোপদেশো নাম চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

হে শুদ্ধ তে তব। ভোগস্থানস্থিতাপি যয়া কালান্তরপ্রতীক্ষা স্যাদ-তত্ত্বং সদাশিব এব অতস্তে সাম্প্রতমেব ব্রহ্মভূতায় নমোস্ত্বিত্যনুচিতোপি পুত্রদৃশা নমস্কারোব্রহ্মদৃষ্ট্যা কৃতঃ ॥ ৭০ ॥

উক্তমর্থং সংক্ষিপ্যোপসংহরতি দেশেতি। দেশাচারাবিরুদ্ধক্রমেণ ধনং অর্জ্জয়েতি শেষঃ। তেন ধনেন অল্পস্য তুচ্ছতরস্য ভোগস্য বিগর্হণেন ভোগার্থং ধনব্যয়মকৃত্বেতি যাবৎ। সাধুজনং ব্রহ্মবিজ্জনং মানপূর্ব্বং প্রণি-পাতসেবান্নাচ্ছাদনাদিসম্মানপূর্ব্বকং অর্জ্জয়। শাস্ত্রপূর্ব্বমিতি পাঠে তু "তদ্বি-জ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠ" মিতি শাস্ত্রোক্তরীত্যেত্যর্থঃ। ততঃ সৎসঙ্গমোত্থেন বিষয়তদ্ভোগদ্বেষাদ্যবহেলনেন সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যা প্রবৃত্তেন সম্যগধ্যাত্মশাস্ত্রবিচারস্য বিভবেন তে তব আত্মলাভোবিস্মৃতকণ্ঠচামীকরলাভবস্তুবিখ্যাতীত্যর্থঃ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

-○()○()○-

বলিরুবাচ।

এতন্মে কথিতং পূর্ব্বং পিত্রা চারুবিচারিণা।
ইদানীং সংস্মৃতং দিষ্ট্যা সম্প্রবোধমহং গতঃ ॥ ১ ॥
অদ্যেয়ং মম সঞ্জাতা ভোগান্ প্রত্যরতিঃ স্ফুটং।
দিষ্ট্যা শমসুখং স্বচ্ছং বিশাম্যমৃতশীতলম্ ॥ ২ ॥
পুনরাপূরয়ন্নাশাং পুনরপ্যাহরন্ ধনম্।
পুনরাবর্জ্জয়ন্ কান্তাং খিন্নোঽস্মি বিভবস্থিতৌ ॥ ৩
অহোনু খলু রম্যেয়ং শমভূঃ শীতলান্তরা।
সর্ব্বা এব শমং যান্তি সুখদুঃখদৃশঃ শমে ॥ ৪ ॥
শাম্যামি পরিনির্ব্বামি সুখমাসে সমে স্থিতঃ।
অয়মন্তঃপ্রহৃষ্যামি চন্দ্রবিম্ব ইবার্পিতঃ ॥ ৫ ॥
উত্তাণ্ডবমনোরংহঃপ্রোষিতোরুশরীরকম্।

ইহ ভূয়োবলেরন্তর্ব্বিবেকেন্দুশুভোদয়ঃ।
সন্দেহশান্তয়ে শুক্র-চিন্তেচ্ছাস্তোনুবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

অনাস্থরাখ্যানমুপসংহৃত্য প্রকৃতে যোজয়তি এতদিতি ॥ ১ ॥ ২ ॥

পুনরিতি বীপ্সিতং পুনঃপুনরিত্যর্থঃ। আবর্জ্জয়ন্ প্রার্থনাদিনা অনু-কূলয়ন্। বিভবস্থিতৌ সম্পৎপরিপালনবিষয়ে খিন্নঃ সন্তপ্তোঽস্মি ॥ ৩॥

শমে শান্তিগুণে। সর্ব্বা এব সুখদুঃখদৃশঃ শমং নাশং যান্তি ॥ ৪ ॥

শমে স্থিতঃ প্রতিষ্ঠিতোঽহং শাম্যামীতি সর্ব্বতাপোপশমোক্তিঃ। চন্দ্র-বিম্বেঽর্পিত ইব পরিনির্ব্বামীতি চিত্তস্য নিরতিশয়সুখপারবশ্যোক্তিঃ। সুখ-মাস ইতি তদ্ধেতুসুখাত্মনা স্থিত্যুক্তিঃ। অন্তরিতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। অয়ং প্রহৃষ্যামীতি হর্ষলিঙ্গপুলকাদ্যতিশয়োক্তিঃ ॥ ৫ ॥

অনারতপরিক্ষোভং হা দুঃখং বিভবার্জ্জনম্ ॥ ৬ ॥
অঙ্গমঙ্গেন সম্পীড্য মাংসং মাংসেন চ স্ত্রিয়ঃ।
পুরাহমভবং প্রীতো যত্তন্মোহবিজৃম্ভিতম্ ॥ ৭ ॥
দৃষ্টান্তদৃষ্টয়োদৃষ্ট্যা ভুক্তং ভোক্তব্যমক্ষতম্।
আক্রান্তমখিলং ভূতং জাতং কিমিব শোভনম্ ॥ ৮ ॥
পুনস্তান্যেব তান্যেব তত্রেহান্যত্র বাপি চ।
ইতশ্চেতশ্চ বস্তূনি নাপূর্ব্বং নাম কিঞ্চন ॥ ৯ ॥
সর্ব্বমেব পরিত্যজ্য পরিহৃত্য ধিয়া স্বয়ম্।
স্বস্থ এবাবতিষ্ঠেহং পূর্ণাৎ পূর্ণ ইবাত্মনি ॥ ১০ ॥
পাতালে ভূতলে স্বর্গে স্ত্রিয়োরত্নোপলাদয়ঃ।

উত্তাণ্ডবশব্দাৎ সর্ব্বপ্রাতিপদিকেভ্য আচারে কিপ্ বক্তব্য ইতি কিপি লটঃ শত্রাদেশঃ। ভোগোৎকণ্ঠয়া উত্তাণ্ডববতোমনসোরংহোভিঃ প্রোষিতং দগ্ধং দেশভ্রমণশীলং বা উরু প্রধানং শরীরং উরুশরীরং বা যস্মিন্ অত এবানারতপরিক্ষোভং বিভবার্জ্জনং দুঃখমেব। হা ইতি খেদে ॥ ৬ ॥

ইদানীং তৎফলরূপাদিভোগস্বরূপমপ্যসারতয়া বিবিচ্য পরিশোচতি অঙ্গমিত্যাদিনা ॥ ৭ ॥

সর্ব্বেষাং বিভবানাং দৃষ্টাণুভূতমহাবিভবদৃষ্টয়ঃ স্বেন দৃষ্টাঃ। অক্ষতং পরৈরব্যাহতং ভোক্তব্যং রাজ্যভোগাদি ভুক্তম্। অখিলং ভূতং প্রাণিজাতমাক্রান্তং স্বসামর্থ্যেন নামিতমিতি যাবৎ। তথাপি কিমিব শোভনং শাশ্বতসুখং জাতম্। অনাদৌ সংসারে সর্ব্বেষামপি কদাচিদেব বৈভবসম্ভবাৎ স্বস্যাপি পূর্ব্ববচ্ছতশোচ্চুর্দ্দশাসহস্রস্যাগ্রেপি সম্ভাবিতত্বাচ্চ ন কিঞ্চিচ্ছোভনমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অভিনবচমৎকারান্তরাদর্শনাচ্চর্ব্বিতচর্ব্বণপ্রায়ত্বাচ্চ নৈহিকামুষ্মিকভোগানাং সারতাস্তীত্যাহ পুনরিতি। তত্র সর্গাদৌ। ইহ ভুবি। অন্যত্র নাগলোকাদৌ ॥ ৯ ॥

পূর্ণাৎ স্বরূপাৎ বোধতঃ প্রাপ্তাৎ পূর্ণ ইবেত্যপূর্ণতাভ্রান্তিনিরাস এব নাপূর্ব্বপূর্ণতাপ্রাপ্তিরস্তীতি দ্যোতনায়। অথবা পূর্ণাচ্চন্দ্রান্নিমিত্তাৎ পূর্ণঃ ক্ষীরাব্ধিরিবেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

সারং তদপি তুচ্ছেন কালেনাশু নিগীর্য্যতে ॥ ১১ ॥
এতাবন্তমহং কালং ভৃশং বালোভবং পুরা ।
যঃ কুর্ব্বন্ দ্বেষমমরৈস্তুচ্ছয়া জগদিচ্ছয়া ॥ ১২ ॥
মনোনির্ম্মাণমাত্রেণ জগন্নাম্না মহাধিনা ।
ত্যক্তেনানেন কোর্থঃ স্যাৎ কোনুরাগোমহাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥
কষ্টং চিরতরং কালমনর্থোর্থধিয়া ময়া ।
অজ্ঞানমদমত্তেন কালেন স্বেন সেবিতঃ ॥ ১৪ ॥
তরত্তরলতৃষ্ণেোন কিমিবাস্মিন্ জগত্রয়ম্ ।
ময়া ন কৃতমজ্ঞেন পশ্চাত্তাপাভিবৃদ্ধয়ে ॥ ১৫ ॥
এতয়া তদলং মেস্তু তুচ্ছয়া পূর্ব্বচিন্তয়া ।
পৌরুষং যাতি সাফল্যং বর্ত্তমানচিকিৎসয়া ॥ ১৬ ॥
অদ্যাপরিমিতাকার কারণৈকতয়াত্মনি ।
সর্ব্বতঃ মুখমভ্যেতি রসায়নমিবার্ণবে ॥ ১৭ ॥

যদপি ভোগ্যমজ্ঞদৃষ্ট্যা সারত্বেন গৃহীতং তদপি নশ্বরত্বাৎ দুঃখায় পর্য্যবসিতং তদ্দশাপ্যসারমেবেত্যাশয়েনাহ পাতাল ইতি ॥ ১১ ॥

তুচ্ছয়া জগদাধিপত্যেচ্ছয়া অমরৈঃ সহ দ্বেষং কুর্ব্বন্নহং ভৃশং বালো-মূর্খ এবাভবমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

জগন্নাম্না জগদাধিপত্যনাম্না মহতা আধিনা মানসদুঃখেন। অত্যক্তেনেতি চ্ছেদঃ। অর্থঃ পুরুষার্থঃ স্যাৎ। অনুরাগে হি সতি তত্র পুরুষার্থতাবুদ্ধিঃ স এব নাস্তীত্যাহ ক ইতি ॥ ১৩ ॥

কালেন স্বমৃত্যুভূতেন স্বেনৈব ময়া অনর্থঃ অর্থধিয়া সেবিত ইত্যর্থঃ॥১৪॥১৫

অথবা কিং মম গতশোকেন সাম্প্রতিকমোহচিকিৎসয়া পুরুষজন্মসাফল্যোপায়ং চিন্তয়ামীত্যাহ এতয়েতি ॥ ১৬ ॥

অপরিমিতাকারং অপরিচ্ছিন্নস্বরূপং যৎ কারণং ব্রহ্ম তদেকতয়া তদভেদস্থিত্যা আত্মনি সর্ব্বতঃ পূর্ণং সুখমর্ণবে ক্ষীরসমুদ্রে রসায়নমমৃতমথনেনেব যথা সর্ব্বতঃ অভ্যেত্যাবির্ভবতি তথা অদ্য ঔশনসং শুক্রং পৃচ্ছামীতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১৭ ॥

কোঽয়ং তাবদহং কিং স্যাদাত্মেত্যাত্মাবলোকনম্।
পৃচ্ছাম্যৌশনসং নাথং নূনমজ্ঞানশান্তয়ে ॥ ১৮ ॥

সঞ্চিন্তয়াম্মি পরমেশ্বরমাশু শুক্র
মুদ্যৎপ্রসাদমথ তেন গিরোপদিষ্টে।
তিষ্ঠাম্যনন্তবিভবে স্বয়মাত্মনাত্মনি
অক্ষীণমর্থমুপদেশগিরঃ ফলন্তি ॥ ১৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে বলিচিন্তাসিদ্ধান্তযোগোপদেশো নাম পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

অয়ং প্রপঞ্চঃ কঃ অহং অহংপ্রত্যয়বেদ্যং জীবতত্ত্বং কিম্ ইত্যাত্মা অবলোক্যতে যেন তদাত্মাবলোকনমুপায়ং নাথং কুলগুরুত্বাৎ কুলস্বেশ্বর-মুশনসমেবৌশনসং পৃচ্ছামি প্রক্ষ্যামি ॥ ১৮ ॥

অহং পরমেশ্বরং যোগসিদ্ধত্বাৎ সর্ব্বকামেশ্বরম্ স্বাশ্রিতেষ্বাশু উদ্যৎ-প্রসাদং শুক্রং সঞ্চিন্তয়ামি তেন শুক্রেণ গিরা উপদিষ্টে অনন্তবিভবে আত্মনি স্বয়মাত্মনৈব তিষ্ঠামি স্থাস্যামি। বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্। তত্রা-বস্থানে কেন হেতুনা তবাশ্বাসস্তত্রাহ অক্ষীণমিতি। যতোমহতামুপদেশ-গিরোঽক্ষীণমক্ষয়মর্থং ফলন্তি ন কদাচিদ্বিফলীভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ ।

—০()০—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য বলবান্ বলিরামীলিতেক্ষণঃ ।
দধ্যৌ কমলপত্রাক্ষং শুক্রমাকাশমন্দিরম্ ॥ ১ ॥
সর্ব্বস্থং চিন্তয়ানস্তু নিত্যধ্যানোথ ভার্গবঃ ।
চেতঃস্থং জ্ঞাতবান্ শিষ্যং বলিং গুর্ব্বর্থিনং পুরে ॥ ২
অথ সর্ব্বগতানন্ত চিদাত্মা ভার্গবঃ প্রভুঃ ।
আনিনায় সদেহং স্বং রত্নবাতায়নং বলেঃ ॥ ৩ ॥
গুরুদেহপ্রভাজালপরিমৃষ্টতনুর্ব্বলিঃ ।
বুবুধে প্রাতরর্কাংশুসম্বোধিতমিবাম্বুজম্ ॥ ৪ ॥
তত্র রত্নার্ঘ্যদানেন মন্দারকুসুমোৎকরৈঃ ।
পাদাভিবন্দনৈরেনং পূজয়ামাস ভার্গবম্ ॥ ৫ ॥

স্মৃত্যাম্নাতস্য শুক্রস্য সংক্ষেপেণ বলিং প্রতি ।
তত্ত্বসারোপদেশোথ নভোগতিরিহের্য্যতে ॥ ১ ॥

আকাশোব্রহ্মাকাশ এব মন্দিরং বিশ্রান্তিস্থানং যস্য তম্ ॥ ১ ॥

অথ নিত্যধ্যানোভীক্ষ্ণং ধ্যানপরোভার্গবঃ সর্ব্বান্তরব্রহ্মরূপত্বাৎ সর্ব্বস্থং স্বং চিন্তয়ানং স্বচেতস্থং বলিং শিষ্যং গুর্ব্বর্থিনং তত্ত্বজিজ্ঞাসয়া স্বদর্শনেচ্ছুং জ্ঞাতবানিত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥

অথ স ভার্গবঃ স্বং দেহং বলেঃ রত্নবাতায়নং রত্নগবাক্ষস্থানং প্রতি আনিনায় স্বয়মাজগামেতি যাবৎ ॥ ৩॥

পরিমৃষ্টতনুঃ সংস্পৃষ্টশরীরঃ। সম্বোধিতং বিকাসিতম্ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

রত্নার্ঘ্যপরিপূর্ণাঙ্গং কৃতমন্দারশেখরম্।
মহার্হাসনবিশ্রান্ত মথোবাচ গুরুং বলিঃ ॥ ৬ ॥

বলিরুবাচ।

ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদোত্থা প্রতিভেয়ং পুরস্তব।
নিযোজয়তি মাং বক্তুং কার্য্যং কর্ত্তুমিবার্কভাঃ ॥ ৭ ॥
ভোগান্ প্রতি বিরক্তোস্মি মহাসম্মোহদায়িনঃ।
তত্তত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছামি মহাসম্মোহহারি যৎ ॥ ৮ ॥
কিয়ন্মাত্রমিদং ভোগজালং কিম্ময়মেব বা।
কোহং কস্ত্বং কিমেতে বা লোকা ইতি বদাশু মে ॥ ৯ ॥

শুক্র উবাচ।

বহুনাত্র কিমুক্তেন খং গন্তুং যত্নবানহম্।
সর্ব্বদানবরাজেন্দ্র সারং সংক্ষেপতঃ শৃণু ॥ ১০ ॥
চিদিহাস্তি হি চিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেব চ।
চিত্ত্বং চিদহমেতে চ লোকাশ্চিদিতি সংগ্রহঃ ॥ ১১ ॥

প্রতিভা নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিঃ। যথা প্রাতরুদিতা অর্কভা ব্রাহ্মণাদীন্ সন্ধ্যাবন্দনাদিকার্য্যং কর্ত্তুং সন্নিধানমাত্রেণ নিযোজয়তি তদ্বৎ ॥ ৭ ॥

যৎ স্বজ্ঞানমাত্রেণ মহাসংমোহহারি তত্তাদৃশং তত্ত্বম্ ॥ ৮ ॥

কিয়তী মাত্রা উৎকর্ষাবধির্যস্য তৎ। ভোগজালং বিষয়সুখম্। কিম্ময়ং কিংপ্রকৃতিকমিতি ভোগতত্ত্বপ্রশ্নঃ। কোহং কস্ত্বমিতি ভোক্তৃতত্ত্বপ্রশ্নঃ। কিমেতে লোকা ইতি ভোগ্যতত্ত্বপ্রশ্নঃ। লোক্যন্তে ইতি লোকা ইতি ব্যুৎপত্তেঃ ॥ ৯ ॥

ভোক্তাদিত্রিপুটীভেদস্যৈকস্যাং চিতি কল্পিতত্বাৎ সংক্ষেপতস্তদুপদেশেনৈব প্রশ্নত্রয়স্যাপ্যুত্তরং সুবচমিত্যাশয়ং দ্যোতয়ন্নাহ বহুনেতি। খং আকাশমার্গম্। সারং প্রশ্নত্রয়সারম্ ॥ ১০ ॥

ইহ জগতি চিদস্তি। হি শব্দস্তৎসিদ্ধেরন্যনিরপেক্ষত্বপ্রসিদ্ধিদ্যোতনায়। অত ইদং চিদ্দৃশ্যং চিদধীনসিদ্ধিকং ভোগজাতং চিদেব মাত্রা উৎকর্ষাবধি-

ভব্যোসি চেৎ তদেতস্মাৎ সর্ব্বমাপ্নোষি নিশ্চয়াৎ।
নো চেত্তদ্বহ্বপি প্রোক্তং ত্বয়ি ভস্মনি হূয়তে॥ ১২॥
চিচ্চেত্যকলনাবন্ধস্তন্মুক্তির্ম্মুক্তিরুচ্যতে।
চিদচেত্যাখিলাত্মেতি সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহঃ॥ ১৩॥
এনং নিশ্চয়মাদায় বিলোকয়সি হেলয়া।
স্বয়মেবাত্মনাত্মানমনন্তং পদমাপ্স্যসি॥ ১৪॥
খং ব্রজাম্যহমত্রৈব মুনয়ঃ সপ্ত সঙ্গতাঃ।
কেনাপি সুরকার্য্যেণ বস্তব্যং তত্র বৈ ময়া॥ ১৫॥
রাজন্ যাবদয়ং দেহস্তাবন্মুক্তধিয়ামপি।
যথাপ্রাপ্তক্রিয়াত্যাগোরোচতে ন স্বভাবতঃ॥ ১৬॥

ইতি কথিতবতাথ ভার্গবেণ
স্ফুটজলরাশিপথা মহাজবেন।

র্যস্ত তথাবিধম্। যতো বাচোনিবর্ত্তন্তে ইতি শ্রুত্যা পূর্ণচিত এব সর্ব্বানন্দোৎকর্ষাব'ধত্বোক্তেঃ। চিত্যেব ভেদবৈচিত্র্যাধ্যাসাৎ চিন্ময়মেব চ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি শ্রুতেঃ। এবং ত্বমস্তহং ব্রহ্মাস্মি এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্রঃ নান্যোতোস্তি দ্রষ্টা নান্যোতোস্তি শ্রোতেত্যাদি-শ্রুতিশতেভ্যস্ত্বমহমাদিভোক্তৃতত্ত্বমপি চিন্মাত্রমেবেত্যাহ চিত্ত্বমিতি। এবং ভোগ্যজাতমপি পরমার্থতশ্চিদেব তৎসত্তাস্ফূর্ত্ত্যোশ্চিদধীনত্বাৎ ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠমিত্যাদিশ্রুতেশ্চেত্যাশয়েনাহ এতে চেতি॥ ১১॥

ভবতীতি ভব্যঃ শ্রদ্দধানোবিবেকী॥ ১২॥

চিতশ্চেত্যাকারকলনৈব বন্ধঃ। অচেত্যা চেত্যাকারনির্ম্মুক্তা অখিলাত্মা পূর্ণাত্মা॥ ১৩॥

বিলোকয়সি চেদিতি শেষঃ। আত্মনা অখণ্ডাকারবৃত্ত্যারূঢ়প্রতীচা॥১৪॥

খং দেবলোকঃ। বস্তব্যং অবশ্যং সন্নিধাতব্যম্। ভাবে তব্যঃ॥ ১৫॥

নন্থ মুক্তধিয়ঃ কৃতকৃত্যস্য তব তত্র অগমনে কা ক্ষতি স্তত্রাহ রাজন্নিতি॥ ১৬॥

প্লুতমলিশবলে নভোন্তরালে
তরলতরঙ্গবদাকুলে গ্রহৌঘৈঃ ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে বল্যুপদেশযোগো নাম
ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

অথ ইতি কথিতবতা ভার্গবেণ গ্রহৌঘৈরাকুলে অতএব পুষ্পরেণু-ব্যাপ্তোঽলিরিব শবলে কির্ম্মীরে নভোন্তরালে স্ফুটেন জলরাশের্ম্মেঘস্য সমুদ্রস্য চ পথা উপমার্গেণ তরলতরঙ্গবন্মহাজবেন প্লুতং উড্ডীনম্। ভাবেক্ষঃ ॥১৭॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

-()○()-

বশিষ্ঠ উবাচ।
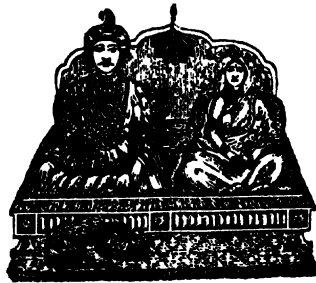
সুরাসুরসভাজ্যেষ্ঠে তস্মিন্ ভৃগুসুতে গতে।
মনসা চিন্তয়ামাস বলির্ব্বুদ্ধমতাম্বরঃ ॥ ১ ॥
যুক্তমুক্তং ভগবতা চিদেবেদং জগত্রয়ম্।
চিদহং চিদিমে লোকা শ্চিদাশাশ্চিদিয়ং ক্রিয়া ॥ ২ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরং সর্ব্বং চিদেব পরমার্থতঃ।
অস্তি চিদ্ব্যতিরেকেণ নেহ কিঞ্চন কুত্রচিৎ ॥ ৩ ॥
অয়মাদিত্য ইত্যর্কো ন চিতা যদি চেত্যতে।
তদর্ক তমসোর্ভেদঃ ক ইহেবোপলভ্যতে ॥ ৪ ॥
ইয়ং ভূরিতি ভূরেষা চিতা যদি ন চেত্যতে।
ভূমেঃ কিং নাম ভূমিত্বং তদ্ভব্যে ভব্যতাং গতম্ ॥ ৫ ॥
ইমা দিশোদিশ ইতি চেত্যন্তে ন চিতা যদি।

শুক্রোপদিষ্টমার্গেণ সর্ব্বং বিমৃশতো বলেঃ।
চিৎপূর্ণানন্দবিশ্রান্ত্যা চিরং স্থিতিরিহোচ্যতে ॥ ১ ॥

সুরাসুরসভাসু জ্যেষ্ঠে প্রশস্ততমে। জ্য চেতি প্রশস্যশব্দস্যেষ্ঠনিজ্যাদেশঃ ॥ ১ ॥

যচ্চিন্তয়ামাস তদাহ। যুক্তমিত্যাদিনা ॥ ২ ॥ ৩ ॥

যুক্ততামুপপাদয়তি। অয়মাদিত্য ইত্যাদিনা। চেত্যতে সংজ্ঞায়তে। তমোঘটদীপাদিব্যাবৃত্ততয়া যদি ন প্রকাশ্যত ইত্যর্থঃ। ভেদোব্যাবৃত্তির্ব্বিচ্ছিত্তির্ব্বৈধর্ম্ম্যঞ্চ। ইব শব্দো বাক্যালঙ্কারার্থঃ ॥ ৪ ॥

ভূমিত্বং জলাদিব্যাবৃত্তরূপং কিম্। এবমগ্রেপি সর্ব্বত্র। ভব্যতাং নিরূঢ়তাং গতং প্রাপ্তম্ ॥ ৫ ॥

তৎ কিং নাম দিশাং দিক্ত্বং শৈলানাং চাপি কাদ্রিতা॥৬॥
ইদং জগৎ জগদিতি চিতা যদি ন চেত্যতে।
তৎ কিং জগত্ত্বং জগতো নভস্ত্বং নভসোথ কিম্॥ ৭॥
কায়োয়ং পর্ব্বতাকারশ্চিতা যদি ন চেত্যতে।
তৎ কিং নাম শরীরত্বং শরীরস্য শরীরিণাম্॥ ৮॥
চিদিন্দ্রিয়াণি চিৎকায়শ্চিন্মনশ্চিত্তদেষণা।
চিদন্তশ্চিদ্বহিশ্চিৎ খং চিদ্ভাবাশ্চিদ্ভবস্থিতিঃ॥ ৯॥
চিতৈবৈনমহং সর্ব্বং স্পর্শনৈষণপূর্ব্বকম্।
করোমি মাত্রাসংস্পর্শং শরীরেণ ন কিঞ্চন॥ ১০॥
কিমনেন শরীরেণ কাষ্ঠলোষ্ট্র সমেন মে।
অশেষজগদেকাত্মা চিদহং চেতনাত্মকঃ॥ ১১॥
অহং চিদম্বরে ভানাবহং চিৎ ভূতপঞ্জরে।
সুরাসুরেষু চিদহং স্থাবরেষু চরেষু চ॥ ১২॥
চিদস্তীহ দ্বিতীয়া হি কল্পনৈব ন বিদ্যতে।

শৈলেষ্বপি ইমে শৈলা ইতি যদি ন চেত্যন্তে ইত্যর্থাৎ গম্যতে॥ ৬॥
জগৎ ক্রিয়াবন্মূর্ত্তদ্রব্যং নভস্ত্বমূর্ত্তম্॥ ৭॥
ভূতেযূক্ত্বা ভৌতিকেষ্বাহ কায় ইতি পর্ব্বতাকারঃ স্থূল ইতি যাবৎ॥ ৮॥
খং শূন্যমসৎ। ভাবাস্তদ্বিলক্ষণাঃ সন্তঃ। ভবস্থিতিস্তদুভয়সম্বলনাৎ কাদাচিৎকী সত্তা॥ ৯॥
স্পর্শনৈষণং ভোগেচ্ছা তৎপূর্ব্বকং মাত্রাণাং শব্দাদিবিষয়াণাং সংস্পর্শং ভোগম্। শরীরেণেতি। অচেতনস্য ভোক্তৃত্বাযোগাদিতি ভাবঃ॥১০॥
যদি শরীরেণ ন কিঞ্চন তর্হি শরীরাভিমানোবৃথৈবেতি ত্যাজ্য এবেত্যাহ। কিমনেনেতি। তত্ত্যাগে নিরুপাধিচিতাং ভেদকাভাবাৎ সর্ব্বচিদৈকাত্ম্যসিদ্ধিরপরোলাভ ইত্যাশয়েনাহ অশেষেতি। চেতনাত্মক ইতি চেতনা চিৎ তদাত্মকত্বস্য সর্ব্বত্রাবিশেষাদিতি হেতুপ্রদর্শনার্থম্॥ ১১॥
অম্বরে আকাশে ভানৌ সূর্য্যাদিতেজসি ভূতপঞ্জরে অবশিষ্টভূতত্রয়ে সুরাসুরাদিস্থাবরজঙ্গমদেহেষু চ যা চিৎ সা অহমেব সৈবাহমিতি বার্থঃ॥১২॥

দ্বিত্বস্যাসম্ভবাল্লোকে কঃ শত্রুঃ কশ্চ বা সুহৃৎ ॥ ১৩ ॥
বলিনাম্নঃ শরীরস্য চ্ছিন্নে শিরসি ভাস্বরে।
চিতঃ কিং তস্তবেচ্ছিন্নং সর্ব্বলোকাবপূরণাৎ ॥ ১৪ ॥
চিতা সঙ্কেতিতোদ্বেষোদ্বেষোভবতি নান্যথা।
তস্মাদ্দ্বেষাদয়ঃ সর্ব্বে ভাবাভাবাশ্চিদাত্মকাঃ ॥ ১৫ ॥
ন চিতোব্যতিরেকেণ প্রবিচার্য্যাপি কিঞ্চন।
আসাদ্যতে কিল স্ফারাদস্মাস্ত্রিভুবনোদরাৎ ॥ ১৬ ॥
ন দ্বেষোস্তি ন রাগোস্তি ন মনোনাস্য বৃত্তয়ঃ।
চিন্মাত্রস্যাতিশুদ্ধস্য বিকল্পকলনা কুতঃ ॥ ১৭ ॥
চিদহং সর্ব্বগোব্যাপী নিত্যানন্দময়াত্মকঃ।
বিকল্পকলনাতীতো দ্বিতীয়াংশবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
চিতশ্চিদিতি যন্নাম নির্ণাগায়া ন নাম তৎ।
শব্দাত্মিকৈষা চিচ্ছক্তিঃ পরিস্ফুরতি সর্ব্বগা ॥ ১৯ ॥
দৃশ্যদর্শননির্ম্মুক্ত কেবলামলরূপবান্।

এবং সর্ব্বচিদৈক্যে ভেদপ্রত্যয়ানাং পৃথগনবশেষাদ্ব্যাঘাতাচ্চ দ্বিত্বস্যাসম্ভবাচ্ছত্রুমিত্রাদিকল্পনাপি দূরনিরস্তেত্যাহ চিদস্তীতি ॥ ১৩ ॥

অস্তু বা দেহাদিদ্বৈতং তথাপ্যসঙ্গপূর্ণচিন্মাত্ররূপস্য মম ন তৎক্ষত্যা-ক্কাপি ক্ষতিরস্তীত্যাহ বলিনাম্ন ইতি ॥ ১৪ ॥

অস্তু বা তৎ চিত এব চ্ছিন্নং তথাপি চ্ছেদ্যচ্ছেদনাদিভাবাভাবানাং তদ্গোচররাগদ্বেষাদীনাঞ্চ চিদধীনকল্পনত্বেন চিদব্যতিরেকাৎ ন চিৎপ্রতি-কূলং কিঞ্চিদাপন্নমিত্যাশয়েনাহ চিতেতি ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

প্রতিকূলাপ্রসিদ্ধৌ চিতো নিত্যানুকূলপ্রথমানতালক্ষণা আনন্দাত্মনা স্বত-এব পরিশিষ্যত ইত্যাশয়েন নিত্যানন্দময়াত্মক ইত্যুক্তিঃ ॥ ১৮ ॥

জগদ্রূপনামকল্পনাবৎ চিতঃ স্বনামকল্পনাপি স্ববিবর্ত্ত এবেত্যাহ চিত ইতি। সর্ব্বগা সর্ব্বনামরূপকল্পনাধিষ্ঠানচিচ্ছক্তিরেব স্বনামশব্দাত্মিকৈব পরিস্ফু-রতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

নিত্যোদিতোনিরাভাসো দ্রষ্টাস্মি পরমেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥
কল্পনাবিকলাকারঃ কালকান্তকলাময়ঃ।
আভাসমাত্রমুদিতো নিত্যাভাসবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২১ ॥
ভারূপৈকস্বরূপেস্মিন্ স্বরূপেণ জয়াম্যহম্।
চেত্যরঞ্জনরিক্তায় বিমুক্তায় মহাত্মনে ॥ ২২ ॥
প্রত্যক্‌চেতনরূপায় স্বরূপায় নমোস্তু তে।
চিতয়ে চেত্যমুক্তায় যুক্ত্যা যুক্তায় যোগ্যয়া ॥ ২৩ ॥
সর্ব্বাবভাসদীপায় মহ্যমেব নমোস্ত তে।
চেত্যনির্ম্মুক্তচিদ্রূপং বিম্বম্বিশ্বাবপূরকম্ ॥ ২৪ ॥
সংশান্তসর্ব্বসংবেদ্যং সচ্চিন্মাত্রমহং মহৎ।
আকাশবদনন্তোহ মপ্যণোরণুরাততঃ ॥ ২৫ ॥
নাসাদয়ন্তি মামেতাঃ সুখদুঃখদশাদৃশাঃ।
সম্বেদনমসম্বেদ্যমচেত্যং চেতনং ততম্ ॥ ২৬ ॥

এবঞ্চ কোহমিতি প্রশ্নোত্তরমপি স্বযমেব ময়াবগতমিত্যাহ দৃশ্যেতি ॥২০॥

ঈদৃশে ভারূপৈকস্বরূপে অস্মিন্ময়ি নিত্যস্বাত্মাবভাসবিবর্জ্জিতঃ কে জলে অলকান্তে কেশাগ্রে বা প্রতিবিম্বিতচন্দ্রকলাপ্রায়ঃ শুক্লপক্ষকালে উপচয়াৎ কান্তাঃ কলা যস্য চন্দ্রস্য তৎপ্রায়োবা স্বকল্পনারূপোবিকলাকারঃ পরিচ্ছিন্নজীবভাবো য উদিতঃ স আভাসমাত্রং ভ্রান্তিরেব ন বাস্তব ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

অতএব তং জীবভাবং চরমসাক্ষাৎকারবৃত্তীদ্ধেন স্বরূপেণৈবাহং জয়াম্যভিভবামি। জিতজীবভাবঃ স্বাত্মৈব পরমেশ্বর ইতি তং নমস্যতি চেত্যেত্যাদিনা ॥ ২২ ॥

যোগ্যয়া যুক্ত্যা প্রত্যক্‌পরাগভেদাম্বয়যোগ্যোনাথণ্ডাভেদেন যুক্তায় সাক্ষাৎকারযোগ্যয়া মননিদিধ্যাসনযুক্ত্যা যুক্তায়েতি বা মহ্যং প্রত্যগ্রূপায় তে ব্রহ্মণে নমোস্ত ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

বর্ত্তমানবিষয়ে সম্বেদনমসংবেদ্যং অতীতানাগতবিষয়ে অচেত্যং চেতনম্ উভয়ত্র চাক্ষুষাদিবৃত্তীনাং স্মৃত্যাদিবৃত্তীনাঞ্চ ব্যাবৃত্তয়ে অসংবেদ্যমচেত্যমিতি

ন শক্তা মাং পরিচ্ছেত্তুং ভাবাভাবা জগদ্‌গতাঃ।
অথ চৈতে জগদ্ভাবাঃ পরিচ্ছিন্দন্তু মামিমম্ ॥ ২৭ ॥
যথাভিমতমেবৈতে মত্তোন ব্যতিরেকিণঃ।
যদি স্বভাবভূতেন বস্তুনা বস্তু নীয়তে ॥ ২৮ ॥
হ্রিয়তে দীয়তে বাপি তৎ কিং কস্য কিল ক্ষতম্।
সর্ব্বদা সর্ব্বমেবাহং সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বসংগতঃ ॥ ২৯ ॥
চেত্যমস্ম্যহমেবৈতন্ন কিঞ্চিদপি চোদিতম্।
কিং সংকল্পবিকল্পাভ্যাং চিতং চিদিয়মেকিকা ॥ ৩০ ॥
সংক্ষোভয়াম্যহং তাবচ্ছাম্যাম্যাত্মনি পাবনে।
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্নেব বলিঃ পরমকোবিদঃ ॥ ৩১ ॥

চ বিশেষণে ॥ ২৬ ॥

পরিচ্ছেত্তুং দেশতঃ কালতোবস্তুতোবা ইয়ত্ত্বে ব্যবস্থাপয়িতুং ন শক্তাঃ। ভাবাভাবয়োঃ প্রত্যুত সাক্ষিপরিচ্ছেদ্যত্বাদিতি ভাবঃ। যদি ক্রিয়া ন বয়-মিয়ত্ত্বে ব্যবস্থাপনং পরিচ্ছেদং ক্রমঃ কিন্তু তত্ত্বাবধারণং তদনুকূলাশ্চ প্রমাণানয়োর্জগদ্ভাবাস্তত্বতঃ পরিচ্ছিন্দন্ত্বেবাত্মানমিতি তত্রাহ অথ চেতি। প্রকারান্তরদ্যোতনার্থোথশব্দঃ ॥ ২৭ ॥

এবং পরিচ্ছেদনং মম যথাভিমতং সম্মতমেব। যতস্তে মৎস্বরূপপরিচ্ছেদ-মাত্রেণ মত্তোন ব্যতিরেকিণো মদেকপরিশেষাঃ। অহমেব সম্পদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। এবংভূতৈশ্চ পরিচ্ছেদে বামহস্তগতস্য ধনস্য দক্ষিণহস্তেন নয়নে হরণে পরাবৃত্ত্য দানে বা হস্তদ্বয়াভিন্নস্য দেহাত্মকস্য দেবদত্তস্য যথা ন ধনক্ষতিঃ তদ্বন্মম কাচিৎ ক্ষতিরিত্যাহ যদীতি ॥ ২৮ ॥

বস্তুতস্তু তত্ত্ববোধাৎ পূর্ব্বমপি জগৎ স্বয়মেবেতি প্রাগপি ন কিঞ্চি-দ্ধৃতং ক্ষতং বা ইত্যাশয়েনাহ সর্ব্বদেতি ॥ ২৯ ॥

অহমেকিকা চিৎ চিদ্ভূতস্য চ মম সঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং কিং চিতমুপচিত-মপচিতং বা ॥ ৩০ ॥

অজ্ঞানাৎ সংক্ষোভয়ামি তত্ত্ববোধাচ্চ শাম্যামি ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ বলিঃ ওঙ্কারাৎ স্থূলসূক্ষ্মসংক্ষোভাভ্যাং তদ্বীজাজ্ঞানেন চ সম্বলিতং চৈতন্যং

ওঙ্কারাদর্দ্ধমাত্রার্থং ভাবয়ন্মৌনমাস্থিতঃ।
সংশান্তসর্ব্বসংকল্পঃ প্রশান্তকলনাগণঃ॥ ৩২॥
নিঃশঙ্কমপি দূরাস্তচেত্যচিন্তকচিন্তনঃ।
ধ্যাতৃধ্যেয়ধ্যানহীনো নির্ম্মলঃ শান্তবাসনঃ॥ ৩৩॥
বভূবাবাতদীপাভো বলিঃ প্রাপ্তমহাপদঃ।
উপশান্তমনাস্তত্র রত্নবাতায়নে বলিঃ।
অবসদ্বহুকালং স সমুৎকীর্ণ ইবোপলে॥ ৩৪॥

প্রশমিতৈষণয়া পরিপূর্ণয়া
মননদোষদশোজ্ঝিতয়ৈতয়া।
বলিররাজত নির্ম্মলসত্তয়া
বিঘনমচ্ছতয়েব শরন্নভঃ॥ ৩৫॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে বলিবিশ্রান্তি নাম
সপ্তবিংশতিতমঃ সর্গঃ॥ ২৭॥

বোধয়দকারাদিমাত্রাত্রয়ং বিহায় পরমর্দ্ধমাত্রার্থং তুরীয়ং ভাবয়ন্ স্বাত্মতত্ত্বা-
নুভবংস্তত্র সমাহিতঃ স্থিতঃ॥ ৩১॥ ৩২॥

দূরে অস্তানি চেত্যচিন্তনানি যেন। ত্রিপুটীমাত্রত্যাগোপলক্ষণমেতৎ।
তত্র হেতুর্ধ্যাত্রিতি॥ ৩৩॥

উপলে সমুৎকীর্ণঃ টঙ্কচ্ছেদনিষ্পাদিতঃ পুরুষ ইব॥ ৩৪॥

বলিঃ প্রশমিতৈষণয়া অতএব পরিপূর্ণয়া অতএব বিষয়মননদোষদশা-
ভিকজ্ঝিতয়া নিম্মলব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিলক্ষণয়া সত্তয়া বিঘনং গতমেঘং শরন্নভ
ইব অরাজত॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
সপ্তবিংশতিতমঃ সর্গঃ॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথ তে দানবাস্তত্র বলেরনুচরাস্তদা।
তদ্‌গেহং স্ফাটিকং সৌধমুচ্চৈরারুরুহুঃ ক্ষণাৎ॥ ১॥
ডিম্ভাদ্যা মন্ত্রিণোধীরাঃ সামন্তাঃ কুমুদাদয়ঃ।
সুরাদ্যাশ্চৈব রাজানো বৃত্রাদ্যা বলহারিণঃ॥ ২॥
হয়গ্রীবাদয়ঃ সৈন্যাশ্চাক্রজাদ্যাশ্চ বান্ধবাঃ।
লড়ুকাদ্যাশ্চ সুহৃদো বল্লুকাদ্যাশ্চ লালকাঃ॥ ৩॥
কুবেরযমশক্রাদ্যা উপায়নকরাঃ সুরাঃ।
যক্ষবিদ্যাধরা নাগাঃ সেবাবসরকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৪॥
রম্ভাতিলোত্তমাদ্যাশ্চ চামরিণ্যোবরাঙ্গনাঃ।
সাগরাঃ সরিতঃ শৈলা দিশশ্চ বিদিশস্তথা॥ ৫॥
সেবার্থমাযযুস্তস্য তং প্রদেশং তদা বলেঃ।
অন্যে চ বহবঃ সিদ্ধাস্ত্রৈলোক্যোদরবাসিনঃ॥ ৬॥
ধ্যানমৌনসমাধিস্থং চিত্রার্পিতমিবাচলম্।

নিশ্চেষ্টং বলিমালোক্য বিষণ্ণৈর্দানবৈঃ স্মৃতঃ।
শুক্রস্তৎস্থিতিমাখ্যায় তেষাং শোকমিহাহরৎ॥ ১॥
তস্য বলের্গেহং আশ্রয়ভূতং সৌধম্॥ ১॥
অনুচরানেব নামভিরুদ্দিশতি ডিম্ভাদ্যা ইত্যাদিনা॥ ২॥ ৩॥ ৪॥
দিশোবিদিশশ্চ দিগধিদেবতাস্তাস্বধিকৃতা জনাশ্চ॥ ৫॥
সিদ্ধাঃ দেবযোনিবিশেষাঃ॥ ৬॥
শিরোনমনান্নমস্তঃ কিরীটাবলয়োযেষাম্। আদৃতাঃ সাদরাঃ॥ ৭॥

নমৎকিরীটাবলয়ো দদৃশুর্ব্বলিমাদৃতাঃ ॥ ৭ ॥
তং দৃষ্ট্বা কৃতকর্ত্তব্যপ্রণামাস্তে মহাসুরাঃ।
বিষাদবিস্ময়ানন্দভয়মন্থরতাং যযুঃ ॥ ৮ ॥
মন্ত্রিণঃ প্রবিচার্য্যাত্র কিং প্রাপ্তমিতি দানবাঃ।
ভার্গবং চিন্তয়ামাসুগু‍র্রুং সর্ব্ববিদাং বরম্ ॥ ৯ ॥
চিন্তনানন্তরং দৈত্যা ভার্গবং ভাস্বরং বপুঃ।
দদৃশুঃ কল্পিতং প্রাপ্তং গন্ধর্ব্বনগরং যথা ॥ ১০ ॥
পূজ্যমানোঽসুরগণৈর্নির্ব্বিষ্টোগুরুবিষ্টরে।
দদর্শ ধ্যানমৌনস্থং ভার্গবো দানবেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥
বিশ্রম্য স ক্ষণমিব প্রেমবানবলোক্য চ।
বলিং বিচারয়ন্ দৃষ্ট্বা পরিক্ষীণভবশ্রমম্ ॥ ১২ ॥
দেহরশ্মিশতৈর্দ্দিক্ষু দিপ্তিভিঃ ক্ষীরসাগরম্।
ক্ষিপন্নিব সভামাহ হসন্ বাক্যমিদং গুরুঃ ॥ ১৩ ॥
অতিমাত্রমিদং দৈত্যাঃ স্ববিচারণয়ৈব যৎ।
সংপ্রাপ্তবিমলাবাসঃ সিদ্ধোঽয়ং ভগবান্ বলিঃ ॥ ১৪ ॥

কৃতঃ অবশ্যকর্ত্তব্যঃ প্রণামোযৈঃ। সুহৃদো বিষাদমন্থরতাং উদাসীনা বিস্ময়মন্থরতাং তত্ত্ববিদস্ত্বানন্দমন্থরতাং অনভিজ্ঞোপজীবিনস্ত ভয়মন্থরতাং যযুঃ অথবা প্রাণসংশয়াৎ বিষাদমন্থরতাং সুখপ্রসাদদর্শনাৎ বিস্ময়মন্থরতাং রোমাঞ্চাদ্যানন্দলিঙ্গদর্শনাদানন্দমন্থরতাং চিরমবস্থানে ত্রাণাদর্শনাৎ ভয়মন্থ-রতাং যযুরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

কল্পিতং সপ্তর্ষিসভাগতেনৈব ভার্গবেণ যোগবলাদ্বলিসৌধদেশে প্রাপ্ত-ত্বেন কল্পিতম্ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

ইব শব্দোবিশ্রান্তেরপি কল্পিতত্বদ্যোতনার্থঃ ॥ ১২ ॥

ক্ষিপন্ প্রসারয়ন্ নিন্দন্ বা। সভাং তৎস্থান্ দৈত্যান্ হসন্ অন-ভিজ্ঞতাখ্যাপনায়োপহসন্ ॥ ১৩ ॥

হে দৈত্যাঃ অয়ং বলিঃ স্ববিচারণয়ৈব সম্প্রাপ্তোবিমল আবাসঃ সর্ব্বা-

অযং তদেবমেবেহ তিষ্ঠন্ দানবসত্তমাঃ।
স্বাত্মনি স্থিতিমাপ্নোতু পদং পশ্যত্বনাময়ম্ ॥ ১৫ ॥
শ্রান্তোবিশ্রামমায়াতঃ ক্ষীণচিত্তভবশ্রমঃ।
শান্তসংসারনীহারো বাচনীয়োন দানবাঃ ॥ ১৬ ॥
স্ব এবালোক এতেন সংপ্রাপ্তোজ্ঞানসংকটে।
শান্তেত্র সম্ভ্রমে সৌরো দিনেনেব করোৎকরঃ ॥ ১৭ ॥
স্বয়মেব হি কালেন প্রবোধময়মেষ্যতি।
বীজকোশাৎ স্বসম্বিত্ত্যা সুপ্তমূর্ত্তিরিবাঙ্কুরঃ ॥ ১৮ ॥
কুরুধ্বং স্বামিকার্য্যাণি সর্ব্বে দানবনায়কাঃ।
বলির্ব্বর্ষসহস্রেণ সমাধের্ব্বোধমেষ্যতি ॥ ১৯ ॥
ইত্যুক্তা গুরুণা তং তু হর্ষামর্ষবিষাদজাম্।
দৈত্যাশ্চিন্তাং জহুঃ শুষ্কাং মঞ্জরীমিব পাদপাঃ ॥ ২০ ॥
বৈরোচনিসভাসংস্থাং বিধায় প্রাগ্ব্যবস্থয়া।

ধিষ্ঠানং ব্রহ্ম যেন তথাবিধ ইতি যং তদতিমাত্রম্। অতিশয়োঽস্য সুখ-বিশ্রান্তেরিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

তৎ তস্মাদয়মেব সমাহিতস্তিষ্ঠন্ নিরতিশয়ানন্দে স্বাত্মনি স্থিতিং চিরাবস্থানমাপ্নোতু ॥ ১৫ ॥

ন বাচনীয়ো সম্ভাষণীয়স্তূষ্ণীমাধ্বমিতি যাবৎ ॥ ১৬ ॥

অত্র ভুবি রাত্র্যন্ধকারনিদ্রাদিসংভ্রমে শান্তে সতি দিনেন দিবসেন সৌরঃ করোৎকরঃ কিরণসমূহ ইব এতেন বলিনা অজ্ঞানসঙ্কটে শান্তে সতি স্ব এবালোকঃ সংপ্রাপ্তঃ ॥ ১৭ ॥

বীজকোশাৎ বীজপুটাৎ স্বসংবিত্ত্যা মূর্চ্ছিতাবস্থাপ্রচ্যুত্যা অঙ্কুরাহম্ভাবপ্রবোধেনেতি যাবৎ ॥ ১৮ ॥

স্বামিকার্য্যাণি রাজ্যতন্ত্রাণি ॥ ১৯ ॥

দৈত্যগ্রহণং দেবানামপ্যুপলক্ষণম্। অতএব দুর্জ্জনোঽহর্ষজাং দ্বিষোঽমর্ষজাং সুহৃদুপজীবিনশ্চ বিষাদজাং চিন্তাং জহুঃ ॥ ২০ ॥

প্রাগ্ব্যবস্থয়া পূর্ব্বক্লৃপ্তরাজ্যতন্ত্রব্যবহারক্রমেণ ॥ ২১ ॥

স্বব্যাপারপরাস্তস্থুঃ সর্ব্ব এবাসুরাস্ততঃ ॥ ২১ ॥
নরা মহী মহিপতয়ো রসাতলং
গ্রহা নভস্ত্রিদশগণাস্ত্রিবিষ্টপম্।
দিশোদ্রয়োদিক্পতয়শ্চ কন্দরান্
বনেচরা গগনচরাশ্চ খং যযুঃ ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামাশণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে বলিসমাধানবর্ণনং নাম
অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

আগন্তুকা নরনাগাদয়স্তদা কিং চক্রুস্তদাহ নরা ইতি। যযুরিতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। অদ্রয়ঃ কুলাচলাধিদেবতা দিকপালাশ্চ স্বা স্বা দিশো· যযুঃ। বনেচরা ঋক্ষবানরাদিযূথপতয়ঃ কিষ্কিন্ধ্যাদিকন্দরান্ যযুঃ। গগন-চরা গরুড়সম্পাতিজটায়ুঃপ্রভৃতয়ঃ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ।

—(*)১(*)—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অথ বর্ষসহস্রেণ দিব্যেনাসুরপুঙ্গবঃ ।
দেবদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্ব্বিবুধে ভগবান্ বলিঃ ॥ ১ ॥
বলৌ প্রবুদ্ধে তদ্বালং বিরেজে নগরং তদা ।
বৈরিঞ্চ ইব সুর্য্যৌঘ উদিতে কমলাকরঃ ॥ ২ ॥
বলিঃ প্রবুদ্ধ এবাসৌ যাবন্নায়ান্তি দানবাঃ ।
তাবৎ সঞ্চিন্তয়ামাস সমাধিসদনে ক্ষণম্ ॥ ৩ ॥
অহো নু রম্যা পদবী শীতলা পারমার্থিকী ।
অহমস্যাং ক্ষণং স্থিত্বা পরাং বিশ্রান্তিমাগতঃ ॥ ৪ ॥
তদেতামেব পদবীমবলম্ব্য করোম্যহম্ ।

জীবন্মুক্তস্য রাজ্যশ্রীঃ পাতালে রোধনং বলেঃ ।
রামায় বলিবৎ পূর্ণ স্থিতিশ্চাত্রোপদিশ্যতে ॥ ১ ॥

বর্ষসহস্রেণেতি সমাধের্বর্ষসহস্রেণাত্যন্তসংযোগাদপবর্গে তৃতীয়া ॥ ১ ॥

বলেরিদং বালং নগরং বৈরিঞ্চে বিরিঞ্চেরায়তনভূতগগনে সূর্য্যৌঘে সূর্য্যকিরণপ্রবাহে উদিতে সতি কমলাকরঃ পদ্মাকরঃ ইব বিকাসশ্রীমানিত্যর্থঃ। সর্গৌঘে সর্গৌঘে ইতি পাঠয়োস্ত পদার্থজাতং সর্গং বা ওষয়তি সমর্থয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা সূর্য্য এব গ্রাহ্যস্তস্মিন্নুদিতে সতীত্যর্থঃ। ওষ সামর্থ্য ইতি ধাতোর্ণ্যন্তাৎ কর্ম্মণ্যণ্ ॥ ২ ॥

সমাধিসদনে প্রাগুক্তসমাধিস্থানে ॥ ৩ ॥

সমাধিসুখমগ্নস্য দিব্যবর্ষসহস্রমপি ক্ষণবৎ গতমিতি ক্ষণং স্থিত্বেত্যুক্তিঃ ॥ ৪

করোমি বিশ্রান্তিমিতি শেষঃ। বাহ্যবিভূতিভিরূপভুক্তাভিস্মে কিং ভবতি ন কিঞ্চিদীদৃশং বিশ্রান্তিসুখমিত্যর্থঃ। তদেবাহ ঐন্দবেম্বিতি। সংসিদ্ধিঃ

ভবতীহোপভুক্তাভিঃ কিং মে বাহ্যবিভূতিভিঃ ॥ ৫ ॥
ঐন্দবেষ্বপি বিম্বেষু ন তথানন্দবীচয়ঃ।
তোষয়ন্তি যথান্তর্মে সংসিদ্ধিভবভূতয়ঃ ॥ ৬ ॥
ইতি ভূয়োপি বিশ্রান্তৈ কুর্ব্বাণং গলিতং মনঃ।
বলিমাবারয়ামাসুর্দ্দৈত্যাশ্চন্দ্রমিবাম্বুদাঃ ॥ ৭ ॥
তানালোক্য পুনর্দধ্যৌ তৎপ্রণামাকুলেক্ষণঃ।
তৈঃ কুলাচলসঙ্কাশৈঃ পরিবীতবপুস্ত্বিদম্‌ ॥ ৮ ॥
চিত্তঃ ক্ষীণবিকল্পস্য কিমুপাদেয়মস্তি মে।
মনস্তদভিপাতিত্বাদ্‌ যাতি তদ্রসতামলম্‌ ॥ ৯ ॥
মোক্ষমিচ্ছাম্যহং কস্মা-দ্বদ্ধঃ কেনাস্মি বৈ পুরা।
অবদ্ধোমোক্ষমিচ্ছামি কেয়ং বালবিড়ম্বনা ॥ ১০ ॥
ন বন্ধোস্তি ন মোক্ষোস্তি মৌর্খ্যং মে ক্ষয়মাগতম্‌।
কিং মে ধ্যানবিলাসেন কিং বা ধ্যানেন মে ভবেৎ ॥ ১১ ॥
ধ্যানাধ্যানভ্রমৌ ত্যক্ত্বা পুংস্ত্বং স্বমবলোকয়ৎ।
যদায়াতি তদায়াতু ন মে বৃদ্ধির্ন বা ক্ষয়ঃ ॥ ১২ ॥

সমাধিপরিপাকস্তদ্ভবা ভূতয় আনন্দাঃ। একস্মিন্নেব ইয়ত্তয়া অপরিচ্ছেদ্যত্বাৎ বহুত্বকল্পনয়া বহুবচনম্‌ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

আবারয়ামাসুরাগত্য পরিবব্রুঃ ॥ ৭ ॥

পুনঃ শব্দঃ পূর্ব্বসমাধিসঙ্কল্পপরাবৃত্তিদ্যোতনার্থঃ ॥ ৮ ॥

উপাদেয়বুদ্ধ্যা হি বাহ্যার্থদর্শনে মনস্তদভিপাতিত্বাৎ তদ্রাগিতালক্ষণং মলং যাতি ন দর্শনমাত্রেণেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

নন্থ মোক্ষেচ্ছয়া সমাধ্যবলম্বনিয়মস্ত তত্রাহ মোক্ষমিতি। জ্ঞানেন ত্রৈকালিকে অবিদ্যাতৎকার্য্যবাধে সতি বন্ধস্যৈবাদর্শনাদিতি ভাবঃ। বালানাং মূর্খাণাং বিড়ম্বনা চেষ্টানুকৃতিঃ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

স্বং প্রত্যগ্রূপং পুংস্ত্বমাত্মতত্ত্বং দৃকস্বভাবাদেব বহিরপ্যৌদাসীন্যেনাবলোকয়ৎ সৎ যদ্‌যৎ বস্তু প্রতি আয়াতি তদায়াতু স্ফুরতু নাম নৈতাবতা

ন ধ্যানং নাপি বা ধ্যানং ন ভোগান্নাপ্যভোগিতাম্।
অভিবাঞ্ছামি তিষ্ঠামি সমমেব গতজ্বরঃ ॥ ১৩ ॥
ন মে বাঞ্ছা পরে তত্ত্বে ন মে বাঞ্ছা জগৎস্থিতৌ।
ন মে ধ্যানদৃশা কার্য্যং ন কার্য্যং বিভবেন মে ॥ ১৪ ॥
নাহং মৃতোন জীবামি ন সন্নাসন্ন সন্ময়ঃ।
নেদং মে নৈব চান্যন্মে নমোমহ্যমহং বৃহৎ ॥ ১৫ ॥
ইদমস্তু জগদ্রাজ্যং তিষ্ঠাম্যত্র তু সংস্থিতঃ।
নেহ বাস্তু জগদ্রাজ্যং তিষ্ঠাম্যাত্মনি শীতলঃ ॥ ১৬ ॥
কিং মে ধ্যানদৃশা কার্য্যং কিং রাজ্যবিভবশ্রিয়া।
যদায়াতি তদায়াতু নাহং কিঞ্চন মে ক্বচিৎ ॥ ১৭ ॥
ন কিঞ্চিদপি কর্ত্তব্যং যদি নাম ময়াধুনা।
তৎ কস্মান্ন করোমীদং কিঞ্চিৎ প্রকৃতকর্ম্ম বৈ ॥ ১৮ ॥
ইতি নির্ণীয় পূর্ণাত্মা বলির্জ্ঞানবতাম্বরঃ।
দৈত্যানালোকয়ামাস পদ্মানীব দিবাকরঃ ॥ ১৯ ॥
দৃষ্টিপাতবিভাগেন সর্ব্বেষাং দনুজন্মনাম্।
শিরঃপ্রণামাঞ্জগ্রাহ পুষ্পামোদানিবানিলাঃ ॥ ২০ ॥
অথ বৈরোচনিস্তত্র ধ্যেয়ত্যাগময়াত্মনা।
মনসা সকলান্যেব রাজকার্য্যাণি সন্ব্যধাৎ ॥ ২১ ॥

মেহজ্ঞানামিব দেহাদিতাদাত্ম্যাধ্যাসাৎ তদ্বৃদ্ধিক্ষয়প্রযুক্তৌ বৃদ্ধিক্ষয়ৌ স্তো যেনানর্থঃ স্তাদিত্যর্থঃ। অযং শ্লোকঃ ক্বচিদেবাস্তি ন সর্ব্বত্র ॥১২॥১৩॥১৪॥

দেহসম্বন্ধাভাবান্ন মৃতঃ। প্রাণসম্বন্ধাভাবান্ন জীবামি। সন্মূর্ত্তঃ। .সন্ময়-স্তদ্বিকারঃ। ইদং দেহভুবনাদি। অন্যৎ দেহান্তরভুবনান্তরাদি ॥ ১৫॥১৬॥১৭ ॥

কর্ত্তব্যং কর্ত্তৃত্বাস্থয়া নির্ব্বর্ত্তনীয়ম্। তৎ তর্হি কিঞ্চিৎ অনাস্থিতচেষ্টা-সাধ্যং প্রকৃতং কর্ম্ম রাজ্যপরিপালনং কিং কুতোন করোমি ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

দৃষ্টিপাতানাং বিভাগেন তত্তদ্রুচিতবৈচিত্র্যেণ ॥ ২০ ॥

ধ্যেয়োবাসনাত্যাগঃ প্রাগ্বর্ণিতস্তন্ময়াত্মনা তদ্বিলাসপ্রচুরেণ ॥ ২১ ॥

দ্বিজান্ দেবান্ গুরূংশ্চৈব পূজয়ামাস পূজয়া।
সম্মানয়ামাস সুহৃৎ বন্ধুসামন্তসজ্জনান্॥ ২২ ॥
অর্থেনাপূরয়ামাস ভৃত্যানর্থিগণাংস্তথা।
ললনা লালয়ামাস বিচিত্রবিভবার্পণৈঃ॥ ২৩ ॥
ইত্যসৌ ববৃধে তস্মিন্ রাজ্যে সকলশাসনে।
যজ্ঞং প্রতি বভূবাথ মতিরস্য কদাচন॥ ২৪ ॥
তর্পিতাশেষভুবনং দেবর্ষিগণপূজিতম্।
সহ শুক্রাদিভির্মুখ্যৈঃ স চকার মহামখম্॥ ২৫ ॥
বলির্ভোগভরস্যার্থী নেতি নির্ণীয় মাধবঃ।
বলেরীহিতসিদ্ধ্যর্থং সিদ্ধিদস্তন্মখং যযৌ॥ ২৬ ॥
ভোগৈককৃপণায়েদং জগজ্জঙ্গলখণ্ডকম্।
দাতুং শোচ্যায় শক্রায় বয়োজ্যেষ্ঠায় কার্য্যবিৎ॥ ২৭ ॥
ক্রমমাণো বলেনাত্র বঞ্চয়িত্বা বলিং হরিঃ।
ববন্ধ পাতালতলে ভূগেহ ইব বানরম্॥ ২৮ ॥
অদ্যাসৌ সংস্থিতোরাম পুনরিন্দ্রত্বহেতুনা।
জীবন্মুক্তবপুঃ স্বস্থো নিত্যং ধ্যাননিষণ্ণধীঃ॥ ২৯ ॥

পূজা পাদ্যার্ঘ্যাদি উচিতদানসম্ভাবনাদি সৎকারঃ সম্মাননমিতি ভেদঃ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

অসৌ বলি, সকলানাং দেবাসুরাদীনাং শাসনে আজ্ঞাপনবিষয়ে রাজ্যে ববৃধে রাজ্যাঙ্গাদ্যভিবৃদ্ধিং প্রাপেত্যর্থঃ। অথ কদাচন যজ্ঞং প্রতি অস্য মতিরিচ্ছা বভূব॥ ২৪ ॥

মহামখং অশ্বমেধম্॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

ভোগে একস্মিন্নেব আসক্তত্বাৎ কৃপণায় অতএব শোচ্যায়। কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যং শক্রসুকৃতফলপ্রদানাং বেত্তীতি কার্য্যবিৎ ভিক্ষণচাতুর্য্যবিৎ বা॥ ২৭ ॥

বলেন মায়াবলেন ক্রমমাণস্ত্রীন্ লোকানিতি শেষঃ॥ ২৮ ॥

পাতালকুহরে তিষ্ঠন্ জীবন্মুক্তগতির্বলিঃ।
আপদং সম্পদং দৃষ্ট্বা সমমেব স পশ্যতি ॥ ৩০ ॥
নাস্তমেতি ন চোদেতি তৎপ্রজ্ঞা সুখদুঃখয়োঃ।
সমা স্থিরকরা চিত্র-লেখ্যা সূর্য্যাবলির্যথা ॥ ৩১ ॥
আবির্ভাবতিরোভাবসহস্রাণীহ জীবতাম্।
তন্মনশ্চিরমালোক্য ভোগেষু বিরতিং গতম্ ॥ ৩২ ॥
দশকোটীশ্চ বর্ষাণামনুশাস্য জগত্রয়ম্।
অন্তে বিরক্ততাং প্রাপ্তমুপশান্তং বলের্ম্মনঃ ॥ ৩৩ ॥
উহাপোহসহস্রাণি ভাবাভাবশতানি চ।
বলিনা পরিদৃষ্টানি ক্ব সমাশ্বাসমেত্যসৌ ॥ ৩৪ ॥
ভোগাভিলাষং সন্ত্যজ্য বলিঃ সম্পূর্ণমানসঃ।
আত্মারামস্থিতোনিত্যং মধ্যে পাতালকোটরে ॥ ৩৫ ॥
পুনরেতেন বলিনা জগদিন্দ্রতয়াখিলম্।
অনুশাস্যমিদং রাম বহূন্ বর্ষগণানিহ ॥ ৩৬ ॥

অদ্য অদ্যাপি। অসৌ বলিঃ পাতালে পুনরিন্দ্রত্বহেতুনা প্রারব্ধেনো-পলক্ষিত ইতি শেষঃ। স্থিতঃ। ধ্যানে নির্ব্বিকল্পসমাধৌ নিষণ্ণা বিষণ্ণা বা গলিতা ধীর্যস্য ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

সমা উদয়াস্তময়রহিতা। স্থিরাঃ করা মরীচয়োযস্যাঃ। চিত্রস্য লেখনং চিত্রলেখ্যা তৎসম্বন্ধিনী সূর্য্যাবলিঃ সূর্য্যমণ্ডলং যথা তথেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

জীবতাং জীবনাস্থাবতাং ভোগলম্পটানাং বিভবানাং অস্মাদীনাং চাবি-র্ভাবতিরোভাবসহস্রাণি চিরমালোক্য তস্য বলের্ম্মনো বিরতিং বৈরাগ্যং গতম্ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

সুখদুঃখয়োরূহাপোহয়োঃ আগমাপায়য়োঃ সহস্রাণি। ভাবাভাবয়োঃ সম্পদ্বিপদোঃ শতানি চ। সহস্রশতশব্দাবসংখ্যেয়পরৌ ॥ ৩৪ ॥

সপ্তপাতালানাং মধ্যভূতে রসাতলাখ্যে পাতালকোটরে যাবৎ দ্বিপৎ ক্ষয়ং স্থিতঃ ॥ ৩৫ ॥

ন তস্যেন্দ্রপদপ্রাপ্ত্যা তুষ্টিঃ সমুপজায়তে।
ন তস্য স্বপদভ্রংশাদুদ্বেগ উপজায়তে ॥ ৩৭ ॥
সমঃ সর্ব্বেষু ভাবেষু সর্ব্বদৈবোদিতাশয়ঃ।
সম্প্রাপ্তমাহরন্ স্বস্থ আকাশ ইব তিষ্ঠতি ॥ ৩৮ ॥
বলের্ব্বিজ্ঞানসম্প্রাপ্তিরেষা তে কথিতা ময়া।
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য ত্বমপ্যভ্যুদিতোভব ॥ ৩৯ ॥
বলিবৎ প্রবিবেকেন নিত্যোহহমিতি নিশ্চয়াৎ।
পদমাসাদয়াদ্বৈতং পৌরুষেণৈব রাঘব ॥ ৪০ ॥
দ্বে চাষ্টৌ চৈব বর্ষাণাং কোটীর্ভুক্ত্বা জগত্রয়ম্।
অন্তে বৈরস্যমাপন্নো বলিরপ্যসুরোত্তমঃ ॥ ৪১ ॥
তস্মাদবশ্যবৈরস্যং ভোগভারমরিন্দম।
সন্ত্যজ্য সত্যমানন্দমবৈরস্যং পদং ব্রজ ॥ ৪২ ॥
ইমা দৃশ্যদৃশোরাম নানাকারবিকারদাঃ।
নেহ কান্ততয়া জ্ঞেয়া দূরাচ্ছৈলশিলা ইব ॥ ৪৩ ॥
ধাবমানমিহামুত্র লুঠিতং লোকবৃত্তিষু।
সংস্থাপয় নিবদ্ধ্যৈতচ্চেতোহৃদয়কোটরে ॥ ৪৪ ॥

অনুশাস্তং স্বামিভাবেন আজ্ঞাপ্যং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

উদিতাশয়ঃ সন্তুষ্টচিত্তঃ। সম্প্রাপ্তং প্রারব্ধোপনীতমাহরন্নুপভুঞ্জানঃ ॥ ৩৮ ॥

বলিচরিত্রমুপসংহৃত্য রামায়োপদিশতি বলেরিত্যাদিনা। অভ্যুদিতো জীবন্মুক্ত্যভ্যুদয়বান্ ॥ ৩৯ ॥

প্রবিবেকেন স্ববিচারেণ ॥ ৪০ ॥

দ্বে চাষ্টৌ চ দশকোটীরিতি যাবৎ ॥ ৪১ ॥

অবশ্যং বৈরস্যং দুঃখপর্য্যবসানং যস্য। অবৈরস্যং নির্দুঃখম্ ॥ ৪২ ॥

কান্ততয়া রম্যতয়া। তত্র দূরস্থাঃ পর্ব্বতা রম্যা ইতি প্রসিদ্ধং দৃষ্টান্তমাহ দূরাদিতি ॥ ৪৩ ॥

ইহ ঐহিকভোগেষু অমুত্র পারলৌকিকভোগেষু ধাবমানম্। লোক-

চিদাদিত্যোভবানেব সর্ব্বত্র জগতি স্থিতঃ।
কঃ পরস্তে ক আত্মীয়ঃ পরিস্খলসি কিং মুধা ॥ ৪৫ ॥
ত্বমনন্তোমহাবাহো ত্বমাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
ত্বং পদার্থশতাকারৈঃ পরিস্ফূর্জ্জসি চিদ্বপুঃ ॥ ৪৬ ॥
ত্বয়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
বোধে নিত্যোদিতে শুদ্ধে সূত্রে মণিগণা যথা ॥ ৪৭ ॥
ন জায়সে ন ম্রিয়সে ত্বমজঃ পুরুষোবিরাট্।
চিচ্ছুদ্ধা জন্মমরণভ্রান্তয়োমা ভবন্তু তে ॥ ৪৮ ॥
সমস্তজন্মরোগাণাং প্রবিচার্য্য বলাবলম্।
তৃষ্ণামুৎসৃজ্য ভোগানাং ভোক্তেব ভব কেবলম্ ॥ ৪৯ ॥
ত্বয়ি স্থিতে জগন্নাথে চিদাদিত্যে সদোদিতে।
ইদমাভাসতে সর্ব্বং সংসারস্বপ্নমণ্ডনম্ ॥ ৫০ ॥
মা বিষাদং কৃথা ব্যর্থং সুখদুঃখৈষণা ন তে।
শুদ্ধচিত্তোসি সর্ব্বাত্মা সর্ব্ববস্ত্ববভাসকঃ ॥ ৫১ ॥

বৃত্তিষু পামরচেষ্টাষু লুঠিতং প্রবৃত্তম্ ॥ ৪৪ ॥

ননু শত্রুমিত্রয়োঃ কথং সমদৃষ্টিঃ স্যাং তত্রাহ চিদাদিত্য ইতি। আদিত্য ইব সর্ব্বাবভাসিকা চিৎ চিদাদিত্যঃ। তথাচ ত্বমেব শত্রুদেহাদাবপি প্রকাশক আত্মেতি ন বৈষম্যে হেতুরস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

ননু জীবস্য মম কথমীশ্বরাত্মসমদর্শনং তত্রাহ ত্বমিতি। জড়বৈষম্যমপ্যানন্ত্যেনৈব নাশঙ্ক্যমিত্যাশয়েনাহ ত্বং পদার্থশতাকারৈরিতি ॥ ৪৬ ॥

তৎসম্ভাবনার্থমাহ ত্বয়ীতি ॥ ৪৭ ॥

কালকৃতবৈষম্যাণ্যপি পরিহর্ত্তুমাহ ন জায়সে ইতি ॥ ৪৮ ॥

তৃষ্ণাবৃদ্ধৌ জন্মাদিরোগাণাং প্রাবল্যং তৃষ্ণাপক্ষয়ে চ তেষাং দৌর্ব্বল্যমিত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পরীক্ষ্যেত্যর্থঃ। ভোগানাং তৃষ্ণামুৎসৃজ্য ভোক্তাভোগসাক্ষিচিন্মাত্রমেব ভব ॥ ৪৯॥

ত্বদীয়চিদ্বলাদেব জগৎ সিদ্ধমিত্যাহ ত্বয়ীতি ॥ ৫০ ॥

শুদ্ধচিত্তঃ প্রবুদ্ধচিত্তঃ ॥ ৫১ ॥

পূর্ব্বমিষ্টমনিষ্টং স্বমনিষ্টং চেষ্টমিত্যপি।
পরিকল্প্য তদভ্যাসাৎ তত্ততোপি পরিত্যজ ॥ ৫২ ॥
ইষ্টানিষ্টদৃশোস্ত্যাগে সমতোদেতি শাশ্বতী।
তয়া হৃদয়বর্ত্তিন্যা পুনর্জ্জন্তুর্ন জায়তে ॥ ৫৩ ॥
যেষু যেষু প্রদেশেষু মনোমজ্জতি বালবৎ।
তেভ্যস্তেভ্যঃ সমাহৃত্য তদ্ধি তত্ত্বে নিয়োজয়েৎ ॥ ৫৪ ॥
এবমভ্যাগতাভ্যাসং মনোমত্তমতঙ্গজম্।
নিবদ্ধ্য সর্ব্বভাবেন পরং শ্রেয়োধিগম্যতে ॥ ৫৫ ॥
মা শরীরযথার্থজ্ঞৈর্মিথ্যাদৃষ্টিহতাশয়ৈঃ।
ধূর্ত্তৈঃ সঙ্কল্পবিক্রীতৈর্ব্বিমূঢ়ৈঃ সমতাং ব্রজ ॥ ৫৬ ॥
অকিঞ্চনাৎ স্বনির্ণীতৌ লম্বমানাৎ পরোক্তিষু।
ন মৌর্খ্যাদধিকোলোকে কশ্চিদস্তীহ দুঃখদঃ ॥ ৫৭ ॥

যদ্যশুদ্ধচিত্তোসি তথাপি তচ্ছুদ্ধয়ে ক্রমাদুপায়ং শৃণ্বিত্যাহ পূর্ব্বমিতি। যদ্যদিষ্টং মনঃ প্রিয়ং তদনিষ্টমনর্থসাধনং যচ্চানিষ্টমপ্রিয়ং মনসন্তপঃক্লেশেন্দ্রিয়সংযমপ্রাণায়ামাদি তৎ সর্ব্বমিষ্টমাবশ্যকং মমেতি প্রথমং পরিকল্প্য সপ্তমভূমিকাপরিপাকপর্য্যন্তং তদভ্যাসাৎ তজ্জয়ে সতি তত্ততাং কল্পনামপি ততঃ পরিত্যজেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

তত্ত্যাগফলমাহ ইষ্টেতি। হৃদয়বর্ত্তিন্যা অভ্যাসাৎ হৃদয়ে স্থিরীকৃতয়া ॥ ৫৩ ॥

তত্ত্বে তত্তদধিষ্ঠানচিন্মাত্রে। তথাচ ভগবতাপ্যুক্তম্ "যতোযতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততোনিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়ে" দিতি ॥ ৫৪ ॥

সর্ব্বভাবেন সর্ব্বপ্রযত্নেন সর্ব্বাত্মভাবেন চ। নিবদ্ধ্য নিরুদ্ধ্য ॥ ৫৫ ॥

শরীরমেব যথার্থং পরমার্থ ইতি যে জানন্তি তৈঃ। ভোগসঙ্কল্পেভ্যো বিক্রীতৈরিব তৎপরবশৈঃ ॥ ৫৬ ॥

পরাধীনপ্রজ্ঞানাং স্বয়ং বিচারাসমর্থানাং মৌর্খ্যমেব মহাননর্থ ইত্যাহ অকিঞ্চনাদিতি। স্বস্যাত্মতত্ত্বস্য নির্ণীতৌ নির্ণয়বিষয়ে অকিঞ্চনাৎ বিবেক-

ত্বমেতদবিবেকাব্‌ভ্রমুদিতং হৃদয়াম্বরে।
বিবেকপবনেনাশু দূরং নয় মহামতে ॥ ৫৮ ॥
আত্মনৈব প্রযত্নেন যাবদাত্মাবলোকনে।
ন কৃতোনুগ্রহস্তাবন্ন বিচারোদয়োভবেৎ ॥ ৫৯ ॥
বেদবেদান্তশাস্ত্রার্থতর্কদৃষ্টিভিরপ্যয়ম্।
নাত্মা প্রকটতামেতি যাবন্ন স্বমবেক্ষিতম্ ॥ ৬০ ॥
ত্বমাত্মন্যাত্মনা রাম প্রসাদে সমবস্থিতঃ।
প্রাপ্তোসি বিততং বোধং মদ্বচস্যেব বুধ্যসে ॥ ৬১ ॥
বিকল্পাংশবিহীনস্য ত্বয়ৈষা চিদ্বিবস্বতঃ।
গৃহীতা বিততা ব্যাপ্তির্মদ্ভক্ত্যা পরমাত্মনঃ॥ ৬২ ॥

বৈরাগ্যাদ্যুপায়দরিদ্রাৎ। পরেষাং প্রতারকাণাং মূর্খাণাং চোক্তিষু অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায়েনাবলম্বমানাৎ ॥ ৫৭ ॥

এতন্মৌর্খ্যলক্ষণমবিবেকাব্‌ভরণাদবিবেকাব্‌ভ্রম্ ॥ ৫৮ ॥

মৌর্খ্যনিরাসহেতুর্ব্বিচারঃ স চ বহুজন্মসঞ্চিতসুকৃতপরিপাকজাদাত্মানুগ্রহাদেব ভবতীত্যাহ আত্মনৈবেতি। প্রযত্নেন শ্রবণবৈরাগ্যাদিপুরুষপ্রযত্নেন ॥ ৫৯ ॥

সত্যপি বৈরাগ্যবিচারশ্রবণাদৌ বহির্ম্মুখদৃষ্টের্জ্ঞানানুদয়াৎ প্রত্যগ্‌দৃষ্টিরপ্যাবশ্যকীত্যাশয়েনাহ বেদেতি। তথাচোক্তং বার্ত্তিকে "অপামার্গলতেবায়ং বিরুদ্ধফলদোভবঃ। প্রত্যগ্‌দৃশাং বিমোক্ষায় বিবন্ধায় পরাগ্‌দৃশাম্" ইতি ॥ ৬০ ॥

তর্হি প্রত্যগ্‌দৃষ্টিরেবৈকাজ্ঞানায়াস্ত কিং গুরূপদেশেনেত্যাশঙ্ক্যাহ মদ্বচস্যেবেতি। মদুপদেশে সত্যেবেত্যর্থঃ। "বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেত" ইতিন্যায়াদ্‌গুরুশাস্ত্রোক্তিসম্বাদে সত্যেব স্বপ্রত্যয়ে বিশ্বাসাদসন্দিগ্ধবোধসিদ্ধিরিতি দ্যোতনায়েবকারঃ ॥ ৬১ ॥

অমুমেবার্থং স্পষ্টয়ন্নাহ বিকল্পেতি। সন্দেহাদিচিত্তবিকল্পৈরবিষয়ীকৃতস্যেত্যর্থঃ। বিততা ব্যাপ্তিস্ত্রেধাপ্যপরিচ্ছিন্নতা ॥ ৬২ ॥

বিলীনসর্ব্বসঙ্কল্পঃ শান্তসন্দেহবিভ্রমঃ।
ক্ষীণকৌতুকনীহারোজাতোসি বিগতজ্বরঃ॥ ৬৩॥
যদুপগচ্ছসি পাসি নিহংসি বা
পিবসি বিস্ময়সে চ বিবর্দ্ধসে।
তদপি তে ন তদাস্তু যদা মুনে
বিগতবোধকলঙ্কবিশঙ্কিতঃ॥ ৬৪॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠে মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে বলেবিজ্ঞানপ্রাপ্তিনাম্যৈ কোনত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ২৯॥

কৌতুকং বাহ্যার্থচমৎকারকুতূহলমাত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসাকুতূহলং চ স এব নী-হারোহবশ্যায়ঃ॥ ৬৩॥

হে মুনে মননশীল রাম ত্বং যদা বিগতোবোধস্য বোধৈকরসস্যাত্ম-তত্ত্বস্য কলঙ্ক আবরণং বিশঙ্কিতং বিক্ষেপশ্চ যস্ত তথাবিধোভবিষ্যসি তদা তে যদপ্রাপ্তং জ্ঞানং তৎসাধনঞ্চ বিচারগুরুশাস্ত্রোপদেশাদ্যুপগচ্ছসি মোক্ষার্থং স্বীকরোষি যচ্চ বিবেকবৈরাগ্যাদি পাসি যত্নেন রক্ষসি যচ্চা-লস্যপ্রমাদাদিদোষজাতং নিহংসি যত্নেন জয়সি যচ্চ সমাধিসুধামৃতং পিবসি যচ্চোত্তরোত্তরভূমিকাধিরোহণেন বিস্ময়সে যচ্চ সপ্তমভূমিকাবিশ্রান্ত্যা পূর্ব্ব-পূর্ব্বাবস্থাধিকসুখোৎকর্ষাদ্বিবর্দ্ধসে তদপি তদা নাস্তু কিন্তু ব্রহ্মৈব যথাস্থিতং তিষ্ঠেতার্থঃ॥ ৬৪॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ২৯॥

ত্রিংশত্তমঃ সর্গঃ।

—(৯(০)৯)—

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথেমং পরমং রাম বিজ্ঞানাভিগমে ক্রমম্।
শৃণু দৈত্যেশ্বরঃ সিদ্ধঃ প্রহ্লাদঃ স্বাত্মনা যথা ॥ ১ ॥
আসীৎ পাতালকুহরে বিদ্রাবিতসুরাসুরঃ।
হিরণ্যকশিপুর্নাম নারায়ণপরাক্রমঃ ॥ ২ ॥
আক্রান্তভুবনাভোগঃ স জহার হরের্জ্জগৎ।
ষট্পদস্য বৃহৎপত্রং রাজহংস ইবাম্বুজম্ ॥ ৩ ॥

হিরণ্যকশিপোর্ব্বীর্য্যাৎ প্রহ্লাদাদিসুতোদ্ভবঃ।
নৃসিংহেন বধঃ শোকাদৌর্দ্ধদৈহিকমুচ্যতে ॥ ১ ।

ইত্থং কেবলং কাকতালীয়ন্যায়প্রবৃত্তাৎ স্ববিচারাৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাচ্চ গৃহীতাচ্চ জ্ঞানোদয়ক্রমো নিরূপিতঃ। ইদানীমুপাসিতেশ্বরানুগ্রহজন্যাৎ বিচারাজ্জ্ঞানোদয়প্রকারং বর্ণয়িতুং প্রহ্লাদোপাখ্যানমাচিখ্যাসুস্তচ্ছ্রবণে রামমবধাপয়তি অথেতি। বিজ্ঞানস্যাভিগমে আভিমুখ্যেন প্রাপ্তৌ নিষ্প্রত্যূহপ্রাপ্তাবিতি যাবৎ। তথাচ ভগবতৈবোক্তম্। জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে। তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমিতি ॥ ১ ॥

নারায়ণস্য পরাক্রম ইবেত্যর্থে পূর্ব্বপদং লক্ষণয়া বর্ত্ততে উষ্ট্রমুখঃ খরমুখ ইত্যত্রোষ্ট্রশব্দস্তন্মুখসদৃশার্থ ইবেতি বোধ্যম্। ইবার্থবৃত্তিমধ্যমপদলোপী বা বহুব্রীহিঃ ॥ ২ ॥

নারায়ণপরাক্রমত্বোপপাদকং বিশেষণমাক্রান্তভুবনাভোগ ইতি। ভুবনপদেন ত্রীণ্যপি ভুবনানি গৃহ্যন্তে। স হিরণ্যকশিপুর্হরেরিন্দ্রাদাচ্ছিদ্য জগৎ ত্রিভুবনৈশ্বর্য্যং জহার। ষট্পদস্য রাত্রৌ গৃহভূতং প্রাতর্ব্বিকাসেন বৃহৎপত্রমম্বুজং রাজহংস ইব ॥ ৩ ॥

চকার জগতাং রাজ্যং সমাক্রান্তসুরাসুরঃ।
দন্তী নিরস্তহংসৌঘো নলিন্যামলিনামিব ॥ ৪ ॥
অথাসাবসুরাধীশঃ কুর্ব্বংস্ত্রিভুবনেশতাম্।
কালেন সুষুবে পুত্রানঙ্কুরানিব মাধবঃ ॥ ৫ ॥
তে বর্দ্ধন্তাচিরেণৈব তেজস্যূর্জ্জিতবালকাঃ।
দশার্কাংশুশতানীব ব্যোমাক্রান্তিবিলাসিনঃ ॥ ৬ ॥
প্রহ্লাদনামা বলবান্ প্রধানাত্মা বভূব হ।
তেষাং মধ্যে মহার্হাণাং মণীনামিব কৌস্তুভঃ ॥ ৭ ॥
তেনারাজত পুত্রেণ হিরণ্যকশিপুর্ভৃশম্।
সর্ব্বসৌন্দর্য্যযুক্তেন বসন্তেনেব বৎসরঃ ॥ ৮ ॥
অথ পুত্রসহায়োসৌ বলকোশসমন্বিতঃ।
আজগাম মদং দৈত্যস্ত্রিগণ্ডগলিতেভবৎ ॥ ৯ ॥
তত্তাপাক্রান্তিতাপেন ত্রিজগন্তি বিকাসিনা।
কল্পান্তসূর্য্যগণবন্নবয়ৈব করশ্রিয়া ॥ ১০ ॥

সুরাসুরশব্দস্তত্তদধিপতিপরঃ। নলিন্যাং অলীনাং ভ্রমরাণাং রাজ্যং নিরস্তহংসৌঘো দন্তীবেত্যুপমানুরোধাৎ জগদুদ্বেজকতা গম্যতে ॥ ৪ ॥

মাধবো বসন্তকালঃ ॥ ৫ ॥

তেজস্যূর্জ্জিতা বয়সা বালকাঃ। দশ দশসংখ্যাকানি অর্কস্যাংশুশতানীব। ব্যোমাক্রান্তিরাকাশব্যাপ্তিঃ সুরলোকাক্রমণঞ্চ তয়া বিলাসিনঃ ॥ ৬ ॥ তেষাং মধ্যে প্রহ্লাদনামা প্রধানাত্মা যুবরাজোবভূব। হেত্যৈতিহ্যে ॥৭॥৮॥

ত্রীণি গণ্ডোপলক্ষিতমুখাশ্রিতানি গলিতানি মদধারা যস্য তথাবিধোয ইভস্তদ্বৎ। যদ্যপি সপ্তমদস্থানানি প্রসিদ্ধানি তথাপি প্রাধান্যাৎ ত্রীণ্যুপাত্তানি। উক্তস্ত্রিগণ্ডগলিতো যোগজঃ ষষ্টিহায়ন ইত্যভিযুক্তবচনাৎ ষষ্টিহায়নেভবদিতি বা ॥ ৯ ॥

বিকাসিনা বিজৃম্ভমাণেন। আক্রান্তিরাস্কন্দনং তৎপ্রযুক্তেন তাপেন পীড়নেন। নবয়া তরুণয়া নিত্যাভিনবয়া চ করশ্রিয়া কিরণকান্ত্যা করগ্রহণপ্রযুক্তসম্পদা চ ॥ ১০ ॥

অথিদ্যন্তাস্য তেনাথ সূর্য্যেন্দুপ্রমুখাঃ সুরাঃ।
দুর্ব্বিলাসবিলোলস্য বালস্যেব স্ববন্ধবঃ ॥ ১১ ॥
প্রার্থয়াঞ্চক্রিরেঽথাজং দৈত্যেন্দ্রেভপতের্ব্বধে।
ন ক্ষমন্তে মহান্তোপি পৌনঃপুন্যেন দুষ্ক্রিয়াম্ ॥ ১২ ॥
ততঃ প্রলয়পর্য্যন্তজগদ্ঘর্ঘরজৃম্ভিতম্।
দিগ্দন্তিদশনপ্রথ্যনখবজ্রাদিজৃম্ভিতম্ ॥ ১৩ ॥
স্থিরবিদ্যুল্লতাজালভাসুরদ্বিজমণ্ডলম্।
দশাদিকোটরোদ্ভ্রান্তজ্বলজ্জ্বলনকুণ্ডলম্ ॥ ১৪ ॥
সমস্তকুলশৈলেন্দ্রপিণ্ডপীঠোদ্ভটোদরম্।
দোর্দ্রুমাধূতনির্দ্ধূতস্ফুরদ্ব্রহ্মাণ্ডখর্পরম্ ॥ ১৫ ॥
বদনোদরনিষ্ক্রান্তবাতোৎসারিতপর্ব্বতম্।
ত্রিজগদ্দহনোদ্যুক্ত কোপকল্পাগ্নিগর্ব্বিতম্ ॥ ১৬ ॥
সটাবিকটপীনাংস স্পন্দপ্রেরিতভাস্করম্।
রোমকূপলসদ্বহ্নি পুঞ্জাপিঞ্জরপর্ব্বতম্ ॥ ১৭ ॥

তেন আক্রান্তিতাপেন ॥ ১১ ॥

পৌনঃপুন্যেন পুনঃপুনর্ভাবেন কৃতাং দুষ্ক্রিয়ামপরাধম্ ॥ ১২ ॥

ততস্তদনন্তরং মাধবঃ প্রলয়পর্য্যন্তেত্যাদিবিশেষণবিশিষ্টং নারসিংহং বপুঃ কৃত্বা মহাসুরং হিরণ্যকশিপুং অহন্ ইতি সপ্তমেন সম্বন্ধঃ। প্রলয়ে পর্য্যন্তং জগদিব ঘর্ঘরং ধ্বনৎ জৃম্ভিতং গাত্রবিনমনং যস্য তৎ। দিগ্দন্তিদশনপ্রখ্যৈর্নখৈর্ব্বজ্রাদিভিরিব জৃম্ভিতং যত্র ॥ ১৩ ॥

স্থিরাণ্যচঞ্চলানি বিদ্যুল্লতাজালানীব ভাসুরাণি দ্বিজানাং দন্তানাং মণ্ডলানি দিক্কটানি যস্য। দিক্শ্রোত্রকত্বাৎ দশসু দিক্কোটরেষু ভ্রান্তজ্বলজ্জ্বলনাঃ কুণ্ডলানীব যস্য ॥ ১৪ ॥

সমস্তানাং কুলশৈলেন্দ্রাণাং পিণ্ডপীঠং পিণ্ডাকারসংস্থানমিবোদ্ভটং ভীষণমুদরং যস্য। দোর্দ্রুমাণামাধূতৈঃ পরিবর্ত্তনৈর্নির্দ্ধূতমতএব স্ফুরৎ সঞ্চলৎ বিদীর্য্যমাণং ব্রহ্মাণ্ডখর্পরং যস্য ॥ ১৫ ॥

বদনেন উদরান্নিষ্ক্রান্তৈঃ শ্বাসবাতৈরুৎসারিতাঃ পর্ব্বতা যস্য ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

কুলাচলমহাকুড্যঘটনোদ্ভটদিক্তটম্।
সর্ব্বাবয়বনিক্রান্তপট্টিশপ্রাসতোমরম্ ॥ ১৮ ॥
নারসিংহং বপুঃ কৃত্বা মাধবোহন্মহাসুরম্।
লসৎকটকটারাবং তুরঙ্গমমিব দ্বিপঃ ॥ ১৯ ॥
পৌরমাসুরমুদ্বাস্তৈর্দ্দদাহেক্ষণবহ্নিভিঃ।
স সর্ব্বভূতকল্পান্তে জগজ্জালমিবানলঃ ॥ ২০ ॥
নৃসিংহমারুতে তস্মিন্ ভৃশং ক্ষোভমুপাগতে।
বিস্ফূর্জ্জিতঘনাস্ফোটৈরেকার্ণব ইবাকুলে ॥ ২১ ॥
দুদ্রুবুর্দ্দানবৌঘাস্তে দিগ্জ্বলন্মশকা ইব।
উপাযয়ুরদৃশ্যত্বং দীপা ইব গতত্বিষঃ ॥ ২২ ॥
অথ বিদ্রুতদৈত্যেন্দ্রং দগ্ধান্তঃপুরমণ্ডলম্।
বভূব পাতালতলং কল্পক্ষুণ্ণজগৎসমম্ ॥ ২৩ ॥
অকালকল্পান্তবিধৌ হত্বা দৈত্যং শনৈর্ব্বিভৌ।

কুলাচলৈরুৎখাতৈর্মহাকুড্যস্য ঘটনায়াং রচনায়ামিব উদ্ভটানি উদ্ব্যক্তানি দিক্তটানি যত্র। সর্ব্বাবয়বেভ্যোনিক্রান্তানি পট্টিশপ্রাসতোমরাণ্যাযুধবিশেষা যস্য ॥ ১৮ ॥

তথাবিধং নারসিংহং বপুঃ কৃত্বেত্যর্থঃ। অহন্ হতবান্। হন্তের্লঙি তিপ ইতোলোপে হল্ঙ্যাদিলোপঃ। লসৎ কটকটারাবমিতিক্রিয়াবিশেষণম্। তেন বিদার্য্যাহন্নিতি গম্যতে। তুরঙ্গমস্যাপি দ্বিপেন বিদারণং যুদ্ধেষু প্রসিদ্ধম্ ॥ ১৯ ॥

আসুরং পৌরং পুরবাস্তব্যসর্ব্বজন্তুং পুরোপকরণঞ্চ। ঈক্ষণবহ্নিভির্নেত্রানলৈঃ ॥ ২০ ॥

বিস্ফূর্জ্জিতসদৃশৈর্ঘনৈরাস্ফোটৈর্ব্বাহুধ্বনিভিঃ। প্রলয়পক্ষে ঘনানাং সম্বর্ত্তমেঘানামাস্ফোটৈর্গর্জ্জিতৈঃ। একার্ণবে জলপ্রলয়ে ॥ ২১ ॥

দিক্ষু জ্বলন্তোমশকা ইব ॥ ২২ ॥

কল্পেন প্রলয়কালেন ক্ষুণ্ণং চূর্ণিতং যৎ জগৎ তৎ সমম্ ॥ ২৩ ॥

অকালে কল্পান্তবিধানসদৃশে যুদ্ধে দৈত্যং হিরণ্যকশিপুং হত্বা সমাশ্বস্তৈঃ

ক্বাপি যাতে সমাশ্বস্তসুরসংরম্ভবর্জ্জিতে ॥ ২৪ ॥
মৃতশিষ্টা দনুসুতাঃ প্রহ্লাদপরিপালিতাঃ।
দগ্ধং তং দেশমাজগ্মুঃ সরঃ শুষ্কমিবাণ্ডজাঃ ॥ ২৫ ॥
তত্র কালোচিতাং কৃত্বা স্বনাশপরিদেবনাম্।
ঔর্দ্ধদেহিকসংকারং চক্রুঃ প্রেতেষু বন্ধুষু ॥ ২৬ ॥
হতবন্ধুজনং প্লুষ্টবন্ধুবান্ধবমণ্ডলম্।
শনৈরাশ্বাসয়ামাসুর্ম্মৃতশিষ্টং স্বকং জনম্ ॥ ২৭ ॥

চিত্রার্পিতোপমদুরাকৃতয়োনিরীহা
দীনাশয়া হি মহতাম্বুরুহোপমানাঃ।
শোকোপতপ্তমনসোহসুরনায়কাস্তে
দগ্ধদ্রুমা ইব নিরস্তবিকারমাসন্ ॥ ২৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে প্রহ্লাদবিশ্রান্তৌ হিরণ্যকশিপুবধো নাম ত্রিংশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৩০

সুরৈঃ সংরম্ভেণ আদরনির্ভরেণ পূজিতে বিভৌ নৃসিংহে ক্বাপি বাচামগোচরে স্বপদে যাতে সতি ॥ ২৪ ॥

অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ ॥ ২৫ ॥

স্বানাং বান্ধবানাং নাশপ্রযুক্তাং পরিদেবনাং বিলাপম্ ॥ ২৬ ॥

প্লুষ্টঃ দগ্ধঃ সপ্রাণঃ বন্ধূনাং তদ্বান্ধবানাঞ্চ মণ্ডলং সমূহম্ ॥ ২৭ ॥

নিরীহাশ্চিন্তয়া নিশ্চেষ্টাঃ অতএব চিত্রার্পিতোপমাঃ দুঃখিতা আকৃতয়োযেষাং তে প্রহ্লাদাদয়ো সুরনায়কা দগ্ধা দগ্ধপত্রশাখাদ্রুমা ইব নিরস্তবিকারং নিশ্চেষ্টং আসন্। স্থাণূনাং বায়ুনা চলনাভাবঃ প্রসিদ্ধঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে ত্রিংশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশঃ সর্গঃ।

—○|○—

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথ দুঃখপরীতাত্মা হরিণা হতদানবে।
প্রহ্লাদশ্চিন্তয়ামাস মৌনী পাতালকোটরে ॥ ১ ॥
কোঽস্বস্মাকমুপায়ঃ স্যাৎ য এবেহাসুরাঙ্কুরঃ।
তীক্ষ্ণাগ্রোজায়তে তং তং ভুংক্তে শাখামৃগোহরিঃ ॥ ২ ॥
ন কদাচন পাতালে দৈত্যা দোর্দ্দণ্ডশালিনঃ।
স্থিরা বভূবুরুদ্ভিন্নাঃ পদ্মা ইব হিমাচলে ॥ ৩ ॥
উৎপদ্যোৎপদ্য নশ্যন্তি ভাস্বরাকারঘর্ঘরাঃ।
ক্ষীণপ্রস্ফুরিতারম্ভাস্তরঙ্গা ইব বারিধেঃ ॥ ৪ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরং কষ্টং সমগ্রালোকহারিণঃ।
রিপবঃ প্রৌঢ়িমায়াতা অপূর্ব্বতিমিরভ্রমাঃ ॥ ৫ ॥

হরিবিক্রমচিন্তাত্র স্বজনক্ষেমচিন্তনম্।
প্রহ্লাদস্য হরের্ভক্ত্যা তদ্ভাবশ্চোপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

হতা দানবা যস্মিংস্তথাবিধে পাতালকোটরে ॥ ১ ॥

উপৈত্যীত্যুৎপায়ঃ সহায়ঃ। তীক্ষ্ণাগ্রঃ সম্পৎপল্লবোদ্গমক্ষমো য এবাসুরবৃক্ষাণামঙ্কুরপ্রায়স্তেজস্বী জায়তে তং তং ভুংক্তে। হরিপদস্য শাখামৃগপদেন ব্যাখ্যানমঙ্কুরবিনাশকত্বোপপাদনার্থমধিক্ষেপার্থং চ ॥ ২ ॥

উদ্ভিন্না অঙ্কুরিতা বীর্য্যবিকাসিতা বা ॥ ৩ ॥

নশ্যন্ত্যসুরা ইত্যনুষজ্যতে ॥ ৪ ॥

কষ্টমিতি খেদে। আলোক্যন্ত ইত্যালোকা বাহ্যরাজ্যাদিসম্পদঃ। আভ্যন্তরাউৎসাহহর্ষপ্রসাদসুখবিশ্রান্ত্যাদিসম্পদশ্চ ত এব আলোকাঃ প্রকাশাস্তেষাং হারিণোপহরণশীলাঃ। অতএব অপূর্ব্বতিমিরভ্রমোয়েষু তথাবিধা

তমঃপ্রপূর্ণহৃদয়াঃ সঙ্কুচৎপত্রসম্পদঃ।
সুহৃদঃ খেদমায়ান্তি নিশীথকমলাকরাঃ ॥ ৬ ॥
তাতস্য মলিনৈর্নূনং পাদপীঠোপমর্দ্দকৈঃ।
সুরৈর্ব্বিষয় আক্রান্তোমৃগৈরিব মহাবনম্ ॥ ৭ ॥
নিরুদ্যমা গতশ্রীকা দীনাঃ প্রকটিতাশয়াঃ।
বান্ধবা ন বিরাজন্তে পদ্মাঃ প্লুষ্টদলা ইব ॥ ৮ ॥
স্ফুরন্ত্যসুরবীরাণাং গৃহেষ্ববিরতানিলৈঃ।
ধূসরা ভস্মনীহারা ধূপধূমভরা ইব ॥ ৯ ॥
হৃতদ্বারকপাটাসু দৈত্যান্তঃপুরভিত্তিষু।
প্রভা মরকতস্যেব জাতা নবযবাঙ্কুরাঃ ॥ ১০ ॥
ত্রিলোকীনাভিনলিনী মত্তেভা দানবা অপি।
দেববদ্দৈন্যমায়াতাঃ কিমসাধ্যমহো বিধেঃ ॥ ১১ ॥
মনাক্ চলতি পর্ণেপি দৃষ্টারিভয়ভীতয়ঃ।
বন্ধবস্ত্রস্যন্তি বিধ্বস্তা মৃগ্যোগ্রাম গতা ইব ॥ ১২ ॥

রিপবোদেবাঃ প্রৌঢ়িমুৎকর্ষম্ ॥ ৫ ॥

তমসা কশ্মলান্ধকারেণ প্রপূর্ণহৃদয়াঃ সঙ্কুচন্ত্য পত্রস্থানীয়াঃ সম্পদো-যেষাং তথাবিধাঃ সুহৃল্লক্ষণানি শীথকমলাকরাঃ খেদমায়ান্তি ॥ ৬ ॥

নলিনৈর্ব্বৈবকলুষৈস্তাতস্য প্রণামকালে পাদপীঠোপমর্দ্দকৈঃ সুরৈর্ব্বিষয়ো-দেশআক্রান্তঃ নূনমিতি বিতর্কে। মহাবনং সিংহবনম্ ॥ ৭ ॥

প্রকটিতাশয়াঃ খ্যাপিতহার্দ্দদুঃখাঃ। প্লুষ্টদলা গ্রীষ্মদগ্ধপত্রাঃ ॥ ৮ ॥

অবিরতৈরনিলৈরুৎপাতবাতৈঃ কীর্য্যমাণা ভস্মলক্ষণা নীহারাঃ প্রাক্তন-ধূপধূমভরা ইব স্ফুরন্তি ॥ ৯ ॥

প্রাঙ্মরকতস্য প্রভা ইব সাম্প্রতং যবানাং নবাঙ্কুরা জাতাঃ ॥ ১০ ॥

ত্রিলোক্যানাভিনলিনীমেরুস্তদুপমর্দ্দে মত্তেভভূতা অপি দানবাঃ প্রাগ্-দেবা ইব দৈন্যমায়াতাঃ। কিমিত্যাক্ষেপে। অসাধ্যং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বন্ধো দৈত্যানামস্মিন্সন্ত্রস্যন্তি উদ্বিজন্তি ॥ ১২ ॥

আসুরীকর্ণপূরার্থং ফুল্লাঃ রত্নগুলুচ্ছকাঃ।
নরসিংহকরালূনাঃ স্থাণুতামাগতা ক্রমাঃ॥ ১৩॥
দিব্যাম্বরলতাপত্রারত্নস্তবকদন্তুরাঃ।
পুনরারোপিতাস্তত্র নন্দনে কল্পপাদপাঃ॥ ১৪॥
পুরা ত্বমরবন্দীনামসুরৈঃ সংস্তুতং মুখম্।
অদ্য ত্বসুরবন্দীনাং সুরৈরালোকিতং মুখম্॥ ১৫॥
মন্যে দানমহানদ্যঃ সুরেভকটভিত্তিষু।
প্রবৃত্তাস্তা ভবিষ্যন্তি শৈলসানুষ্বিবাপগাঃ॥ ১৬॥
অস্মাকমিভগণ্ডেষু দানদাহবিভূতয়ঃ॥
লসন্তি মরুখণ্ডেষু সংশুষ্কেষ্বিব ধূলয়ঃ॥ ১৭॥
বিকাসিসিতমন্দারমকরন্দারুণানিলাঃ।
তে মেরুশিখরৈস্তুল্যা দৈত্যা দুর্ল্লভতাং গতাঃ॥ ১৮॥
সুরগন্ধর্ব্বসুন্দর্য্যো দানবান্তঃপুরোচিতাঃ।
অদ্য মেরৌ স্থিতিং যাতা মঞ্জর্য্য ইব পাদপে॥ ১৯॥
কষ্টং তাতপুরন্ধ্রীনাং শুষ্কাম্বুরুহনীরসাঃ।
বিলাসাঃ সুরনারীভির্ভৎর্স্যন্তে লাস্যলীলয়া॥ ২০॥

রত্নময়া গুলুচ্ছকা স্তবকা যেষাং তথাবিধা ক্রমা দিব্যবৃক্ষাঃ॥ ১৩॥

দিব্যান্যম্বরাণি যেষু তথাবিধা লতাঃ শাখাঃ পত্রাণি চ যেষাম্। রত্নস্তবকৈর্দ্দন্তুরাঃ। দন্তুর উন্নত উরচ্। পুনরিত্যনেন পূর্ব্বং তত আনীতা ইতি গম্যতে॥ ১৪॥

বন্দীনাং বন্দীকৃতস্ত্রীণাম্। সংস্তুতং সপ্রশংসং দৃষ্টম্॥ ১৫॥

দানানি মদধারাস্তল্লক্ষণা মহানদ্যঃ। মন্যে ইতি বিতর্কে॥ ১৬॥

দানস্য মদস্য দাহস্তৎপ্রযুক্তা বিভূতয়ো ভস্মানি॥ ১৭॥

বিকাসিনাং সিতমন্দারাণাং সপরাগৈর্ম্মকরন্দৈররুণা রঞ্জিতা অঙ্গস্পর্শিনোঽনিলা যেষাম্। অতএব মেরুশিখরৈস্তুল্যাঃ॥ ১৮॥ ১৯॥

পূর্ব্বং যৈরেব মত্তাতশ্চামরৈরুপবীজিতঃ।
সহস্রনয়নঃ স্বর্গে কষ্টং তৈরেব বীজ্যতে ॥ ২১ ॥
ইয়মস্মাকমপ্যাপদাগতা দৈন্যদায়িনী।
তস্যৈকস্য প্রসাদেন দুষ্পৌরুষগতের্হরেঃ ॥ ২২ ॥
তদ্দোর্ব্বনঘনচ্ছায়ালব্ধবিশ্রান্তয়ঃ সুরাঃ।
ন কদাচন তপ্যন্তে হিমাদ্রেরিব সানবঃ ॥ ২৩ ॥
শৌরিশৌর্য্যাগ্রশিখরসংশ্রয়েণাশ্রিতশ্রিয়ঃ।
অস্মান্ সমুপরুন্ধন্তি শুনঃ শাখামৃগা ইব ॥ ২৪ ॥
তেনাসুরপুরন্ধ্রীণাং নিত্যং মণ্ডনমণ্ডনে।
মুখপদ্মে স্থিতং বাষ্পমব্জিনীনাং হিমং যথা ॥ ২৫ ॥
শীর্ণভিন্নলুঠদ্ভিত্তির্জ্জগজ্জরঠমণ্ডপঃ।
অয়ং নীলমণিস্তম্ভৈস্তদ্ভুজৈরেব ধার্য্যতে ॥ ২৬ ॥
স ধর্ত্তাসুরসৈন্যস্য মজ্জতো বিপদর্ণবে।
ক্ষীরোদোদরমগ্নস্য মন্দরস্যেব কচ্ছপঃ ॥ ২৭ ॥

লাস্যলীলয়া নৃত্যেন বিড়ম্বনলীলয়া ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

অস্মাকং মহাপ্রভাবাণামপি দুঃখা পৌরুষগতিঃ পরাক্রমস্মরণমপি যস্য ॥ ২২ ॥ তপ্যন্তে বহ্নিমিব সন্তপ্যন্তে ॥ ২৩ ॥

সৌরের্হরেঃ শৌর্য্যং পরাক্রমস্তদেব গিরেস্তরোর্ব্বা শিখরস্তাগ্রমগ্রশিখরং তৎসংশ্রয়েণ আশ্রিতশ্রিয়ঃ প্রাপ্তসম্পদো দেবা গিরিতরুশিখরসংশ্রয়াঃ শাখামৃগা মর্কটাঃ শুনঃ কুক্কুরানিবাস্মান্ বলবতোঽপি সমুপরুন্ধন্তি পাতালে নিগচ্ছন্তি ॥ ২৪ ॥

মণ্ডনানামলঙ্কারাণামপি মণ্ডনভূতে মুখপদ্মে বাষ্পমস্রং তেন শৌরিশৌর্য্যেণ হেতুনা নিত্যং স্থিতম্। অব্জিনীনাং মুখভূতে পদ্মে হিমমবশ্যায়ং বিভর্ষণা যদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

অগাদসুরবিক্রমৈঃ শীর্ণো বিদারিতোঽতএব লুঠন্তিস্তির্জ্জগন্নক্ষণো জরঠমণ্ডপো জীর্ণালয়ো নীলমণিস্তম্ভপ্রায়ৈস্তস্য শৌরেভুর্জৈরেব ধার্য্যতে অবষ্টভ্যতে ॥ ২৬ ॥

এতে তাতাদয়ঃ সর্ব্বে তেনৈবাস্থরসত্তমাঃ।
পাতিতাঃ ক্ষুব্ধকল্পান্তবাতেনেব কুলাচলাঃ॥ ২৮॥
স এক এব সংহারকর্ম্মক্ষমভুজানলঃ।
স্থরসার্থগুরুঃ শ্রীমান্ বিষমোমধুসূদনঃ॥ ২৯॥
দৈত্যদোর্দ্দণ্ডপরশোস্তস্য বীর্য্যেণ বীর্য্যবান্।
দানবান্ বাধতে শক্তো বালকানিব মর্কটঃ॥ ৩০॥
দুর্জ্জয়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রবিমুক্তায়ুধোপি সন্।
নাসৌ শস্ত্রাস্ত্রবিচ্ছেদৈর্ব্বজ্রসারোবিদীর্য্যতে॥ ৩১॥
অভ্যস্তা বহবস্তেন মিথঃ প্রেরিতপর্ব্বতাঃ।
ভীমাঃ সমরসংরম্ভাঃ সমমস্মৎপিতামহৈঃ॥ ৩২॥
তাস্থ তাস্বতিঘোরাস্থ বিততাস্বতিরাজিষু।
যোন ভীত ইদানীং স ভয়মেষ্যতি কা কথা॥ ৩৩॥
উপায়মেকমেবেমং হরেরাক্রমণে স্ফুটম্।
মন্যে তদ্ব্যতিরেকেণ বিদ্যতে ন প্রতিক্রিয়া॥ ৩৪॥
সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বধিয়া সর্ব্বসংরম্ভরংহসা।
স এব শরণং দেবো গতীরস্তীহ নান্যথা॥ ৩৫॥

কচ্ছপঃ কচ্ছপাবতারঃ স ইব স শৌরির্ধর্ত্তা ধারয়িতা॥ ২৭॥ ২৮॥

বিষম আক্রমিতুমশক্য ইতি যাবৎ॥ ২৯॥

দৈত্যদোর্দ্দণ্ডখণ্ডনে পরশুভূতস্য। যথা মহামর্কটবীর্য্যেণ বীর্য্যবান্ মর্কটোবালকান্ বাধতে তদ্বৎ॥ ৩০॥

শাস্ত্রাস্ত্রকৃতৈর্ব্বিচ্ছেদৈঃ খণ্ডনৈঃ। বজ্রাদপি সারো দৃঢ়তরঃ॥ ৩১॥

প্রেরিতাঃ ক্ষিপ্তাঃ পর্ব্বতা যত্র তথাবিধাঃ সমরসংরম্ভা যুদ্ধকৌশলবিশেষা অস্মৎপিতামহৈঃ সহ যুৎধ্বা অভ্যস্তা শিক্ষিতা ইত্যুৎপ্রেক্ষা॥ ৩২॥

ভয়মেষ্যতি ইতি কা কথা কঃ প্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

আক্রমণে বশীকরণে। প্রতিক্রিয়া তৎকৃতপীড়াপ্রতীকারঃ॥ ৩৪॥

কুতোন বিদ্যতে তত্রাহ সর্ব্বাত্মনেতি। ইহ জগতি সর্ব্বাত্মনা সর্ব্ব-

ন তস্মাদধিকঃ কশ্চিদস্তি লোকত্রয়ান্তরে।
প্রলয়স্থিতিসর্গাণাং হরিঃ কারণতাং গতঃ ॥ ৩৬ ॥
অস্মান্নিমেষাদারভ্য নারায়ণমজং সদা।
সম্প্রপন্নোঽস্মি সর্ব্বত্র নারায়ণময়োঽহ্যহম্ ॥ ৩৭ ॥
নমোনারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
নাপৈতি মম হৃৎকোশাদাকাশাদিব মারুতঃ॥ ৩৮ ॥
হরিরাশা হরির্ব্বোম হরিরুর্ব্বী হরির্জ্জগৎ।
অহং হরিরমেয়াত্মা জাতোবিষ্ণুময়োঽহ্যহম্ ॥ ৩৯ ॥
অবিষ্ণুঃ পূজয়ন্ বিষ্ণুং ন পূজাফলভাগ্ ভবেৎ।
বিষ্ণুর্ভূত্বা যজেদ্বিষ্ণুময়ং বিষ্ণুরহং স্থিতঃ ॥ ৪০ ॥
হরিঃ প্রহ্লাদনামা যো মত্তোনান্যোহরিঃ পৃথক্।

বস্তুস্বভাবেন সর্ব্বধিয়া সর্ব্ববুদ্ধিভেদেন সর্ব্বসংরম্ভরংহসা সর্ব্বক্রিয়োদ্যোগেন চ শরণার্থিনাং স এব শরণং নান্যথা গতিরস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

নম্বন্যে শরণং কিং ন স্যুস্তত্রাহ নেতি ॥ ৩৬ ॥

ইতি নিশ্চিত্য সর্ব্বভাবেন তৎপ্রতিপত্তিং সঙ্কল্পয়তি অস্মাদিতি। কিং দেশকালবস্তুভেদেন প্রপদ্যসে নেত্যাহ সর্ব্বত্রেতি। সর্ব্বদেশকালবস্তুষ্বহং নারায়ণময়ঃ ॥ ৩৭ ॥

নিরন্তরতৎপ্রতিপত্তিধারণানুস্মরণজপসাধনং শ্রোতং তন্মন্ত্রমনুস্মৃত্য নিরন্তরং তজ্জপং সঙ্কল্পয়তি নমোনারায়ণায়েতি। সপ্রণবোঽয়ং শুচেঃ শুদ্ধে দেশাদাবেব জপার্হোন নিরন্তরমিতি নিষ্প্রণবোপাদানম্। হৃৎকোশাদিত্যুক্তির্মানসজপমুখ্যাতাদ্যোতনার্থা ॥ ৩৮ ॥

সর্ব্বত্র নারায়ণময়োঽহমিত্যুক্তং বিশদয়তি হরিরিতি। আশা দিশঃ। বিষ্ণুময়োভাবনেন বিষ্ণুপ্রায়ঃ। স্ত্রীময়োজাল্ম ইতিবৎ ভাবনাকৃততদ্ভাবলক্ষণে প্রাচুর্য্যে ময়ট্ ॥ ৩৯ ॥

কিমর্থমেবং কল্পয়সি তত্রাহ অবিষ্ণুরিতি। নাবিষ্ণুঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং নাশিবঃ পূজয়েচ্ছিবমিতি বিধ্যনুরোধাদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

যোহরিঃ স এব প্রহ্লাদনামা। নান্যোঽতোঽস্মি ত্রষ্টৈত্যাদিশ্রুতেঃ। মত্তঃ

ইতি নিশ্চয়বানন্তর্ব্ব্যাপকোহঞ্চ সর্ব্বতঃ॥ ৪১ ॥
অনন্তমিদমাকাশমাপূর্য্য বিনতাসুতঃ।
কনকাঙ্গোমমাঙ্গানা-ময়মাসনতাং গতঃ॥ ৪২ ॥
করশাখৈকবিশ্রান্ত সর্ব্বহেতিবিহঙ্গমাঃ।
নখাংশুমঞ্জরীকীর্ণা মহামরকতদ্রুমাঃ॥ ৪৩ ॥
ইমে তে মৃদুমন্দারদামদিগ্ধাংসমণ্ডলাঃ।
মন্দরাঘৃষ্টকেয়ূরাশ্চত্বারো মম বাহবঃ॥ ৪৪ ॥
চলচ্ছশিকলাপূর চারুচামরধারিণী।
ইয়ং মে পার্শ্বগা লক্ষ্মীঃ ক্ষীরোদকুহরোত্থিতা॥ ৪৫ ॥
হেলাবিলুব্ধভুবনা ত্রৈলোক্যতরুমঞ্জরী।
ইয়ং মে পার্শ্বগা কীর্ত্তিরচলামলভাসিনী॥ ৪৬ ॥
অনারতজগজ্জাল নবনির্ম্মাণকারিণী।
ইয়ং মে পার্শ্বগা মায়া স্বেন্দ্রজালবিলাসিনী॥ ৪৭ ॥
ইয়ং সা হেলয়াক্রান্তত্রৈলোক্যতরুখণ্ডিকা।

প্রতীচশ্চান্তোহরিঃ। পৃথক্ আত্মান্তরভূতোনাস্তি। ৪১॥

ইদানীং হরের্ব্বাহনাযুধাভরণশরীরাদীনি স্বাত্মনঃ কল্পয়তি অনন্তমিত্যাদিনা। আপূর্য্য স্থিত ইতি শেষঃ। কনকমিবাঙ্গং যস্ত স্বর্ণবর্ণ ইত্যর্থঃ॥ ৪২ ॥ করাণাং শাখাস্বঙ্গেষু একবিশ্রান্তা নিত্যবিশ্রান্তাঃ সর্ব্বে হেতয়শ্চক্রগদানন্দকাদ্যাযুধলক্ষণা বিহঙ্গমাঃ পক্ষিণোযেষাম্। নখকান্তিলক্ষণমঞ্জরীভিঃ কীর্ণা অতএব মহামরকতদ্রুমভূতাঃ। মৃদুমন্দারদামদিগ্ধে অংসমণ্ডলে মূলপ্রদেশৌ যেষাম্। সমুদ্রমথনকালে মন্দরেণা ধৃষ্টকেয়ূরা মম হরেশ্চত্বার এতে বাহব ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ॥ ৪৩॥ ৪৪॥ ৪৫॥

হেলয়া অযত্নেনৈব বিলুব্ধানি বিলোভিতানি শ্রবণসস্পৃহীকৃতানি ভুবনানি তৎস্থা জনা যয়া। অতএব ত্রৈলোক্যলক্ষণতরোর্ম্মঞ্জরীব বিরাজমানা হরেঃ কীর্ত্তিমূর্ত্তিমতী মে পার্শ্বগা বর্ত্ততে॥ ৪৬॥

পার্শ্বগা পার্শ্বান্তরে স্থিতা॥ ৪৭॥

জয়া স্ফুরতি মে পার্শ্বে লতা কল্পতরোরিব ॥ ৪৮ ॥
ইমৌ মে নিত্যশীতোষ্ণৌ দেবৌ শীতাংশুভাস্করৌ ।
প্রকটীকৃতসংসারৌ মুখমধ্যে বিলোচনে ॥ ৪৯ ॥
মমেয়মুৎপলশ্যামা পীনাম্ভোধরসুন্দরী ।
শ্যামীকৃতককুপ্‌চক্রা দেহদীপ্তির্বিসর্পিণী ॥ ৫০ ॥
অয়ং মম করে শঙ্খঃ পাঞ্চজন্যঃ স্ফুরদ্ধ্বনিঃ ।
মূর্ত্তং খমিব শব্দাত্মা ক্ষীরোদ ইব সংস্থিতঃ ॥ ৫১ ॥
অয়ং মে কর্ণিকাকোশ নিলীনব্রহ্মষটপদঃ ।
পদ্মঃ করতলে শ্রীমান্ স্বনাড়ীকুহরোদ্ভবঃ ॥ ৫২ ॥
ইয়ং মে রত্নচিত্রাঙ্গী সুমেরুশিখরোপমা ।
হেমাঙ্গদা গদা গুর্ব্বী দৈত্যদানবমর্দ্দিনী ॥ ৫৩ ॥
অয়ং মে ভাস্করাকার উদ্যদংশুঃ সুদর্শনঃ ।
জ্বালাজটিলপর্য্যন্ত পরিপাটলদিক্‌তটঃ ॥ ৫৪ ॥
অয়ং মে কেতুমদ্বহ্নিসুন্দরোজ্জ্বলিতোসিতঃ ।
কুঠারো দৈত্যবৃক্ষাণাং নন্দয়ন্নন্দকঃ স্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥
ইদং মে শরধারাণাং পুষ্করাবর্ত্তকোপমম্ ।

জয়া নাম্নী লক্ষ্মীসখী ॥ ৪৮ । ৪৯ ॥

দেহদীপ্তিঃ শরীরকান্তিঃ ॥ ৫০ ॥

ক্ষীরোদ ইব শুভ্র ইতি শেষঃ ॥ ৫১ ॥

স্বস্য নাড়ীকুহরং নাভিস্তদুদ্ভবঃ । তথা চ নাভিপদ্মমেব কদাচিৎ করেণ ধার্য্যতে কদাচিন্নাভাবিতি গম্যতে ॥ ৫২ ॥

হেমাঙ্গদা হেমপিনদ্ধা গদা ॥ ৫৩ ॥

পরিতঃ পাটলবর্ণানি দিক্তটানি যস্মাৎ । অনেনাসুররুধিরাক্ততা গম্যতে ॥ ৫৪ ॥

কেতুমান্ ধূমরেখাবান্ বহ্নিরিব সুন্দরঃ অতএবাসিতঃ দৈত্যবৃক্ষাণাং কুঠার ইব ছেত্তা দেবান্ নন্দয়ন্ নন্দকো ভগবৎখড়্গঃ ॥ ৫৫ ॥

শার্ঙ্গং ধনুরহীন্দ্রাভমিন্দ্রকার্ম্মুকসুন্দরম্ ॥ ৫৬ ॥
ইমান্যহমনন্তানি জগন্তি জঠরে চিরম্।
বিভর্ম্মি জাতনষ্টানি বর্ত্তমানান্যনেকশঃ ॥ ৫৭ ॥
ইমৌ মহী মে চরণাবিদং মে গগনং শিরঃ।
ইদং বপুর্ম্মে ত্রিজগদিমে মে কুক্ষয়োদিশঃ ॥ ৫৮ ॥
সাক্ষাদয়মহং বিষ্ণুর্নীলমেঘোদরদ্যুতিঃ।
সুপর্ণপর্ব্বতারূঢ়ঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৫৯ ॥
এতে মত্তঃ পলায়ন্তে সমগ্রা দুষ্টচেতসঃ।
তার্ণাস্তরলসঞ্চারাঃ পবনাদিব রাশয়ঃ ॥ ৬০ ॥
অয়ং নীলোৎপলশ্যামঃ পীতবাসা গদাধরঃ।
লক্ষ্মীবান্ গরুড়ারূঢ়ঃ স্বয়মেবাহমচ্যুতঃ ॥ ৬১ ॥
কোমামেতি বিরুদ্ধাত্মা ত্রৈলোক্যদহনক্ষমম্।
স্বনাশায় ততঃ ক্ষুব্ধং কালাগ্নিং শলভোযথা ॥ ৬২ ॥
ইমে মে তৈজসীং সৃষ্টিং মমাগ্রস্থাঃ সুরাসুরাঃ।
ন শক্নুবন্তি সংরোদ্ধুং চক্ষুর্ম্মন্দাঃ প্রভা ইব ॥ ৬৩ ॥
ইমং মামীশ্বরং বিষ্ণুং ব্রহ্মেন্দ্রাগ্নিহরাদয়ঃ।
স্তুবন্ত্যনন্তয়া বাচা বহুবক্ত্রসমুত্থয়া ॥ ৬৪ ॥

ইন্দ্রকার্ম্মুকমিব সুন্দরং নানামণিচিত্রম্ ॥ ৫৬ ॥

সাম্প্রতং জাতানি চিরনষ্টানি চিরজাতবর্ত্তমানানি চ। ভবিষ্যতামপ্যুপলক্ষণমেতৎ ॥ ৫৭ ॥

ইদানীং হরের্ব্বিরাড্রূপমপি স্বস্যৈবেত্যাহ ইমাবিতি। মহী মে ইমৌ চরণাবিত্যন্বয়ঃ। কুক্ষয় ইতি বহুত্বং দিগ্বহুত্বাদদিতিঃ পাশানিতি বৎ॥৫৮॥৫৯॥

তার্ণা রাশয়ঃ শুষ্কতৃণরাশয়ঃ ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥

বিরুদ্ধাত্মা দ্বিষং এতি যুদ্ধায়াগচ্ছতি। য আগচ্ছতি স যতঃ স্বনাশায়ৈবাগচ্ছতি নান্যত্তদাগমনফলমিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

তৈজসীং সৃষ্টিং তেজোজ্বালাপ্রসরং সংরোদ্ধুং প্রশময়িতুং সোঢ়ুং বা ॥৬৩॥৬৪

অয়ং বিজৃম্ভিতৈশ্বর্য্যো জাতোহমজিতাকৃতিঃ ।
সর্ব্বদ্বন্দ্বপদাতীতো মহিম্না পরমেণ হি ॥ ৬৫ ॥

ত্রিভুবনভবনোদরৈকমূর্ত্তি
প্রসভবিভিন্নসমস্তদুষ্টসত্ত্বম্ ।
ঘনগিরিতৃণকাননান্তরস্থং
সকলভয়াপহরং বপুঃ প্রণৌমি ॥ ৬৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে প্রহ্লাদনির্ব্বাণেনারায়ণীকরণং নাম একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

অজিতোবিষ্ণুস্তদাকৃতিঃ । পরমেণ মহিম্না প্রভাবেণ পরমার্থস্বভাবেন চ । এষ নিত্যোমহিমেতি শ্রুতেঃ ॥ ৬৫ ॥

ত্রিভুবনভবনমুদরে যস্য তথাবিধৈকা মূর্ত্তির্যস্য তৎ । ঘনা মেঘাঃ গিরয়স্তৃণানি কাননানি চেতোতদাদিসর্ব্ববস্তুনামান্তরে অধিষ্ঠানভাবে স্থিতং অতএব তত্ত্বতঃ সাক্ষাৎকারমাত্রেণ সকলভয়াপহরং বৈষ্ণবং বপুর্ব্বিরাড্রূপং দেবতারূপং পরব্রহ্মাত্মকং চাহমেবেতি মাং প্রণৌমীত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

বশিষ্ঠ উবাচ।

প্রহ্লাদ ইতি সঞ্চিন্ত্য কৃত্বা নারায়ণীং তনুম্।
পুনঃ সঞ্চিন্তয়ামাস পূজার্থমসুরদ্বিষঃ ॥ ১ ॥
বপুষোবৈষ্ণবাদস্মান্মাভূৎ মূর্ত্তিঃ পরাবরা।
অয়ং প্রাণপ্রবাহেণ বহির্ব্বিষ্ণুঃ স্থিতোপরঃ ॥ ২ ॥
বৈনতেয়সমারূঢ়ঃ স্ফুরচ্ছক্তিচতুষ্টয়ঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ শ্যামলাঙ্গশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৩ ॥
চন্দ্রার্কনয়নঃ শ্রীমান্ কান্তনন্দকনন্দনঃ।
পদ্মপাণির্ব্বিশালাক্ষঃ শার্ঙ্গধন্বা মহাদ্যুতিঃ ॥ ৪ ॥
তদেনং পূজয়াম্যাশু পরিবারসমন্বিতম্।
সপর্য্যয়া মনোমষ্যা সর্ব্বসম্ভাররম্যয়া ॥ ৫ ॥

বিষ্ণোর্ম্মানসপূজাত্র বাহ্যপূজাঽসুরৈঃ সহ।
শ্রুত্বা বিস্মিতদেবানাং হরেঃ পৃচ্ছা চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

স্বতনুং ভাবনয়া নারায়ণীং নারায়ণাত্মিকাং কৃত্বা ॥ ১ ॥

অস্মাদস্মা পরিকল্পিতাত্রিবিধাৎ বৈষ্ণবাৎ বপুষোঽন্যা পরা সমষ্টিরূপা অবরা ব্যষ্টিদেবতারূপা বা মাভূৎ কিং ত্বয়মেব মন্ত্রপোবিষ্ণুর্হৃদয়াৎ প্রাণপ্রবাহেণ পুষ্পাঞ্জলিভাবনয়া বহিরাবাহিতঃ সন্ যাবৎ পূজাকালমপর ইব স্থিতঃ কল্প্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

স কীদৃশস্তমাহ বৈনতেয়েতি দ্বাভ্যাম্। স্ফুরৎ ক্রিয়াজ্ঞানেচ্ছানুগ্রহাখ্যং শক্তিচতুষ্টয়ং যস্য ॥ ৩ ॥

কান্তেন নন্দকেন খড়্গেন নন্দনঃ স্বজনানন্দনঃ ॥ ৪ ॥

পরিবারৈঃ সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নাদিব্যূহৈঃ পার্ষদৈশ্চ সমন্বিতম্ ॥ ৫ ॥

তত এনং মহাদেবং পূজয়িষ্যাম্যহং পুনঃ।
পূজয়া বাহ্যসম্ভোগমহত্যা বহুরত্নয়া ॥ ৬ ॥
প্রহ্লাদ ইতি সঞ্চিন্ত্য সম্ভারভরভারিণা।
মনসা পূজয়ামাস মাধবং কমলাধবম্ ॥ ৭ ॥
রত্নৌঘপাত্রপটলৈশ্চন্দনাদিবিলেপনৈঃ।
ধূপৈর্দ্দীপৈর্ব্বিচিত্রৈশ্চ নানাবিভবভূষণৈঃ ॥ ৮ ॥
মন্দারমালাবলনৈর্হেমাব্জপটলোৎকরৈঃ।
কল্পবৃক্ষলতাগুচ্ছৈঃ রত্নস্তবকমণ্ডলৈঃ ॥ ৯ ॥
পল্লবৈর্দ্দিব্যবৃক্ষাণাং নানাকুসুমদামভিঃ।
কিংকিরাতৈর্ব্বকৈঃ কুন্দৈশ্চম্পকৈরসিতোৎপলৈঃ॥১০॥
কহ্লারৈঃ কুমুদৈঃ কাশৈঃ খর্জ্জুরৈশ্চ তকিংশুকৈঃ।
অশোকৈর্ম্মদনৈর্ব্বিল্বৈঃ কর্ণিকারৈঃ কিরাতকৈঃ ॥ ১১ ॥
কদম্বৈর্ব্বকুলৈর্ন্নিম্বৈঃ সিন্দুবারৈঃ সযূথকৈঃ।
পারিভদ্রৈর্গুগ্গুলীভির্ব্বিন্দুকৈঃ পুষ্পকোৎকরৈঃ ॥ ১২ ॥
প্রিয়ঙ্গুপটলৈঃ পাটৈঃ পাটলৈর্দ্ধাতুপাটলৈঃ।
আম্রৈরাম্রাতকৈর্গব্যৈর্হরীতকবিভীতকৈঃ ॥ ১৩ ॥
শালতালতমালানাং লতাকুসুমপল্লবৈঃ।
কোমলৈঃ কলিকাজালৈঃ সহকারৈঃ সকুঙ্কুমৈঃ ॥ ১৪ ॥
কেতকৈঃ শতপত্রৈশ্চ তথৈলামঞ্জরীগণৈঃ।

মহাদেবং পূজ্যং দেবং স্বকুলদেবশিবাভিন্নং বা বাহ্যৈঃ সম্ভোগৈঃ সম্ভারৈর্ম্মহত্যা বিস্তৃতয়া ॥ ৬ ॥

কমলা লক্ষ্মীস্তস্যা ধবং পতিম্ ॥ ৭ ॥

রত্নৌঘখচিতানাং পাত্রাণাং পটলৈঃ প্রান্তৈরভিবেচনৈরিতি শেষঃ। নানাবিভবৈর্ভূষণৈরলঙ্কারৈঃ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

কিংকিরাতাদয়ো যথাযোগং পুষ্পজাতিভেদা বোধ্যাঃ ॥ ১০॥১১॥১২॥১৩ ॥

স কুঙ্কুমৈঃ কাশ্মীরদ্রবাক্তৈঃ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বসৌন্দর্য্যসম্মানৈঃ স্বয়মাত্মার্পণৈরপি ॥ ১৫ ॥
হরিং পরময়া ভক্ত্যা জগদ্বিভবভব্যয়া।
মনসা পূজয়ামাস প্রহ্লাদোহন্তঃপুরে পতিম্ ॥ ১৬ ॥
অথ দেবগৃহে তস্মিন্ বাহ্যার্থৈঃ পরিপূর্ণয়া।
পূজয়া পূজয়ামাস দানবেশোজনার্দ্দনম্ ॥ ১৭ ॥
বহির্দ্রব্যৈরনেনৈব ক্রমেণ পরমেশ্বরম্।
পুনঃ পুনঃ পূজয়িত্বা তুষ্টিমান্ দানবোভবৎ ॥ ১৮ ॥
ততস্ততঃ প্রভৃত্যেব প্রহ্লাদঃ পরমেশ্বরম্।
তয়ৈব প্রত্যহং ভক্ত্যা পূজয়ামাস পূর্ণয়া ॥ ১৯ ॥
অথ তস্মিন্ পুরে দৈত্যাস্ততঃ প্রভৃতি বৈষ্ণবাঃ।
সর্ব্ব এবাভবন্ ভব্যা রাজা হ্যাচারকারণম্ ॥ ২০ ॥
জগাম বার্ত্তা গগনং দেবলোকমথারিহন্।
বিষ্ণোর্দ্বেষং পরিত্যজ্য ভক্তা দৈত্যাঃ স্থিতা ইতি ॥ ২১ ॥
দেবা বিস্ময়মাজগ্মুঃ শক্রাদ্যাঃ সমরুদ্গণাঃ।
গৃহীতা বৈষ্ণবী ভক্তির্দ্দৈত্যৈঃ কিমিতি রাঘব ॥ ২২ ॥
ক্ষীরোদে ভোগিভোগস্থং বিবুধা বিস্ময়াকুলাঃ।

সর্ব্বৈর্ধূপদীপনৈবেদ্যতাম্বূলদর্পণচ্ছত্রচামরনীরাজনপুষ্পাঞ্জলিপ্রদক্ষিণনমস্কারাদিভিঃ সৌন্দর্য্যযুক্তৈঃ সম্মানৈরুপচারৈঃ ॥ ১৫ ॥

জগতি যে যে বিভবাঃ প্রসিদ্ধাস্তৈস্তৈরুপকরণীকৃতৈর্ভব্যয়া ভক্ত্যা পতিং জগৎপতিং স্বস্বামিনং বা ॥ ১৬ ॥

অথ মানসপূজানন্তরম্। তস্মিন্নন্তঃ পুরে স্থিতে দেবগৃহে ॥ ১৭ ॥

অনেন মানসপূজোক্তেনৈব ক্রমেণ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

রাজা হীতি। রাজ্ঞি ধর্ম্মিণি ধর্ম্মিষ্ঠাঃ পাপে পাপাঃ সমে সমাঃ। তদ্ধর্ম্মমনুবর্ত্তন্তে যথা রাজা তথা প্রজা ইতি ন্যায়াদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বার্ত্তা জগাম চারমুখাদিত্যর্থাদ্গম্যতে ॥ ২১ ॥

কিং কস্মাৎ গৃহীতেতি ॥ ২২ ॥

জগ্মু রম্বরমুৎসৃজ্য হরিমাহবশালিনম্ ॥ ২৩ ॥
তত্রৈনং দৈত্যবৃত্তান্তং কথয়ামাসুরস্য তে।
পপ্রচ্ছুশ্চৈনমাসীনমপূর্ব্বাশ্চর্য্যবিস্ময়ম্ ॥ ২৪ ॥

বিবুধা ঊচুঃ।

কিমেতদ্ভগবন্ দৈত্যা বিরুদ্ধা যে সদৈব তে।
তে হি তন্ময়তাং যাতা মায়েয়মিতি ভাব্যতে ॥ ২৫ ॥
ক্ব কিলাত্যন্তদুর্ব্বৃত্তা দানবা দলিতাদ্রয়ঃ।
ক্ব পাশ্চাত্যমহাজন্ম লভ্যা ভক্তির্জ্জনার্দ্দনে ॥ ২৬ ॥
প্রাকৃতোগুণবান্ জাত ইত্যেষা ভগবন্ কথা।
অকালপুষ্পমালেব সুখায়োদ্বেজনায় চ ॥ ২৭ ॥
নোপপন্নং হি যদ্যত্র তত্র তন্ন বিরাজতে।
মধ্যে কাচকলাপস্য মহামূল্যোমণির্যথা ॥ ২৮ ॥
যোযোযাদৃগ্‌গুণোজন্তুঃ স তামেবৈতি সংস্থিতিম্।
সদৃশেষ্বপ্যজেষু শ্বা ন মধ্যে রমতে ক্বচিৎ ॥ ২৯ ॥
ন তথা দুঃখয়ন্ত্যঙ্গে মজ্জন্তোবজ্রসূচয়ঃ।
বৈসাদৃশ্যেন সম্বদ্ধা যথৈতা বস্তুদৃষ্টয়ঃ ॥ ৩০ ॥

অম্বরং অমরাবতীম্ ॥ ২৩ ॥
অস্য জগৈস্ম হরয়ে। এনং হরিম্ ॥ ২৪ ॥
তে বিরুদ্ধাস্বাং দ্বিষন্ত ইতি যাবৎ তন্ময়তাং ত্বন্ময়তাম্ ॥ ২৫ ॥
দ্বেষাদ্দলিতাঃ অদ্রয়স্বস্তক্রদেবমুক্তাবাসা যৈঃ ॥ ২৬ ॥
প্রাকৃতঃ পামরঃ। এষা কথা। ঔৎপাতিকী অকালপুষ্পমালেব॥ ২৭ ॥
ন উপপন্নং যুক্তম্ ॥ ২৮ ॥

নমু কশ্যপবংশ্যত্বাৎ যুষ্মৎসদৃশা এব তে ইতি চেৎ গুণবৈষম্যান্নেত্যা-শয়েনাহঃ যোয ইতি। তামসস্তামসীং রাজসোরাজসীং সাত্ত্বিকস্তু সাত্ত্বিকীং সংস্থিতিমেতীতি যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

বৈসাদৃশ্যেন অনৌচিত্যেন। তথাচ হরিণোক্তম্। শশী দিবসধূসরো-

যৎ যত্র ক্রমসম্প্রাপ্তমুপপন্নমনিন্দিতম্।
তদেব রাজতে তত্র জলেম্ভোজং ন তু স্থলে ॥ ৩১ ॥
ক্বাধমঃ প্রাকৃতারম্ভো হীনকর্ম্মরতিঃ সদা।
বরাকো দানবোহীনজাতির্ভক্তিঃ ক্ব বৈষ্ণবী ॥ ৩২ ॥

কমলিনী পরুষোষরভূগতা
সুখয়তীহ যথা ন দুরাশ্রয়া।
দিতিসুতোপি হি মাধবভক্তিমা
নিতি-কথা ন তথেশ সুখায় নঃ ॥ ৩৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে বিবুধবাক্যং নাম
দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

গলিতযৌবনা কামিনী সরোবিগতবারিজং মুখমনক্ষরং স্বাকৃতেঃ। প্রভুর্দ্ধন-পরায়ণঃ সততদুর্গতিঃ সজ্জনো নৃপাঙ্গণগতঃ খলো মনসি সপ্ত শল্যানি মে ইতি ॥ ৩০ ॥

ক্রমোযোগ্যতা তয়া সম্প্রাপ্তম্। হীনজাতিস্তামসযোনিঃ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

কমলিনী পরুষায়াং তপ্তায়ামূষরভুবি গতা ইতি কথা যথা শ্রোতৃন্ সুখয়তি তথা হেঈশদিতেঃ সুতঃ সন্তুতি রপি মাধবে ভক্তিমানিতি দুরা-শ্রয়া অধমাশ্রয়বিষয়কথাপি নঃ তথৈব ন সুখায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

গর্জ্জন্তমতিসংরব্ধং সুরলোকমথারিহা।
উবাচ মাধবোবাক্যং শিখিবৃন্দমিবাম্বুদঃ ॥ ১ ॥

ভগবানুবাচ।

বিবুধা মা বিষণ্ণাঃ স্থঃ প্রহ্লাদোভক্তিমানিতি।
পাশ্চাত্যং জন্ম তস্যেদং মোক্ষার্হোসাবরিন্দমঃ ॥ ২ ॥

অত উত্তরমেতেন গর্ভতা দনুজন্মনা।
ন কর্ত্তব্যা প্রদগ্ধেন বীজেনেবাঙ্কুরক্রিয়া ॥ ৩ ॥

গুণবান্নির্গুণোজাত ইত্যনর্থক্রমং বিদুঃ।
নির্গুণোগুণবান্ জাত ইত্যাহুঃ সিদ্ধিদং ক্রমম্ ॥ ৪ ॥

আস্থীয়ানি বিচিত্রাণি ভুবনান্যমরোত্তমাঃ।

হরিভক্ত্যাত্র দৈত্যস্য বিবেকাদিগুণোদয়ঃ।
হরিং প্রসন্নং দৃষ্ট্বাগ্রে স্তবৈশ্চবোপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

অসুচিন্তদর্শনাদতিসংরব্ধং কুপিতমত এব গর্জ্জন্তং প্রাগুক্তপ্রকারেণ উচ্চৈবাক্রুশ্য পৃচ্ছন্তং সুরলোকমথ মাধব উবাচেত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥

স্বত এব বলিনোদৈত্যাস্তদ্ভক্ত্যাপ্যুপস্কৃতা বলবত্তরা ভবিষ্যন্তি কুতোন বিষাদস্তত্রাহ মোক্ষার্হ ইতি। যতোমোক্ষার্হস্ততোন বস্তুচ্ছং রাজ্যসুখং স বাঞ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

এতেন দনুজন্মনা অতোঽস্মাজ্জন্মন উত্তরকালং গর্ভতামাতৃগর্ভে বসতির্ন কর্ত্তব্যা ॥ ৩ ॥

দৈত্যোক্তং তস্য ভগবদ্ভক্ত্যানৌচিত্যদোষং পরিহরতি গুণবানিতি। জাতশ্চেদিতি শেষঃ। অনর্থক্রমং অনর্থপর্য্যবসিতং পুরুষার্থবিঘাতকং চ ক্রমং বিদুঃ আহুশ্চ বিদ্বাংসঃ ॥ ৪ ॥

প্রগাত নাসুখায়ৈষা প্রাহ্লাদী গুণিতেহ বঃ॥ ৫ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বিবুধাংস্তত্র ক্ষীরোদার্ণববীচিষু।
অন্তর্দ্ধানং যযৌ দেবস্তটতাপিচ্ছগুচ্ছবৎ॥ ৬ ॥
সোপি সম্পূজিতহরিঃ সুরৌঘোব্রজদম্বরম্।
পুনর্ম্মন্দরনির্দ্ধূতাৎ কণজালমিবার্ণবাৎ॥ ৭ ॥
প্রহ্লাদং প্রতি গীর্ব্বাণাস্ততঃ স্নিগ্ধত্বমাযয়ুঃ।
মহান্তোযত্র নোদ্বিগ্নাস্তত্র বিশ্বাসবন্মনঃ ॥ ৮ ॥
প্রত্যহং পূজয়ামাস দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
মনসা কর্ম্মণা বাচা প্রহ্লাদোভক্তিমানিতি॥ ৯ ॥
অথ পূজাপরস্থাস্য সমবর্দ্ধন্ত কালতঃ।
বিবেকানন্দবৈরাগ্যবিভবপ্রমুখা গুণাঃ॥ ১০ ॥
নাভ্যনন্দদসৌ ভোগপূগং শুষ্কমিব দ্রুমম্।
ন চারমত কান্তাসু মৃগোলোকমহীম্বিব॥ ১১ ॥
ন রেমে লোকচর্য্যাসু শাস্ত্রার্থকথনাদৃতে।
ন জায়তে রতিস্তস্য দৃশ্যে স্থল ইবাব্জিনী॥ ১২ ॥

প্রাহ্লাদী প্রহ্লাদসম্বন্ধিনী মদ্ভক্ত্যাদিগুণিতা বঃ অসুখায় ন॥ ৫ ॥

তটোৎপন্নতা পিচ্ছস্য নীলং গুচ্ছং যথা উন্নতাসু বীচিষু ব্যবধানা-দন্তর্দ্ধানং যাতি তদ্বৎ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বমম্বরাদর্ণবে পতিতং কণজালং মন্দরনির্দ্ধূতাদর্ণবাৎ পুনরম্বরমিব॥ ৭॥

স্নিগ্ধত্বং সৌহৃদম্। যত্র যস্মিন্ পুরুষে বিষয়ে বা মহান্তঃ স্বপূজ্যাঃ পিত্রাচার্য্যাদয়ো নোদ্বিগ্নাস্তত্র তস্মিন্ বালানামপি মনোবিশ্বাসবৎ প্রসিদ্ধ-মিত্যর্থঃ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

আনন্দো যথাপ্রাপ্তেন সন্তোষঃ॥ ১০ ॥

লোকমহীষু জনাকীর্ণভূমিম্বিব॥ ১১ ॥

লোকচর্য্যাসু অশাস্ত্রীয়লোকবৃত্তেষু। দৃশ্যে দর্শনার্হে সমাজোৎসবাদি-কৌতুকে॥ ১২ ॥

ন বিশশ্রাম চেতোঽস্য ভোগরোগানুরঞ্জনে।
মুক্তাফলমসংশ্লিষ্টং মুক্তাফল ইবামলে ॥ ১৩ ॥
ত্যক্তভোগাদিকলনং বিশ্রান্তিমনুপাগতম্।
চেতঃ কেবলমস্যাসীদ্দোলায়ামিব যোজিতম্ ॥ ১৪ ॥
প্রাহ্লাদীং তাং স্থিতিং বিষ্ণুর্দ্দেবঃ ক্ষীরোদমন্দিরাৎ।
বিবেদ সর্ব্বগতয়া ধিয়া পরমকান্তয়া ॥ ১৫ ॥
অথ পাতালমার্গেণ বিষ্ণুরাহ্লাদিতাগ্রতঃ।
পূজাদেবগৃহং তস্য প্রহ্লাদস্য সমাযযৌ ॥ ১৬ ॥
বিজ্ঞায়াভ্যাগতং দেবং পূজয়াৎ দ্বিগুণেদ্ধয়া।
দৈত্যেন্দ্রঃ পুণ্ডরীকাক্ষমাদরাৎ পর্য্যপূজয়ৎ ॥ ১৭ ॥
পূজাগৃহগতং দেবং প্রত্যক্ষাবস্থিতং হরিম্।
প্রহ্লাদঃ পরমপ্রীতো গিরা তুষ্টাব পুষ্টয়া ॥ ১৮ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

ত্রিভুবনভবনাভিরামকোশং
সকলকলঙ্কহরং পরং প্রকাশম্।

ভোগরূপাণাং রোগাণাং বিষয়া পথ্যসেবনেনানুকূলাচরণে। অসংশ্লিষ্ট-মগ্রথিতমচ্ছিদ্রিতং বা ॥ ১৩ ॥

কথং তর্হি চেত আসীৎ তদাহ ত্যক্তেতি। দোলায়াং যোজিতমিব নৈকতরভাগবিশ্রান্তমন্তরালালম্বীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

পরমকান্তয়া শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকয়া ধিয়া জ্ঞানশক্ত্যা বিবেদ বিদিতবান্ ॥১৫॥

আহ্লাদিতা ভক্ত আহ্লাদকর্ত্তা। "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রা-মুপজীবন্তী"তিশ্রুতেঃ সর্ব্বানন্দকর্ত্তা বা। পূজা দেবগৃহং গত্বা প্রহ্লাদস্য অগ্রতঃ সমাযযৌ ॥ ১৬ ॥

দ্বিগুণেনোপকরণোপচারেণ ইদ্ধয়া দীপ্তয়া ॥ ১৭ ॥

পুষ্টয়া হর্ষোপচিতয়া ॥ ১৮ ॥

ত্রিভুবনস্য যদ্ভবনং সুরক্ষিতস্থিতিস্তদনুকূলমভিরামং কোশগৃহম্। স্বান্তঃ-

অশরণশরণং শরণ্যমীশং
হরিমজমচ্যুতমীশ্বরং প্রপদ্যে ॥ ১৯ ॥
কুবলয়দলনীলসন্নিকাশং
শরদমলাম্বরকোটরোপমানম্ ।
ভ্রমরতিমিরকজ্জলাঞ্জনাভং
সরসিজচক্রগদাধরং প্রপদ্যে ॥ ২০ ॥
বিমলমলিকলাপকোমলাঙ্গং
সিতদলপঙ্কজকুট্মলাভশঙ্খম্ ।
শ্রুতিরণিতবিরিঞ্চিচঞ্চরীকং
স্বহৃদয়পদ্মদলাশ্রয়ং প্রপদ্যে ॥ ২১ ॥
সিতনখগণতারকাবকীর্ণং
স্মিতধবলাননপীবরেন্দুবিম্বম্ ।
হৃদয়মণিমরীচিজালগঙ্গং
হরিশরদম্বরমাততং প্রপদ্যে ॥ ২২ ॥

স্থিতত্রিভুবনস্থ স্বেনৈব পালনাৎ। সকলস্থ বাহ্যাভ্যন্তরস্থ কলঙ্কস্থ তমসঃ হরং অপহর্ত্তারম্। পরং সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিবাক্করণপ্রকাশেভ্যোপ্যুৎকৃষ্টং স্বয়ং জ্যোতিঃ প্রকাশম্। ন বিদ্যতেঽন্যচ্ছরণং যেষাং তে অশরণাস্তেষাং শরণং রক্ষকম্। অবিনাশিত্বাচ্ছরণ্যং শরণার্হম্। ঈশং সর্ব্বশক্তিসম্পন্নম্। অতএব রজসা অজং সত্ত্বেনাচ্যুতং তমসা চেশ্বরং সর্ব্বদুঃখহরত্বাদ্ধরিং ত্বাং প্রপদ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কুবলয়দলেনোৎপলেন নীলমণিনা চ সন্নিকাশং সমানকান্তিম্ ॥ ২০ ॥

অলিকলাপমিব কোমলানি সুন্দরাণ্যঙ্গানি যস্থ। সিতদলপঙ্কজস্থ পুণ্ডরীকস্থ কুট্মলমিব আভাতীতি সিতদলপঙ্কজকুম্মলাভঃ শঙ্খোযস্থ। শ্রুতয় এব রণিতানি গুঞ্জারবা যস্থ তথাবিধোবিরিঞ্চিনামা চঞ্চরীকোনাভিপদ্মে ভৃঙ্গো যস্থ। স্বানাং স্বভক্তানাং হৃদয়পদ্মদলান্যাশ্রয় আধারোযস্থ তম্ ॥২১॥

হরিলক্ষণং শরদম্বরং শরৎকালাকাশং প্রপদ্যে। শরদং বরত্বোপপাদনায় বিশিনষ্টি সিতনখেত্যাদি। স্মিতেন ধবলমাননলক্ষণং পীবরং পূর্ণমিন্দু-

অবিরলকৃতসৃষ্টিসর্ব্বলীনং
সততমজাতমবর্দ্ধনং বিশালম্।
গুণশতজরঠাভিজাতদেহং
তরুদলশায়িনমর্ভকং প্রপদ্যে ॥ ২৩ ॥
নববিকসিতপদ্মরেণুগৌরং
স্ফুটকমলাবপুষা বিভূষিতাঙ্গম্।
দিনশমসময়ারুণাঙ্গরাগং
কনকনিভাম্বরসুন্দরং প্রপদ্যে ॥ ২৪ ॥
দিতিসুতনলিনীতুষারপাতং
সুরনলিনীসততোদিতার্কবিম্বম্।
কমলজনলিনীজলাবপূরং
হৃদি নলিনীনিলয়ং বিভুং প্রপদ্যে ॥ ২৫ ॥
ত্রিভুবননলিনীসিতারবিন্দং
তিমিরসমানবিমোহদীপমগ্র্যম্।

বিম্বং যস্য। হৃদয়মণিঃ কৌস্তভস্তন্মরীচিজালান্যেব গঙ্গা মন্দাকিনী যস্য ॥২২॥

অবিরলানি নিড়াকৃতাস্সৃষ্টিঃ সর্ব্বাপাসম্বাধং লীনানি বিষ্টা যস্মিন্। স্বয়ং তু সততমজাতমনুৎপন্নমত এবাবর্দ্ধনং বৃদ্ধ্যাদিবিকারশূন্যম্। তর্হি কথং তস্য দেহিত্বং তত্রাহ গুণেতি। সত্ত্বাদিমায়াগুণপ্রযুক্তৈর্গুণশতৈরনন্তকল্যাণ-গুণৈর্জ্জরঠোঽতিচিরন্তনোঽভিজাতঃ সুন্দরোদেহযস্য তথাবিধম্। প্রলয়কালে বটতরুদলে শায়িনমর্ভকং প্রপদ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

নববিকসিতস্য নাভিপদ্মস্য রেণুভির্গৌরং পীতমর্থাদুদরদেশে। স্ফুটেন প্রকাশমানেন কমলায়া লক্ষ্যা বপুষা বিভূষিতমঙ্গং বক্ষোবামোরুর্ব্বা যস্য। দিনশমসময়ঃ সায়ংকাল ইবারুণোরক্তচন্দনকাশ্মীরাদ্যঙ্গরাগো যস্য ॥ ২৪ ॥

কমলজো ব্রহ্মা তন্নলিন্যা জলেনাবপূর্য্যত ইতি জলাবপূরস্তড়াগস্তদ্রূপম্। হৃদি প্রসিদ্ধানলিনী হৃৎপদ্মমিতি যাবৎ ॥ ২৫ ॥

ত্রিভুবননলিন্যাঃ সিতে অরবিন্দে করে যস্য সূর্য্যস্য তথাভূতম্। অত-

স্ফুটতরমজড়ঞ্চিদাত্মতত্ত্বং
জগদখিলার্ত্তিহরং হরিং প্রপদ্যে ॥ ২৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি গুণবহুলাভির্ব্বাগ্‌ভিরভ্যর্চ্চিতোঽসৌ
হরিরসুরবিনাশঃ শ্রীনিষণ্ণাংসদেশঃ।
জলদ ইব ময়ূরং প্রীতিমান্ প্রীয়মাণং
কুবলয়দলনীলঃ প্রত্যুবাচাসুরেন্দ্রম্ ॥ ২৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে নারায়ণাগমনং নাম
ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

এব তিমিরসমানস্য বিমোহস্য দীপম্। অগ্র্যং শ্রেষ্ঠম্। কিং ভৌতিক-প্রকাশোঽসৌ নেত্যাহ স্ফুটতরমিতি। স্ফুটতরং নিত্যস্বপ্রকাশমতএবাজড়ং চিদ্রূপমাত্মতত্ত্বমতএব সাক্ষাৎকারমাত্রেণ জগতাং জগদ্‌গতজীবানামখিলার্ত্তি-হরম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি উক্তপ্রকারাভির্গুণৈর্ব্বহুলাভিঃ স্তুতিবাগ্‌ভিরভ্যর্চ্চিতঃ। শ্রিয়া নিষণ্ণ আলিঙ্গিতোঽংসদেশো যস্য তথাবিধোহরির্জ্জলদোময়ূরমিব অসুরেন্দ্রং প্রহ্লাদং প্রত্যুবাচ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
ত্রয়োস্ত্রিংশঃ সর্গঃ। ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

ভগবানুবাচ।

বরং গুণনিধে দৈত্য-কুলচূড়ামহামণে।

গৃহাণাভিমতং ভূয়োজন্মদুঃখোপশান্তয়ে ॥ ১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

সর্ব্বসঙ্কল্পফলদ সর্ব্বলোকান্তরস্থিত।

যত্তুদারতমং বেৎসি তদেবাদিশ মে বিভো ॥ ২॥

ভগবানুবাচ।

সর্ব্বসম্ভ্রমসংশান্ত্যৈ পরমায় ফলায় চ।

ব্রহ্মবিশ্রান্তিপর্য্যন্তো বিচারোস্তু তবানঘ ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা দিতিপুত্রেন্দ্রং বিষ্ণুরন্তরধীয়ত।

কৃতঘর্ঘরনির্হ্রাদস্তরঙ্গস্তোয়ধেরিব ॥ ৪ ॥

হরের্ব্বরাদিহ প্রাপ্য প্রহ্লাদঃ স্ববিচারণাম্।

নিরস্তানাত্মবর্গঃ স্ব-মপশ্যচ্চিৎসদব্যয়ম্ ॥ ১ ॥

হে দৈত্যকুলচূড়ামহামণে ত্বং বরং গৃহাণ ॥ ১ ॥

সর্ব্বেষাং লোকানাং প্রাণিনামন্তরে হৃদয়ে স্থিত। উদারতমং সর্ব্ব-কার্পণ্যনিবারকমিতি যাবৎ। আদিশ আজ্ঞাপয়েতি বিনয়োক্ত্যা যাচনম্ ॥২॥

এবং প্রার্থিতোবিষ্ণুঃ স্ববিচারোৎপন্নব্রহ্মাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারবিশ্রান্তিমন্তরেণ নাত্যন্তিককার্পণ্যনিবৃত্তিরিতি মন্যমানস্তদনুরূপং বরং দিশতি সর্ব্বেতি। সর্ব্বসম্ভ্রমসংশান্তিরাত্যন্তিকানর্থনিবৃত্তিঃ। পরমং ফলং নিরতিশয়ানন্দাবাপ্তিঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

বিষ্ণাবন্তর্হিতে দেব পূজায়াং কুসুমাঞ্জলিম্।
পাশ্চাত্যং দানবস্ত্যক্ত্বা মণিরত্নপরিষ্কৃতম্॥ ৫॥
পদ্মাসনস্থোতিমুদা হ্যুপবিশ্য বরাসনে।
স্তোত্রপাঠবিধাবন্তশ্চিন্তয়ামাস চেতসা॥ ৬॥
বিচারবানেব ভবান্ ভবত্বিতি ভবারিণা।
দেবেনোক্তাস্মি তেনান্তঃ করোম্যাত্মবিচারণম্॥ ৭॥
কিমহং নাম তাবৎ স্যাং যোস্মিন্ ভুবনড়ম্বরে।
বচ্মি গচ্ছামি তিষ্ঠামি প্রযত্নেনাহরামি চ॥ ৮॥
জগদ্ভাবদিদং নাহং সবৃক্ষতৃণপর্ব্বতম্।
যদ্বাহ্যমলমত্যন্তং তৎ স্যাং কথমহং কিল॥ ৯॥
অসন্নভ্যুদিতোমূকঃ পবনৈঃ স্ফুরিতঃ ক্ষণম্।
কালেনাল্পেন বিলয়ী দেহোনাহমচেতনঃ॥ ১০॥
জড়য়া কর্ণশষ্কুল্যা কল্প্যমানঃ ক্ষণক্ষয়ী।
শূন্যাকৃতিঃ শূন্যভবঃ শব্দোনাহমচেতনঃ॥ ১১॥

বরাসনে উপবিশ্য পদ্মাসনস্থঃ সং স্তোত্রপাঠবিধানকালে অন্তর্ব্বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ চিন্তয়ামাস॥ ৬॥

ভবঃ সংসারস্তদরিণা তন্নিবারকেণ। তেন হেতুনা॥ ৭॥

তত্র সর্ব্বস্য দৃশ্যস্যাত্মার্থত্বাদাত্মন এব প্রাধান্যং নিশ্চিত্য স এবাস্মিন্ কঃ স্যাদিতি বিচারয়তি কিমহমিত্যাদিনা। প্রযত্নেন সর্ব্বোদ্যোগেন। আহরামি বিষয়ানুপভুঞ্জে॥ ৮॥

তত্র দেহাৎ বাহ্যং তাবন্নাস্মেত্যাহ জগদিতি॥ ৯॥

দেহোপি নাহমিত্যাহ অসন্নিতি। মূকোহনভিজ্ঞত্বাদেব বক্তুমসমর্থঃ। পবনৈঃ প্রাণবায়ুভিঃ ক্ষণং স্বসঞ্চারক্ষণে স্ফুরিতঃ সঞ্চলিতঃ॥ ১০॥

এবং শব্দাদিবিষয়া অপি নাস্মেত্যাহ জড়য়েত্যাদিনা। জড়য়া অচিদ্রূপয়া কল্প্যমানস্তারোমন্দ্রঃ পদং বাক্যমিত্যাদিভেদৈঃ সমর্থ্যমানঃ। ক্ষয়িত্বাদেব শূন্যাকৃতিঃ শূন্যাদাকাশাৎ ভবতীতি ভবঃ। যদ্যপ্যাকাশোন শূন্যস্বভাবস্তথাপ্যাত্মসত্তাতঃ পৃথক্ করণে নিঃস্বরূপ ইতি শূন্যত্বোক্তিঃ॥ ১১॥

ত্বচা ক্ষণবিনাশিন্যা প্রাপ্যমপ্রাপ্যমপ্যথ।
চিৎপ্রসাদোপলব্ধাত্ম-স্পর্শনং নাস্ম্যচেতনম্ ॥ ১২ ॥
বদ্ধাত্মা জিহ্বয়া তুচ্ছো লোলয়া লোলসত্তয়া।
স্বল্পস্পন্দোদ্রব্যনিষ্ঠো রসোনাহমচেতনঃ ॥ ১৩ ॥
দৃশ্যদর্শনয়োর্লীনং ক্ষয়িক্ষণবিনাশিনোঃ।
কেবলে দ্রষ্টরি ক্ষীণং রূপং নাহমচেতনম্ ॥ ১৪ ॥
নাসয়াপ্যন্ধজড়য়া ক্ষয়িণ্যা পরিকল্পিতঃ।
পেলবোঽনিয়তাকারো গন্ধোনাহমচেতনঃ ॥ ১৫ ॥
নির্ম্মমোঽমননঃশান্তো গতপঞ্চেন্দ্রিয়ভ্রমঃ।
শুদ্ধচেতন এবাহং কলাকলনবর্জ্জিতঃ ॥ ১৬ ॥
চেত্যবর্জ্জিতচিন্মাত্রমহমেষোঽবভাসকঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরব্যাপী নিষ্কলামলসন্ময়ঃ ॥ ১৭ ॥

প্রাপ্যমপ্রাপ্যমপি কদাচিৎ প্রাপ্যম্। স্পর্শনং উষ্ণত্বাদি। ন নিত্য-প্রাপ্তস্বভাব আত্মা ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

লোলসত্তয়া অনিত্যয়া লোলয়া চলয়া জিহ্বয়া বদ্ধাত্মা সম্বদ্ধস্বভাবো-রসনেন্দ্রিয়াধীনসিদ্ধিক ইতি যাবৎ। স্বল্পো জিহ্বাগ্রাৎ কণ্ঠপর্য্যন্তঃ স্পন্দ আস্বাদপ্রসরো যস্য ॥ ১৩ ॥

দৃশ্যে দ্রব্যে দর্শনে চক্ষুষি চ লীনং তদুভয়াধীনসিদ্ধিকমিতি যাবৎ। ক্ষণবিনাশিনোরনিত্যয়োঃ। কেবলে দ্রষ্টরি উপভোগজননেন ক্ষীণমুপ-ক্ষীণম্ ॥ ১৪ ॥

অন্ধবজ্জড়য়া অপ্রকাশয়া। নাসয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়েণ। কালেনান্যথা পরি-ণামাদনিয়তাকারঃ ॥ ১৫ ॥

শব্দাবিষয়াণামনাত্মত্ববচনং বচনাদানাদীনামপি সমানং সৎ সর্ব্বত্র ত্রিপু-টীনাং ন্যায়সাম্যাদনাত্মত্বোপলক্ষণম্। তেনাহঙ্কারমনোবুদ্ধিচিত্তত্রিপুট্যা অপ্য-নাত্মত্বেন নিরাসে শুদ্ধচিন্মাত্রমেবাত্মাপরিশিষ্ট ইত্যাশয়েনাহ নির্ম্মম ইতি ॥১৬॥

চেতনপদেন চেতনাবতোজড়াংশস্যাপি গ্রহণং মাভূদিতি তৎপরিশো-ধায়াহ চেত্যেতি। সন্ময়ঃ সন্মাত্রঃ ॥ ১৭ ॥

অনেন চেতনেনেমে সর্ব্বে ঘটপটাদয়ঃ।
সূর্য্যমন্তা অবভাস্যন্তে দীপেনোত্তমতেজসা॥ ১৮॥
আ ইদানীং স্মৃতং সত্যমেতত্তদখিলং ময়া।
নির্ব্বিকল্পচিদাভাস এষ আত্মাস্মি সর্ব্বগঃ॥ ১৯॥
অনেনৈতাঃ স্ফুরন্তীহ বিচিত্রেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ।
তেজসান্তঃপ্রকাশেন যথাগ্নিকণপংক্তয়ঃ॥ ২০॥
অনেনৈতাঃ স্ফুরন্তীহ বিচিত্রেন্দ্রিয়পংক্তয়ঃ।
সর্ব্বগেন নিদাঘেন যথা মরুমরীচিকাঃ॥ ২১॥
অনেনৈতৎপদার্থানাং বস্তুত্বং প্রতিপাদ্যতে।
শুক্লাদিগুণবত্ত্বং স্বং প্রদীপেনেব বাসসাম্॥ ২২॥
অসাবেব হি ভূতানাং সর্ব্বেষামেব জাগ্রতাম্।
সর্ব্বানুভবিতা ভূমি রাত্মা মুকুরবৎ স্থিতঃ॥ ২৩॥
তস্যৈকস্যাবিকল্পস্য চিদ্দীপস্য প্রসাদতঃ।
উষ্ণোর্কঃ শিশিরশ্চন্দ্রো ঘনোদ্রির্দ্রিবদ্রুতং পয়ঃ॥ ২৪॥

ইত্থং ত্বংপদার্থং পরিশুদ্ধং বিচার্য্য তন্মুখেনৈব তৎপদার্থমপি পরিশোধ্যাবধারয়িতুমুপক্রমতে অনেনেত্যাদিনা। অন্যনিরপেক্ষত্বাদুত্তমতেজসা চেতনেন দীপেন॥ ১৮॥

নির্ব্বিকল্পো বিয়দাদিবিকল্পশূন্যশ্চিল্লক্ষণ আভাসঃ প্রকাশ এষ আত্মাস্মীতি অনাত্মেশ্বরনিরাসঃ॥ ১৯॥

অগ্নিভূতা অঙ্গারকণপংক্তয়ো যথেত্যর্থঃ॥ ২০॥ ২১॥

সর্ব্বপদার্থানাং স্ফূর্ত্তিরিব সত্তাপ্যেতদধীনৈবেত্যাহ অনেনেতি। সত্তোপপাদনে প্রদীপদৃষ্টান্তঃ স্ফূর্ত্তিসত্তয়োরভেদদ্যোতনার্থঃ॥ ২২॥

জাগ্রতাং স্বচেতসামিতি যাবৎ। সর্ব্বেসামনুভব এষামস্তীত্যনুভবিনো দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদয়স্তদ্ভাবানাং অনুভবিতানামনুভবানাং ভূমিঃ পরং বিশ্রান্তিস্থানম্। যথা মুকুরঃ সর্ব্ববস্তুপ্রতিবিম্ববিশ্রান্তিভূস্তদ্বৎ॥ ২৩॥

পদার্থানাং স্বভাববৈচিত্র্যাণ্যপ্যেতদধীনসিদ্ধিকানীত্যাহ তস্যেতি। ঘনঃ

সাতত্যেনানুভূতানাং সর্ব্বেষাঞ্চ জগৎ স্থিতৌ ।
এতৎকারণমাদ্যন্তৎ কারণং নাস্য বিদ্যতে ॥ ২৫ ॥
সাতত্যেনানুভূতানাং পদার্থানামনেন তৎ ।
পদার্থত্বমুদেত্যুচ্চৈঃ প্রতাপেনেব তপ্ততা ॥ ২৬ ॥
অনাকারাৎ কারণাচ্চ সর্ব্বকারণকারণাৎ ।
এতস্মাদিদমুৎপন্নং জগচ্ছৈত্যং হিমাদিব ॥ ২৭ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণ্বিন্দ্ররুদ্রাণাং কারণানাং জগৎস্থিতৌ ।
এতৎ কারণমাদ্যং তৎ কারণং নাস্য বিদ্যতে ॥ ২৮ ॥
চিচ্চেত্যদ্রষ্টৃদৃশ্যাদিনামভির্ব্বর্জ্জিতাত্মনে ।
স্বয়ং সকৃদ্বিভাতায় মহ্যমস্মৈ নমোনমঃ ॥ ২৯ ॥
এতস্মিন্ সর্ব্বভূতানি নির্ব্বিকল্পচিদাত্মনি ।
গুণভূতানি ভূতেশে তিষ্ঠন্তি বিবিশন্তি চ ॥ ৩০ ॥

কঠিনঃ। বিক্রান্তং দ্রবম্ ॥ ২৪ ॥

সাতত্যেন আকাশাৎ বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপ ইত্যাদিক্রমেণ শ্রুতিপ্রত্যক্ষাদিনা অনুভূতানাং সর্ব্বেষাং পদার্থানাং জগতি উৎপত্ত্যাদিব্যবস্থিতৌ এতদাদ্যং কারণম্। তনোতীতি তৎ সদ্রূপেণ সর্ব্বকার্য্যব্যাপকম্ ॥ ২৫ ॥

তৎ প্রসিদ্ধং বিয়দাদিপদার্থত্বম্। প্রতাপেন গ্রীষ্মার্কতাপেন ভূম্যাদেস্তপ্ততেব ॥ ২৬ ॥

পরমার্থতোঽনাকারাৎ কারণত্বাৎ আকারশূন্যাৎ অবিদ্যায়া কারণভূতাচ্চ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাদিকারণানাং কারণাদেতস্মাৎ প্রত্যগ্রূপাৎ ব্রহ্মণ ইদং জগদুৎপন্নম্ ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বকারণকারণাদিত্যেতদ্বিবৃণোতি ব্রহ্মবিষ্ণ্বিতি ॥ ২৮ ॥

সকৃদ্বিভাতায় নিত্যস্বপ্রকাশায় ॥ ২৯ ॥

কারণত্বাৎ সর্গহেতুত্ববৎ স্থিতিপ্রলয়হেতুত্বমপ্যস্যৈবেত্যাহ এতস্মিন্নিতি। গুণভূতাৎ প্রধানভূতানি গুণবদপৃথক্সত্তাকানি বা বিবিশন্তি প্রবিশন্তি। তথাচ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তব্রহ্মলক্ষণস্যাস্মিন্নেব সমন্বয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

যৎ কিলানেন কলিতং চেতনেনান্তরাত্মনা।
তত্তত্তবতি সর্ব্বত্র নেতরৎ সদপি স্থিতম্ ॥ ৩১ ॥
যচ্চিতা কলিতং কিঞ্চিৎ তদাপ্নোতি নিজং পদম্।
যচ্চিতা কলিতং নেহ তৎ সদপ্যস্তমাগতম্ ॥ ৩২ ॥
ইমে ঘটপটাকারাঃ পদার্থশতপংক্তয়ঃ।
জাগত্যোবিপুলাদর্শে হ্যস্মিন্ ব্যোমনি বিম্বিতাঃ ॥ ৩৩ ॥
এতদ্বৃদ্ধং বৃদ্ধতরে ক্ষয়ি ক্ষয়িণি জায়তে।
পদার্থে সদসচ্চাপি প্রতিবিম্বার্কবৎ স্থিতম্ ॥ ৩৪ ॥
অদৃশ্যং সর্ব্বভূতানাং প্রাপ্যং গলিতচেতসাম্।
এতৎ তদ্দৃশ্যতে সদ্ভিঃ পরং ব্যোমাতিনির্ম্মলম্ ॥ ৩৫ ॥
ইয়মভ্যুদয়ং যাতি নানাদৃশ্যস্থমঞ্জরী।
আচারচঞ্চরীকাঢ্যা এতস্মাৎ কারণদ্রুমাৎ ॥ ৩৬ ॥
অস্মাদিয়মুদেত্যুচ্চৈঃ সংসাররচনাচলা।
বিচিত্রতরুগুল্মাঢ্যা শৈলাদিব বনাবলী ॥ ৩৭ ॥

কারণে সূক্ষ্মরূপেণ স্থিতমিদানীং সৎ বর্ত্তমানমপি যদনেনেশ্বরেণ চেতনেনান্তরাত্মনোত্তরক্ষণেঽস্ত্বিতি কলিতং সঙ্কল্পিতং তত্তত্তবত্যুত্তরক্ষণে নেতরদিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

কলিতং স্বীয়সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদানেনোজ্জীবিতম্। নিজং ঘটোঽস্তীত্যাদিব্যবহারপদম্। অস্তমসত্ত্বলক্ষণং নাশমাগতং প্রাপ্তম্ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

এবং বৃদ্ধ্যাদিভাববিকারা অপ্যেতস্মিন্নেবাধ্যস্তা ইত্যাহ এতদিতি। যথা প্রতিবিম্বার্কে ক্ষয়বৃদ্ধী তদ্রূপেণ স্থিতে বিম্বে এবাধ্যস্তে অস্তিবৃত্তিতয়ৈব বিভাব্যেতে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বেষাং ভূতানামজ্ঞানাম্। গলিতচেতসাং দৃশ্যমিতি বক্তব্যে প্রাপ্যমিত্যুক্তির্দর্শনপ্রাপ্ত্যোর্ভেদাভাবদ্যোতনায়েত্যাশয়েন ব্যাচষ্টে এতত্তদিতি ॥৩৫॥ যে তু কারণস্যৈকদেশে পরিণামে জগদিতি কল্পয়ন্তি তেষাং কল্পনাপ্যস্মিন্নেব নাস্যত্রেত্যাশয়েনাহ ইয়মিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বেষামবিভিন্নোসৌ ত্রৈলোক্যোদরবর্ত্তিনাম্।
ব্রহ্মাদীনাং তৃণান্তানাং চিদাত্মা সম্প্রকাশকঃ ॥ ৩৮ ॥
একোসাবহমাদ্যন্তরহিতঃ সর্ব্বগাকৃতিঃ।
চরাচরাণাং ভূতানামন্তঃস্বানুভবঃ স্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥
অস্য তস্য মমেমানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
পরিসঙ্খ্যাদিহীনানি শরীরাণি বহূনি চ ॥ ৪০ ॥
একোসাবনুভূত্যাত্মা স্বানুভূতিবশাৎ স্বয়ম্।
সর্ব্বদৃগ্ দ্রষ্টৃদৃশ্যত্বাৎ সহস্রকরলোচনঃ ॥ ৪১ ॥
এষোসাবহমাকাশে সূর্য্যদেহেন চারুণা।
বিহরামীতরেণাপি বায়ুদেহেন বায়ুনা ॥ ৪২ ॥
মমৈতদ্বপুরানীলং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
সর্ব্বসৌভাগ্যসীমান্তং হ্যস্মিন্ জগতি বল্গতি ॥ ৪৩ ॥
অহমস্মিন্ সমুদ্ভূতঃ পদ্মাসনগতঃ সদা।
নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থঃ পরাং নির্ব্বৃতিমাগতঃ ॥ ৪৪ ॥
অহং ত্রিনেত্রয়াকৃত্যা গৌরীব ভ্রাজষট্পদঃ।

অস্মিন্নেব কল্পনেতি কুতোস্মাতামিতি চেদেতদভিন্নস্ফূর্ত্তিকত্বাজ্জগত ইত্যাহ সর্ব্বেষামিতি ॥ ৩৮ ॥ ৩৯

পরিচ্ছিদা সঙ্খ্যাগণনাবাকীয়ত্তা। আদিপদাদ্দেশেয়ত্তা কালেয়ত্তে গৃহ্যেতে ॥ ৪০ ॥

স্বানুভূতিবশাৎ সাক্ষিনি ক্রিয়াবিরোধেনানুভূতান্তরাঘটনাৎ স্বপ্রকাশানুভূত্যাত্মৈবেত্যর্থঃ। পরপ্রকাশনেপ্যস্য সঙ্কোচাভাবেন সর্ব্বদৃগ্ দ্রষ্টৃদৃশ্যাসাক্ষিতয়া ভাস্যা যস্য তথাবিধত্বাৎ প্রতিশরীরমাত্মভেদাসিদ্ধাবয়মেব সর্ব্বেষাং করলোচনৈঃ সহস্রকরলোচন ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

সর্ব্বাত্মভাবং স্বস্য প্রত্যেকমাহ এষোসাবিতি। এষ প্রত্যক্কোসাবীশ্বরভূতোহহং সূর্য্যভূতঃ সন্ সূর্য্যদেহেন বিহরামি। এবং বায়ুনা বায়ুদেহেন ॥ ৪২ ॥

বল্গতি ব্যবহরতি ॥ ৪৩ ৪৪ ॥

সর্গান্তে সংহরামীদং কূর্ম্মোঙ্গপটলং যথা ॥ ৪৫ ॥
অহমিন্দ্রেণ রূপেণ ত্রিলোকীমখিলামিমাম্।
পালয়ামি ক্রমপ্রাপ্তাং মঠিকামিব তাপসঃ ॥ ৪৬ ॥
স্ত্রীপুমানহমেবৈতৎ কুমারোহহমিত্যপি।
জীর্ণোহহং দেহধারিণ্যাঞ্জাতোহহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৪৭ ॥
অহং তৃণলতাগুল্মজালং রসতয়া স্থিতঃ।
উত্থাপয়ামি চিদ্রসৈঃ কূপোন্তরলতামিব ॥ ৪৮ ॥
স্বর্গানাখানন্দ চাহং জগদাডম্বরং ততম্।
ময়াভিজাতবালেন পঙ্কক্রীড়নকং যথা ॥ ৪৯ ॥
ময়েদমাপ্যতে সর্ব্বং সত্তা মাং প্রাপ্য গচ্ছতি।
মৎপরিত্যক্তমেতচ্চ সদপ্যেব ন কিঞ্চন ॥ ৫০ ॥
ময়ি স্ফারে চিদাদর্শে প্রতিবিম্বং সদাগতম্।
তদস্তি নেতরদ্ যস্মাৎ মত্তোহন্যন্নেহ বিদ্যতে ॥ ৫১ ॥
কুসুমেম্বহমামোদঃ পুষ্পপত্রেম্বহং ছবিঃ।

আকৃত্যা মূর্ত্ত্যা ॥ ৪৫ ॥

ক্রমপ্রাপ্তাং মন্বন্তরক্রমপ্রাপ্তাম্ ॥ ৪৬ ॥

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো-দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতোভবসি বিশ্বতোমুখং" ইতি শ্রুতিং স্বাত্মনি স্বানুভবেন সম্বাদয়তি স্ত্রীতি ॥ ৪৭ ॥

রসতয়া জীবসারতয়া জলতয়া চ। কূপো জীর্ণকূপঃ ॥ ৪৮ ॥

অভিজাতেন ক্রীড়নকনির্ম্মাণকুশলেন বালেন ॥ ৪৯ ॥

আপ্যতে কারণভাবেন ব্যাপ্যতে। কার্য্যস্য চ সত্তাপ্রবিলয়েন মাং প্রাপ্য গচ্ছতি তিরোভবতি। ময়া স্বতত্ত্বদর্শনেন পরিত্যক্তমেতজ্জগজ্জাতং স্মৃতব্যবহারে সদপি ন কিঞ্চন ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

ইদানীমীশ্বরভূতস্য স্বস্য বিভূতিবিস্তরমুপভোগেম্বুক্তবান্তরমাহ কুসুমেষ্বিতি ॥ ৫২ ॥

ছবিম্বহং রূপকলা রূপেম্বনুভবোপ্যহম্ ॥ ৫২ ॥
যৎ যৎ কিঞ্চিদিদং দৃশ্যং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।
সর্ব্বসঙ্কল্পরহিতং তচ্চিত্তত্ত্বমহং পরম্ ॥ ৫৩ ॥
আদ্যা রসময়ী শক্তী রসৌঘোবিস্তৃতোযয়া ।
সা যথা দারুকুড্যেষু তথাহং সর্ব্ববস্তুষু ॥ ৫৪ ॥
পরমাত্মামহং সর্ব্বপদার্থান্তরবর্ত্তিতাম্ ।
উপেত্য সম্বিদ্বৈচিত্র্যং প্রতনোমি স্বয়েচ্ছয়া ॥ ৫৫ ॥
ঘৃতং যথান্তঃপয়সো রসশক্তির্যথা জলে ।
চিচ্ছক্তিঃ সর্ব্বভাবেষু তথান্তরহমাস্থিতঃ ॥ ৫৬ ॥
ইদং জগত্ত্রিকালস্থং চিতি মধ্যে চ সংস্থিতম্ ।
চেত্যোপচাররহিতং বস্তু জাতমিবাবনৌ ॥ ৫৭ ॥
ভরিতাশেষদিক্কুক্ষি স্যাক্তসঙ্কোচবিভ্রমঃ ।

দৃশ্যং বর্ণনাত্মং স্থাবরং জঙ্গমং বা কিঞ্চিদিদং শ্রীমদ্ভক্তং বা তস্য সর্ব্ব-স্তোৎকর্ষনিমিত্তং চিন্মাত্রং তত্ত্বং অহমেব কিং সঙ্কল্পাদিদুষ্টজীবরূপেণ নেত্যাহ সর্ব্বসঙ্কল্পরহিতমিতি। অতএব পরম ॥ ৫৩ ॥

রসময়ী আদ্যা শক্তিঃ রসতন্মাত্রা যথা সাগরনদীসরঃকূপাদিরসৌঘো-জলৌঘঃ সন্ বিস্তৃতঃ সৈব জলভূতা শক্তির্দারুষু বৃক্ষেষু শাখাপত্রাদ্যাঙ্কুর-নিমিত্ততয়া কুড্যেষু চ তৃণাদ্যঙ্কুরাদ্যঙ্কুরনিমিত্ততয়া প্রসৃতা তথাহং সর্ব্ব-বস্তুষু তত্তৎকার্য্যোদ্ভবনিমিত্ততয়া প্রসৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

স্বসৃষ্টকার্য্যান্তরানুপ্রবেশেন জীবসম্বিদ্বৈচিত্র্যেপি স্বয়মেব হেতুরিত্যাহ পরমামিতি ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥

চেত্যোপচারশ্চেত্যপ্রথা তদ্রহিতং জড়মিতি যাবৎ। ত্রিকালস্থমতীতং বর্ত্তমানং ভবিষ্যচ্চেদং জগৎ চিতি চিদ্রূপে ময়ি মধ্যে একাংশে ব্যবস্থিতম্। যথা তৃণকাষ্ঠলোষ্ট্রাদিবস্তুজাতমবনৌ তদ্বৎ ॥ ৫৭ ॥

বিবিধোব্যষ্টিভেদেন রাজত ইতি বিরাট্। সম্যক্ সমষ্টিভাবেন রাজত ইতি সম্রাট। অথবা বিশেষেণ রাজান্তরেভ্যো রাজত ইতি বিরাট। সম্রাট্

সর্ব্বস্থঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ বিরাট্ সম্রাডহং স্থিতঃ ॥৫৮॥
অপূর্ব্বমর্গণিবদ্ধেন্দ্রমশস্ত্রদলিতামরম্।
অপ্রার্থিতং মে সম্প্রাপ্তং জগদ্রাজ্যমিদং ততম্ ॥ ৫৯ ॥
অহোনু বিততাত্মাস্মি ন মাম্যপ্যাত্মনাত্মনি।
কল্পান্তপবনাধূত একার্ণব ইবার্ণবে ॥ ৬০ ॥
নাত্মন্যন্তমবাপ্নোমি স্বস্থেন্তঃস্বদিতে স্বয়ম্।
ক্ষীরবারিনিধৌ পঙ্গুঃ সরীসৃপ ইব স্ফুরন্ ॥ ৬১ ॥
স্বল্পেয়ং মঠিকা ব্রাহ্মী জগন্নাম্নী সুসঙ্কটা।
গজোবিল্ব ইব স্বাঙ্গে ন মাতি বিপুলং বপুঃ ॥ ৬২ ॥
বিরিঞ্চিভবনাৎ পারে তত্ত্বান্তেপ্যাহরৎ পদম্।
প্রসরত্যেব মে রূপমদ্যাপি ন নিবর্ত্ততে ॥ ৬৩ ॥
অয়ং নামাহমিত্যন্তঃ কুতো নিরবলম্বনা।
অপর্য্যন্তাকৃতেরেনা কিলাসীৎ স্বল্পতা মম ॥ ৬৪ ॥

সর্ব্বেষাং রাজ্ঞামাজ্ঞাপয়িতা ॥ ৫৮ ॥

ইন্দ্রাধিকরাজ্যাপ্রাপ্তেঃ কথং সম্রাট্ত্বং তত্রাহ অপূর্ব্বমিতি ॥ ৫৯ ॥

ন মামি কুস্থলে ধান্যমিব সমাবেশং ন প্রাপ্নোমি। অর্ণবে প্রাক্তনার্ণবপরিমাণে ॥ ৬০ ॥

অন্তঃ স্বয়ং স্বদিতে স্বেনৈব নিরতিশয়ানন্দাত্মনা স্বদমানে। পঙ্গুঃ কুণ্ঠিতগতিঃ। সরীসৃপঃ সর্পঃ স্ফুরন্ সঞ্চরন্ ॥ ৬১ ॥

ব্রাহ্মী মঠিকা ব্রহ্মাণ্ডঃ। সুসংকটা সঙ্কুচিতগর্ভা। বিপুলং বিস্তৃতং বপুর্ম্মৎস্বরূপং ন মাতি ন সমাবিশতি ॥ ৬২ ॥

উত্তরোত্তরদশগুণপার্থিবাদ্যাবরণাবৃতাৎ ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণাৎ বিরিঞ্চিভবনাৎ পারে পরতশ্চতুর্ব্বিংশতিসঙ্খ্যানাং সাঙ্খ্যবৈষ্ণবাদিতন্ত্রপ্রসিদ্ধানাং ষট্ত্রিংশৎসঙ্খ্যানাং শৈবপাশুপতাভিমতানাং বা তত্ত্বানামন্তেপি পদমাহরৎ ক্রমমাণমিতি যাবৎ। মে রূপং প্রসরত্যেবেতি বাস্তবস্যৈব বিস্তারস্য প্রসারত্বেন কল্পনা ॥ ৬৩ ॥

অয়ং দেহাদিরহমিতি কল্পনা কুত আসীদিয়ং তং কালমিত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

ভবানয়ময়ং চাহমিতি মিথ্যৈব বিভ্রমঃ।
কোদেহঃ কোপ্যদেহোবা কোমৃতঃ কশ্চ জীবতি॥ ৬৫ ॥
বরাকাঃ পেলবধিয়ো বভূবুর্মে পিতামহাঃ।
যে সাম্রাজ্যমিদং ত্যক্ত্বা রেমিরে স্বল্পভূমিষু ॥ ৬৬ ॥
ক্বেয়ং কিল মহাদৃষ্টির্বিলোলা ভ্রমদায়িনী।
ক্ব সরীসৃপভীমাশা ভীমা রাজ্যবিভূতিভিঃ ॥ ৬৭ ॥
অনন্তানন্দসম্ভোগা পরোপশমশালিনী।
শুদ্ধেয়ং চিন্ময়ী দৃষ্টির্জ্জয়ত্যখিলদৃষ্টিষু ॥ ৬৮ ॥
সর্ব্বভাবান্তরস্থায় চেত্যমুক্তচিদাত্মনে।
প্রত্যক্ চেতনরূপায় মহ্যমেব নমোনমঃ ॥ ৬৯ ॥
জরাম্যহমজোজাতো জীর্ণসংসারসংসৃতিঃ।
প্রাপ্তপ্রাপ্যোমহাত্মায়ঃ জীবামি চ জয়ামি চ ॥ ৭০ ॥
ইদমুত্তমসাম্রাজ্যং বোধং সন্ত্যজ্য শাশ্বতম্।
ন রমেঽহমরম্যাসু রাজ্যদুঃখবিভূতিষু ॥ ৭১ ॥
দারুবারিদৃষন্মাত্রে স্খলিতো যো ধরাতলে।

দেহস্যৈবাপ্রসিদ্ধাবদেহোঽপি কঃ। বন্ধ্যাপুত্রস্যেব তদ্ধস্তরপাপ্রসিদ্ধেঃ। এবং কোমৃতঃ প্রাণস্যৈবাপ্রসিদ্ধৌ কস্তেন বিযুক্তঃ। কশ্চ জীবতি প্রাণান ধারয়তি ॥ ৬৫ ॥

নিত্যসাম্রাজ্যমত্যজন্ স্বপিতামহাদীনিদানীমনুশোচতি বরাকা ইতি। পেলবধিয়ঃ ক্ষুদ্রধিয় ইত্যর্থঃ। ৬৬ ॥

সরীসৃপাঃ সর্পা ইব ভীমাভিরাশাভির্ভীমাঃ ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥

যতোঽহং চিরভুক্তমন্নমিব জীর্ণা সংসারসংসৃতির্যেন তথাবিধঃ সন্ অজো-জাতঃ অতোজরামি সদাতোজেতব্য জন্মফলং সর্ব্বানর্থানবৃত্তিং প্রাপ্তোঽস্মি। কিঞ্চ প্রাপ্যানি প্রাপ্তব্যানি সকলানি সুখানি যেন তথাবিধঃ সন্ জীবামি জীবিতসাফল্যং প্রাপ্তোঽস্মি। অতএব জয়ামি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তে চেত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥

ধিগ্বরাকমনাত্মজ্ঞং তং কুদানবকীটকম্ ॥ ৭২ ॥
অবিদ্যৈকাত্মভির্দ্রব্যৈরবিদ্যাময়মঙ্গকম্ ।
অজ্ঞেন সন্তর্পয়তা কিং নাম গুরুণা কৃতম্ ॥ ৭৩ ॥
বর্ষাণি কতিচিৎ প্রাপ্য জগল্লক্ষ্মীমঠিকামিমাম্ ।
কিং নাম প্রাপদুচিতং হিরণ্যকশিপুঃ কিল ॥ ৭৪ ॥
অনাস্বাদ্যেদমানন্দং জগদ্রাজ্যশতান্যপি ।
সমাস্বাদয়তা নেহ কিঞ্চিদাস্বাদিতং ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥
ন কিঞ্চিৎ যেন সম্প্রাপ্তং তেনেদং পরমামৃতম্ ।
সম্প্রাপ্যান্তঃপ্রপূর্ণেন সর্ব্বং প্রাপ্তমখণ্ডিতম্ ॥ ৭৬ ॥
ত্যক্ত্বা পদমিদং মূর্খো মিতমেতি ন পণ্ডিতঃ ।
উষ্ট্রো হি ত্যক্তসুলতঃ কণ্টকং যাতি নেতরঃ ॥ ৭৭ ॥
পরাং দৃষ্টিমিমাং ত্যক্ত্বা দগ্ধরাজ্যে রমেত কঃ ।

বনদুর্গে দারুণি জলদুর্গে বারি গিরিদুর্গে চ দৃশদঃ মিমন্তীতি মাত্রাঃ বিপৎসু শরণং যত্র তথাবিধে ধরাতলে ভূতলে স্বামিত্বাভিমানেন যোলুলিতো লোলতাং গতস্তং কুদানবলক্ষণং কীটকম্। কীটকেষ্বপি দারুকীটকানাং দারুভিদ্দুর্গদুর্দৈত্যৈরিব কীটকানাং বারিণা দূষৎসাঙ্কগবৃশ্চিকাদিকীটকানাং দৃষদ্ভিশ্চ ভাগিনেয়ানাং স্বতঃ স্বত্রাণশক্তেস্তুল্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥

কার্য্যকারণয়োরভেদাদবিদ্যৈকাত্মকৈঃ। দ্রব্যৈরন্নপানাদিবিষয়ৈঃ। গুরুণা পিত্রা ॥ ৭৩ ॥

জগৎত্রৈলোক্যং তল্লক্ষণাং শ্রীযুক্তাং মঠিকাম্। উচিতং কাশ্যপে কুলে জন্মনোঽনুরূপং পরমপুরুষার্থম্ ॥ ৭৪ ॥

অয়মাত্মৈবানন্দ ইদমানন্দস্তম্ ইদং জড়দুঃখরূপমপি দেহেন্দ্রিয়বিষয়াদ্যানন্দয়তি আনন্দরূপতয়ানুভাবয়তীতি বা ইদমানন্দস্তম্ ॥ ৭৫ ॥

একসম্প্রাপ্ত্যৈব বিনৈব বিষয়ৈঃ সর্ব্ববিষয়সুখপ্রাপ্তিমাহ ন কিঞ্চিদিতি। অখণ্ডিতং নিরন্তরম্ ॥ ৭৬ ॥

ত্যক্তা সুলতা সুফলভরানতদ্রাক্ষাদিবল্লী যেন তথাবিধঃ সন্ ॥ ৭৭ ॥

কস্ত্যক্ত্বেক্ষুরসং প্রাজ্ঞঃ কটুনিম্বপয়ঃ পিবেৎ ॥ ৭৮ ॥
মূর্খা এব হি তে সর্ব্বে বভূবুর্শ্মে পিতামহাঃ ।
ইমাং দৃষ্টিং পরিত্যজ্য রেমিরে রাজ্যসঙ্কটে ॥ ৭৯ ॥
ক ফুল্লানন্দনস্থল্যঃ ক দগ্ধমরুভূময়ঃ ।
ক্কেমা বোধদৃশঃ শান্তাঃ ক ভোগেম্বাত্মবুদ্ধয়ঃ ॥ ৮০ ॥
ন কিঞ্চিদপি ত্রৈলোক্যে যদ্রাজ্যমপি বাঞ্ছতে ।
সর্ব্বমস্ত্যেব চিত্তত্ত্বে তৎ কস্মান্নানুভূয়তে ॥ ৮১ ॥
চিতা সর্ব্বস্থয়া স্বস্থসময়া নির্ব্বিকারয়া ।
সর্ব্বয়া সর্ব্বদা সর্ব্বং সর্ব্বতঃ সাধু লভ্যতে ॥ ৮২ ॥
ভাসিনী তৈজসী শক্তিরমৃতপ্রাপ্তিরৈন্দবী ।
ব্রাহ্মী মহত্তা মহতী শাক্রী ত্রৈলোক্যরাজতা ॥ ৮৩ ॥
পরমাপূর্ণতা শার্ব্বী জয়লক্ষ্মীশ্চ বৈষ্ণবী ।
মানসী শীঘ্রগতিতা বলবত্তা চ বায়বী ॥ ৮৪ ॥
আগ্নেয়ী দাহকলনা পায়সী রসনিষ্কৃতিঃ ।
মৌনী মহাতপঃ সিদ্ধির্ব্বিদ্যা বার্হস্পতী তথা ॥ ৮৫ ॥

নিম্বপয়ঃ পিচুমর্দ্দপত্ররসম্ ॥ ৭৮ ॥

রেমিরে যে ইতি শেষঃ ॥ ৭৯ ॥

ভোগেষু ভোগায়তনদেহাদিষু ॥ ৮০ ॥

ন কিঞ্চিদপি সুখমিতি শেষঃ। রাজ্যমপি প্রাপ্নোতি শেষঃ ॥ ৮১ ॥

সর্ব্বং সুখং তৎসাধনং চ ॥ ৮২ ॥

তৎকুতস্তত্রাহ ভাসিনীত্যাদিনা। যতঃ ভাসিত্বাদয়স্তত্তৎসুখনিমিত্তা বিচিত্রাঃ শক্তয়ঃ পরয়া চিতা ক্রিয়ন্তে ইত্যষ্টমেনান্বয়ঃ। ব্রাহ্মী হৈরণ্যগর্ভী। মহত্তা মান্যতা। মহতী সর্ব্বোৎকৃষ্টা ॥ ৮৩ ॥

শর্ব্বঃ শিবস্তৎসম্বন্ধিনী পরমা পূর্ণতা নিরতিশয়জ্ঞানৈশ্বর্য্যানন্দশক্তিসম্পূর্ণতা ॥ ৮৪ ॥

পায়সা জগদবর্দ্ধিনী রসনিষ্কৃতিরাপ্যায়কতা। মৌনী ভৃগ্বাদিমুনিসম্ব-

বৈমানিকী ব্যোমগতিঃ স্থিরতা চাপি পার্ব্বতী।
গম্ভীরতাথ সামুদ্রী মৈরবী চ মহোন্নতিঃ॥ ৮৬॥
শমশ্রীঃ সৌগতী সৌম্যা মাদিরী মদলোলতা।
মাধবী পুণ্যময়তা বার্ষিকী ঘনশব্দিতা॥ ৮৭॥
যাক্ষী চ মায়াময়তা নাভসী নিষ্কলঙ্কতা।
শীততাপি চ তৌষারী নৈদাঘী তাপতপ্ততা॥ ৮৮॥
এতাশ্চান্যাস্তথা বহ্ব্যো দেশকালক্রিয়াত্মিকাঃ।
নানাকারবিকারোত্থা স্ত্রিকালোদরসংস্থিতাঃ॥ ৮৯॥
বিচিত্রাঃ শক্তয়ঃ স্বস্থসময়া নির্ব্বিকারয়া।
চিতা ক্রিয়ন্তে পরয়া কলাকলনযুক্তয়া॥ ৯০॥
বিকল্পহীনা চিৎ সর্ব্বা পদার্থশতদৃষ্টিষু।
সমমেবাভিপততি প্রভা প্রাভাকরী যথা॥ ৯১॥
সর্ব্বাশাকোশবিশ্রান্তাং পদার্থপটলীং মহীম্।
কালত্রয়েহাকলিতাং যথানুভবতি ক্ষণাৎ॥ ৯২॥

ন্ধিনী। বিদ্যা বাক্পতিতা॥ ৮৫॥ ৮৬॥

সৌগতী সুগতরাদ্ধান্তসিদ্ধা শমশ্রীঃ শূন্যতা লক্ষণা সর্ব্বোপপ্লবশান্তিঃ। অথবা শোভনা গতিঃ সুগতির্ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্তৎসম্বন্ধিনী শমশ্রীঃ সর্ব্বানর্থ-নির্ব্বাপণশক্তিঃ॥ ৮৭॥

মায়াময়তা মায়াপ্রচুরতা। নিষ্কলঙ্কতা নির্লেপতা॥ ৮৮॥

ত্রিকালোদরসংস্থিতা অতীতা অনাগতা বর্ত্তমানাশ্চেত্যর্থঃ॥ ৮৯॥

স্বস্থয়া স্বভাবাদপ্রচ্যুতয়া অতএব সময়া একরূপয়া নির্ব্বিকারয়া বাস্তব-বিকারশূন্যয়া চিতা কলা কলনং তত্তচ্ছক্তিকার্য্যানুসন্ধানং তদ্‌যুক্তয়া॥ ৯০॥

নন্বু বিচিত্রাণামর্থানাং বিচিত্রপ্রথাদর্শনাৎ কথং চিতঃ সমতা তত্রাহ বিকল্পেতি। সর্ব্বা সর্ব্ববৃত্তিপ্রবিষ্টাপি চিত্তবৃত্তিগতৈর্ব্বিকল্পৈর্বৈচিত্র্যৈর্লিপ্যতে যথা প্রাভাকরী প্রভা ন বৃত্তিকৃতৈঃ স্থাণুপুরুষাদিবিকল্পৈস্তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ৯১॥

দিক্কালভেদপ্রযুক্তমপি বৈষম্যমস্যা নাস্তীত্যাহ সর্ব্বাশেতি। মহীং

তথা সমস্তসংসারবৃহদ্দৃশ্যদশাশ্রিয়ম্ ।
কালত্রয়স্থামমলা চিচ্চেতিতি তদাত্মিকা ॥ ৯৩ ॥
তুল্যকালপরামৃষ্টা ত্রিকালকলনাশতা ।
অনন্তভুবনাভোগা পরিপূর্ণৈব শুদ্ধচিৎ ॥ ৯৪ ॥
পরামৃষ্টত্রিকালায়া দৃষ্টানন্তদৃশশ্চিতঃ ।
সমতাপরপর্য্যায়া পূর্ণতৈবাবশিষ্যতে ॥ ৯৫ ॥
তুল্যকালাববুদ্ধেন স্বাদুনা কটুনাপি চিৎ ।
সমেন সমতামেতি মধুনিম্বানুভূতিবৎ ॥ ৯৬ ॥
ত্যক্তসঙ্কল্পকলয়া সূক্ষ্ময়া চিদ্ব্যবস্থয়া ।
সর্ব্বভাবানুগতয়া সত্তাদ্বৈতৈকরূপয়া ॥ ৯৭ ॥
বিচিত্রাপি পদার্থশ্রীরন্যোন্যবলিতান্তরা ।
তুল্যকালানুভবনা সাম্যেনৈবানুভূয়তে ॥ ৯৮ ॥

বহ্বীম্। অনুভবতি প্রকাশয়তি সৌরী প্রভা যথা তথা চিদপি চেতভি প্রথয়তীতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৯২ ॥ ৯৩ ॥

দেশকালভেদাশ্চ স্বাপ্নদেশকালদৈর্ঘ্যে ইবাভিন্নকালস্যৈব চিতো ভাসন্ত ইত্যাহ তুল্যকালেতি। তুল্যশব্দোঽভিন্নপরঃ। তথাচ পরিপূর্ণা অথণ্ডৈব শুদ্ধচিদভিন্নকালপরামৃষ্টৈব সতী অতীতাদিত্রিকালকলনাশতভিন্নৈব প্রত্যক্ষানুমিত্যুপমিত্যাদ্যানন্ত্যানমেয়পুরুষভেদৈর্ভিন্না ভোগেন চ ভাতীত্যর্থঃ ॥ ৯৪ ॥

অতএব কালভেদে বৃত্তিভেদেপি চ তৎসাক্ষিণ্যাশ্চিতো ন ভেদ ইতি পূর্ণতৈবেত্যাহ পরামৃষ্টেতি ॥ ৯৫ ॥

অতএব মধুরদ্রব্যস্য তিক্তদ্রব্যস্য বা যুগপদাস্বাদে বিষয়ভেদেপি নানুভূতিভেদ ইতি বিষয়াদিভেদো ন চিদ্ভেদপ্রযোজক ইত্যাহ তুল্যকালেতি। সমেন তুল্যরসেন স্বাদুনা মধুরদ্রব্যেন। তত্র মধুনিম্বাদ্যেকৈকানুভূতিবদিতি চিদভেদে দৃষ্টান্তঃ ॥ ৯৬ ॥

ঘটপটাদিবিচিত্রা পদার্থশ্রীরপি ত্যক্তপরস্পরব্যাবর্ত্তকভেদসঙ্কল্পকলয়া সূক্ষ্ময়া সত্তাদ্বৈতৈকরূপয়া চিদ্ব্যবস্থয়া তুল্যকালমনুভূয়মানা সাম্যেনৈবানুভূয়তে ন ভেদবৈষম্যেণেতি ন বিষয়াদিভেদশ্চিদ্ভেদক ইতি দ্বয়োরর্থঃ ॥ ৯৭॥৯৮॥

ভাবেন ভাবমাশ্রিত্য ভাবস্ত্যজতি দুঃখতাম্।
প্রেক্ষ্য ভাবমভাবেন ভাবস্ত্যজতি দুষ্টতাম্॥ ৯৯॥
কালত্রয়মপশ্যন্ত্যা হীনায়াশ্চেত্যবন্ধনৈঃ।
চিতশ্চেত্যমুপেক্ষিণ্যাঃ সমতৈবাবশিষ্যতে॥ ১০০॥
যাতি বাচামগম্যত্বাদসত্তামিব শাশ্বতীম্।
নৈরাত্ম্যসিদ্ধান্তদশামুপযাতেব তিষ্ঠতি॥ ১০১॥
ভবত্যাত্মা তথা ব্রহ্ম ন কিঞ্চিচ্চাখিলং চ বা।
পরমোপশমেঽলীনা মোক্ষনাম্না পরোচ্যতে॥ ১০২॥

ভেদসঙ্কল্পকলাত্যাগে উপায়মাহ ভাবেনেতি। ভাবেন চিত্তেন বাচারম্ভণশ্রুত্যা নেতি নেত্যাদিশ্রুত্যা চ আচার্য্যোপদেশস্ববিচারাদিনা চ দৃশ্যজাতস্যাভাবমাশ্রিত্য স চিত্তরূপোভাবো দুঃখতাং শোকমোহাদিপরিণামং সদ্যস্ত্যজতি। তথাপি রাগাদিসংস্কারদুষ্টতয়া কালান্তরে পুনঃ শোকাদ্যুদ্ভবঃ স্যাৎ অতঃ সর্ব্বদৃশ্যপ্রতিষেধলক্ষণেনাভাবেন ভাবং পরমার্থসদদ্বৈতানন্দস্বভাবমাত্মানং প্রেক্ষ্য স চিত্তলক্ষণোভাবোরাগাদিদুষ্টতামপি জহাতি। রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্তত ইতি ভগবদ্বচনাৎ। অতোবীজাভাবাদ্ভেদসঙ্কল্পকলাত্যাগঃ সিদ্ধ ইত্যর্থঃ॥ ৯৯॥

উক্তমর্থং ভঙ্গ্যন্তরেণোপপাদয়তি কালত্রয়মিতি। বর্ত্তমানং চেত্যং দৃশ্যং উপেক্ষিণ্যা অতীতচেত্যবাসনাবন্ধনৈর্হীনায়াশ্চেত্যাধারং কালত্রয়মপ্যপশ্যন্ত্যা শ্চিতোন ভাব্যপি চেত্যযোগঃ সম্ভাব্যত ইতি সমতৈব পরিশিষ্যত ইত্যর্থঃ॥ ১০০॥

উপযাতেবেতি। বস্তুতস্তু নোপযাতা যতস্তিষ্ঠতি সতোঽসত্ত্বাযোগাদিতি ভাবঃ॥ ১০১॥

যস্তিষ্ঠতি স শাস্ত্রীয়ব্যবহারে প্রত্যক্ত্বাদাত্মা ভবতি তথা বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম ভবতি। পরমার্থদৃশা তু বাচাং প্রবৃত্ত্যভাবান্ন কিঞ্চিৎ। যদিচ প্রবৃত্তিনিমিত্তকল্পনয়া শব্দপ্রবৃত্তিরুচ্যেত তদা সঙ্কোচকারণাভাবাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তিনিমিত্তকল্পনাদখিলঞ্চ। যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবদিতি চ শ্রুতৌ দ্বেধাপি নিরূপণাদিতি ভাবঃ সর্ব্বদৃশ্যানাং পরমো-

সঙ্কল্পকলিতা ত্বেষা মন্দাভাসতয়া জগৎ।
ন সম্যক্ পশ্যতীদং চিৎ দৃষ্টিঃ পটলিনী যথা ॥ ১০৩ ॥
ঈহানীহাময়ৈরন্তর্যা চিদাবলিতা মলৈঃ।
সা হি নোড্ডয়িতুং শক্তা পাশবদ্ধেব পক্ষিণী ॥ ১০৪ ॥
সঙ্কল্পকলনেনৈব যে কেচন জনা ইমে।
পতিতা মোহজালেষু বিনেত্রা ইব পক্ষিণঃ ॥ ১০৫ ॥
সঙ্কল্পজালবলিতৈর্ব্বিষয়াবটপাতিভিঃ।
পদবীগতবাধেয়ং ন দৃষ্টা মৎপিতামহৈঃ ॥ ১০৬ ॥
দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব স্ফুরিতা ধরণীতলে।
বরাকাস্তেন তে নষ্টা মশকাঃ কুহরেষ্বিব ॥ ১০৭ ॥
যদ্যজ্ঞাস্যন্নিমে তত্ত্বং ভোগদুঃখার্থিনস্তদা।
ভাবাভাবান্ধকূপেষু নাপতিষ্যন্ হতাশয়াঃ ॥ ১০৮ ॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন জন্তবঃ।
ধরাবিবরমগ্নানাং কীটানাং সমতাং গতাঃ ॥ ১০৯ ॥
ঈহিতানীহিতাকারাঃ কলনা মৃগতৃষ্ণিকাঃ।

পশমে সতি তদবধিস্থাদগীনা পরা সমতা মোক্ষনাম্নোচ্যত ইত্যর্থঃ ॥১০২॥

ইত্থং ভেদসঙ্কল্পকলনাত্যাগঃ সোপায়ো বর্ণিতঃ। ইদানীং সঙ্কল্পকলনে চিত্তামান্দ্যপ্রসরক্রমমাহ সঙ্কল্পে ইত্যাদিনা। জগৎ সম্যক্ পারমার্থিক-রূপেণ ন পশ্যতি। পটলিনী পটলাবরণবতী ॥ ১০৩ ॥

ঈহানীহাময়ৈরিষ্টানিষ্টসঙ্কল্পনরূপৈর্ম্মলৈঃ। উড্ডয়িতুং সর্ব্বনভোব্যাপ্তুং নভসা গন্তুং চ ॥ ১০৪ ॥ ১০৫ ॥

ইয়ং গতবাধা নির্দ্দুঃখা অপরিচ্ছিন্নাত্মপদবী ন দৃষ্টা ॥ ১০৬ ॥

তেন আত্মপদব্যদর্শনেন। তে মৎপিতামহাঃ ॥ ১০৭ ॥

হতাশয়া দুর্ব্বুদ্ধয়ঃ। ইমে মৎপিতামহা যদি আত্মতত্ত্বমজ্ঞাস্যংস্তদা না-পতিষ্যন্। হেতুহেতুমতো লিঙ্নিমিত্তে ক্রিয়াতিপত্তৌ লৃঙ্ ॥ ১০৮ ॥

দ্বন্দ্বমোহেন সুখদুঃখশীতোষ্ণাদ্যর্জ্জনপ্রতীকারাভিনিবেশেন ॥ ১০৯ ॥

সত্যাববোধমেঘেন যস্ত শান্তাঃ স জীবতি ॥ ১১০ ॥
কুতঃ কিলাস্যাঃ শুদ্ধায়া অবিচ্ছিন্নামলাকৃতেঃ।
চন্দ্রিকায়া রুচঃ কোষ্ণাঃ কলঙ্কাঃ কলনাশ্চিতঃ ॥ ১১১ ॥
আত্মনেস্তু নমোমহ্যমবিচ্ছিন্নচিদাত্মনে।
লোকালোকমণে দেব চিরেণাধিগতোস্যহো ॥ ১১২ ॥
পরামৃষ্টোসি লব্ধোসি প্রোদিতোসি চিরায় চ।
উদ্ধৃতোসি বিকল্পেভ্যোযোসি সোসি নমোস্তু তে ॥ ১১৩
মহ্যং তুভ্যমনন্তায় মহ্যং তুভ্যং শিবাত্মনে।
নমোদেবাধিদেবায় পরায় পরমাত্মনে ॥ ১১৪ ॥
গতঘনপরিপূর্ণমিন্দুবিম্বং
গতকলনাবরণং স্বমেব রূপম্।

সত্যাববোধমেঘেন দ্বন্দ্বতাপোপশান্ত্যা শান্তাঃ। স জীবতি সার্থক-জীবন ইতি যাবৎ ॥ ১১০ ॥

সত্যাববোধমাত্রেণ কথং তচ্ছান্তিরিতি চেদসত্ত্বাদেবেত্যাহ কুত ইতি। কোষ্ণা মন্দোষ্ণাঃ। কলঙ্কাঃ শ্যামিকাঃ ॥ ১১১ ॥

ইদানীমখণ্ডবাক্যার্থং সাক্ষাৎকৃত্য তত্ত্বাবেবস্থিতমাত্মানমতিদুর্লভমধিগতং প্রণয়ান্নমস্যতি আত্মনে ইতি। লোকস্যালোকোজ্ঞানপ্রকাশস্তন্নিমিত্তভূত-মণে। চিরেণেতি। তথাচোক্তং স্বারাজ্যসিদ্ধৌ। "অপি ভূপরমাণু-ভূরিসংখ্যেষপযাতেষু চতুর্মুখেষলব্ধাৎ। অপদুঃখনিরন্তসৌখ্যসিন্ধোর্ন চ লাভোস্তি পরোনিজাত্মলাভা"দিতি ॥ ১১২ ॥

প্রোদিতঃ স্বীয়পরমার্থরূপেণাভিব্যক্তঃ ॥ ১১৩ ॥

প্রথমে মহ্যং তুভ্যমিতি পদে পরস্পরবিশেষণেন শোধনার্থে। অত-এবানন্তায়। দ্বিতীয়ে তু অখণ্ডৈকরসত্তালক্ষণঃ বাক্যার্থলাভার্থে। অতএব শিবাত্মনে দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রাণমনসাং চাধিদেবায় অধিষ্ঠায় প্রকাশকায় ॥ ১১৪ ॥

গতঘনং নিরস্তমেঘাবরণং পরিপূর্ণমিন্দুবিম্বমিবেতি শেষঃ। স্ববপুষি স্বাত্মনি মুদিতে আনন্দৈকরসে স্বয়মনন্তাধারতয়া স্বেন পারমার্থিকরূপেণ

স্ববপুষি মুদিতে স্বয়ং স্বসংস্থং
স্বয়মুদিতং স্ববশং স্বয়ং নমামি ॥ ১১৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে প্রহ্লাদাখ্যোপদেশযোগো নাম
চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

সংস্থং বিশ্রান্তং নিরাধারমিতি যাবৎ। স্বয়মুদিতং স্বপ্রকাশং স্ববশং স্বাধীনস্বানন্দং স্বয়মনন্তোহহং নমামি সর্ব্বোৎকর্ষেণানুসন্দধে ইত্যর্থঃ ॥ ১১৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ।

—০()*()০—

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ওমিত্যেকোচিতাকারো বিকারপরিবর্জ্জিতঃ ।
আত্মৈবায়মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগতীগতম্ ॥ ১ ॥
মেদোঽস্থিমাংসমজ্জাসৃগতীতোঽপ্যেষ চেতনঃ ।
অন্তরস্থোহি সূর্য্যাদীন্ প্রকাশয়তি দীপকঃ ॥ ২ ॥
উষ্ণীকরোতি দহনং রসয়ত্যমৃতং রসম্ ।
ইন্দ্রিয়ানুভবান্ ভুংক্তে ভোগানিব মহীপতিঃ ॥ ৩ ॥

সাক্ষাৎকৃতমিহাত্মানং নির্ব্বর্ণ্যাস্তঃ প্রণম্য চ ।
তদ্বলেন জিতাম্বন্ধানমুসন্ধায় নন্দতি ॥ ১ ॥

ওমিতি । ওমিতিব্রহ্ম ওমিতীদং সর্ব্বং এতদ্বৈসত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কার ইত্যাদিশ্রুতেঃ সর্ব্বাধ্যারোপবৎ ব্রহ্মবোধকঃ সর্ব্বাপবাদ-পরিশিষ্টঃ তদ্বোধকশ্চ ওমিত্যেক এব উচিতঃ স্বানুরূপঃ অভিধানাকারো যস্য । জগতী জগৎ তদ্গতং যৎ কিঞ্চিৎ তৎ সর্ব্বময়মনুভূয়মান আত্মৈব ॥ ১ ॥

দেহমাত্রান্তর্গতোঽয়ং কথং বাহ্যং সূর্য্যাদিসর্ব্বমিদং স্যাদিতি চেৎ তৎ-প্রকাশকত্বাদিত্যাহ মেদ ইতি । নায়ং মেদোঽস্থ্যাদ্যাত্মকদেহপরিমিতঃ কিং তু তদতীতোঽপি যতঃ সূর্য্যাদ্যন্তরস্থঃ ॥ ২ ॥

কথং তৎপ্রকাশত্বমাত্রেণ সর্ব্বং তদাত্মকং তত্রাহ উষ্ণীকরোতীতি । যতোদহনাদেরুষ্ণাদিস্বভাবতা চিদধীনোষ্ণতাভানাধীনা অতশ্চিদাত্মৈব স্বস-ত্তয়া দহনমুষ্ণীকরোতি । এবং রসং জলং স্বসত্তয়ৈবামৃতং লব্ধসত্তাকং র/স-য়তি রসতয়া বিভাবয়তি । এবমন্যানপি ইন্দ্রিয়ানুভবান্ স্পর্শাদিস্বভাবান-র্থান্ স্বসত্তয়ৈব সম্পাদ্য ভুংক্তে ॥ ৩ ॥

তিষ্ঠন্নপি হি নাসীনোগচ্ছন্নপি ন গচ্ছতি।
শান্তোপি ব্যবহারস্থঃ কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৪ ॥
পূর্ব্বমদ্য তথেদানীমিহামুত্রোভয়ত্র চ।
বিহিতোঽবিহিতোপ্যেষ সমঃ সর্ব্বাসু বৃত্তিষু ॥ ৫ ॥
উদ্ভবত্যভয়োভাবং ভুবনানি ততস্ততঃ।
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং জগদাবর্ত্তয়ন্ স্থিতঃ ॥ ৬ ॥
নিত্যস্পন্দময়োনিত্যমপি দেবাৎ সদাগতেঃ।
স্থাণোরপ্যক্রিয়োনিত্যমাকাশাদপ্যলেপকঃ ॥ ৭ ॥
মনাংসি ক্ষোভয়ত্যেষ পল্লবানীব মারুতঃ।
বাহয়ত্যক্ষপংক্তিং স্বামশ্বালীমিব সারথিঃ ॥ ৮ ॥

তিষ্ঠন্ সদা নিক্রিয়োপি ন আসীন উপবিষ্ট ইব ধাবনাদিব্যবহারারূ-পরতঃ। বায়্বাদিত্যাদ্যাত্মনা সদাগতিত্বাৎ। তথা কালাত্মনা সদা গচ্ছ-ন্নপি কুলালচক্রমিব ন তিলমাত্রমন্যতোগচ্ছতি। শান্তঃ নির্ব্ব্যবহারোপি সর্ব্বব্যবহারস্থঃ ॥ ৪ ॥

নন্থ পূর্ব্বকৃতেনাদ্য সুখদুঃখাভ্যাং লিপ্যতে ইদানীমিহ কৃতেনাগ্রে ঽমুত্র লপ্স্যতে তৎ কথং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যত ইত্যুচ্যতে তত্রাহ পূর্ব্বমিতি। ইহ অস্মিন্ লোকে অমুত্র পরলোকে উভয়ত্র ইহলোকসন্ধিভূতে স্বপ্রস্থানে চ বিহিতঃ শাস্ত্রানিবিদ্ধশুভকর্ম্মফলভুক্ অবিহিতঃ শাস্ত্রনিষিদ্ধাশুভকর্ম্মফল-ভুগপি সন্ সর্ব্বাসু ভোগবৃত্তিষু সম এব। দৃষ্টৈর্ভোগৈর্দৃশোবিকারাসিদ্ধে-রিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ভোক্তৃস্পর্শিভির্ভোগৈঃ কথং কর্ম্মণাং সাফল্যং তত্রাহ উদ্ভবতীতি। বস্তুতোঽভয় এবাত্মা তত্তৎকর্ম্মানুরূপং স্বয়মুদ্ভবতি উদ্ভূতশ্চ ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং ভোক্তৃভোগ্যভাবং তদধিকরণানি চতুর্দ্দশভুবনানি চেতি জগৎ স্বসন্নিধি-মাত্রেণাবর্ত্তয়ন্ স্থিতস্তদেবাস্য কর্ম্মফলমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

নন্বস্পন্দঃ কথমাবর্ত্তয়েৎ তত্রাহ নিত্যেতি। নিত্যাত্মসত্তায়া এব স্পন্দ-সত্তাত্বাৎ নিত্যং স্পন্দময়োনিত্যমক্রিয়োনিত্যমলেপকশ্চ ॥ ৭ ॥

নন্থ মন ইন্দ্রিয়াণি বা দেহাদিপ্রবর্ত্তয়ন্তি নাত্মা তত্রাহ মনাংসীতি।

অতিদুর্ব্বিধবদ্দেহগেহে কর্ম্মরতঃ সদা।
সম্রাড়িবাত্মনি স্বস্থঃ সংস্থিতোভোগভুগ্ বিভুঃ ॥ ৯ ॥
এষ এব সদাহন্বেষ্যঃ স্তুত্যোধ্যাতব্য এব তু।
জরামরণসম্মোহাদনেনোত্তীর্য্য গম্যতে ॥ ১০ ॥
সুলভশ্চায়মত্যন্তং সুজ্ঞেয়শ্চাপ্তবন্ধুবৎ।
শরীরপদ্মকুহরে সর্ব্বেষামেব ষট্পদঃ ॥ ১১ ॥
অনাক্রুষ্টোপ্যনাহূতঃ স্বদেহাদেব লভ্যতে।
মনাগেবোপহূতোপি ক্ষণাদ্ভবতি সম্মুখঃ ॥ ১২ ॥
নাস্য সংসেব্যমানস্য সর্ব্বসম্পত্তিশালিনঃ।
ধনানামীশ্বরস্যেব স্ময়োগর্ব্বোযথা ভবেৎ ॥ ১৩ ॥
আমোদ ইব পুষ্পেষু তৈলং তিলকণেম্বিব।
রসজাতিম্বিবাস্বাদো দেবোদেহেষু সংস্থিতঃ ॥ ১৪ ॥
অবিচারবশাদেষ হৃদয়স্থোপি চেতনঃ।
ন জ্ঞায়তে চিরাদ্দৃষ্টো দৃষ্টবন্ধুরিবাগ্রতঃ ॥ ১৫ ॥
বিচারণা পরিজ্ঞাত এতস্মিন্ পরমেশ্বরে।

অক্ষপংক্তিমিন্দ্রিয়পংক্তিম্ ॥ ৮ ॥

অত্যন্তা দুর্ব্বিধা দুর্দ্দশা যস্য তদ্বৎ। ইবশব্দোদুর্ব্বিধায়া মিথ্যাত্বদ্যোতনার্থঃ পূর্ব্ববিরুদ্ধদশাস্বপি যোজ্যঃ ॥ ৯ ॥

অনেন অন্বিষ্টেনেতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

সুলভোজ্ঞানমাত্রেণ লব্ধুং শক্যঃ। সুজ্ঞেয়ঃ স্মৃতিমাত্রেণ বশীকর্ত্তুং যোগ্যঃ ॥ ১১ ॥

দূরস্থস্য মিত্রাদেরাক্রুশ্যাহ্বানাল্লাভঃ ঈষদ্দূরস্থস্য ত্বাহ্বানমাত্রাদস্য তু লাভে ন তদুভয়াপেক্ষেতি ভাবঃ। উপহূতঃ প্রণবোচ্চারণেনানুস্মৃতঃ ॥ ১২ ॥

ধনানামীশ্বরস্য ধনিকস্য যথা স্ময়োমানোগর্ব্বঃ পরাবহেলনা সম্ভাব্যতে তথাস্য নেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

কথময়ং দেহেস্তি তদাহ আমোদ ইতি। আস্বাদোমাধুর্য্যম্ ॥ ১৪ ॥

অভ্যুদেতি পরানন্দো লব্ধো প্রিয়জনে যথা ॥ ১৬ ॥
অস্মিন্ দৃষ্টে পরে বন্ধাবুদ্ধামানন্দদায়িনি।
আয়ান্তি দৃষ্টয়স্তাস্তা যাভির্ভঙ্গোবিলীয়তে ॥ ১৭ ॥
ক্রুট্যন্তে সর্ব্বতঃ পাশাঃ ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বশত্রবঃ।
ন কৃন্তন্তি মনাংস্যাশা গৃহাণীব ত্বুরাখবঃ ॥ ১৮ ॥
অস্মিন্ দৃষ্টে জগদ্দৃষ্টং শ্রুতেস্মিন্ সকলং শ্রুতম্।
স্পৃষ্টে চাস্মিন্ জগৎ স্পৃষ্টং স্থিতেস্মিন্ সংস্থিতং জগৎ১৯
এষ জাগর্ত্তি সুপ্তানাং প্রহরত্যবিবেকিনাম্।
হরত্যাপদমার্ত্তানাং বিতরত্যমহাত্মনাম্ ॥ ২০ ॥
বিচরত্যেষ লোকেষু জীব এব জগৎ স্থিতৌ।
বিলসত্যেব ভোগেষু প্রস্ফুরত্যেব বস্তুষু ॥ ২১ ॥
আত্মনাত্মানমেবাতঃ শান্তেনানুভবন্ ভবী।
স্থিতঃ সর্ব্বেষু দেহেষু তীক্ষ্ণত্বং মরীচেষ্বিব ॥ ২২ ॥
চেতনা কলনারূপী স বাহ্যাভ্যন্তরাশ্রিতঃ।

চিরং প্রাগদৃষ্টঃ সম্প্রত্যগ্রতোদৃষ্টোবন্ধুঃ পিত্রাদিরিব ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

ভঙ্গোমরণাদির্ব্বিচ্ছেদঃ ॥ ১৭ ॥

পাশাঃ স্নেহাদয়ঃ। শত্রবঃ কামাদয়ঃ। আশা তৃষ্ণাঃ ॥ ১৮ ॥

তদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমাহ অস্মিন্নিতি। স্থিতেস্মিন্নিতি তৎসত্তাধীনসত্তাকং জগদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি, কামং কামং পুরুষোনির্ম্মিমাণ ইতি শ্রুতিমালম্ব্যাহ এষ ইতি। অমহাত্মনাং পরিচ্ছিন্নাত্মকেশ্বরোপাসকানাম্। আর্ত্তানামাপদং হরতি বিতরতি বাঞ্ছিতমিতি শেষঃ ॥ ২০ ॥

জগৎস্থিতৌ এষ আত্মা জীব এব ভূত্বা বিচরতি ভোগেষু বিলসতি বস্ত্রালঙ্কারসমাজোৎসবাদিবস্তুষু স্ফুরতি শোভতে ॥ ২১ ॥

অসাধারণজীবভেদভ্রমদশায়ামপ্যস্ত ন সাধারণৈকাত্ম্যস্ফূর্ত্তিক্ষতিরিত্যাহ আত্মনেতি ॥ ২২ ॥

জগৎপদার্থসম্ভারে সত্তাসামান্যমাস্থিতঃ ॥ ২৩ ॥
এষ শূন্যত্বমাকাশে স্পন্দ এষ সদাগতৌ।
প্রকাশশ্চৈব তেজস্তু পয়ঃস্বেষ রসঃ পরঃ ॥ ২৪ ॥
কাঠিন্যমবনাবেব মৌষ্ণ্যমেব হুতাশনে।
শৈত্যমেষ নিশানাথে সত্তা চৈষ জগদ্গণে॥ ২৫ ॥
মসীপিণ্ডে যথা কার্ষ্ণ্যং শৈত্যং হিমকণে যথা।
যথা পুষ্পেষু সৌগন্ধং দেহে দেহপতিস্তথা ॥ ২৬ ॥
যথা সর্ব্বগতা সত্তা কালঃ সর্ব্বগতোযথা।
প্রভুশক্তির্মহী যস্য সর্ব্বদেশগতা যথা ॥ ২৭ ॥
রূপালোকমনস্কার যুক্তং সত্বং তথাত্মনঃ।
নিত্যঃ সোয়ং মহাদেবো দেবানামেব বোধকঃ ॥ ২৮ ॥
অহমেবাস্মি মে নাস্তি কলনাপি কিলেতরা।
রেণুনেবাণুনা ব্যোম্নি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ২৯ ॥
সম্ভ্রমেণেব পাষাণে সম্বন্ধোময়ি নেতরৈঃ।

পূর্ব্বোত্তরানুসন্ধানং চেতনা বর্ত্তমানদর্শনং কলনা তদ্রূপী সবাহ্যেষ্বাভ্যন্তরেষু চেতনোপাধিষু আশ্রিতঃ জগৎপদার্থানাং সম্ভারে তু অধিষ্ঠানসত্তাসামান্যমাত্রস্বভাবং সর্ব্বানুগতমাস্থিতঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

তথা দেহপতিরাত্মা দেহে প্রকাশত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

প্রকাশতামেব মন ইন্দ্রিয়াদিব্যাবৃত্তাং সর্ব্বক্ষেত্রসাধারণীং দৃষ্টান্তৈর্দর্শয়তি যথেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২৭ ॥

যথৈতে দৃষ্টান্তাস্তথারূপালোকৈশ্চক্ষুরাদিব্যাপারৈর্মনস্কারৈর্ধ্যানসব্যাপারৈশ্চ যুক্তং যৎ বাহ্যাভ্যন্তরপ্রকাশনং তদাত্মনঃ কৃত্যমিতি প্রকাশৈকস্বভাবঃ স ইত্যর্থঃ। এবমধিদৈবং সর্ব্বদেবানাং সূর্য্যেন্দ্রচন্দ্রাদীনামপি বোধকোহয়ং প্রসিদ্ধোমহাদেবঃ অহমেবাস্মীতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অণুনা সূক্ষ্মতমেন রেণুনা ॥ ২৯ ॥

সম্ভ্রমেণ ভয়কম্পাদিনা ॥ ৩০ ॥

সুখদুঃখশ্রিয়োদেহে মা পতন্তু পতন্তু বা ॥ ৩০ ॥
তুম্বকোপরি ধারাশ্চ কা নঃ ক্ষতিরুপস্থিতা।
দীপাঙ্গাতিগতো রুদ্ধা নালোকোবধ্যতে যথা ॥ ৩১ ॥
তথা নায়মহং বদ্ধঃ সর্ব্বভাবগণাতিগঃ।
সম্বন্ধঃ কোস্তু নঃ কামৈর্ভাবাভাবৈরথেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৩২ ॥
কেন সম্বধ্যতে ব্যোম কেন সম্বাধ্যতে মনঃ।
শরীরে শতধা যাতে খণ্ডনা কা শরীরিণঃ ॥ ৩৩ ॥
কুম্ভে ভগ্নে ক্ষতে ক্ষীণে কুম্ভাকাশস্য কা ক্ষতিঃ।
পিশাচক ইবাদৃশ্যো মনোনামোদিতং মুধা ॥ ৩৪ ॥
জড়ে তস্মিন্ ক্ষতে বোধাৎ কা নঃ ক্ষতিরুপস্থিতা।
সুখদুঃখময়ী যস্য বাসনা তন্মনোমম ॥ ৩৫ ॥
অভবৎ পূর্ব্বমদ্যৈকা সম্পন্নাহতনুনির্ব্বৃতিঃ।
অন্যোভুংক্তেন্য আদত্তে-প্যন্যস্যানর্থসঙ্কটঃ ॥ ৩৬ ॥
অন্যঃ পশ্যত্যহোমৌর্খং কষ্টেয়ং খলু চক্রিকা।
ভুংক্তে প্রকৃতিরাদত্তে মনোদেহস্য সঙ্কটঃ ॥ ৩৭ ॥
দ্রষ্টাত্মা মৌর্খমস্তীহ ন কিঞ্চিৎ কেবলে ক্ষতিঃ।

তুম্বকঃ অলাবুঃ। ইবার্থে চকারঃ। জলধারা ইবেত্যর্থঃ। ন অস্মাকং তুম্বকাকাশকল্পানামিতি ভাবঃ। দীপাঙ্গানি তৈলবর্ত্তিপাত্রাণ্যতিক্রম্য নির্গতো দীপালোকো যথা রুদ্ধা ন বধ্যতে ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

সম্বাধ্যতে অভিহন্যতে। অমূর্ত্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

কপালশোভগ্নে ছিদ্রীভাবেন ক্ষতে মৃদপচয়েণ ক্ষীণে ॥ ৩৪ ॥

বোধান্মনোব্যতিরিক্তাত্মদর্শনাৎ যস্য সুখদুঃখময়ী বাসনা তৎ তাদৃশং মনঃ পূর্ব্বমজ্ঞতাদশায়ামভবন্ নেদানীমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অতনুরপরিচ্ছিন্না নির্ব্বৃতিঃ সুখবিশ্রান্তিঃ ॥ ৩৬ ॥

এষাং ভোক্ত্রাদীনামৈক্যাদধ্যাসলক্ষণং মৌর্খ্যং কষ্টৈন্দ্রজালিকস্য চক্রিকা চক্রবৎ পরিবর্ত্তনচাতুরীত্যর্থঃ। ভোক্ত্রাদিভেদং দর্শয়তি ভুংক্তে ইতি ॥৩৭॥

ন মে ভোগস্থিতৌ বাঞ্ছা ন চ ভোগবিবর্জ্জনে ॥ ৩৮ ॥
যদায়াতি তদায়াতু যৎ প্রয়াতি প্রয়াতু তৎ।
সুখেষু মম নাপেক্ষা নোপেক্ষা দুঃখবৃত্তিষু ॥ ৩৯ ॥
সুখদুঃখান্যপায়াস্ত যান্ত বাপ্যহমেষু কঃ।
বাসনা বিবিধা দেহে ত্বস্তং চোদয়মেব বা ॥ ৪০ ॥
প্রয়াস্ত নাহমেতাসু ন চৈতা মম কাশ্চন।
এতাবন্তমহং কালমজ্ঞানরিপুণা হতঃ ॥ ৪১ ॥
হৃত্বা বিবেকসর্ব্বস্বমেকান্তমবপোথিতম্।
বৈষ্ণবেন প্রসাদেন স্বসমুত্থেন চারুণা ॥ ৪২ ॥
ইদানীং সম্পরিজ্ঞায় ময়ৈষ পরিমোষিতঃ।
অহঙ্কারপিশাচোয়ং শরীরতরুকোটরাৎ ॥ ৪৩ ॥
পরাববোধমন্ত্রেণ ময়েদানীমপাকৃতঃ।
নিরহঙ্কারযক্ষোয়ং মচ্ছরীরমহাদ্রুমঃ ॥ ৪৪ ॥
পুণ্যতামলমায়াতঃ প্রফুল্ল ইব রাজতে।
প্রশান্তমোহদারিদ্র্যো দুরাশাদোষসংক্ষয়ে ॥ ৪৫ ॥
বিবেকধনসম্ভারান্ স্থিতোস্মি পরমেশ্বরঃ।
জ্ঞাতং জ্ঞাতব্যমখিলং দৃষ্টা দ্রষ্টব্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রকৃত্যাদিদুষ্টঃ দোষারোপিত আত্মা। বিমর্শেন কিঞ্চিন্মোর্থ্যমস্তি তেনাক্ষতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

এতা বাসনাঃ ॥ ৪১ ॥

অজ্ঞানরিপুণা অবপোথিতং হিংসিতম্। অববোধিতমিতি পাঠে অবিবেকসর্ব্বস্বমিতি চ্ছেদঃ। বৈষ্ণবেণ প্রসাদেনানুগ্রহেণ মে অবিবেকসর্ব্বস্বং হৃত্বা একান্তং নিয়তৈকস্বভাবং ব্রহ্ম অববোধিতম্ ॥ ৪২ ॥

পরিমোষিতোহপহারিতঃ ॥ ৪৩ ॥

ইদানীং মচ্ছরীরমহাদ্রুমোনির্গতোহঙ্কারযক্ষো যস্মাৎ তথাবিধঃ সন্ পুণ্যতামায়াতঃ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥

তৎ প্রাপ্তমধুনা যেন নাপ্রাপ্তমবশিষ্যতে।
দিষ্ট্যা দূরোজ্ঝিতানর্থা মপেতবিষয়োরগাম্ ॥ ৪৭ ॥
সংশান্তমোহনীহারাং শান্তাশামৃগতৃষ্ণিকাম্।
রজোরহিতসর্ব্বাশাং শীতলোপশমদ্রুমাম্ ॥ ৪৮ ॥
প্রাপ্তোস্মি বিততাং ভূমিমুন্নতাং পারমার্থিকীম্।
স্তুত্যা প্রণত্যা বিজ্ঞপ্ত্যা শমেন নিয়মেন চ ॥ ৪৯ ॥
লব্ধোয়ং ভগবানাত্মা দৃষ্টশ্চাধিগতঃ স্ফুটম্।
অহঙ্কারপদাতীতশ্চিরাৎ সংস্মৃতিমাগতঃ ॥ ৫০ ॥
স্বভাবাদ্ভগবানাত্মা বিষ্ণোর্ব্রহ্ম সনাতনম্।
ইন্দ্রিয়োরগগর্ত্তেষু মরণশ্বভ্রভূমিষু ॥ ৫১ ॥
তৃষ্ণাকরঞ্জকুঞ্জেষু কামকোলাহলেষু চ।
বাসনাবনজালেষু জন্মকূপান্তরেষু চ ॥ ৫২ ॥
দুঃখদাবাগ্নিদাহেষু দুঃখদাবাগ্নিহারিষু।
পাতোৎপাতদশালক্ষৈর্ম্মজ্জনোন্মজ্জনভ্রমৈঃ ॥ ৫৩ ॥
আবির্ভাবতিরোভাবৈরাশাপাশবিচেষ্টনৈঃ।
অহং চিরমহঙ্কার দ্বিষা সমবমোষিতঃ ॥ ৫৪ ॥

বিবেকধনসম্ভারান্ প্রাপ্যেতি শেষঃ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥

বিষ্ণোঃ স্তুত্যা প্রণত্যা বিজ্ঞপ্ত্যা প্রার্থনয়া চ বরমুখেন লব্ধঃ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥

বিষ্ণোঃ প্রসাদাৎ ব্রহ্ম আত্মা সংস্মৃতিমাগত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। ইন্দ্রিয়েত্যাদেরহং সমবমোষিত ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যেবোরগগর্ত্তাঃ সর্পবিলানি যেষু। এবমুত্তরত্রাপি বহুব্রীহয়ঃ ॥ ৫১ ॥

বাসনাবনজালেষ্বিতি সর্ব্বসপ্তম্যন্তানাং বিশেষ্যম্ ॥ ৫২ ॥

দুঃখান্যেব দাবাগ্নিদাহো যত্র। দুঃখা দাবাগ্নয়ঃ ইব হারিণঃ পরধনপ্রাণাপহারিণশ্চোরা যত্র। পাতোৎপাতসদৃশৈর্ব্বিপৎসম্পদ্দশালক্ষৈঃ। মজ্জনপ্রায়ৈরধোগতিভিরুন্মজ্জনপ্রায়ৈঃ সদ্গতিভিঃ ॥ ৫৩ ॥

অহং চিরমহঙ্কারলক্ষণেন দ্বিষা সম্যগবমোষিতঃ আত্মপ্রমোষেণ পীড়িতঃ॥৫৪

নিশায়ামল্পবীর্য্যাত্মা পিশাচেনেব জঙ্গলে।
স্বয়মেব ত্বথেদানীং ক্রিয়াশক্ত্যা স্বয়ৈব হি ॥ ৫৫ ॥
শৌরিণা ব্যপদেশেন বিবেকশ্রীর্ব্বিবোধিতা।
প্রবুদ্ধে ভবতীশানে তমহঙ্কাররাক্ষসম্ ॥ ৫৬ ॥
ন পশ্যামি নভোদীপে জ্বলিতে তিমিরং যথা।
তস্যাহঙ্কারযক্ষস্য মনোবিবরবাসিনঃ ॥ ৫৭ ॥
দীপস্যেব প্রশান্তস্য ন বেদ্মি গতিমীশ্বরঃ।
দৃষ্ট এব ত্বয়ীশানে পলায়নপরায়ণঃ ॥ ৫৮ ॥
সম্পন্নোগদহঙ্কারশ্চোরঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।
অসদভ্যুত্থিতে তস্মিন্নহঙ্কারে পিশাচবৎ ॥ ৫৯ ॥
গতে তিষ্ঠাম্যহং স্বস্থো নির্গোনস ইব দ্রুমঃ।
শাম্যামি পরিনির্ব্বামি জগত্যস্মিন্ প্রবোধবান্ ॥ ৬০ ॥
তস্করেণোজ্ঝিতোস্মীতি নির্ব্বৃতোস্মি চিরোদয়ম্।
শৈত্যমভ্যাগতোস্ম্যন্তঃ শান্তাশামৃগতৃষ্ণিকঃ ॥ ৬১ ॥
প্রাবৃড়ম্বুভরস্নাতঃ শান্তদাব ইবাচলঃ।
প্রমার্জ্জিতেহমিত্যস্মিন্ পদে স্বার্থবিচারতঃ ॥ ৬২ ॥
কোমোহঃ কানি দুঃখানি কাঃ কদাশাঃ ক আধয়ঃ।

শৌরিণা ব্যপদেশেন প্রসন্নবিষ্ণুব্যাজেন স্বয়ং স্বেনৈব বিবেকশ্রীঃ প্রবোধিতা উদ্দীপিতা। তয়া বিবেকশ্রিয়া ঈশানে ঈশ্বরে স্বাত্মনি প্রবুদ্ধে ভবতি প্রবুদ্ধে সতি ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

অসতোঽজ্ঞানাৎ প্রাগভ্যুত্থিতে সম্প্রতি গতে সতি নির্গতো গোনসোঽজগরো যস্মাৎ তথাবিধোদ্রুমো বৃক্ষবান্ আরাম ইব। দ্রুশব্দাৎ বৃক্ষবাচকাৎ মত্বর্থে দ্যুদ্রুভ্যাং ম ইতি মপ্রত্যয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥

তস্করেণ আত্মপ্রমোষকেণাহঙ্কারেণ ॥ ৬১ ॥

শান্তদাবো নির্ব্বাণদবাগ্নিরচলঃ পর্ব্বত ইব ॥ ৬২ ॥

নরকস্বর্গমোক্ষাদিভ্রমাঃ সত্যামহং কৃতৌ ॥ ৬৩ ॥
ভিত্তাবেব প্রবর্ত্তন্তে চিত্রেহা ন নভস্তলে ।
অহঙ্কারকলাপিত্তে চিত্তে জ্ঞানচমৎকৃতিঃ ।
ন রাজতেংশুকে ম্লানে যথা কুঙ্কুমরঞ্জনা ॥ ৬৪ ॥
নিরহঙ্কারজলদে তৃষ্ণাসারবিবর্জ্জিতে ।
ভাতি চিত্তশরদ্ব্যোম্নি স্বচ্ছতাকান্তিশালিনী ॥ ৬৫ ॥
নিরহঙ্কারপঙ্কায় সম্প্রসন্নান্তরায় চ ।
মহ্যমানন্দসরসে তুভ্যমাত্মন্নমোনমঃ ॥ ৬৬ ॥
শান্তেন্দ্রিয়োগ্রগ্রাহায় ক্ষীণচিত্তোর্ম্মিবহ্নয়ে ।
আনন্দাম্বুধয়ে তুভ্যং মহ্যমাত্মন্নমোনমঃ ॥ ৬৭ ॥
গতাহঙ্কারমেঘায় শান্তাশাদাববহ্নয়ে ।
মহ্যমানন্দশৈলায় বিশ্রান্তায় নমোনমঃ ॥ ৬৮ ॥
প্রফুল্লানন্দপদ্মায় শান্তচিন্তাময়োর্ম্ময়ে ।
মহ্যং সন্মানসায়াত্মংস্তুভ্যমন্তর্নমোনমঃ ॥ ৬৯ ॥
সম্বিদাভাসপক্ষায় পদ্মকোটরবাসিনে ।
সর্ব্বমানসহংসায় স্বাত্মনেন্তর্নমোনমঃ ॥ ৭০ ॥

কে আধয়োমানসব্যথাঃ । পরলোকদুঃখাদিচিন্তয়া কুতোনাধয়ঃ স্যুস্তত্রাহ নরকেতি ॥ ৬৩ ॥

নন্থ সত্যেবাহঙ্কারে মোহাদিপ্রশমচমৎকৃতিঃ কিং ন স্যাৎ তত্রাহ অহঙ্কারেতি । অহঙ্কারকলালক্ষণে পিত্তে পিত্তজোন্মাদে সতি ॥ ৬৪ ॥

ইদানীং সরঃসমুদ্রাদিনানাভাবৈরাত্মানং রূপয়ন্নমস্ততি নিরহঙ্কারেত্যাদিনা । কান্তিশালিনী আত্মচন্দ্রপ্রকাশশালিনী স্বচ্ছতা নৈর্ম্মল্যম্ ॥ ৬৫ ॥

মহ্যং প্রত্যগাত্মভূতায় তুভ্যং ব্রহ্মণে । এবমগ্রেপি ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥

বিশ্রান্তায় অচলায় ॥ ৬৮ ॥

সৎ ব্রহ্ম তল্লক্ষণায় মানসায় দেবসরসে ॥ ৬৯ ॥

সম্বিদাভাসৌ বুদ্ধিতদ্বৃত্তিপ্রতিবিম্বচৈতন্যে এব পক্ষৌ যস্য ॥ ৭০ ॥

কলাকলিতরূপায় নিষ্কলায়ামৃতাত্মনে।
সদোদিতায় পূর্ণাত্মন্ শশিনে তে নমোনমঃ॥ ৭১॥
সদোদিতায় শান্তায় মহাহৃৎধ্বান্তহারিণে।
সর্ব্বগায়াপ্যদৃশ্যায় চিৎসূর্য্যায় নমোনমঃ॥ ৭২॥
অস্নেহস্নেহদীপায় বৃত্তিনিষ্ক্রান্তবর্ত্তিনে।
স্বভাবাধারধীরায় চিদ্দীপায় নমোনমঃ॥ ৭৩॥
মদনানলসন্তপ্তে শীতেন মনসা মনঃ।
ভগ্নমন্তর্ময়াতপ্ত ময়সেব বলাদয়ঃ॥ ৭৪॥
ইন্দ্রিয়েণেন্দ্রিয়ং ছিত্ত্বা ছিত্ত্বা চ মনসা মনঃ।
অহঙ্কৃতিমহঙ্কৃত্যা ছিত্ত্বা শেষোজয়াম্যহম্॥ ৭৫॥
ভাবেনাভাবমাচ্ছিদ্য হিত্বা তৃষ্ণামতৃষ্ণয়া।
নিষ্পিষ্য প্রজ্ঞয়াঽপ্রজ্ঞাং জ্ঞোজ্ঞঃ সত্যোসি তে নমঃ॥৭৬॥

কলাভিঃ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি"ইতি শ্রুত্যুক্তাভিঃ সপ্তদশভিঃ "ষোড়শকলঃ সোম্য পুরুষ"ইতি শ্রুতিদর্শিতাভির্ব্বা। চন্দ্রপক্ষে তু প্রসিদ্ধাভিঃ। নিষ্কলায় নিরবয়বায়। চন্দ্রপক্ষে কলাব্যতিরিক্তদেবতাত্মনে॥৭১

চিৎসূর্য্যো প্রসিদ্ধসূর্য্যাৎ সদোদিতায়েত্যাদিবিশেষণৈর্ব্বিশেষোদর্শিতঃ। শান্তায় অতাপকায়। অদৃশ্যায় দৃশ্যবিলক্ষণায়॥ ৭২॥

অস্নেহোনির্স্তৈলঃ স্নেহং পরম প্রেমাণং দীপয়তীতি স্নেহদীপঃ। অথবা পুত্রমিত্রধনাদিষ্বস্নেহাঃ যতয়স্তেষাং স্নেহেন দীপ্যতে। সর্ব্ববস্তুস্বভাবানামাধারায় ধীরায় ধীপ্রকাশকায়॥ ৭৩॥

ইদানীং স্বপৌরুষং সফলমিত্যভিনন্দতি মদনেত্যাদিনা। যথা অয়সা কাষ্ঠায়সটঙ্কেন তপ্তময়ো ভজ্যতে তথা শীতেন শমাদিযুক্তেন মনসা মদনানলসন্তপ্তং মনো ময়া ভগ্নমিত্যর্থঃ॥ ৭৪॥

প্রত্যক্প্রবণেনেন্দ্রিয়েণ চক্ষুরাদিনা পরাক্প্রবণং তদেব ছিত্ত্বা। এবং মনোঽহঙ্কারয়োরপি বোধ্যম্। শেষোঽবশিষ্টচিন্মাত্রোঽহম্॥ ৭৫॥

ভাবেন শ্রদ্ধয়া অভাবমশ্রদ্ধাম্। উহাপোহবতী বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞা তয়া অবিচারসন্দেহাদিলক্ষণামপ্রজ্ঞাম্। অজ্ঞোজ্ঞাতৃত্বাভিমানশূন্যো জ্ঞো জ্ঞপ্তিমাত্র-

মনসা মনসি চ্ছিন্নে নিরহঙ্কারতাং গতে।
ভাবেন গলিতে ভাবে স্বচ্ছস্তিষ্ঠামি কেবলঃ ॥ ৭৭ ॥
নির্ভাবং নিরহঙ্কারং নির্ম্মনস্কমনীহিতম্।
কেবলং স্পন্দশুদ্ধাত্মন্যেতত্তিষ্ঠতি মে বপুঃ ॥ ৭৮ ॥
হেলানুকম্পিতানন্তবিশ্বেশাদতিশায়িনী।
পরমোপশমোপেতা জাতেয়ং মম নির্ব্বৃতিঃ ॥ ৭৯ ॥
প্রশান্তমোহবেতালো গতাহঙ্কাররাক্ষসঃ।
কদাশারূপিকোন্মুক্তো জাতোস্মি বিগতজ্বরঃ ॥ ৮০ ॥
তৃষ্ণারজ্জুগুণং ছিত্ত্বা মচ্ছরীরকপঞ্জরাৎ।
ন জানে ক্ব গতোড্ডীয় দুরহঙ্কৃতিপক্ষিণী ॥ ৮১ ॥
উদ্ধূলিতে ঘনাজ্ঞান কুলায়ে কায়পাদপাৎ।
ন জানে গত উড্ডীয় ক্বাহন্তাববিহঙ্গমঃ ॥ ৮২ ॥
দুরাশাদীর্ঘদৌরাত্ম্যধূসরা ভোগভস্মনা।
ভয়ভোগি হিতা দিষ্ট্যা ভূয়স্তোবাসনাঃ ক্ষতাঃ ॥ ৮৩ ॥

স্বভাব এব সত্যোসি তাদৃশায় তে মহ্যং নমঃ ॥ ৭৬ ॥

ভাবেন ব্রহ্মাহন্তাবেন দেহাদ্যহন্তাবে গলিতে ॥ ৭৭ ॥

নির্ভাবং ভাবনাহেতুবুদ্ধিশূন্যম্। অনীহিতং ইচ্ছাহেতুচিত্তশূন্যম্। স্পন্দঃ প্রাণনক্রিয়া তন্মাত্রেণ শুদ্ধ আত্মা যস্য তথাবিধে জীবন্মুক্তাত্মনি তিষ্ঠতি জীবতি। তথাচ শ্রুতি"স্তস্মাদেকমেব ব্রতং চরেৎ প্রাণ্যাচ্চৈবাপাণ্যাচ্চে"তি॥৭৮

হেলয়ৈবং অনুকম্পিতা ভোগৈশ্বর্য্যদানেনানুগৃহীতা অনন্তাঃ স্বভক্তা যেন তথাবিধাৎ বিশ্বেশাৎ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদেরপ্যতিশায়িনী উৎকৃষ্টা নির্ব্বৃতি-র্নিরতিশয়ানন্দবিশ্রান্তিঃ ॥ ৭৯ ॥

রূপিকা পিশাচী তয়োন্মুক্তঃ অতএব বিগতজ্বরঃ ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥

উদ্ধূলিতে জ্ঞানাভ্যাসপেষণেন ধূলীকৃত্যো ড্ডায়িতে ॥ ৮২ ॥

দুরাশাভির্দ্দীর্ঘৈর্দ্দৌরাত্ম্যৈর্দুষ্টদেহাদ্যাত্মত্বাভিমানৈশ্চ ধূসরা মলিনা ভয়লক্ষণানাং ভোগিনাং সর্পাণাং হিতা ভূয়স্তো দুর্ব্বাসনাঃ ভোগান্ ভস্ময়তীতি ভোগভস্মসমাধিস্তেন ক্ষতা উচ্ছিন্নাঃ ॥ ৮৩ ॥

এতাবন্তমহং কালং কোঽভূবং চিত্রমীদৃশম্।
যেনাহমেষমিথ্যৈব দৃঢ়াহঙ্কাররতাং গতঃ॥ ৮৪ ॥
অদ্যাহমস্মি জাতোঽয়মহমদ্য মহামতিঃ।
অহঙ্কারমহাভ্রেণ যৎ কৃষ্ণেনালমুজ্ঝিতঃ॥ ৮৫ ॥
দৃষ্টোঽয়মাত্মা ভগবাংস্তথৈবাধিগতোময়া।
আলব্ধশ্চানুভূতোঽঙ্গং স্বানুভূতৌ নিযোজিতঃ॥ ৮৬ ॥

গতাস্পদং গতমননং গতৈষণং
তিরস্কৃতং নিপুণমহঙ্কৃতিভ্রমৈঃ।
নিরীহিতং ব্যপগতরাগরঞ্জনং
বিকৌতুকং প্রশমমিদং গতং মনঃ॥ ৮৭ ॥
দুরন্তরাঃ সমবিষমা মহাপদঃ
সুদুঃসহাঃ প্রভবনদীর্ঘদোষদাঃ।

ইদানীং নিদ্রাক্ষয়ে স্বাপ্নদুর্দ্দশামিব প্রাক্তনীমহঙ্কারদশাং স্মৃত্বা বিস্ময়তে এতাবন্তমিতি। চিত্রমাশ্চর্য্যম্॥ ৮৪ ॥

অদ্যাহময়মনুভূয়মাননিরতিশয়ানন্দস্বভাবো জাতঃ প্রাদুর্ভূতঃ যৎ যতোঽহং মহতী অপরিচ্ছিন্নব্রহ্মাকারা মতিঃ সাক্ষাৎকারবৃত্তির্যস্য তথাবিধঃ সন্নহঙ্কারমহাভ্রেণালং নিশেষমুজ্ঝিতোনির্ম্মুক্ত ইত্যর্থঃ॥ ৮৫ ॥

মহামতিরিত্যেতদ্বিশদয়তি দৃষ্ট ইতি। বাক্যপ্রমাণেন দৃষ্টোমননেনাধিগতঃ সমাধৌ মনসা চিরাশ্লেষমালব্ধসমাধ্যনুভূতশ্চাঙ্গং স্বদেহমিব সদা স্বানুভূতৌ নিযোজিতঃ। তথা চাহুঃ। "দেহাত্মজ্ঞানবজ্জ্ঞানং দেহাত্মজ্ঞানবাধকম্। আত্মন্যেব ভবেদ্যস্য স নেচ্ছন্নপিমুচ্যে" ইতি॥ ৮৬ ॥

সাম্প্রতং নির্দ্দোষবিক্ষেপং স্বমনঃপ্রশমং গতমিত্যাহ গতাস্পদমিতি। গতাস্পদং নির্ব্বিষয়ম্। বিষয়াণাং মননাৎ ধিতেষৈষণা প্রসিদ্ধেতি মূলোচ্ছিত্ত্যা গতমননং গতৈষণঞ্চ। নিপুণং নিতরাং তিরস্কৃতং নিরাকৃতমুজ্ঝিতমিতি যাবৎ। অতএব নিরীহিতং নিশ্চেষ্টম্। কৌতুকং ভোগোৎকণ্ঠা তদ্রহিতম্। অতএব নিরিন্ধনাগ্নিবৎ প্রশমং গতমিত্যর্থঃ॥ ৮৭ ॥

গতাঃ ক্ষয়ং সমধিগতোমহেশ্বর
শ্চিদদ্বয়োপগতমচিত্ত্বমন্তরে ॥ ৮৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে ব্রহ্মতাত্মলাভচিন্তা নামঃ
পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

মনঃপ্রশমাদেব সর্ব্বাপন্নিবৃত্তিং নিরতিশয়ানন্দাত্মাবাপ্তিং চ বদন্নুপসং-হরতি দুরুত্তরা ইতি। প্রভবনা হি নানাযোনিজন্মপরম্পরাঃ দীর্ঘা দোষাঃ কামলোভমোহাদয়স্তৎপ্রদাঃ সমাশ্চিরকালৈকরূপদুঃখা বিষমাঃ প্রতিক্ষণ-বিচিত্রদুঃখা মহাপদঃ ক্ষয়ং গতাঃ। চিদদ্বয়োমহেশ্বরঃ পূর্ণানন্দাত্মা সমধি-গতঃ। তৎ কুতঃ যতঃ অন্তরে প্রত্যগাত্মন্যচিত্ত্বমজ্ঞানজাড্যং জ্ঞানেনাপ-গতঃ বাধিতমিত্যর্থঃ ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

—○()*()○—

প্রহ্লাদ উবাচ।

আত্মা সর্ব্বপদাতীতশ্চিরাৎ সংস্মৃতিমাগতঃ।
দিষ্ট্যা লব্ধোসি ভগবন্নমস্তেস্তু মহাত্মনে ॥ ১ ॥
অভিবন্দ্যাথ চালোক্য চিরমালিঙ্গ্যসে ময়া।
কোন্যঃ স্যাৎ ত্বদৃতে বন্ধুর্ভগবন্ ভুবনত্রয়ে ॥ ২ ॥
হংসি পাসি দদাসি ত্বং স্তৌষি যাসি বিবল্গসি।
অয়ং প্রাপ্তোসি দৃষ্টোসি কিং করোষি ক্ব গচ্ছসি ॥ ৩ ॥
স্বসত্তাপূরিতাশেষ বিশ্ববিশ্বজনীন ভোঃ।
সর্ব্বত্র লক্ষ্যসে নিত্য-মধুনা ক্ব পলায়সে ॥ ৪ ॥

আত্মানং দুর্ল্লভং প্রাপ্য প্রহ্লাদঃ প্রণমন্মুহুঃ।
স্তৌতি নন্দতি কান্তেব কান্তেন রমতে রহঃ ॥ ১ ॥

সর্ব্বেভ্যোমানুষানন্দাদিহৈরণ্যগর্ভান্তেভ্যঃ পদেভ্যঃ সুখোৎকর্ষস্থানেভ্যো-প্যতীতো নিরতিশয়ানন্দরূপঃ আত্মা প্রত্যক্। মহাত্মনে অপরিচ্ছিন্নস্বভা-বায় ॥ ১ ॥

চিরমালিঙ্গ্যসে ক্ষীরোদকবৎ সমরসবৃত্ত্যা সমাধাবনুভূয়সে। বন্ধুঃ পরমপ্রিয়ঃ ॥ ২ ॥

যাবৎ ন প্রাপ্তো ন দৃষ্টশ্চ তাবৎ মৃত্যুভূর্ত্বা অভক্তান্ হংসি। ভক্তান্ পাসি। উপাসনাকর্ম্মভিরারাধিতোদদাসি। স্তাবকাদিরূপেণ স্তৌষি। গন্তৃ-রূপেণ যাসি। সর্ব্বরূপেণ চ বিবল্গসি ব্যবহরসি। ময়া তু অয়ং নিত্যা-পরোক্ষস্বভাবঃ প্রাপ্তোদৃষ্টশ্চ অতঃপরং মাং প্রতি কিং করোষি ক বা গচ্ছসি। ন ত্বয়েদানীমন্যতোগন্তং কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং বা পূর্ব্ববচ্ছক্যমিত্যর্থঃ ॥৩॥

বিশ্বেভ্যোজনেভ্যোহিত বিশ্বজনীন ॥ ৪ ॥

আবয়োরন্তরং ভূরি জন্মব্যবহিতান্তরম্।
অদূরমদ্য সম্পন্নং দিষ্ট্যা দৃষ্টোসি বান্ধব ॥ ৫ ॥
নমস্তে কৃতকৃত্যায় কর্ত্রে ভর্ত্রে নমোস্তু তে।
নমঃ সংসারবৃন্তায় নিত্যায় বিমলাত্মনে ॥ ৬ ॥
নমশ্চক্রাব্জহস্তায় নমশ্চন্দ্রার্দ্ধধারিণে।
নমোবিবুধনাথায় নমস্তে পদ্মজন্মনে ॥ ৭ ॥
বাচ্যবাচকদৃষ্ট্যৈব ভেদোযোয়মিহাবয়োঃ।
অসত্যা কল্পনৈবৈষা বীচিবীচ্যম্ভসোরিব ॥ ৮ ॥
ত্বমেবানন্তয়ানন্তবস্তু বৈচিত্র্যরূপয়া।
ভাবাভাববিলাসিন্যা নিত্যয়ৈব বিজৃম্ভসে ॥ ৯ ॥
নমোদ্রষ্ট্রে নমঃ স্রষ্ট্রে নমোনন্তবিকাসিনে।
নমঃ সর্ব্বস্বভাবায় নমস্তে সর্ব্বগাত্মনে ॥ ১০ ॥
প্রতিজন্ম চিরং বহ্ব্যো দীর্ঘদুঃখবতা ময়া।
ত্বয়া ময়োপদিষ্টেন দগ্ধেনাপহতৌজসা ॥ ১১ ॥

অন্তরমন্তর্দ্ধায় কমজ্ঞানং অভূদিতি শেষঃ। অদ্য তন্নাশাদদূরমত্যন্তাভেদলক্ষণমতিসামীপ্যং সম্পন্নম্ ॥ ৫ ॥

সংসারলক্ষণস্য পর্ণস্য বৃন্তায় ॥ ৬ ॥

বিবুধনাথা যেন্দ্ররূপায় ॥ ৭ ॥

বাচ্যবাচকদৃষ্ট্যা ব্যবহারদৃষ্ট্যা। এষা ব্যবহারদৃষ্টির্ভিদা চ ॥ ৮ ॥

অনন্তয়া কল্পনয়েতি শেষঃ। নিত্যয়া প্রবাহানাদ্যা ॥ ৯ ॥

আদৌ সৃজ্যপদার্থানাং দ্রষ্ট্রে। ততঃ স্রষ্ট্রে। সৃষ্ট্বা চানন্তরূপৈর্ব্বিকাসিনে। অতএব সর্ব্বস্বভাবায়। অধিষ্ঠানতয়া সর্ব্বগাত্মনে ॥ ১০ ॥

এতাবন্তং কালং মদ্রূপেণ ত্বমেব মচ্ছন্দানুবর্ত্তনা চ্ছান্ত ইদানীং ত্বয়ৈব ত্বং বিশ্রান্তয়ে লব্ধ ইত্যাহ প্রতিজন্মেতি। ময়া মত্তাবাপন্নেন জীবভূতেন ত্বয়া ময়া স্বকামাদিদোষানুসারেণোপদিষ্টেনাসন্মার্গেণ প্রবৃত্তত্বাৎ দগ্ধেন অতএবাপহতৌজসা তিরোহিতেশ্বরভাবেন ত্বয়া লোকদৃশউর্দ্ধাধোমধ্যলোক-

আলোকিতালোকদৃশো দৃষ্টা দৃষ্টান্তদৃষ্টয়ঃ।
ন প্রাপ্তস্তত্ত্বয়ানেন কিঞ্চিদাসাদিতং ভবেৎ॥ ১২॥
সর্ব্বং মৃৎকাষ্ঠপাষাণ-বারিমাত্রমিদং জগৎ।
নেহাস্তি ত্বদৃতে দেব যৎপ্রাপ্তৌ নাভিবাঞ্ছতি॥ ১৩॥
দেবায়মদ্যলব্ধোসি দৃষ্টোস্যধিগতোসি চ।
সম্প্রাপ্তোসি গৃহীতোসি নমস্তেস্তু ন মুহ্যসি॥ ১৪॥
যোক্ষ্ণোঃ কনীনিকারশ্মি-জালপ্রোতবপুঃস্থিতঃ।
দেব দর্শনরূপেণ কথং সোত্র ন দৃশ্যতে॥ ১৫॥
যস্ত্বক্স্পর্শৌ স্পৃশন্ সর্ব্বং গন্ধং তৈলং তিলে যথা।
স্পর্শমন্তঃকরোত্যেষ স কথং নানুভূয়তে॥ ১৬॥
যঃ শব্দশ্রবণাদন্তঃ শব্দশক্তিং পরামৃশন্।
রোমাঞ্চং জনয়ত্যঙ্গে স দূরস্থঃ কথং ভবেৎ॥ ১৭॥
জিহ্বাপল্লবলগ্নানি স্বদিতস্যাগ্রতোপি চ।

সঞ্চারভ্রমান্তেষু বিবেকানুকূলদৃষ্টান্তদৃষ্টয়শ্চ আলোকিতাঃ। তত্তস্মাদ্বহির্লোক-দর্শনাত্ত্বং ত্বয়া ন প্রাপ্তঃ অনেন লোকত্রয়দর্শনেন চ কিঞ্চিৎ স্বল্পমপি পুরুষার্থরূপমাসাদিতং ন ভবেৎ নাভূদিতি দ্বয়োরর্থঃ॥ ১১॥ ১২॥

কুতোনাভূত্তত্রাহ সর্ব্বমিতি। নাভিবাঞ্ছতি পুরুষার্থেচ্ছাপূর্ণা ভবতি। তত্তাদৃশং বস্তু ত্বদৃতে ত্বাং বিনা ইহ জগতী অন্যন্নাস্তীত্যর্থঃ॥ ১৩॥

ন মুহ্যসি মোহনিস্তীর্ণোসীতি যাবৎ॥ ১৪॥

কথমহং দৃষ্ট ইতি চেৎ চাক্ষুষাদিসর্ব্ববৃত্তিপ্রথারূপেণ প্রতিবোধবিদিতং মতমিতি শ্রুতিদর্শিতোপায়েনেত্যাহ য ইতি। চক্ষুর্দ্বারান্তঃকরণস্য ঘটাদি-দেশনির্গমনে তদবচ্ছিন্নচৈতন্যাত্মাহক্ষিকনীনিকারশ্মিজালপ্রোতবপুঃস্থিত ই-ত্যর্থঃ। এবমগ্রেপ্যূহ্যম্॥ ১৫॥

ত্বচং স্পর্শমৌষ্ণ্যাদিকঞ্চ স্পৃশন্ স্পার্শনবৃত্ত্যা ব্যাপ্নুবন্ যথা তিলে-ষন্তর্গতং তৈলং তিলসংযুক্তপুষ্পগন্ধমন্তঃকরোতি গৃহ্ণাতি তদ্বৎ স্পর্শং শীতাদি অন্তঃ করোতি ব্যাপ্য প্রকাশয়তি॥ ১৬॥

শব্দশক্তিং গানকাব্যাদিগুণচমৎকারম্। পরামৃশন্ প্রকাশয়ন্॥ ১৭॥

স্বদন্তে যস্য বস্তূনি স্বদতে স ন কস্য চ ॥ ১৮ ॥
পুষ্পগন্ধানুপাদায় ঘ্রাণহস্তেন দেহকম্ ।
য আলোকয়তি প্রীত্যা কস্যাসৌ ন করে স্থিতঃ ॥ ১৯ ॥
বেদবেদান্তসিদ্ধান্ত তর্কপৌরাণগীতিভিঃ ।
যোগীতঃ স কথং হ্যাত্মা বিজ্ঞাতোযাতি বিস্মৃতিম্ ॥২০॥
সৈবেহ দেহভোগালী সুভগাপীয়মদ্য মে ।
অন্তর্ন স্বদতে স্বচ্ছে ত্বয়ি দৃষ্টে পরাবরে ॥ ২১ ॥
ত্বয়া বিমলদীপেন ভানুঃ প্রকটতাং গতঃ ।
ত্বয়া শীততুষারেণ চন্দ্রঃ শিশিরতাং গতঃ ॥ ২২ ॥
ত্বয়ৈতে গুরবঃ শৈলাস্ত্বয়ৈতে দ্যুচরা ধৃতাঃ ।
ত্বয়ৈবেয়ং ধরা ধীরা ত্বয়ৈবাম্বরমম্বরম্ ॥ ২৩ ॥
দিষ্ট্যা মত্তামসি প্রাপ্তো দিষ্ট্যা ত্বত্তামহং গতঃ ।
অহং ত্বং ত্বমহং দেব দিষ্ট্যা ভেদোস্তি নাবয়োঃ ॥ ২৪ ॥
অহং ত্বমিতি শব্দাভ্যাং পর্য্যায়াভ্যাং মহাত্মনঃ ।
তব বা মম বা শাখা সংযুক্তাভ্যাং নমোনমঃ ॥ ২৫ ॥

বস্তূনি মধুরাম্লাদীনি। অগ্রতঃ পুরস্তাদেব স্বদিতস্য স্বারসিকপ্রেম-বিষয়স্য স্বদন্তে। স্বদতে সুখাত্মনা স্ফুরতি ॥ ১৮ ॥

ঘ্রাণহস্তেন হস্তবদুপাদানকরণেন ঘ্রাণেন কণ্ঠধৃতস্রজঃ পুষ্পাণাং গন্ধানুপাদায় মালালঙ্কৃতং স্বন্দেহকমালোকয়তি পশ্যতি। করে স্থিত ইব স্ফুটং প্রত্যক্ষ ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

'যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধ" ইত্যাদিশ্রুতিদৃশাপ্যাহ ত্বয়েতি ॥ ২২ ॥

দ্যুচরা নভশ্চরা বায়্বাদয়ঃ। ধীরা নিশ্চলা অম্বরমবকাশদম্ ॥ ২৩ ॥

দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। অহং ত্বং ত্বমহমিতি ব্যতিহারেণাভেদোদৃঢ়ীকৃতঃ ॥২৪॥

ইদানীমখণ্ডার্থে প্রমাণতয়া সম্পন্নাবহং ত্বং শব্দৌ নমস্যতি। অহমিতি। লক্ষস্য মহাত্মনোবোধনে পর্য্যায়াভ্যাং তব কারণোপাধিবিশিষ্টস্য বাচ্যার্থস্য মম কার্য্যোপাধিবিশিষ্টস্য বাচ্যার্থস্য বা শাখাবদেকদেশভূতাভ্যামুপাধিভ্যাং

নমোমহ্যমনন্তায় নিরহঙ্কাররূপিণে।
নমো মহ্যমরূপায় নমঃ সমসমাত্মনে ॥ ২৬ ॥
ময্যাত্মনি সমে স্বচ্ছে সাক্ষিভূতে নিরাকৃতৌ।
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নে স্বাত্মন্যেবেহ তিষ্ঠসি ॥ ২৭ ॥
মনঃপ্রক্ষোভমায়াতি স্ফুরন্তীন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ।
শক্তিরুল্লসতি স্ফারা প্রাণাপানপ্রবাহিনী ॥ ২৮ ॥
বহন্তি দেহযন্ত্রাণি কৃষ্টান্যাশাবরত্রয়া।
চর্ম্মমাংসাস্থিদিগ্ধানি মনঃসারথিমন্তি চ ॥ ২৯ ॥
অয়ং সম্বিদ্বপুরহং ন কাচিন্ন কৃতাস্পদঃ।
দেহঃ পততু বোদেতু যথাভিমতয়েচ্ছয়া ॥ ৩০ ॥
চিরাদহমহং জাতঃ স্বাত্মলাভশ্চিরাদয়ম্।
চিরাদুপশমং যাতি কল্পস্যান্তে জগৎ যথা ॥ ৩১ ॥
চিরাৎ সংসারগামিত্বাদ্দীর্ঘে সংসারবর্ত্মনি।

ভেদকল্পনাৎ সংযুক্তাভ্যাং সামানাধিকরণ্যেনান্বিতাভ্যামহং ত্বমিতি শব্দাভ্যাং নমোনম ইত্যাদরাদভ্যাসঃ। দ্বৌ বা-শব্দৌ শাখাদ্বয়সম্বন্ধয়োর্শ্মিথ্যাত্বদ্যোতনার্থৌ ॥ ২৫ ॥

ইদানীমখণ্ডার্থং প্রত্যক্প্রাধান্যেন প্রণম্য তস্যৈব ব্রহ্মতাং দর্শয়তি নম ইত্যাদিনা ॥ ২৬ ॥

হে ব্রহ্মন্ ত্বং ময়ি আত্মনি প্রত্যক্স্বভাব এব তিষ্ঠসি ন কদাচিৎ পরাগ্ভাবে ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

তৎ কুতোজ্ঞাতং তত্রাহ মন ইতি। "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মন" ইত্যাদিশ্রুতিদর্শিতেন মনঃপ্রভৃতীনাময়স্কান্তবৎ প্রবর্ত্তকত্বেন জ্ঞাতমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

তর্হি ত্বং কিং প্রাণনাদিশক্তিকৃত দেহকৃতাস্পদোহঙ্কারাদির্ব্বা নেত্যাহ অয়মিতি। অয়মহং সম্বিদ্বপুরেব ন তু কাচিচ্ছক্তির্নাপি দেহকৃতাস্পদঃ। তর্হি তে কিং দেহেনেতি চেৎ ন কিঞ্চিদিত্যাহ দেহ ইতি ॥ ৩০ ॥

উপশমং যাতি ভ্রম ইতি শেষঃ ॥ ৩১ ॥

বিশ্রান্তোস্মি চিরং শ্রান্তঃ কল্পস্থান্ত ইবানলঃ ॥ ৩২ ॥
সর্ব্বাতীতায় সর্ব্বায় তুভ্যং মহ্যং নমোনমঃ ।
তেভ্যোপি চ নমস্তেস্ত যে মাং ত্বাং প্রবদন্তি চ ॥ ৩৩ ॥
অখিলানন্তসম্ভোগানস্পৃষ্টা দোষবৃত্তিভিঃ ।
জয়ত্যকৃতসংরম্ভা সাক্ষিতা পরমাত্মনঃ ॥ ৩৪ ॥
আত্মন্ পুষ্প ইবামোদো ভস্ত্রাপিণ্ড ইবানিলঃ ।
তিলে তৈলমিবাস্মিংস্ত্বং সর্ব্বত্র বপুষি স্থিতঃ ॥ ৩৫ ॥
হংসি পাসি দদাসি ত্ব-মবস্ফূর্জ্জসি বল্গসি ।
অনহঙ্কৃতিরূপোপি চিত্রেয়ং তব মায়িতা ॥ ৩৬ ॥
জয়ামীশজ্বলদ্দীপ্তিঃ সর্ব্বমুন্মীলয়ঞ্জগৎ ।
জয়াম্যুপরতারম্ভো জগদ্ভূয়োনিমীলয়ন্ ॥ ৩৭ ॥
পরমাণোস্তবৈবান্তরিদং সংসারমণ্ডলম্ ।
বটত্বং বটধানায়াং বভূবাস্তি ভবিষ্যতি ॥ ৩৮ ॥

সংসারগামিত্বাৎ সংসারে ভ্রমণশীলত্বাৎ। এতাবৎ কালং সংসারবর্ত্মনি শ্রান্তোহং সম্প্রতি বিশ্রান্তঃ ॥ ৩২ ॥

যে গুরবো বেদান্তাশ্চ ত্বাং মাং মদ্রূপমেব প্রবদন্তি ॥ ৩৩ ॥

অখিলা অনন্তাঃ সম্ভোগাঃ প্রকাশ্যা যস্যাস্তথাবিধাপি প্রাকাশ্যদোষবৃত্তিভিরস্পৃষ্টা। ন কৃতঃ সংরম্ভ অভিনিবেশোযয়া উদাসীনেত্যর্থঃ। অতএব জয়তি ॥ ৩৪ ॥

ত্বমেব সর্ব্বত্র সার ইত্যাহ আত্মন্নিতি ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বকর্ত্তাপি ত্বমেবেত্যাহ হংসীতি ॥ ৩৬ ॥

সর্গকালে ঈশেন ত্বয়া চিদাত্মনা জ্বলদ্দীপ্তির্ব্বহিরন্তশ্চার্থপ্রকাশনেনোজ্জ্বলিতো হহং জীবভাবেনানুপ্রবিশ্য নামরূপাত্মকং সর্ব্বং জগৎ উন্মীলয়ন্ ব্যাকুর্ব্বংস্ত্বদাত্মনৈব জয়ামি বশীকৃত্য পালয়ামি। প্রলয়কালে চাহমুপরতারম্ভো জগৎ ভূয়ঃ পুনর্নিমীলয়ন্নুপসংহরন্নপি ত্বদাত্মনৈব জয়াম্যভিভবামীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

হয়দ্বিপরথাকারৈর্যদ্বৎ খে দৃশ্যতেঽম্বুদঃ।
তদ্বদালোক্যসে দেব পদার্থশতবিভ্রমৈঃ ॥ ৩৯ ॥
ভাবানাং ভূরিভঙ্গানা-মভবায় ভবায় চ।
ভবভাববিমুক্তাত্মা ভাবাভাববহিষ্কৃতঃ ॥ ৪০ ॥
জহি মানং মহাকোপং কালুষ্যং ক্রূরতাং তথা।
ন মহান্তোনিমজ্জন্তি প্রাকৃতে গুণসঙ্কটে ॥ ৪১ ॥
প্রাক্তনীং দীর্ঘদৌরাত্ম্য-দশাং স্মৃত্বা পুনঃ পুনঃ।
কোঽহং কিং তদ্বভূবেতি হসন্ মুক্তাচ্ছটাসিতম্ ॥ ৪২ ॥
তে প্রয়াতাঃ সমারম্ভা গতাস্তে দগ্ধবাসরাঃ।
যেষু চিন্তানলজ্বালা জালাকীর্ণোভবানভূৎ ॥ ৪৩ ॥
অদ্য ত্বং দেহনগরে রাজা স্ফারমনোরথঃ।
ন দুঃখৈর্গৃহ্যসে নাপি সুখৈর্ব্ব্যোমকরৈরিব ॥ ৪৪ ॥
অদ্যেন্দ্রিয়দুরশ্বাংশ্চ জিত্বা জিতমনোগজঃ।
ভোগারিমভিতোভংক্ত্বা সাম্রাজ্যমধিতিষ্ঠসি ॥ ৪৫ ॥
অপারাম্বরপান্থস্ত্ব মজস্রাস্তময়োদয়ঃ।

পরমাণোরত্যন্তসূক্ষ্মস্য দুর্লক্ষ্যস্যেত্যর্থঃ। বটত্বং বটব্যক্তিসম্বলিতা জাতিঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

ইদানীং স্বয়ং মুক্তাত্মা স্বাভিন্নায় বদ্ধাত্মনে মোক্ষোপায়মুপদিশতি ভাবানামিত্যাদিনা। ভূরিভঙ্গানাং বহুবিধবিকারস্বভাবানাং অভবায় বাধায় ভবায় নিরতিশয়ানন্দস্বরূপাবির্ভাবায় চ অসঙ্গাত্মদর্শনেন ভাবাভাবাভ্যাং বহিষ্কৃতোবিবিক্তঃ সন্ তদ্ভাবেনৈব সদা বিমুক্তাত্মা ভব মা পুনর্ব্বন্ধং প্রতিপদ্যস্বেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

তদুপায়ভূতাং পূর্ব্বপীঠিকামুপদিশতি জহীত্যাদিনা ॥ ৪১ ॥

ইতি বিচার্য্যেতি শেষঃ। মুক্তানাং ছটাঃ কণা ইব সিতং শুভ্রং যথা স্যাৎ তথা হসন্ প্রাক্তনীং দীর্ঘদৌরাত্ম্যদশাং জহীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

করৈর্ম্মুষ্টিভির্ব্ব্যোমেব ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥

অবভাসকরো নিত্যং বহিরন্তশ্চ ভাস্করঃ ॥ ৪৬ ॥
সর্ব্বদৈবাসি সংসুপ্তঃ শক্ত্যা সম্বোধ্যসে বিভো ।
ভোগালোকনলীলার্থং কামিন্যা কামুকোযথা ॥ ৪৭ ॥
দৃক্ক্ষুদ্রাভিরুপানীতং দূরাদ্রূপমধু ত্বয়া ।
পীয়তে স্বীকৃতং শক্ত্যা নেত্রবাতায়নস্থয়া ॥ ৪৮ ॥
ব্রহ্মাণ্ডকোটরা ধ্বান্তাঃ প্রাণাপানপরৈস্ত্বয়া ।
গতাগতৈর্ব্রহ্মপুরে সম্প্রেক্ষন্তে প্রতিক্ষণম্ ॥ ৪৯ ॥

বহিঃ অবিদ্যাদৃশি অন্তঃস্বরূপদৃশি চ যথাক্রমমজস্রমস্তময় উদয়শ্চ যস্য। অথবা অজস্রমভীক্ষ্ণং জগতঃ অস্তময়োদয়ৌ প্রলয়সর্গৌ যস্মাদিত্যর্থঃ। ভাস্করপক্ষে স্পষ্টম্ ॥ ৪৬ ॥

যদ্যেবং তর্হি সর্ব্বত্র তথা কুতোনাবগচ্ছামি তত্রাহ সর্ব্বদৈবেতি। সর্ব্বদা অনাদিকালাৎ সুপ্তোসি। শক্ত্যা ভোক্তৃকাদৃষ্টশক্ত্যা ভোগালোকনলীলার্থং ভাবমাত্রং সম্বোধ্যসে ন পূর্ণাত্মরূপেণেত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

ভোগালোকনলীলামেব বিশদয়তি দৃক্ক্ষুদ্রাভিরিতি। দৃশ ইন্দ্রিয়বৃত্তয়স্তল্লক্ষণাভিঃ ক্ষুদ্রাভির্মধুমক্ষিকাভেদৈঃ। রূপাদিলক্ষণং মধু ক্ষৌদ্রম্। নেত্রাদিবাতায়নস্থয়া চিচ্ছক্ত্যা ॥ ৪৮ ॥

যোগিনামুৎক্রমণকালে সুষুম্নাদিমার্গপ্রকাশোপি ত্বদধীন এবেত্যাহ ব্রহ্মাণ্ডেতি। প্রাণাপানশব্দাভ্যাং তন্নিরোধাভ্যাসোলক্ষ্যতে। তৎপরৈর্যোগিভির্ব্রহ্মোপলব্ধিস্থানত্বাৎ ব্রহ্মপুরে দেহে প্রতিক্ষণমভ্যস্তৈর্হৃদি সম্পিণ্ডিতানাং প্রাণানামুৎক্রম্য পরকায়প্রবেশলোকান্তরসঞ্চারাদ্যনুকূলৈর্নানানাড়ীমার্গেষু গতাগতৈঃ সঞ্চারৈর্ব্রহ্মাণ্ডান্তরং গন্তুমর্চ্চিরাদিমার্গেণ সূর্য্যমণ্ডলং গন্তুং বা ব্রহ্মাণ্ডকোটরস্য ব্রহ্মরন্ধ্রস্য চ সম্বন্ধিনঃ অধ্বান্তাঃ সুষুম্নাদিমার্গপর্ব্বাণি ত্বয়ৈব স্বয়ং জ্যোতিষা করণেন সম্প্রেক্ষ্যন্তে স্ফুটং দৃশ্যন্তে। "হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতী"তি শ্রুতের্যদপি সর্ব্বেষাং মরণে নাড়ীদ্বারপ্রকাশ আত্মজ্যোতিরধীন এব তথাপ্যযোগিনাং পীড়াপারবশ্যাদিনা তদবধানাশক্তের্যোগিনাং চাভ্যাসকালে মরণকালে চ সাবধানত্বাৎ ত এবোদাহৃতাঃ ॥ ৪৯ ॥

দেহপুষ্পে ত্বমামোদো দেহেন্দৌ ত্বমৃতামৃতম্।
রসস্ত্বং দেহবিটপে শৈত্যং দেহহিমে ভবান্॥ ৫০॥
ত্বয্যস্তি বিস্ময়স্নেহঃ শরীরক্ষীরসর্পিষি।
ত্বমন্তরস্থ দেহস্থ দারুণ্যগ্নিরিব স্থিতঃ॥ ৫১॥
ত্বমেবানুত্তমাস্বাদঃ প্রাকাশ্যং তেজসামপি।
অবগন্তা ত্বমর্থানাং ত্বং ভাসামবভাসকঃ॥ ৫২॥
স্পন্দস্ত্বং সর্ব্ববায়ূনাং ত্বং মনোহস্তিনোমদঃ।
প্রজ্ঞানলশিখায়াস্ত্বং প্রাকাশ্যং তৈক্ষ্যমেব চ॥ ৫৩॥
ত্বদ্বশাদিয়মাত্মীয়া বাচা সম্প্রবিলীয়তে।
দীপবৎ পুনরন্যত্র সমুদেতি কুতোপি সা॥ ৫৪॥
ত্বয়ি সংসারবর্ত্তিন্যঃ পদার্থাবলয়স্তথা।
কটকাঙ্গদকেয়ূর যুক্তয়ঃ কনকে যথা॥ ৫৫॥

ঋতং পরমার্থসত্যভূতমমৃতম্। দেহলক্ষণে বিটপে শাখায়াং রাগাদি-পল্লবোদ্গমনিমিত্তভূতো রসঃ॥ ৫০॥

সর্ব্বপ্রাণিনাং শরীরে স্বয়স্থ গর্ব্বস্থ নিমিত্তভূতঃ স্নেহো যোস্তি স শরীরলক্ষণস্থ ক্ষীরস্থ সর্পিষি ঘৃতবৎ সারভূতে ত্বয্যেব সোস্তি। ত্বয়া তদভিমানত্যাগে স্নেহাদর্শনাদিত্যর্থঃ॥ ৫১॥

অনুত্তমাস্বাদোঽতিমধুরোঽমৃতস্বরূপ ইতি যাবৎ। তেজসাং সূর্য্যাদী-নাম্। অধিদৈবং প্রাকাশ্যং প্রকাশনিমিত্তম্। অধ্যাত্মঞ্চ ভাসাং চক্ষু-রাদিকরণানামবভাসকঃ॥ ৫২॥

বায়ূনাং প্রাণানাং স্পন্দয়তীতি স্পন্দঃ। মনোলক্ষণস্থ হস্তিনো মদ ইব ভ্রান্তিনিমিত্তম্। তৈক্ষ্যমৌষ্ণ্যনিমিত্তম্॥ ৫৩॥

বাচা বাণী। আপশ্চৈব হলন্তানামিতিভাগুরিমতেন টাপ্। ত্বদ্বশাৎ-ত্বয়োপসংহারাৎ সম্প্রবিলীয়তে· উপশাম্যতি মরণমূর্চ্ছাস্বপ্নেষু। অন্যত্র দেহান্তরেষু॥ ৫৪॥

পদার্থাবলয়ঃ সমুদ্যন্তীতি বিপরিণামেনানুষজ্যতে॥ ৫৫॥

ভবানয়ময়ং চাহং ত্বং শব্দৈরেবমাদিভিঃ।
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং লীলার্থং স্তৌষি বক্ষি চ ॥ ৫৬ ॥
মন্দানিলবিনুন্নাব্দো গজাশ্বনরদৃষ্টিভিঃ।
যথা সংলক্ষ্যতে ব্যোম্নি তথা ত্বং ভূতদৃষ্টিভিঃ ॥ ৫৭ ॥
যথা হয়গজাকারৈর্জ্বালা লসতি বহ্নিষু।
তথৈবাব্যতিরিক্তৈস্ত্বং দৃশ্যসে ভুবি সৃষ্টিষু ॥ ৫৮ ॥
ত্বং ব্রহ্মাণ্ডকমুক্তানামচ্ছিন্নস্তন্তুরাততঃ।
ক্ষেত্রং ত্বং ভূতশস্যানাং চিদ্রসায়নসেবিতম্ ॥ ৫৯ ॥
অসত্তদনভিব্যক্তং পদার্থানাং প্রকাশ্যতে।
ত্বয়া তত্ত্বং যথা পক্ত্যা মাংসানাং স্বাদবেদনম্ ॥ ৬০ ॥
বিদ্যমানাপি বস্তুশ্রীর্ন স্থিতা ত্বয়ি ন স্থিতে।
বনিতারূপলাবণ্যসত্ত্বেব গতচক্ষুষঃ ॥ ৬১ ॥
সদপীহ ন সত্তায়ৈ বস্তুনা বর্জ্জিতং ত্বয়া।

ত্বয়ৈব স্বাত্মনি মদাদিশব্দৈর্ব্যবহারঃ ক্রিয়তে ন ত্বত্তোঽন্যোঽস্তীত্যাহ ভবানিতি। স্তৌষি গুণৈঃ। বক্ষি অন্যৎ ॥ ৫৬ ॥

অব্দোমেঘঃ ॥ ৫৭ ॥

প্রত্যেকং জ্বলৎসু কাষ্ঠেষু কাসাঞ্চিজ্জ্বালানাং হয়াদ্যাকারতাপি কদাচিদ্দৃশ্যতে ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণানাং মুক্তানাং মুক্তাফলানাম্। জলতেজ আবরণাভ্যাং চাকচক্যেন বর্ত্তুলত্বেন চ সাম্যাৎ ॥ ৫৯ ॥

ক্ষেত্রত্বমুপপাদয়তি ত্বয়েতি। ত্বয়া অনভিব্যক্তমতএবাসৎপ্রায়মবিদ্যাবীজান্তস্থানাং সৃজ্যপদার্থানাং তৎ প্রসিদ্ধং তত্ত্বং স্বরূপং সর্গেণ সৃজনেন প্রকাশ্যতে। যথা পক্ত্যা পাকেন মাংসানাং স্বাদবেদনমাস্বাদনার্হা স্বাদুতা প্রকাশ্যতে তদ্বৎ ॥ ৬০ ॥

এবং চিৎপ্রকাশানাকলিতং সদপ্যসৎপ্রায়মেবেত্যাহ বিদ্যমানেতি। বনিতাসম্বন্ধিনী রূপলাবণ্যসত্ত্বেব ॥ ৬১ ॥

তৃপ্তয়ে ন স্বলাবণ্যং মুকুরাৎ প্রতিবিম্বিতম্ ॥ ৬২ ॥
লুঠন্তি ত্বাং বিনা দেহঃ কাষ্ঠলোষ্ট্রসমঃ ক্ষিতৌ।
সম্পপ্যসন্নগোচ্ছ্রায়ঃ শ্যামাস্বিব রবিং বিনা ॥ ৬৩ ॥
সুখদুঃখক্রমঃ প্রাপ্য ভবন্তং পরিনশ্যতি।
প্রাকাশ্যমাসাদ্য যথা তমস্তেজোথ বা হিমম্ ॥ ৬৪ ॥
ত্বদালোকনয়ৈবৈতে স্থিতিং যান্তি সুখাদয়ঃ।
সূর্য্যালোকনয়া প্রাতর্ব্বর্ণাঃ শুক্লাদয়োযথা ॥ ৬৫ ॥
লব্ধাত্মানো বিনশ্যন্তি সম্বন্ধক্ষণ এব তে।
তে তমাংসীব দীপস্য দৃষ্টা এব ব্রজন্ত্যলম্ ॥ ৬৬॥
তমস্তা তমসোদীপাসত্তায়াং স্ফুটতাং গতা।
দীপসম্বন্ধসময়ে সা চোৎপদ্য বিনশ্যতি ॥ ৬৭ ॥
তদেবং সুখদুঃখশ্রীর্দৃষ্ট্বৈব ত্বামনাময়ম্।

অনাবর্জ্জিতং অর্থক্রিয়াশক্ত্যা অননুগৃহীতং সৎ প্রতীতমপি ন সত্তায়ৈ অর্থক্রিয়ায়ৈ সমর্থমিত্যর্থঃ। মুকুরাৎ দর্পণাৎনিমিত্তাৎ প্রতিবিম্বিতং স্বলাবণ্যং স্বমুখসৌন্দর্য্যং কান্তানাং চুম্বনাধরাস্বাদনাদ্যর্থক্রিয়াপ্রযুক্ততৃপ্তয়ে কামোপশমায় নালমিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

নগস্য গিরের্ব্বৃক্ষস্য চোচ্ছ্রায় ঔন্নত্যং সন্ বিদ্যমানোপ্যভানাদসন্ন সৎপ্রায়ঃ। শ্যামাসু তমিস্রাসু ॥ ৬৩ ॥

প্রাপ্য সাক্ষাদনুভূয়। প্রাকাশ্যং সূর্য্যপ্রকাশম্। তেজো দীপনক্ষত্রাদিপ্রভা ॥ ৬৪ ॥

যতত্বদালোকনয়ৈব লব্ধাত্মানস্তে সুখাদয়ঃ অতশ্চরমসাক্ষাৎকারেন্দ্রস্য তে তব সম্বন্ধক্ষণ এব বিনশ্যন্তি পরন্তু ত্বয়া দৃষ্টা এব ব্রজন্ত্যপগচ্ছন্তি নোপায়ান্তরেণেত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥

দীপস্যাসত্তায়ামবিদ্যমানতায়াং স্ফুটতাং গতা তমসস্তমস্তা দীপালোকসম্বন্ধসময়ে সৈবোৎপদ্য স্বধর্ম্মিণোবিযুজ্য বিনশ্যতি তদ্ধর্ম্মী তু সন্মাত্রস্বভাবো ন নশ্যতীত্যর্থঃ। এবার্থে চকারঃ ॥ ৬৭ ॥

দৃষ্টান্তোক্তং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি তদেবমিতি। সর্ব্বনাশেনেতি। বীজ-

জায়তে জাতমাত্রৈবং সর্ব্বনাশেন নশ্যতি ॥ ৬৮ ॥
ভঙ্গুরত্বাদিহ স্থাতুং কালং নাণুমপি ক্ষমা।
নিমেষলক্ষভাগাখ্যা তন্বী কালকলা যথা ॥ ৬৯ ॥
গান্ধর্ব্বী নগরী তন্বী সুখদুঃখাদিভাবনা।
স্ফুরতি ত্বৎপ্রসাদেন ত্বয়ি দৃষ্টে বিলীয়তে ॥ ৭০ ॥
ত্বদালোকেক্ষণোদ্ভূতা ত্বদালোকেক্ষণক্ষয়া।
মৃতেব জাতা জাতেব মৃতা কেনোপলক্ষ্যতে ॥ ৭১ ॥
ক্ষণমপ্যস্থিরং বস্তু কথং কার্য্যকরং ভবেৎ।
তরঙ্গৈরুৎপলাকারৈর্ম্মালা কথমবেক্ষ্যতে ॥ ৭২ ॥
যদা বা জাতনির্নষ্টং ক্রিয়াং বস্তু করিষ্যতে।
তদা রমেত লোকোয়ং মালাং কৃত্বা তড়িদ্গণৈঃ ॥ ৭৩ ॥

ভাবেন সহেত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

সুখদুঃখশ্রীর্ব্বিষয়াপগমে স্বরসভঙ্গুরত্বাদিহ নিত্যনিরতিশয়ানন্দপ্রকাশাত্মনি অণুমপি কালং ক্ষণমপি স্থাতুং ন ক্ষমা। যথা নিমেষকালস্য লক্ষতমভাগত্বেন প্রসিদ্ধা তন্বী অতিসূক্ষ্মা কালকলা স্বত এব নশ্যতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

এবমতিসূক্ষ্মকালত্বাল্লক্ষয়িতুমশক্যা গান্ধর্ব্বনগরীব মিথ্যাভূতাপি সুখদুঃখাদিভাবনা অজ্ঞাতত্বৎপ্রসাদেন স্থিরেব সত্যেব স্ফুরতি। ত্বয়ি দৃষ্টে সতি বিলীয়তে নশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

অজ্ঞাতত্বদালোকলক্ষণেনেক্ষণেন দুষ্টচক্ষুষোদ্ভূতা। সুজ্ঞাতত্বদালোকেক্ষণেক্ষয়া। এবংভূতেয়ং মৃতা স্বপ্নে পুনর্জ্জাতেব স্বপ্নজাতা জাগরে পুনর্ম্মৃতেবেত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

মিথ্যাবস্তূনাং ক্ষণস্থায়িত্বস্যাপি দুর্ঘটত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বমত্যাশ্চর্য্যমিত্যাহ ক্ষণমপীতি। উৎপলাকারৈরুৎপলবুদ্ধ্যা কল্পিতাকারৈঃ ॥ ৭২ ॥

নহু সৌগতদর্শনবদত্রাপি ক্ষণিকৈরর্থক্রিয়া কিং ন স্যাৎ তত্রাহ যদা বেতি। ন প্রামাণিকী সৌগতৈরপ্যর্থক্রিয়া সাধয়িতুং শক্যেতি ভাবঃ ॥ ৭৩ ॥

ইমাং সুখাদিকাং লক্ষ্মীং বিবেকিজনচেতসি।
স্থিতঃ সন্নেব গৃহ্ণাসি ন জহাসি সমস্থিতিম্ ॥ ৭৪ ॥
অবিবেকিষু যোসি ত্বং সহজাত্মনৃযদৃচ্ছয়া।
তদ্রূপকথনেনালং মমানল্পপদাস্পদ ॥ ৭৫ ॥
নিরীহেণ নিরংশেন নিরহঙ্কৃতিনা ত্বয়া।
সতা বাপ্যসতা বাপি কর্ত্তৃত্বমুররীকৃতম্ ॥ ৭৬ ॥
জয় প্রোড্ডামরাকার জয় শান্তিপরায়ণ।
জয় সর্ব্বাগমাতীত জয় সর্ব্বাগমাস্পদ ॥ ৭৭ ॥
জয় জাত জয়াজাত জয় ক্ষত জয়াক্ষত।
জয় ভাব জয়াভাব জয় জেয় জয়াজয় ॥ ৭৮ ॥
উল্লসাম্যুপশাম্যামি তিষ্ঠাম্যধিগতোস্মি চ।

ইমামুক্তরীত্যা দুর্ঘটামপি সুখদুঃখাদিকাং লক্ষ্মীং তদ্দুর্ঘটতাভিজ্ঞানাং বিবেকিজনানাং চেতসি স্থিতঃ সন্ গৃহ্ণাস্যেব। অবিবেকিভ্যো বিবেকিষু যোবিশেষস্তমাহ ন জহাসীতি ॥ ৭৪ ॥

অবিবেকিষু তর্হি কীদৃশোহসিমিতি প্রশ্নে তু নোত্তরমস্তি। অবিবেকিকল্পনানামানন্ত্যাদনিয়তত্বাচ্চেত্যাহ অবিবেকিষ্বিতি। যদৃচ্ছয়া আকস্মিকনানাবাসনোদ্বোধেন নিমিত্তেন মম বাণীতি শেষঃ। নালং ন সমর্থাম্। হে অনল্পানামনন্তানাং পদানাং রূপভেদানাং নাম্নাঞ্চ আস্পদ ইত্যসামর্থ্য উপপাদকং সম্বোধনম্ ॥ ৭৫ ॥

অনল্পপদাস্পদত্বে চ কর্ত্তৃত্বাধ্যাসো মূলমিত্যাশয়েনাহ নিরীহেণেতি। সতা মূর্ত্তস্থূলদেহোপাধিনা অসতা অমূর্ত্তসূক্ষ্মদেহোপাধিনা। বাশব্দঃ স্বপ্নে সূক্ষ্মস্য স্বাতন্ত্র্যদ্যোতনার্থঃ। অপিশব্দোজাগরে দেহদ্বয়সমুচ্চয়েন কর্ত্তৃত্বদ্যোতনার্থঃ ॥ ৭৬ ॥

ইদানীং বিবেক্যবিবেকিপ্রসিদ্ধরূপদ্বয়েনাপি স্তৌতি জয়েতি দ্বাভ্যাম্। প্রোড্ডামরো ব্রহ্মাণ্ডাদ্যতিবিস্তৃত আকারোযস্য। আগমগ্রহণং সর্ব্বপ্রমাণোপলক্ষণম্। সর্ব্বাগমাস্পদ সর্ব্বপ্রমাণবেদ্য ॥ ৭৭ ॥

জেয় আবিদ্যকরূপেণ জেতুং যোগ্যঃ। স্বাভাবিকেন ত্বজয় অজয্য ॥৭৮॥

জয়ীজয়ায় জীবামি নমো মহ্যং নমোস্তু তে ॥ ৭৯ ॥

ত্বয়ি স্থিতে ময়ি বিগতাময়াত্মনি
স্বসংস্থিতৌ ব্যপগতরাগরঞ্জনে।
ক বন্ধনং ক চ বিপদঃ ক সম্পদো
ভবাভবৌ ক শমমুপৈমি শাশ্বতম্ ॥ ৮০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে আত্মস্তবনং নাম
ষট্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৬ ॥

অতএবাহমাবিদ্যকরূপজয়বত্বাৎ জয়ী। প্রারব্ধশেষস্যাপি জয়ায় জীবামি॥৭৯॥

ত্বৎস্বরূপেণাবস্থিতৌ মম সর্ব্বানর্থনিরাসসিদ্ধিঃ সম্পন্নেত্যুপসংহরতি ত্ব-য়ীতি। ময়ি বিগতাময়াত্মনি অতএব স্বয়ং স্থিতে ত্বয়ি ত্বৎস্বভাবে স্থিতে সতি ভবাভবৌ জন্মমরণে ক কুত্র। অতঃ শাশ্বতং শমং সুখবিশ্রান্তি-মুপৈমি প্রাপ্নোমীত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
ষট্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ।

—০()•()০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্তয়ন্নেব প্রহ্লাদঃ পরবীরহা।
নির্ব্বিকল্পপরানন্দ-সমাধিং সমুপাযযৌ ॥ ১ ॥
নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থশ্চিত্রার্পিত ইবাচলঃ।
শৈলাদিব সমুৎকীর্ণো বভৌ স্বপদমাস্থিতঃ ॥ ২ ॥
তথানুতিষ্ঠতস্তস্য কালোবহুতরো যযৌ।
স্বগৃহে ভুবনস্থস্য মেরোরিব সুরদ্বিষঃ ॥ ৩ ॥
বোধিতোপ্যসুরাধীশৈর্নাবুধ্যত মহামতিঃ।
অকালে বহুসেকোপি বীজকোশাদিবাঙ্কুরঃ ॥ ৪ ॥
এবং বর্ষসহস্রাণি পীনাত্মা তিষ্ঠদেকদৃক্।
শান্ত এবাসুরপুরে মার্ত্তণ্ড ইব চোপলে ॥ ৫ ॥

ইহ ভূয়ঃ সমাধিস্থে প্রহ্লাদে দানবং পুরম্।
অনায়কং দস্যুহতং দুর্দ্দশাপন্নমীর্য্যতে ॥ ১ ॥

ইতি বর্ণিতপ্রকারমাত্মানং সঞ্চিন্তয়ন্ ॥ ১ ॥

স্বপদং স্বরূপসাম্রাজ্যম্ ॥ ২ ॥

স্বগৃহে তথা সমাধৌ তিষ্ঠতস্তস্য সুরদ্বিষঃ প্রহ্লাদস্য ভুবনমধ্যস্থস্থ-মেরোরিব বহুতরঃ কালো যযৌ ॥ ৩ ॥

বীজকোশাৎ বীজপুটাৎ ॥ ৪ ॥

পীনং প্রবৃদ্ধতমং ব্রহ্ম তদাত্মা। পীনাংস ইতি পাঠে স্পষ্টম্। একদৃক্ বাহ্যদৃক্‌শূন্য ইতি যাবৎ। উপলে উৎকীর্ণো মার্ত্তণ্ডঃ সূর্য্য ইব

পরানন্দদশৈকান্তপরিণামিতয়া তয়া।
নিরানন্দং পরাভাসমিবাভাসপদং গতঃ ॥ ৬ ॥
এতাবতাথ কালেন তদ্রসাতলমণ্ডলম্।
বভূবারাজকং তীক্ষ্ণং মাৎস্যন্যায়কদর্থিতম্ ॥ ৭ ॥
হিরণ্যকশিপৌ ক্ষীণে সমাধৌ তৎসুতে স্থিতে।
ন বভূবাপরঃ কশ্চিদ্রাজা দনুসুতালয়ে ॥ ৮ ॥
অসুরেশার্থিনাং তেষাং দানবানাং সমাধিতঃ।
পরেণাপি প্রযত্নেন প্রহ্লাদোন ব্যবুধ্যত ॥ ৯ ॥
ন প্রাপুর্ব্বিকসদ্রূপং পতিং তমমরারয়ঃ।
লসৎপত্রলতাজালং নিশিপদ্মমিবালয়ঃ ॥ ১০ ॥
সম্বিদ্বাদো ন তস্যান্তরবোধ্যতবিচেতসঃ।
ভুবশ্চেষ্টাক্রম ইব পৌরুষোগতভাস্বতঃ ॥ ১১ ॥
অথোদ্বিগ্নেষু দৈত্যেষু গতেম্বভিমতাং দিশম্।

নিশ্চল ইতি যাবৎ ॥ ৫ ॥

তয়া পরানন্দো ভূমাখ্যস্তদ্দশায়ামেকান্তমেকরসং পরিণামী পরিণতস্তত্তয়া নিরানন্দমত্যন্তাসংপ্রায় আনন্দোযস্মিংস্তথাবিধং পরঃ পরমাত্মা ন ভাসতে যস্মিংস্তথাবিধং মরণমিব প্রাপ্তো দেহমাত্রাবশেষমাভাসপদং দ্রষ্টৃজনপ্রতীতিযোগ্যত্বং গতঃ ॥ ৬ ॥

মাৎস্যন্যায়ো বলবদ্ভিঃ স্বজাতীয়ৈরন্যৈশ্চ দুর্ব্বলানাং নিষ্কারণং বধাদিস্তেন কদর্থিতং পীড়িতম্ ॥ ৭ ॥

তৎ কুতস্তত্রাহ হিরণ্যকশিপাবিতি। দনুসুতালয়ে দৈত্যপুরে ॥ ৮ ॥

দানবানাং পরেণাপি প্রযত্নেন প্রহ্লাদঃ সমাধিতোনাববুধ্যত ॥ ৯ ॥

বিকসদ্রূপং প্রবোধবন্তমিতি যাবৎ। ন প্রাপুর্নাপশ্যন্ ॥ ১০ ॥

সম্বিদ্বাদঃ প্রবোধবার্ত্তাপি। বিচেতসো গলিতচিত্তস্য। গতোভাস্বান্ সূর্য্যো যস্যাঃ সকাশাৎ তথাবিধায়া ভুবো ভূমেরন্তঃ পৌরুষঃ সুষুপ্তপুরুষসম্বন্ধী স্নানদানপ্রস্থানধাবনাদিচেষ্টাক্রম ইব ॥ ১১ ॥

বিচরৎসু যথাকামমরাজনি পুরে পুরা ॥ ১২ ॥
চিরায় পাতালমভূদভূপালতয়া তয়া।
মাৎস্যন্যায়বিপর্য্যস্তমস্তঙ্গতগুণক্রমম্ ॥ ১৩ ॥
বলির্ম্মুক্তাবলপুরং মর্য্যাদাক্রমবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বার্ত্তাশেষবনিতং পরস্পরহৃতাম্বরম্ ॥ ১৪ ॥
প্রলাপাক্রন্দপুরুষং বিসংস্থানপুরান্তরম্।
লুঠদুদ্যাননগরং ব্যর্থানর্থকদর্থিতম্ ॥ ১৫ ॥
চিন্তাপরাসুরগণং নিরন্নফলবান্ধবম্।
অকাণ্ডোৎপাতবিবশং ধ্বস্তাশামুখমণ্ডলম্ ॥ ১৬ ॥
সুরার্ভকপরাভূতং ভূতৈরাক্রান্তমন্ত্যজৈঃ।
ভূতরিক্তমলক্ষ্মীকমুচ্ছিন্নপ্রায়কোটরম্ ॥ ১৭ ॥
অনিয়তবনিতার্থমন্ত্রযুদ্ধং
হৃতধনদারবিরাবিতং সমন্তাৎ।

উদ্বিগ্নেষু দুর্ব্বলেষু দৈত্যেষু গতেষু বলবৎসু চ দৈত্যেষু যথাকামং দস্যুবদৎযথেচ্ছং বিচরৎসু ব্যবহরৎসু সৎসু পাতালং চিরায় মাৎস্যন্যায়-বিপর্য্যস্তমভূদিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

মাৎস্যন্যায়মেব তত্রোপপাদয়তি বলীত্যাদিনা। বলিভির্ব্বলবদ্ভির্ম্মুক্তান্ত-পহৃতান্যবলানাং পুরাণি যত্র। সর্ব্বেভ্য আর্ত্তাঃ পীড়িতা অশেষা বনিতাঃ স্ত্রিয়োযত্র ॥ ১৪ ॥

বিসংস্থানং ভগ্নসন্নিবেশম্। উদ্যাননগরপদাভ্যাং তৎস্থা বৃক্ষা জনাশ্চ লক্ষ্যন্তে ॥ ১৫ ॥

ধ্বস্তানি রেণুব্যাপ্তান্যাশানাং দিশাং মুখমণ্ডলানি যত্র ॥ ১৬ ॥

সুরাণামর্ভকৈরপি পরাভূতং তিরস্কৃতম্। অন্ত্যজৈস্তামসৈস্তু তৈশ্চণ্ডাল-শ্বশৃগালরক্ষঃপিশাচাদিভিঃ ॥ ১৭ ॥

ন নিয়তানি নিয়মবন্তি বনিতা অর্থা ধনানি মন্ত্রাঃ সৌহার্দ্দসঙ্কেতা যুদ্ধানি তন্নিমিত্তবৈরাণি চ যস্ত। কলিযুগসময়ে উদ্ভটাঃ পরস্বহরণশূরা যে

কলিযুগসময়োস্তটোৎকটাভং
তদসুরমণ্ডলমাকুলং বভূব ॥ ১৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে অসুরমণ্ডলব্যাকুলীভবনং নাম
সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

উৎকটাঃ ক্রূরা দস্যবস্তদাভম্ অতএবাকুলং সর্ব্বতোভয়োদ্বিগ্নং বভূব ॥১৮॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ।

—০()০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথাখিলজগজ্জালক্রমপালনদেবনঃ।
ক্ষীরোদনগরে শেষশয্যাসনগতোহরিঃ॥ ১॥
প্রাবৃণ্‌নিদ্রাব্যুপগমে দেবার্থমরিসূদনঃ।
ধিয়া বিলোকয়ামাস কদাচিজ্জাগতীং গতিম্‌॥ ২
ত্রিবিষ্টপং স্বমনসা পার্থিবং চাবলোক্য সঃ।
আচারমাজগামাশু পাতালমরিপালিতম্‌॥ ৩॥
তত্র স্থিরসমাধানে স্থিতে প্রহ্লাদদানবে।
দৃষ্ট্বা সম্পদমিন্দ্রস্য পুরে প্রৌঢ়িমুপাগতাম্‌॥ ৪॥

জগদ্ব্যবস্থাসিদ্ধ্যর্থং হরেশ্চিন্তাত্র পবর্ণ্যতে।
ইহ দৈত্যকুলং ত্রাতুং প্রহ্লাদস্য প্রবোধনে॥ ১॥

অখিলানাং জগজ্জালসম্বন্ধিনাং ক্রমাণাং নিয়তীনাং পালনমেব দেবনং ক্রীড়নং যস্য॥ ১॥

প্রাবৃণ্‌নিদ্রাব্যপগমে কার্ত্তিকান্তে ইতি যাবৎ। দেবানামর্থং প্রয়োজনং সাধয়িতুমিতি শেষঃ। অনেন দেবৈঃ কালে স্তুত্যা প্রবোধিত ইতি গম্যতে। জাগতীং ত্রৈলোক্যসম্বন্ধিনীং গতিং তাৎকালিকস্থিতিম্‌॥ ২॥

বিলোকনক্রমমেব বিবিচ্যাহ ত্রিবিষ্টপমিত্যাদিনা। পার্থিবং ভূলোক-সম্বন্ধিনমাচারং জনানাং শুভাশুভাচরণম্‌। মনসা পাতালমাজগাম পাতাল-স্থিতিং পর্য্যালোচিতবানিতি যাবৎ॥ ৩॥

তত্র পাতালে প্রহ্লাদদানবে স্থিরে সমাধানে সমাধৌ স্থিতে সতি ইন্দ্রস্য পুরে স্বর্গে প্রৌঢ়িমভিবৃদ্ধিমুপাগতাং সম্পদং দৃষ্ট্বা পূর্ব্বং ক্ষীরোদা-র্ণবশায়িনঃ পশ্চাৎ প্রবুধ্য ব্যালতল্পতলস্থস্য তত্রাপি পদ্মাসনবন্ধেন স্থিতস্য

ব্যালতল্পতলস্থস্য ক্ষীরোদার্ণবশায়িনঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণের্দ্দেহস্যান্তরচারিণঃ ॥ ৫ ॥
পদ্মাসনস্থস্য মনঃ শরীরেণাতিভাস্বতা।
ইদং সঞ্চিন্তয়ামাস ত্রৈলোক্যাব্জমহালিনা ॥ ৬ ॥
প্রহ্লাদে পদবিশ্রান্তে পাতালে গতনায়কে।
কষ্টং স্থষ্টিরিয়ং প্রায়োনির্দ্দৈত্যত্বমুপাগতা ॥ ৭ ॥
দৈত্যাভাবে স্থরশ্রেণীনির্জ্জিগীষুপদং গতা।
শমমেষ্যত্যদৃষ্টাব্দপটলেষু সরিৎ যথা ॥ ৮ ॥
মোক্ষাখ্যং নির্গতদ্বন্দ্বং ততোযাস্যতি তৎপদম্।
ক্ষীণাভিমানবিরসা লতেব প্রবিশুষ্কতাম্ ॥ ৯ ॥
দেবৌঘে শান্তিমায়াতে ভুবি যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
অদেবত্বফলাঃ সর্ব্বাঃ শমমেষ্যন্ত্যসংশয়ম্ ॥ ১০ ॥

শঙ্খচক্রগদাপাণের্ব্বিষ্ণোর্ম্মনঃস্বকল্পিতেনাতিভাস্বতা ত্রৈলোক্যাব্জস্য মহতা অলিনা ভ্রমরভূতেন শরীরেণ ইদং বক্ষ্যমাণপ্রকারং কর্ত্তব্যং সঞ্চিন্তয়ামাসেতি ত্রয়াণামন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

পদং সমাধিসাম্রাজ্যপদং তত্র বিশ্রান্তে ॥ ৭ ॥

শমমরাগদ্বেষতাম্। ন দৃষ্টানি অব্দপটলানি যেষু তথাবিধেষু অনা-

ততঃ শমান্নির্গতদ্বন্দ্বং গতশীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বোপপ্লবমদ্বিতীয়মিতি বা। বিরসা স্বর্গস্থখাৎ বিরক্তা জলসেকশূন্যা চ ॥ ৯ ॥

দ্বেষ্যাভাবাৎ স্বর্গস্থখে তুল্যভব্যাদর্শনাদুপেক্ষাপত্তেঃ স্বতঃ সাত্ত্বিকত্বাচ্চ দেবৌঘে শান্তিমায়াতে সতি। "মুক্তেশ্চ বিভ্যতোদেবা মোহেনাপি দধুর্নরান্।" "তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ।" "তস্মাদেতে স্থরা বিঘ্নমাচরন্তি শপন্তি চ"। "প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎস্থকাঃ। সন্ন্যাসিনোপি দৃশ্যন্তে দেবসন্দূষিতাশয়া" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিবার্ত্তিকাদিপ্রসিদ্ধদেবসন্দূষিতাশয়ত্বাসিদ্ধের্ম্মনুষ্যাণামপি শমাদিপ্রসঙ্গে ভুবি যজ্ঞতপঃক্রিয়া অদেবত্বফলাঃ সত্যঃ শমমুৎসাদমেষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

ক্রিয়াস্বথোপশান্তাসু ভূর্লোকোন্তমুপৈষ্যতি।
অসংসারপ্রসঙ্গোথ তস্য নাশে ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥
আকল্পান্তং ত্রিভুবনং যদিদং কল্পিতং ময়া।
নাশমেষ্যত্যকালেন তাপে হিমকণোযথা ॥ ১২ ॥
কিমেবমস্মিন্নাভোগে বিলীয় ক্ষয়মাগতে।
কৃতং ময়েহ ভবতি স্বলীলাক্ষয়কারিণা ॥ ১৩ ॥
ততোহমপি শূন্যেস্মিন্নষ্টচন্দ্রার্কতারকে।
বপুঃপ্রশান্তিমাধায় স্থিতিমেষ্যামি তৎপদে ॥ ১৪ ॥
অকাণ্ড এবমেবং হি জগত্যুপশমং গতে।
নেহ শ্রেয়োন পশ্যামি মন্যে জীবন্তু দানবাঃ ॥ ১৫ ॥

অস্তু ক্রিয়োৎসাদঃ কা ক্ষতিস্তত্রাহ ক্রিয়াস্বিতি। ভূর্লোকগ্রহণং কর্ম্ম-ভূমিপরম্। অন্তং বৈযর্থ্যং তস্য নাশে বৈযর্থ্যে কর্ম্মাধীনসংসারস্যোচ্ছেদ-প্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

অস্ত্বেবং কিং ততস্তে ক্ষতং তত্রাহ আকল্পান্তমিতি ॥ ১২ ॥

অস্মিন্ আভোগে জগৎসংস্থানে বিলীয় ক্ষয়মাগতে সতি স্বলীলায়াঃ ক্ষয়কারিণা ময়া কিমুচিতং কৃতং ভবতি ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ততঃ স্বলীলাক্ষয়াদহমপি লীলার্থস্য বপুষঃ প্রশমমুপসংহারমাধায় সম্পাদ্য অপুনঃ সংসারোদ্ভবায় তস্মিন্ পূর্ণাত্মপদে স্থিতিমেষ্যামি প্রাপ্স্যামি। সম্ভাব-নাধিকেপি ভবিষ্যতি লৃড়েব ॥ ১৪ ॥

এবমেবমুক্তনানাপ্রকারভেদেন অকাণ্ডে অনবসরে জগত্যুপশমং গতে সতি ইহ দেবমনুষ্যাদিজীববর্গে শ্রেয়ো ন পশ্যামীতি ন অপি তু পশ্যা-ম্যেব। "বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতৌ লয়ঃ" ইতি স্মৃতেঃ প্রকৃতিলয়ে সুষুপ্তাবিব সর্ব্বদুঃখোপশমলক্ষণশ্রেয়ঃসিদ্ধেঃ কিন্তু "তমেবৈতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততোযাতি পরাংগতি"মিত্যাদিশ্রুতিস্মৃতি-সিদ্ধানেকজন্মানুষ্ঠিতনিষ্কামকর্ম্মসাধ্যবিবিদিষাতত্ত্বসাক্ষাৎকারাভাবাৎ মূলাজ্ঞা-নাবরণানিবৃত্তের্ব্বীজে সতি পুনরাবৃত্তিশঙ্কাপ্রসক্তেশ্চ ন নিরতিশয়ানন্দাবাপ্তি-লক্ষণং শ্রেয়ঃ কস্যচিৎ সিদ্ধ্যতীতি মন্যে। অতঃ ক্রমেণ সর্ব্বেষাং তল্লা-

দৈত্যোদ্যোগেন বিবুধাস্ততোযজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।
তেন সংসারসংস্থানং ন সংসারক্রমোন্যথা ॥ ১৬ ॥
তস্মাৎ রসাতলং গত্বা যথাবৎ স্থাপয়াম্যহম্ ।
স্বে ক্রমে দানবাধীশমৃতুঃ পুনরিব দ্রুমম্ ॥ ১৭ ॥
বিনা প্রহ্লাদমথ চেদিতরং দানবেশ্বরম্ ।
করোমি তদসৌ মন্যে দেবানাসাদয়িষ্যতি ॥ ১৮ ॥
প্রহ্লাদস্য স্বয়ং দেহঃ পশ্চিমঃ পাবনোমহান্ ।
আকল্পমিহ বস্তব্যং দেহেনানেন তেন চ ॥ ১৯ ॥
এবং হি নিয়তির্দ্দেবী নিশ্চিতা পারমেশ্বরী ।
প্রহ্লাদেন যথাকল্পং স্থাতব্যমিহ দেহিনা ॥ ২০ ॥
তস্মাত্তমেব গত্বা তু দৈত্যেন্দ্রং বোধয়াম্যহম্ ।
গর্জ্জন্ গিরিনদীসুপ্তং ময়ূরমিব বারিদঃ ॥ ২১ ॥
জীবন্মুক্তসমাধিস্থঃ করোত্বসুরনাথতাম্ ।
মণির্ম্মুক্তমনস্কারঃ প্রতিবিম্বক্রিয়ামিব ॥ ২২ ॥
ন হি নশ্যতি সর্গোয়মেবং সহ সুরাসুরৈঃ ।
ভবিষ্যতি চ তদ্দ্বন্দ্বং তস্মৈ ক্রীড়া ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥
সর্গক্ষয়োদয়াবেতৌ সুসমৌ মম যদ্যপি ।

ভার্থং দানবা জীবস্থিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তমেব ক্রমং পুনঃ সংক্ষিপ্যাহ দৈত্যেতি। বিবুধা দেবাঃ। ততস্তেভ্যোবিবুধেভ্যঃ ॥ ১৬ ॥

যথাবৎ যথাপূর্ব্বং। ঋতুর্ব্বসন্তাদিঃ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

গর্জ্জন্ বারিদঃ ॥ ২১ ॥

জীবন্মুক্তানাং যঃ সদাতনঃ অসংসক্তিলক্ষণঃ সমাধিস্তৎস্থঃ। মুক্তমনস্কারঃ মনস্তচ্চেষ্টারহিতঃ। প্রতিবিম্বক্রিয়াং স্বস্মিন্ সন্নিহিতবস্তুপ্রতিবিম্বধারণম্ ॥২২॥

তৎ প্রসিদ্ধম্। দ্বন্দ্বপদেন তৎক্রিয়া যুদ্ধং লক্ষ্যতে ॥ ২৩ ॥

সর্গস্য সৃজ্যস্য জগতঃ ক্ষয়োদয়ৌ। প্রাক্তনসর্গসংস্থামনতিক্রম্যেতি যথা-

উত্থাপীদং যথাসংস্থং ভবত্বন্যেন কিং মম ॥ ২৪ ॥
ভাবাভাবেষু যত্তুল্যং তন্নাশে তৎস্থিতৌ চ বা।
যঃ প্রযত্নস্ত্ববুদ্ধিত্বাৎ তদ্যোগগমনং ভবেৎ ॥ ২৫ ॥
তস্মাৎ প্রয়ামি পাতালং বোধয়াম্যসুরেশ্বরম্।
স্থৈর্য্যং যামি ন সংসারলীলাং সম্পাদয়াম্যহম্ ॥ ২৬ ॥

অসুরপুরমবাপ্য প্রোদ্ধতাচারঘোরং
কমলমিব বিবস্বান্ দৈত্যমুদ্বোধয়ামঃ।
জগদিদমখিলং স্থৈর্য্যমভ্যানয়ামো
ঘনবিধিরিব শৈলে চঞ্চলং মেঘজালম্ ॥ ২৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে পরমেশ্বরবিতর্কোনামা-
ষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

সংস্থম্। পদার্থানতিবৃত্তাববব্যয়ীভাবঃ ॥ ২৪ ॥

নমু যোগনিদ্রয়াস্বরূপসুখগমনং মুক্ত্বা দৈত্যপুরগমনং তবানুচিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ ভাবেতি। অবুদ্ধিত্বাদভিনিবেশবিরহাৎ যো গমনাদিপ্রযত্নস্তদ্যোগগমনমেব ভবেৎ নান্যতোগমনম্ যতো যদ্যোগনিদ্রাপ্রাপ্যং সুখং গমনযত্নাদের্ভাবাভাবেষূৎপত্ত্যনুৎপত্তিষু তন্নাশে তৎস্থিতৌ চ সমমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

গচ্ছন্নপ্যহং স্থৈর্য্যমচলত্বমেব যামি যতোনাজ্ঞবৎ সংসারলীলাং সম্পাদয়ামীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

প্রোদ্ধতানাং নির্ম্মর্য্যাদানাং দস্যূনামাচারেণ ঘোরং ভয়ানকমসুরপুরমবাপ্য গত্বা বিবস্বান্ সূর্য্যঃ কমলমিব দৈত্যং প্রহ্লাদং সমাধেরুদ্বোধয়ামঃ। তেন চেদমখিলং জগৎ প্রাগুক্তরীত্যা স্থৈর্য্যমভ্যানয়ামঃ। যথা ঘনান্ বিধত্তে ইতি ঘনবিধির্ব্বর্ষর্তুশ্চঞ্চলং মেঘজালং শৈলে হিমবদাদৌ স্থৈর্য্যমভ্যানয়তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

—(⨯(*)⨯)—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য সর্ব্বাত্মা ক্ষীরোদাদাত্মকাৎ পুরাৎ।
চচাল পরিবারেণ সহ সানুরিবাচলঃ ॥ ১ ॥
ক্ষীরোদতলরন্ধ্রেণ তেনৈব স্তম্ভিতাম্ভসা।
প্রহ্লাদনগরং প্রাপ শক্রলোকমিবাপরম্ ॥ ২ ॥
হেমমন্দিরকোশস্থং দদর্শাত্রাসুরং হরিঃ।
অথ শৈলগুহালীনং সমাধিস্থমিবাব্জজম্ ॥ ৩ ॥
তত্র তে তেজসা দৈত্যা বৈষ্ণবেনাবধূলিতাঃ।
দূরং যযুর্দ্দিনেশাংশু-বিত্রস্তা ইব কৌশিকাঃ ॥ ৪ ॥
দ্বিত্রৈঃ সহাসুরৈর্ম্মুখ্যৈঃ পরিবারযুতোহরিঃ।
প্রবিবেশাসুরগৃহং তারাবানিব খং শশী ॥ ৫ ॥

হরির্দ্দৈত্যপুরং গত্বা শঙ্খনাদপ্রবোধিতম্।
প্রহ্লাদমবদদ্রাজ্যমাকল্পং পাল্যতামিতি ॥ ১ ॥

ক্ষীরোদান্তর্গতশ্বেতদ্বীপান্তর্গতাৎ আত্মকাদাত্মীয়াৎ পুরাৎ। পরিবারেণ সহেতি শেষঃ। সানুঃ প্রস্থস্তেন সহিতঃ অচলো মন্দর ইব। অচলঃ পরমার্থতশ্চলনশূন্য ইতি বা ॥ ১ ॥

ধাতৃসঙ্কল্পাদেব স্তম্ভিতং পাতালকুহরাপ্রবেশি অম্ভো যস্মিংস্তথাবিধেন ক্ষীরোদস্য তলরন্ধ্রেণ অধশ্ছিদ্রেণ। শক্রলোকমিব রম্যমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অথ অত্র প্রহ্লাদনগরে। অসুরং প্রহ্লাদম্। শৈলস্য মেরোর্গুহায়াং লীনমব্জজং ব্রহ্মাণমিব ॥ ৩ ॥

অবধূলিতাঃ ধূলিবদবধূতাঃ। কৌশিকা উলূকাঃ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

বৈনতেয়াসনস্থোসৌ লক্ষ্মীবিধুতচামরঃ।
স্বায়ুধাদিপরীবারোদেবর্ষিমুনিবন্দিতঃ ॥ ৬ ॥
মহাত্মন্ সম্প্রবুধ্যস্বেত্যেবং বিষ্ণুরুদাহরন্।
পাঞ্চজন্যং প্রদধ্মৌ চ ধ্বনয়ন্ ককুভাঙ্গণম্ ॥ ৭ ॥
মহতা তেন শব্দেন বৈষ্ণবপ্রাণজন্মনা।
তুল্যকালপরিক্ষুব্ধ কল্পাভ্রার্ণবরংহসা ॥ ৮ ॥
আসুরী জনতা ভূগৌ পপাতাগতসম্ভ্রমা।
মত্তলীলাভ্রনাদেন রাজহংসাবলী যথা ॥ ৯ ॥
জহর্ষ জনিতানন্দা বৈষ্ণবী গতসম্ভ্রমা।
জনতা জলদধ্বান ফুল্লেব কুটজাবলী ॥ ১০ ॥
বভুব সম্প্রবুদ্ধাত্মা দানবেশঃ শনৈঃ শনৈঃ।
মেঘাবসর উৎফুল্লকদম্ব ইব কাননে ॥ ১১ ॥
ব্রহ্মরন্ধ্রকৃতোত্থানা প্রাণশক্তিরথাসুরম্।
শনৈরাক্রময়ামাস গঙ্গা সর্ব্বমিবার্ণবম্ ॥ ১২ ॥
ক্ষণাদাক্রময়ামাস প্রাণশ্রীঃ সর্ব্বতোসুরম্।
উদয়ানন্তরং সৌরী প্রভেব ভুবনান্তরম্ ॥ ১৩ ॥
প্রাণেষু রন্ধ্রনবকে প্রবৃত্তেষ্বথ তস্য চিৎ।

ককুভাং দিশাম্ ॥ ৭ ॥

প্রাণোবলং তজ্জন্মনা। তুল্যকালপরিক্ষুব্ধানি প্রলয়াভ্রাণি প্রলয়ার্ণবাশ্চ তদ্রংহসা। রংহঃশব্দেন তৎপ্রভবোধ্বনির্লক্ষ্যতে ॥ ৮ ॥

আগতসম্ভ্রমা প্রোদ্ভূতভয়মূর্চ্ছা ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

দানবেশঃ প্রহ্লাদঃ ॥ ১১ ॥

সম্প্রবোধক্রমং প্রপঞ্চয়তি ব্রহ্মরন্ধ্রেত্যাদিনা। আক্রময়ামাস আপূরয়ামাস ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

প্রাণেষু ইন্দ্রিয়েষু। প্রাণোলিঙ্গদেহস্তল্লক্ষণে দর্পণে বিম্বিতা প্রতি-

চেত্যোন্মুখী বভূবান্তঃ প্রাণদর্পণবিম্বিতা ॥ ১৪ ॥
চেতনীয়োন্মুখী চেত্যং চিন্মনস্তামুপাযযৌ ।
দ্বিম্বং মুকুরসংক্রান্তা মুখশ্রীরিব রাঘব ॥ ১৫ ॥
কিঞ্চিদঙ্কুরিতে চিত্তে নেত্রে বিকসনোন্মুখে ।
শনৈর্ব্বভূবতুস্তস্য প্রাতর্নীলে যথোৎপলে ॥ ১৬ ॥
প্রাণাপানপরামৃষ্টা নাড়ীবিবরসম্বিদঃ ।
বাতার্ত্তস্যেব পদ্মস্য স্পন্দোঽস্য সমজায়ত ॥ ১৭ ॥
নিমেষান্তরমাত্রেণ মনঃপীবরতাং যযৌ ।
তস্মিন্ প্রাণবশাৎ পূর্ণে তরঙ্গ ইব বারিণি ॥ ১৮ ॥
অথাসৌ বিকসন্নেত্র-মনঃপ্রাণবপুর্ব্বভৌ ।
অর্দ্ধোদিত ইবাদিত্যে সরঃ স্ফুরিতপঙ্কজম্ ॥ ১৯ ॥
অস্মিন্নবসরে যাবৎ বুধ্যস্বেত্যবদদ্বিভুঃ ।
প্রবুদ্ধস্তাবদেষোভূদ্বর্হী ঘনরবাদিব ॥ ২০ ॥
প্রফুল্লনয়নং জাতমননং পীবরস্মৃতিম্ ।
উবাচৈনং ত্রিলোকেশঃ পুরা নাভ্যব্জজং যথা ॥ ২১ ॥

ফলিতা ॥ ১৪ ॥

চেতনীয়বিষয়োন্মুখী চিৎ চেত্যাকারসংস্কারোদ্বোধাচ্চেত্যমিব ভূত্বা চিজ্জড়োভয়রূপতালক্ষণাং মনস্তামুপাযযৌ প্রাপ ॥ ১৫ ॥

তস্য নেত্রে শনৈর্ব্বিকসনোন্মুখে বভূবতুঃ ॥ ১৬ ॥

প্রাণাপানাভ্যামন্তঃপ্রবিষ্টাভ্যাং পরামৃষ্টায়া উদ্বোধিতায়া আ সমন্তাৎ নাড়ীবিবরেষু সম্বিদঃ সম্বেদনান্নিমিত্তাৎ । বাতেনার্ত্তস্য মুগ্নস্য পদ্মস্যেব অস্য তদ্দেহস্য স্পন্দ ঈষচ্চলনং সমজায়ত ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

বর্হী ময়ূরঃ । ঘনরবাৎ মেঘশব্দাৎ ॥ ২০ ॥

জাতমননং সঞ্জাতপ্রহ্লাদাহম্ভাবপ্রত্যভিজ্ঞম্ । পীবরী সম্যগুপচিতা পূর্ব্বাবস্থাদিস্মৃতির্যস্য তম্ ॥ ২১ ॥

স্বধো স্মর মহালক্ষ্মীমাত্মীয়াং স্মর চাকৃতিম্।
অকাণ্ড এব কিং দেহ বিরামঃ ক্রিয়তে ত্বয়া ॥ ২২ ॥
হেয়োপাদেয়সঙ্কল্প বিহীনস্য শরীরগৈঃ।
ভাবাভাবৈস্তবার্থঃ কিমুত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ সম্প্রতি ॥ ২৩ ॥
স্থাতব্যমিহ দেহেন কল্পং যাবদনেন তে।
বয়ং হি নিয়তিং বিদ্মো যথাভূতামনিন্দিতাম্ ॥ ২৪ ॥
জীবন্মুক্তেন ভবতা রাজ্য এবেহ তিষ্ঠতা।
ক্ষেপণীয়া গতোদ্বেগমাকল্পান্তমিয়ং তনুঃ ॥ ২৫ ॥
তন্বাং কল্পান্তশীর্ণায়াং স্বে মহিম্নি ত্বয়ানঘ।
বস্তব্যং স্ফুটিতে কুম্ভে কুম্ভাকাশেন খে যথা ॥ ২৬ ॥
কল্পান্তস্থায়িনী শুদ্ধা দৃষ্টলোকপরাবরা।
ইয়ং তব তনুর্জ্জাতা জীবন্মুক্তবিলাসিনী ॥ ২৭ ॥
নোদিতা দ্বাদশাদিত্যা ন প্রলীনাঃ শিলোচ্চয়াঃ।

মহতীং লক্ষ্মীং দৈত্যরাজ্যশ্রিয়মাত্মীয়াং স্বীয়ামাকৃতিং দেহাকারং চ স্মর। ত্বয়া দেহবিস্মরণেনাহকাণ্ডেহনবসর এব দেহস্য বিরামোহবসানং কিং কিমর্থং ক্রিয়তে ॥ ২২ ॥

নমু "ন হ বৈ সশরীরস্য প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি"ইতি শ্রুতেঃ সর্ব্বজনানাং তথানুভবাচ্চানর্থহেতুর্দেহস্মরণমিতি চেৎ তত্রাহ হেয়েতি। হেয়োপাদেয়সঙ্কল্পত্যাগে সত্যপি দেহে প্রিয়াপ্রিয়ৈর্ভাবাভাবৈস্তবার্থো নাস্তীতি নানর্থপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

কিয়ৎ কালং তর্হি দেহধারণং তত্রাহ স্থাতব্যমিতি। নিয়তিং ত্বদায়ুর্নিয়মম্ ॥ ২৪ ॥

ক্ষেপণীয়া ব্যবহারে প্রেরণীয়া ॥ ২৫ ॥

কল্পান্তে তর্হি ময়া কথং স্থেয়ং তদাহ তন্বামিতি। স্বে মহিম্নি স্বাত্মভূতে নিরতিশয়মহত্ত্বে। খে মহাকাশে ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

তর্হি কিং কল্পান্তঃ সন্নিহিতো নেত্যাহ নোদিতা ইত্যাদিনা ॥ ২৮ ॥

ন জগজ্জ্বলিতং সাধো তনুং ত্যজসি কিং মুধা ॥ ২৮ ॥
বায়ুর্ব্বহতি নোন্মত্তস্ত্রিলোকীভস্মধূসরঃ।
লোলামরকপালাঙ্কস্তনুং ত্যজসি কিং মুধা ॥ ২৯ ॥
অশোক ইব মঞ্জর্য্যঃ পুষ্করাবর্ত্তবিদ্যুতঃ।
ন স্ফুরন্তি জগৎকোশে তনুং ত্যজসি কিং মুধা ॥ ৩০ ॥
ধরাসাররণচ্ছৈলাঃ প্রজ্বলজ্জ্বলনোজ্জ্বলাঃ।
ককুভো ন বিশীর্য্যন্তে তনুং ত্যজসি কিং মুধা ॥ ৩১ ॥
ন ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাখ্যত্রয়ীশেষমিদং স্থিতম্।
জগজ্জরঠজীমূতং তনুং ত্যজসি কিং মুধা ॥ ৩২ ॥
ন চেহাদ্রিদলশ্রেণিমাত্রৈকানুমিতান্তরাঃ।
দিশোজর্জ্জরতাং যাতাস্তনুং ত্যজসি কিং মুধা ॥ ৩৩ ॥
স্ফুটদদ্রীন্দ্রটঙ্কারাঃ করাঃ সৌরা ভ্রমন্তি খে।
কল্পাভ্রাণি ন গর্জ্জন্তি তনুং ত্যজসি কিং মুধা ॥ ৩৪ ॥
অহং ভূতাবকীর্ণাসু সালোকাসু খগধ্বজঃ।

লোলান্যমরাণাং শিরঃকপালান্যঙ্কশ্চিহ্নং যস্য তথাবিধঃ ॥ ২৯ ॥

পুষ্করাবর্ত্তাখ্যেষু সম্বর্ত্তমেঘেষু বিদ্যুতস্তড়িতো ন স্ফুরন্তি। ইদানীমিতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ ॥ ৩০ ॥

ধরায়া ভূমের্দ্দহ্যমানায়া আ সমন্তাৎ সরণং সারঃ প্রকম্পস্তেন বিদীর্য্যমাণত্বাৎ রণন্তঃ শৈলা যাসু। ককুভো দিশঃ। অমূর্ত্তানাং বিশরণাযোগাৎ দিগন্তংস্থা ব্রহ্মাণ্ডভিত্তয়ো গৃহ্যন্তে ॥ ৩১ ॥

ইদং জগৎ জরঠাঃ প্রবৃদ্ধা জীমূতাঃ প্রলয়মেঘা যস্মিন্ তথাবিধং সৎ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাখ্যদেবত্রয়ীমাত্রশেষং ভূত্বা ন স্থিতম্ ॥ ৩২ ॥

অদ্রের্লোকালোকাচলস্য ভূপদ্মদলপ্রায়ৈঃ ভৃঙ্গৈরনুমিতমন্তরং ভেদো যাসাং ন সূর্য্যোদয়াদিনা তথাবিধা দিশো ব্রহ্মাণ্ডভিত্তয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

স্ফুটতোদীর্যমাণস্যাদ্রীন্দ্রস্য মেরোরিব টঙ্কারা ধ্বনয়ো যেসাং সৌরা দ্বাদশাদিত্যসম্বন্ধিনঃ করাঃ কিরণা ন ভ্রমন্তীতি ন অনুষজ্যতে ॥ ৩৪ ॥

বিহরামি দশাশাসু মা দেহমবধীরয় ॥ ৩৫ ॥
ইমে বয়মিমে শৈলা ভূতানীমান্যয়ং ভবান্।
ইদং জগদিদং ব্যোম মা দেহমবধীরয় ॥ ৩৬ ॥
পীবরাজ্ঞানযোগেন যস্য পর্য্যাকুলং মনঃ।
দুঃখানি বিনিকৃন্তন্তি মরণং তস্য রাজতে ॥ ৩৭ ॥
কৃশোতিদুঃখী মূঢ়োহমেতাশ্চান্যাশ্চ ভাবনাঃ।
মতিং যস্যাবলুম্পন্তি মরণং তস্য রাজতে ॥ ৩৮ ॥
আশাপাশনিবদ্ধোন্তরিতশ্চেতশ্চ নীয়তে।
যোবিলোলমনোবৃত্ত্যা মরণং তস্য রাজতে ॥ ৩৯ ॥
যস্য তৃষ্ণাঃ প্রভঞ্জন্তি হৃদয়ং হৃতভাবনাঃ।
প্ররোহমিব গর্দ্ধেভ্যোমরণং তস্য রাজতে ॥ ৪০ ॥
চিত্তবৃত্তিলতা যস্য তালোত্তালমনোবনে।
ফলিতা সুখদুঃখাভ্যাং মরণং তস্য রাজতে ॥ ৪১ ॥
রোমরাজীলতাজালং যস্যেমং দেহদুক্র্মম্।
অনর্থৌঘো হরত্যুচ্চৈর্ম্মরণং তস্য রাজতে ॥ ৪২ ॥

ভূতাবকীর্ণাসু অণ্ডজাদিচতুর্ব্বিধপ্রাণিব্যাপ্তাসু। অহং বিষ্ণুর্ব্বিহরামি। মা অবধীরয় ত্যজ। তথাচেদানীং তব মরণং ন শোভত ইত্যর্থঃ ॥৩৫॥৩৬॥

কস্য তর্হি মরণমুচিতং তমাহ পীবরেত্যাদিনা। যস্য মনঃ অজ্ঞানযোগেন দুঃখানি বিনিকৃন্তন্তি তস্য মরণং রাজতে। অত্যন্তপীড়িতোজীবঃ স্থূলদেহং বিমুঞ্চতীতি স্মৃতিসিদ্ধমরণহেতূপপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

হৃতভাবনা অপহৃতবিবেকাঙ্কুরাস্তৃষ্ণা যস্য হৃদয়ং প্রভঞ্জন্তি আমৃদ্নন্তি যথা মহাফলং শাল্যাদ্যঙ্কুরপ্ররোহং গর্দ্ধেভ্যস্তদভিলাষিপশ্বাদিভ্যো মূঢ়াঃ প্রভঞ্জন্তি তদ্বৎ ॥ ৪০ ॥

তালবৃক্ষবদুত্তালে রাগাত্যুচ্ছ্রায়বতি মনোলক্ষণে বনে ॥ ৪১ ॥

রোমরাজ্যেব লতাজালং শাখাসমূহে যস্মিংস্তথাবিধং দেহলক্ষণং দ্রুক্র্মং বিষবৃক্ষং কামাদ্যনর্থলক্ষণ ওঘশ্চণ্ডমারুতপ্রবাহো হরতি ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

যস্য স্বদেহবিপিন মাধিব্যাধিদবাগ্নয়ঃ।
দহন্তি লোলাঙ্গলতং মরণং তস্য রাজতে॥ ৪৩॥
কামকোপাত্মকা যস্য স্ফূর্জ্জন্ত্যজগরাস্তনৌ।
অন্তঃশুষ্কদ্রুমস্যেব মরণং তস্য রাজতে॥ ৪৪॥
যোয়ং দেহপরিত্যাগস্তল্লোকে মরণং স্মৃতম্।
ন সতা নাসতা তেন কারণং বেদ্যবেদনম্॥ ৪৫॥
যস্য নোৎক্রামতি মতিঃ স্বাত্মতত্ত্বাবলোকনাৎ।
যথার্থদর্শিনোজ্ঞস্য জীবিতং তস্য শোভতে॥ ৪৬॥
যস্য নাহঙ্কৃতোভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
যঃ সমঃ সর্ব্বভাবেষু জীবিতং তস্য রাজতে॥ ৪৭॥
যোন্তঃশীতলয়া বুদ্ধ্যা রাগদ্বেষবিমুক্তয়া।
সাক্ষিবৎ পশ্যতীদং হি জীবিতং তস্য রাজতে॥ ৪৮॥

অন্তঃ কোটরান্তঃ॥ ৪৪॥

মরণস্বরূপপর্য্যালোচনেপি তত্ত্বজ্ঞস্য তন্ন সম্ভবতীত্যাহ যোয়মিতি। স্মৃতং প্রসিদ্ধম্। তচ্চ তত্ত্ববিদোন সতা আত্মনা সম্পাদয়িতুং শক্যং নাপ্যসতা তেন দেহেন সম্পাদয়িতুং শক্যং সদাত্মনোনিষ্ক্রিয়তয়া ত্যাগক্রিয়াযোগাৎ অসঙ্গস্য দেহসঙ্গাপ্রসিদ্ধেশ্চ অসতা স্বপরিত্যাগস্য দূরনিরস্তত্বাচ্চ। নন্বু দেহস্যাসত্বে কিং কারণং তদাহ কারণমিতি। বেদ্যস্য প্রমাণৈরবশ্যবেদনাৰ্হস্য স্বাত্মনোবেদনং জ্ঞানমেব দেহাদ্যসত্বে কারণম্। দেহাদিসদ্ভাবপ্রত্যয়স্যাজ্ঞানবিবন্ধনত্বাদির্থঃ॥ ৪৫॥

কস্য তর্হি জীবিতং শোভতে তমাহ যস্যেত্যাদিনা। তথাচ ন দেহাৎ প্রাণোৎক্রমণং মরণং কিং স্বাত্মতত্ত্বাৎ মতেরুৎক্রমণমেব তচ্চ জ্ঞস্য নাস্ত্যেবেতি সদৈব তস্য জীবিতং শোভতে। অজ্ঞস্য তু মতিঃ সদৈব স্বাত্মতত্ত্বাদুৎক্রামতীত্যসৌ নিত্যমৃতস্বরূপ ইতি ভাবঃ॥ ৪৬॥

কিঞ্চৈকদেহাভিমানে তত্ত্যাগো মরণং স্যাৎ যস্য তু স নাস্তি যস্য বুদ্ধিস্তদীয়প্রিয়াপ্রিয়ৈর্ন লিপ্যতে স সর্ব্বেষু ভাবেষু দেহেষু বিষয়েষু চ সমঃ সাধা-

যৈঃ সম্যক্ পরিজ্ঞায় হেয়োপাদেয়মুজ্ঝিতা।
চিত্তস্যান্তোর্পিতং চিত্তং জীবিতং তস্য শোভতে ॥ ৪৯ ॥
অবস্তুসদৃশে বস্তুন্যসক্তং কলনামলে।
যেন লীনং কৃতং চেতো জীবিতং তস্য শোভতে ॥ ৫০ ॥
সত্যাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য লীলয়েয়ং জগৎক্রিয়া।
ক্রিয়তেঽবাসনং যেন জীবিতং তস্য রাজতে ॥ ৫১ ॥
নাস্তমস্তুষ্যতি নোদ্বেগমেতি যো বিহরন্নপি।
হেয়োপাদেয়সম্প্রাপ্তৌ জীবিতং তস্য শোভতে ॥ ৫২ ॥
শুদ্ধপক্ষস্য শুদ্ধস্য হংসৌঘঃ সরসোযথা।
যস্মাদ্গুণৌঘোনির্যাতি জীবিতং তস্য শোভতে ॥ ৫৩ ॥
যস্মিন্ শ্রুতিপথং প্রাপ্তে দৃষ্টে স্মৃতিমুপাগতে।
আনন্দং যান্তি ভূতানি জীবিতং তস্য শোভতে ॥ ৫৪ ॥
যস্যোদয়েষু হৃদয়ে ন জনাম্বুজানি
জীবালিমন্তি সকলানি বিলাসবন্তি।

রণাত্মা তস্য মরণাসম্ভবাজ্জীবিতমেব রাজতে ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেপ্যূহ্যম্ ॥৪৭॥৪৮॥

সম্যগসারতয়া পরিজ্ঞায়। চিত্তস্যান্তে অবসানভূতে সাক্ষিণি ॥ ৪৯ ॥

অবস্তু শুক্তিরজতাদি তৎসদৃশে বস্তুনি বস্তুবদ্ভাসমানে বাহ্যার্থকলনাত্মকমলে অসক্তং চেতোব্রহ্মণ্যেব লীনং ঘৃতকাঠিন্যমিব বিলীনং কৃতমিত্যর্থঃ ॥৫০॥

জগৎক্রিয়া জগতোব্যবহারঃ ॥ ৫১ ॥

হেয়স্য দুঃখহেতোঃ সম্প্রাপ্তৌ নোদ্বেগমেতি। উপাদেয়স্য সুখসাধনস্য সম্প্রাপ্তৌ নাস্তমস্তুষ্যতি ॥ ৫২ ॥

শুদ্ধাত্মবিদ এব পক্ষাঃ স্বীয়া যস্য স্বয়ঞ্চ শুদ্ধস্য। সরঃপক্ষে শুদ্ধাঃ শুভ্রা হংসা বকাদয়ঃ পক্ষা যস্য। স্বতঃ শুদ্ধস্য নির্ম্মলস্য পবিত্রস্য চ। গুণাঃ শান্তিক্ষমামাধুর্য্যাদয়ঃ শৈত্যসৌরভ্যাদয়শ্চ ॥ ৫৩ ॥

শ্রুতী কর্ণৌ তৎপথম্ ॥ ৫৪ ॥

যস্য উদয়েষু সম্পৎসু উদ্গমনেষু চ জীবলক্ষণভ্রমরবন্তি জনলক্ষণাম্বু-

তস্যৈব ভাতি পরিজীবিতমক্ষয়েন্দো
রাপূর্ণতেব দনুজেশ্বর নেতরস্য ॥ ৫৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে নারায়ণবচনোপন্যাসোনামৈ
কোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

ফুল্লানি কুমুদানি বিলাসবন্তি আনন্দিতানি ভবন্তি। অক্ষয়েন্দোঃ ক্ষয়-রোগনির্ম্মুক্তচন্দ্রস্য আপূর্ণতেব তস্যৈব তত্ত্ববিদোজীবিতং রাজতে নেতরস্যাজ্ঞস্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

\

চত্বারিংশঃ সর্গঃ

ভগবানুবাচ।

স্থৈর্য্যং দেহস্য দৃষ্টস্য জীবিতং প্রোচ্যতে জনৈঃ।
দেহান্তরার্থং দেহস্য সন্ত্যাগোমরণং স্মৃতম্ ॥ ১ ॥
দ্বাভ্যাঞ্চৈবাসি পক্ষাভ্যামাভ্যাং মুক্তোমহামতে।
কিং তে মরণমস্তীহ কিং বা জীবিতমস্তি তে ॥ ২ ॥
নিদর্শনার্থমেতত্তু ময়োক্তমরিমর্দ্দন।
ন ত্বং জীবসি সর্ব্বজ্ঞ ম্রিয়সে ন কদাচন ॥ ৩ ॥
দেহসংস্থোপ্যদেহত্বাদদেহোসি বিদেহদৃক্।
ব্যোমসংস্থোপ্যসক্তত্বাদ্ব্যোমেব হি মারুতঃ ॥ ৪ ॥

সদেহোপি বিদেহোত্র কূটস্থোপি ক্রিয়াপরঃ।
যথা ব্যবহরেৎ জ্ঞানী স ক্রমো হরিণোচ্যতে ॥ ১ ॥

জীবন্মুক্তস্যাপি প্রহ্লাদস্য সন্নিধিমাত্রেণ রাজ্যপরিপালননির্ব্বাহোপায়মুপদিদিক্ষুর্ভগবান্ বাসুদেবঃ সত্যপি দেহে তস্য তৎসম্বন্ধাভাবাৎ প্রাগুক্তে জীবিতমরণে গৌণে এব ন মুখ্যে ইতি বক্তুং জীবনমরণয়োর্লোকপ্রসিদ্ধং স্বরূপমাহ স্থৈর্য্যমিতি। দেহান্তরার্থং পুনর্দ্দেহান্তরগ্রহণায় পূর্ব্বদেহস্য সন্ত্যাগ উৎক্রম্য গমনং প্রাণানাং মরণং স্মৃতম্। মৃঙ্ প্রাণত্যাগে ইতি ধাত্বর্থপ্রসিদ্ধেরিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

দ্বাভ্যাং দেহস্থৈর্য্যপ্রাণোৎক্রমণপক্ষাভ্যাম্। "অশরীরং শরীরেষু" "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবনীয়ন্ত" ইতিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

কথং তর্হি জীবিতং তব শোভতে মরণং ন শোভতে ইতি ত্বয়োক্তং তত্রাহ নিদর্শনার্থমিতি। জ্ঞানাজ্ঞানগুণদোষপ্রপঞ্চনার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অদেহত্বে বিদেহদৃক্ বিগতদেহদৃষ্টিরিতি হেতুঃ। অসক্তত্বাদাসঙ্গবিহরাৎ ॥ ৪

স্পর্শসম্বোধকারিত্বাদ্দেহ এবাস্তি সুব্রত।
উৎসেধারোধকত্বেন খমুৎসেধস্য কারণম্ ॥ ৫ ॥
প্রবুদ্ধোজ্ঞাতবস্তুত্বাদ্দেহঃ ক শমিনামিহ।
ইদং ত্বেকং পরিচ্ছিন্নং রূপমজ্ঞেষু দুঃস্থিতম্ ॥ ৬ ॥
সর্ব্বদা সর্ব্বমেবাসি চিৎপ্রকাশঃ পরৈকধীঃ।
কোদেহঃ কোপ্যদেহস্তে যং গৃহ্নাসি জহাসি চ ॥ ৭ ॥
সমুদেতু বসন্তোবা বাতু বা প্রলয়ানিলঃ।
ভাবাভাববিহীনস্য কিমভ্যাগতমাত্মনঃ ॥ ৮ ॥
প্রলুঠৎস্বপি শৈলেষু কল্পাগ্নিষু দহৎস্বপি।
বহৎসূৎপাতবাতেষু স্বাত্মন্যেব হি তিষ্ঠতি ॥ ৯ ॥

দেহসংস্থত্বং কথং জ্ঞায়তে তত্রাহ স্পর্শেতি। দেহে শীতোষ্ণাদিস্পর্শ-সম্বেদননিমিত্তত্বাদন্যত্র তদদর্শনাদ্দেহ এবাস্তি ভবানিতি শেষঃ। স্বাচে স্পর্শসম্বেদনে কথমসঙ্গাত্মা কারণমিতি তত্র দৃষ্টান্তমাহ উৎসেধেতি। যথা হৃরুৎসেধে অরোধকত্বাৎ খমুৎসেধকারণমিত্যুচ্যতে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অদেহত্বং তর্হি কথং তত্রাহ প্রবুদ্ধ ইতি। ত্বং জ্ঞাততত্ত্বত্বাৎ প্রবুদ্ধঃ প্রবোধে চ সতি শমিনাং সর্ব্বদ্বৈতোপশমবতাং দেহঃ ক্ব বর্ত্ততে। ন হি স্বপ্নোপশমে স্বাপ্নদেহোঽস্তি। ইদং ত্বেকং পরিচ্ছিন্নং দেহরূপমজ্ঞেষু-প্রবোধবৎসু দুঃস্থিতমসম্ভাব্যমপি স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

যদ্যজ্ঞোপি দেহে স্থিত্বা দেহী তর্হ্যহমপি দেহে স্পর্শবেদনাৎ স্থিত-স্তদ্বৎ কিং ন স্যাং তত্রাহ সর্ব্বদেতি। প্রকাশকত্বেন স্থিতিঃ সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তুষ্বপি তুল্যেতি সর্ব্বমেব ত্বমসি নাজ্ঞবদ্দেহমাত্রমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ তব কঃ পদার্থোদেহঃ স্যাৎ যং অহংবুদ্ধ্যা গৃহ্নাসি গৃহ্নীয়াঃ। অদেহোপি কঃ স্যাৎ যমনহম্বুদ্ধ্যা জহাসি ত্যজেরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নন্বু যদুপচয়াৎ স্বস্য হর্ষোপচয়ো যন্নাশনিমিত্তদর্শনাচ্চ বিষাদঃ স দেহ ইতরস্বদেহ ইতি ভেদঃ কিং ন স্যাদিতি চেৎ ন তত্ত্ববিদোহর্ষবিষাদহেত্ব-সম্ভবাদিত্যাহ সমুদেত্বিত্যাদিনা। ভাব্যতে প্রীত্যা স্মর্য্যত ইতি ভাবঃ প্রিয়ং ন ভাব্যতে ইত্যভাবোঽপ্রিয়ং তদুভয়বিহীনস্যেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

সর্ব্বভূতানি তিষ্ঠন্তু সর্ব্বমেব প্রযাতু বা।
নশ্যন্তু বাথ বর্দ্ধন্তামাত্মন্যেবাভিতিষ্ঠতি ॥ ১০ ॥
ক্ষীয়তে ন ক্ষয়ং প্রাপ্তে বর্দ্ধমানে ন বর্দ্ধতে।
ন স্পন্দতে স্পন্দমানে দেহেস্মিন্ পরমেশ্বরঃ ॥ ১১ ॥
দেহস্যাহমহং দেহীতি ক্ষীণে চিত্তবিভ্রমে।
ত্যজামি ন ত্যজামীতি কিং মুধা কলনোদিতা ॥ ১২ ॥
ইদং কৃত্বা করোমীদমিদং ত্যক্ত্বেদমিত্যলম্।
ইতি তত্ত্ববিদাং তাত সঙ্কল্পাঃ সংক্ষয়ং গতাঃ ॥ ১৩ ॥
প্রবুদ্ধাঃ সর্ব্বকর্ত্তারঃ করিষ্যন্তীহ কিঞ্চন।
ন তস্যাকরণে নিত্যমকর্ত্তৃত্বপদং গতাঃ ॥ ১৪ ॥
অকর্ত্তৃত্বাদভোক্তৃত্বমর্থাদেব সমাগতম্।
সংগৃহীতং কিলানুপ্তং কেনেহ ভুবনত্রয়ে ॥ ১৫ ॥
শান্তে কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে শান্তিরেবেহ শিষ্যতে।
প্রৌঢ়িমভ্যাগতা সৈব মুক্তিরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ১৬ ॥
প্রবুদ্ধাশ্চিন্ময়াঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বমাক্রম্য সংস্থিতাঃ।
কিং ত্যক্তং পরিগৃহ্ণন্তু কিং গৃহীতং ত্যজন্তু বা ॥ ১৭ ॥

তিষ্ঠতি তত্ত্বজ্ঞ ইতি শেষঃ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

দেহস্য সম্বন্ধিত্বহমিতি তাদাত্ম্যাধ্যাসলক্ষণে দেহীতি তদ্ধর্ম্মসংসর্গাধ্যাস-লক্ষণে চ চিত্তবিভ্রমে ক্ষীণে সতি মুধা নির্হেতুকা নিষ্ফলা চ ত্যজামি ন ত্যজামীতি কলনা কিমুদিতা স্যাৎ। নৈবোদেতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ত্যক্ত্বেদং ত্যক্ষ্যামীতি শেষঃ ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বকর্ত্তারোপি কিঞ্চ ন কিঞ্চিদপি ন করিষ্যন্তীতি পূর্ব্বার্দ্ধেন জ্ঞোঘ্নয়ঃ। তস্য কদাপ্যকরণে নিত্যমেব তে অকর্ত্তৃত্বপদং গতাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ॥১৪॥

তৎফলমাহ অকর্ত্তৃত্বাদিতি। অনুপ্তং বাপাদিনা অনিষ্পাদিতং ব্রীহ্যাদি॥১৫॥

শান্তির্নির্ব্বিক্ষেপতা। প্রৌঢ়িং কর্ত্তৃত্বমূলোচ্ছেদেন প্ররূঢ়তাম্ ॥ ১৬ ॥

উক্তং ব্যক্তমুপপাদয়তি প্রবুদ্ধা ইত্যাদিনা। আক্রম্য পরমার্থস্বরূপা-

গ্রাহ্যগ্রাহকসম্বন্ধপ্রমিতাবয়বিক্রমৈঃ।
হীনঃ প্রমেয়াবয়বৈঃ কিং গৃহ্ণাতু জহাতু কিম্॥ ১৮॥
গ্রাহ্যগ্রাহকসম্বন্ধে ক্ষীণে শান্তিরুদেত্যলম্।
স্থিতিমভ্যাগতা শান্তির্মোক্ষনাম্নাভিধীয়তে॥ ১৯॥
তত্র স্থিতাঃ সদা শান্তাস্ত্বাদৃশাঃ পুরুষোত্তমাঃ।
সুষুপ্তাবয়বস্পন্দ সাধর্ম্ম্যেণ চরন্তি হি॥ ২০॥
পরাববোধবিশ্রান্তবাসনোজগতি স্থিতিম্।
অর্দ্ধসুপ্ত ইবেহেমাং ত্বং পশ্যাত্মস্থয়া ধিয়া॥ ২১॥
ন রমন্তে হি রম্যেষু স্বাত্মন্যেব গতাশয়াঃ।
নোদ্বিজন্তেন্যদুঃখেষু স্বাত্মন্যেকরসায়নাঃ॥ ২২॥

বির্ভাবেন পরিভূয় ত্যক্তং অপ্রাপ্তং কিং ফলমৈহিকং পরিগৃহ্ণন্তু॥ ১৭॥

গ্রাহ্যগ্রাহক তৎসম্বন্ধলক্ষণৈরজ্ঞদশাপ্রমিতক্রিয়াকারকসম্বন্ধঘটিতাবান্তরবাক্যার্থলক্ষণাবয়বিক্রমৈর্ম্মহাবাক্যপ্রমেয়াবয়বৈরঙ্গপ্রধানক্রিয়াকলাপলক্ষণবিকারৈর্হীনঃ কূটস্থাত্মা তদ্ঘটিতসাঙ্গপ্রধানক্রিয়ানিস্পাদনসাধ্যং পারলৌকিকং স্বর্গাদিফলং বা কিং গৃহ্ণাতু কিং জহাত্বিত্যর্থঃ॥ ১৮॥

ঐহিকামুষ্মিকেষ্টানিষ্টসাধনহানোপাদাননিমিত্তগ্রাহ্যগ্রাহকসম্বন্ধোপশমে রাগাদিবিক্ষেপশান্তিরুদেতি সৈব রাগাদিমূলোচ্ছেদেন স্থিতিমভ্যাগতা মোক্ষনাম্নোচ্যত ইত্যুক্তোপপাদনোপসংহারঃ॥ ১৯॥

এবং স্থিতানামপি যাবৎ প্রারব্ধক্ষয়ং ব্যবহারসিদ্ধৌ দৃষ্টান্তমাহ সুষুপ্তেতি। যথা সুষুপ্তাঃ স্বাপ্যয়েন ব্রহ্মপ্রাপ্তা অপি প্রাণোদরান্নরসাদিস্পন্দং জীবনাদৃষ্টাত্মসন্নিধিমাত্রেণাচরন্তীত্যুচ্যতে তদ্বজ্জীবন্মুক্তা অপি চরন্তি ব্যবহরন্তীত্যর্থঃ॥ ২০॥

তদ্বত্ত্বমপি রাজ্যপালনমাচরেত্যাশয়েনাহ পরাববোধেতি। অর্দ্ধসুপ্তঃ সুষুপ্তিজাগ্রৎসন্ধিস্থঃ॥ ২১॥

রম্যেষু অনাত্মস্বিতি শেষঃ। আত্মান্যেষু আত্মাস্পর্শিষু দুঃখেষু। স্বাত্মন্যেব একং রসায়নমিব মধুরং সুখং যেষাম্। তথাচোক্তং বার্ত্তিকে "দুঃখী যদি ভবেৎ সাক্ষী কঃ সাক্ষী দুঃখিতোভবেৎ। দুঃখিনঃ সাক্ষিতা নাস্তি

নিত্যপ্রবুদ্ধা গৃহ্ণন্তি কার্য্যাণীমান্যসঙ্গিনঃ।
মুকুরা ইব বিম্বানি যথাপ্রাপ্তান্যবাঞ্ছয়া ॥ ২৩ ॥
জাগ্রতি স্বাত্মনি স্বস্থা সুপ্তাঃ সংসারসংস্থিতৌ।
বালবৎ প্রবিবেপন্তে সুষুপ্তসদৃশাশয়াঃ ॥ ২৪ ॥
ত্বমজিতপদবীমুপাগতোন্তঃ
কমলজবাসরমেকমেব ভুক্ত্বা।
গুণগণকলিতামিহৈব লক্ষ্মীং
ব্রজ পরমাস্পদমচ্যুতং মহাত্মন্ ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে প্রহ্লাদবোধনং নাম
চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

সাক্ষিণোদুঃখিতা কুতঃ" ইতি ॥ ২২ ॥

সুখদুঃখাভাবে তৎপ্রাপ্তিপরিহারার্থানি কার্য্যাণি কথং গৃহ্ণন্তি তত্রাহ নিত্যেতি। অবাঞ্ছয়া অনাস্থয়া ॥ ২৩ ॥

তর্হি তে কিং স্বাত্মন্যপ্যাস্থা শূন্যা নেত্যাহ জাগ্রতীতি। "তথাচ যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী" ইতি ভগবতাপি তেষামাত্মাস্থা দর্শিতা। প্রবিবেপন্তে প্রকম্পন্তে ব্যবহরন্তীতি যাবৎ ॥ ২৪ ॥

বিবক্ষিতার্থং সংক্ষিপ্যোপসংহরতি ত্বমিতি। হে মহাত্মন্ ত্বমন্তঃ অজিতস্য বিষ্ণোঃ পদবীং পরমাত্মপদং সমাগতঃ প্রাপ্তবান্ সন্ একং কমলজবাসরং কল্পপর্য্যন্তমিহৈব পাতালে গুণগণৈঃ কলিতাং রাজ্যলক্ষ্মীং ভুক্ত্বা অচ্যুতং বিদেহকৈবল্যাখ্যং চ্যুতিরহিতং পরমাস্পদং পরমপদং ব্রজেত্যর্থঃ ॥২৫॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

—○()∗()○—

বশিষ্ঠ উবাচ।

জগদ্রত্নসমুদ্গেন ত্রৈলোক্যাদ্ভুতদর্শিনা।
ইত্যুক্তে পদ্মনাভেন জ্যোৎস্নাশীতলয়া গিরা ॥ ১ ॥
প্রহ্লাদনামা দেহোসৌ বিকাশিনয়নাম্বুজঃ।
মুদোবাচ বচোধীরো গৃহীতমননক্রমঃ ॥ ২ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

হিতাহিতবিচারেণ রাজকার্য্যশতেন চ।
অত্যহং শ্রমিতোদেব ক্ষণং বিশ্রামতাং গতঃ ॥ ৩ ॥
ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন স্থিতিঃ সম্যগথাগতা।
সমাধাবসমাধৌ চ রূপেণাহং সমঃ সদা ॥ ৪ ॥
চিরমন্তর্মহাদেব দৃষ্টোঽস্যমলয়া ধিয়া।

গৃহীতশাসনাদ্দৈত্যাৎ পূজাং সম্প্রাপ্য সানুগঃ।
দৈত্যরাজ্যেভিষিচ্যৈনং বরৈরচ্ছন্দয়দ্ধরিঃ ॥ ১ ॥

প্রলয়ে জগল্লক্ষণানাং রত্নানাং স্বান্তঃপ্রবেশনাৎ সমুদ্গেন সম্পুটকেন সৃষ্টিকালে ত্রৈলোক্যলক্ষণাদ্ভুতপ্রদর্শনশীলেন পদ্মনাভেন বিষ্ণুদেহেন ইতি প্রাগুক্তপ্রকারেণোক্তে সতি ॥ ১ ॥

প্রহ্লাদনামা অসৌ প্রাগুক্তোদেহো গৃহীতমননক্রমঃ সন্ মুদা উবাচ। দেহগ্রহণমাত্মনি ব্যবহর্ত্তৃতাবারণার্থম্ ॥ ২ ॥

অসুরাণাং কিং হিতং দেবানাং কিমহিতমিতি বিচারেণ শ্রমিতঃ শ্রমং প্রাপিতঃ। ক্ষণমিতি সমাধৌ কালদৈর্ঘ্যাপ্রত্যয়াদুক্তম্ ॥ ৩ ॥

স্থিতিস্তত্ত্ববোধেন স্বরূপাবস্থিতিঃ। রূপেণ পারমার্থিকস্বরূপেণ। সদা সমাধ্যসমাধ্যোঃ সদেহবিদেহমুক্তোশ্চ ॥ ৪ ॥

পুনর্ব্বহিরয়ং দৃষ্ট্যা দিষ্ট্যা দেব প্রদৃশ্যসে ॥ ৫ ॥
অহমাসমনন্তায়ামস্যাং দৃষ্টৌ মহেশ্বর।
সর্ব্বসঙ্কল্পমুক্তায়াং ব্যোম ব্যোম্নীব নির্ম্মলে ॥ ৬ ॥
ন শোকেন ন মোহেন ন চ বৈরাগ্যচিন্তয়া।
ন দেহত্যাগকার্য্যেণ ন সংসারভয়েন চ ॥ ৭ ॥
একস্মিন্ বিদ্যমানে হি কুতঃ শোকঃ কুতঃ ক্ষতিঃ।
কুতোদেহঃ ক সংসারঃ ক স্থিতিঃ ক ভয়াভয়ে ॥ ৮ ॥
যথেচ্ছয়ৈবামলয়া কেবলং স্বয়মুত্থয়া।
এবমেবাহমবসং বিততে পাবনে পদে ॥ ৯ ॥
হা বিরক্তোস্মি সংসারং ত্যজামীতীয়মীশ্বর।
অপ্রবুদ্ধদশাং চিন্তা হর্ষশোকবিকারদা ॥ ১০ ॥
দেহাভাবে ন দুঃখানি দেহে দুঃখানি মে মতিঃ।
ইতি চিন্তাবিষব্যালী মূর্খমেবাবলুম্পতি ॥ ১১ ॥

ইমৌ শ্লোকৌ কচিদেব পুস্তকে দৃশ্যেতে। অন্তর্দিষ্ট্যা অখণ্ডমানসসাক্ষাৎকারবৃত্ত্যা দৃষ্টোসি। বহির্দৃষ্ট্যা চক্ষুষা দিষ্ট্যা ভাগ্যবশেন দৃশ্যসে ॥ ৫ ॥

অস্যামান্তর্য্যাং দৃষ্টৌ ॥ ৬ ॥

তত্র শোকমোহাদিনিমিত্তবশাদহং সমাধিং নাশ্রিতো ভেন মম দেহত্যাগপ্রসক্তিঃ স্যাদিত্যাহ ন শোকেনেতি ॥ ৭ ॥

দৃষ্ট এব তে পিতৃরাজ্যাদিনাশাদিঃ শোকহেতুস্তং কথমপলপসি তত্রাহ একস্মিন্নিতি। সত্যমত্র দৃষ্টো ন ত্বদ্বৈতাত্মনি স ইতি ন তদ্ধেতুকো মে সমাধিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তর্হি সমাধেস্তে কোহেতুরিতি চেৎ বিচারজা বিশ্রান্তীচ্ছৈবেত্যাহ যথেচ্ছয়েতি। এবমেব দেহত্যাগাদ্যভিসন্ধিং বিনৈব ॥ ৯ ॥

ন চ বৈরাগ্যচিন্তয়েতি বৈরাগ্যাপহ্নবোন যুক্তস্তস্য বিচারপূর্ব্বকে সমাধাবনুকূলত্বাদিতি চেৎ তত্রাহ হা বিরক্ত ইতি ॥ ১০ ॥

বৈরাগ্যস্য সমাধিহেতুত্বে রাগবদ্দেহস্যাপি দুঃখহেতুত্বানুভবাৎ তত্ত্যাগস্যাপি সমাধিনিমিত্ততা স্যাৎ সোপ্যতত্ত্ববিদ এব বাঞ্ছিতো ন মমেত্যাহ

ইদং সুখমিদং দুঃখমিদং নাস্তীদমস্তি মে।
ইতি দোলায়িতং চেতোমূঢ়মেব ন পণ্ডিতম্ ॥ ১২ ॥
অহমন্যোন্য এবায়মিত্যজ্ঞানাস্তু বাসনা।
দূরোদস্তাত্মবুদ্ধীনাং জয়ত্যস্মমতামিহ ॥ ১৩ ॥
ইদং ত্যাজ্যমিদং গ্রাহ্যমিতি মিথ্যামনোভ্রমঃ।
নোন্মত্ততাং নয়ত্যন্তর্জ্ঞমজ্ঞমিব দুর্দ্ধিয়ঃ ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বস্মিন্নাত্মনি ততে ত্বয়ি তামরসেক্ষণ।
হেয়োপাদেয়পক্ষস্থা দ্বিতীয়া কলনা কুতঃ ॥ ১৫ ॥
বিজ্ঞানাভাসমখিলং জগৎ সদসদুত্থিতম্।
কিং হেয়ং কিমুপাদেয়মিহ যৎ ত্যজ্যতে ন বা ॥ ১৬ ॥
কেবলং স্বস্বভাবেন দ্রষ্টৃদৃশ্যে বিচারয়ন্।
ক্ষণং বিশ্রান্তবানন্তঃ পরমাত্মাত্মনাত্মনি ॥ ১৭ ॥
ভাবাভাববিনির্ম্মুক্তোহেয়োপাদেয়বর্জ্জিতঃ।

দ্বেয়াভাব ইতি ॥ ১১ ॥

অতএব সুখলিপ্সয়া দুঃখনিবৃত্তিলিপ্সয়াপি বা ন সমাধিরিত্যাহ ইদমিতি। মূঢ়মেব অবলুম্পতীত্যনুকৃষ্যতে ॥ ১২ ॥

তর্হ্যস্তু ভেদবাসনাক্ষয়েচ্ছয়া সমাধিস্তত্রাহ অহমন্য ইতি। দূরোদস্তা আত্মবুদ্ধিস্তত্ত্বজ্ঞানং যৈস্তেষামজ্ঞানামেব জয়তি ন তত্ত্ববিদামিত্যর্থঃ। অস্মমতাং প্রাণিনাম্ ॥ ১৩ ॥

তর্হি সংসারত্যাগায় মোক্ষগ্রহণায় বা সমাধিরস্ত্বিতি চেৎ তত্রাপ্যাহ ইদমিতি। ইতি প্রসিদ্ধোদুর্দ্ধিয়ঃ সম্বন্ধী ভ্রমঃ অজ্ঞমিব জ্ঞং নোন্মত্ততাং নয়তীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৪ ॥

তৎকুতস্তত্রাহ সর্ব্বস্মিন্নিত্যাদিনা ॥ ১৫ ॥

ভ্রান্তিবিজ্ঞানে শুক্তিরজতাদিবদাভাসতে ন পরমার্থত ইতি বিজ্ঞানাভাসম্। সত আত্মনোঽসতো মায়ায়াশ্চান্যোন্যতাদাত্ম্যাধ্যাসলক্ষণাৎ মিথুনীকরণাদুত্থিতম্ ॥ ১৬ ॥

অতএব মম তত্ত্ববিচারবিশ্রান্তিরেব সমাধিঃ সম্পন্ন ইত্যাহ কেবলমিতি ॥ ১৭

এবমাসমহং পূর্ব্বমধুনেত্থং ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥
স ময়াত্মীয়মাপন্নং সর্ব্বমাত্মাত্মতাং গতঃ।
করোম্যহং মহাদেব তুভ্যং যৎ পরিরোচতে ॥ ১৯ ॥
ত্বময়ং পুণ্ডরীকাক্ষঃ পূজ্যস্তাবজ্জগত্ত্রয়ে।
তস্মত্তঃ প্রকৃতিপ্রাপ্তাং পূজামাদাতুমর্হসি ॥ ২০ ॥
ইত্যুক্ত্বা দানবাধীশঃ পুরঃ ক্ষীরোদশায়িনঃ।
শৈলেন্দ্র ইব পূর্ণেন্দুমর্ঘপাত্রমুপাদদে ॥ ২১ ॥
সাযুধং সাপ্সরোবৃন্দং সসুরং সখগাধিপম্।
পূজয়ামাস গোবিন্দং সত্রৈলোক্যমথাগ্রগম্ ॥ ২২ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরভ্রান্তভুবনং ভুবনেশ্বরম্।
পূজয়িত্বাথ তিষ্ঠন্তমুবাচ কমলাপতিঃ ॥ ২৩ ॥

ভগবানুবাচ।

উত্তিষ্ঠ দানবাধীশ সিংহাসনমুপাশ্রয়।
যাবদাশ্বভিষেকং তে স্বয়মেব দদাম্যহম্ ॥ ২৪ ॥
পাঞ্চজন্যরবং শ্রুত্বা য ইমে সমুপাগতাঃ।

পূর্ব্বং সমাধিকালে। অধুনা ব্যুত্থানকালে। ইত্থং ত্বদাজ্ঞপ্তার্থোপাদান-যোগ্যতয়া ব্যবস্থিতোঽস্মীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

স আত্মতাং স্বস্বভাবং গত আত্মা অহং ময়া আত্মীয়ং স্বকর্ত্তব্যতাং প্রাপ্তং সর্ব্বং ত্বদাজ্ঞপ্তং কার্য্যং করোমি। কিং স্বরাগেণ করিষ্যসি নেত্যাহ তুভ্যমিতি। ত্বদিচ্ছানুবর্ত্তিতয়েত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

যথা তদাজ্ঞপ্তং রাজ্যং নিয়তিপ্রাপ্তমহমঙ্গীকরোমি তথা ত্বমপি মদ্দত্তাং পূজাং সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ তবনিয়তিপ্রাপ্তাং গৃহাণেত্যাহ ত্বমিতি। প্রকৃতিঃ শাস্ত্রলোকপ্রসিদ্ধা নিয়তিঃ ॥ ২০ ॥

শৈলেন্দ্রঃ উদয়াদ্রিঃ ॥ ২১ ॥

সত্রৈলোক্যমুদরান্তঃস্থিতত্রৈলোক্যসহিতম্। অগ্রগং পুরঃস্থিতম্ ॥ ২২ ॥

বাহ্যেষু রোমকূপাদিষু আভ্যন্তরেষু বস্তিজঠরহৃদয়াদিষু চ ভ্রান্তানি

সিদ্ধাঃ সাধ্যাঃ সুরৌঘাস্তে কুর্ব্বন্তু তব মঙ্গলম্ ॥ ২৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা পুণ্ডরীকাক্ষো দানবং সিংহবিষ্টরে।
যোজয়ামাস যোগ্যং তং মেরুশৃঙ্গমিবাম্বুদম্ ॥ ২৬ ॥
অথৈনং হরিরাহূতৈঃ ক্ষীরোদাদ্যৈর্ম্মহাব্ধিভিঃ।
গঙ্গাদিভিঃ সরিৎপূরৈঃ সর্ব্বতীর্থজলৈস্তথা ॥ ২৭ ॥
সর্ব্ববিপ্রর্ষিসঙ্ঘৈশ্চ সর্ব্বসিদ্ধগণৈঃ সহ।
পুনর্ব্বিদ্যাধরযুতো লোকপালসমন্বিতঃ ॥ ২৮ ॥
অভ্যষিঞ্চদমেয়াত্মা দৈত্যরাজ্যে মহাসুরম্।
মরুদ্গণৈঃ স্তূয়মানং পূর্ব্বং স্বর্গে হরিং যথা ॥ ২৯ ॥
সুরাসুরৈঃ স্তূয়মানং স্তূয়মানঃ সুরাসুরৈঃ।
অভিষিক্তমুবাচেদং প্রহ্লাদং মধুসূদনঃ ॥ ৩০ ॥

ভগবানুবাচ।

যাবন্মেরুর্ধরা যাবৎ যাবচ্চন্দ্রার্কমণ্ডলে।
অখণ্ডিতগুণশ্লাঘী তাবদ্রাজা ভবানঘ ॥ ৩১ ॥
ইষ্টানিষ্টফলং ত্যক্ত্বা সমদর্শনয়া ধিয়া।
বীতরাগভয়ক্রোধো রাজ্যং সমনুপালয় ॥ ৩২ ॥
রাজ্যেঽস্মিন্ ভোগসম্পূর্ণে দৃষ্টানুত্তমভূমিনা।
ন গন্তব্যস্ত্বয়োদ্বেগঃ স্বর্গে মানবকেঽথ বা ॥ ৩৩ ॥

পরিবর্ত্তমানানি ভুবনানি যস্ত তম্ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

সিংহবিষ্টরে সিংহাসনে ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

পুনঃশব্দস্বারস্তাৎ পূর্ব্বং স্বয়মেক এব অভ্যষিঞ্চৎ বিদ্যাধরাদিভিঃ সহ পুনরুৎসাহাতিশয়াদভ্যষিঞ্চদিতি গম্যতে ॥ ২৮ ॥

হরিমিন্দ্রম্ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

ধরা পৃথ্বী ধরাঃ অন্যে পর্ব্বতাশ্চেতি বা ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

দৃষ্টা অনুত্তমা নিরতিশয়ানন্দভূমির্যেন তথাবিধেন ত্বয়া রাজ্যে উদ্বেগঃ অরতিলক্ষণো ন গন্তব্যস্তথা পিত্রাদিবৎ স্বর্গে দেবলোকে মানবে ভূলোকে

দেশকালক্রিয়াকারৈর্যথাপ্রাপ্তাসু দৃষ্টিষু।
প্রকৃতং কার্য্যমাতিষ্ঠ ত্যক্ত্বা মানসমাস্ব ভো ॥ ৩৪ ॥
অতিদেহতয়েদং তামমতাপরিবর্জ্জিতম্।
ভাবাভাবে সমং কার্য্যং কুর্ব্বন্নিহ ন বাধ্যসে ॥ ৩৫ ॥
দৃষ্টসংসারপর্য্যায়স্তুলিতাতুলতৎপদঃ।
সর্ব্বং সর্ব্বত্র জানাসি কিমন্যদুপদিশ্যতে ॥ ৩৬ ॥
বীতরাগভয়ক্রোধে ত্বয়ি রাজনি রাজতি।
নেদানীং দুঃখদুর্গ্রন্থির্নাসুরান্ দলয়িষ্যতি ॥ ৩৭ ॥
বাষ্পশ্রীর্নাসুরীকর্ণমঞ্জরীঃ প্লাবয়িষ্যতি।
বনরাজিমিবোন্মত্তা সরিত্তারতরঙ্গিণী ॥ ৩৮ ॥
অদ্যপ্রভৃত্যসম্প্রাপ্ত দানবাগরসঙ্গরম্।
নিশ্মন্দরাম্ভোনিধিবৎ জগৎস্বস্থমিব স্থিতম্ ॥ ৩৯ ॥
দেবাসুরকুটুম্বিন্যো ভর্ত্তৃষন্তঃপুরেষু চ।
স্বেস্বেব যান্তু বিশ্বাসমপরস্পরমাহৃতাঃ ॥ ৪০ ॥

চ উদ্বেগোন গন্তব্যো ন গময়িতব্যঃ ॥ ৩৩ ॥

যথাপ্রাপ্তাসু প্রজাশাত্রবাদিনিগ্রহানুগ্রহাদিদৃষ্টিষু তত্তৎপুরুষানুরূপৈর্দেশ-কালক্রিয়াকারৈঃ প্রকৃতং প্রসক্তিতং বধবন্ধদণ্ডাদিকার্য্যমাতিষ্ঠ অনুতিষ্ঠ। মানসং রাগাদিবৈষম্যং ত্যক্ত্বা আস্ব ॥ ৩৪ ॥

অতিদেহতয়া দেহাতিরিক্তাত্মভাবেন। ভাবাভাবে লাভালাভে ॥ ৩৫ ॥

ব্যবহারে পরমার্থেচ ত্বমেব নিপুণোঽসীতি নোপদেশ্যং তবাস্তীত্যাহ দৃষ্টেতি ॥ ৩৬ ॥

অনেন তব পূর্ব্বমনোরথোঽপি সেৎস্যতীত্যাহ বীতেতি। দুঃখদুর্গ্রন্থি-রসুরেষ্বিদানীং ন স্থাস্যতি দেবস্ত্বঞ্চ সমদ্বারা অসুরান্ন দলয়িষ্যতীত্যর্থঃ ॥৩৭॥

উন্মত্তা বর্ষাভিবর্দ্ধিতা সরিৎ নদী। তারতরঙ্গিণী বৃহত্তরঙ্গা ॥ ৩৮ ॥

জগৎস্বাস্থ্যমপি সেৎস্যতীত্যাহ অদ্যেতি। নিশ্মন্দরো নির্গতমন্থাচলো যোঽম্ভোনিধিস্তদ্বৎ ॥ ৩৯ ॥

অপরস্পরমাহৃতাঃ পরস্পরভর্ত্তৃভিরবন্দীকৃতাঃ ॥ ৪০ ॥

ভব বহুলনিশানিতান্তনিদ্রা
তিমিরমপাস্য সদোদিতাশয়শ্রীঃ।
দনুসুত বনিতাবিলাসরম্যাং
চিরমজিতামুপভুংক্ষ্ব রাজ্যলক্ষ্মীম্ ॥ ৪১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে প্রহ্লাদাভিষেকোনামৈ-
কচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

হে দনুসুত ত্বং বহুলনিশা কৃষ্ণপক্ষরাত্রিস্তত্রত্যানিতান্তনিদ্রাতিমিরপ্রায়-মজ্ঞানান্ধকারমপাস্য সদা উদিতা আশয়শ্রীঃ স্বপ্রকাশব্রহ্মাত্মস্ফূর্ত্তির্যস্য তথা-বিধঃ সন্ বনিতানামসুরস্ত্রীণাং সম্ভজনীয়শাস্ত্যাদীনাং চ বিলাসৈঃ রম্যাং অজিতাং শত্রুভিঃ কামাদিষট্‌কৈশ্চাপরাভূতাং রাজ্যলক্ষ্মীং স্বারাজ্যলক্ষ্মীঞ্চ চিরমুপভুংক্ষ্বেত্যাশীঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

—০()০—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা পুণ্ডরীকাক্ষঃ সনরামরকিন্নরঃ ।
দ্বিতীয় ইব সংসারশ্চচালাস্থরমন্দিরাৎ ॥ ১ ॥
প্রহ্লাদাদিবিনির্ম্মুক্তৈঃ পশ্চাৎ পুষ্পাঞ্জলিব্রজৈঃ ।
পূর্য্যমাণোবিহঙ্গেশ পাশ্চাত্যাঙ্গরুহোৎকরৈঃ ॥ ২ ॥
ক্রমাৎ ক্ষীরোদমাসাদ্য বিসৃজ্য স্থরবাহিনীম্ ।
ভোগিভোগাসনে তস্থৌ শ্বেতাব্জ ইব ষট্‌পদঃ ॥ ৩ ॥
ভোগিভোগাসনে বিষ্ণুঃ শক্রঃ স্বর্গে সহামরৈঃ ।
পাতালে দানবাধীশ ইতি তস্থুর্গতজ্বরাঃ ॥ ৪ ॥
এষা তে কথিতা রাম নিঃশেষমলনাশিনী ।
প্রাহ্লাদী বোধসম্প্রাপ্তিরৈন্দবদ্রবশীতলা ॥ ৫ ॥
তাস্তু যে মানবালোকে বহুদুষ্কৃতিনোপি হি ।
ধিয়া বিচারয়িষ্যন্তি তে প্রাপ্স্যন্ত্যচিরাৎ পদম্ ॥ ৬ ॥
সামান্যেন বিচারেণ ক্ষয়মায়াতি দুষ্কৃতম্ ।

বিষ্ণোঃ ক্ষীরোদগমন-মাখ্যানফলমুক্তমম্ ।
সমাধিমুক্তব্যুৎথানে হেতুশ্চাত্রোপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

সনরামরকিন্নরত্বাদেব দ্বিতীয়ঃ সংসার ইব বিস্তৃতঃ । চচাল জগাম ॥ ১ ॥ বিহঙ্গেশস্য গরুড়স্য পাশ্চাত্যেষঙ্গরুহেষু উৎকরবৎ রাশীভূতৈঃ পুষ্পাঞ্জলিব্রজৈঃ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ঐন্দবোদ্রবোহমৃতমিব শীতলা ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

যোগবাক্যবিচারেণ কোন যাতি পরং পদম্‌ ॥ ৭ ॥
অজ্ঞানমুচ্যতে পাপং তদ্বিচারেণ নশ্যতি।
পাপমূলচ্ছিদং তস্মাৎ বিচারং ন পরিত্যজেৎ ॥ ৮ ॥
ইমাং প্রহ্লাদসংসিদ্ধিং প্রবিচারয়তাং নৃণাম্‌।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং ক্ষয়মায়াত্যসংশয়ম্‌ ॥ ৯ ॥

রাম উবাচ।

পরে পদে পরিণতং পাঞ্চজন্যস্বনৈর্ম্মনঃ।
কথং প্রবুদ্ধং ভগবন্‌ প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ ॥ ১০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

দ্বিবিধা মুক্ততা লোকে সম্ভবত্যনঘাকৃতে।
সদেহৈকা বিদেহান্যা বিভাগোয়ং তয়োঃ শৃণু ॥ ১১ ॥
অসংসক্তমতের্যস্য ত্যাগাদানেষু কর্ম্মণাম্‌।
নৈষণা তৎস্থিতিং বিদ্ধি ত্বং জীবন্মুক্ততামিহ ॥ ১২ ॥
সৈব দেহক্ষয়ে রাম পুনর্জ্জননবর্জ্জিতা।

দুষ্কৃতপদেন পাপং তন্মূলমজ্ঞানঞ্চ ॥ ৭ ॥

ময়োক্তং ন পাপমেবেত্যাহ অজ্ঞানমিতি ॥ ৮ ॥

সপ্তজন্মকৃতমিত্যাপাতবিচার[illegible]লমেতৎ। জ্ঞানফলপর্য্যন্তেন তু বিচারেণ প্রারব্ধফলাতিরিক্তসর্ব্বপাপক্ষয়প্রসিদ্ধ এবেতি ॥ ৯ ॥

সমাধিমুক্তস্য বিদেহমুক্তেন সহ বিশ্রান্তিসুখাদিসাম্যে পুনর্ব্যুত্থানহেতু জিজ্ঞাসমানোরামঃ পৃচ্ছতি পরে ইতি। মনসোবিলয়ে পাঞ্চজন্যস্বনশ্রবণমপি দুর্ল্লভমিতি কথং তেন প্রবোধ ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

প্রারব্ধশেষোদ্বোধিতশুদ্ধবাসনাসহিতভগবদিচ্ছৈব তৎপ্রবোধে হেতুরিতি বিশেষং বক্তুং সদেহবিদেহমুক্তী বিভজ্য দর্শয়তি দ্বিবিধেত্যাদিনা। বিভাগো বিভাজকলক্ষণভেদঃ। অয়ং বক্ষ্যমাণপ্রকারঃ ॥ ১১ ॥

কর্ম্মণামিষ্টানিষ্টানাং ত্যাগাদানেষু বিষয়েষু এষণা রাগো নাস্তি। তস্য তাং স্থিতিং জীবন্মুক্ততাং বিদ্ধি ॥ ১২ ॥

বিদেহমুক্তা প্রোক্তা তৎস্থা নায়াস্তি দৃশ্যতাম্ ॥ ১৩ ॥

ভৃষ্টবীজোপমা ভূয়োজন্মাঙ্কুরবিবর্জ্জিতাঃ।

হৃদি জীবদ্বিমুক্তানাং শুদ্ধা ভবতি বাসনা ॥ ১৪ ॥

পাবনী পরমোদারা শুদ্ধসত্ত্বানুপাতিনী।

আত্মধ্যানময়ী নিত্যং সুষুপ্তস্থেব তিষ্ঠতি ॥ ১৫ ॥

অপি বর্ষসহস্রান্তে তয়ৈবান্তরবস্থয়া।

সতি দেহে প্রবুধ্যন্তে জীবন্মুক্তা রঘূদ্বহ ॥ ১৬ ॥

প্রহ্লাদোন্তঃস্থয়া শুদ্ধসত্ত্ববাসনয়া স্বয়া।

বোধমাপ মহাবাহো শঙ্খশব্দাববুদ্ধয়া ॥ ১৭ ॥

হরিরাত্মা হি ভূতানাং তস্য যৎ প্রতিভাসতে।

তত্তথৈব ভবত্যাশু সর্ব্বমাত্মৈব কারণম্ ॥ ১৮ ॥

প্রবোধমেতু প্রহ্লাদো যদেবেতি বিচিন্তিতম্।

নিমেষাদ্বাসুদেবেন তদৈবৈতদুপস্থিতম্ ॥ ১৯ ॥

আত্মন্যকারণেনৈব ভূতানাং কারণেন চ।

দেহপদেন তদ্ধারণহেতুঃ প্রারব্ধশেষোলক্ষ্যতে। তস্য ভোগেন ক্ষয়ে সতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ভৃষ্টানি ভর্জ্জিতানি বীজান্যুপমা সাদৃশ্যং যেষামিতি পুনর্দৃশ্যতানবাপ্তৌ হেতুগর্ভং বিশেষণম্। জীবন্মুক্তেষু তু সমাধিব্যুত্থানেন পুনর্দ্দেহদৃশ্যতায়াং হেতুরস্তীত্যাহ হৃদীতি। শুদ্ধা আসঙ্গমালিন্যনির্ম্মুক্তা ॥ ১৪ ॥

পাবনী শুদ্ধব্রহ্মাত্মভাবনাপবিত্রা। পরমোদারা তৃষ্ণাকার্পণ্যরহিতা। অন্তঃ-করণস্য ব্রহ্মণি লয়েপি বাসনাস্থিতৌ দৃষ্টান্তমাহ সুষুপ্তস্যেবেতি ॥ ১৫ ॥

দেহপদেনাত্রাপি তদ্ধারণহেতুঃ প্রারব্ধশেষোলক্ষ্যতে ॥ ১৬ ॥

সৈব প্রহ্লাদবোধেপি হেতুরিত্যাহ প্রহ্লাদ ইতি ॥ ১৭ ॥

লীনে শ্রোত্রে শঙ্খশব্দস্যাপ্যগ্রহাৎ তাবন্মাত্রেণ কথং বোধ ইত্যাশঙ্কাং পরিহরন্নাহ হরিরিতি। আত্মা কারণাত্মা সত্যসঙ্কল্প ইতি যাবৎ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

সৃষ্ট্যর্থং বপুরাত্তং হি বাসুদেবময়াত্মনা ॥ ২০ ॥
আত্মাবলোকনেনাশু মাধবঃ পরিদৃশ্যতে।
মাধবারাধনেনাশু স্বয়মাত্মাবলোক্যতে ॥ ২১ ॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য রাঘবাত্মাবলোকনে।
বিহরাশু বিচারাত্মা পদং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ২২ ॥
দুঃখাসারবতী রাম সংসারপ্রাবৃড়াততা।
জাড্যং দদাতি পরমং বিচারার্কমপশ্যতাম্ ॥ ২৩ ॥
প্রসাদাদাত্মনোবিষ্ণোর্ম্মায়েয়মতিভাস্বরা।
প্রবাধতে ন ধীরাংস্তু যক্ষী মন্ত্রবতোযথা ॥ ২৪ ॥
আত্মেচ্ছয়ৈব ঘনতাং সমুপাগতান্ত-
রাত্মেচ্ছয়ৈব তনুতামুপযাতি কালে।

অকারণেনৈব শুদ্ধাত্মনা ভূতানাং কারণেনাব্যাকৃতেন চকারাৎ কাম-কর্ম্মাদিনা চ নিমিত্তেন আত্মন্যেব জগৎ সৃষ্টার্থং বাসুদেবময়াত্মনা বপুঃ শরীরমাত্রং গৃহীতম্। হি শব্দস্তথা শ্রুতিস্মৃতিপুরাণপ্রসিদ্ধিদ্যোতনার্থঃ ॥২০॥

অতএব তদ্বপুর্দ্দর্শনে আত্মদর্শনং সিদ্ধ্যত্যাত্মদর্শনে চ তদ্দর্শনং সুলভ-মিত্যাহ আত্মেতি ॥ ২১ ॥

বিহর যতস্ব ॥ ২২ ॥

দুঃখান্যেব আসারা ধারাসম্পাতাস্তদ্বতী। জাড্যং মৌর্খ্যং রোগং চ ॥২৩॥

যক্ষীগ্রহণং সর্ব্বপিশাচাদ্যুপলক্ষণম্। মন্ত্রবতোমন্ত্রসিদ্ধান্ ॥ ২৪ ॥

সংসারজালরচনালক্ষণা অনন্তস্য বিষ্ণোরিয়ং মায়া তস্যৈবাত্মন ইচ্ছয়ৈব ঘনতাং দেহাদিঘনানর্থতাবং সমুপাগতা সা চ নির্ব্ব্যাজভক্তিপ্রণিধানাদ্যা-রাধিতস্য তস্যাত্মন ইচ্ছয়ৈব বিবেকবিচারাদিজন্মকালে তনুতাং হ্রাসমুপ-যাতি। যথা পাবকস্য জ্বালা বাতবলয়াদেব ঘনতামুপযাতি অন্তে চ তদ্বশাদেব তনুতামুপযাতি তদ্বৎ। অত ঈশ্বরপ্রসাদজনিতবিচারাদিনৈবা-বশ্যং জ্ঞানলাভ ইত্যাখ্যানতাৎপর্য্যমিতি ভাবঃ। তথাচ ভগবতোবাদরা-য়ণস্য সূত্রম্ "পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততোহস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ" ইতি

সংসারজালরচনেয়মনন্তমায়া
জ্বালেহ বাতবলয়াদিব পাবকস্য ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে প্রহ্লাদব্যবস্থা নাম
দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥

"মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ" ইতি ভগবদ্বচনঞ্চ ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

—○()•()○—

রাম উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ শুদ্ধৈস্ত্বদ্বচনাংশুভিঃ।
নির্ব্বৃতাঃ স্ম শশাঙ্কস্য করৈরোষধয়োযথা ॥ ১ ॥
কর্ণাভিবাঞ্ছ্যমানানি পবিত্রাণি মৃদূনি চ।
সুখয়ন্তি গৃহীতানি পুষ্পাণীব বচাংসি তে ॥ ২ ॥
পৌরুষেণ প্রযত্নেন সর্ব্বমাসাদ্যতে যদি।
প্রহ্লাদস্তৎ কথং বুদ্ধো ন মাধববরং বিনা ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যদ্‌যদ্রাঘব সম্প্রাপ্তং প্রহ্লাদেন মহাত্মনা।
তত্তদাসাদিতং তেন পৌরুষাদেব নান্যতঃ ॥ ৪ ॥
আত্মা নারায়ণশ্চৈব ন ভিন্নস্তিলতৈলবৎ।

ঈশপ্রসাদলভ্যেপি নেশ্বরে দীয়তাং ভরঃ।
পৌরুষেণেন্দ্রিয়াক্রান্ত্যা সাধ্যং জ্ঞানমিতীর্য্যতে ॥ ১ ॥

নির্ব্বৃতা আহ্লাদিতাঃ স্ম ॥ ১ ॥

কর্ণাভ্যাং শ্রবণায়াবতংসনায় চাভিবাঞ্ছ্যমানানি। পুষ্পপক্ষে গুরুদেবতাদিপ্রসাদরূপতয়া পাপাপহারিত্বাৎ পবিত্রাণি। পুষ্পাণুৎপলাদীনীব ॥ ২ ॥

তৎ তর্হি প্রহ্লাদোমাধবস্য বরং বিনাপি স্বপৌরুষেণৈব কথং ন প্রবুদ্ধবান্। অতঃ স্বপৌরুষাদেব সর্ব্বত্র জ্ঞানলাভ ইতি প্রাগুক্তনিয়মভঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

স্বপৌরুষসাধ্যায়াং পুরুষার্থসিদ্ধৌ মাধববরোপি দ্বারবিশেষ এব ন স্বতন্ত্র ইতি নোক্তনিয়মভঙ্গ ইত্যাশয়েন সংক্ষিপ্যোত্তরমাহ যদ্‌যদিতি ॥ ৪ ॥

অথবা বিষ্ণোঃ প্রহ্লাদাত্মভেদাভাবাৎ তৎপ্রযত্নপ্রাপ্তো বরঃ প্রহ্লাদ-

তথৈব শৌক্ল্যপটবৎ কুসুমামোদবত্তথা ॥ ৫ ॥
যোহি বিষ্ণুঃ স এবাত্মা যোহ্যাত্মাসৌ জনার্দ্দনঃ।
বিষ্ণাত্মশব্দৌ পর্য্যায়ৌ যথা বিটপিপাদপৌ ॥ ৬ ॥
প্রহ্লাদনামা প্রথমমাত্মৈব স্বয়মাত্মনা।
স্বয়ৈব পরয়া শক্ত্যা বিষ্ণুভক্তৌ নিয়োজিতঃ ॥ ৭ ॥
প্রহ্লাদোহ্যাত্মনৈবৈনং বরমর্জ্জিতবান্ স্বয়ম্।
স্বয়ং বিচারণং কৃত্বা স্বয়ং বিদিতবান্মনঃ ॥ ৮ ॥
কদাচিদাত্মনৈবাত্মা স্বয়ং শক্ত্যা প্রবুধ্যতে।
কদাচিদ্বিষ্ণুদেহেন ভক্তিলভ্যেন বোধ্যতে ॥ ৯ ॥
চিরমারাধিতোপ্যেষ পরমপ্রীতিমানপি।
নাবিচারবতোজ্ঞানং দাতুং শক্নোতি মাধবঃ ॥ ১০ ॥
মুখ্যঃ পুরুষযত্নোত্থো বিচারঃ স্বাত্মদর্শনে।

প্রযত্নাদেবেতি বাত্র পরিহারঃ সুলভ ইত্যাশয়েনাহ আত্মেত্যাদিনা। যথা তিলান্তর্গতং ততোনিঃসারিতং চ তৈলং ন ভিন্নং তদ্বৎ। নম্বেবং সতি বিকারিতা স্যাদিতি দৃষ্টান্তান্তরমাহ শৌক্ল্যপটবদিতি। যথা কুসুমানাং সার আমোদস্তদ্বজ্জীবানাং পরমার্থসারো বিষ্ণুরিতি বা অভেদোজ্ঞেয় ইত্যাহ কুসুমেতি ॥ ৫ ॥

অথবা কার্য্যকারণোপাধিত্যাগে পরিশিষ্টচিন্মাত্রস্যাত্যন্তাভেদ এবেতি লক্ষ্যপরয়োর্ব্বিষ্ণ্বাত্মশব্দয়োঃ পর্য্যায়তৈবেত্যাহ য ইতি। বিটপবত্ত্বপাদকরণকপানকর্ত্তৃত্বোপাধিভেদেপ্যখণ্ডবৃক্ষ স্বরূপে যথা বিটপিপাদপশব্দয়োঃ পর্য্যায়তা তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

আত্মনা স্বাত্মভূতেনৈব বিষ্ণুনা স্বমনঃ স্বয়মেব বিচারণং কৃত্বা স্বাত্মানং স্বয়মেব বিদিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শক্ত্যা স্বপ্রযত্নকৃতবিচারবলেন। ভক্তিলক্ষণপ্রযত্নলভ্যেন বিষ্ণুদেহদ্বারেণেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়েন দর্শিতমর্থং ব্যতিরেকস্যাপি প্রদর্শনেন দ্রঢ়য়তি চিরমিতি ॥১০॥

আত্মাববোধপর্য্যন্তোবিচারোস্তিতি বরং দদতোহরেঃ পুরুষপ্রযত্নোত্থো-

গৌণোবরাদিকোহেতুর্ম্মুখ্যহেতুপরোভব ॥ ১১ ॥
পূর্ব্বমেব বলাৎ তস্মাদাক্রম্যেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ।
অভ্যসন্ সর্ব্বযত্নেন চিত্তং কুরু বিচারবৎ ॥ ১২ ॥
যদ্‌যদাসাদ্যতে কিঞ্চিৎ কেনচিৎ কচিদেব হি ।
স্বশক্তিসম্প্রবৃত্ত্যা তল্লভ্যতে নান্যতঃ কচিৎ ॥ ১৩ ॥
পৌরুষং যত্নমাশ্রিত্য প্রোল্লঙ্ঘ্যেন্দ্রিয়পর্ব্বতম্ ।
সংসারজলধিং তীর্ত্বা পারং গচ্ছ পরং পদম্ ॥ ১৪ ॥
বিনা পুরুষযত্নেন দৃশ্যতে চেৎ জনার্দ্দনঃ ।
মৃগপক্ষিগণং কস্মাৎ তদাসৌ নোদ্ধরত্যজঃ ॥ ১৫ ॥
গুরুশ্চেদুদ্ধরত্যজ্ঞমাত্মীয়াৎ পৌরুষাদৃতে ।
উষ্ট্রং দান্তং বলীবর্দ্ধং তৎ কস্মান্নোদ্ধরত্যসৌ ॥ ১৬ ॥
ন হরের্ন গুরোর্নার্থাৎ কিঞ্চিদাসাদ্যতে মহৎ ।
আক্রান্তমনসঃ স্বস্মাৎ যদাসাদিতমাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥
অভ্যাসবৈরাগ্যযুতা দাক্রান্তেন্দ্রিয়পন্নগাৎ ।

বিচার এব মুখ্যোভিমতো ন বরঃ অন্যথা জ্ঞানমস্ত্বিত্যেব বরদানপ্রসঙ্গাদিত্যাশয়েনাহ মুখ্য ইতি ॥ ১১ ॥

যদ্বিষয়প্রযত্নাৎ বিচারোদয়স্তং দর্শয়তি পূর্ব্বমিতি। পঞ্চকগ্রহণং দশকোপলক্ষণম্ ॥ ১২ ॥

স্বস্য শক্তির্যত্নস্তৎপ্রযুক্তয়া সম্প্রবৃত্ত্যা শুভাচরণেন ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

দৃশ্যতে তত্ত্বতঃ সাক্ষাৎ ক্রিয়তে। নোদ্ধরতি নাত্মতত্ত্বং দর্শয়তি আত্মদর্শনমেবোদ্ধার ইত্যাশয়ঃ ॥ ১৫ ॥

বিনৈব শিষ্যপ্রযত্নং শক্তিপাতাদিনা গুরুস্তমুদ্ধরতীতি যোগশাস্ত্রাদৌ সিদ্ধমিতি তত্রানৈকান্ত্যমাশঙ্ক্যাহ গুরুশ্চেদিতি। গুরুভক্ত্যাদিযত্ন এব তত্রাপি জ্ঞানজননে গুর্ব্বনুগ্রহং দ্বারীকরোতীতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

অর্থাৎ ধনাৎ। "অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ। আক্রান্তমনসো জ্ঞানদার্ঢ্যেন বাধিতমনসো যদাত্মনঃ স্বস্মাৎ মহৎ পরমপুরুষার্থরূপমাসাদিতং তৎ ॥ ১৭ ॥

নাত্মনঃ প্রাপ্যতে যৎ তৎ প্রাপ্যতে ন জগত্রয়াৎ॥ ১৮॥
আরাধয়াত্মনাত্মানমাত্মনাত্মানমর্চ্চয়।
আত্মনাত্মানমালোক্য সন্তিষ্ঠ স্বাত্মনাত্মনি ॥ ১৯॥
শাস্ত্রযত্নবিচারেভ্যো মূর্খাণাং প্রপলায়িনাম্।
কল্পিতা বৈষ্ণবী ভক্তিঃ প্রবৃত্ত্যর্থং শুভস্থিতৌ ॥ ২০॥
অভ্যাসযত্নৌ প্রথমং মুখ্যোবিধিরুদাহৃতঃ।
তদভাবে তু গৌণঃ স্যাৎ পূজ্যপূজাময়ক্রমঃ॥ ২১॥
অস্তি চেদিন্দ্রিয়াক্রান্তিঃ কিং প্রাপ্যং পূজনৈঃ ফলম্।
নাস্তি চেদিন্দ্রিয়াক্রান্তিঃ কিং প্রাপ্যং পূজনৈঃ ফলম্॥২২॥
বিচারোপশমাভ্যাং হি ন বিনাসাদ্যতে হরিঃ।
বিচারোপশমাভ্যাঞ্চ মুক্তস্যাজকরেণ কিম্॥ ২৩॥
বিচারোপশমোপেতং চিত্তমারাধয়াত্মনঃ।
তস্মিন্ সিদ্ধে ভবান্ সিদ্ধোনো চেৎ ত্বং বনগর্দ্দভঃ॥২৪॥

যৎ পরমপুরুষার্থরূপম্॥ ১৮॥

আরাধয় উৎকৃষ্টবুদ্ধ্যা শ্রবণাদিনা সাধয় সিদ্ধঞ্চ নিরন্তরানুসন্ধানেনার্চ্চয়। আলোক্য তত্ত্বতঃ সাক্ষাৎকৃত্য সন্তিষ্ঠস্ব তত্রৈব সম্যগবতিষ্ঠস্ব তত্তাবান্নচ্যবস্বেত্যর্থঃ॥ ১৯॥

যদি স্বপ্রযত্নজবিচারাদেব জ্ঞানোদয়স্তর্হি কিমর্থং শাস্ত্রেষু বিষ্ণ্বাদিভক্তি-বিধানং তত্রাহ শাস্ত্রেতি। বিষয়াশক্তিপ্রাবল্যাদধ্যাত্মশাস্ত্রেভ্য ইন্দ্রিয়জয়াদি-যত্নেভ্যোবিচারেভ্যশ্চ প্রপলায়িনাং দূরীভূতানাং মূর্খাণাং কথঞ্চিচ্ছুভস্থিতৌ সন্মার্গে প্রবৃত্ত্যর্থমিত্যর্থঃ॥ ২০॥

উক্তমেবার্থমুপপত্তিভির্দ্রঢ়য়তি অভ্যাসেত্যাদিনা॥ ২১॥ ২২॥

আসাদ্যতে স্বাত্মভাবেন তত্ত্বতোলভ্যতে। হরিঃ পূর্ণানন্দাত্মা। বিচারো-পশমাভ্যামেব মুক্তস্য পরমপুরুষার্থং প্রাপ্তস্যাজকরেণ হরিদেহেন কিমধিকং প্রাপ্যমস্তীত্যর্থঃ। অথবা বিচারোপশমাভ্যাং মুক্তস্য রহিতস্য বিষয়াসক্তস্য অজকরেণেশ্বরেণাপি কিং হিতং কর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ॥ ২৩॥

আধারয় প্রসাদয়। সিদ্ধে প্রসন্নে সতি ভবানপি সিদ্ধঃ পরমপুরুষার্থ-

ক্রিয়তে মাধবাদীনাং প্রণয়প্রার্থনা স্বয়ম্ ।
তথৈব ক্রিয়তে কস্মান্ন স্বকস্যৈব চেতসঃ ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বস্যৈব জনস্যাস্য বিষ্ণুরভ্যন্তরে স্থিতঃ ।
তং পরিত্যজ্য যে যান্তি বহির্ব্বিষ্ণুং নরাধমাঃ ॥ ২৬ ॥
হৃদ্গুহাবাসিচিত্তত্ত্বং মুখ্যং সানাতনং বপুঃ ।
শঙ্খচক্রগদাহস্তো গৌণ আকার আত্মনঃ ॥ ২৭ ॥
যোহি মুখ্যং পরিত্যজ্য গৌণং সমনুধাবতি ।
ত্যক্ত্বা রসায়নং সিদ্ধং সাধ্যং সংসাধয়ত্যসৌ ॥ ২৮ ॥
যস্তু ভোঃ স্থিতিমেবাস্যামাত্মজ্ঞানচমৎকৃতৌ ।
নাসাদয়তি সম্মত্তমনাঃ স রঘুনন্দন ॥ ২৯ ॥
অপ্রাপ্তাত্মবিবেকোন্তরজ্ঞচিত্তবশীকৃতঃ ।
শঙ্খচক্রগদাপাণিমর্চ্চয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ৩০ ॥
তৎপূজনেন কষ্টেন তপসা তস্য রাঘব ।
কালে নির্ম্মলতামেতি চিত্তং বৈরাগ্যকারিণা ॥ ৩১ ॥
নিত্যাভ্যাসবিবেকাভ্যাং চিত্তমাশু প্রসীদতি ।

লক্ষণাং সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ ॥ ২৪ ॥

ক্রিয়তে যথেতি শেষঃ । মনোভক্তিরেব মুখ্যা বিষ্ণুভক্তির্ন তু বাহ্যে-ত্যাহ সর্ব্বস্যেত্যাদিনা ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

চিল্লক্ষণং তত্ত্বমবাধিতং বস্তু সনাতনমেব সানাতনং শাশ্বতং বপুঃস্বরূপে । গৌণো মায়াগুণকল্পিত আগন্তুক ইতি যাবৎ ॥ ২৭ ॥

রসায়নমমৃতম্ । সাধ্যমোদনাদি সংসাধয়তি কৃষ্যাদিনোৎপাদয়তি ॥২৮॥

কস্তর্হি বাহ্যবিষ্ণুভক্তাবধিকারী তমাহ যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম । য আত্ম-তত্ত্বচমৎকৃতৌ স্থিতিং নাসাদয়ত্যেব স শঙ্খচক্রগদাপাণিং পরমেশ্বরমর্চ্চয়ে-দিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

বৈরাগ্যকারিণা তপসা ॥ ৩১ ॥

আশুগ্রহণং প্রসাদাবশ্যম্ভাবদ্যোতনার্থম্ । সহকারঃ পুষ্পফলাদ্যতিসৌর

আত্র এব দশামেতি সাহঙ্কারীং শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৩২ ॥
এতদপ্যাত্মনৈবাত্মা ফলমাপ্নোতি ভাবিতম্।
হরিপূজাক্রমাখ্যেন নিমিত্তেনারিসূদন ॥ ৩৩ ॥
বরমাপ্নোতি যোবাপি বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
তেন স্বস্যৈব তৎ প্রাপ্তং ফলমভ্যাসশাখিনঃ ॥ ৩৪ ॥
সর্ব্বেষামুত্তমস্থানাং সর্ব্বাসাং চিরসম্পদাম্।
স্বমনোনিগ্রহোভূমির্ভূমিঃ শস্যশ্রিয়ামিব ॥ ৩৫ ॥
অপূ্র্ব্বোথননোৎকস্য কর্ষতোপি শিলোচ্চয়ম্।
স্বমনোনিগ্রহাদন্যো নোপায়োস্তীহ কশ্চন ॥ ৩৬ ॥
তাবজ্জন্মসহস্রাণি ভ্রমন্তি ভুবি মানবাঃ।
যাবন্নোপশমং যাতি মনোমত্তমহার্ণবঃ ॥ ৩৭ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণ্বিন্দ্ররুদ্রাদ্যাশ্চিরসম্পূজিতা অপি।
উপপ্লবান্মনোব্যাধের্ন ত্রায়ন্তেপি বৎসলাঃ ॥ ৩৮ ॥
আকারভাস্বরং ত্যক্ত্বা বাহ্যমান্তরমপ্যজম্।

তত্তদ্ভাবলক্ষণাং দশাম্ ॥ ৩২ ॥

শাস্ত্রে হরিপূজাক্রমাখ্যেন নিমিত্তেন যৎ ফলং ভাবিতমেতদপ্যাত্মনা স্বেনৈব সঙ্কল্পিতং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

যোপি বিষ্ণোঃ সকাশাৎ বরং প্রাপ্নোতি তেনাপি স্বস্য স্বীয়স্যৈবা-ভ্যাসশাখিনঃ ফলং প্রাপ্তং নাকস্মিকমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

উত্তমস্থানাং প্রশস্তপুরুষার্থাভিনিবেশানাং চিরসম্পদাং চিরভোগ্যমন্বাদি-সম্পদাঞ্চ স্বমনোনিগ্রহ এব ভূমিরুদ্ভবস্থানমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

উর্দ্ধোথননোৎকস্য সগরসুতাদেঃ শিলোচ্চয়ং মন্থাচলং কর্ষতোদেবাসুরা-দেরপি। নিধিরত্নাদিলাভায়োর্দ্ধোথননাদ্যুৎকস্য বা। মনস ঐকাগ্র্যং বিনা মহাকার্য্যাসিদ্ধেরিত্যাশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

বৎসলা দয়াবন্তোপি ব্রহ্মাদ্যা মনোব্যাধেরুপপ্লবাৎ ন ত্রায়ন্তে ॥ ৩৮ ॥

বাহ্যং বহিরিন্দ্রিয়গম্যমান্তরমন্তঃকরণগম্যঞ্চাকারভাস্বরং বিষয়রূপং ত্যক্ত্বা

কুরু জন্মক্ষয়ায়াশু সম্বিন্মাত্রৈকচিন্তনম্ ॥ ৩৯ ॥

সম্বেদ্যনির্ম্মুক্তনিরাময়ৈক
সম্বিন্ময়াস্বাদমনন্তরূপম্ ।
সন্মাত্রমাস্বাদয় সর্ব্বসারং
পারং পরং প্রাপ্স্যসি জন্মনদ্যাঃ ॥ ৪০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে প্রহ্লাদবিশ্রান্তির্নাম
ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

অজং জন্মাদিবিক্রিয়াশূন্যম্ । সম্বিন্মাত্রস্যৈকমখণ্ডাকারং চিন্তনং কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥৩৯

উক্তমেব ব্যক্তোক্ত্যোপসংহরতি সম্বেদ্যেতি। হে রাম ত্বং সম্বেদ্যৈ-র্ব্বাহ্যান্তরবিষয়ৈর্নির্ম্মুক্তং যন্নিরাময়ৈকসম্বিন্ময়ং স্বয়মেবাস্বদতে নিরতিশয়া-নন্দাত্মনা স্ফুরতি তথাবিধং সন্মাত্রং নিরন্তরং তদাকারবৃত্ত্যা আস্বাদয় এবমাস্বাদয়ন্ জন্মনদ্যাঃ পরং পারং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

—(✕(*)✕)—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

রামাপর্য্যবসানেয়ং মায়াসংস্থতিনামিকা ।
আত্মচিত্তজয়েনৈব ক্ষয়মায়াতি নান্যথা ॥ ১ ॥
জগন্মায়াপ্রপঞ্চস্য বৈচিত্র্যপ্রতিপত্তয়ে ।
ইতিহাসমিমং বক্ষ্যে শৃণুষ্বাবহিতোনঘ ॥ ২ ॥
অস্ত্যস্মিন্ বসুধাপীঠে কোশলোনামমণ্ডলঃ ।
কল্পবৃক্ষবনং মেরাবিব রত্নগণাকরঃ ॥ ৩ ॥
তত্রাভূৎ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদ্‌গুণী গাধিরিতি শ্রুতঃ ।
পরমশ্রোত্রিয়োধীমান্ ধর্ম্মমূর্ত্তিরিব স্থিতঃ ॥ ৪ ॥
আবাল্যাৎ প্রবিরক্তেন চেতসা স ব্যরাজত ।
নিষ্কলঙ্কাবদাতেন ভুবনং নভসা যথা ॥ ৫ ॥
কিমপ্যভিমতং কার্য্যং বিনিধায় স্বচেতসি ।

মনোনৈরাশ্যসিদ্ধ্যর্থং মৃষা দুঃখস্বরূপতা ।
দৃশ্যস্য বিস্তরেণাস্মিন্ গাধ্যাখ্যানে প্রদর্শ্যতে ॥ ১
তত্র বিষ্ণুবরাৎ গাধের্জ্জলে মায়ানিরীক্ষণে ।
গৃহে মৃতস্য নীতস্য শ্মশানে দাহ ঈর্য্যতে ॥ ২ ॥

অপর্য্যবসানা অপরিমিতভ্রান্তিহেতুরিতি যাবৎ ॥ ১ ॥
অবহিতঃ সাবধানচিত্তঃ ॥ ২ ॥
মণ্ডলোদেশবিশেষঃ । মেরৌ কল্পবৃক্ষবনং নন্দনাদীব ॥ ৩ ॥
তত্র তস্মিন্ মণ্ডলে ॥ ৪ ॥
নিষ্কলঙ্কাবদাতেনেতি নভসোপি বিশেষণম্ ॥ ৫ ॥
কার্য্যং তপঃপ্রয়োজনম্ ॥ ৬ ॥

বন্ধুবৃন্দাৎ বিনিক্রম্য তপস্তপ্তুং বনং যযৌ ॥ ৬ ॥
উৎফুল্লকমলং প্রাপ সরস্তত্র স বিপ্ররাট্ ।
চন্দ্রঃ প্রসন্নবিমলং তারাসারমিবাম্বরম্ ॥ ৭ ॥
আশৌরিদর্শনং তস্মিংস্তপোর্থং সরসি দ্বিজঃ ।
আকণ্ঠমম্বুনির্ম্মগ্নঃ প্রাবৃট্পদ্ম ইবাবিশৎ ॥ ৮ ॥
যযৌ মাসাষ্টকং তস্য মগ্নস্য সরসোম্ভসি ।
বাসপঙ্কজসঙ্কোচ মনাগ্ ভগ্নমুখচ্ছবেঃ ॥ ৯ ॥
অথৈনং তপসা তপ্তমাজগামৈকদা হরিঃ ।
নিদাঘার্ত্তং ঘনঃ শ্যামঃ প্রাবৃষীব ধরাতলম্ ॥ ১০ ॥

ভগবানুবাচ ।

বিপ্রোত্তিষ্ঠ পয়োমধ্যাৎ গৃহাণাভিমতং বরম্ ।
অভীপ্সিতফলোপেতো জাতস্তে নিয়মদ্রুমঃ ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

অসঙ্খ্যেয়জগদ্ভূত হৃৎপদ্মকুহরালিনে ।
জগত্ত্রয়ৈকনলিনীসরসে বিষ্ণবে নমঃ ॥ ১২ ॥
মায়ামিমাং ত্বদ্রচিতাং ভগবন্ পারমাত্মিকীম্ ।

তত্র বনে। তারা অশ্বিন্যাদ্যাঃ সারা দর্শনীয়তমা যস্মিন্ ॥ ৭ ॥

আশৌরিদর্শনং বিষ্ণুদর্শনপর্য্যন্তং তপোর্থং সরসি প্রাবৃট্পদ্ম ইব আকণ্ঠমম্বুনির্ম্মগ্নঃ সন্ আবিশৎ প্রবিশ্য স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বাসোনিবাসস্থানং তত্রত্যানাং পঙ্কজানাং সূর্য্যবিয়োগেন সঙ্কোচে তৎসহবাসস্নেহাৎ মনাক্ ভগ্না মুখচ্ছবির্যস্য ॥ ৯ ॥

শ্যাম ইতি হরেরপি বিশেষণম্ ॥ ১০ ॥

নিয়মদ্রুমস্তপোবৃক্ষঃ। অভীপ্সিতেন ফলেন উপেতঃ ফলিতো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

অসঙ্খ্যেয়ানাং জগতি বিদ্যমানানাং ভূতানাং প্রাণিনাং হৃৎপদ্মকুহরস্থায় শ্যামত্বাদলিনে ভৃঙ্গায় ॥ ১২ ॥

দ্রষ্টুমিচ্ছামি সংসারনাম্নীমাদ্ব্যৈককারিণীম্ ॥ ১৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইমাং দ্রক্ষ্যসি মায়াং ত্বং ততস্ত্যক্ষ্যসি চেত্যজঃ।
উক্ত্বা যয়াবদৃশ্যত্বং গান্ধর্ব্বমিব পত্তনম্ ॥ ১৪ ॥
গতে বিষ্ণৌ সমুত্তস্থৌ জলাৎ স ব্রাহ্মণেশ্বরঃ।
শীতলামলমূর্ত্তিত্বাদিন্দুঃ ক্ষীরোদকাদিব ॥ ১৫ ॥
বভূব পরিতুষ্টাত্মা দর্শনেন জগৎপতেঃ।
দর্শনস্পর্শনৈরিন্দোরুৎফুল্লমিব কৈরবম্ ॥ ১৬ ॥
অথাস্য কতিচিত্তস্মিন্ দিবসা নির্যযুর্ব্বনে।
হরিসন্দর্শনানন্দবতো ব্রাহ্মণকর্ম্মণা ॥ ১৭ ॥
একদারব্ধবান্ স্নানং সরস্যুদিতপঙ্কজে।
চিন্তয়ন্ বৈষ্ণবং বাক্যং মহর্ষিরিব মানসে ॥ ১৮ ॥
অথ স্নানবিধাবন্তর্জ্জলমেষ চকার হ।
সকলাঘবিঘাতার্থং পরিবর্ত্তমিবাম্বুনা ॥ ১৯ ॥
অন্তর্জ্জলবিধৌ তস্মিন্ বিস্মৃতধ্যানমন্ত্রধীঃ।
পর্য্যস্তসম্বিৎপ্রসরঃ সোপশ্যজ্জলমধ্যতঃ ॥ ২০ ॥

পারমার্থিকীং পরমাত্মন্তধ্যস্তাম্ ॥ ১৩ ॥

মায়াদর্শনমাত্রেণ পরমপুরুষার্থফলকস্ত স্বারাধনতপসঃ সার্থক্যালাভাৎ ততস্ত্যক্ষ্যসি চেত্যপ্রার্থিতোপি ভগবতা দ্বিতীয়োবয়োদত্তঃ। অদৃশ্যত্বমন্তর্দ্ধানম্ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

দর্শনস্পর্শনৈরিত্যুক্তেঃ স্থাবরাণামপি চাক্ষুষাদিজ্ঞানমস্তীতি গম্যতে ॥১৬॥

ব্রাহ্মণকর্ম্মণা তপঃস্বাধ্যায়াতিথিপূজনাদিনা ॥ ১৭ ॥

উদিতপঙ্কজে ফুল্লপদ্মে। যথা মহর্ষির্যোগবলেনাতীতানাগতং দ্রষ্টুং মানসে চিন্তয়তি তদ্বৎ ॥ ১৮ ॥

সকলাঘবিঘাতার্থমঘমর্ষণার্থমন্তর্জ্জলং পরিবর্ত্তমাবর্ত্তমিব সকুশেন করেণ চকারেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

অন্তর্জ্জলং নিমজ্জ্য প্রণবাদিমন্ত্রস্মরণলক্ষণে অঘমর্ষণবিধৌ পর্য্যস্তোবিপ-

মৃতমাত্মানমাত্মীয়ে সদনে শোচ্যতাং গতম্‌ ।
পতিতং বাতবেগেন কন্দরান্তরিব দ্রুমম্‌ ॥ ২১ ॥
প্রাণাপানপ্রবাহেণ মুক্তমন্তমুপাগতম্‌ ।
সংশান্তাবয়বস্পন্দং নির্ব্বাত ইব খণ্ডকম্‌ ॥ ২২ ॥
পাণ্ডুরাননমাম্লানং বৃক্ষপর্ণমিবারসম্‌ ।
শবীভূতমিবাগ্লানং ছিন্ননালমিবাম্বুজম্‌ ॥ ২৩ ॥
বিপর্য্যস্তেক্ষণং প্রাতর্ম্মগ্নতারমিবাম্বরম্‌ ।
সাবগ্রহমিব গ্রামং সর্ব্বতঃ পাংশুধুসরম্‌ ॥ ২৪ ॥
বাষ্পক্লিন্নমুখৈর্দ্দীনৈঃ করুণাক্রন্দকারিভিঃ ।
আবৃতং বন্ধুভিঃ খিন্নৈঃ কুররৈরিব পাদপম্‌ ॥ ২৫ ॥
সেতুভঙ্গগলদ্বারি হ্রিয়মাণমুখাব্জয়া ।
নলিন্যাসমধর্ম্মিণ্যা ভার্য্যয়া পাদয়োঃ শ্রিতম্‌ ॥ ২৬ ॥
তারাক্রন্দরণদ্রেফ প্রলাপালাপলুব্ধয়া ।
মাত্রাগৃহীতং চিবুকে নবব্যঞ্জনলাঞ্ছিতে ॥ ২৭ ॥

ন্নীতগ্রহণোন্মুখঃ সম্বিৎ প্রসরো যস্য তথাবিধঃ সন্‌ ॥ ২০ ॥

কন্দরান্তর্দ্দরীগর্ভে পতিতং দ্রুমমিব ॥ ২১ ॥

মৃতমিত্যস্য বিবরণং প্রাণাপানেতি। নির্ব্বাতপতিতং কদল্যাদিখণ্ডক-মিব ॥ ২২ ॥

শবীভূতং ইব ইতীব কারোমিথ্যাত্বপরো নোপমার্থঃ ॥ ২৩ ॥

অবগ্রহোবর্ষপ্রতিরোধস্তেনোদ্বস্তং গ্রামমিব ॥ ২৪ ॥

করুণয়া আক্রন্দোরোদনং তৎকারিভিঃ। কুররৈঃ পক্ষিবিশেষৈঃ ॥ ২৫ ॥

সেতুভঙ্গাৎ গলদ্ভিঃ প্রবহদ্ভির্ব্বারিভির্হ্রিয়মাণং মুখমিব অব্জং যস্যাস্তথা-বিধয়া নলিন্যা কমলিন্যা ॥ ২৬ ॥

তারেণোচ্চতরেণাক্রন্দেন রণন্তোরেফা দ্বিরেফা ইব প্রলাপে অনর্থক-ব্যক্তবাক্যে দীর্ঘস্বরালাপে চ লুব্ধয়া আসক্তয়া। নবৈর্ব্ব্যঞ্জনৈঃ শ্মশ্রুভি-র্লাঞ্ছিতে চিহ্নিতে ॥ ২৭ ॥

অন্যৈঃ পার্শ্বগতৈর্দ্দীনৈঃ স্রবদশ্রুমুখৈর্জ্জনৈঃ।
শ্রিতং গলদবশ্যায়ৈঃ শুষ্কপর্ণৈরিব দ্রুমম্ ॥ ২৮ ॥
বিয়োগভীত্যা সংযোগপরিহারপরৈরিব।
দূরং বিপ্রস্থিতৈরঙ্গৈরনাত্মীয়ৈরিবাবৃতম্ ॥ ২৯ ॥
পরস্পরমলগ্নাভ্যামোষ্ঠাভ্যাং দশনৈঃ সিতৈঃ।
সবিরাগমিবাম্লানৈর্হসন্তং স্বাত্মজীবিতম্ ॥ ৩০ ॥
মৌনধ্যানমিবাপন্নং পঙ্কাদিব বিনির্ম্মিতম্।
অপ্রবোধায় সংসুপ্তং বিশ্রাম্যন্তমিবোচ্চকৈঃ ॥ ৩১ ॥
বান্ধবাক্রন্দসংরম্ভ কোলাহলগতা গিরঃ।
স্নেহভাববিচারার্থং শৃণ্বন্তমিব যত্নতঃ ॥ ৩২ ॥
অথ তৎকালকল্লোল প্রলাপাকুলচেষ্টিতৈঃ।
সোরস্তাড়নমূর্চ্ছোত্থ নেত্রবারিবহাপ্লুতৈঃ ॥ ৩৩ ॥
ক্রমেণ স্বজনৈঃ ক্ষুব্ধৈস্তারাক্রন্দাদিঘর্ঘরৈঃ।
নিষ্কালিতমমঙ্গল্য মপুনর্দ্দর্শনায় বৈ ॥ ৩৪ ॥
নীতং শ্মশানং মাংসান্ত্র-বসাপঙ্ককলঙ্কিতম্।
শুষ্কাশুষ্করসক্লিন্নং কঙ্কালশতসঙ্কুলম্ ॥ ৩৫ ॥

শ্রিতং পরিবেষ্টিতম্ ॥ ২৮ ॥

সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা ইতি ন্যায়প্রাপিতবিয়োগভীত্যা সংযোগপরিহারপরৈরিবেত্যুৎপ্রেক্ষা। অঙ্গৈর্হস্তপাদাদিভিঃ। অনাত্মীয়ৈরস্বীয়ৈরস্বজনৈরিব বেত্যুপমা ॥ ২৯ ॥

আম্লানৈরীষন্মলিনৈর্দ্দশনৈঃ স্বাত্মজীবিতমেতাবৎ কালং বৃথেতি হসন্তং সবিরাগং বিরক্তপুরুষমিব ॥ ৩০ ॥

মৌনধ্যানমিত্যাদ্যাশ্চতস্র উৎপ্রেক্ষাঃ ॥ ৩১ ॥

বান্ধবেষু কস্যাধিকঃ স্নেহঃ কস্যাল্প ইতি তত্তদাশয়বিমর্শার্থং যত্নতোঽবহিতমনস্কতয়া তূষ্ণীং তদাক্রন্দান্ শৃণ্বন্তমিব ॥ ৩২ ॥

অথ ক্রমেণ স্বজনৈর্নিষ্কালিতং গৃহাদ্বহির্নিষ্কাসিতমিতি পরেণান্বয়ঃ ॥৩৩॥৩৪॥

মাংসান্ত্রেত্যাদিজরৎখগমিত্যন্তানি শ্মশানবিশেষণানি ॥ ৩৫ ॥

গৃধ্রাভ্রচ্ছন্নসূর্য্যাংশু-চিতাজ্বলননিস্তমঃ।
শিবাশিবমুখজ্বালা জালপল্লবিতাবনি ॥ ৩৬ ॥
বহদ্রক্তসরিৎস্নাত মগ্নকঙ্কোগ্রবায়সম্।
রক্তার্দ্রতন্ত্রীপ্রসর জালাবদ্ধজরৎখগম্ ॥ ৩৭ ॥
তত্র তে জ্বলনে দীপ্তে চক্রুস্তং ভস্মসাচ্ছবম্।
বান্ধবাঃ সলিলাপূরং সমুদ্রা ইব বাড়বে ॥ ৩৮ ॥
চিতিশ্চটচটাস্ফোটৈঃ শবমাশু দদাহ সা।
শুষ্কেন্ধনবহূচ্ছূন-জ্বালাজালজটাবলী ॥ ৩৯ ॥

অভ্যুল্লসৎকটকটারবমুক্তগন্ধ
ব্যাপ্তাম্বুবাহপটলোঽস্থিচয়ং হুতাশঃ॥
দন্তী সরন্ধ্রমিব বেণুবনং সমন্তা
দুদ্বান্তমেদুররসং দলয়াঞ্চকার ॥ ৪০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেববূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে গাধিবৃত্তান্তেগাধিবিনাশো নাম চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৪ ॥

শিবানামশিবৈর্ম্মুখনির্গতজ্বালাজালৈঃ পল্লবিতেবাবনির্যস্ত ॥ ৩৬ ॥

বহদ্রক্তসরিৎসু কেচিৎ স্নাতাঃ কেচিন্মগ্নাশ্চ কঙ্কা উগ্রবায়সাশ্চ যত্র। রক্তৈরার্দ্রাণাং তন্ত্রীণাং প্রসরলক্ষণৈর্জ্জালৈরানাহৈরাবদ্ধা জরৎখগা বৃদ্ধপক্ষিণোযত্র ॥ ৩৭ ॥

বাড়বে বড়বাগ্নৌ সমুদ্রাঃ স্বসলিলাপূরং যথা ভস্মসাচ্চক্রুস্তদ্বৎ ॥ ৩৮ ॥

শুষ্কৈরিন্ধনৈর্ব্বহু উচ্ছূনা অভিবৃদ্ধা জ্বালাজাললক্ষণা জটাবলির্যস্যাঃ সা চিতিশ্চিতা চটচটাশব্দৈস্তং শবমাশু দদাহ ॥ ৩৯ ॥

অভ্যুল্লসদ্ভিঃ কটকটারবৈর্ম্মুক্তৈর্গন্ধৈশ্চ ব্যাপ্তাঅম্বুবাহপটলানি যেন তথাবিধো হুতাশোঽগ্নিঃ সমন্তাদুদ্বান্তা উদ্গীর্ণা মেদুরা উপচিতা রসা যস্মাৎ তথাবিধমস্থিচয়ং দন্তী সরন্ধ্রং বেণুবনমিব দলয়াঞ্চকার বিদলয়ামাসেত্যর্থঃ ॥৪০॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

—○()*()○—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অথাপশ্যদসৌ গাধিঃ স্বাধিপীবরয়া ধিয়া ।
অন্তর্জ্জলস্থ এবান্তরাত্মনাত্মনি নির্ম্মলে ॥ ১ ॥
ভূতমণ্ডলপর্য্যন্ত-গ্রামোপান্তনিবাসিনাম্ ।
শ্বপচানাং স্ত্রিয়া গর্ভে স্থিতমাত্মানমাকুলম্ ॥ ২ ॥
গর্ভবাসভরাক্রান্তং পীড়িতং পেলবাঙ্গকম্ ।
শ্বপচীহৃদয়ে সুপ্তং স্ববিষ্ঠায়ামিবাকুলম্ ॥ ৩ ॥
শনৈঃ পক্কতয়া কালে প্রসূতং মেচকচ্ছবিম্ ।
শ্বপচ্যা প্রাবৃষেবাব্দং শ্যামমাবলিতং মলৈঃ ॥ ৪ ॥
সম্পন্নং শ্বপচাগারে শিশুং শ্বপচবল্লভম্ ।
ইতশ্চেতশ্চ গচ্ছন্তমুৎপীড়মিব যামুনম্ ॥ ৫ ॥
দ্বাদশাব্দদশাং যাতং সংস্থিতং ষোড়শাব্দিকম্ ।

ইহাস্য পুক্কসীকুক্ষৌ জন্ম কৈরাতকী স্থিতিঃ ।
মৃতবন্ধোঃ কীরপুরে রাজ্যপ্রাপ্তিশ্চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

স্বস্তাধিভির্ম্মানসদুঃখৈঃ পীবরয়া উপচিতয়া । ইত আরভ্য সর্ব্বেষাং কারকাণাং বিংশতিতমশ্লোকস্থে অপশ্যদিত্যত্র ক্রমেণান্বয়ঃ ॥ ১ ॥

ভূতমণ্ডলাখ্যোদেশভেদস্তস্য পর্য্যন্তঃ সীমা তত্রত্যগ্রামস্য উপান্তে সন্নিহিতভূমৌ নিবাসিনাম্ ॥ ২ ॥

গর্ভবাসপদেন তত্রত্যদুঃখানি লক্ষ্যন্তে তদ্ভরেণাক্রান্তম্ । পীড়িতমিত্যাদি তস্যৈব প্রপঞ্চঃ ॥ ৩ ॥

শ্বপচ্যা কালে প্রসূতম্ । অব্দং মেঘম্ ॥ ৪ ॥

যামুনং যমুনাপ্রবাহপতিতমুৎপীড়মুত্তংসোৎপলমিব ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

পীবরাংসমুদারাঙ্গং পয়োদমিব মেদুরম্ ॥ ৬ ॥
সারমেয়পরীবারং বিহরন্তং বনাদ্বনম্ ।
নিঘ্নন্তং মৃগলক্ষাণি পৌলিন্দীং স্থিতিমাগতম্ ॥ ৭ ॥
তমাললতয়েবাথ শ্রিতং শ্বপচকান্তয়া ।
স্তনস্তবকশালিন্যা নবপল্লবহস্তয়া ॥ ৮ ॥
শ্যাময়া মলিনাকার-দশনামলমালয়া ।
বনপল্লবয়া ভূরি বিলাসবলিতাঙ্গয়া ॥ ৯ ॥
বিলসন্তং বনান্তেষু তয়া সহ নবেষ্টয়া ।
শ্যামলং শ্যাময়া ভৃঙ্গং ভৃঙ্গ্যেব কুসুমর্দ্ধিষু ॥ ১০ ॥
বনপর্ণলতাপত্রে বসন্তং ব্যসনাতুরম্ ।
বিন্ধ্যকান্তারমাকার মভ্যাগতমিবোদ্ভটম্ ॥ ১১ ॥
বিশ্রান্তং বনকুঞ্জেষু সুপ্তং গিরিদরীষু চ ।
নিলীনং পত্রপুঞ্জেষু গুল্মকেষু কৃতালয়ম্ ॥ ১২ ॥
কিংকিরাতাবতংসাঢ্যং যূথিকাস্রগ্বিভূষিতম্ ।
কেতকোত্তংসসুভগং সহকারস্রগাকুলম্ ॥ ১৩ ॥
লুলিতং পুষ্পশয্যাসু ভ্রান্তমদ্রীতটীষু চ ।

সারমেয়াঃ শ্বান এব মৃগয়াদ্যর্থং পরীবারোযস্য। পৌলিন্দীং কৈরাতিং স্থিতিং বৃত্তিম্ ॥ ৭ ॥

অথ শ্বপচকন্যয়াশ্রিতং কৃতোদ্বাহমিতি যাবৎ ॥ ৮ ॥

দন্তধাবনাভাবাৎ মলিনাকারা স্বাভাবিকশৌক্ল্যাদমলা দশনমালা যস্যা-স্তথা। বনপল্লবান্ যাস্যানুগচ্ছন্তি তথাবিধৈর্ভূরিবিলাসৈর্বলিতাঙ্গয়া। বন-পল্লবশব্দে উপপদে যাতেঃ ক্বিপ্ ॥ ৯ ॥

নবত্বাদেবেষ্টয়া নবং নিত্যাভিনবং যথা স্যাত্তথা ইষ্টয়া বা। কুসুমর্দ্ধিষু পুষ্পসমৃদ্ধিমৎসু বনান্তেষু ॥ ১০ ॥

আকারমভ্যাগতং গৃহীতপুরুষাকারং বিন্ধ্যকান্তারমিবেত্যুৎপ্রেক্ষা ॥১১॥১২॥

কিংকিরাতাদিপদৈস্তত্তন্মঞ্জর্য্যো গৃহ্যন্তে ॥ ১৩ ॥

তজ্জ্ঞং কাননকোশেষু বহুজ্ঞং মৃগমারণে ॥ ১৪ ॥
প্রসূতমথ শৈলেষু পুত্রান্নিজকুলাঙ্কুরান্ ।
অত্যন্তবিষমোদন্তান্ খদিরঃ কণ্টকানিব ॥ ১৫ ॥
কলত্রবন্তং সম্পন্নং স্থিতং প্রক্ষীণযৌবনম্ ।
শনৈর্জ্জর্জ্জরতাং যাতং বৃষ্টিহীনমিব স্থলম্ ॥ ১৬ ॥
ততোভূতগ্রহগ্রাম জন্মদেশমুপেত্য তম্ ।
সংস্থিতং মঠিকাং পর্ণৈঃ কৃত্বা দূরে মুনীন্দ্রবৎ ॥ ১৭ ॥
জরাজরঠতাং যাতং স্বদেহসমপুত্রকম্ ।
জীর্ণপ্রায়রসশ্বভ্র তমালতরুসন্নিভম্ ॥ ১৮ ॥
প্রৌঢ়ং শ্বপচগার্হস্থ্যং কুর্ব্বাণং বহুবান্ধবম্ ।
ক্রূরনামার্থবচনং পরাং বৃদ্ধিমুপাগতম্ ॥ ১৯ ॥
অথাপশ্যদসৌ গাধির্যাবত্তস্য কলত্রিণঃ ॥
জরঠঃ শ্বপচেভ্যশ্চ সাত্মনো ভ্রমহারিণঃ ॥ ২০ ॥

কাননকোশেষু বিষয়েষু তজ্জ্ঞমসাধারণজ্ঞানবন্তমিত্যর্থঃ। বহুজ্ঞং পণ্ডিতম্ ॥ ১৪ ॥

অত্যন্তং বিষমাঃ শ্রোতুমপ্যশক্যা উদন্তাশ্চরিত্রাণি যেষাম্ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

ভূতগ্রহোভূতমণ্ডলাখ্যোদেশস্তদীয়গ্রামসম্বন্ধিনীং জন্মভূমিমুপেত্য দূরে তালাদিপর্ণৈর্ম্মঠিকাং কুটীং কৃত্বা স্থিতম্ ॥ ১৭ ॥

স্বদেহসমপ্রমাণাঃ পুত্রা যস্য। জীর্ণপ্রায়া রসা যস্য তথাবিধেন শ্বভ্রোৎপন্নতমালতরুণা সন্নিভং সদৃশম্ ॥ ১৮ ॥

ক্রূরাণি নামান্যাখ্যা অর্থাঃ ক্রিয়াবচনানি চ যস্য। পরাং কুটুম্ববৃদ্ধিমুপাগতং স্বং অপশ্যদিতি। এতদন্তানাং সর্ব্ববিশেষণানাং পরেণান্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

অন্যেভ্যঃ শ্বপচেভ্যোজরঠোঽসৌ গাধিঃ অথানন্তরং ভ্রমহারিণঃ ভ্রান্তিমেবানুবর্ত্তমানস্য কলত্রিণঃ কুটুম্বিনঃ স্বাত্মনঃ স্বস্য যাবৎ কলত্রং কুটুম্বমভূৎ তন্মৃত্যুনা আবৃত্য অশেষেণ নিঃশেষতয়া নীতমপশ্যদিতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। যথা আসারসলিলেন বৃষ্টিজলপ্রবাহেণ বনপতিতশুষ্কপর্ণগণো নীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

তৎকলত্রমশেষেণ নীতমাবৃত্য মৃত্যুনা।
আসারসলিলেনাশু বনপর্ণগণোযথা॥ ২১॥
প্রলপত্যেক এবাসাবটব্যাং দুঃখকর্শিতঃ।
বিযূথ ইব সারঙ্গোবিগতাম্ভোশ্রুলোচনঃ॥ ২২॥
দিনানি কতিচিত্তত্র নীত্বা শোকপরীতধীঃ।
জহৌ স্বদেশং সংশুষ্কপদ্মং সর ইবাগুজঃ॥ ২৩॥
বিজহার বহূন্ দেশাননাস্থশ্চিন্তয়ান্বিতঃ।
প্রের্য্যমাণ ইবান্যেন বাতনুন্ন ইবাম্বুদঃ॥ ২৪॥
একদা প্রাপ কীরাণাং মণ্ডলে শ্রীমতীং পুরীম্।
খেচরোবিহরন্ শূন্যে সদ্বিমানমিবাম্বরে॥ ২৫॥
নৃত্যদ্রত্নাংশুকচ্ছন্ন মার্গবৃক্ষলতাঙ্গনম্।
আগুল্ফাকীর্ণকুসুমং চন্দনাগুরুসুন্দরম্॥ ২৬॥
সামন্তৈর্ল্লনাভিশ্চ নাগরৈশ্চ নিরন্তরম্।
সর্গমার্গোপমং রাজমার্গমধ্যমবাপ সঃ॥ ২৭॥
মণিরত্নকৃতাগারং তত্র মঙ্গলহস্তিনম্।
দদর্শামরশৈলেন্দ্রমিব সঞ্চারচঞ্চলম্॥ ২৮॥

অথাসৌ জরঠ এক এব অটব্যাং প্রলপতি রোদিতি॥ ২২॥

অগুজো হংসাদি॥ ২৩॥

অন্যেন প্রের্য্যমাণঃ পরাধীন ইব॥ ২৪॥

কীরাণাং জানপদানামাবাসভূতে মণ্ডলে। শূন্যে অম্বরে বিহরন্ সঞ্চরন্॥ ২৫॥

নৃত্যন্তোরত্নৈরংশুকৈশ্চ ছন্না মার্গস্থা বৃক্ষা লতা অঙ্গনাশ্চ যস্মিংস্তথাবিধং রাজমার্গমধ্যমবাপেতি পরেণান্বয়ঃ॥ ২৬॥

নিরন্তরং নিবিড়িতম্॥ ২৭॥

মণিরত্নৈর্মণিশ্রেষ্ঠৈঃ কৃতাগারং কৃতাশ্রয়ং কৃতজালকম্। শৈলেন্দ্রপক্ষে কৃতদেবসদনম্। অমরশৈলেন্দ্রং মেরুম্॥ ২৮॥

মৃতে রাজনি রাজ্ঞার্থং বিহরন্তমিতস্ততঃ।
রত্নজ্ঞমিব রত্নার্থং চিন্তামণিদিদৃক্ষয়া ॥ ২৯ ॥
তমসৌ শ্বপচোনাগং কৌতুকোদ্ধুরয়া দৃশা।
চিরমালোকয়ামাস স্পন্দযুক্তাচলোপমম্ ॥ ৩০ ॥
আলোকয়ন্তমাদায় তং করেণ স বারণঃ।
স্বকটেঽযোজয়ন্মেরুস্তটের্কমিব সাদরম্ ॥ ৩১ ॥
তস্মিন্ কটগতে নেদুর্জ্জয়দুন্দুভয়োভিতঃ।
কল্পাম্বুদ ইবাকাশমধিরূঢ়ে মহার্ণবাঃ ॥ ৩২ ॥
পূরিতাশোবভৌ রাজা জয়তীতি জনস্বনঃ।
উদভূৎ সম্প্রবুদ্ধানাং বিহগানামিবারবঃ ॥ ৩৩ ॥
উদভূদ্বন্দিবৃন্দানাং ঘনকোলাহলস্ততঃ।
বেলাবিলুলিতাম্বুনামম্বুধীনামিব ধ্বনিঃ ॥ ৩৪ ॥
তং তত্রাবরয়ামাসুর্ম্মণ্ডনার্থং বরাঙ্গনাঃ।
ক্ষীরোদগতবিভ্রান্তা লহর্য্য ইব মন্দরম্ ॥ ৩৫ ॥
মানিন্যস্তং গুণপ্রোতৈর্নানারত্নৈরপূরয়ন্।
নানাপ্রভাপ্রভাতার্কা বেলা ইব তটাচলম্ ॥ ৩৬ ॥

ইতস্ততোবিহরন্তং সঞ্চরন্তম্। রত্নজ্ঞং রত্নপরীক্ষাকুশলং পুরুষম্ ॥ ২৯ ॥

অসৌ শ্বপচঃ ॥ ৩০ ॥

স্বস্য কটে গণ্ডস্থলে অযোজয়ৎ আরোহয়ামাস ॥ ৩১ ॥

মহাম্ভোঽর্ণবাঃ সমুদ্রা ইব ॥ ৩২ ॥

আশা দিশোমনোরথাশ্চ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

আবরয়ামাসুঃ পরিবব্রুঃ। ক্ষীরোদস্য গতেন মথনকৃতক্ষোভেণ বিভ্রান্তাঃ ॥ ৩৫ ॥

গুণেষু সূত্রেষু প্রোতৈর্গ্রথিতৈর্ম্মালাভূতৈরিতি যাবৎ। নানাবর্ণমণিষু প্রতিবিম্বনাৎ তত্তৎপ্রভাভিঃ প্রভাতোঽর্কো যাসু তথাবিধাঃ বেলাঃ স্বতটস্থমচলং গিরিমিব ॥ ৩৬ ॥

তুষারশিশিরস্পর্শৈস্তাস্তং হারৈরভূষয়ন্ ।
শ্যামাবননদীপূরৈর্ব্বর্ষাঃ শৃঙ্গমিবোত্তমম্ ॥ ৩৭ ॥
বিচিত্রবর্ণসৌগন্ধ্যৈঃ পুষ্পৈরাবলয়ন্ স্ত্রিয়ঃ ।
বনং মধুশ্রিয় ইব তং লোলকরপল্লবাঃ ॥ ৩৮ ॥
নানাবর্ণরসামোদৈস্তাস্তমাশু বিলেপনৈঃ ।
অলেপয়ন্ প্রভাজালৈর্নভোভ্রমিব ধাতুভিঃ ॥ ৩৯ ॥
রত্নকাঞ্চনকান্তোসা-বাদদে চিত্তমাততম্ ।
সন্ধ্যাভ্রতারেন্দুনদী-ব্যাপ্তং মেরুরিবাম্বরম্ ॥ ৪০ ॥
ভূষিতঃ সবিলাসাভির্ব্বালবল্লীভিরাবৃতঃ ।
রত্নপুষ্পাংশুকাকীর্ণঃ কল্পবৃক্ষ ইবাবভৌ ॥ ৪১ ॥
তাদৃশং তমুপাযগ্মুঃ পরিবারসমন্বিতাঃ ।
সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ঃ ফুল্লং মার্গদ্রুমমিবাধ্বগাঃ ॥ ৪২ ॥
তা এনমাসনে সৈংহে তত্রাভিষিষিচুঃ ক্রমাৎ ।
তস্মিন্নেব গজে শক্রমৈরাবত ইবামরাঃ ॥ ৪৩ ॥
এবং স শ্বপচোরাজ্যং প্রাপ কীরপুরান্তরে ।
আরণ্যং হরিণং পুষ্টমপ্রাণমিব বায়সঃ ॥ ৪৪ ॥
কীরীকরতলাম্ভোজপ্রমৃষ্টচরণাম্বুজঃ ।

শ্যামাঃ যুবত্যঃ । বর্ষাঃ বৃষ্টয়ো বননদীনাং পূরৈস্তন্মধ্যপতিতং গিরিশৃঙ্গমিব ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

নগোগিরির্দ্ধাতুভির্লক্ষণয়া ধাতুসম্বন্ধিভিঃপ্রভাজালৈরভ্রমাকাশং মেঘমিব বা ॥ ৩৯ ॥

রত্নকাঞ্চনভূষণৈঃ কান্তো ভূষিতোঽসৌ রাজা চিত্তমাদদে তাসামিতি শেষঃ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

তাঃ প্রকৃতয়ঃ সৈংহে আসনে উপবেশ্য ক্রমাৎ ব্রাহ্মণাদিবর্ণক্রমাদভিষিষিচুঃ। অভিষিচ্য চ তস্মিন্ প্রাগুক্তে গজে উপবেশ্যানুজগ্মুরিতি শেষঃ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুমালেপৈঃ সন্ধ্যাম্বুধরশোভনঃ ॥ ৪৫ ॥
জজ্বাল কীরনগরে নাগরীগণবানসৌ।
সিংহীগণযুতঃ সিংহো যথা কুসুমিতে বনে ॥ ৪৬ ॥

হরিহতকরিকুম্ভোন্মুক্তমুক্তাকলাপ-
প্রবিরচিতশরীরঃ শান্তচিন্তাবিষাদঃ।
অরমত সহ সদ্ভিস্তত্র ভোগৈঃ সরস্যাং
রবিকরমদতপ্তো বারিপূরৈরিবেভঃ ॥ ৪৭ ॥
পরিবিস্থতনৃপৌজাঃ সর্ব্বদিক্‌সংস্থিতাজ্ঞঃ
কতিপয়দিবসেহাসিদ্ধদেশব্যবস্থঃ।
প্রকৃতিভিরলমূঢ়া শেষরাজন্যভারঃ
স গবল ইতি নাম্না তত্র রাজা বভূব ॥ ৪৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে গাধিবৃত্তান্তেশ্বপচরাজ্যলাভো নাম পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৫ ॥

(সন্ধ্যাম্বুধরশোভনঃ সায়ংকালীনমেঘস্যেব শোভা যস্য স তথোক্তঃ। কৃষ্টবর্ণাঙ্গে রক্তবর্ণ প্রলেপস্যোপমেয়ম্।)

হরিণা সিংহেন হতাৎ বিদারিতাৎ করিকুম্ভাদুন্মুক্তানাং মুক্তাফলানাং কলাপৈঃ প্রবিরচিতং ভূষিতং শরীরং যস্য শান্তাঃ প্রাক্তনচিন্তাবিষাদাশ্চ যস্য তথাবিধঃ সন্ তত্র নগরে সদ্ভির্ম্মন্ত্রিপৌরাদিভিঃ সহ ভোগৈররমত রেমে। যথা রবিকরৈর্ম্মদেন চ তপ্ত ইভঃ সরস্যাং বারিপূরৈঃ রমতে তদ্বৎ ॥ ৪৭ ॥

পরিতোবিস্থতং প্রসৃতং নৃপৌজো রাজশক্তির্যস্য। অতএব সর্ব্বদিক্ষু সংস্থিতা আজ্ঞা যস্য। কতিপয়দিবসৈরীহয়া স্বেচ্ছয়ৈব সিদ্ধা রাজ্যব্যবস্থা যস্য স শ্বপচো গবল ইত্যভিনবেন নাম্না প্রসিদ্ধস্তত্র কীরদেশে রাজা বভূবেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

—○()*()○—

বশিষ্ঠ উবাচ।

বিলাসিনীভির্ব্বলিতো মন্ত্রিমণ্ডলপূজিতঃ।
বন্দিতঃ সর্ব্বসামন্তৈশ্ছত্রচামরলালিতঃ॥ ১॥
সিদ্ধানুশাসনঃ কান্তো জ্ঞাতরাজ্যগুণক্রমঃ।
বীতশোকভয়ায়াস-প্রজ্ঞঃ প্রাপ্তমহাদশঃ॥ ২॥
বিস্মৃতাত্মস্বভাবোভূদনিশং স্তবমঙ্গলৈঃ।
আনন্দপূর্ণয়া বৃত্ত্যা ভৃশং ক্ষীব ইবাসবৈঃ॥ ৩॥
কীরেষু শ্বপচোরাজ্যং বর্ষাণ্যষ্টৌ চকার হ।
আর্য্যবৃত্তমশেষেণ তাবৎ কালং বভার হ॥ ৪॥
যদৃচ্ছয়ৈকদাথাসাবতিষ্ঠদ্ব্যক্তভূষণঃ।
অতমস্তারকেন্দ্বর্কতেজোম্ভোদমিবাম্বরম্॥ ৫॥
বহ্বমন্যত নো হারকেয়ূরবলয়ান্যসৌ।

ইহ তং শ্বপচাচ্ছুত্বা শ্বপচং জ্বলনং জনে।
প্রবিষ্টে সোপি নির্দ্দগ্ধঃ প্রবুদ্ধোগাধিরীর্য্যতে॥ ১॥

বিলাসিনীভির্ব্বলিত ইত্যাদিবিশেষণঃ স বিস্মৃতাত্মস্বভাবোভূদিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ॥ ১॥

সিদ্ধমপ্রতিহতমনুশাসনমাজ্ঞাপনং যস্য। বীতশোকভয়ায়াসাঃ প্রজা যস্য॥২

ক্ষীবোমত্ত ইব॥ ৩॥

আর্য্যবৃত্তং দয়াদাক্ষিণ্যশৌচাদি॥ ৪॥

ন বিদ্যন্তে তমস্তারকেন্দ্বর্কতেজাংস্যম্ভোদাশ্চ যস্মিন্ তথাবিধমম্বরমিব সর্ব্বতোনীলঃ॥ ৫॥

প্রভূতাবৃংহিতং চেতোনাহার্য্যমভিনন্দতি ॥ ৬ ॥
এক এবাজিরং বাহ্যং তাদৃশ্বেষঃ স নির্যযৌ।
মুখ্যাঙ্গণান্নভোভাগাদস্তং গচ্ছন্নিবাংশুমান্ ॥ ৭ ॥
তত্রাপশ্যৎ ঘনং শ্যামং পীনং শ্বপচপেটকম্।
গায়ন্মৃদুবসন্তোত্থং কোকিলানামিব ব্রজম্ ॥ ৮ ॥
ধুনানং বল্লকীতন্ত্রীং করপল্লবলীলয়া।
মৃদুরেফং রণদ্রেফামলিশ্রেণিমিব ক্রমম্ ॥ ৯ ॥
একস্তস্মাৎ সমুত্তস্থৌ জরাবান্ রক্তলোচনঃ।
কাচভৃঙ্গং হিমাপূর্ণমিব শ্বপচনায়কঃ ॥ ১০ ॥
ভো কটঞ্জেতি সহসা বদন্ কীরমহিপতিম্।
ইহ রাজা ভবন্তং বা কশ্চিদ্গেয়ক্রিয়াবিদম্ ॥ ১১ ॥
রক্তকণ্ঠং মানয়তি রাগবানিব কোকিলম্।
আপূরয়তি বা কশ্চিৎ গৃহবস্ত্রাসনার্পণৈঃ ॥ ১২ ॥
মধূরসালবিটপং ফলপুষ্পভরৈরিব।

কিমর্থং ত্যক্তভূষণস্তত্রাহ বহ্বিতি। প্রভুতয়া বৃংহিতমুপচিতম্। আহার্য্যং কৃত্রিমং ভূষণাদি নাভিনন্দতি ॥ ৬ ॥

আন্তরান্ মুখ্যজনাশ্চিতাদঙ্গণাৎ বাহ্যং নীচজনসাধারণমজিরমঙ্গণং নির্যযৌ। যথা অস্তং গচ্ছন্ গমিষ্যন্নংশুমান্ মুখ্যাৎ গগনাঙ্গণাৎ প্রান্তনভোভাগং নির্যাতি তদ্বৎ ॥ ৭ ॥

শ্বপচানাং পেটকং সঙ্ঘম্। মৃদু মধুরং গায়ৎ ॥ ৮ ॥

বল্লক্যা বীণায়াস্তন্ত্রীং গুণম্। মৃদুরেফং মৃদুস্বরম্। ক্রমং ধুনানাং কম্পয়ন্তীং রণন্তোরেফাঃ পক্ষা যস্যাস্তথাবিধা মলিশ্রেণিং ভ্রমরপংক্তিমিব ॥ ৯ ॥

হিমৈরাপূর্ণং কাচময়গিরেঃ শৃঙ্গমিব স্থিতঃ শ্যামোধুলিধূসর ইতি যাবৎ ॥ ১০ ॥

কটঞ্জেতি পূর্ব্বনাম্না বদন্ সম্বোধয়ন্ ॥ ১১ ॥

রক্তকণ্ঠং মধুরকণ্ঠধ্বনিম্। মানয়তি বহু মন্যতে কিম্। রাগবান্ স্বরুবিৎ কান্তাদ্যনুরাগবান্ বা। গৃহস্থ বস্ত্রাসনানাঞ্চার্পণৈর্দ্দানৈঃ ॥ ১২ ॥

দর্শনেন তবাদ্যাহং পরাং নির্ব্বৃতিমাগতঃ ॥ ১৩ ॥
পদ্মং সূর্য্যোদয়েনেব চন্দ্রোদয় ইবৌষধী।
আনন্দানামশেষাণাং লাভানাং মহতামপি ॥ ১৪ ॥
বিশ্রামাণামনন্তানাং সীমান্তোবন্ধুদর্শনম্।
শ্বপচে প্রবদত্যেবং রাজা যাবৎ তয়া তয়া।
চকার তৎকালজয়া চেষ্টয়ৈবাবধীরণম্ ॥ ১৫ ॥
তাবদ্বাতায়নগতাঃ কান্তাঃ প্রকৃতয়স্তথা।
শ্বপচোয়মিতি জ্ঞাত্বা ম্লানতামলমাযযুঃ ॥ ১৬ ॥
পদ্মাস্তুষারপ্রাবৃষ্ট্যা গ্রামাঃ সাবগ্রহা ইব।
দাববন্ত ইবাদ্রি ইন্দ্রানাগরা ন বিরেজিরে ॥ ১৭ ॥
নৃপোবধীরয়ামাস তাং তাং শ্বপচসঙ্কথাম্।
বৃক্ষাগ্রগতমার্জ্জার ফেৎকারং মৃগরাড়িব ॥ ১৮ ॥
সত্বরং প্রবিবেশান্তঃ পুরমাম্লানমানবম্।
রাজহংস ইবাবর্ষে সীদৎসরসিজং সরঃ ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বাবয়ববিশ্রান্তাং ম্লানতাময়মাযযৌ ॥
জানুস্তম্ভান্তরমহারন্ধ্রাগ্নিরিব দ্রুদ্রুমঃ ॥ ২০ ॥

মধুর্ব্বসন্তঃ। বলোপে দীর্ঘঃ। নির্ব্বৃতিং সুখম্ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

সীমান্তঃ পরমাবধিঃ। সীমন্তঃ কেশবেশে ইত্যুক্তেঃ পররূপাভাবঃ। অবধীরণং তিরস্কারং তদ্ব্যাজেন গূহনমিতি যাবৎ ॥ ১৫ ॥

অলমত্যন্তম্। ম্লানতাং ক্ষীণহর্ষতাম্ ॥ ১৬ ॥

তুষারৈঃ প্রাতি পূরয়তীতি তয়া তুষারপ্রা বৃষ্ট্যা। ইবেত্যত্রাপি সম্বধ্যতে। প্রা পূরণে ইত্যস্মাৎ কিপি তৃতীয়ৈকবচনে আতোধাতোরিত্যালোপঃ। সাবগ্রহা অনাবৃষ্টিপীড়িতাঃ। দবে ভবো দাবোগ্নিস্তদ্বন্ত ইব ॥ ১৭ ॥

অবধীরয়ামাস নির্ভৎর্সয়ামাস। সঙ্কথাং সম্ভাষাম্ ॥ ১৮ ॥

সীদৎসরসিজং শুষ্যৎপঙ্কজম্ ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বেষবয়বেষু বিশ্রান্তাং ব্যাপ্তাম্। জানুিব স্তম্ভাতি বিষ্টভ্নোতীতি

তত্রাপশ্যদসৌ সর্ব্বং বিষণ্ণবদনং জনম্।
জালং কুঙ্কুমপুষ্পাণাং ভুক্তমূলমিবাখুনা॥ ২১॥
মন্ত্রিণো নাগরা নার্য্যস্ততস্তে তং মহীপতিম্।
নাস্প্রাক্ষুরপি তিষ্ঠন্তং গৃহ এব শবং যথা॥ ২২॥
ভৃত্যাশ্চাকৃতসংকারং দূর এনমথাত্যজন্।
দুঃখযুক্তা ঘনস্নেহা অপি বালাঃ শবং যথা॥ ২৩॥
অনানন্দমুখং শ্যামং শরীরশ্রীবিবর্জ্জিতম্।
দগ্ধং স্থলমিবৈনং তে বহুমন্যন্ত নাকুলাঃ॥ ২৪॥
ধূমায়মানদেহস্য পরিতাপদশাবতী।
নাঢৌকতাস্য জনতা পার্শ্বমগ্নির্গিরেরিব॥ ২৫॥
মন্দোৎসাহাঃ সমুদ্ভূতাঃ সভ্যসঙ্ঘাতবর্জ্জিতাঃ।
ন তদাজ্ঞাঃ পদং প্রাপুর্ভস্মনীবাম্বুবিপ্রুষঃ॥ ২৬॥
ক্রূরকর্ম্মকরাকারাৎ সঙ্গতাশুভদায়িনঃ।

জাম্বুস্তম্ভো মূলভাগস্তদন্তরালস্থে মহারন্ধ্রে কোটরে অগ্নির্যস্য। দ্রুমঃ শাল্মল্যাদিঃ॥ ২০॥

জালপদেন পুষ্পজালাস্পদং গুল্মং গৃহ্যতে। আখুনা মূষকেণ ভুক্তমূলং খণ্ডিতমূলম॥ ২১॥

গৃহে এব তিষ্ঠন্তমপি নাস্প্রাক্ষুর্ন স্পৃষ্টবন্তঃ॥ ২২॥ ২৩॥

দগ্ধং স্থলং শ্মশানদেশমিব॥ ২৪॥

জনতা জনসমূহোঽস্য পার্শ্বং নাঢৌকত নাসর্পত। গিরেঃ পার্শ্বং বপ্রশিলাভাগমগ্নিরিব॥ ২৫॥

স আজ্ঞাশক্ত্যা তাং কুতো ন বশীচকার তত্রাহ মন্দোৎসাহা ইতি। সভ্যৈর্ভটাদিসঙ্ঘাতৈশ্চ বর্জ্জিতা উপেক্ষিতাস্তদাজ্ঞাঃ পদং বিষয়মাজ্ঞাপনযোগ্যং পুরুষং ন প্রাপুঃ॥ ২৬॥

সঙ্গতেন অশুভস্য পাপস্য বধাদেশ্চ দায়িনঃ। রাক্ষসাদিব ভীতা ইতি শেষঃ॥২৭॥

তস্মাদ্বিশেষেণ জনা রাক্ষসাদিব দুদ্রুবুঃ ॥ ২৭ ॥
এক এব বভূবাসৌ জনমধ্যগতোপি সন্।
অর্থাদিগুণনির্ম্মুক্তঃ পরদেশ ইবাধ্বগঃ ॥ ২৮ ॥
ভৃশমালপতেপ্যস্মৈ নালাপং নাগরা দদুঃ।
মুক্তাজালযুতায়াপি কীচকায়াধ্বগা ইব ॥ ২৯ ॥
অথ সর্ব্বে বয়ং দীর্ঘকালং শ্বপচদূষিতাঃ।
প্রায়শ্চিত্তৈর্ন শুদ্ধ্যামঃ প্রবিশামোহুতাশনম্ ॥ ৩০ ॥
ইতি নির্ণীয় নগরে নাগরা মন্ত্রিণস্তথা।
অভিতোজ্বালয়ামাসুশ্চিতাঃ শুষ্কেন্ধনৈর্ধিতাঃ ॥ ৩১ ॥
জ্বলিতাস্বভিতস্তাসু তারকাস্বিব খে তদা।
বভূব নগরং সর্ব্বগাক্রন্দপরমানবম্ ॥ ৩২ ॥
করুণারাবমুখরৈঃ কলত্রৈর্ব্বাষ্পবর্ষিভিঃ।
অবষ্টব্ধং জ্বলৎকুণ্ডোপান্তমন্দরুদৎপ্রজম্ ॥ ৩৩ ॥
অগ্নিকুণ্ডপ্রবিষ্টানাং মন্ত্রিণাং ভৃত্যরোদনৈঃ।
রুদৎক্রন্দদ্দৃঢ়তরমরণ্যমিব মারুতৈঃ ॥ ৩৪ ॥
চিতাদীপিতবিপ্রেন্দ্রমাংসমাংসলগন্ধয়া।

অর্থাঃ ধনানি। আদিপদাৎ স্বজনসুহৃদাদয়োগৃহ্যন্তে ॥ ২৮ ॥

বেণুনামপি মুক্তাকরত্বাৎ মুক্তাজালযুতায় বায়ুনা কূজতে কীচকায় বেণু-জাতিভেদায় ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

শুষ্কৈরিন্ধনৈরেধিতা বর্দ্ধিতা ॥ ৩১ ॥

তারকাস্বিব জ্বলিতাসু দীপ্যমানাসু সতীষু। অকর্ম্মকত্বাৎ কর্ত্তরি ক্তঃ। নগরপদেন তৎস্থা জনা লক্ষ্যন্তে ॥ ৩২ ॥

তদেব নগরং বর্ণয়ন্তি করুণেত্যাদ্যাষ্টভিঃ। অবষ্টব্ধং করাদ্যবলম্বেন বিষ্টব্ধম্। জ্বলতাং কুণ্ডানামুপান্তে মন্দা ব্যামূঢ়া রুদন্তশ্চ প্রজা যত্র ॥৩৩॥

রুদৎ অশ্রূন্ বিমুঞ্চৎ। ক্রন্দৎ আক্রুশদিতি ভেদঃ। মারুতৈঃ সাবশ্যায়ঝঞ্ঝানিলৈঃ ৩৪ ॥

জাতনীহারমুৎপাত বাত্যয়াবকরোদ্ধতৈঃ ॥ ৩৫ ॥
বাতদীর্ঘবসাগন্ধদূরানীতখগোর্জ্জিতৈঃ।
চক্রৈর্ব্ব্যোমাভবচ্ছন্ন ভাস্করং জলদৈরিব ॥ ৩৬ ॥
বাতোদ্ভূতচিতাবহ্নি প্রজ্বলদ্ব্যোমমণ্ডলম্।
উড্ডীনাগ্নিকণব্রাত তারাসারদিগন্তরম্ ॥ ৩৭ ॥
প্রমত্তুতস্করক্রন্দদ্বেল্লদ্বালকুমারকম্।
সন্ত্রস্তনাগরাপাস্তজীবিতাখ্যমসংস্থিতি ॥ ৩৮ ॥
অলক্ষিতগৃহং চৌরলুণ্ঠিতাখিলসঞ্চয়ম্।
ত্যক্তপুত্রকলত্রং তন্মরণব্যগ্রনাগরম্ ॥ ৩৯ ॥
তস্মিংস্তথা বর্ত্তমানে কষ্টে বিধিবিপর্য্যয়ে।
অশেষজনতাশেষকল্পান্তসদৃশস্থিতৌ ॥ ৪০ ॥
রাজ্যসজ্জনসম্পর্কপবিত্রীকৃতধীরধীঃ।
গবলশ্চিন্তয়ামাস শোকেনাকুলচেতনঃ ॥ ৪১ ॥
মদর্থে হি কদর্থোয়ং দেশেস্মিন্ স্থিতিমাগতঃ।
অকালকল্পান্তময়ঃ সর্ব্বনায়কনাশনঃ ॥ ৪২ ॥

চিতাস্বাদীপিতানাং বিপ্রেন্দ্রাণাং মাংসৈর্মাংসল উপচিতোগন্ধোযস্তান্তয়া বাত্যয়া অবকরেভ্য উৎকরেভ্য উত্থিতৈ রজোভির্জ্জাতনীহারমুদ্ভূতমিহিকমিব স্থিতম্ ॥ ৩৫ ॥

বাতেন দীর্ঘৈর্দ্দূরপ্রসৃতৈর্ব্বসাগন্ধৈর্দ্দূরাদানীতৈঃ খগৈঃ পক্ষিভিঃ পিশাচাদিভিশ্চোর্জ্জিতৈস্তেষাং চক্রৈর্ম্মণ্ডলৈর্জ্জলদৈশ্ছন্নভাস্করং ব্যোমেব নগরমভবৎ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

পুনঃ কীদৃশং তদভবত্তদাহ প্রমত্তেতি। প্রমত্তৈরুদ্ধতৈস্তস্করৈর্ভূষণাদ্যপহারকালে ক্রন্দন্তোবেল্লন্তঃ কম্পতো বালাঃ কুমারা ঈষৎপ্রৌঢ়াশ্চ যত্র। সন্ত্রস্তৈর্নাগরৈরপাস্তং ত্যক্তং জীবিতং আখ্যা স্বনাম চ যত্র। অসংস্থিতিনির্ম্মর্য্যাদম্ ॥ ৩৮ ॥

মরণায় ব্যগ্রাস্ত্বরমাণানাগরাযত্র তথাবিধমভবদিত্যনুষজ্যতে ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

কিং মে জীবিতদুঃখেন মরণং মে মহোৎসবঃ।
লোকনিন্দ্যস্য দুর্জ্জন্তোর্জ্জীবিতান্মরণং বরম্ ॥ ৪৩ ॥
ইতি নিশ্চিত্য গবলোজ্বলিতে জ্বলনে পুনঃ।
পতঙ্গবদনুদ্বেগমকরোদাহুতিং বপুঃ ॥ ৪৪ ॥
তস্মিন্ বলাৎ গবলনাম্নি হুতাশরাশৌ
দেহে পতত্যবয়বাকুলতাং প্রয়াতে।
স্বাঙ্গাবদাহদহনস্ফুরণানুরোধা
দন্তর্জ্জলে ঝটিতি বোধমবাপ গাধিঃ ॥ ৪৫ ॥

বাল্মীকিরুবাচ।

ইত্যুক্তবত্যথ মুনৌ দিবসো জগাম
সায়ন্তনায় বিধয়েস্তমিনোজগাম।
স্নাতুং সভাকৃতনমস্করণাজগাম
শ্যামাক্ষয়ে রবিকরৈশ্চ সহাজগাম ॥ ৪৬ ॥
দিনম্ ॥ ১২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে গাধিবৃত্তান্তেরাজ্যভ্রংশো নাম ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

অয়ং কদর্থোঽনর্থঃ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

বপুঃ স্বশরীরং জ্বলিতেঽনলে আহুতিমকরোৎ ॥ ৪৪ ॥

তস্মিন্ গবলনাম্নি দেহে নির্ব্বেদবলাৎহুতাশরাশৌ পততি সতি স্বাঙ্গানাং হস্তপাদাদীনামবদাহে দহনে যানি স্ফুরণানি সঞ্চলনানি তদনুরোধাদঘমর্ষণং কুর্ব্বন্ গাধিরন্তর্জ্জলে ঝটিতি বোধমবাপেত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

(শায়ন্তনায় বিধয়ে সন্ধ্যাবন্দনাদ্যর্থম্। শ্যামা রজনী। অন্যৎ সর্ব্বং প্রাগ্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪৬ ॥)

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

-○()○()○-

বশিষ্ঠ উবাচ।

মুহূর্ত্তদ্বিতয়েনাথ গাধিরাধিভবভ্রমাৎ।
প্রশশামাকুলীভাবো বেলাবর্ত্ত ইবাম্বুধেঃ॥ ১॥
মনোনির্ম্মাণসম্মোহাৎ তস্মাৎ স বিররাম হ।
কল্পান্তসময়ে ব্রহ্মা জগদ্বিরচনাদিব॥ ২॥
বোধমাপ শনৈঃ শান্তঃ স্বমেবোন্নিদ্রধীরিব।
ক্ষীবতায়াং প্রশান্তায়াং যথা পরিণতাশয়ঃ॥ ৩॥
অয়ং সোহমিদং কার্য্যমিদং নেতি দদর্শ হ।
নিশাব্যপগমে লোকো যথা ক্ষীণে তমঃপটে॥ ৪॥
স্মৃতস্বরূপোথ পদমুদ্দধ্রে স জলান্তরাৎ।
শিশিরান্তে প্রবৃত্তাস্যং সরোজমিব মাধবঃ॥ ৫॥

গাধিঃ স্বমতিথেঃ শ্রুত্বা তৎকীরনৃপচেষ্টিতম্।
গত্বা দৃষ্ট্বা মুহুঃ পৃষ্ট্বা বিস্মিতোভূদিতীর্য্যতে॥ ১॥

আধিরূপাৎ প্রাগুক্তভবভ্রমাৎ প্রশশাম। আকুলীভবত্যস্মিন্নিত্যাকুলীভাবঃ। অধিকরণে ঘঞ্। বেলাসন্নিহিত আবর্ত্ত ইব॥ ১॥ ২॥

স্বং প্রাক্তনগাধ্যহন্তাবলক্ষণং বোধমাপ। উন্নিদ্রা ব্যপেতনিদ্রা ধীর্যস্য স ইব। ক্ষীবতায়াং মদিরাদিমদে। পরিণতাশয়ঃ স্বচ্ছচিত্তঃ॥ ৩॥

যো জলে স্নানায়াবতীর্ণঃ সোয়ং গাধিরহম্ স্নানশেষতর্পণাদিকৃত্যং মে কার্য্যম্ ইদং প্রাগ্দৃষ্টচণ্ডালরাজ্যাদি ন কার্য্যম্। লোকোজনো যথা পশ্যতি তদ্বৎ॥ ৪॥

পদং পাদমুদ্দধ্রে উদ্ধৃতবান্। শিশিরান্তে শীতাপগমে প্রবৃত্তাস্যং সঞ্জাতমুকুলমুখম্। মাধবোবসন্তঃ॥ ৫॥

এতদ্বারিককুব্ব্যোমবতীং বসুমতীমিমাম্।
অন্যামিব পুনঃ পশ্যন্ বিস্ময়ং পরমং যযৌ ॥ ৬ ॥
কোহং কিমিব পশ্যামি কিমকার্যমহং কিল।
এবং বিচারয়ংশ্চিত্রং সভ্রূভঙ্গমভূৎ ক্ষণম্ ॥ ৭ ॥
ভ্রান্তস্তৎক্ষণমাত্রেণ সম্ভ্রমং দৃষ্টবানহম্।
ইতি বিজ্ঞায় সলিলাদুদস্থাদুদয়ার্কবৎ ॥ ৮ ॥
চিন্তয়ামাস চ তটে ক সা মাতা ক সা প্রিয়া।
যদাহং মৃতিমায়াতো মধ্যে মাতৃমহেলয়োঃ ॥ ৯ ॥
বালস্য মাতাপিতরৌ নষ্টৌ কিল মমামতেঃ।
বাতনীতস্য পত্রস্য বল্লী বৃক্ষমিবাসিনা ॥ ১০ ॥
অবিবাহোস্মি জানামি ন স্বরূপমপি স্ত্রিয়ঃ।
দুষ্টায়াঃ ক্ষোভকারিণ্যা মদিরায়া ইব দ্বিজঃ ॥ ১১ ॥
অতিদূরতরাভূতাঃ স্বদেশস্য স্ববান্ধবাঃ।
কে নাম মম যেষাং তে মধ্যে জীবং ত্যজাম্যহম্॥ ১২ ॥

এষা চাসৌ বারিককুব্ব্যোমবতী চেতি বা এতৈঃ পরিদৃশ্যমানৈর্ব্বার্যাদিভিস্তদ্বতীমিতি বা বিগ্রহঃ ॥ ৬ ॥

সভ্রূভঙ্গং এবমন্তর্ব্বিচারয়ন্নভূৎ ॥ ৭ ॥

তৎ তস্মাৎ ভ্রান্তিবশাৎ ক্ষণমাত্রেণ। সম্ভ্রমং মহাভ্রমম্। উদস্থাৎ। লুঙি গাতিস্থেতিসিচোলুক্। উদয়োগিরিঃ কালো বা তত্রত্যার্কবৎ ॥ ৮ ॥

চিন্তাপ্রকারমেব দর্শয়তি কেত্যাদিনা। মহিলাশব্দস্যৈব মহেলেতি চ্ছান্দসো গুণঃ ॥ ৯ ॥

অমতেঃ অপ্রৌঢ়চিত্তাবস্থস্য। বাতনীতস্য পত্রস্য পর্ণস্য মাতাপিতৃস্থানীয়ং বল্লীবৃক্ষং অসিনেব মৃত্যুনা নষ্টৌ ॥ ১০ ॥

দ্বিজো বিপ্রো মদিরায়াঃ স্বরূপং রসমিব ॥ ১১ ॥

স্বদেশস্য জন্মভূমেঃ। স্বা বান্ধবাঃ জ্ঞাতয়ঃ। যেষাং মধ্যে অহং জীবং জীবনং ত্যজামি মরণং দৃষ্টবানস্মি তে কে নামেতি সম্বন্ধঃ ॥ ১২ ॥

তস্মাদেতৎ সমুদ্ভূতমহং কিং নাম দৃষ্টবান্।
বিবিধারম্ভসংরম্ভং গন্ধর্ব্বনগরং যথা ॥ ১৩ ॥
তদাস্তামেতদেষা হি বন্ধুমধ্যে মৃতস্থিতিঃ।
মায়ামোহে মনাগস্মিন্ন সত্যমুপলভ্যতে ॥ ১৪ ॥
নিত্যমেবমনন্তাস্থ ভ্রান্তিদৃষ্টিষু দেহিনাম্।
চেতোভ্রমতি শার্দ্দূলোবনরাজিম্বিবোন্মদঃ ॥ ১৫ ॥
অবধার্য্যেতি তং চিত্তে মোহং গাধির্নিনায় সঃ।
দিনানি কতিচিৎ তস্মিন্ স্বক এবাশ্রমে তদা ॥ ১৬ ॥
একদা গাধিমগমৎ কশ্চিত্তত্র প্রিয়োতিথিঃ।
ব্রহ্মাণমিব দুর্ব্বাসাঃ স বিশশ্রাম সশ্রমঃ ॥ ১৭ ॥
পরমাং তুষ্টিমানীতঃ ফলপুষ্পরসাশনৈঃ।
সোতিথির্গাধিনা তেন বসন্তেনেব পাদপঃ ॥ ১৮ ॥
মিথোবন্দিতসন্ধ্যৌ তৌ কৃতজাপ্যাবুভাবপি।
ক্রমাচ্ছয়নমাসাদ্য তস্থতুর্ম্মৃদুপল্লবম্ ॥ ১৯ ॥
ততঃ প্রাবর্ত্ততে শান্তা তয়োস্তাপসয়োঃ কথা।
স্বব্যাপারোচিতা পুষ্পশ্রীরিবর্ত্তুত্বমাশয়ো ॥ ২০ ॥

বিবিধং আরভ্যত ইত্যারম্ভং পদার্থজাতং সংরম্ভং জন্মাদ্যভিনিবেশঞ্চ কিং নাম দৃষ্টবান্ ॥ ১৩ ॥

স্বপ্নস্যেব বাধাৎ মিথ্যাত্বং নিশ্চিত্যোপেক্ষতে তদাস্তামিতি। তৎ তস্মাদেষা ভ্রান্তিরাস্তাং নামেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

স্বক এবাশ্রমে কতিচিদ্দিনানি নিনায় ॥ ১৬ ॥

কৃশত্বাৎ সশ্রমঃ সোতিথিস্তদাশ্রমে বিশশ্রাম বিশ্রান্তিমকরোৎ সায়মুবাসেতি যাবৎ ॥ ১৭ ॥

তুষ্টিং তৃপ্তিম্ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

স্বস্বতপোধ্যানাদিব্যাপারাণামুচিতা অনুরূপা কথা প্রাবর্ত্তত। ঈ ইতি খবর্থে নিপাতঃ। শান্তা শান্তিরসপ্রধানা। স্বক্রিয়য়া ঋতূনামৃতুত্বং মিনোতি

তং পপ্রচ্ছাতিথিং গাধিঃ প্রসঙ্গপতিতং বচঃ।
কিং ব্রহ্মন্ সুকৃশাঙ্গস্ত্বং কিমিতি শ্রমবানসি ॥ ২১ ॥

অতিথিরুবাচ।

মমাতিকার্শ্যশ্রমযোর্ভগবন্ শৃণু কারণম্।
কথয়ামি তথাভূতং বয়ং নাসত্যবাদিনঃ ॥ ২২ ॥
অস্ত্যস্মিন্ বসুধাপীঠে উত্তরাশানিকুঞ্জকে।
কীরোনামাতিবিখ্যাতঃ শ্রীমাঞ্জনপদোমহান্ ॥ ২৩ ॥
তত্রাহমবসং মাসং পূজ্যমানঃ পুরে জনৈঃ।
নানাত্মস্বাদলোলাত্মা চিত্তবেতালমোহিতঃ ॥ ২৪ ॥
একদৈকেন তত্রোক্তং কথাপ্রস্তাবতঃ ক্বচিৎ।
ইহাভূচ্ছ্বপচোরাজা বর্ষাণ্যষ্টৌ দ্বিজেতি মে ॥ ২৫ ॥
ততোগ্রামেষু তৎপৃষ্টৈঃ প্রোক্তং সকলজন্তুভিঃ।
রাজা বভূব শ্বপচোবর্ষাণ্যষ্টাবিহেতি তৈঃ ॥ ২৬ ॥
সোয়মন্তে পরিজ্ঞাতঃ প্রবিষ্টোজ্বলনং জবাৎ।
ততোদ্বিজশতানীহ প্রবিষ্টানি হুতাশনম্ ॥ ২৭ ॥
ইতি তেষাং মুখাচ্ছ্রুত্বা তস্মান্নির্গত্য মণ্ডলাৎ।
প্রয়াগেঽকরবং শুদ্ধ্যৈ প্রায়শ্চিত্তমহং দ্বিজ ॥ ২৮ ॥

পরিচ্ছিনত্তীতি ঋতুত্বমঃ সূর্য্যস্তস্য আশায়া উত্তরদিশশ্চ যোগে বসন্তে তচ্চিতা পুষ্পশ্রীরিব ॥ ২০ ॥

তয়োর্ব্বার্ত্তাপ্রসঙ্গপতিতম্ ॥ ২১ ॥

বয়ং অস্মদোদ্বয়োশ্চেতি বহুবচনম্ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

নানাবিধা আত্মনঃ স্বদন্তে রোচন্ত ইতি নানাত্মস্বাদা ভোজ্যভেদাস্তেষু লোভোপার্দ্ধাৎ তদাত্মা তৎপ্রধানঃ সন্। কুতস্বমেবমভূস্তত্রাহ চিত্তেতি ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

স শ্বপচঃ। অন্তে অষ্টমবর্ষান্তে ॥ ২৭ ॥

কৃত্বা চান্দ্রায়ণস্যান্তে তৃতীয়স্যাদ্য পারণম্।
ইহাহমাগতস্তেন শ্রান্তোস্ম্যতিকৃশোস্মি চ॥ ২৯॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি শ্রুতবতা তেন গাধিনা স তদা দ্বিজঃ।
ভূয়ঃ পৃষ্টোপ্যেতদেব কথয়ামাস নান্যথা॥ ৩০॥
অথ বিস্ময়বান্ গাধিস্তাং নীত্বা তত্র শর্ব্বরীম্।
জগদ্‌গেহমহাদীপে রবাবুদয়মাগতে॥ ৩১॥
কৃতপ্রাতঃস্নানবিধা বাপৃচ্ছ্য স্বাতিথৌ গতে।
ইদং সঞ্চিন্তয়ামাস বিস্ময়োদ্ধুরয়া ধিয়া॥ ৩২॥
যন্ময়া সম্ভ্রমে দৃষ্টং সত্যভূতং দ্বিজেন তৎ।
উক্তং মমেতি কিং নাম স্যান্মায়াশম্বরক্রমঃ॥ ৩৩॥
যদ্বন্ধুমধ্যে মরণং ময়া তদ্দৃষ্টমাত্মনঃ।
সা মায়ৈব ন সন্দেহঃ শেষং পশ্যামি তস্য তম্॥ ৩৪॥
তদাত্মশ্বপচোদন্তং দ্রষ্টুং তাবদখিন্নধীঃ।
ভূতমণ্ডলপর্য্যন্তগ্রামং গচ্ছামি সত্বরম্॥ ৩৫॥
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ গন্তুং মণ্ডলান্তরমাদরাৎ।

শুদ্ধ্যৈ তদ্দেশবাসদোষশান্ত্যৈ॥ ২৮॥ ২৯॥ ৩০॥

অথ গাধিঃ রবৌ উদয়মাগতে স্বাতিথৌ আপৃচ্ছ্য গতে সতি বিস্ময়েনোদ্ধুরয়া গরীয়স্যা ধিয়া ইদং বক্ষ্যমাণং সঞ্চিন্তয়ামাসেতি পরেণ সম্বন্ধঃ॥ ৩১॥ ৩২॥

ময়া যৎ সম্ভ্রমে ভ্রান্তিদশায়াং দৃষ্টং তৎ দ্বিজেনাতিথিনা সত্যভূতমুক্তং মম ইতি এবং রূপমিদং কিং মায়ালক্ষণঃ শম্বরস্যাসুরস্য রচনাক্রমঃ স্যাৎ। সম্ভাবনায়াং লিঙ্॥ ৩৩॥

সা মায়া মিথ্যৈব তত্র ন সম্বাদোদ্রষ্টুং শক্যঃ। শেষমবশিষ্টং তস্যাতিথেশ্চান্দ্রায়ণনিমিত্তং তমাত্মশ্বপচোদন্তং পশ্যামি দ্রক্ষ্যামীত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

তদেবাহ তদিতি। তস্য তদবস্থস্যাত্মনঃ শ্বপচস্য উদন্তং বৃত্তান্তম্॥৩৫॥

উত্তস্থৌ ভাস্করঃ পার্শ্বং মেরোর্দ্রষ্টুমিবোদ্যত ॥ ৩৬ ॥
মনোরাজ্যমপি প্রাজ্ঞা লভন্তে ব্যবসায়িনঃ।
গাধিনা স্বপ্নসন্দৃষ্টং গত্বা লব্ধমখণ্ডিতম্ ॥ ৩৭ ॥
সর্ব্বমধ্যবসায়েন দুষ্প্রাপমপি লভ্যতে।
পশ্যন্ গাধির্জ্জগন্মায়াং প্রমেয়ীকর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ৩৮ ॥
বিনির্গত্যাভবন্ মার্গে প্রাবৃড়োঘজবেন সঃ।
দেশানুল্লঙ্ঘয়ামাস বহূন্ বাততুরঙ্গবৎ ॥ ৩৯ ॥
তচ্চেদৃশনিজাচারং ভূতমণ্ডলমাগতঃ।
করভঃ কণ্টকার্থৈকঃ কারঞ্জমিব কাননম্ ॥ ৪০ ॥
তত্র সম্বিৎস্থিতেনৈব সন্নিবেশেন বৈ পুনঃ।
অপশ্যদ্গ্রামকং কঞ্চিদ্গন্ধর্ব্ব ইব পত্তনম্ ॥ ৪১ ॥
দদর্শ তস্য পর্য্যন্তে তমেব শ্বপচালয়ম্।
অধস্তাদ্ভুবনস্যেব পাতালে নরকব্রজম্ ॥ ৪২ ॥
চিত্তচিন্তিতবিস্তারং তন্নিবেশময়ং পরম্।
গন্ধর্ব্ববদসাবাত্ম-শ্বপচত্বঞ্চ দৃষ্টবান্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ গাধির্মণ্ডলান্তরং দ্রষ্টুমুত্তস্থৌ। উদ্যত উদ্যুক্তঃ ॥ ৩৬ ॥

তৎ কথং দ্রষ্টুং শক্যমিতি চেৎ পুরুষপ্রযত্নস্যালভ্যং নাস্তীত্যাহ মনোরাজ্যমিতি ॥ ৩৭ ॥

প্রমেয়ীকর্ত্তুং চক্ষুঃপ্রমাণগোচরীকর্ত্তুম্ ॥ ৩৮ ॥

স মার্গে প্রাবৃষি য ওঘোজলপ্রবাহস্তজ্জবেন ত্বরমাণোভবৎ। বাত এব তুরঙ্গো বাহনং যস্য মেঘস্য তদ্বৎ ॥ ৩৯ ॥

ঈদৃশঃ প্রাগ্দৃষ্টপ্রকারোনিজাচারোযস্মিংস্তদ্ভূতমণ্ডলঞ্চ প্রথমমাগতঃ॥৪০॥

সম্বিদি বুদ্ধৌ স্থিতেনৈব স্মর্য্যমাণেনৈব সন্নিবেশেন সংস্থানবিশেষেণ স্থিতং কঞ্চিদ্গ্রামকমপশ্যৎ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

চিত্তে চিন্তিতোজন্মাদিবিস্তারো যত্র তথাবিধং স প্রাগ্দৃষ্টো যো গৃহাদিনিবেশস্তৎপ্রচুরং আত্মনঃ শ্বপচত্বঞ্চলিঙ্গৈঃ পুনর্দৃষ্টবানিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

তেনৈব সন্নিবেশেন প্রাগ্‌দৃষ্টং শ্বপচাস্পদম্।
তস্য কামপি বৈরাগ্যপদবীমনয়ন্মনঃ ॥ ৪৪ ॥
প্রাবৃড়াসারলুঠিতং ভিত্তিজাতযবাঙ্কুরম্।
পর্য্যন্তচ্ছাদনার্দ্ধাকং কিঞ্চিদাদৃষ্টতল্পকম্ ॥ ৪৫ ॥
দারিদ্র্যং তদ্দৃঢ়মিব দৌর্ভাগ্যমিব কুড্যমৎ।
ভ্রষ্টাঙ্গমিব দৌরাত্ম্যং দৌস্থিত্যমিব খণ্ডিতম্ ॥ ৪৬ ॥
গাধির্দ্দন্তাবদলিতৈর্গবাশ্ব মহিষাস্থিভিঃ।
ধবলৈর্ব্ব্যাপ্তপর্য্যন্তং সাক্ষ্যং কর্ত্তুমিব স্থিতৈঃ ॥ ৪৭ ॥
ভুক্তং পীতং পুরা তেন যেষু খর্পরকেষু বৈ।
তৈরস্পন্দাভ্রসলিলৈঃ পানপূর্ণৈবিরাবৃতম্ ॥ ৪৮ ॥
তাভিরেবান্ত্রতন্ত্রীভিঃ সংশুষ্কাভির্লতাবৃতৈঃ।
তৃষ্ণাভিরিব দীর্ঘাভিঃ পরিতঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৪৯ ॥
চিরমালোকয়ামাস স তদাত্মগৃহং জবাৎ।
প্রাক্তনং শুষ্কশবতাং যাতং দেহমিবাত্মবান্ ॥ ৫০ ॥

তৎশ্বপচাস্পদং কর্ত্তৃ তস্য মনঃ কামপি বৈরাগ্যপদবীমনয়ৎ প্রাপয়ামাস ॥ ৪৪ ॥

তদেব বর্ণয়তি প্রাবৃড়িত্যাদিনা। কিঞ্চিদাদৃষ্টং প্রত্যভিজ্ঞাতং তল্পকং শয়নকটখণ্ডাদি যস্মিন্ ॥ ৪৫ ॥

কুড্যমৎ ভিত্ত্যবশেষগৃহাকারমিতি যাবৎ। যবাদিত্বাদবৃত্বম্। ভ্রষ্টাঙ্গং স্খলিতাবয়বং চৌর্য্যাদিদৌরাত্ম্যমিব দৌস্থিত্যং দুর্দ্দশাম্। খণ্ডিতং ছিন্নৈকদেশম্ ॥ ৪৬ ॥

গাধিশ্চিরমালোকয়ামাসেতি তৃতীয়েন সম্বন্ধঃ ॥ ৪৭ ॥

অস্পন্দাস্ত্রসলিলানি দৈবাগতবৃষ্টিজলানি যেষু তৈঃ ॥ ৪৮ ॥

লতাবৃতৈর্লতাবৎ গুল্মাদিপরিবেষ্টনৈঃ পরিতঃ পরিবেষ্টিতম্। আন্ত্রতন্ত্রীভিরিতি পাঠে লতানামাবৃতৈরাবরণৈরান্ত্রাভিস্তন্ত্রীভিঃ। প্রতানৈঃ পরিবেষ্টিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

শুষ্কশবপ্রায়তাং যাতং স্বদেহমিব। আত্মবান্ তত্ত্ববিৎ ॥ ৫০ ॥

অতিবিস্ময়মাতস্থৌ গ্রামকং সমুপাযযৌ।
উল্লঙ্ঘ্য ম্লেচ্ছনগরমার্য্যদেশমিবাধ্বগঃ ॥ ৫১ ॥
তত্রাপৃচ্ছজ্জনং সাধো কচ্চিৎ স্মরতি ভো ভবান্।
প্রাগ্‌বৃত্তমস্য গ্রামস্য পর্য্যন্তে শ্বপচক্রমম্ ॥ ৫২ ॥
সর্ব্ব এব হি ধীমন্তশ্চিরবৃত্তমপি স্ফুটম্।
করস্থমিব পশ্যন্তি ময়েতি সুজনাচ্ছ্রুতম্ ॥ ৫৩ ॥
অত্র শ্বপচমেকান্তে বাসিনং বৃদ্ধমুত্তমম্।
স্মরস্যেনং কিমুত ভো দুঃখানামিব দেহকম্ ॥ ৫৪ ॥
যদি জানাসি ভোঃ সাধো তন্মে কথয় তত্ত্বতঃ।
পান্থসংশয়বিচ্ছেদে মহৎপুণ্যফলং স্মৃতম্ ॥ ৫৫ ॥
ভূয়োভূয় ইতি গ্রাম্যাঃ পৃষ্টা গাধিদ্বিজন্মনা।
অনল্পস্ময়সংরম্ভমার্ত্তেনেব চিকিৎসকাঃ ॥ ৫৬ ॥

গ্রাম্যা উচুঃ।

যথা কথয়সি ব্রহ্মংস্তত্তথা ন তদন্যথা।
কটঞ্জনামা শ্বপচ ইহাভূদ্দারুণাকৃতিঃ ॥ ৫৭ ॥
পুত্রপৌত্রসুহৃদ্‌ভৃত্য বন্ধুস্বজনপেটকম্।
যস্যাতিবিস্তীর্ণমভূৎ পত্রবৃন্দং তরোরিব ॥ ৫৮ ॥
যস্য বৃদ্ধস্য তৎ সর্ব্বং কলত্রং মৃত্যুরাচ্ছিনৎ।
অদ্রেঃ পুষ্পফলোপেতং দাবোবনমিবানলঃ ॥ ৫৯ ॥
যস্ততোদেশমুৎসৃজ্য যযৌ কীরপুরান্তরম্।

তৎ স্বগৃহমুল্লঙ্ঘ্য। তৎসমীপস্থং গ্রামকং কুগ্রামম্ ॥ ৫১ ॥
শ্বপচক্রমং শ্বপচবৃত্তান্তম্ ॥ ৫২ ॥
পশ্যন্তি স্ফুটং স্মরন্তীতি যাবৎ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥
অনল্পঃ স্ময়োবিস্ময়ঃ সংরম্ভঃ প্রশ্নোদ্যোগশ্চ যস্মিন্ কর্ম্মণীতি ক্রিয়াবিশেষণম্। আর্ত্তেন রোগার্ত্তেন ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

বর্ষাণ্যষ্টাবনুদ্বেগং তত্র রাজা বভূব সঃ ॥ ৬০ ॥
যস্তত্রার্থং পরিজ্ঞায় জনৈর্দূরে নিরাকৃতঃ।
যথা রাশিরনর্থস্য যথা গ্রামে বিষদ্রুমঃ ॥ ৬১ ॥
ততোজনেগ্নিং প্রবিশত্যাত্মনা যোহুতাশনম্।
আর্য্যতামার্য্যসংসর্গাদাগতঃ প্রবিবেশ হ ॥ ৬২ ॥
কিং ত্বমেবং প্রযত্নেন শ্বপচং পৃচ্ছসি প্রভো।
কিং তে বন্ধুরসৌ কচ্চিদভবস্ত্বং স্বতোথবা ॥ ৬৩ ॥
এবং কথয়তোগ্রাম্যান্ গাধিঃ পৃচ্ছন্ পুনঃ পুনঃ।
সর্ব্বেষু তত্র প্রান্তেষু মাসমেকমুবাস সঃ ॥ ৬৪ ॥
যথা তেনানুভূতং তৎ শ্বাপচং তত্তথৈব তৈঃ।
গ্রামীণৈস্তস্য কথিতং সর্ব্বৈরেবাবখণ্ডিতম্ ॥ ৬৫ ॥

অব্যাহতং সকলভূতমুখাদথৈত
দাকর্ণ্য সম্যগবলোক্য যথানুভূতম্।
গাধিঃ শশাঙ্কমলবদ্ধৃদয়েধিরূঢ়ং
গূঢ়াকৃতিঃ পরমবিস্ময়মাজগাম ॥ ৬৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে গাধিবৃত্তান্তেপ্রত্যক্ষাবলোকনং নাম
সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

দবে ভবো দাবঃ ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥ ৬১ ৬২ ॥
স তে বন্ধুঃ কিমভবৎ অথবা ত্বং স্বতঃ স্বয়মেব তদ্বন্ধুরভবঃ ॥ ৬৩ ॥
তত্র গ্রামে। সর্ব্বেষু প্রান্তেষু তৎ তৎবাসযোগ্যগৃহেম্বিতি যাবৎ ॥৬৪॥৬৫॥
স সকলভূতমুখাদব্যাহতমমৃষার্থকং বাক্যমাকর্ণ্য স্বয়ঞ্চাহবাধিতপ্রত্যভি-জ্ঞয়া যথানুভূতমবলোক্য লজ্জয়া গূঢ়াকৃতির্গাধিঃ শশাঙ্কস্যেন্দোর্ম্মলবৎ কলঙ্কমিব স্বহৃদয়ে অধিরূঢ়ং পরমং বিস্ময়মাজগাম প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

—০)*(০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

লুঠিতং শ্বপচাগারে পুনর্বীক্ষ্যয়মাযযৌ।
গাধের্ম্মনোহি নায়াতি তৃপ্তিমাশ্চর্য্যদর্শনে ॥ ১ ॥
তত্রাবলোকয়ামাস স্থানানি সদনানি চ।
কল্পক্ষোভবিবৃত্তানি জগন্তীবাম্বুজোদ্ভবঃ ॥ ২ ॥
উবাচ স্বাত্মনৈবেদমরণ্যে লুঠিতালয়ে।
শুষ্কাস্থিমালাবলিতে পিশাচক ইব ক্রমে ॥ ৩ ॥
ইমাস্তা মৃতমাতঙ্গ দন্তমালা বৃতৌ কৃতাঃ।
অন্যাপি সংস্থিতাঃ কল্পং প্রতিমেরুশিখা ইব ॥ ৪ ॥
ইহ তদ্ধানরীমাংসং পক্কবংশাঙ্কুরৈঃ সহ।
ভুক্তং পুরাসবোন্মত্তৈঃ সহ শ্বপচবন্ধুভিঃ ॥ ৫ ॥

গাধিনা কীরনগরং গত্বা দৃষ্ট্বা চ বিস্ময়াৎ।
তপসাতোষিতো বিষ্ণুঃ সর্ব্বং মায়েত্যুবাচ তম্ ॥ ১ ॥

লুঠিতং পরিবৃত্তং চিরমাসক্তং ইতি যাবৎ ॥ ১ ॥

কল্পঃ সম্বর্ত্তস্তদীয়ে ক্ষোভে উপপ্লবে বিবৃত্তানি ভগ্নানি। অম্বুজোদ্ভবো ব্রহ্মা ॥ ২ ॥

লুঠিতালয়ে ভগ্নগৃহে। স্বমনস্যেব উবাচ। ক্রমে শ্মশানবৃক্ষে ॥ ৩ ॥

যদুবাচ তদাহ ইমা ইত্যাদিনা। বৃতৌ প্রাকারে কৃতাঃ শূলবন্নিখাতা মৃতমাতঙ্গদন্তমালাস্তা ইমাঃ। প্রত্যক্ষং প্রত্যভিজ্ঞায়ন্ত ইত্যর্থঃ। কল্পং প্রলয়কালং প্রতি লক্ষীকৃত্য মেরোঃ শিখাঃ শিখরাণীব ॥ ৪ ॥

পক্কৈর্ব্বংশাঙ্কুরৈঃ করীরব্যঞ্জনৈঃ সহ ॥ ৫ ॥

আলিঙ্গ্য শ্বপচশ্যামা-মিহ কেসরিচর্ম্মণি।
সুপ্তমাপীয় মৈরেয়ং তিক্তং গজমদেন চ ॥ ৬ ॥
কৌলেয়ককুটুম্বিন্যঃ পিণ্যাকপলবর্দ্ধিতাঃ।
ইহ বদ্ধা বরত্রাভির্ম্মৃতেভরদকাষ্ঠকে ॥ ৭ ॥
ইহ বারণমুক্তানাং যদাসীৎ পিঠরত্রয়ম্।
পিনদ্ধং মাহিষেণোগ্র চর্ম্মণাম্বুদশোভিনা ॥ ৮ ॥
স্থলীম্বেতাসু তাস্বত্র সহ শ্বপচবালকৈঃ।
চিরং বিলুঠিতং চূতপত্রপুঞ্জে পিকৈরিব ॥ ৯ ॥
অত্র তদ্বালনিঃশ্বাসরণদ্বংশপ্রবৃত্তবৎ।
গীতং পীতং শুনীরক্তং সাধিতাশবভূষিতঃ ॥ ১০ ॥
অত্র সার্দ্ধং কুটুম্বেন জন্যত্রেষু কুটুম্বিনা।
নৃত্তং তৎকৃতমুন্নাদং কল্লোলৈর্জ্জলধাবিব ॥ ১১ ॥
অত্রোড্ডয়নলোলানাং কাকভাসপতত্রিণাম্।

কেশরিণোঽশ্বস্য চর্ম্মণি। গজমদেন তিক্তমিত্যুক্ত্যা হস্তিপকাৎ ক্রীতং মৈরেয়মিতি গম্যতে। মৈরেয়ে মদশক্ত্যুৎকর্ষায় হস্তিপকা গজমদমপি মেলয়ন্তীতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

কৌলেয়ককুটুম্বিন্যঃ শুন্যঃ। পিণ্যাকৈঃ পলৈর্ম্মাংসৈশ্চ বর্দ্ধিতাঃ। বরত্রাভিশ্চর্ম্মরজ্জুভিঃ ॥ ৭ ॥

বারণমুক্তানাং গজমৌক্তিকানাং পিঠরত্রয়ংউখাত্রয়প্রমাণং তৎ গজদন্তরচিতং পাত্রমিহাস্মিন্ স্থলে আসীৎ ॥ ৮ ॥

এতাসু দৃশ্যমানাসু। তাসু পূর্ব্বদৃষ্টাসু। অত্র অস্মিন্ গ্রামান্তে। বিলুঠিতং পাংশুক্রীড়াস্বিতার্থঃ ॥ ৯ ॥

বালানাং নিঃশ্বাসৈস্তথবাতৈঃ রণতাং বংশানাং প্রবৃত্তং স্বরতালপ্রবৃত্তিশুদ্ধত্তদনুরূপতয়া গীতম্। শবান্ ভূষয়িতুং শীলং যস্তেতি শবভূষিশ্মশানমাল্যচন্দনাদি তস্মাদিতি ততঃ। সাধিতা সর্ব্বেষামলংক্রিয়েতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

অন্যত্রেষু বিবাহেষু ॥ ১১ ॥

অন্নদা অশনং আশঃ দিনান্তরে ভক্ষণং তদর্থম্। দাসার্থমিতি পাঠে

ধৃতানামস্মদাশার্থং গ্রথিতং বংশপঞ্জরম্ ॥ ১২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবংপ্রায়াঃ স্মরন্ গাধিঃ প্রাক্তনীঃ শ্বপচক্রিয়াঃ।
বিস্ময়োৎকম্পিতশিরা ধাতুশ্চেষ্টাং পরামৃশৎ ॥ ১৩ ॥
চচাল তস্মাদ্দীর্ঘেণ দেশাৎ কালেন কার্য্যবিৎ।
ভূতমণ্ডলমুৎসৃজ্য প্রাপ দেশান্তরং ক্রমাৎ ॥ ১৪ ॥
সমুল্লঙ্ঘ্য নদীশৈলমণ্ডলারণ্যসন্ততিম্।
আসসাদ তুষারাদ্রিরত্নং কিল জনাস্পদম্ ॥ ১৫ ॥
তত্র প্রাপ মহীপালনগরং নগসন্নিভম্।
জগদ্ভ্রমণখিন্নাত্মা স্বর্লোকমিব নারদঃ ॥ ১৬ ॥
অথাত্মনানুভূতানি দৃষ্টান্যাসেবিতানি চ।
স্থানানি নগরে পশ্যন্ পপ্রচ্ছ জনমাদৃতঃ ॥ ১৭ ॥
সাধো স্মরসি কিঞ্চিত্ত্ব মিহ শ্বপচমীশ্বরম্।
যদি জানাসি তত্ত্বং মে বর্ণয়াস্ব যথাবিধি ॥ ১৮ ॥

নাগরা ঊচুঃ।

অভূদিহাষ্টৌ বর্ষাণি শ্বপচোভূমিপোদ্বিজ।
রাজত্বমর্পিতং যস্য নাম মঙ্গলহস্তিনা ॥ ১৯ ॥

তু দসু হিংসায়ামিত্যস্মাৎ ঘঞ্। দিনান্তরে হিংসনার্থমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

পরামৃশৎ তর্কিতবান্ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

তুষারাদ্রিকুক্ষৌ রত্নমিব শ্রেষ্ঠং জনাস্পদং জনপদং প্রাক্ দৃষ্টকীর-দেশমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

নগসন্নিভং পর্ব্বতবদুন্নতপ্রাসাদং রত্নাদ্যাঢ্যঞ্চ ॥ ১৬ ॥

অনুভূতানি স্বগৃহপ্রাসাদাদীনি। দৃষ্টানি পরগৃহপ্রাসাদাদীনি। আসে-বিতান্তারামস্নানশালাদীনি স্থানানি ॥ ১৭ ॥

যথাবিধি বিধিং বিধানমনতিক্রম্যেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

নামেতি প্রসিদ্ধৌ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

অন্তে চ সম্পরিজ্ঞাতঃ স প্রবিষ্টোহুতাশনম্।
অদ্য দ্বাদশ বর্ষাণি সমতীতানি তাপস ॥ ২০ ॥
যং যং পৃচ্ছত্যসৌ গাধির্জ্জনং জাতকুতূহলঃ।
তস্য তস্য মুখাদেব শৃণোত্যাস্বাদয়ত্যপি ॥ ২১ ॥
অথাপশ্যৎ পুরে তস্মিন্নৃপং সবলবাহনম্।
দেবং চক্রধরং বিষ্ণুং মন্দিরান্নির্গতং বহিঃ ॥ ২২ ॥
স দৃষ্ট্বা স্থগিতাকাশং চলরেণুপয়োধরৈঃ।
প্রাক্তনীং রাজতাং স্মৃত্বা সমুবাচাতিবিস্ময়ঃ ॥ ২৩ ॥
ইমাস্তাঃ কীরকামিন্যঃ পদ্মগর্ভোপমত্বচঃ।
কনকদ্রববর্ণিন্যো লোলনীলোৎপলেক্ষণাঃ ॥ ২৪ ॥
চামরৌঘা ইমে চন্দ্র-করসম্পিণ্ডপাণ্ডুরাঃ।
স্থিরনির্ঝরসঙ্কাশাঃ কাশপুষ্পচয়া ইব ॥ ২৫ ॥
কান্তাভিরবধূয়ন্তে বালব্যজনরাজয়ঃ।

অন্তঃ স্বপ্রত্যভিজ্ঞাসম্বাদাদাস্বাদয়তি চমৎকারমনুভবত্যপীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তস্য ভগবদনুগ্রহাৎ তস্মিন্ পুরে রাজরূপেণ ভগবদ্দর্শনমভূদিত্যাহ অথেতি। সবলবাহনং পূর্ব্বস্বদৃষ্টবলবাহনসহিতম্। মন্দিরাৎ রাজসদনাৎ বহির্নির্গতম্ ॥ ২২ ॥

বাহ্যবস্তুদর্শনব্যামোহচিত্তস্য তস্য দৃষ্টায়ামপি ভগবন্মূর্ত্তৌ তত্র ভাবো-বিচারোপি বা নাভূৎ কিন্তু প্রাক্তনেষু স্বানুভূতস্ত্রীচ্ছত্রচামরাদিষু প্রত্যভি-জ্ঞাকৌতুকেষ্বেব চিত্তং বভ্রামেত্যাশয়েনাহ স ইতি। চলৈরুদ্গতৈঃ। রেণু-লক্ষণৈঃ পয়োধরৈর্মেঘৈঃ স্থগিতমাচ্ছাদিতমাকাশং যেন তথাবিধং তৎ সৈন্যং দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

তা ইমাঃ প্রত্যভিজ্ঞাতাঃ কীরনৃপতেঃ কামিন্যো বেশ্যাঃ ॥ ২৪ ॥

চন্দ্রকরাণাং সম্পিণ্ডনং সম্পিণ্ডঃ পিণ্ডীভাবঃ ইব পাণ্ডুরাঃ স্থিরা মূর্ত্তী ভাবাৎ স্থৈর্য্যমাপন্না যে নির্ঝরা গিরিবারিপ্রপাতাস্তৎসঙ্কাশাঃ ॥ ২৫ ॥

ঋদ্ধয়ঃ পুষ্পমঞ্জরীসমৃদ্ধয় ইব ॥ ২৬ ॥

ইমাস্তা বনবল্লীভির্দ্দীপ্যমানা ইবর্দ্ধয়ঃ ॥ ২৬ ॥
ইমাস্তা মত্তমাতঙ্গঘটাঘটিতদিকৃতটাঃ।
সঙ্কল্পপাদপা মেরোরিব শৃঙ্গপরম্পরাঃ ॥ ২৭ ॥
এতে তে যমবারীশকুবেরপ্রতিমৌজসঃ।
সামন্তা বাসবস্যেব লোকপালা মহীভৃতঃ ॥ ২৮ ॥
ইমাস্তাঃ সর্ব্ববস্ত্বোঘাঃ সর্ব্বাভিমতদাস্ততাঃ।
কল্পবৃক্ষলতাকুঞ্জ সুন্দর্য্যোগৃহপংক্তয়ঃ ॥ ২৯ ॥
ইদং তৎ কীরজনতারাজ্যং প্রাগ্ভুক্তমদ্য মে।
আত্মজন্মান্তরাচার ইব প্রত্যক্ষতাং গতম্ ॥ ৩০ ॥
সত্যং স্বপ্ন ইবায়ং মে জাগ্রদ্ভূতঃ পুনঃ স্থিতঃ।
ন জানে কিং কৃতোত্থানা মায়েয়ং প্রবিজৃম্ভতে ॥ ৩১ ॥
অহোনু খলু দীর্ঘেণ মনোমোহেন বল্গতা।
বৈবশ্যমুপনীতোহহং জালেনেব শকুন্তকঃ ॥ ৩২ ॥
হা ধিক্ কষ্টমবুদ্ধং মে মনোবাসনয়া হতম্।
পশ্যন্তি ভ্রমজালানি বিততানি শিশোরিব ॥ ৩৩ ॥
এষা হি মায়া মহতী তেন মে চক্রধারিণা।

মত্তমাতঙ্গানাং ঘটাঃ সঙ্ঘাঃ। ঘটিতা দন্তাগ্রনির্ভিন্না দিকৃতটা যাভিস্তাঃ। সন্তাবনয়াতিশয়োক্তিঃ। সঙ্কল্পানুসারিফলদাঃ পাদপা যেষু ॥ ২৭ ॥

বাসবস্য যমাদয়োলোকপালা ইব মহীভৃত এতে সামন্তা অবান্তরদেশাধীশাঃ ॥ ২৮ ॥

সর্ব্বে ধনধান্যাদিবস্ত্বোঘা যাসু ॥ ২৯ ॥

প্রাগ্ভুক্তমদ্য জন্মান্তরাচারোজন্মান্তরচরিত্রমিব প্রত্যক্ষতাং গতম্ ॥৩০॥

সত্যং নিশ্চিতং প্রাক্ স্বপ্ন ইব দৃষ্টঃ পুনর্জ্জাগ্রদ্ভূতঃ স্থিতঃ। কিং কেন কিমর্থং বা কৃতমুত্থানমাবির্ভাবো যস্যা ॥ ৩১ ॥

বৈবশ্যমস্বাধীনতাম্ ॥ ৩২ ॥

অবুদ্ধমপ্রবুদ্ধম্ ॥ ৩৩ ॥

দর্শিতেত্যধুনা সাধু ময়াস্য তমখণ্ডিতম্ ॥ ৩৪ ॥
তদিদানীং তথা যত্নং করিষ্যে গিরিকন্দরে।
যথা কুসন্ত্রমস্যাস্য জানে জন্ম তথা স্থিতিম্ ॥ ৩৫ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য নগরাদ্‌গাধিস্তস্মাজ্জগাম হ।
কন্দরং প্রাপ্য শৈলস্য তস্থৌ বিশ্রান্তসিংহবৎ ॥ ৩৬ ॥
তত্র সম্বৎসরং সার্দ্ধং পয়শ্চুলুকভোজনম্।
তপশ্চক্রে মহাতেজাস্তুষ্টয়ে শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ৩৭ ॥
অথাস্য পুণ্ডরীকাক্ষঃ পয়োমূর্ত্তিরুপাযযৌ।
প্রসাদমুৎপলশ্যামঃ শরদীব মহাহ্রদঃ ॥ ৩৮ ॥
তমাজগাম শৈলেন্দ্র কন্দরং দ্বিজমন্দিরম্।
পয়োধরবদচ্ছাচ্ছ চ্ছবির্ব্ব্যোমন্যথাবসৎ ॥ ৩৯ ॥

ভগবানুবাচ।

গাধে কচ্চিত্ত্বয়া দৃষ্টা মায়া মম গরীয়সী।
দৃষ্টং ত্বয়া জগজ্জালচেষ্টিতং দৈষ্টিকাত্মকম্ ॥ ৪০ ॥
চিত্তাভিগত এতস্মিন্ প্রাপ্তে সম্যগনিন্দিতঃ।

তেন প্রাক্‌প্রসাদিতেন চক্রধারিণা বিষ্ণুনা ॥ ৩৪ ॥

জন্মস্থিতিপদাভ্যাং তন্নিমিত্তং লক্ষ্যতে ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

পয়শ্চুলুকস্য ভোজনং পানং কুর্ব্বন্নিতি শেষঃ। শার্ঙ্গধন্বনোবিষ্ণোঃ। ধনুষশ্চেত্যনঙ্ ॥ ৩৭ ॥

পয় ইব প্রসাদস্বভাবা মূর্ত্তির্যস্য। হ্রদপক্ষে পয় এব মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য ॥ ৩৮ ॥

দ্বিজস্য গাধের্ম্মন্দিরং নিবাসভূতং কন্দরম্। পয়োধরবদচ্ছাদপ্যচ্ছা নির্ম্মলতরা ছবিঃ কান্তির্যস্য। পয়োধরবদ্ব্যোমস্থাবসদতিষ্ঠদিতি বা ॥ ৩৯ ॥

দিষ্টং দৈবমেব মতিঃ প্রতীতিনিমিত্তং যস্য ন বস্তু তদাত্মকম্ ॥ ৪০ ॥

চিত্তেনাভিগতে বাঞ্ছিতে এতস্মিন্ মন্মায়া দর্শনে প্রাপ্তে সতি পুন-

তপোগিরিতটে কুর্ব্বন্ কিমন্যদভিবাঞ্ছসি ॥ ৪১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং তদন্তমালোক্য হরিং গাধির্দ্বিজোত্তমঃ।
অর্চ্চাং কুসুমপূরেণ পাদয়োঃ পর্য্যপূরয়ৎ ॥ ৪২ ॥
দত্ত্বার্ঘং কীর্ণকুসুমঃ প্রণম্যাশু প্রদক্ষিণৈঃ।
বিষ্ণুমাহ দ্বিজোবাক্যমম্ভোদমিব চাতকঃ ॥ ৪৩ ॥

গাধিরুবাচ।

দেব যৈষা ত্বয়া মায়া দর্শিতাতিতমোময়ী।
মহীং প্রাতরিবাদিত্যস্তাং মে প্রকটতাং নয় ॥ ৪৪ ॥
ভ্রমং যং পশ্যতি মনো বাসনামলমালিতম্।
স্বপ্নবৎ স কথং দেব জাগ্রত্যপি হি দৃশ্যতে ॥ ৪৫ ॥
মুহূর্ত্তমুপলব্ধশ্চ জলান্তঃস্বপ্নবিভ্রমঃ।
কথং প্রত্যক্ষতাং প্রাপ্তো মমামলপদাস্পদ ॥ ৪৬ ॥
দৈর্ঘ্যাদৈর্ঘ্যস্য কালস্য শরীরস্য ভবাভবাঃ।
কথমন্তঃস্থিতা ন স্যুর্ম্মদীয়ৈঃ শ্বপচভ্রমৈঃ ॥ ৪৭ ॥

গিরিতটে তপঃ কুর্ব্বন্ননিন্দিতঃ শুদ্ধস্ত্বমন্যৎ কিমভিবাঞ্ছসীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অর্চ্চাং নিত্যং পূজ্যমানাং ভগবৎপ্রতিমাং পাদয়োরর্চ্চাং পূজাং কুসুম-পূরেণ করোন্মুক্তপুষ্পপ্রবাহেণ পয়ঃপূরবৎ পূর্ণাং চকারেতি বা। অনেন পূজাকালে ভগবদাগমনং গম্যতে ॥ ৪২ ॥

অর্ঘং উত্তরার্ঘম্। প্রদক্ষিণৈঃ সহ প্রণম্য প্রণামান্তাং পূজাং সমাপ্য॥৪৩॥৪৪॥

যস্তত্র জ্ঞাতব্যাংশস্তমাহ ভ্রমমিতি। ভ্রমং মিথ্যাবিষয়জাতম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রত্যক্ষতাং চিরং চক্ষুরাদিগোচরতাম্। অমলমবিদ্যামলরহিতং পদ-মাস্পদং প্রতিষ্ঠা যস্য ॥ ৪৬ ॥

মদীয়ৈঃ শ্বপচভ্রমৈঃ কৃতে অস্য কালস্য দৈর্ঘাদৈর্ঘে তথা শ্বপচশরীরস্য ভবাভবা উৎপত্তিনাশাশ্চ অন্তর্ম্মনস্যেব স্থিতাঃ কথং ন স্যুঃ। বহিস্তে কথং তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

ভগবানুবাচ।

গাধে স্বাধিবিধূতস্য স্বরূপস্যৈতদাত্মকম্।
চেতসোঽদৃষ্টতত্ত্বস্য যৎ পশ্যত্যুরু বিভ্রমম্॥ ৪৮॥
বহির্ন কিঞ্চিদপ্যস্তি খাদ্র্যব্ধ্যুর্ব্বীদিগাদিকম্।
এতৎ স্বচিত্ত এবাস্তি পত্রপুঞ্জমিবাঙ্কুরে॥ ৪৯॥
ফলাদি স্ফারতামেতি যথৈব বহিরঙ্কুরাৎ।
বহিঃ প্রকটতাং যাতি তথা পৃথ্ব্যাদি চেতসঃ॥ ৫০॥
সত্যং পৃথ্ব্যাদি চিত্তস্থং ন বহিষ্টং কদাচন।
অঙ্কুরস্থঃ পল্লবস্তু তস্মাৎ যস্মাৎ ফলশ্রিয়ঃ॥ ৫১॥
রূপালোকমনস্কার-তত্তাকালক্রিয়াত্মকম্।
কুম্ভকারোঘটমিব চেতোহন্তি করোতি চ॥ ৫২॥
আবালমেতৎ পুরুষৈঃ সর্ব্বৈরেবানুভূয়তে।
স্বপ্নভ্রমমদাবেগ রাগরোগাদিদৃষ্টিষু॥ ৫৩॥
চিত্তে বৃত্তান্তলক্ষাণি সংস্থিতান্যান্তবাসনে।

হে গাধে ভবান্ যৎ উরু মহৎ জগদ্বিভ্রমং পশ্যতি তৎ অদৃষ্টতত্ত্বস্য অতএব স্বনিষ্ঠৈরাধিভির্ব্বাসনারোগৈর্গৃহীতস্য চেতসশ্চিত্তভাবাপন্নস্যাত্মস্বরূপস্য এতদাত্মকং রূপং ভাসতে তৎ বস্তুতো নান্তর্ন বা বহির্নাল্পং ন বা দীর্ঘমিত্যর্থঃ॥ ৪৮॥

যদি চাস্তীতি মন্যসে তর্হি স্বচিত্ত এবাস্তীত্যাহ বহিরিতি। খমাকাশমদ্রয়ঃ পর্ব্বতা উর্ব্বী পৃথ্বী দিশশ্চেত্যাদিকং জগদিত্যর্থঃ॥ ৪৯॥ ৫০॥

যস্মাৎ হেতোঃ ফলশ্রিয়স্তস্মাৎ দৃশ্যন্তে ইতি শেষঃ॥ ৫১॥

বর্ত্তমানবিষয়ে চক্ষুরাদিনা রূপালোকঃ। ভাবিনি চ মনসা সমর্থনাৎ মনস্কারঃ। অতীতে চ স্মর্য্যমাণে তত্তা তন্নিরূপকাস্ত্রিবিধাঃ কালাস্তদ্ব্যাপ্তিকা চ সূর্য্যাদিক্রিয়েত্যেবমাত্মকম্। হন্তি স্বাত্মন্যুপসংহরতি করোতি সৃজতি চ॥ ৫২॥

সর্ব্বানুভবসিদ্ধং চেদমিত্যাহ আবালমিতি॥ ৫৩॥

মূলৈরাক্রান্তা অবনিঃ পৃথ্বী যেন তথাবিধে পাদপে ইবেতি মনসোপ্য-

পাদপে ফলপুষ্পাণি মূলাক্রান্তাবনাবিব ॥ ৫৪ ॥
ত্যক্তাবনের্ব্বিটপিনো ভূয়ঃ পত্রাণি নো যথা ।
নির্ব্বাসনস্য জীবস্য পুনর্জ্জন্মাদি নো তথা ॥ ৫৫ ॥
যত্রানন্তজগজ্জালং সংস্থিতং তেন তেজসা ।
শ্বপচত্বং প্রকটিতং যদি তদ্বিস্ময়োত্র কিম্ ॥ ৫৬ ॥
অববুদ্ধা শ্বপচতা প্রতিভাসবশাৎ ত্বয়া ।
যথৈবানল্পসংরম্ভা বিচিত্রাধিবিকারদা ॥ ৫৭ ॥
তথৈবাতিথিরায়াতো ভুক্তবান্ সুপ্তবান্ দ্বিজঃ ।
কথাং কথিতবাংশ্চেতি দৃষ্টবানসি সম্ভ্রমম্ ॥ ৫৮ ॥
তথৈবোত্থায় গচ্ছামি প্রাপ্তোহং ভূতমণ্ডলম্ ।
ইমে ভূতা ইমে গ্রামা দৃষ্টবানসি সম্ভ্রমম্ ॥ ৫৯ ॥
তথৈবেদং কটঞ্জস্য প্রাক্তনং লুণ্ঠিতং গৃহম্ ।
জনৈরুক্তং কটঞ্জস্য দৃষ্টবানসি সম্ভ্রমম্ ॥ ৬০ ॥
তথৈব কীরনগরং প্রাপ্তোস্মি কথিতঞ্চ মে ।
কীরৈঃ শ্বপচরাজ্যত্বং দৃষ্টবানসি সম্ভ্রমম্ ॥ ৬১ ॥
এবং সর্ব্বং ত্বয়া দৃষ্টং মোহজালং দ্বিজোত্তম ।
যৎ সত্যমিতি জানাসি যচ্চাসত্যমবৈষি চ ॥ ৬২ ॥
বাসনাবলিতং চেতঃ কিং নামান্তর্ন পশ্যতি ।
সাধিতং দৃশ্যতে স্বপ্নে যদসাধ্যং প্রয়োজনম্ ॥ ৬৩ ॥

ধিষ্ঠানসদবষ্টম্ভবশাজ্জগৎকারকত্বমিতি দ্যোতনার্থম্ ॥ ৫৪ ॥

ত্যক্তাবনেরুন্মূলিতস্যেতি যাবৎ। তথাচেদং শ্বপচত্বং মনঃস্থিতানন্তবাসনাজালে একদেশপ্রকটনমিত্যাহ যত্রেতি ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥

তব সত্যত্বে নাভিমতমতিথ্যাগমনাদিপ্রপঞ্চজাতমপি শ্বপচত্ববন্মনঃস্থমেবেত্যাহ অববুদ্ধেত্যাদিনা ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

ইমে গ্রামা ইতি সম্ভ্রমং দৃষ্টবানসীতি সর্ব্বত্র ইতিশব্দোহধ্যাহার্য্যঃ ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥

নাতিথির্ন চ ভূতাস্তে ন কীরাস্তে ন তৎ পুরম্।
সর্ব্বমেতন্মহাবুদ্ধে ব্যামোহাৎ দৃষ্টবানসি ॥ ৬৪ ॥
গচ্ছতা ভবতা ভূতদেশং পান্থেন কন্দরে।
কস্মিংশ্চিদ্বিপ্র বিশ্রান্তং কুরঙ্গেণেব কাননে ॥ ৬৫ ॥
তত্রৈব শ্রমমূঢ়ত্বাদিদং তদ্ভূতমণ্ডলম্।
ইদং তচ্ছ্বপচাগারমিতি দৃষ্টং ন সত্যতঃ ॥ ৬৬ ॥
তথৈব কীরনগরং দৃষ্টবানসি তত্তথা।
তদৈব চান্যদা বাপি মায়ার্থং হি ভবান্ দ্বিজ ॥ ৬৭ ॥
সর্ব্বদৈব সমগ্রাসু বিহরন্নসি দৃষ্টবান্।
দিক্ষু প্রোন্মত্তক ইব বিভ্রমং মনসা মুনে ॥ ৬৮ ॥
তদুত্তিষ্ঠ নিজং কর্ম্ম কুর্ব্বংস্তিষ্ঠোপশান্তধীঃ।
ন স্বকর্ম্ম বিনা শ্রেয়ঃ প্রাপ্নুবন্তীহ মানবাঃ ॥ ৬৯ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি নিগদিতবান্ স পদ্মনাভো
ভুবনগতাপসবৃন্দপূজ্যমানঃ।

সাধিতং ক্ষণেনৈব সিদ্ধম্ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

কিঞ্চ ত্বয়েদানীমপি ন ভূতমণ্ডলে কীরনগরে বা গতঃ কিং ত্বতিথি-বাক্যং শ্রুত্বা ভূতদেশং প্রতি গচ্ছতা প্রস্থিতেন পান্থেন ত্বয়া পথি কস্মিংশ্চিদ্গিরিকন্দরে বিশ্রান্তে তত্রৈব শ্রমেণ মূঢ়ত্বাৎ পরবশচিত্তত্বাৎ স্বপ্নবদিদং তৎ ভূতমণ্ডলমিদং তচ্ছ্বপচাগারমিত্যাদি দৃষ্টং ন পরমার্থত ইতি দ্বয়োরর্থঃ ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥

তৎ তস্মিন্ কন্দরে তদৈব শ্রমকালে কীরনগরং দৃষ্টবানসি অন্যদা অঘমর্ষণকালে বাপি তথৈব মায়াময়মথং ভবান্ দৃষ্টবানিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

জলে কন্দরে তদেতি চ দেশকালনিয়মোভ্রমস্য নাস্তি যাবৎ তত্ত্ববোধং সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ভ্রান্ত্যৈব বিহরণাদিব্যবহারদর্শনাদিত্যাশয়েনাহ সর্ব্বদৈবেতি॥৬৮॥ নিজং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমোচিতমগ্নিকার্য্যস্বাধ্যায়াদি কর্ম্ম ॥ ৬৯ ॥

বিবুধমুনিগণৈঃ পবিত্রহস্তৈ
র্বৃত উদধিং নিজস্যাস্পদং জগাম ॥ ৭০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে গাধিবৃত্তান্তে মায়ামহত্বকথনং নামাষ্ট-
চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

ভুবনগৈস্ত্রিভুবনগতৈস্তাপসবৃন্দৈঃ পূজ্যমানঃ স পদ্মনাভ ইতি উক্ত-প্রকারেণ নিগদিতবান্ সন্ ভগবচ্চরণস্পর্শসেবাদিনা পবিত্রহস্তৈর্ব্বিবুধমুনি-গণৈর্ব্বৃতঃ সন্ নিজমাস্পদং গৃহভূতং ক্ষীরোদধিং জগামেত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ।

-○()○()○-

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথ গাধির্গতে বিষ্ণৌ পুনর্ভূতাদিকং ক্রমাৎ।
স্বয়ং মোহবিচারার্থং বভ্রামাভ্রমিবাম্বরে ॥ ১ ॥
উপলভ্য তথৈবাত্মবৃত্তান্তং জনতস্ততঃ।
হরিমারাধয়ামাস পুনরদ্রিগুহাং গতঃ ॥ ২ ॥
আজগামৈনমল্পেন কালেনাথ জনার্দ্দনঃ।
সকৃদারাধনেনৈব মাধবোযাতি বন্ধুতাম্ ॥ ৩ ॥
উবাচ গাধিং ভগবান্ ময়ূরমিব বারিদঃ।
কিং ত্বং প্রার্থয়সে ভূয়স্তপসেতি প্রসাদবান্ ॥ ৪ ॥

গাধিরুবাচ।

ভ্রান্তোস্মি দেব ষণ্মাসান্ ভূতকীরজনাস্পদম্।

গাধির্দ্দেশৌ পুনর্গত্বা হরিং পৃষ্ট্বা পুনঃ পুনঃ।
সর্ব্বং মায়েতি নিশ্চিত্য জীবন্মুক্তোভবৎ ক্রমাৎ ॥ ১ ॥

তথৈবোত্থায় গচ্ছামি প্রাপ্তোহং ভূতমণ্ডলম্। ইমে ভূতা ইমে গ্রামা দৃষ্টবানসি সম্ভ্রমম্। নাতিথির্ন চ ভূতানি ন কীরাস্তে ন তৎপুরমিত্যাদি-ভগবদ্বচনার্থং স্বসম্ভাবনাবিপরীতভাবনাদার্ঢ্যাদপ্রতিপদ্যমানো গাধির্জ্জগদধি-ষ্ঠানাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারং বিনৈব পূর্ব্বদৃষ্টদেশাদীনাং বাধোস্তি ন বেতি পরী-ক্ষ্যানুভবিতুকামঃ পুনর্ভূতমণ্ডলাদিদেশান্ বভ্রামেত্যাহ অথেতি। ভূতা-দিকং ভূতমণ্ডলাদিদেশম্ ॥ ১ ॥

আত্মনঃ স্বস্য শ্বপচত্বাদিবৃত্তান্তং তথা পূর্ব্বানুভূতবদেবোপলভ্য শ্রুত্বা লিঙ্গৈর্দৃষ্ট্বা চ ভগবদ্বাক্যতাৎপর্য্যবোধায় পুনর্হরিমারাধয়ামাসেত্যর্থঃ ॥২॥৩॥

প্রসাদবান্ প্রসন্নঃ সন্ ॥ ৪ ॥

কথাসু জনপ্রবাদেষু। অপিপদাল্লিঙ্গপ্রত্যভিজ্ঞাদিসম্বাদেষপি ন ব্যভি-চরতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তত্র ব্যভিচরত্যস্মদ্বৃত্তান্তোন কথাস্বপি ॥ ৫ ॥
মায়য়া ভূতভূর্দ্দৃষ্টা ত্বয়েত্যুক্তোহস্মি কিং প্রভো।
মোহনাশায় মহতাং বচো নো মোহবৃদ্ধয়ে ॥ ৬ ॥

ভগবানুবাচ।

কাকতালীয়যোগেন চেতসি শ্বপচস্থিতিঃ।
সর্ব্বেষাং ভূতকীরাণাং তবেব প্রতিবিম্বতি ॥ ৭ ॥
তেনাঙ্গ তব বৃত্তান্তং যথাবৎ কথয়ন্তি তে।
প্রতিভাসোহি নায়াতি পুনরপ্রতিভাসতাম্ ॥ ৮ ॥
কেনচিচ্ছ্বপচেনান্তে গ্রামস্য রচিতং গৃহম্।
তত্ত্বয়া দৃষ্টমাবিষ্টমিষ্টকাখণ্ডতাং গতম্ ॥ ৯ ॥
কদাচিৎ প্রতিভৈকৈব বহূনামপি জায়তে।
কাকোলতালস্থিতিবদ্বিচিত্রা হি মনোগতিঃ ॥ ১০ ॥
তথাহি বহবঃ স্বপ্নমেকং পশ্যন্তি মানবাঃ।

অস্তু তথা কিং ততস্তত্রাহ মায়য়েতি। মায়াদৃষ্টার্থা অবশ্যং কালান্তরে ব্যভিচরন্তি অব্যভিচারিণশ্চেত্তেহর্থাঃ কথং মায়েত্যবধারয়িতুং শক্যা ইতি মোহবৃদ্ধয়ে ত্বদ্বচনং সম্পন্নমিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

মায়িকস্যাপি কথাস্বব্যভিচারে উপপত্তিমাহ কাকতালীয়েতি। প্রসিদ্ধভূতদেশজানাং কীরদেশজানাঞ্চ জনানাং চেতসি তব চেতসীব কটঞ্জকশ্বপচস্য স্থিতিরপরোক্ষতয়া ভ্রান্ত্যা প্রতিবিম্বতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তথাচ তেহপি স্বভ্রান্ত্যৈব তথা বদন্তীত্যার্থসমাজগ্রস্তত্বদ্বচনসম্বাদো ন সত্যতাপাদক ইত্যাহ তেনেতি। প্রতিভাস ইতি। বিনা বাধমিতি শেষঃ ॥ ৮ ॥

প্রত্যভিজ্ঞাসম্বাদস্য তর্হি কা গতিস্তামাহ কেনচিদিতি। আবিষ্টং ময়েদং প্রাগ্রচিতমিতি ভ্রান্ত্যভিনিবেশবিষয়ীকৃতম্ ॥ ৯ ॥

প্রতিভাভ্রান্তিরূপঃ প্রতিভাস একা একরূপৈব। কাকোলো দ্রোণকাকাখ্যঃ কাকজাতিভেদস্তস্য তালে পক্বতালফলে তালমূলে বা স্থিতিরূপবেশনং তদ্বৎ ॥ ১০ ॥

স্বাপভ্রমদমৈরেয়মদমন্থরচিত্তবৎ ॥ ১১ ॥
একস্যামেব লীলায়াং রমন্তে বহুবালকাঃ।
একস্যামেব নীলায়াং বনস্থল্যামিবৈণকাঃ ॥ ১২ ॥
বহবস্তুল্যকালঞ্চ প্রতিভাসেন কর্ম্মণাম্।
জনা যতন্তে স্বফল-পাকেতি বহুলাকৃতৌ ॥ ১৩ ॥
প্রতিবন্ধাভ্যনুজ্ঞানাং কালোদাতেতি যা শ্রুতিঃ।
বিপ্র সঙ্কল্পমাত্রোঽসৌ কালোহ্যাত্মনি তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥
অমূর্ত্তোভগবান্ কালো ব্রহ্মৈব তমজং বিদুঃ।
ন জহাতি ন চাদত্তে কিঞ্চিৎ কস্য কদেতি চ ॥ ১৫ ॥

স্বাপো নিদ্রা তদ্বদ্ভ্রমদেন মৈরেয়মদেন মন্থরচিত্তা যথা বহবস্তুল্যরূপা ঘূর্ণমানা ইব দিশঃ পশ্যন্তি তদ্বৎ ॥ ১১ ॥

একস্যামেব সিকতাদিসন্নিবেশসঙ্কেতকল্পিতগৃহপ্রাসাদদুর্গাদিভ্রমলীলায়াং বহবোবালকা রমন্তে। নীলায়াং শাদ্বলশ্যামলায়াং বনস্থল্যাং এণকা মৃগ-পোতাঃ ॥ ১২ ॥

অতিবহুলাকৃতৌ বধবন্ধপরাজয়পলায়নাদিনানাকারে স্বপ্রারব্ধফলপাক লভোঽপি বহবঃ সৈনিকাদিজনাস্তুল্যকালং জয়লাভভোগাদীনাং তুল্যরূপাণাং কর্ম্মণাং প্রয়োজনানাং ভ্রান্ত্যা প্রতিভাসেন তল্লোভাৎ যুদ্ধাদিনা যতন্তে ইতি প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

যদি মানসকল্পনৈব জগৎ তর্হি হেমন্তাদিঃ কালো ব্রীহ্যাদ্যঙ্কুরোদয়স্য প্রতিবন্ধকো যবাদীনাং চাভ্যনুজ্ঞাতেতি লোকপ্রসিদ্ধের্ব্বাধঃ স্যাৎ মানসকল্পনায়াং বাহ্যকালস্য ব্যবস্থাপকত্বাযোগাদিত্যাশঙ্কাং গাধেঃ পরিহরন্নাহ প্রতিবন্ধেতি। শ্রুতির্লৌকিকপ্রবাদশ্রবণম্। সা ন বিরুদ্ধ্যত ইতি শেষঃ। যতোঽসৌ প্রতিবন্ধাভ্যনুজ্ঞানহেতুরপি কালঃ সঙ্কল্পমাত্রঃ। দিগ্‌বিশেষাবচ্ছিন্নাং সূর্য্যক্রিয়াং দৃষ্ট্বা মনসৈব যথাশাস্ত্রং মাসত্ব্যাদিভেদকল্পনাদিতি ভাবঃ। কস্তর্হ্যকল্পিতঃ কালস্তমাহ কাল ইতি। যস্ত্বকল্পিতোঽখণ্ডঃ কালঃ পরমাত্মা স স্বাত্মন্যেব তিষ্ঠতি ন কস্যচিৎ প্রতিবন্ধমভ্যনুজ্ঞাং বা দদাতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অমুমেবার্থং স্পষ্টয়তি অমূর্ত্ত ইত্যাদিনা ॥ ১৫ ॥

লৌকিকোযস্ত্বয়ং কালো বর্ষকল্পযুগাত্মকঃ।
সঙ্কল্প্যতে পদার্থোঘৈঃ পদার্থোঘশ্চ তেন তু ॥ ১৬ ॥
সমানপ্রতিভাসোত্থ সম্ভ্রমং ভ্রান্তচেতসঃ।
তথা তং দৃষ্টবন্তস্তে ভূতকীরজনোচ্চয়াঃ ॥ ১৭ ॥
স্বব্যাপারপরোভূত্বা ধিয়াত্মানং বিচারয়।
সাধো গতমনোমোহমিহৈবাস্ব ব্রজাম্যহম্॥ ১৮ ॥
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুর্জ্জগামান্তর্দ্ধিমীশ্বরঃ।
অতিষ্ঠৎ কন্দরে গাধিরাধিপীবরয়া ধিয়া ॥ ১৯ ॥
ততঃ কতিপয়েষ্বদ্রৌ মাসেষ্বতিগতেষু সঃ।
পুনরারাধয়ামাস পুণ্ডরীককরং দ্বিজঃ ॥ ২০ ॥
দদর্শ চৈকদা নাথমাগতং প্রণনাম তম্।
পূজয়ামাস মনসা চোক্তেনোবাচ চেশ্বরম্ ॥ ২১ ॥

গাধিরুবাচ।

ভগবন্ সংস্মরংশ্চৈতামাত্মনঃ শ্বপচস্থিতিম্।
ইমাং সংসারমায়াঞ্চ পরিমুহ্যামি চেতসা ॥ ২২ ॥

আদ্যস্থ সঙ্কল্প্যত্বমুপপাদয়তি লৌকিক ইতি। জন্মমাত্রস্থ কালোপাধিত্বাৎ সূর্য্যক্রিয়াচন্দ্রপিণ্ডাদিপদার্থোঘৈঃ সঙ্কল্প্যতে। তেন চ প্রতিবন্ধানুজ্ঞাভ্যাং সর্ব্বপদার্থোঘস্তৎক্রিয়াফলাদিব্যবস্থা চ সঙ্কল্প্যত ইত্যর্থঃ। তু-শব্দশ্চার্থে ॥ ১৬ ॥

প্রাসঙ্গিকীং শঙ্কাং পরিহৃত্য প্রকৃতমালম্ব্যাহ সমানেতি। ভূতদেশজাঃ কীরদেশজাশ্চ জনোচ্চয়া জনসমূহাঃ ॥ ১৭ ॥

তর্হি ময়া কিং কার্য্যং তত্রাহ স্বব্যাপারেতি। স্ববর্ণাশ্রমোচিতাচরণপর ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

আধিপীবরয়া চিন্তোপচিতয়া ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

মনসা চকারাৎ বচসা কর্ম্মণা চ পূজয়ামাস। উক্তেন প্রশ্নানুজ্ঞাবাক্যেন উবাচ পপ্রচ্ছ চ ॥ ২১ ॥

ইমাং জননমরণাদ্যনর্থবহুলাং সংসারমায়াঞ্চ সংস্মরন্ ॥ ২২ ॥

তদুক্ত্বাস্ব যথাবস্তু মহামোহনিবৃত্তয়ে ।
একস্মিন্নেব বিমলে মাং নিয়োজয় কর্ম্মণি ॥ ২৩ ॥

ভগবানুবাচ ।

ব্রহ্মন্ জগদিদং মায়া মহাশম্বরডম্বরম্ ।
সর্ব্বা আশ্চর্য্যকলনাঃ সম্ভবন্তীহ বিস্মৃতেঃ ॥ ২৪ ॥
ভূতকীরপুরে মোহাৎ দৃষ্টবাংস্তত্তথা ভবান্ ।
ইত্যেতৎ সম্ভবত্যেব দৃশ্যতে হি জনৈর্ভ্রমঃ ॥ ২৫ ॥
ভূতাস্ত্বমিব কীরাশ্চ দৃষ্টবন্তস্তথা ভ্রমম্ ।
মুধৈবেত্যপি সত্যাভং সমকালাদিসম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥
ইদন্তু শৃণু বক্ষ্যামি যথাভূতমনিন্দিতম্ ।
যথৈতি তনুতাং চিন্তা মার্গশীর্ষলতেব তে ॥ ২৭ ॥
যোসৌ কটঞ্জকোনাম শ্বপচোভূতমণ্ডলে ।
তেনৈব সন্নিবেশেন স তথৈবাভবৎ পুরা ॥ ২৮ ॥
তথৈব বিকলত্রত্বং প্রাপ্য দেশান্তরং গতঃ ।

তৎ তস্মাদ্ধেতোর্ম্মহামোহস্য নিবৃত্তয়ে উপায়মুক্ত্বা ঝটিতি ন গচ্ছ কিন্তু যাবৎ সংশয়মোহোচ্ছেদমাস্ব তিষ্ঠেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

বিস্মৃতেঃ স্বাত্মতত্ত্ববিস্মরণাদাবরণনিমিত্তাদজ্ঞানাদিতি যাবৎ ॥ ২৪ ॥

মায়ায়াং চাসম্ভাবিতসহস্রমপি সম্ভবত্যেবেত্যাহ ভূতেতি। তৎ শ্বপচত্বাদি তথা তত্তৎপ্রকারেণ দৃষ্টবানিত্যেতন্মোহাদজ্ঞানাৎ সম্ভবত্যেব। তথাহি জনৈর্নিদ্রাদাবসম্ভাবিতগোচরোপি ভ্রমোদৃশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

মুধা মিথ্যৈব। ইতি এবং মিথ্যাস্বভাবমপি সত্যাভং দৃষ্টবন্ত ইত্যর্থঃ। সমেন সঙ্কল্পেন সমকালাদেঃ সম্ভবাদিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

যথাভূতং যথাস্থিতম্। অনিন্দিতং তব শ্বপচনিন্দাসম্বন্ধনিবারকমিত্যর্থঃ। তনুতামপক্ষয়ম্ ॥ ২৭ ॥

তেন ত্বদ্দৃষ্টসদৃশেনৈব সন্নিবেশেন শরীরগ্রামগৃহদারাদ্যাকারেণ তথৈব যুক্তোঽভবদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

তয়েবেতি সর্ব্বত্রানুষঞ্জনীয়ম্ ॥ ২৯ ॥

বভূব কীরনৃপতিঃ প্রবিবেশানলং ততঃ ॥ ২৯ ॥
ভবতঃ কেবলং চিত্তে জলান্তর্ব্বর্ত্তিনস্তদা।
প্রতিভাতা তথাভূতা কটঞ্জাচারসংস্থিতিঃ ॥ ৩০ ॥
দ্রষ্টানুভূতমপ্যর্থং কদাচিৎ বিস্মরত্যলম্।
কদাচিদপ্যদৃষ্টন্তু চেতঃ পশ্যতি দৃষ্টবৎ ॥ ৩১ ॥
যথা স্বপ্নমনোরাজ্যধাতুসংস্থিতিবিভ্রমাঃ।
জাগ্রত্যপি তথৈবাঙ্গ দৃশ্যন্তে মনসা স্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥
ভবিষ্যদ্ভূতকালস্থং যথা ত্রৈকাল্যদর্শিনঃ।
প্রতিভামেতি গাধে যৎ কটঞ্জাচরিতং তথা ॥ ৩৩ ॥
অয়ং সোহস্মিদং তস্ম ইতি মজ্জতি নাত্মবান্।
অয়ং সোহস্মিদং তস্ম ইতি মজ্জত্যনাত্মবান্ ॥ ৩৪ ॥
সর্ব্বমেবাহমেবেতি তত্ত্বজ্ঞোনাবসীদতি।
ন গৃহ্ণাতি পদার্থেষু বিভাগানর্থভাবনাম্ ॥ ৩৫ ॥

যদি তথাভূতোহন্মোভূৎ তর্হি মম কথং তদনুভবপথং প্রাপ্তং তত্রাহ ভবত ইতি। জলান্তর্ব্বর্ত্তিনো ভবতশ্চিত্তে সা কটঞ্জাচারসংস্থিতির্ভ্রান্ত্যা কেবলং প্রতিভাতা মংসঙ্কল্পবশাদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

কদাপ্যদৃষ্টস্য দেশান্তরস্থস্যাতীতস্য চ কথং পুরোবর্ত্তমানতয়া দর্শনং তত্রাহ দ্রষ্টেতি। যথা অনুভূতমপি বিস্মরতি তথা অদৃষ্টমপি পশ্যতীত্যর্থঃ ॥৩১॥

ধাতুসংস্থিতিঃ সন্নিপাতঃ ॥ ৩২ ॥

যথা ত্রৈকাল্যদর্শিনোযোগিনো দৃষ্ট্যা ভবিষ্যদপি বস্তু তদুত্তরকালিকেষু দৃশ্যমানেষু ভূতকালস্থং ভবতি তথা হে গাধে অতীতমপি কটঞ্জাচরিতং বর্ত্তমানপ্রতিভামেতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

নন্বনাত্মন্যনাত্মীয়ে চ কটঞ্জকে তদীয়গৃহকলত্রাদৌ চ মম স এবাহং তদীয়মেব তন্মে মদীয়মিতি কথং মজ্জনমিতি চেদত্যল্পমিদমুচ্যতে অনাত্মবিদাং সর্ব্বেষামপ্যনাত্মনি দেহে অনাত্মীয়ে চ গৃহকলত্রাদাবহং মমেত্যভিমানদর্শনাদাত্মবিদ এব কেবলং তন্মজ্জনাভাবাদিত্যাশয়েনাহ অয়মিতি ॥৩৪॥

সর্ব্বাহন্তাবনয়াপি তত্ত্ববিদস্তত্র ন মজ্জনং পরিচ্ছিন্নাহংভাবস্যৈব মজ্জন-

তেনাসৌ ভ্রমযোগেষু সুখদুঃখবিলাসিষু।
ন নিমজ্জতি মগ্নোপি তুম্বীপাত্রমিবাম্ভসি ॥ ৩৬ ॥
ত্বং তাবৎ বাসনাজালগ্রস্তচিত্তোবিচেতনঃ।
কিঞ্চিচ্ছেষমহাব্যাধিরিব ন স্বস্থমাগতঃ ॥ ৩৭ ॥
জ্ঞানস্যাপরিপূর্ণত্বান্ন শক্নোষি মনোভ্রমম্।
বিনিবারয়িতুং মেঘমসম্যগ্‌রত্নবানিব ॥ ৩৮ ॥
যদেব তে মনোমাত্রে সহসা প্রতিভাসতে।
তরুকূর্চ্চজনেনেব তেনৈবাক্রম্যসে ক্ষণাৎ ॥ ৩৯ ॥
চিত্তং নাভিঃ কিলাস্যেহ মায়াচক্রস্য সর্ব্বতঃ।
স্থীয়তে চেৎ তদাক্রম্য তন্ন কিঞ্চিৎ প্রবাধতে ॥ ৪০ ॥
ত্বমুত্তিষ্ঠ গিরেঃ কুঞ্জে দশবর্ষাণ্যখিন্নধীঃ।
তপঃ কুরু ততোজ্ঞানমনন্তং সমবাপ্স্যসি ॥ ৪১ ॥
ইত্যুক্ত্বা পুণ্ডরীকাক্ষস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
বাতাভ্রবদ্দীপকবৎ যমুনোৎপীড়বৎ ক্ষণাৎ ॥ ৪২ ॥
গাধির্ব্বিবেকবশজং বৈরাগ্যপদমাগতঃ।

হেতুত্বাদিত্যাহ সর্ব্বমেবেতি ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বাহন্তাবেপ্যহঙ্কারসত্বাৎ মগ্নপ্রায়োপি ॥ ৩৬ ॥

অহং তর্হি কীদৃশ ইতি চেদান্তরালিক ইত্যাহ ত্বমিতি। স্বস্থং স্বরূপাবস্থিতমাত্মানমাগতঃ প্রাপ্তঃ ॥ ৩৭ ॥

মেঘপদেন তৎকার্য্যং বৃষ্টির্লক্ষ্যতে। গৃহরচনপরগৃহপ্রবেশাদিসম্যগ্‌যত্ন-শূন্যঃ পুরুষ ইব ॥ ৩৮ ॥

আক্রম্যসে তদভিমানেন পরিভূয়সে ॥ ৩৯ ॥

নাভিম্মধ্যম্। সর্ব্বতোভ্রমত ইতি শেষঃ। তচ্চিত্তমাক্রম্য আত্মনি প্রবি-লাপনেন তিরস্কৃত্য। তৎ মায়াচক্রং কিঞ্চিদপি ন প্রবাধতে ॥ ৪০ ॥

তপশ্চিত্তনিরোধাভ্যাসম্ ॥ ৪১ ॥

বাতলীনাভ্রবৎ নির্ব্বাণদীপকবৎ যমুনাতরঙ্গবচ্চেতি মালোপমা ॥ ৪২ ॥

বৈরাগ্যমাস্থিতাম্ ॥ ৪৩॥

শরৎসময়পর্য্যন্তে বৈরস্যমিব পাদপঃ ॥ ৪৩ ॥
বিচিত্রং চেষ্টিতং ধাতুরসমঞ্জসমাগতম।
ভ্রমদ্ভ্রমভরোন্মুক্তমতির্ম্মন্দমগর্হয়ৎ ॥ ৪৪ ॥
জগাম করুণার্দ্রাত্মা নিয়মায়োত্তমশ্রিয়ে।
বিশ্রান্ত্যৈ ঋষ্যমূকস্ত পয়োধর ইবাচলম্ ॥ ৪৫ ॥
নিরস্তাশেষসঙ্কল্পস্তপস্তত্র চকার হ।
দশ বর্ষাণি তেনাসা-বাত্মজ্ঞানমবাপ হ ॥ ৪৬ ॥

অরমত তদনু স্বাং প্রাপ্য সত্তাং মহাত্মা
হ্যপগতভয়শোকো ভোগভূমাবনীষু।
সততমুদিতজীবন্মুক্তরূপঃ প্রশান্তঃ
সকল ইব শশাঙ্কোঘূর্ণিতা পূর্ণচেতাঃ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে গাধিবৃত্তান্তে গাধেজ্ঞানপ্রাপ্তির্নামৈকোনপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

গাধ্যুপাখ্যানং সম্পূর্ণম্।

ভ্রমতা ভ্রমভরেণোন্মুক্তা মতির্যস্য তথাবিধঃ সন্ ধাতুঃ প্রাক্তনকর্ম্মলক্ষণস্য দৈবস্যাসমঞ্জসমযুক্তস্বপচভাবাদিপ্রদর্শনরূপং বিচিত্রং চেষ্টিতমগর্হয়ৎ ॥৪৪॥

নিয়মায় চিত্তনিয়মনাভ্যাসায়। ঋষ্যমূকং মতঙ্গাশ্রমস্থমচলম্ ॥ ৪৫ ॥

তপঃ মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপ ইতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ৪৬ ॥

তদনু আত্মজ্ঞানপ্রাপ্ত্যনন্তরং মহাত্মা গাধিঃ স্বাং পারমার্থিকীং সত্তাং প্রাপ্য অপগতভয়শোকঃ সন্ সততমুদিতং জীবত এব মুক্তরূপং যস্য তথাবিধঃ অতএবাপরিচ্ছিন্নস্বানন্দমদেন ঘূর্ণিতমাপূর্ণঞ্চ চেতোযস্য তথাবিধঃ সন্ সকলঃ কলাপূর্ণঃ শশাঙ্ক ইবাপরিচ্ছিন্নে ব্রহ্মাকাশে অরমত বিজহার বিশ্রান্তিং প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ।

—(⋊(*)⋉)—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

এবমেষাতিবিততা দুর্জ্ঞানা রঘুনন্দন ।
মহামোহময়ী মায়া বিষমা পারমাত্মিকী ॥ ১ ॥
ক মুহূর্ত্তদ্বয়স্বপ্ন সম্ভ্রমালোকদৃষ্টতা ।
কানেকবর্ষসম্ভুক্ত শ্বপচাবনিপভ্রমঃ ॥ ২ ॥
ক সম্ভ্রমোপলব্ধত্বং ক প্রত্যক্ষনিদর্শনম্ ।
কাসত্যত্বমসন্দিগ্ধং ক সত্যপরিণামিতা ॥ ৩ ॥
অতোবচ্মি মহাবাহো মায়েয়ং বিষমান্বহম্ ।
অসাবধানমনসং সংযোজয়তি সঙ্কটে ॥ ৪ ॥

রাম উবাচ ।

এবমস্য কথং ব্রহ্মন্ মায়াচক্রস্য রোধনম্ ।
কুর্য্যুঃ প্রবহতোবেগাৎ সর্ব্বাঙ্গচ্ছেদকারিণঃ ॥ ৫ ॥

চিত্তস্যাক্রমণোপায়া জ্ঞানমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
চেতোহি পীনতাদোষ-হেতবশ্চাত্র কীর্ত্তিতাঃ ॥ ১ ॥

বর্ণিতং গাধ্যুপাখ্যানং প্রকৃতে যোজয়তি এবমিত্যাদিনা। দুর্জ্ঞানা অচিন্ত্যা। পারমাত্মিকী পরমাত্মমাত্রাশ্রয়বিষয়া ॥ ১ ॥

দুর্জ্ঞানতামেব ত্রেধা দর্শয়তি ক্কেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

চিত্তং নাভিঃ কিলাস্যেহ মায়াচক্রস্য সর্ব্বতঃ। স্থিয়তে চেৎ তদাক্রম্য তন্ন কিঞ্চিৎ প্রবাধতে ইতি যৎ ভগবতা তে উপদিষ্টং তদুপায়ং জিজ্ঞাসুঃ রামঃ পৃচ্ছতি এবমিতি। কুর্য্যুরধিকারিণ ইতি শেষঃ। পূর্ণানন্দাত্মনঃ পরিচ্ছেদদুঃখাপাদনমেবাঙ্গচ্ছেদসাম্যাদঙ্গচ্ছেদস্তৎকারিণঃ ॥ ৫ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অস্য সংসাররূপস্য মায়াচক্রস্য রাঘব ।
চিত্তং বিদ্ধি মহানাভিং ভ্রমতোভ্রমদায়িনঃ ॥ ৬ ॥
তস্মিন্ দ্রুতমবষ্টব্ধে ধিয়া পুরুষযত্নতঃ ।
গৃহীতনাভিবহনাৎ মায়াচক্রং নিরুধ্যতে ॥ ৭ ॥
অবষ্টব্ধমনোনাভিমোহচক্রং ন গচ্ছতি ।
যথা রজ্জ্বাং নিরুদ্ধায়াং কীলকং রজ্জুবেষ্টিতম্ ॥ ৮ ॥
চক্রযুদ্ধৈককতজ্জ্ঞোসি কস্মাজ্জানাসি নানঘ ।
চক্রং নাভাববষ্টব্ধং বশমায়াতি নান্যথা ॥ ৯ ॥
চিত্তং নাভিমবষ্টভ্য তস্মাৎ যত্নেন রাঘব ।
সংসারচক্রং বহনাদাত্মনঃ পরিরোধয় ॥ ১০ ॥
এতাং যুক্তিং বিনা দুঃখমনন্তমিতমাত্মনঃ ।
অস্যাং দৃষ্টৌ ক্ষণাদন্তং গতমেবাবলোকয় ॥ ১১ ॥
চিত্তাক্রমণমাত্রাত্তু পরমাদৌষধাদৃতে ।

ভগবদুপদিষ্টমায়াচক্রাবষ্টম্ভপ্রকারং প্রথমং প্রপঞ্চয়িতুমুক্তমনুবদতি অস্যে-ত্যাদিনা ॥ ৬ ॥

মায়াচক্রং গৃহীতা নাভির্যস্য তৎ তথাবিধং সৎ বহনাৎ ভ্রমণান্নিরু-ধ্যতে নিবর্ত্তত ইতি যাবৎ ॥ ৭ ॥

যথা বালানাং কাংস্যাদিময়ং ক্রীড়াচক্রং তন্তুবেষ্টিতনাভিকীলকং তর্জ্জন্য-গ্রনিবদ্ধায়াং রজ্জ্বাং তস্যৌ নিরুদ্ধায়াং ন গচ্ছতি ন ভ্রমতি তদ্বৎ ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ হে রাঘব ত্বং চক্রযুদ্ধেষ্বেকোমুখ্যস্তজ্জ্ঞশ্চ বিষ্টম্ভভ্রমণাদ্যভিজ্ঞোসি অতঃ কস্মাদুক্তদৃষ্টান্তং ন জানাসি ॥ ৯ ॥

আত্মনোবহনাৎ জন্মপরম্পরাপ্রাপণাৎ সম্যঙ্নিরোধয় নিরুদ্ধি ॥ ১০ ॥

এতাং চিত্তরোধনলক্ষণাং যুক্তিং যোগমুপায়ং বিনা আত্মনো হনন্তং দুঃখমিতং প্রাপ্তম্। তচ্চ দুঃখমস্যাং দৃষ্টৌ প্রাপ্তায়াং সত্যামন্তং নাশং গত-মেব অবলোকয় মদুক্তার্থে সংশয়ে ত্বং তথা কৃত্বা পশ্যেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

প্রযত্নেনাপি সংসারমহারোগো ন শাম্যতি ॥ ১২ ॥
তস্মাদ্রাঘব সন্ত্যজ্য তীর্থদানতপঃক্রিয়াঃ।
শ্রেয়সে পরমায়াস্তশ্চিত্তমেব বশং কুরু ॥ ১৩ ॥
চিত্তান্তরেব সংসারঃ কুম্ভান্তঃ কুম্ভখং যথা।
চিত্তনাশেন সংসারঃ কুম্ভনাশেন কুম্ভখম্ ॥ ১৪ ॥
চিরং সংসরণাকাশকোটরং চিত্তকুম্ভখম্।
বিনাশ্যাতুলিতাকাশস্বরূপং রূপমাবিশ ॥ ১৫ ॥
বর্ত্তমানমনায়াসং ভজৎ বাহ্যধিয়া ক্ষণম্।
ভূতং ভবিষ্যদভজৎ যাতি চিত্তমচিত্ততাম্ ॥ ১৬ ॥
সঙ্কল্পাংশানুসন্ধান-বর্জ্জনং চেৎ প্রতিক্ষণম্।
করোমি তদচিত্তত্বং প্রাপ্ত এবাসি পাবনম্ ॥ ১৭ ॥
যাবৎ সঙ্কল্পকলনা তাবচ্চিত্তবিভূতয়ঃ।
যাবজ্জলদবিস্তারস্তাবৎ খজলবিন্দবঃ ॥ ১৮ ॥
সচিত্তং চেতনং যাবৎ তাবৎ সঙ্কল্পকল্পনম্।

উপায়ান্তরং চ নাস্তীত্যাহ চিত্তেতি ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

তত্রোপপত্তিমাহ চিত্তান্তরিতি ॥ ১৪ ॥

যথা কুম্ভখে নিরুদ্ধো মশকাদিঃ স্বদুঃখসংসরণাকাশকোটরং দৈবাৎ কুম্ভনাশেন বিনাশ্য অতুলিতমনুপমং মহাকাশস্বরূপমাবিশ্য মুক্তবন্ধঃ সুখী-ভবতি তথা ত্বমপি চিত্তনাশেন চিত্তকুম্ভখং বিনাশ্য অতুলিতং ব্রহ্মাকাশ-মাবিশেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

চিত্তনাশে তর্হি ক উপায়স্তমাহ বর্ত্তমানমিতি। ভূতভবিষ্যদ্বিষয়ানু-সন্ধানত্যাগাদেব ক্রমাৎ চিত্তং ক্ষীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

ভাবিবিষয়সঙ্কল্পস্য তদংশভূতার্থানুসন্ধানস্য চ বর্জ্জনং প্রতিক্ষণং সাব-ধানতয়া করোষি চেৎ তৎ তর্হি ॥ ১৭ ॥

খজলস্য বর্ষস্য বিন্দবঃ ॥ ১৮ ॥

এবং সঙ্কল্পা অপি সতি চিত্তে দুর্ব্বারা ইত্যাহ সচিত্তমিতি। চেতনং চিদাত্মরূপম্ ॥ ১৯ ॥

সচন্দ্রাংশু জগৎ যাবৎ তাবৎ প্রালেয়লেশকাঃ ॥ ১৯ ॥
চেতনং চিত্তরিক্তঞ্চেৎ ভাবিতং তৎ স্বসংস্থতেঃ।
আমূলমেব দগ্ধানি বিদ্ধি মূলানি সিদ্ধবৎ ॥ ২০ ॥
চেতনং চিত্তরিক্তং হি প্রত্যক্‌চেতনমুচ্যতে।
নির্ম্মনস্কস্বভাবং তন্ন তত্র কলনামলঃ ॥ ২১ ॥
সা সত্যতা সা শিবতা সাবস্থা পারমাত্মিকী।
সর্ব্বজ্ঞতা সা সা দৃষ্টির্ন তু যত্র মনঃ ক্ষতম্ ॥ ২২ ॥
মনোযত্র তু তত্রাশাস্তত্র দুঃখসুখানি চ।
সদা সন্নিধিমায়ান্তি শ্মশান ইব বায়সাঃ ॥ ২৩ ॥
বস্তুতত্ত্বাববোধেন সর্ব্বভাবব্যবস্থিতেঃ।
সংস্থতিব্রততেব্বীজং সঙ্কল্পেনোপজায়তে ॥ ২৪ ॥
শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্ক সন্ততাভ্যাসযোগতঃ

চিত্তরিক্তং চিত্তাৎ পৃথক্ কৃতং কুটস্থমিতি যাবৎ। তৎ তদা স্বসংস্থতের্ম্মূলানি কামকর্ম্মবাসনাদীনি আমূলং মূলাজ্ঞানেন সহ দগ্ধানীতি সিদ্ধবৎ কারেণ মহাসিদ্ধসাম্যেন বা বিদ্ধীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

নষ্টস্ত দাহস্তথাপি চেতনে পুনঃ কলনামলবশাৎ চিত্তাদিসমুদ্ভবঃ কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ চেতনমিতি ॥ ২১ ॥

চিত্তরহিতচেতনস্বরূপং যৎ সৈব পরমার্থসত্যতা। শিবতা নিরতিশয়ানন্দরূপতা। সৈব পরমাত্মস্বভাবভূতা অবস্থা। সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বাবভাসকচিদ্রূপতা। দৃষ্টিঃ পরমার্থদৃক্। যত্র যস্যামবস্থায়াম্। ক্ষতমিতি নিন্দার্থং বিশেষণম্ ॥ ২২ ॥

নিন্দ্যতাবীজান্যেব দর্শয়তি মন ইতি ॥ ২৩ ॥

ননু বিদুষামপি মনোস্তি তত্রাপ্যাশাদীনি কুতো নোপজায়ন্তে তত্রাহ সংস্থতীতি। সত্যমস্তি তথাপি তেষাং মানসে সঙ্কল্পে আশাদিসর্ব্বভাবব্যবস্থাপিকায়াঃ সংসারবল্ল্যা বাসনাত্মকং বীজমেব ন জায়তে বস্তু তত্ত্বাববোধেন বাধিতত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বস্তুত্বেনাবগতানাং কেনোপায়েনাবস্তুত্বাবগমলক্ষণোবাধস্তমাহ শাস্ত্রেতি॥২৫

জাগতানামবস্তুত্বং ভাবানামবগম্যতে ॥ ২৫ ॥
অবিবেকাদুপাহৃত্য চেতঃ সোদ্যমনিশ্চয়ৈঃ।
বলাৎকারেণ সংযোজ্যং শাস্ত্রসৎপুরুষক্রমৈঃ ॥ ২৬ ॥
মুখ্যং কারণমাত্মৈব পরমাত্মাবলোকনে।
অগাধে পতিতং রত্নং রত্নেনৈবাবলোক্যতে ॥ ২৭ ॥
স্বানুভূতানি দুঃখানি স্বাত্মৈব ত্যক্তুমিচ্ছতি।
তেনাত্মৈবাত্মবিজ্ঞানে হেতুরেকঃ পরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৮ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
নিরস্তমননানন্ত-সম্বিন্মাত্রপরো ভব ॥ ২৯ ॥
জায়মানস্তথা জীবন্ ম্রিয়মাণঃ ক্রিয়ারতঃ।
স্বাত্মন্যমলতাং প্রাপ্তে সম্বিদংশে স্থিরো ভব ॥ ৩০ ॥
মমেদং তদয়ং সোহমিতি সন্ত্যজ্য বাসনাঃ।
একনিষ্ঠতয়ান্তঃস্থ-সম্বিন্মাত্রপরো ভব ॥ ৩১ ॥

উপাহৃত্য নিবর্ত্ত্য। উদ্যমঃ পুরুষযত্নস্তৎসহিতৈরবশ্যমস্মিন্ জন্মনি জ্ঞানং সাধয়ামীতি দৃঢ়নিশ্চয়ৈঃ ॥ ২৬ ॥

কিং মুখ্যং কারণমবলম্ব্য শাস্ত্রাদিনাপ্যাত্মান্বেষ্য ইতি চেৎ স্বয়ংজ্যোতীরূপং প্রত্যগাত্মানমেব। তৎবেদ্যবৈলক্ষণ্যেন তস্যৈব স্বতঃ প্রথমানত্বাদিত্যাশয়েনাহ মুখ্যমিতি। রত্নেন প্রকাশমানেন স্বেনৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

উক্তাং মুখ্যকারণতাং স্ফুটয়তি স্বেতি। স্বেনানুভূতানি দৃষ্টজাতানি দুঃখান্যেবেতি বিবেকেন যেন হেতুনা ত্যক্তুমিচ্ছতি তেনৈব হেতুনা স্বাত্মাবলোকনে তৎপ্রতিকূলস্বভাবঃ স্বয়ং মুখ্যো হেতুঃ ন হি স্বয়মপ্যসুখজড়স্বভাবত্বে তৎপ্রতিকূলঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

তস্মাৎ ত্বং সদা তদেকপ্রবণোভব তল্লাভায়েত্যাহ প্রলপন্নিত্যাদিনা ॥ ২৯ ॥

জন্মমরণগ্রহণং তৎসমসুখদুঃখদুর্দশান্তরেষপ্যাত্মপ্রবণতায়া অবিস্মরণবিধানার্থম্। শোধনেনামলতাং প্রাপ্তে সম্বিন্মাত্রাংশে ॥ ৩০ ॥

ইদং পুরোবর্ত্তি তদ্দূরস্থঞ্চ মম। অয়ং স প্রত্যভিজ্ঞায়মানোদেহোহহমিতি বাসনাঃ সম্যক্ ত্যক্ত্বা ॥ ৩১ ॥

বর্ত্তমানভবিষ্যন্তোঃ স্থিত্যোরাদেহমেকধীঃ।
স্বসম্বিত্ত্যানুসন্ধান সমাধানপরোভব ॥ ৩২ ॥
বাল্যযৌবনবৃদ্ধেষু দুঃখেষু চ সুখেষু চ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তেষু স্বসম্বিত্তিপরোভব ॥ ৩৩ ॥
মলং সম্বেদ্যমুৎসৃজ্য মনোনির্গলয়ন্ পরম্।
আশাপাশমলং ছিত্ত্বা স্বসম্বিত্তিপরোভব ॥ ৩৪ ॥
শুভাশুভস্বসঙ্কেত সংশান্তাশাবিষূচিকঃ।
নষ্টেষ্টানিষ্টদৃষ্টিস্ত্বং সম্বিৎসারপরোভব ॥ ৩৫ ॥
সকর্ত্তৃকর্ম্মকরণান্ স্বাস্পর্শানন্তরাস্পৃশন্।
নির্ব্বিকল্পনিরালম্বঃ স্বচিন্মাত্রপরোভব ॥ ৩৬ ॥
জাগ্রত্যেব হি সংসুপ্তাং ভাবয়ন্ সুস্থিরাং স্থিতিম্।
সর্ব্বমস্মীতি সঞ্চিন্ত্য সত্তৈকাত্মবপুর্ভব ॥ ৩৭ ॥
নানানানাদশামুক্তো যুক্তোমুক্ততয়া সমে।
সমগ্রকলনাদীপঃ স্বচিন্মাত্রপরোভব ॥ ৩৮ ॥

বর্ত্তমানা বাল্যাদিস্থিতির্ভবিষ্যন্তী যৌবনরাজ্যাদিস্থিতিস্তয়োরনুসন্ধানং ধ্যানং সমাধানং সমাধিঃ ॥ ৩২ ॥

উক্তমেব স্পষ্টমাহ বাল্যেতি ॥ ৩৩ ॥

সম্বেদ্যং বাহ্যবিষয়লক্ষণম্ ॥ ৩৪ ॥

শুভাশুভলক্ষণৌ যৌ স্বসঙ্কল্পকৃতসঙ্কেতৌ তয়োঃ সংশান্তা আশাবিষূচিকা যস্য। অতএব নষ্টেষ্টানিষ্টাদৃষ্টির্যস্য ॥ ৩৫ ॥

কর্ত্তা বিজ্ঞানময়ঃ কর্ম্ম বাহ্যবিষয়াঃ করণানীন্দ্রিয়াণি তৎসহিতান্ স্বং ন স্পৃশন্তীতি স্বাস্পর্শান্ এবম্বিধসংসারান্ স্বচ্ছান্তরা মধ্যে মণিঃ স্বান্তর্গত-প্রতিবিম্বানিব স্পৃশন্ প্রথয়ন্ ॥ ৩৬ ॥

সংসুপ্তাং সুষুপ্তবন্নির্ব্বিকল্পাম্ ॥ ৩৭ ॥

নানাদশা জাগ্রৎস্বপ্নৌ অনানাদশা সুষুপ্তিস্তাভ্যাং সৃষ্টিপ্রলয়দশাভ্যাং বা মুক্তঃ। সমগ্রস্য দৃশ্যস্য কলনায়াং প্রথায়াং দীপঃ। সমস্তানাং সকল-নানাবুদ্ধিবৃত্তীনাং দীপবৎ প্রকাশক ইতি বা ॥ ৩৮ ॥

আত্মতাপরতে ত্যক্ত্বা নির্ব্বিভাগোজগৎস্থিতৌ।
বজ্রস্তম্ভবদাত্মানমবলম্ব্য স্থিরোভব ॥ ৩৯ ॥
স্থিত্বান্তর্মানসান্ পাশানাশারূপান্সুদারয়া।
ধিয়া ধৈর্য্যৈকধর্ম্মিণ্যা নির্দ্ধর্ম্মাধর্ম্মতাং ব্রজ ॥ ৪০ ॥
সমাস্বাদয়তস্তত্ত্বং স্বসম্বেদনধর্ম্মিণঃ।
বিষং হালাহলমপি যাস্যত্যমৃততামথ ॥ ৪১ ॥
তদোদেতি মহামোহঃ সংসৃতিভ্রমকারণম্।
নির্ম্মলায়া নিরংশায়াঃ সম্বিত্তেশ্চামতির্যদা ॥ ৪২ ॥
তদা সংক্ষীয়তে মোহঃ সংসারভ্রমকারণম্।
নির্ম্মলায়াং নিরংশায়াং স্বসম্বিত্তৌ স্থিতির্যদা ॥ ৪৩ ॥
স্বরূপমনুযাতস্য তীর্ণস্যাশামহার্ণবম্।
প্রসরিষ্যতি তে সম্বিৎ সূর্য্যাংশুরিব সর্ব্বতঃ ॥ ৪৪ ॥
স্বভাবমালোকয়ত আনন্দাদ্বয়সংস্থিতেঃ।
রসায়নমপি স্বাদু রাম প্রতিবিষায়তে ॥ ৪৫ ॥
তৈর্নোভজামহে পুম্ভির্যে স্বভাবমুপাগতাঃ।

আত্মতা স্বতা পরতা তদন্যতা তে ত্যক্ত্বা ॥ ৩৯ ॥

নির্দ্ধর্ম্মাধর্ম্মতাং ধর্ম্মাধর্ম্মরহিততাম্ ॥ ৪০ ॥

সর্ব্বস্যামৃতত্বে সম্পন্নে বিষস্যাপ্যমৃততায়া অর্থসিদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

অমতির্ব্বিস্মৃতিরজ্ঞানমিতি যাবৎ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

তীর্ণস্যেতি। স্বরূপপ্রাপ্ত্যৈবাশামহার্ণবতরণাৎ "রসোপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্তত" ইতি ভগবদ্বচনাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

মুক্তস্যান্যত্রাশাসম্ভাবনা দূরে প্রত্যুতামৃতাদিরসায়নাস্বাদেপ্যাত্মানন্দাস্বাদবিঘ্নত্বসম্ভাবনয়া বিষবদ্দ্বেয়তাবুদ্ধ্যুদয়াদিত্যাশয়েনাহ স্বভাবমিতি। প্রতিকূলং বিষমিবাচরতি প্রতিবিষায়তে ॥ ৪৫ ॥

যে পুরুষা নোঽস্মাকং স্বভাবং প্রত্যগাত্মভাবমুপাগতা জীবন্মুক্তাঃ পুংজন্মসার্থকীকরণাৎ পুরুষার্থসাধনাৎ সফলপৌরুষত্বাচ্চ পুংভিস্তৈঃ পুরুষধৌ-

শেষা পুরুষনামানো গর্দ্দভা দীর্ঘবাহবঃ ॥ ৪৬ ॥
পর্ব্বতাৎ পর্ব্বতং যান্তি পুরোদ্রেরিব দন্তিনঃ।
পরাং কোটিং প্রয়াতস্য স্বসম্বিত্তুন্নতস্থিতেঃ ॥ ৪৭ ॥
অদৃষ্টাদৃশ্যসীম্নোন্তঃ সূর্য্যাদীন্যখিলান্যপি।
ন তেজাংস্যুপকুর্ব্বন্তি স্বসম্বিদ্দিব্যচক্ষুষঃ ॥ ৪৮ ॥
অবস্তুতাং ব্রজন্ত্যেতে মাধ্যাহ্না ইব দীপকাঃ।
অর্কাদয়োমহালোকা বিদ্যয়াধিগতাত্মনঃ ॥ ৪৯ ॥
তেজোংশুষু প্রভাবেষু বলিষ্বপি মহৎস্বপি।
সর্ব্বেষূন্নতিযুক্তেষু তত্ত্বজ্ঞঃ পরমোন্নতঃ ॥ ৫০ ॥

স্বৈঃ সহ ভজামহে সদা মৈত্রীমিতি শেষঃ। অন্যে তু পুরুষার্থোপযো-গিপৌরুষহীনত্বান্নামমাত্রেণ পুরুষানার্থলেশেনাপীতি গর্দ্দভবদুপেক্ষ্যা এব ন দর্শনাদিযোগ্যা অপীত্যাশয়েনাহ শেষা ইতি ॥ ৪৬ ॥

নন্বন্যেপি যোগিন উপাসকাশ্চ জগতি মহান্তঃ সন্ত্যেব তেভ্যোঽপি তত্ত্ববিদ এব ক উৎকর্ষস্তত্রাহ পর্ব্বতাদিতি। স্বসম্বিত্ত্যা সর্ব্বোন্নতস্থিতে-রতএব পরাং কোটিমুৎকর্ষকাষ্ঠাং প্রয়াতস্য তত্ত্ববিদঃ পুরো যোগিপ্রভৃতয়ো জ্ঞানার্থং তাংস্তান্ মহৎ উপসর্পন্তোঽদ্রেস্মের্ব্বাদেঃ পুরো দন্তিনঃ প্রত্যন্ত-পর্ব্বতাৎ পর্ব্বতান্তরং যান্তীব ভাসন্তে। ন মেরুরিব সর্ব্বোন্নতা দৃঢ়বিশ্রান্তা-শ্চেত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

স্বসম্বিত্ত্যা উন্নতস্থিতিমুপপাদয়তি অদৃষ্টেতি। প্রাক্কেনাপ্যদৃষ্টাঃ সাম্প্রত-মগ্রে চ অদৃশ্যা দ্রষ্টুমশক্যাঃ সীমানোঽবধয়োযস্য তথাবিধস্য স্বসম্বিল্লক্ষণং দিব্যং চক্ষুর্যস্য তস্য তত্ত্ববিদঃ অন্তঃকল্পিতানি সূর্য্যাদীন্যখিলান্যপি তেজাংসি নোপকুর্ব্বন্তীতি স্বসম্বিত্ত্যৈব তস্যোন্নতস্থিতিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

ন কেবলং নোপকর্ত্তুং শক্নুবন্তি কিন্তু তৎপুরতোঽবস্তুতামেব গচ্ছন্তী-ত্যাহ অবস্তুতামিতি ॥ ৪৯ ॥

অত উক্তং সিদ্ধমিত্যাহ তেজোংশুষ্বিতি। তেজসঃ অংশুষু কার্য্যেষু প্রকাশনেষু যোগসিদ্ধিবশিত্বাদিপ্রভাবেষু বলিষু শরীরাদিবলবৎসু ঐশ্বর্য্যায়ু-রাদিনা মহৎসু অন্যেষ্বপি বাগ্মিত্বাদ্যুন্নতিযুক্তেষু সর্ব্বেষু মধ্যে পরমোন্নতঃ।

ভান্তীহ ভাসা যস্যার্ক-বহ্নীন্দুমণিতারকাঃ।
তথা জগতি রাজন্তে জ্ঞাতজ্ঞেয়া নরোত্তমাঃ ॥ ৫১ ॥
ধরাবিবরকীটেভ্যো গর্দ্দভেভ্যোপি মানবঃ।
তির্য্যগ্‌ভ্যশ্চাপ্যতত্ত্বজ্ঞা রাম তুচ্ছতরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫২ ॥
তাবৎ সংমোহবেতালো দেহী যাবদনাত্মবান্।
আত্মজ্ঞ এব সংযুক্তশ্চেতনেনেতি তদ্বিদঃ ॥ ৫৩ ॥
অনাত্মজ্ঞোহি দুঃখেহঃ প্রস্ফুরন্নপি ভূতলে।
শব এব ভ্রমত্যুচ্চৈরাত্মজ্ঞস্তু সচেতনঃ ॥ ৫৪ ॥
দূরাদাত্মজ্ঞতা যাতি চিত্তে পীবরতাং গতে।
আলোকলক্ষ্মীরভিতো মহামেঘ ইবোত্থিতে ॥ ৫৫ ॥
ভোগাভোগতিরস্কারৈঃ কার্শ্যং নেয়ং শনৈর্ম্মনঃ।
রসাপহারৈস্তজ্‌জ্ঞেন কালেনাজীর্ণপর্ণবৎ ॥ ৫৬ ॥
অন্যাত্মন্যাত্মভাবেন দেহমাত্রাস্থয়ানয়া।

সর্ব্বোন্নত্যানামেতস্মিন্নধ্যস্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥

যস্য জগদীশ্বরস্য ভাসা ভান্তি তথা তত্তুল্যতয়েত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

তুচ্ছতরা মূঢ়তরাঃ। তত্ত্বজ্ঞানাভাবে ততোপ্যধমতমযোনিকোটিপ্রাপ্তে-র্দুর্ব্বারত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

সতোপ্যাত্মনোঽজ্ঞানেনাসত্ত্বাপাদনাদনাত্মবান্ অতএবাসাবচেতন ইতি আত্মজ্ঞা এব চেতনেন সংযুক্ত ইতি তদ্বিদ আহুরিতি শেষঃ ॥ ৫৩ ॥

দুঃখদাহাথা ঈহা চেষ্টা যস্য। এবার্থে তুশব্দঃ ॥ ৫৪ ॥

চিত্তে পীবরতাং স্থৌল্যং গতে সতি আত্মজ্ঞতা ঈষৎসম্পাদিতাপি দূরাৎ যাতি ॥ ৫৫ ॥

অতঃ কারণাৎ মনঃ প্রাপ্তানাং ভোগানাং বিষয়াণামাভোগঃ সেবনং তত্তিরস্কারৈরপ্রাপ্তানাং রসস্যাভিলাষস্যাপহারৈশ্চ চিরাভ্যস্তৈঃ কালেনাজীর্ণ-পর্ণবৎ কার্শ্যমপচয়ং নেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

কে তে মনঃপীনতাহেতবো যদ্বর্জ্জনেন তৎকার্শ্যং স্যাৎ তানাহ অনা-ত্মনীত্যাদিনা ॥ ৫৭ ॥

পুত্রদারকুটুম্বৈশ্চ চেতোগচ্ছতি পীনতাম্ ॥ ৫৭ ॥
অহঙ্কারবিকারেণ মমতামলহেলয়া ।
ইদং মমেতি ভাবেন চেতোগচ্ছতি পীনতাম্ ॥ ৫৮ ॥
জরামরণদুঃখেন ব্যর্থমুন্নতিমীয়ুষা ।
দোষাশীবিষকোশেন চেতোগচ্ছতি পীনতাম্ ॥ ৫৯ ॥
আধিব্যাধিবিলাসেন সমাশ্বাসেন সংস্থতেঃ ।
হেয়াদেয়প্রযত্নেন চেতোগচ্ছতি পীনতাম্ ॥ ৬০ ॥
স্নেহেন ধনলোভেন লাভেন মণিযোষিতাম্ ।
আপাতরমণীয়েন চেতোগচ্ছতি পীনতাম্ ॥ ৬১ ॥
দুরাশাক্ষীরপানেন ভোগানিলবলেন চ ।
আস্থাদানেন চারেণ চিন্তাহির্যাতি পীনতাম্ ॥ ৬২ ॥
আগমাপায়বপুষা বিষবৈষম্যশংসিনা ।
ভোগাভোগেন ভীমেন চেতোগচ্ছতি পিনতাম্ ॥ ৬৩ ॥
শরীরদুঃশ্বভ্রচিরপ্ররূঢ়ং
চিন্তাচয়োচ্চাকৃতিমঞ্জরীকম্ ।

বিকারেণ বিকাসেন। মমতালক্ষণে মলে হেলয়া লীলয়া আসক্ত্যেতি যাবৎ। সর্ব্বমমতামূলমাহ ইদমিতি। ইদং শরীরং মম আত্মা ভোগায়তনং বেতি ভাবেনেত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

তমেব ভাবং বিশিনষ্টি জরেতি ॥ ৫৯ ॥

সংস্থতেঃ সমাশ্বাসেন রম্যতা চিরস্থায়িতাদিবিশ্বাসেন ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥

চারেণ নানাবিষয়সঞ্চারেণ ॥ ৬২ ॥

আগমাপায়ৌ বপুঃস্বভাবৌ যস্য। বিষেণেব বৈষম্যং দাহমূর্চ্ছাদিব্যাকুলতা তচ্ছংসিনা তৎপর্য্যবসিতেনেতি যাবৎ। ভোগানামাভোগেন প্রাগ্ব্যাখ্যাতেন ॥ ৬৩ ॥

শরীরলক্ষণে দুষ্টশ্বভ্রে চিরায় প্ররূঢ়মেনং চিত্তবিষদ্রুমং ত্বমশঙ্কং বিচারসারক্রকচেন ছিন্ধীতি পরেণান্বয়ঃ। চিন্তাচয়া এব উচ্চাকৃতয়োমঞ্জর্য্যো

জরামৃতিব্যাধিফলৌঘনম্রং
কামোপভোগৌঘবিকাশিপুষ্পম্ ॥ ৬৪ ॥
বিচারসারক্রকচেন চিত্ত
বিষদ্রুমং ত্বদ্ভুতমদ্রিকল্পম্।
আশামহাশাখমশঙ্কমেনং
ছিন্ধি প্রসহ্যাত্র বিকল্পপত্রম্ ॥ ৬৫ ॥
মত্তেক্ষণং চৈকতটোপবেশং
বিশ্রান্তিসৌখ্যেষ্বসমর্থমুগ্রম্।
আলোকনোৎকং সুজনক্রমাব্জ
খণ্ডস্য চণ্ডং সুখদুঃখগণ্ডম্ ॥ ৬৬ ॥
চেতোগজং কায়কুকাননস্থং
সুতীক্ষ্ণয়া ধীকরজাগ্রপংক্ত্যা।
বিদারয়াদীর্ঘবিকারদন্তং
ক্রিয়াকরং রাঘব রাজসিংহ ॥ ৬৭ ॥

যস্মিন্। নদ্যাতশ্চেতি কপ্ ॥ ৬৪ ॥

বিকল্পা এব পত্রাণি যস্মিন্ ॥ ৬৫ ॥

ইদানীং তদেব চেতোগজত্বেন বর্ণয়তি মত্তেক্ষণমিতি দ্বাভ্যাম্। হে রাঘব রাজসিংহ ত্বমুক্তদশবিশেষণবিশিষ্টং চেতোগজং সুতীক্ষ্ণয়া ধীকরজাগ্রপংক্ত্যা বিদারয়েতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। মত্তে স্ববিবেকপ্রমাদবতী মদঘূর্ণে চ আগমানুমানলক্ষণে ঈক্ষণে যস্য তম্। একস্মিন্ বহির্ম্মুখলক্ষণে সংসারাদ্রিতটে উপবেশনমুপবেশো যস্য তম্। অতএবান্তর্ম্মুখবিশ্রান্তিসৌখ্যেষ্বসমর্থম্। দ্বেষাসূয়াদিভীষণত্বাদুগ্রম্। সুজনৈঃ ক্রম্যন্ত ইতি সুজনক্রমাঃ শমদমতিতিক্ষাদয়স্তল্লক্ষণস্যাব্জখণ্ডস্য পদ্মবনস্যালোকনে উৎকং সোৎকণ্ঠং পরন্তু চণ্ডমতিকোপনং তদ্রক্ষণাযোগ্যমিতি যাবৎ। সুখদুঃখে এব শীতোষ্ণবাষ্পমদস্রাবিণৌ গণ্ডৌ যস্য ॥ ৬৬ ॥

আদীর্ঘাঃ কামাদিবিকারা এব দন্তৌ যস্য অতএব ধৈর্য্যাদিব প্রবিদারণক্রিয়াকরম্ ॥ ৬৭ ॥

রতিং গতং নিত্যমসৎপ্রদেশে
শরীরমাংসগ্রসনেন পুষ্টম্।
দুষ্টক্রিয়াকর্কশচঞ্চুদণ্ড
মেকেক্ষণং পুষ্টতমোংশুকৃষ্ণম্॥ ৬৮॥
দূরে সমুৎসারয় ভারভূতং
দুশ্চেষ্টিতং কর্কশমারটন্তম্।
গন্ধোদ্গতং কায়কুলায়কোশাৎ
দোষোপশান্ত্যৈ নিজচিত্তকাকম্॥ ৬৯॥
তৃষ্ণাপিশাচ্যা পরিচর্য্যমাণং
বিশ্রান্তমজ্ঞানমহাবটেষু।
ভ্রান্তং চিরং দেহশতেষ্বটব্যাং
স্বসংস্থতৌ চেতনবর্জ্জিতেষু॥ ৭০॥
বিবেকবৈরাগ্যগুরুপ্রযত্ন
মন্ত্রৈঃ স্বতন্ত্রৈঃ স্বচিদাত্মগেহাৎ।

অসতি কুৎসিতে স্ত্রীব্যঞ্জনশ্মশানাদিপ্রদেশে রতিমাসক্তিং গতম্। শরীরলক্ষণস্য মাংসস্য গ্রসনেনেবান্তর্ভাবাপাদনেন পুষ্টমুপচিতম্। দুষ্টক্রিয়া পরমর্ম্মতোদনং তত্র কর্কশচঞ্চুদণ্ডস্তোটাগ্রং তৎসদৃশোষ্ঠব্যাপারো যস্য। একস্মিন্ স্বার্থ এব ঈক্ষণং দর্শনং যস্য। পুষ্টৈস্তমোংশুভিস্তামসবৃত্তিভিঃ কৃষ্ণং মলিনম্। কাকপক্ষে চত্বারি বিশেষণানি স্পষ্টানি। পুষ্টাস্তমোংশবোঽন্ধকারভাগা ইব কৃষ্ণং নিজচিত্তকাকং কায়কুলায়কোষাৎ দূরে সমুৎসারয়েত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ ৬৮॥

বোঢ়ুরাত্মনোবৃক্ষাদেশ্চ বৃথাশ্রমহেতুত্বাৎ ভারভূতম্। গন্ধেভ্যোঽহর্ব্বাসনাভ্য উদ্গতমাবির্ভূতং প্রস্থিতং চ॥ ৬৯॥

তদেবং চিত্তং পিশাচত্বেন রূপয়ংস্তদমুৎসাদনে মোক্ষাসিদ্ধিমাহ তৃষ্ণেতি দ্বাভ্যাম্। অজ্ঞানলক্ষণেষু মহৎসু বটেষ্ববটেষু বা। দেহশতেষু অনন্তকোটিদেহলক্ষণায়ামটব্যামিতি বাস্তরূপকম্। স্বস্য চিত্তস্য সংসৃতাবপসরণে চেতনবর্জ্জিতেষু প্রত্যক্ষমচেতনেষ্বিতি যাবৎ। ঈদৃশমেনং চিত্তপিশাচং

নোৎসাদয়েচ্চিত্তপিশাচমেনং
যাবৎ কুতস্তাবদিহাত্মসিদ্ধিঃ ॥ ৭১ ॥
শুভাশুভাস্যং হতমানবোঘং
চিন্তাবিষং কায়কুকঞ্চুকঞ্চ।
অজস্রমচ্ছশ্বসনাশনঞ্চ
সর্ব্বস্য নানাভয়নাশদঞ্চ ॥ ৭২ ॥
হৃদজ্জদুঃশাল্মলিকোটরস্থ
মমোঘয়া চিৎখগমন্ত্রশক্ত্যা।
নীত্বা শমং রাম মনোমহাহিং
ভয়ং ভৃশং প্রোজ্ঝ্য ভবাভয়াত্মা ॥ ৭৩ ॥
অমঙ্গলাকারধরঃ শরীর
শবাবলীসন্ততসেবনেন।
দিগাবলীসম্ভ্রমণশ্রমার্ত্তঃ
শ্মশানসেবী বপুষা ক্ষতেন ॥ ৭৪ ॥

স্বচিদাত্মনোগেহভূতাৎ হৃদয়াৎ যাবন্নোৎসারয়েৎ তাবদাত্মস্বভাবভূতাসিদ্ধির্ম্মুক্তিঃ কুত ইত্যুভয়োরন্বয়ঃ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥

ইদানীং মনোঽহিত্বেন রূপয়ংস্ত্যাজয়তি শুভেতি দ্বাভ্যাম্। শুভাশুভলক্ষণমাস্যে ভবমাস্যম্। শরীরাবয়বাৎ যৎ দংষ্ট্রাদ্বয়ং যস্য। অচ্ছঃ শ্রমাদিদোষাপরামৃষ্টঃ শ্বসনঃ প্রাণবায়ুরশনং যস্য পবনাশনত্বাৎ। নানাবিধং ভয়ং নাশং মরণঞ্চ দদাতীতি নানাভয়নাশদম্ ॥ ৭২ ॥

ঈদৃশং মনোলক্ষণমহাহিমমোঘয়া চিৎখগস্য চিদেকরসগরুড়স্য বোধকা যে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিমন্ত্রাস্তেষাং শক্ত্যা শমং মূলাজ্ঞানেন সহোচ্ছেদং নীত্বা ভয়ং ভৃশং নিঃশেষং প্রোজ্ঝ্য বিহায় অভবোভয়োবা আত্মা ভবেত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

তদেব চিত্তং গৃধ্রত্বেন রূপয়তি অমঙ্গলেতি দ্বাভ্যাম্। শরীরলক্ষণানাং শবাবলীনাং সন্ততং সেবনেনানুসন্ধানেন ভক্ষণেন চ কাককঙ্কচঞ্চুপ্রহারৈরপমানব্যয়শোকভয়াদিভিশ্চ ক্ষতেন বপুষা সুষুপ্তৌ শ্মশানবৃক্ষং তৎসদৃশমুপ-

ভোগামিষোদিক্ষ্বভিধাবমান
উৎকন্ধরোধীরবিবৃদ্ধগর্দ্ধঃ।
উড্ডীয় বৈ গচ্ছতি চিত্তগৃধ্রো
দেহদ্রুমাত্তন্নিপুণং জয়স্তে ॥ ৭৫ ॥
ভ্রান্তং বনান্তেষু দিগন্তরেষু
ফলার্থিনং চঞ্চলমাকুলাঙ্গম্।
জন্মাবনের্জ্জন্মমহীং প্রয়াতং
সংসারবন্ধং জনতাং হসন্তম্ ॥ ৭৬ ॥
দ্রুমেক্ষিনাসাকুসুমে ভুজাদি
শাখে বিলোলাঙ্গুলিজালপত্রে।
সমুল্লসন্তং পরিমারয়াস্ত
র্ম্মনোমহামর্কটমঙ্গ সিদ্ধ্যৈ ॥ ৭৭ ॥
অভ্যুত্থিতং সৎফলসংক্ষয়ায়
লসন্মুখাসঙ্গিতড়িৎপ্রকাশম্।

দেহঞ্চ সেবতে তচ্ছীলঃ ॥ ৭৪ ॥

অধীরোবিবৃদ্ধশ্চ গর্দ্ধোঽভিলাষোযস্ত ঈদৃশশ্চিত্তগৃধ্রো যদি তে দেহ-দ্রুমাদুড্ডীয় গচ্ছতি তৎ তর্হি তে নিপুণং নিতরাং জয় ইত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

তদেব মন ইদানীং মর্কটত্বেন রূপয়তি ভ্রান্তমিতি দ্বাভ্যাম্। একস্যা জন্মভূমের্জ্জন্মভূম্যন্তরং প্রয়াতম্। জনতাং জনসমূহং তদীয়সংসারবন্ধঞ্চ হসন্তং স্বচেষ্টিতৈর্ব্বিড়ম্বয়ন্তম্ ॥ ৭৬ ॥

অক্ষিনাসয়োঃ সমাহারোঽক্ষিনাশং তদেব আ সমন্তাৎ কুসুমানি যস্মিন্। ভুজকরাদয়ঃ শাখা যস্মিন্। বিলোলাঙ্গুলিজালং পত্রাণি যস্মিন্। ঈদৃশে দেহবৃক্ষে সমুল্লসন্তং মনোমহামর্কটং পরিতোনিরোধেন মারয়েত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

ইদানীং তদেব চিত্তং মেঘত্বেন রূপয়তি অভ্যুত্থিতমিতি দ্বাভ্যাম্। সৎফলস্য পরমার্থসুখস্য পক্বশস্যফলস্য চ ক্ষয়ায় অকালে সমুপস্থিতম্। মুখে মুখসদৃশবহির্ম্মুখবৃত্ত্যগ্রে আসঙ্গী প্রতিবিম্বনেন বিষয়স্তড়িৎসদৃশশ্চিদাভাস-

বর্ষন্তমাসারমনর্থসার্থ
মান্দোলিতং বাসনবাত্যয়ান্তঃ॥ ৭৮ ॥
সঙ্কল্পসঙ্কল্পনবর্জ্জনোগ্র
মন্ত্রপ্রভাবাদ্ধৃদয়াম্বরস্থম্।
সোৎসাহমুৎসাদয় চিত্তমেঘং
বৃহৎফলং প্রাপ্য ভবালমাদ্যঃ॥ ৭৯ ॥
গ্রন্থীকৃতং কর্ম্মভিরাত্মস্থষ্টে
র্শ্মন্ত্রৈরভেদ্যং জ্বলনৈরদগ্ধম্।
পীড়াং পরামাত্মনি কল্পয়ন্তং
সমস্তজাত্যন্তরদীর্ঘদাম॥ ৮০ ॥
সম্প্রোতনিঃসঙ্খ্যশরীরমালং
বলাদসঙ্কল্পনমাত্রশস্ত্রৈঃ।
ছিত্ত্বা স্বয়ং রাঘব চিত্তপাশং
যথাসুখং ত্বং বিহরাস্তশঙ্কঃ॥ ৮১ ॥

প্রকাশো যস্থ। অনর্থসার্থরূপমাসারং বর্ষন্তম্। বাসনানি বাসনাত্তল্লক্ষণয়া বাত্যয়া অন্তঃ আন্দোলিতং পরিবর্ত্তিতম্॥ ৭৮॥

হৃদয়াম্বরস্থমীদৃশং চিত্তমেঘং সঙ্কল্পানাং যানি সম্যক্ কল্পনানি পুনঃ পুনঃ সমর্থনানি তেষাং বর্জ্জনরূপাদুগ্রমন্ত্রপ্রভাবাৎ সোৎসাহ উৎসারয়ে তেন চ বৃহজ্জীবন্মুক্তিফলং প্রাপ্য আদ্যঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্বভাবো নিত্যমুক্তাত্মৈব অলং সম্যক্ ভবেত্যর্থঃ॥ ৭৯॥

ইদানীং তদেব চিত্তং পাশত্বেন রূপয়তি গ্রন্থীকৃতমিতি দ্বাভ্যাম্। আ আত্মস্থষ্টেরাত্মোদাপানকং কল্পাদিসর্গং মর্য্যাদীকৃত্য অদ্যতনকালপর্য্যন্তং কৃতৈঃ সুকৃতদুষ্কৃতকর্ম্মভির্নিরন্তরং গ্রন্থীকৃতং গ্রন্থিদানেন দৃঢ়ীকৃতম্। অতএব সমস্তানাং জাত্যন্তরাণাং নানাযোনিজন্মভেদানাং ক্রমাৎ বন্ধনায় দীর্ঘদামেব স্থিতম্॥ ৮০॥

অতএব সম্প্রোতা নিঃসঙ্খ্যাঃ শরীরমালা যস্মিন্। অস্তশঙ্কঃ পুনর্জ্জন্মশঙ্কাশূন্যঃ॥ ৮১॥

ফুৎকারদগ্ধাখিলপান্থলোক
মত্যন্তদুষ্প্রাপপরপ্রবোধম্।
আশীবিষং শোষিতলোকখণ্ডং
ব্যাত্ত্যামিষোদ্ভূতশরীরখণ্ডম্ ॥ ৮২ ॥
আমন্থরং দেহগুহাসু গুপ্তং
সঙ্কল্পঘোরাজগরং জবেন।
অকামনানামমহানলেন
বলেন দগ্ধ্বা বিভবোভব ত্বম্ ॥ ৮৩ ॥
চিত্তেন চেতঃ শমমাশু নীত্বা
শুদ্ধেন ঘোরাস্ত্রমিবাস্ত্রযুক্ত্যা।
চিরায় সাধো ত্যজ চঞ্চলত্বং
বিমর্কটোবৃক্ষ ইবাক্ষতশ্রীঃ ॥ ৮৪ ॥
অমলমিতি চ কৃত্বা চেতসা বীতশঙ্ক
মুপশমিতমতোন্তঃ সর্ব্বমাদেহমেব।

ইদানীং তৎসঙ্কল্পমজগরত্বেন রূপয়ংস্তদ্বধোপায়মাহ ফুৎকারেতি দ্বাভ্যাম্। ফুৎকারেণ ক্রোধাদিরূপসবিষশ্বাসেন দগ্ধা অখিলাঃ পান্থলোকা দক্ষিণোত্তর-মার্গগা জীবা যেন। আশীবিষং বিষধরম্। অতএব শোষিতাঃ সন্তা-পিতা লোকখণ্ডা ভুবনভেদা যেন। ব্যাত্ত্যা তৃষ্ণালক্ষণমুখব্যাদানেন বিষয়া-মিষার্থ উদ্ভূতঃ কম্পিতশ্চতুর্ব্বিধশরীরদণ্ডোযেন ॥ ৮২ ॥

মোক্ষোদ্যোগালসত্বাদামন্থরং মন্দগতিমীদৃশং সঙ্কল্পঘোরাজগরং অকামনা পরবৈরাগ্যং তন্নাম্না মহতা অনলেন বহ্নিনা দগ্ধ্বা ভস্মীকৃত্য নিজে পূর্ণা-নন্দবিভবে ত্বং ভবেত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

বৈরাগ্যেণ সঙ্কল্পজয়ে চিত্তশুদ্ধৌ সত্যাং তথৈব বোধসমাধিক্রমেণ চিত্ত-জয়োপি সিদ্ধ্যতীত্যাহ চিত্তেনেতি। সহসা কৃতার্থতাবুদ্ধ্যা প্রযত্নোপরমো-মাভূদিতি চিরায়েতি। তৎফলমাহ ত্যজেতি ॥ ৮৪ ॥

আত্যন্তিকোচিত্তোপশমো নিঃশেষঃ দেহাদাবহংমমত্বাভিমানত্যাগসিদ্ধ্যা

তৃণলবলঘুপশ্যল্লীলয়া হেয়দৃষ্ট্যা
পিব বিহর রমস্ব প্রাপ্তসংসারপারঃ ॥ ৮৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে রাঘবাশয়বিনিয়োগো নাম
পঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

জীবন্মুক্তিবিহারসুখং সিদ্ধান্তীত্যাশয়েনোপসংহরতি অমলমিতি। ইতি উক্তপ্রকারেণ চকারাৎ প্রাগুপদিষ্টতত্ত্বাববোধেন চ অন্তঃ প্রত্যগাত্মন্যুপশমিতমনোঽমলং নিরস্তরাগাদিমলং কৃত্বা তাদৃশেন চেতসা আদেহং স্থূলসূক্ষ্মকারণদেহপর্য্যন্তং সর্ব্বমেব দৃশ্যং হেয়দৃষ্ট্যা তৃণলবাদপি লঘু তুচ্ছতরং স্বাপ্নশরীরাদিবদত্যন্তোপেক্ষার্হমসদেবেতি পশ্যন্ প্রাপ্তসংসারপারস্ত্বং প্রারব্ধশেষভোগার্থয়া "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ" ইতি শ্রুতিদর্শিতয়া লীলয়া লোকসংগ্রহায় সোমাদি পিব ঋত্বিগাদিভির্যজ্ঞেষু বিহর শাস্ত্রাবিরুদ্ধে লৌকিকেপি রমস্ব চ ন তেন তব পুনর্ব্বন্ধপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৮৫॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
পঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

পরিদীর্ঘাসু তন্বীষু সুতীক্ষ্ণাসু সিতাসু চ।
ক্ষুরধারোপমানাসু চিত্তবৃত্তিষু তিষ্ঠ মা ॥ ১ ॥
কালেন মহতা ক্ষেত্রে জাতেয়ং বুদ্ধিবল্লরী।
বৃদ্ধিং বিবেকসেকেন নয় তাং নয়কোবিদ ॥ ২ ॥
যাবৎ ম্লায়তি নো কায়-লতিকা কালভাস্বতা।
ভূতলেঽপতিতাং তাবদেনামুদ্ধৃত্য ধারয় ॥ ৩ ॥

উদ্দালকমুনেঃ শান্তে পদে বিশ্রান্তিমিচ্ছতঃ।
যুঞ্জানস্য মনোদোষৈর্বিক্ষেপো বহুধের্য্যতে ॥ ১ ॥

শ্রবণমননাভ্যামবধারিতেপ্যাত্মতত্ত্বে চিত্তবিশ্রান্তিমন্তরেণ নির্ব্বিক্ষেপজীবন্মুক্তিসুখাপ্রাপ্তিরিতি তদর্থং সমাধ্যভ্যাসেঽপ্রমাদেন বোধবর্দ্ধনমাবশ্যকমিত্যুদ্দালকচরিত্রবর্ণনমুখেনোপদিদিক্ষুস্তদবতারায় প্রথমং চিত্তচরিত্রেষ্ববিশ্বসনীয়তামাহ পরিদীর্ঘাস্বিতি। ঐহিকামুষ্মিকদুরন্তবিষয়াসঙ্গাৎ পরিদীর্ঘাসু বাসনাপ্রচুরত্বাৎ তন্বীষু প্রমাদাত্তোঽঝটিত্যেব সমাধিসুখবিচ্ছেদকত্বহেতুত্বাৎ সুতীক্ষ্ণাসু আত্মপ্রতিবিম্বগ্রহণযোগ্যতালক্ষণনৈর্ম্মল্যাৎ সিতাসু অতএব ক্ষুরধারোপমানাসু চিত্তস্য বৃত্তিষু চারিত্রেষু প্রমাদাৎ বিশ্বস্তো মা তিষ্ঠেত্যর্থঃ ॥১॥

সংকুলক্ষেত্রে জাতায়াং কায়লতায়াং চিত্তশুদ্ধিশ্রবণাদিদোহদোপায়ৈরিয়ং পরমাত্মপরিচয়লক্ষণা বুদ্ধিবল্লরী তব জাতা তাং বাহ্যদৃশ্যব্যাবৃত্তিলক্ষণবিবেকামৃতসেকেন বৃদ্ধিং নয়েত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সা চ বাল্যাৎ প্রভৃতি সিচ্যমানা বর্দ্ধতে বার্দ্ধক্যাদিনা কায়লতাম্লানে পতনসম্ভাবনাৎ তদুদ্ধারোপায়শক্যোদূরে তন্মঞ্জরীবর্দ্ধনমিত্যাশয়েনাহ যাবদিতি। ভূতলে অপতিতাং এনাং কায়লতাং গুরুশুশ্রূষাশ্রবণাদিনা উদ্ধৃত্য বুদ্ধিবল্লরীং পালয়েত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

মদ্বাক্যার্থৈকতত্ত্বজ্ঞ মদ্বাক্যার্থৈকভাবনাৎ।
সুখমাপ্স্যোষি সর্পারির্যথাভ্ররবভাবনাৎ ॥ ৪ ॥
উদ্দালকবদালূনং বিশীর্ণং ভূতপঞ্চকম্।
কৃত্বা কৃত্বা ধিয়া ধীর ধীরয়ান্তর্ব্বিচারয় ॥ ৫ ॥

রাম উবাচ।

কেন ক্রমেণ ভগবন্ মুনিনোদ্দালকেন তৎ।
ভূতপঞ্চকমালূনং কৃত্বান্তঃপ্রবিচারিতম্ ॥ ৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

শৃণু রাম যথাপূর্ব্বং ভূতবৃন্দবিচারণাৎ।
উদ্দালকেন সম্প্রাপ্তা পরমা দৃষ্টিরক্ষতা ॥ ৭ ॥
জগজ্জীর্ণগৃহস্যাস্য কোণে কস্মিংশ্চিদাততে।
ভূমেরনিলদিগ্ধাম্নি ভূভৃদ্ভাণ্ডসমাকুলে ॥ ৮ ॥
গন্ধমাদনশৈলেন্দ্র-নাম্নি কাচিৎ কিল স্থলী।
বিদ্যতে কীর্ণকুসুমা দ্রুমকর্পূরকেসরা ॥ ৯ ॥
বিচিত্রবর্ণবিহগা নানাবল্লীবিলাসিনী।

বিবেকসেকশ্চ বক্ষ্যমাণাখ্যানরূপমদ্বাক্যার্থস্যৈব শ্রুত্বা অবধার্য্য পুনঃপুনর্ভাবনং তত্রৈব সর্ব্বমননযুক্তীনাং সত্ত্বাদিত্যাশয়েনাহ মদ্বাক্যেতি। সর্পারির্ম্ময়ূরোযথা অভ্ররবস্য মেঘগর্জ্জিতস্য ভাবনাৎ সুখমাপ্নোতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥৪॥

তামেবাখ্যায়িকামবতার্য্য তদর্থবিচারকর্ত্তব্যতামাহ উদ্দালকবদিতি। দেহাদ্যারম্ভকং বাহ্যপ্রপঞ্চারম্ভকং চ ভূতপঞ্চকং তত্ত্বং পদার্থশোধপরয়া ধিয়া অন্নেন সোম্য শুঙ্গেনাপোমূলমন্বিচ্ছেতি শ্রুতিদর্শিতযুক্ত্যা কারণব্যতিরিক্তকার্য্যাঙ্কুরাপলাপাদালূনং মূলাবিদ্যাবিশরণাৎ বিশীর্ণঞ্চ কৃত্বা তদধিষ্ঠানসম্মাত্রান্বেষণে ধীরেভ্যোঽপি ধীরয়া ধীয়া অন্তর্ব্বিচারয়েত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

ভূভৃত এব স্থ্যজ্জীকৃতভাণ্ডানি তৈঃ সমাকুলে ইতি গৃহকোণসাম্যোপপাদকং বিশেষণম্ ॥ ৮ ॥

পুষ্পিতদ্রুমা এব কর্পূরসদৃশপরাগৈঃ কেসরৈশ্চ সর্ব্বতোব্যাপ্তত্বাৎ কর্পূর-

বনেচরব্যাপ্তত্তটী পুষ্পকেসরভাসিনী ॥ ১০ ॥
ক্বচিৎ স্ফীতমহারত্না ক্বচিল্লোলাম্বুজোৎপলা।
ক্বচিন্নীহারকবরী সরসীদর্পণা ক্বচিৎ ॥ ১১ ॥
তত্র কস্মিংশ্চিদুদিতে সানৌ সরলপাদপে।
আগুল্‌ফাকীর্ণকুসুমে স্নিগ্ধচ্ছায়মহাদ্রুমে ॥ ১২ ॥
উদ্দালকোনাম মুনির্মৌনী মানী মহামতিঃ।
অপ্রাপ্তযৌবনঃ পূর্ব্বমুবাসোদ্দামতাপসঃ ॥ ১৩ ॥
প্রথমস্তু বভূবাসা বল্পপ্রজ্ঞোবিচারবান্।
অপ্রাপ্তপদবিশ্রান্তিরপ্রবুদ্ধঃ শুভাশয়ঃ ॥ ১৪ ॥
ততঃ ক্রমেণ তপসা শাস্ত্রার্থনিয়মৈঃ ক্রমৈঃ।
বিবেক আজগামৈনং নবর্ত্তুরিব ভূতলম্ ॥ ১৫ ॥
অথেমং চিন্তয়ামাস সংসারাময়ভীরুধীঃ।
একান্ত এব নিবসন্ কদাচিৎ কান্তমানসঃ ॥ ১৬ ॥
কিং তৎ প্রাপ্যং প্রধানং স্যাৎ যদ্বিশ্রান্তৌ ন শোচ্যতে।
যৎ প্রাপ্য জন্মনা ভূয়ঃ সম্বন্ধোনোপজায়তে ॥ ১৭ ॥

কেসরা যস্যাম্ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

সরস্যো মহাসরাংস্যেব দর্পণানি যস্যাম্ ॥ ১১ ॥

সানৌ প্রস্থপ্রদেশে ॥ ১২ ॥

মানী অবশ্যং যত্নৈঃ পুরুষার্থং সাধয়িষ্যামীত্যভিমানবান্ আগমানুমানাদিমানকুশলশ্চ। মহামতিরক্ষুদ্রমনাঃ ॥ ১৩ ॥

শুভাশয়ঃ প্রবোধানুকূলসুকৃতসম্ভৃতান্তঃকরণঃ ॥ ১৪ ॥

ক্রমৈরভ্যাসপরিপাকক্রমৈঃ। নবর্ত্তুরাদ্যর্ত্তুর্ব্বসন্তঃ ॥ ১৫ ॥

ইমং বক্ষ্যমাণপ্রকারং চিন্তয়ামাস। কান্তমানসঃ শুভচিত্তঃ। ক্লান্তমানস ইতি পাঠে স্পষ্টম্ ॥ ১৬ ॥

প্রাপ্যানাং পুরুষার্থানাং মধ্যে প্রধানং প্রাপ্যং মোক্ষাখ্যং কিং তৎ স্যাৎ ॥ ১৭ ॥

কদাহং ত্যক্তমননে পদে পরমপাবনে।
চিরং বিশ্রান্তিমেষ্যামি মেরুশৃঙ্গ ইবাম্বুদঃ॥ ১৮॥
কদা শমমুপৈষ্যন্তি মমান্তর্ভোগসম্বিদঃ।
আলোলকল্লোলরবা ঊর্ম্ময়োম্বুনিধাবিব॥ ১৯॥
ইদং কৃত্বেদমপ্যন্যৎ কর্ত্তব্যমিতি কল্পনাম্।
কদান্তর্ব্বিহসিষ্যামি পদবিশ্রান্তয়া ধিয়া॥ ২০॥
কদা বিকল্পজালং মে ন লগিষ্যতি চেতসি।
স্থিতমপ্যুজ্ঝিতাসঙ্গঃ পয়ঃ পদ্মদলে যথা॥ ২১॥
কদা বহুলকল্লোলাং নাবা পরময়া ধিয়া।
পরিতীর্ণো ভবিষ্যামি মত্তাং তৃষ্ণাতরঙ্গিণীম্॥ ২২॥
কদেমাং জাগতৈর্ভূতৈঃ ক্রিয়মাণামসন্ময়ীম্।
ক্রিয়ামপহসিষ্যামি বাললীলামিবাকুলাম্॥ ২৩॥
কদা বিকল্পপর্য্যস্তং মনোদোলাবদোলনম্।
শমমেষ্যতি মে শান্তবাতৌজস ইব ভ্রমঃ॥ ২৪॥
কদোদিতবপুর্ভাসা বিহসন্‌জাগতীর্গতীঃ।
অন্তঃসন্তোষমেষ্যামি বিরাডাত্মেব পূর্ণধীঃ॥ ২৫॥
অন্তঃ সমসমাকারঃ সৌম্যঃ সর্ব্বার্থনিস্পৃহঃ।

ত্যক্তানি মননানি মনোব্যাপারা যত্র॥ ১৮॥
ভোগসম্বিদোভোগতৃষ্ণাঃ॥ ১৯॥ ২০॥
আভাসমাত্রেণ স্থিতমপ্যুপেক্ষ্যমাণত্বাদুজ্ঝিতাসঙ্গম্॥ ২১॥
মত্তাং অবিবেকপ্রবৃদ্ধাম্॥ ২২॥
ক্রিয়াং বাহ্যপ্রবৃত্তিম্। আকুলাং ব্যগ্রচিত্তাম্॥ ২৩॥
বিকল্পৈঃ পর্য্যস্তং বিক্ষিপ্তম্। দোলেব অবদোলনং যস্য তদবিশ্রান্তম্। শান্তবাতৌজসঃ প্রশান্তোন্মাদবাতরোগস্য ভ্রমোবিক্ষিপ্ততেব॥ ২৪॥
উদিতবপুষ আবির্ভূতস্বরূপস্য ভাসা স্বপ্রকাশস্ফুরণেন। বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড-শরীর আত্মেব স্বান্তঃপূর্ণধীঃ॥ ২৫॥

কদোপশমমেষ্যামি মন্থমুক্তামৃতাব্ধিবৎ ॥ ২৬ ॥
কদেমামচলাং দৃশ্য-শ্রিয়মাশাশতাশ্রিকাম্ ।
সর্ব্বাং সুষুপ্তবৎ পশ্যন্ ভবিষ্যাম্যন্তরাততঃ ॥ ২৭ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরং সর্ব্বং শান্তকল্পনয়া ধিয়া ।
পশ্যংশ্চিন্মাত্রমখিলং ভাবয়িষ্যাম্যহং কদা ॥ ২৮ ॥
কদোপশান্তচিত্তাত্মা চিত্তামুপগতঃ পরাম্ ।
পরমালোকমেষ্যামি জাত্যন্ধবিগমাদিব ॥ ২৯ ॥
কদাভ্যাসোপলভ্যেন চিৎপ্রকাশেন চারুণা ।
দূরাদালোকয়িষ্যামি তন্বীং কালকলামিমাম্ ॥ ৩০ ॥
ঈহিতানীহিতৈর্ম্মুক্তোহেয়োপাদেয়বর্জ্জিতঃ ।
কদান্তস্তোষমেষ্যামি স্বপ্রকাশপদে স্থিতঃ ॥ ৩১ ॥
কদাশা কৌশিকা কীর্ণা জাড্যজীর্ণহৃদম্বুজা ।
ক্ষয়মেষ্যতি কৃষ্ণেয়ং কদা মে দোষযামিনী ॥ ৩২ ॥
কদোপশান্তমননো ধরণীধরকন্দরে ।

সমেন পরমাত্মনা সম একরসঃ সমেন সমাহিতেন বিষ্ণুনা সমঃ সশ্রী-কশ্চ আকারো যস্য। সর্ব্বেষর্থেষু ধর্ম্মার্থকামেষু অমৃতকৌস্তভাদিষু চ নিস্পৃহঃ। মন্থেন মথনবিক্ষেপেণ মুক্তোঽমৃতাব্ধিঃ ক্ষীরার্ণবস্তদ্বৎ ॥ ২৬ ॥

সুষুপ্তবৎ সন্মাত্রাত্মনা পশ্যন্ ॥ ২৭ ॥

ভাবয়িষ্যামি তদ্ভাবনয়া স্থিরো ভবিষ্যামি ॥ ২৮ ॥

পরাং চিত্তাং চিদেকরসতাম্। পরং পরমাত্মানং পুরস্থিতপুরুষান্তরঞ্চ। জাত্যন্ধ ইতি ভাবপ্রধানোনির্দ্দেশঃ। জাত্যন্ধতাসদৃশানাদিমূলাজ্ঞানাপগমাদিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

তন্বী বাধিতানুবৃত্তিরূপত্বাৎ তুচ্ছামল্পাবশিষ্টাঞ্চায়ুঃশেষলক্ষণাং কালকলামাত্মাস্পর্শিত্বাদ্দূরাদেবালোকয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

জাড্যেন মৌর্খ্যেণ হিমেন চ জীর্ণং জরিতং হৃদম্বুজং যয়া। দোষোঽবিদ্যা তমঃপ্রলক্ষণা যামিনী রাত্রিঃ ॥ ৩২ ॥

সমেষ্যামি শিলাশাম্যং নির্ব্বিকল্পসমাধিনা ॥ ৩৩ ॥
কদা মে মানমাতঙ্গঃ স্বাভিমানমহামদঃ।
সত্ত্বাববোধহরিণা হতোনাশমুপৈষ্যতি ॥ ৩৪ ॥
নিরংশধ্যানবিশ্রান্তে মূকস্য মম মূর্দ্ধনি।
কদা তার্ণং করিষ্যন্তি কুলায়ং বনঘূর্ণিকাঃ ॥ ৩৫ ॥
কদা নিঃশঙ্কমুরসি ধ্যানধীরধিয়ঃ খগাঃ।
মম বিশ্রান্তিমেষ্যন্তি শৈলস্থাণূচলস্থিতেঃ ॥ ৩৬ ॥
তৃষ্ণাকরঞ্জজটিলাং জন্মজর্জ্জরগুল্মিকাম্।
সংসারারণ্যসরসীং ত্যক্ত্বা যাস্যাম্যহং কদা ॥ ৩৭ ॥
ইতি চিন্তাপরবশো বন উদ্দালকোদ্বিজঃ।
পুনঃপুনস্তূপবিশন্ ধ্যানাভ্যাসং চকার হ ॥ ৩৮ ॥
বিষয়ৈর্নীয়মানে তু চিত্তে মর্কটচঞ্চলে।
ন স লেভে সমাধানপ্রতিষ্ঠাং প্রীতিদায়িনীম্ ॥ ৩৯ ॥
কদাচিৎ বাহ্যসংস্পর্শপরিত্যাগাদনন্তরম্।
তস্যাগচ্ছচ্চিত্তকপিঃ প্রোদ্বেগং সত্ত্বসংস্থিতৌ ॥ ৪০ ॥

নির্ব্বিকল্পসমাধিনা শান্তমননশ্চিদৈকরস্য বিগলিতমনোবৃত্তিঃ ॥ ৩৩ ॥

মানোহঙ্কারস্তল্লক্ষণোমাতঙ্গঃ স্বে স্বাংশভূতা অভিমানবৃত্তয় এব মহান্তো-মদপ্রবাহা যস্য। সত্ত্বং পরমার্থসন্মাত্রং তদববোধলক্ষণেন হরিণা সিংহেন ॥৩৪॥

নিরংশে নির্ব্বিকল্পে ধ্যানে বিশ্রান্তির্যস্য। মূকস্য মৌনব্রতিনোমম মূর্দ্ধনি। তার্ণং তৃণময়ং কুলায়ং নীড়ম্। ঘূর্ণিকাঃ পক্ষিভেদাঃ ॥ ৩৫ ॥

ধ্যানে ধীরা স্থিরা ধীর্যস্য। উরসি উরোলম্বিজটাগ্ররচিতনীড়ে ইতি যাবৎ ॥ ৩৬ ॥

তৃষ্ণালক্ষণৈস্তীররুহৈঃ করঞ্জৈর্জ্জটিলাম্। জন্মান্যেব কামাদিমৃগসঞ্চার-জর্জ্জরানি গুল্মাস্তরানি যস্যাম্॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

প্রত্যাহারেণ বাহ্যানাং বিষয়সংস্পর্শানাং ত্যাগাদনন্তরং সত্ত্বগুণপ্রধান-সমাধিসংস্থিতৌ প্রসক্তায়াং রজসা ক্ষোভ্যমাণং ভয়ারত্যালস্যাদিরূপং প্রো-

কদাচিদান্তরান্ স্পর্শান্ পরিত্যজ্য মনঃ কপিঃ।
লোলত্বাৎ তস্য সংযাতো বিষয়ং বিষদগ্ধবৎ ॥ ৪১ ॥
কদাচিদুদিতার্কাভং তেজোদৃষ্ট্বান্তরে মনঃ।
বিষয়োন্মুখতাং যাতং তস্য তামরসেক্ষণ ॥ ৪২ ॥
আন্তরান্ধ্যতমস্ত্যাগং কৃত্বা বিষয়লম্পটম্।
তস্যোড্ডীয় মনোযাতি কদাচিৎ ত্রস্তপক্ষিবৎ ॥ ৪৩ ॥
বাহ্যানাভ্যন্তরান্ স্পর্শাংস্ত্যক্ত্বা নিদ্রাং চ তন্মনঃ।
তমস্তেজোন্তিকে লেভে কদাচিচ্ছাশ্বতীং স্থিতিম্ ॥ ৪৪ ॥
ইতি পর্য্যাকুলস্যান্তঃ স খলু ধ্যানবৃত্তিষু।
দরীষম্বহমুগ্রাসু বাতমগ্ন ইব দ্রুমঃ ॥ ৪৫ ॥
অতিষ্ঠদ্ধ্যানসংরূঢ়-মননঃ সঙ্কটে যথা।
দোলায়িতবপুস্তচ্ছ তৃষ্ণাতীরতরঙ্গকৈঃ ॥ ৪৬ ॥

দ্বেগমগমৎ। অথবা সত্বসংস্থিতৌ সাত্বিকদেবাদিভোগ্যে বিষয়ে সাত্বিক-বৃত্তিসুখাস্বাদে বা প্রোদ্বেগং মনোরশ্চলনমগমৎ ॥ ৪০ ॥

আন্তরান্ সমাধিসুখস্পর্শান্। বিষেণ দগ্ধোমৃতো যথা লোকান্তরং প্রযাতি তদ্বৎ। তৎপক্ষে আন্তরান্ জাঠরাগ্নিসম্বন্ধিনঃ স্পর্শান্ দেহোষ্মণঃ ॥৪১॥

আন্তরে হার্দ্দব্রহ্মণি উদিতার্কাভং তেজোদৃষ্ট্বা। তথাচ শ্রুতিঃ। "নীহার-ধূমার্কানলানিলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্। এতানি রূপাণি পুরঃ-সরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে" ইতি ॥ ৪২ ॥

আন্তরস্যান্ধ্যতমসোঽজ্ঞানান্ধকারস্য ঈষৎ ব্রহ্মাভিব্যক্ত্যা ত্যাগং ঈষৎ প্রশমং কৃত্বা তদানীমেব বিষয়বাসনোদ্বোধাৎ তল্লম্পটং ভূত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

বাহ্যাভ্যন্তরস্পর্শৌ ব্যাখ্যাতৌ। তমসোঽজ্ঞানস্য তেজস আত্মজ্যোতিষ-শ্চান্তরালে সন্ধৌ লীনং সৎ নিদ্রামেব শাশ্বতীং চিরানুবৃত্তাং স্থিতিং লেভে ॥৪৪॥

দরীষু ধ্যানসংরূঢ়মননঃ স পর্য্যাকুলস্য মনসোমধ্যে মধ্যে বাতেন সন্নি-হিতজলেমগ্নোমজ্জিতোদ্রুমো যথা তথা তৃষ্ণালক্ষণৈস্তীরতরঙ্গৈর্দোলায়িত-বপুঃ সন্ সঙ্কটে অতিষ্ঠদিতি পরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

অথ পর্য্যাকুলমনা বিজহার মুনির্গিরৌ।
প্রত্যহং দিবসাধীশোমহামেরাবিবৈককঃ ॥ ৪৭ ॥
সমস্তভূতদুষ্প্রাপামেকদা প্রাপ কন্দরাম্।
সংশান্তসর্ব্বসঞ্চারাং মুনির্ম্মোক্ষদশামিব ॥ ৪৮ ॥
অপর্য্যাকুলিতাং বাতৈ রপ্রাপ্তমৃগপক্ষিণীম্।
অদৃষ্টাং দেবগন্ধর্ব্বৈঃ পরমাকাশশোভনাম্ ॥ ৪৯ ॥
পুষ্পপ্রকরসংছন্নাং মৃদুশাদ্বলকোমলাম্।
জ্যোতীরসাশ্মসম্প্রোতৈঃ কৃতাং মরকতৈরিব ॥ ৫০ ॥
সুস্নিগ্ধশীতলচ্ছায়াং প্রকটাং রত্নদীপকৈঃ।
সুগুপ্তাং বনদেবীনামন্তঃপুরকুটীমিব ॥ ৫১ ॥
কুলম্বনাহিমালোকাং নাত্যুষ্ণাং নাতিশীতলাম্।
শারদস্যোদিতার্কস্য হেমগৌরিং প্রভামিব ॥ ৫২ ॥
বালালোকপরিম্লানাং কোমলাশব্দমারুতাম্।
মঞ্জরীজটিলোপেতাং বালাং মালাবতীমিব ॥ ৫৩ ॥

বিজহার সঞ্চচার। মহামেরৌ সদৈবার্কপাদসম্বন্ধদর্শনাৎ তত্রার্কবিহরণ-কল্পনয়োপমোক্তিঃ ॥ ৪৭ ॥

সমস্তভূতদুষ্প্রাপামতএব সংশান্তসর্ব্বসঞ্চারাম্। কন্দরা মোক্ষদশা সাধারণে বিশেষণে। আসগসমাপ্তেঃ কন্দরৈব বিশেষ্যতে ॥ ৪৮ ॥

পরমাকাশোব্রহ্মেব শোভমানাম্ ॥ ৪৯ ॥

জ্যোতিরূপোরসশ্চন্দ্রস্তদশ্মভিশ্চন্দ্রকান্তৈঃ সহ সম্প্রোতৈর্ঘটিতৈর্ম্মরকত-মণিভিঃ কৃতামিব ॥ ৫০ ॥

দ্বারি সুস্নিগ্ধশীতলচ্ছায়াম্ ॥ ৫১ ॥

কৌ দ্বারভূমৌ লম্বন্তে প্রসরন্তীতি কুলম্বনাঃ অহিমাঃ শীতনিবারণমাত্র-ক্ষমা আলোকা যস্যাম্। অতএব নাত্যুষ্ণাং নাতিশীতলাম্। উদিতার্কস্য বালসূর্য্যস্য। হেমেব গৌরীং পীতাম্ ॥ ৫২ ॥

বালেন আলোকেন পরিম্লানাং শুষ্কাম্। অনেন গুহাপ্রাঙ্মুখীতি

উপশমপদবীমিবানুরূপাং
কমলজবিশ্রমণায় যোগ্যরূপাম্।
কুসুমনিকরকোমলাভিরামাং
সরসিজকোটরকোমলাং সমন্তাৎ ॥ ৫৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠে মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে উদ্দালকমনোরণোনামৈক-
পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫১ ॥

গম্যতে। কোমলোমন্দঃ অশকশ্চ মারুতোযস্যাম্। তেন প্রত্যগ্ভাগেপি গবাক্ষবত্ত্বা গম্যতে। মঞ্জরীজটিলৈস্তন্তুর্নালৈঃ রূপেতাম। অনেন সুরভিতা গম্যতে। স্বয়ম্বরোৎসুক্যা মালাবতীং বালাং রাজকন্যামিব স্থিতামিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

সরসিজকোটরমিব কোমলাম্। অতএব কমলজস্য ধাতুর্বিশ্রমণায় যোগ্যরূপাং সমন্তাৎ কুসুমনিকরৈশ্চ কোমলাং রম্যাং উপশমপদবীমিব সর্বৈরাশ্রয়িতুমনুরূপাং কন্দরাং প্রাপেতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।

—(≍(*)≍)—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

স তাং বিবেশ ধর্ম্মাত্মা গন্ধমাদনকন্দরাম্ ।
চিত্রভ্রমণসম্প্রাপ্তামলিঃ পদ্মকুটীমিব ॥ ১ ॥
সমাধানোন্মুখতয়া প্রবিশন্ স ব্যরাজত ।
সর্গব্যাপারবিরতাবাত্মপূর্য্যামিবাব্জজঃ ॥ ২ ॥
চকারাসনমম্লানৈঃ পত্রৈরন্তস্বগুচ্ছকম্ ।
মৃদুমেঘবিধির্ব্বৃন্দমম্ভোদমিব তত্র সঃ ॥ ৩ ॥
স তৎ প্রস্তারয়ামাস পৃষ্ঠে চারুমৃগাজিনম্ ।
নীলরত্নতটে মেরুস্তারাসারমিবাম্বরম্ ॥ ৪ ॥
স তত্রোপাবিশদ্বদ্ধাশ্চেতসস্তনুতাং নয়ন্ ।

গুহায়ামাসনেস্থেন সমাধিং প্রবিবিক্ষতা ।
চিত্তপ্রবোধনোপায়াশ্চিন্তিতা ইহ বর্ণিতাঃ ॥ ১ ॥

চিত্রেন বহুবিধেন ভ্রমণেনান্বেষণেন । পদ্মকুটীমিবেত্যনেন প্রবিষ্টস্য তত্র নিরতিশয়ানন্দরসপানবিশ্রান্তির্ভবিষ্যতীতি গম্যতে ॥ ১ ॥

আত্মনঃ পূর্য্যাং সত্যলোকস্থায়ামপরাজিতাখ্যায়াং ভগবন্নাভিপদ্মলক্ষ-ণায়াং বা ॥ ২ ॥

অন্তে মধ্যে স্বং শরীরং গুচ্ছমিব যস্মিন্ ভাসতে তথাবিধং অন্তেষু স্থানি তত্তৎপত্রসম্বদ্ধানি পুষ্পগুচ্ছানি বা যস্মিন্ তথাবিধমাসনম্ । মেঘান্ বিদধাতীতি মেঘবিধিরিন্দ্রোঽহম্ভোদং মেঘং বৃন্দং কদম্বিতমিব । তৎপক্ষে অন্তেষু প্রসৃতানি স্বগুচ্ছানীব বিদ্যুতোযস্মিন্নিতি যোজ্যম্ ॥ ৩ ॥

তত্তস্যাসনস্য পৃষ্ঠে উপরি তৎ স্বকক্ষাস্থং মৃগাজিনমিতি বা । তারা এব সারা বহুমূল্যরত্নানি যস্মিন্ । অনেন তৎ পৃষতাজিনমিতি গম্যতে ॥৪॥

অন্তঃশুদ্ধবপুঃ শৃঙ্গে ঋষ্যমূক ইবাম্বুদঃ॥ ৫ ॥
বুদ্ধবৎ সুদৃঢ়ং বদ্ধপদ্মাসন উদঙ্মুখঃ।
পার্ষ্ণিভ্যাং বৃষণৌ ধৃত্বা চকার ব্রাহ্মমঞ্জলিম্॥ ৬ ॥
বাসনাভ্যঃ সমাহৃত্য মনোমৃগমুপপ্লুতম্।
নির্ব্বিকল্পসমাধ্যর্থং চকারেমাং বিচারণাম্॥ ৭ ॥
অয়ি মূর্খ মনঃ কোর্থস্তব সংসারবৃত্তিভিঃ।
ধীমন্তোন নিষেবন্তে পর্য্যন্তে দুঃখদাং ক্রিয়াম্॥ ৮ ॥
অনুধাবতি যোভোগাংস্ত্যক্ত্বা শমরসায়নম্।
সন্ত্যজ্য মন্দারবনং স যাতি বিষজঙ্গলম্॥ ৯ ॥
যদি যাসি মহীরন্ধ্রং ব্রহ্মলোকমথাপি বা।
তন্ন নির্ব্বাণমায়াসি বিনোপশমনামৃতম্॥ ১০ ॥
আশাশতাবপূর্ণত্বে ত্বমেবং সর্ব্বদুঃখদম্।
ত্যজ্য যাহি পরং শ্রেয়ঃ পরমেকান্তসুন্দরম্॥ ১১ ॥

চেতসোবৃত্তীর্জ্জড়বিষয়ত্যাগেন তন্নূতাং লঘুতাম্। যথা অম্বুদোবৃষ্য-বৃষ্ট্যা স্বজাড্যং বিহায় শুদ্ধবপুঃ শুভ্ররূপোমূকোনির্গর্জ্জনঃ সন্ গিরিশৃঙ্গে উপবিশতি তদ্বৎ। বৃষ্যেত্যসমাসে ল্যপ্ছান্দসঃ। ঋষ্যমূক ইতি পাঠে ঋষ্যমূকাখ্যে সহ্যশৃঙ্গে॥ ৫॥

বুদ্ধবৎ প্রবুদ্ধকপিলাদিবৎ। পদ্মাসনগ্রহণং সিদ্ধাসনোপলক্ষণম্। পার্ষ্ণিভ্যাং বৃষণৌ ধৃত্বেত্যুক্তে স্তব্ধৈবোপপত্তেঃ। ব্রাহ্মমঞ্জলিং ব্রহ্মাদিগুরু-পরম্পরা প্রণামাঞ্জলিম্॥ ৬॥

উপ সমীপে বিষয়েষু প্লুতং ধাবিতম্॥ ৭॥

অয়ীতি কোমলামন্ত্রণে॥ ৮॥

মন্দারা:দেবতরুভেদাস্তেষাং বনম্॥ ৯॥

মহীরন্ধ্রং পাতালম্। নির্ব্বাণং নিরতিশয়সুখবিশ্রান্তিম্॥ ১০॥

ত্বং ভোগাশাশতৈনাবপূর্ণত্বে সতি এবং প্রাগুক্তরীত্যা সর্ব্বদুঃখদং ভবসি। অতঃপরং ভোগাশাস্ত্যাজ্য ত্যক্ত্বা। ল্যপ্ ছান্দসঃ। নির্দ্দুঃখনির-তিশয়ানন্দরূপত্বাদেকান্তসুন্দরং পরং শ্রেয়োনির্ব্বাণং যাহি॥ ১১॥

ইমা বিচিত্রাঃ কলনা ভাবাভাবময়াত্মিকাঃ।
দুঃখায়ৈব তবোগ্রায় ন সুখায় কদাচন ॥ ১২ ॥
শব্দাদিকাভিরেতাভিঃ কিং মূর্খ হতবৃত্তিভিঃ।
ভ্রমস্যবিরতং ব্যর্থং মেঘে মণ্ডুকিকা যথা ॥ ১৩ ॥
মনোমণ্ডুকিকে ব্যর্থমিয়ন্তং কালমন্ধয়া।
ভ্রমন্ত্যা ভুবনং ক্ষিপ্রং কিং সমাসাদিতং ত্বয়া ॥ ১৪ ॥
যস্মাৎ কিঞ্চিদবাপ্নোষি যস্মিন্ বহসি নির্ব্বৃতিম্।
তস্মিংশ্চেতঃ শমে মূর্খ নানুবধ্নাসি কিং পদম্॥ ১৫ ॥
আগত্য শ্রোত্রতাং মূর্খ ব্যর্থোত্থানোপবৃংহিতাম্।
ধিয়া শব্দানুসারিণ্যা মৃগবৎ মা ক্ষয়ং ব্রজ ॥ ১৬ ॥
ত্বক্তামাগত্য দুঃখায় স্পর্শোন্মুখতয়া ধিয়া।
মূর্খ মা বদ্ধতামেহি গজীলুব্ধগজেন্দ্রবৎ ॥ ১৭ ॥

ইষ্টসম্পাদনং ভাবঃ অনিষ্টনিবারণমভাবস্তৎপ্রচুরা বিচিত্রাঃ কলনা বিষয়াঃ ॥ ১২ ॥

হতশব্দো নিন্দার্থঃ। মণ্ডুকিকা যথা মেঘে শব্দাদিকাভির্ব্ব্যর্থবৃত্তিভির্ভ্র-মতি তথেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ মন ইতি। ভুবনং জগৎজলঞ্চ ॥ ১৪ ॥

কিঞ্চিৎ বাঙ্মনসাগম্যং বিদেহকৈবল্যসুখম্। নির্ব্বৃতিং জীবন্মুক্তিবিশ্রান্তি-সুখং বহসি প্রাপ্নোষি তস্মিন্ শমে সর্ব্ববৃত্ত্যুপরমলক্ষণে সমাধৌ হে চেতঃ পদং ব্যবসায়ং কিং নানুবধ্নাসি ॥ ১৫ ॥

কলনা দুঃখায়ৈবেতি যদুক্তং তৎ প্রত্যেকং দৃষ্টান্তোদাহরণৈঃ প্রপঞ্চ-য়তি আগত্যেত্যাদিনা। ব্যর্থেন বহির্ম্মুখতালক্ষণেনোত্থানেন উপবৃংহিতা-মুপচিতাং শ্রোত্রেন্দ্রিয়তাদাত্ম্যাপত্তিরূপাং শ্রোত্রতামাগত্য প্রাপ্য “প্রাণন্নেব প্রাণোনাম ভবতি বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্র”মিতি লিঙ্গাদাত্মনঃ শ্রবণা-দিকালে শ্রোত্রাদিভাবশ্রুতেরিতি ভাবঃ। লুব্ধকগীতঘণ্টাস্বনমোহিতমৃগবৎ॥১৬

ত্বক্তাং ত্বগিন্দ্রিয়তাম্। গজী করেণুস্তস্যাং তৎস্পর্শলুব্ধগজেন্দ্রস্তদ্বৎ। সুশিক্ষিতয়া করিণ্যা বনগজেন্দ্রং প্রলোভ্যাকৃষ্য গর্ত্তপাতাদিনা হস্তিপকা

রসনাভাবমাগত্য গর্দ্ধেনান্ধ দুরন্ধসাম্ ।
মা নাশমেহি বড়িশ-পিণ্ডীলং পটমৎস্যবৎ ॥ ১৮ ॥
চাক্ষুষীং বৃত্তিমাশ্রিত্য প্রভারূপচয়োন্মুখীম্ ।
মা গচ্ছ দগ্ধতাং মুগ্ধ কান্তিলুব্ধপতঙ্গবৎ ॥ ১৯ ॥
ঘ্রাণমার্গমুপাশ্রিত্য শরীরাম্ভোজকোটরে ।
গন্ধোন্মুখতয়া বন্ধং মা ত্বং সংশ্রয় ভৃঙ্গবৎ ॥ ২০ ॥
কুরঙ্গালিপতঙ্গেভ-মীনাস্ত্বেকৈকশোহতাঃ ।
সর্ব্বৈর্যুক্তৈরনর্থৈস্তু ব্যাপ্তস্যাজ্ঞ কুতঃ সুখম্ ॥ ২১
হে চিত্ত বাসনাজালং বন্ধায় ভবতোহহিতম্ ।
স্বাত্মনঃ সহজঃ ফেনস্তুতঃ কুক্রিমিণা যথা ॥ ২২
শরদভ্রবদাগত্য শুদ্ধিং ত্যক্তভবাময়াম্ ।
যদি শাম্যসি নির্ম্মলং তদনন্তো জয়স্তব ॥ ২৩ ॥

বধ্নন্তীতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ১৭ ॥

হে অন্ধ দুরন্ধসাং দুরন্নানাং গর্দ্ধেনাভিলাষেণ ॥ ১৮ ॥

চাক্ষুষীং বৃত্তিং চক্ষুষ্টাম্ । প্রভা কান্তিস্তৎসম্বন্ধীয়ো রূপচয়ো নানারূপ-ভেদস্তদুন্মুখীং তৎপ্রবণাম্ ॥ ১৯ ॥

গন্ধোন্মুদিতপদ্মগর্ভস্থভৃঙ্গবৎ ॥ ২০ ॥

একৈকমেকস্যাপ্যেবমনর্থে সর্ব্বসক্তস্য তব চর্ম্মারমেব নিরতিশয়দুঃখ-মিত্যাহ কুরঙ্গেতি । অনর্থৈরনর্থসাধনৈঃ শব্দাদিভির্যুক্তৈর্ম্মিলিতৈঃ । হে অঙ্গেতি চিত্তসম্বোধনম্ ॥ ২১ ॥

কুৎসিতেন কৃমিণা কোশকারকীটেন সহজঃ স্বাভাবিকঃ স্বলালাফেনঃ স্বাত্মনোবন্ধায় যথাকোশাত্মনা ততোবিস্তারিতস্তথা বাসনাজালং স্বাত্মনো-বন্ধায় উহিতং কুবিতর্কনির্ম্মিতমিত্যর্থঃ । ভবতঃ অহিতমিতি বা ছিত্ত্বা ততমিতি লিঙ্গবিপরিণামেন যোজ্যম্ ॥ ২২ ॥

কথং তর্হি প্রমাদকৃতস্যাস্য বন্ধস্য জয়স্তত্রাহ শরদভ্রমিতি । প্রথমং কর্ম্মোপাসনাদিভিঃ শরদভ্রবচ্ছুদ্ধিমাগত্য ততঃ শ্রবণাদিপরিপাকাৎ জ্ঞানো-দয়েন নির্ম্মলং যদি শাম্যসি তৎ তদা অনন্তোজয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ক্ষয়োদয়দশাধাত্রীং পর্য্যন্তপরিতাপিনীম্।
জানন্নপি জগৎস্থষ্টিং ন ত্যক্ষ্যসি বিনংক্ষ্যসি ॥ ২৪ ॥
করোম্যথ কিমর্থং বা তবৈতদনুশাসনম্।
বিচারণবতঃ পুংসশ্চিত্তমস্তি হি নানঘ ॥ ২৫ ॥
যাবদজ্ঞানঘনতা তাবৎ প্রঘনচিত্ততা।
যাবৎ প্রাবৃড়্জলদতা তাবন্নীহারভূরিতা ॥ ২৬ ॥
যাবদজ্ঞানতনুতা তাবচ্চিত্তস্য তানবম্।
প্রাবৃট্পরিক্ষয়ো যাবৎ তাবৎ নীহারসংক্ষয়ঃ ॥ ২৭ ॥
যাবৎ তানবমায়াতং শুদ্ধং চিত্তং বিচারতঃ।
তাবৎ তৎ ক্ষীণমেবাহং মন্যে শারদমেঘবৎ ॥ ২৮ ॥
অনুশাসনমেতদ্‌যদসতোনশ্যতোথ বা।
ক্রিয়তে তন্নভোবারিপবনাহননৈঃ সমম্ ॥ ২৯ ॥
তস্মাৎ সংক্ষীয়মাণত্বাৎ ত্যজামি ত্বামসন্ময়ম্।
মৌর্খ্যং পরমমেবাহুঃ পরিত্যাজ্যানুশাসনম্ ॥ ৩০ ॥

বক্তব্যং সর্ব্বং পিণ্ডীকৃত্যৈকোক্ত্যাহ ক্ষয়েতি। ক্ষয়োদয়ৌ জন্মমরণে দশা বাল্যাদ্যা দারিদ্র্যাদ্যাশ্চ তাসাং ধাত্রীম্। পর্য্যন্তে মরণোত্তরমপি নরকস্থাবরাদিগতিপরিতাপনশীলাম্। জগৎস্থষ্টিং জাগতীপ্রবৃত্তিম্ ॥ ২৪ ॥

অথবা অহিতস্য চিত্তস্য নানুশাসনং কার্য্যং কিন্তু বলান্নিগৃহ্য বিচারেণোচ্ছেদ এব কার্য্য ইত্যাশয়েনাহ করোমীতি। অনুশাসনং হিতোপদেশম্ ॥ ২৫ ॥

অথবা ন চিত্তোচ্ছেদেপি পৃথক্ যত্নঃ কার্য্যস্তস্য মূলাজ্ঞানান্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়িতয়া তদুচ্ছেদেনৈবোচ্ছেদঃ সাধ্য ইত্যাশয়েনাহ যাবদিতি ত্রিভিঃ ॥২৬॥ উত্তরৌ যাবত্তাবদিতি নিপাতৌ যাবাংস্তাবানিত্যর্থকৌ ॥ ২৭ ॥

তানবং বাসনাক্ষয়েণ সৌক্ষ্ম্যম্ ॥ ২৮ ॥

অবিবেকিনশ্চিত্তমনুশাসনাযোগ্যমেব বিবেকিনস্তু নশ্যদবস্থং নষ্টং বা তৎ স্থতরাং তথেত্যাশয়েনাহ অনুশাসনমিতি। নভসোবারিণঃ পবনস্য চ আহননৈস্তাড়নৈঃ সমং ব্যর্থমিতি যাবৎ ॥ ২৯ ॥

উক্তমেবানুবাদেনোপসংহরতি তস্মাদিতি ॥ ৩০ ॥

নির্ব্বিকল্পোঽস্মি চিদ্দীপো নিরহঙ্কারবাসনঃ।
ত্বয়াহঙ্কারবীজেন ন সম্বন্ধোঽস্ম্যসন্ময় ॥ ৩১ ॥
অয়ং সোঽহমিতি ব্যর্থং দুর্দ্দৃষ্টিরবলম্বিতা।
ত্বয়া মূঢ় বিনাশায় শঙ্কাবিষবিষূচিকা ॥ ৩২ ॥
অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য তন্বীতি মনসি স্থিতিঃ।
ন সম্ভবতি বিল্বান্তর্ব্বাসিতা দন্তীনোর্যথা ॥ ৩৩ ॥
মহাশ্বভ্রীব গম্ভীরা দুঃখদা বাসনাশ্রিতা।
ত্বয়ৈষা বত চিত্তেতি নৈনামনুসরাম্যহম্ ॥ ৩৪ ॥
কঃ কিলায়ং মুধা মোহো বালস্যেবাবিচারিণঃ।
অয়ং সোঽহমিতি ভ্রান্তিস্ত্বহন্তা পরিকল্পিতা ॥ ৩৫ ॥
পাদাঙ্গুষ্ঠাচ্ছিরোযাবৎ কণশঃ প্রবিচারিতম্।

আত্মনস্তদসম্বন্ধদর্শনমেব তত্ত্যাগ ইত্যাশয়েনাহ নির্ব্বিকল্প ইতি ॥ ৩১ ॥

মম কোঽপরাধো যেন মাং বিনাশায় পরিত্যজসীতি চেৎ দেহাদাবহন্তাদুর্দ্দৃষ্ট্যবলম্বনমেবেত্যাহ অয়মিতি। সা চ দুর্দৃষ্টিঃ শঙ্কাবিষপ্রযুক্তা বিষুচিকেব মিথ্যাহেতুকাপি মূঢ়ানাং বিনাশায়ৈব সম্পদ্যত ইত্যপরাধ ইত্যর্থঃ ॥৩২

কুতোমিথ্যাত্বমিতি চেদনুপপন্নত্বাদেবেত্যাহ অনন্তস্যেতি। ইতি এবংরূপে পরিচ্ছিন্নে মনসি তন্বী পরিচ্ছিন্না স্থিতির্দ্দেহাদ্যহংভাবেন স্থিতির্ন সম্ভবতি নোপপদ্যত ইত্যর্থঃ। বাসিতা করিণী দন্তী চ তয়োর্ব্বিল্বান্তঃস্থিতির্যথা ন সম্ভবতি তথেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

চিত্তস্য ত্যাজ্যত্বে হেত্বন্তরমপ্যাহ মহাশ্বভ্রীতি। হে চিত্ত ত্বয়া মহতী শ্বভ্রী জীর্ণকূপাদিরিব গম্ভীরা অদৃশ্যতলা কামক্রোধলোভাদিসর্পবৃশ্চিকপিশাচালয়ত্বাৎ দুঃখদা দুর্ব্বাসনৈব স্বালয়ত্বেনাশ্রিতা বতেতি খেদে। অহন্তু এনাং নানুসরামিতি তদনুসারিণং ত্বাং ত্যজামীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

কিঞ্চায়ং দেহঃ স আত্মাহমিতি ভ্রান্তিস্তু যা ত্বয়া অহন্তাপরিকল্পিতা অয়ং বালস্যেবাবিচারিণোমোহোঽবিচারিণোমম কঃ কিল ন কশ্চিদপীতি নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

তদ্ভ্রান্তিত্বমেব বিমৃশ্য বিশদয়তি পাদাঙ্গুষ্ঠাদিত্যাদিনা। কণশোবিবি-

ন লব্ধোঽসাবহং নাম কঃ স্যাদহমিতি স্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥
ভরিতাশেষদিক্কুঞ্জং যৎ স্যামেকং জগত্ত্রয়ে।
সম্বেদনমসম্বেদ্যং সর্ব্বত্র বিগতাত্মকম্ ॥ ৩৭ ॥
দৃশ্যতে যস্য নেয়ত্তা ন নাম পরিকল্পনা।
নৈকতা নান্যতৈবেহ ন মহত্তা ন চাণুতা ॥ ৩৮ ॥
বেদ তত্ত্বাং স্বসম্বেদ্যমাততং দুঃখকারণম্।
বিবেকজেন বোধেন তদিদং হন্যসে ময়া ॥ ৩৯ ॥
ইদং মাংসমিদং রক্তমিমান্যস্থীনি দেহকে।
ইমে তে শ্বাসমরুতঃ কোঽসাবহমিতি স্থিতঃ ॥ ৪০ ॥
স্পন্দোহি বাতশক্তীনামববোধোমহাচিতঃ।
জরা মৃতিশ্চ কায়েস্মিন্ কোঽসাবহমিতি স্থিতঃ ॥ ৪১ ॥
মাংসমন্যদসৃক্ চান্যদস্থীন্যন্যানি চিত্ত হে।
বোধোন্যঃ স্পন্দনঞ্চান্যৎ কোঽসাবহমিতি স্থিতঃ ॥ ৪২ ॥

চ্যেতি শেষঃ ॥ ৩৬ ॥

যদ্যহম্পদার্থো নাস্ত্যেব তর্হি কস্ত্বং তত্রাহ ভরিতেতি দ্বাভ্যাম্। ভরিতাশেষদিক্কুঞ্জং দিক্কৃতপরিচ্ছেদরহিতম্। একং বস্তু কৃতভেদরহিতম্। অসম্বেদ্যং ক্রমসম্বেদ্যাবস্থাত্রয়লক্ষণকালকৃতপরিচ্ছেদশূন্যম্। অতএব সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু প্রকারেষু বিগতোবস্তুন্তরাত্মা যস্য ঈদৃশং সম্বেদনমেবাহং স্যামিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ইয়ত্তা পরিচ্ছিন্নং রূপম্। একতা একত্বসঙ্খ্যা। অন্যতা তদন্যসঙ্খ্যা। মহত্তাণুতে পরিমাণে ॥ ৩৮ ॥

যতোঽহং সম্বেদনাত্মা তৎ তস্মাৎ সাক্ষিভূতেন স্বেন সম্বেদ্যং ত্বাং চিত্তং বেদ পশ্যামি। ততোদুঃখকারণত্বাদেব ইদং বক্ষ্যমাণং বিবেকমাদায় হন্যসে ॥ ৩৯ ॥

বিবেচনপ্রকারমেব দর্শয়তি ইদমিত্যাদিনা ॥ ৪০ ॥

স্পন্দাংশঃ সর্ব্বোঽপি বাতশক্তীনাং প্রাণানাম্। অববোধাংশস্তু মহাচিতঃ পরমাত্মনঃ। জরামৃতিশ্চেত্যেতে কায়কোটৌ ॥ ৪১ ॥

ইদং ঘ্রাণমিয়ং জিহ্বা ত্বগিয়ং শ্রবণে ইমে।
ইদং চক্ষুরসৌ স্পর্শঃ কোনাবহমিতি স্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥
যথাভূততয়া নাহং মনো ন ত্বং ন বাসনা।
আত্মা শুদ্ধচিদাভাসঃ কেবলোয়ং বিজৃম্ভতে ॥ ৪৪ ॥
অহমেবেহ সর্ব্বত্র নাহং কিঞ্চিদপীহ বা।
ইত্যেব সন্ময়ী দৃষ্টির্নেতরোবিদ্যতে ক্রমঃ ॥ ৪৫ ॥
চিরমজ্ঞানধূর্ত্তেন পোথিতোস্মি ত্বহন্তয়া।
বৃকেণ দৃপ্তেনাটব্যাং লব্ধেন পশুপোতকঃ ॥ ৪৬ ॥
দিষ্ট্যেদানীং পরিজ্ঞাতোমযৈষাজ্ঞানতস্করঃ।
পুনর্ন সংশ্রয়াম্যেনং স্বরূপার্থাপহারিণম্ ॥ ৪৭ ॥
নির্দুঃখদুঃখযোগ্যস্য নাহং তস্য ন চৈব মে।
কশ্চিদ্ভবতি শৈলস্য তংস্থ এব যথাম্বুদঃ ॥ ৪৮ ॥
ভূত্বা ত্বহমিদং বর্ম্ম বেদ্মি তিষ্ঠামি যামি চ।
আত্মাবলোকনেনাহমনহঙ্কারতাং গতঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্যদহম্পদার্থাদ্ব্যতিরিক্তম্ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

যথাভূততয়া পরমার্থতয়া বিচারে মনঃ অহং ন ন ত্বং চিৎ তমহং বাসনাপি নাহম্। আত্মাতু সর্ব্বদা অহন্তয়া ন স্পৃষ্ট ইত্যাহ আত্মেতি ॥ ৪৪ ॥

তস্মিন্নাত্মনি যদাধ্যারোপদৃষ্টিস্তদাহমেব সর্ব্বপ্রাণিস্থানমিতি সর্ব্বমেবাহম্। যদাপবাদদৃষ্টিস্তদা নাহং কিঞ্চিদপীতি নৈকদেহমাত্রপরিচ্ছিন্নাহং ভাবলক্ষণ ইতরোহঙ্কারক্রমোবিদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

অজ্ঞানলক্ষণেন ধূর্ত্তেন কিতবেনাহন্তয়া বঞ্চনয়া চিরং পোথিতঃ সংক্লেশিতোস্মি। লব্ধেনেতি ভাবে ক্তঃ। বিপ্রলম্ভেনেত্যর্থঃ। মৃগপোতক ইবেতি শেষঃ। লব্ধেবেতি পাঠঃ সাধুঃ। পোতকো বৎসঃ ॥ ৪৬ ॥

স্বং পারমার্থিকং যদ্রূপং তল্লক্ষণস্যার্থস্য ধনস্যাপহারিণম্ ॥ ৪৭ ॥

পরস্পরবিরুদ্ধস্বভাবয়োঃ সম্বন্ধোপি নাস্তি দূরে ঐক্যমিত্যাশয়েনাহ নির্দুঃখ ইতি। শৈলস্যাম্বুদো যথা কশ্চিদপি ন ভবতি তদ্বৎ ॥ ৪৮ ॥

যদি তে সর্ব্বথাহঙ্কারাদির্নাস্তি তর্হি কথং বচনাদিনা ব্যবহরসি তত্রাহ

নূনমেবাহমেবৈতে মন্যে জ্ঞাশ্চক্ষুরাদয়ঃ।
যান্তু তিষ্ঠন্তু বা দেহে মমৈতে তু ন কিঞ্চন ॥ ৫০ ॥
কষ্টং কোয়মহং নাম কথং কেনোপকল্পিতঃ।
জগদ্বালকবেতালস্তালোত্তালাতুলাকৃতিঃ ॥ ৫১ ॥
এতাবন্তং চিরং কালং ব্যর্থমালুঠিতোঽহবটে।
অহমত্র তৃণোন্মুক্তে তুরদ্রৌ হরিণোযথা ॥ ৫২ ॥
স্বার্থমালোকনে চক্ষুর্যদি তূন্মুখতাং গতম্।
তদহং নাম কোসৌ স্যাৎ যস্মিন্ দুঃখেন মোহিতঃ ॥৫৩॥
স্পর্শনায় নিজে তত্ত্বে যদি জাতা ত্বগুন্মুখী।
তৎ কোয়ং স্যাদহং নাম কুপিশাচ ইবোদিতঃ ॥ ৫৪ ॥
রসেম্বভিনিষঞ্জেস্মিন্ স্বক্রমে রসনেন্দ্রিয়ে।
অহং মৃষ্টভুগিত্যেষ কুতস্ত্যঃ কুৎসিতোভ্রমঃ ॥ ৫৫ ॥
শব্দশক্তিং গতে শ্রোত্রে বরাকে স্বার্থপীড়িতে।
তদহঙ্কারদুঃখস্য নির্ব্বীজস্য ক আগমঃ ॥ ৫৬ ॥
আত্মম্ভরিত্বেন নিজে ঘ্রাণে স্বং গন্ধমাগতে ॥

ভূত্বেতি। নট ইব তাৎকালিকেন তদ্ভাবকল্পনেনাহঙ্কারোভূত্বা ইদং ত্বদুপদেশবচনাদি বচ্মি চক্ষুরাদিনা বেদ্মি ॥ ৪৯ ॥

নূনং নিশ্চিতমেব মন্য ইমে চক্ষুরাদয়স্তত্ত্বতোঽহমেব। যদি মদ্ব্যতিরিক্তাস্তর্হ্যজ্ঞা জড়া দেহে তিষ্ঠন্তু যান্তু বা নৈতে মম কিঞ্চনেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

তালাদপ্যুত্তালা দীর্ঘা অতুলা আকৃতির্যস্য ॥ ৫১ ॥

ইদানীং প্রাক্তনীমবিচারদশামনুশোচতি এতাবন্তমিতি ॥ ৫২ ॥

ইদানীং প্রতীন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধমহম্প্রত্যয়াস্পদং মৃগয়তি স্বার্থমিত্যাদিনা ॥৫৩॥

নিজে তত্ত্বে বিষয়ে ॥ ৫৪ ॥

স্বক্রমে স্ববিষয়ে। সামান্যে একবচনং পদসংস্কারপক্ষাশ্রয়াৎ ॥ ৫৫ ॥

শব্দশক্তিং শব্দলক্ষণবিষয়ম্। স্বার্থঃ শ্রবণতৃষ্ণা তেন পীড়িতে বশীকৃতে। আগমঃ প্রসঙ্গঃ ॥ ৫৬ ॥

অহং ভ্রাতেতি যোমাতা তং চৌরং নৈব বেদ্ম্যহম্ ॥৫৭॥
মৃগতৃষ্ণাক্রমেণৈষা ভাবনা ব্যর্থভাবিনী।
ভাবস্তস্যামসত্যায়াং যঃ সোয়মিতি সম্ভ্রমঃ ॥ ৫৮ ॥
বাসনাহীনমপ্যেতচ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ৈঃ স্বতঃ।
প্রবর্ত্ততে বহিঃ স্বার্থে বাসনা নাত্র কারণম্ ॥ ৫৯ ॥
বাসনারহিতং কর্ম্ম ক্রিয়তে ননু চিত্ত হে।
কেবলং নানুভূয়ন্তে সুখদুঃখদৃশোগ্রগাঃ ॥ ৬০ ॥
তস্মাৎ মূর্খাণীন্দ্রিয়াণি ত্যক্ত্বান্তর্ব্বাসনাং নিজাম্।
কুরুধ্বং কর্ম্ম হে সর্ব্বং ন দুঃখং সমবাপ্স্যথ ॥ ৬১ ॥
ভবদ্ভিরেব দুঃখায় বাসনাবাসিতা মুধা।
বালৈঃ পঙ্কক্রীড়নকং বিনাশেনেব খিন্নতা ॥ ৬২ ॥
বাসনাদ্যা দৃশঃ সর্ব্বা ব্যতিরিক্তাস্তু নাত্মনঃ।

আত্মম্ভরিতয়া স্বোদরপূরকতয়া গচ্ছেনেতি যাবৎ। মাতাত্র অভিমন্তা ॥৫৭॥

এষা উক্তস্থলেষু প্রসিদ্ধা ভাবনা অহন্তাকল্পনা। তস্যাং ভাবনায়ামসত্যায়াং নির্ব্বিষয়ায়াং সত্যাময়ং দেহ সঃ অহমিতি ভাবঃ স ভ্রমোভ্রান্তিরেবেতি সর্ব্বথা দেহাহম্ভাববাসনা ত্যাজ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

ননু বাসনাভাবে বাহ্যপ্রবৃত্তীনাং সর্ব্বথোপরমঃ স্যাদিতি জীবনমেব পুরুষস্য ন স্যাৎ তত্রাহ বাসনাহীনমপীতি। এতৎ শরীরং স্বার্থে জীবনহেতৌ কর্ম্মণি বাসনাহীনমপি প্রবর্ত্ততে। দামব্যালকটানাং প্রাগ্ যুদ্ধাদিপ্রবৃত্তিবর্ণনাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥

যদি প্রবর্ত্ততে তর্হি তৎপ্রযুক্তং দুঃখমপি ভবিষ্যত্যেবেতি বাসনাত্যাগাৎ কোগুণস্তত্রাহ বাসনেতি। তাৎকালিকভোগাভাসে অহং দুঃখীতি নাভিমানঃ অগ্রগাঃ ভাবিন্যস্তু সুখদুঃখদৃশোনানুভূয়ন্ত ইতি তৎপ্রযুক্তা শোকমোহভয়বিষাদচিন্তোদ্বেগাদিসর্ব্বসন্তাপশান্তিরেবাস্য গুণ ইতি ভাবঃ ॥ ৬০ ॥

ইদানীমিন্দ্রিয়াণি সম্বোধ্যামুমর্থং বিবিচ্যোপদিশতি তস্মাদিত্যাদিনা ॥৬১॥

বালৈঃ প্রথমং পঙ্কক্রীড়নকমিব পশ্চাৎ তদ্বিনাশেন খিন্নত্বেব চ ভবদ্ভির্ব্বিষয়ার্জ্জনে তদ্বিনাশে চ দুঃখায়ৈব ভোগবাসনাহজ্ঞাননিবাসিতেত্যর্থঃ ॥৬২॥

জলাদিব তরঙ্গাদ্যা জ্ঞস্যৈবান্যস্য নানঘ ॥ ৬৩ ॥
তৃষ্ণয়ৈব বিনষ্টাঃ স্থঃ ব্যর্থমিন্দ্রিয়বালকাঃ।
কোশকারকুক্রময়স্তন্তুনেব স্বয়ং ভুবা ॥ ৬৪ ॥
তৃষ্ণয়ৈবেহ লুঠথ জরামরণসঙ্কটে।
ভ্রমদৃষ্ট্যেব শিখরি-পথিকাঃ শ্বভ্রভূমিষু ॥ ৬৫ ॥
বাসনৈবেহ ভবতাং হেতুরেকত্র বন্ধনে।
রজ্জুঃ শূন্যাশয়প্রোতা মুক্তানামাততা যথা ॥ ৬৬ ॥
কল্পনামাত্রকলিতা সত্যৈষা হি ন বস্তুতঃ।
অসঙ্কল্পনমাত্রেণ দাত্রেণেব বিলূয়তে ॥ ৬৭ ॥
এষা হি ভবতামেব বিমোহায় ক্ষয়ায় চ।
বাতলেখেব দীপানাং স্ফুরতামপি তেজসাম্ ॥ ৬৮ ॥

হে চিত্ত সর্বেন্দ্রিয়কোষ তস্মাৎ
সর্বেন্দ্রিয়ৈরৈক্যমুপেত্য নূনম্।

অতএব বিদুষামজ্ঞানবাধিতাঃ সহ স্বকার্য্যৈঃ শুদ্ধাত্মৈব সম্পন্না ইতি ন পৃথক্ সন্তীত্যাহ বাসনাদ্যা ইতি। আদ্যপদেন তৎকার্য্যরাগপ্রবৃত্ত্যাদি-গৃহ্যতে। জ্ঞস্যৈব তা ন সন্তি নান্যস্যাজ্ঞস্যেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

অতএবাজ্ঞেস্তৃষ্ণয়ৈবেন্দ্রিয়াণি নাশিতানীত্যাহ তৃষ্ণয়েবেতি। স্বয়ম্ভুবা স্বত এবোদ্ভূতয়া ॥ ৬৪ ॥

ইহ অধঃ সংসারশিলাকণ্টকভুবি লুঠথ। যথা শিখরিপথিকাঃ পর্ব্বত-শিখরে গচ্ছন্তঃ পিত্তবশাদ্ভ্রমন্ত্যা দৃষ্ট্যা শিখরাৎ পতিতা অধো বিষমেষু লুঠন্তি তদ্বৎ ॥ ৬৫ ॥

যথা মুক্তানাং শূন্যে ছিদ্রিতে আশয়ে গর্ভে প্রোতা আততা দীর্ঘা রজ্জুস্তন্তুর্বন্ধনে হেতুস্তদ্বৎ ॥ ৬৬ ॥

কল্পনা ভ্রান্তিস্তন্মাত্রেণ কলিতা সম্পাদিতা। এষা বাসনা ॥ ৬৭ ॥

ভবতাং চিত্তেন্দ্রিয়াণাম্। বর্দ্ধমানা বিমোহায়। ক্ষয়ায় মরণাদিদুঃখায়। স্ফুরতাং তেজসামুল্কাবিদ্যুদাদীনামপি ॥ ৬৮ ॥

তস্মাৎ উক্তহেতোঃ সর্বেন্দ্রিয়াণাং কোষবদাধার হে চিত্ত ত্বং সর্বে-

আলোক্য চাত্মানমসৎস্বরূপং
নির্ব্বাণমেবামলবোধমাস্ব ॥ ৬৯ ॥
বিষয়বিষবিষূচিকামনন্তাং
নিপুণমহং স্থিতিবাসনামপাস্য।
অভিমতপরিহারমন্ত্রযুক্ত্যা
ভব বিভবোভগবান্ ভিয়ামভূমিঃ ॥ ৭০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে উদ্দালকবিচারোনাম
দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

স্ত্রিয়ৈঃ সহ ঐক্যমৈকমত্যামুপেত্য নূনং নিশ্চয়েনাত্মানং স্বমসৎস্বরূপং মিথ্যাভূতমিত্যালোক্য স্বসাক্ষিনির্ব্বাণামলবোধমাত্রং তত্ত্বতোভূত্বা আস্ব ন ভূয়শ্চিত্তরূপমাদৎস্বেত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞাভিমতা যে দ্বৈতবাসনাপরিহারাস্তল্লক্ষণয়া অভিলষিত-বিষয়ত্যাগলক্ষণয়া মন্ত্রযুক্ত্যা অনন্তামসত্যাদুঃখামহংস্থিতিরহঙ্কারস্তদ্বাসনালক্ষণাং বিষমবিষসদৃশাজ্ঞানপ্রযুক্তাং বিষূচিকাং নিপুণমপাস্য বিভবোবিসংসারঃ সন্ ভিয়াং মরণাদিসর্ব্বভয়ানামভূমিরনাস্পদং ভগবান্ পূর্ণানন্দাত্মৈব ভবেত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

-০()০()০-

উদ্দালক উবাচ।

অপারপর্য্যন্তবপুঃ পরমাণ্ণুরেব চ।
চিদচেত্যা তদাক্রান্তৌ ন শক্তা বাসনাদয়ঃ ॥ ১ ॥
মনঃ শেমুষ্যহঙ্কারপ্রতিবিম্বৈর্জ্জড়েন্দ্রিয়ৈঃ।
বাসনা বিততাঃ শূন্যা বেতালত্রাসনোদ্যতাঃ ॥ ২ ॥
তৎকৃতেভ্যোবিচারেভ্যো হনুভূতেভ্যোপি ভূরিশঃ।
ভূয়োপ্যনুভবত্যন্তরহং হি চিদলেপিকা ॥ ৩ ॥

বাসনাভিরলেপিত্বমহঙ্কারেণ চাত্মনঃ।
শরীরমনসোর্ব্বৈরমিত্যাদ্যত্রোপপাদ্যতে ॥ ১ ॥

পরিচ্ছিন্নস্তিলাদিঃ কুসুমাদিভির্ব্বাস্যতে আত্মচিৎ তু ন বিদ্যতে পারম্পরাবধিঃ পর্য্যন্তাঃ পূর্ব্বপশ্চিমপার্শ্বাবধয়শ্চ যস্যাস্তথাবিধস্বরূপা। তথা স্থূলাঃ পৃথিব্যপ্তেজোবায়বঃ কস্তূর্য্যাদিনা বাস্যন্তে চিত্তুপরমাণোরপঞ্চীকৃতাকাশাদব্যাকৃতাকাশাচ্চাণুঃ সূক্ষ্মতমা অতস্তস্যা আক্রান্তৌ ঈষদপি স্পর্শে বাসনাদয়োন শক্তা ইত্যর্থঃ। সাক্ষাৎ তৎস্পর্শাশক্তাবপি তচ্চেত্যস্পর্শদ্বারা তৎসম্বন্ধপ্রসক্তিশঙ্কাবারণায় বিশিনষ্টি অচেত্যেতি ॥ ১ ॥

নন্থ ত্বদপ্রকাশিতবিষয়ে বাসনোদয়াদর্শনাৎ ত্বয়ৈব বিততাস্তাঃ কথং ত্বদস্পর্শিন্যস্তত্রাহ মন ইতি। নমযাতাঃ বিততাঃ কিন্তু জড়েন্দ্রিয়ৈরুপাত্তানাং বিষয়াণাং শেমুষ্যাং বুদ্ধৌ অহঙ্কারে চ চিৎপ্রতিবিম্বৈর্হেতুভিস্তৎসূক্ষ্মাবস্থারূপা অতএব শূন্যা অসদ্রূপা অপি বেতালা ইব ত্রাসনোদ্যতা বাসনা বিততা বিস্তারিতা মনঃ অনুভবতীতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ২ ॥

জাগরে ভূরিশঃ কৃতেভ্যোবিষয়বিচারেভ্যোহনুভূতেভ্যশ্চ বিষয়েভ্যোভূয়োপি স্বপ্নেহন্তর্নাড়ীচ্ছিদ্রান্তর্ব্বাসনাময়ানেব বিষয়ান্ তৎ মনঃ অনুভবতি।

স্বদুর্ভাবোপরচিতাং দেহঃ সংসারসংস্থিতিম্ ।
গৃহ্ণাত্বথ ত্যজতু বাপ্যহং হি চিদলেপিকা ॥ ৪ ॥
চিতোন জন্মমরণে সর্ব্বগায়াশ্চিতঃ কিল ।
কিং নাম ম্রিয়তে জন্তুর্ম্মার্য্যতে কেনবাপি কিম্ ॥ ৫ ॥
চিতোন জীবিতেনার্থঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজীবিতম্ ।
কিং প্রাপ্স্যতি কদাত্মৈষা প্রায়তা যদি জীবিতম্ ॥ ৬ ॥
জীব্যতে ম্রিয়তে চেতি কুবিকল্পকমালিনী ।
কলনা মনসামেব নাত্মনোবিমলাত্মনঃ ॥ ৭ ॥
যোহ্যহম্ভাবতাং প্রাপ্তো ভাবাভাবৈঃ স গৃহ্যতে ।
আত্মনোনাস্ত্যহম্ভাবো ভাবাভাবাঃ কুতোস্য তে ॥ ৮ ॥

ন চ বুদ্ধ্যাহঙ্কারকৃতেন মনোমুভূতেন বা মম লেপঃ। হি যস্মাদলেপিকা চিদেবাহং ন মন আদি সঙ্ঘাতাত্মেত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। "স যত্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ" ইতি ॥ ৩ ॥

এবং স্থূলদেহকৃতেনাপি ন লেপ ইত্যাহ স্বদুর্ভাবেতি। দুর্ভাবা দুশ্চেষ্টাস্তৈরুপরচিতাম্ ॥ ৪ ॥

অতএব জন্মমরণে অপি যস্য নস্ত ইত্যাহ চিত ইতি। সর্ব্বগত্বাচিত্বাচ্চেতি হেতুগর্ভে বিশেষণে ইতি দ্যোতনায় কিলেতি নিপাতঃ। অবিনাশ্যদ্বিতীয়াত্মদর্শনে বধ্যঘাতকবুদ্ধিনির্ব্বিষয়ৈব সম্পদ্যত ইত্যাত্যন্তিকাভয়সিদ্ধিরিত্যাশয়েনাহ কিং নামেতি ॥ ৫ ॥

যস্য হি জীবিতেনার্থাস্তস্য মরণাৎ ভয়ং স্যাৎ ন ত্বসৌ চিত ইত্যাহ চিত ইতি। যতঃ সর্ব্বাত্মা চিদেব সর্ব্ববস্তূনাং জীবিতম্। এবমস্যাঃ সর্ব্বদেশকালবস্তুষু প্রায়তা বিস্তৃতা স্বরূপচিদেব যদি জীবিতং তদা তেন জীবিতেন কদা কিমন্যদপ্রাপ্তং প্রাপ্স্যতি যদর্থং তদিচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

মরণজীবনয়োর্ম্মনঃকল্পনামাত্রত্বাদপি ন তদ্দ্বেষবাঞ্ছাপ্রসক্তিরিত্যাহ জীব্যত ইতি ॥ ৭ ॥

যোহি দেহাহম্ভাবতাং প্রাপ্তঃ স দেহভাবাভাবরূপৈর্জ্জন্মমরণৈর্গৃহ্যতে ॥৮॥

অহম্ভাবোমুধা মোহো মনশ্চ মৃগতৃষ্ণিকা।
জড়ঃ পদার্থসম্ভারঃ কস্যাহঙ্কারভাবনা॥ ৯॥
রক্তমাংসময়োদেহো মনোনষ্টং বিচারণাৎ।
জড়াশ্চিত্তাদয়ঃ সর্ব্বে কুতোহম্ভাবভাবনা॥ ১০॥
আত্মম্ভরিতয়া নিত্যমিন্দ্রিয়াণি স্থিতান্যলম্।
পদার্থাশ্চ পদার্থত্বে কুতোহম্ভাবভাবনা॥ ১১॥
গুণা গুণার্থে বর্ত্তন্তে প্রকৃতৌ প্রকৃতিঃ স্থিতা।
সদেব সতি বিশ্রান্তং কুতোহম্ভাবভাবনা॥ ১২॥
সর্ব্বগং সর্ব্বদেহস্থং সর্ব্বকালময়ং মহৎ।
কেবলং পরমাত্মানং চিদাত্মৈবেহ সংস্থিতঃ॥ ১৩॥
এবং কিমাকৃতিঃ কোবা কিমাদেশশ্চ কিং কৃতঃ।
কিং রূপঃ কিংময়ঃ কোহং কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিম্॥১৪

দেহাহম্ভাবনা কিমহঙ্কারস্য উত মনস উত পদার্থবর্গস্য তত্রাদৌ ন প্রমাণবেদ্যাবিত্যসদ্রূপৌ পদার্থাস্বত্যন্তজড়া নাভিমানযোগ্যা ইতি নির্ব্বিষয়া নিরাশ্রয়া চ সেত্যাহ অহম্ভাব ইতি অহম্ভাবোহঙ্কারঃ॥ ৯॥

উক্তমেবার্থং ভঙ্গ্যন্তরেণ বিস্তরেণাহ রক্তেত্যাদিনা॥ ১০॥

আত্মম্ভরিতয়া স্বস্ববিষয়মাত্রব্যাপৃততালক্ষণস্বোদরমাত্রপূরকতয়া নাহঙ্কারপুষ্টিলক্ষণপরোপকারিতয়েত্যর্থঃ। পদার্থত্বে পদার্থস্বরূপে॥ ১১॥

গুণাঃ সত্ত্বাদয়োগুণানামর্থে প্রকাশপ্রবৃত্তিমোহ লক্ষণে স্বব্যাপারে। প্রকৃতৌ গুণসাম্যাবস্থালক্ষণে স্বভাবে প্রকৃতিঃ প্রধানাখ্যা মায়া। সৎ ব্রহ্ম সতি স্বাত্মভূতে মৎস্বভাবে এব বিশ্রান্তম্॥ ১২॥

ইহাস্মিন্ দেহে যশ্চিদাত্মা সোপি সর্ব্বগত্বাদিবিশেষণং পরমাত্মানমেবাহমিতি সন্ধায় স্থিতঃ। সোপি নাহঙ্কারাস্পদমিত্যর্থঃ॥ ১৩॥

এবং সতি অহমিত্যেতদ্দেহমাত্রাভিমানী কিমাকৃতিঃ কিংজাতীয়ঃ কীদৃশসংস্থানোবা তত্বতঃ কোবা কিমাদেশঃ ক ইতি নির্দ্দেশার্হঃ কেন হেতুনা বা কৃতঃ কিংবর্ণঃ কস্য বিকারঃ। তত্ত্বাবেন কিম্বা গৃহ্ণামি অতত্ত্বাবেন কিং বা ত্যজামি॥ ১৪॥

তেনাহং নাম নেহাস্তি ভাবাভাবোপপত্তিমান্।
অনহঙ্কাররূপস্য সম্বন্ধঃ কেন মে কথম্ ॥ ১৫ ॥
অসত্যলমহঙ্কারে সম্বন্ধঃ কস্য কেন কঃ।
সম্বন্ধাভাবসংসিদ্ধৌ বিলীনা দ্বিত্বকল্পনা ॥ ১৬ ॥
এবং ব্রহ্মাত্মকমিদং যৎকিঞ্চিৎ জগতি স্থিতম্।
যদেবাস্মি তদেবাস্মি পরিশোচামি কিং মুধা ॥ ১৭ ॥
একস্মিন্নেব বিমলে পদে সর্ব্বগতে স্থিতে।
অহঙ্কারকলঙ্কস্য কথং নামোদয়ঃ কুতঃ ॥ ১৮ ॥
নাস্ত্যেব হি পদার্থশ্রীরাত্মৈবাস্তীহ সর্ব্বগঃ।
পদার্থলক্ষ্ম্যাং সত্যাঞ্চ সম্বন্ধোঽস্তি ন কস্যচিৎ ॥ ১৯ ॥
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ৈরঙ্গৈর্ম্মনোমনসি বল্গতি।
চিদলিপ্তবপুঃ কেন সম্বন্ধঃ কস্য কিং কথম্ ॥ ২০ ॥
উপলায়ঃশলাকানাং সম্বন্ধোন যথা মিথঃ।

অতোনির্ব্বক্রমযোগ্যত্বাৎ মিথ্যৈবাহঙ্কার ইতি নাত্মনস্তৎসম্বন্ধ ইত্যাহ তেনেতি। ভাবত্বে অভাবত্বে বা উপপত্তিমান্ ॥ ১৫ ॥

দ্বিত্বকল্পনাত্বমহমিতি দ্বৈবিধ্যকল্পনা ॥ ১৬ ॥

এবং সদ্বস্তুব্যতিরিক্তেদং পদার্থপরিমার্গেণেপি তস্য মিথ্যাত্বমেব পর্য্যবস্যতীতি সদ্ব্রহ্মাদ্বৈতসাম্রাজ্যং প্রতিষ্ঠিতমিতি ন শোকস্যাবকাশ ইত্যাহ এবমিতি ॥ ১৭ ॥

সদদ্বৈতসিদ্ধিবলাদপ্যহঙ্কারোনিরসিতুং শক্য ইত্যাশয়েনাহ একস্মিন্নিতি॥১৮

অস্তু বা পদার্থলক্ষ্মীস্তথাপি সম্বন্ধোঽত্র্ক্বচ ইতি ন তৎসাধকপ্রমাণাদিপ্রসরাৎ তৎসিদ্ধিরিতি প্রৌঢ়িং নিদর্শয়ন্নাহ পদার্থলক্ষ্ম্যামিতি ॥ ১৯ ॥

অসম্বন্ধমেবোপপাদয়তি ইন্দ্রিয়ৈরিতি। অঙ্গৈঃ স্বাবয়বত্বেন কল্পিতৈরিন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈর্ম্মনোমনস্যেব স্বপ্নবৎ বল্গতি ন বাহ্যার্থাৎ প্রাপ্তুং ক্ষমতে। চিত্তু ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বাহ্যার্থৈশ্চ অলিপ্ততনুরসঙ্গস্বভাবা। এবঞ্চ কস্য কেন সহ সম্বন্ধঃ কথং বা কেন বা সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তথৈকত্রাপি দৃষ্টানাং দেহেন্দ্রিয়মনশ্চিতাম্ ॥ ২১ ॥
অসদভ্যুত্থিতে ব্যর্থমহঙ্কারমহাভ্রমে।
মমেদমিদমস্যেতি বিপর্য্যস্তমিদং জগৎ ॥ ২২ ॥
অতত্ত্বালোকজাতেয়মহঙ্কারচমৎকৃতিঃ।
তাপেন হিমলেখেব তত্ত্বালোকে বিলীয়তে ॥ ২৩ ॥
আত্মনোব্যতিরেকেণ ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি মে তত্ত্বমেতত্তদ্ভাবয়াম্যহম্ ॥ ২৪ ॥
অহঙ্কারভ্রমস্যাস্য জাতস্যাকাশবর্ণবৎ।
অপুনঃস্মরণং মন্যে নূনং বিস্মরণং বরম্ ॥ ২৫ ॥
সমূলং সম্পরিত্যজ্য চিরায়াহঙ্কৃতিভ্রমম্।
তিষ্ঠাম্যাত্মনি শান্তাত্মা শরৎখং শরদীব খে ॥ ২৬ ॥
দদাত্যনর্থনিচয়ং বিস্তারয়তি দুষ্কৃতম্।
বিস্তারয়তি সন্তাপমহন্তাবোনুসংহিতঃ ॥ ২৭ ॥
স্ফুরত্যহঙ্কারঘনে হৃদ্ব্যোম্নি সলিলাত্মনি।
বিকসত্যভিতঃ কায়-কদম্বে দোষমঞ্জরী ॥ ২৮ ॥
মরণং জীবিতোপান্তং জীবিতং মরণান্তগম্।

অসম্বন্ধে দৃষ্টান্তমাহ উপলেতি ॥ ২১ ॥

কুতস্তর্হি লৌকিকানাং মমেদং ধনমিত্যাদিব্যবহারস্তত্রাহ অসদিতি। বিপর্য্যস্তং ভ্রান্তম্ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

ইতি মে মম প্রতীচস্তত্ত্বং যদনুভবসিদ্ধং বা তত্ত্বম্ ॥ ২৪ ॥

ইদানীমহঙ্কারমার্জ্জনোপায়মাহ অহঙ্কারেতি। প্রাগ্‌ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২৫ ॥

শরৎখং শরদি খে নির্ম্মলে স্বস্বভাব ইব ॥ ২৬ ॥

সতি তস্মিন্ কা ক্ষতিস্তামাহ দদাতীত্যাদিনা ॥ ২৭ ॥

সলিলাত্মনি দুর্ব্বাসনাসলিলগর্ভে ॥ ২৮ ॥

মরণং মরণাদিপারলৌকিকদুঃখম্। জীবিতং পুনর্জ্জন্ম তদুপান্তং তদবধিকম্। এবং জীবিতমৈহিকদুঃখং মরণান্তগং মরণাবধিকম্। তাবোভোগ্য-

ভাবোভাবাৎ ব্যবচ্ছিন্নঃ কষ্টেয়ং দুঃখবেদনা ॥ ২৯ ॥
ইদং লব্ধমিদং প্রাপ্স্যামীত্যার্ত্তির্দ্দাহকারিণী।
ন শাম্যত্যর্করত্নানাং গ্রীষ্মেগ্নিরিব দুর্দ্ধিয়াম্ ॥ ৩০ ॥
নাস্তীদমিদমস্তীতি চিন্তা ধাবত্যহঙ্কৃতিম্।
জড়াশয়া জড়ামভ্রমালাশৈলাবলীমিব ॥ ৩১ ॥
অহম্ভাবে পরিক্ষীণে শুষ্কঃ সংসারপাদপঃ।
ভূয়ঃ প্রযচ্ছত্যরসো ন পাষাণবদঙ্কুরম্ ॥ ৩২ ॥
স্বতৃষ্ণাকৃষ্ণভোগিন্যো দেহদ্রুমকৃতালয়াঃ।
ক্বাপি যান্তি বিচারাত্মন্যাগতে বিনতাত্মজে ॥ ৩৩ ॥
অসদভ্যুত্থিতে বিশ্বে তজ্জাতে ভ্রমসন্ময়ে।
অসন্ময়পরিস্পন্দে ত্বহং ত্বং চেতি কঃ ক্রমঃ ॥ ৩৪ ॥
ইদং জগদুদেত্যাদা বকারণমকারণাৎ।
যদকারণমুদ্ভূতং তৎ সদিত্যুচ্যতে কথম্ ॥ ৩৫ ॥

বর্গঃ অভাবান্নাশাৎ ব্যবচ্ছিন্নঃ খণ্ডিতঃ ॥ ২৯ ॥

অর্করত্নানাং সূর্য্যকান্তমণীনাং গ্রীষ্মকালে অগ্নিরিব ন শাম্যতি নিত্যমুদ্ভবত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

জড়াশয়া জড়াশ্রয়া জলাশ্রয়া চ। ধাবত্যনুসরতি। শৈলাবলীপক্ষে জড়াং গুরুতরাম্ ॥ ৩১ ॥

ন প্রযচ্ছতি ন জনয়তি। যতঃ অরসঃ রাগলক্ষণাঙ্কুরজননশক্তিশূন্যঃ অতএব পাষাণতুল্যঃ ॥ ৩২ ॥

বিচারাত্মনি বিচাররূপে। বিনতাত্মজে গরুড়ে ॥ ৩৩ ॥

অসতোমিথ্যাভূতাদজ্ঞানাদভ্যুত্থিতে অতএব ভ্রমাদধ্যাসাদেব সন্ময়ে।

বিশ্বস্যাসত্বেপি তৎপ্রযুক্তোব্যবহারঃ সত্যঃ স্যাদিত্যত আহ অসন্ময়পরিস্পন্দে ইতি। ভেদব্যবহারমাত্রস্যাসন্ময়ত্বে ত্বমহমিতি ক্রমোভেদব্যবহারোপি কঃ ॥ ৩৪ ॥

অতএবাকারণং সত্যপ্রয়োজনশূন্যমেব অকারণাৎ কারণত্বানর্হাদেব অজ্ঞা-

অপর্য্যন্তপুরাকালে মৃদি কুম্ভ ইবাকৃতিঃ।
দেহোভবদিদানীন্তু তথৈবাস্তি ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥
মধ্যেতরপয়োমাত্রং কঞ্চিৎ কালং চলাচলম্।
আদ্যন্তসৌম্যতে ত্যক্ত্বা বারিবীচিতয়া যথা ॥ ৩৭ ॥
অস্মিন্ ক্ষণপরিস্পন্দে দেহে বিসরণোন্মুখে।
তরঙ্গে চ নিবদ্ধাস্থা যে হতাস্তে কুবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
প্রাক্পুরস্তাচ্চ সর্ব্বাণি সন্তি বস্তূনি নাভিতঃ।
মধ্যে স্ফুটত্বমেতেষাং কৈবাস্থা হতরূপিণী ॥ ৩৯ ॥
চিত্তং পূর্ব্বং পুরস্তাচ্চ চিদ্দেহং শান্তমিত্যপি।
সদসৎ বা খসংলীনং মধ্যেস্মিন্ কিং তবোদিতম্ ॥ ৪০ ॥

নাহংদেতি। ততঃ কিং তত্রাহ নদিতি ॥ ৩৫ ॥

এবঞ্চোৎপত্তেঃ পুরোদেহাদের্যাদৃশী স্থিতিস্তাদৃশ্যেব সর্ব্বদেতি সিদ্ধমিত্যাহ অপর্য্যন্তেতি। মৃদি কুম্ভরূপা আকৃতিঃ সংস্থানং ইব। তুশব্দোঽপ্যর্থে॥৩৬॥

উক্তেঽর্থে দৃষ্টান্তমাহ মধ্যেতি। যথা বারিমধ্যে তরয়োঃ পূর্ব্বোত্তরকালয়োরবিকৃতপয়োমাত্রং মধ্যে তু কঞ্চিৎ কালং চলাচলং চঞ্চলং সদাদ্যন্তয়োঃ পূর্ব্বোত্তরকালয়োঃ প্রসিদ্ধে সৌম্যতে ত্যক্ত্বা বীচিতয়া স্থিতং বার্য্যেব ন বস্ত্বন্তরং তদ্বৎ দেহাদ্যপি কালত্রয়েপি ব্রহ্মৈব ন বস্ত্বন্তরমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ক্ষণপরিস্পন্দে অস্মিন্ দেহে বিসরণোন্মুখে তরঙ্গে চ যে অহংত্বেন নিবদ্ধাস্থাস্তে কুবুদ্ধয়স্তন্নাশেনৈব হতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

দেশতঃ পরিচ্ছিন্নত্বাদপি দেহাদিবস্তুষু নাস্থা যুক্তেত্যাহ প্রাগিতি। মধ্যে স্বাধিকরণবিতস্ত্যাদিমিতশেষমাত্রে স্ফুটত্বং বিদ্যমানতয়া প্রতীয়মানত্বং তদপি কাৎস্ন্যৈকদেশাভ্যাং বিকল্প্য বিমর্শে দুর্ব্বচমেবেতি তত্রাপি নির্ব্বিষয়ত্বাৎ হতরূপিণী আস্থা কৈব অনুচিতৈবেতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

উক্তং ন্যায়ং লিঙ্গেপি দর্শয়ংস্তস্যাপি তথাত্বমাহ চিত্তমিতি। চিত্তং চিত্তোপলক্ষিতং লিঙ্গং স্বোৎপত্তেঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বকালে পুরস্তাৎ পুরোদেশে চ চিদ্দেহং স্বসাক্ষিচিন্মাত্রস্বভাবম্। এবং উত্তরকালে দেশান্তরে চ শান্তং নষ্টং ইতি অনয়ৈব দেশতঃ পরিচ্ছিন্নমপি খে সংলীনমিবাত্যন্ততিরোহিতং

যথা স্বপ্নবিকারেষু যথা সম্ভ্রমদৃষ্টিষু।
যথা বা মদলীলাসু যথা নৌযানসম্ভ্রমে ॥ ৪১ ॥
যথা ধাতুবিকারেষু যথা চেন্দ্রিয়বিপ্লবে।
যথাতিসম্ভ্রমানন্দে দোষাবেশদশাসু চ ॥ ৪২ ॥
দৃশ্যতে ক্ষীয়তে চৈব রূপং সদসতোশ্চলম্।
তথৈবেয়মিহ ত্বেষা কালেন্যূনাতিরিক্ততা ॥ ৪৩ ।
সা চ ত্বয়া কৃতা নিত্যং চিত্তদুঃখসুখোদয়ে।
যথা বিয়োগযামিন্যো মতয়োঽহন্তি রাগিণম্ ॥ ৪৪ ॥
ময়ৈবেহাসদভ্যাসান্মিথ্যা সদিব লক্ষ্যসে।
মৃগতৃষ্ণেব তেনৈতৎ ত্বংকৃতং মৎকৃতং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

সদসদ্বেতি দুর্ব্বচম্। এবম্বিধং চিত্তং মধ্যে সাম্প্রতমেতদ্দেশে সদ্ব্যতিরিক্তং কিমুদিতং ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

যদি স্থূলসূক্ষ্মদেহাদ্যসদেব কীদৃশস্তর্হি তৎপ্রতিভাসস্তত্রাহ যথেত্যাদিনা। সম্ভ্রমা ব্যাঘ্রচোরাদিভয়ানি তদ্দৃষ্টিষু অসৎস্বপি ব্যাঘ্রাদিষু সর্ব্বত্র ব্যাঘ্রাদি-শঙ্কা ভবতি তদ্বৎ ॥ ৪১ ॥

ধাতুবিকারেষু বাতপিত্তাদিসন্নিপাতেষু চক্ষুরাদীন্দ্রিয়স্য তিমিরাদৌ বিপ্লবে দোষে দ্বিচন্দ্রাদিভ্রমে অতিসম্ভ্রমহেতৌ অতিপ্রিয়তমলাভাদিপ্রযুক্তে আনন্দে বিধুরাদীনাং কামাদিদোষাবেশদশাসু চ যথা সদসতোর্ভাবাভাবয়োরূপং চলং প্রতীতিকালমাত্রস্থায়ি কিঞ্চিৎ কামিন্যাদিরূপং দৃশ্যতে ঝটিত্যেব বাধাৎ ক্ষীয়তে চ তথৈব এষা ভ্রান্তিরিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৪২ ॥

যোবিশেষস্তমাহ ইহ স্থিতি। স্বপ্নাদয়োঽল্পকালাঃ জগদ্ভ্রমস্তু যাবন্মোক্ষ-মিতি কালে ন্যূনাতিরিক্তৈব বিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

হে চিত্ত সা কালে ন্যূনাতিরিক্ততা ত্বয়া ব্যবহারিকবস্তুষু সত্যতা ভ্রান্ত্যা বিয়োগসংযোগাভ্যাং নিত্যং দুঃখসুখয়োরুদয়ে নিমিত্তভূতা কৃতা সতী ত্বাং হন্তী পীড়য়তি। যথা অসত্যাপি ভার্য্যাপুত্রাদিমরণে প্রতারকবাক্যাদুৎ-পন্নাস্তন্মরণমতয়স্তৎকল্পিতবিয়োগযামিন্যশ্চ রাগিণং ঘ্নন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

অথবা নায়ং তবাপরাধঃ কিন্তু মমাহন্তাবাভ্যাসিনো মমৈবাপরাধো

যদিদং কিঞ্চিদাভোগি তৎ সর্ব্বং দৃশ্যমণ্ডলম্।
অবস্থিতি বিনির্ণীয় মনোযাত্যমনঃপদম্ ॥ ৪৬ ॥
অবস্থিদমিতি স্ফারে রূঢ়ে মনসি নিশ্চয়ে।
হেমন্ত ইব মঞ্জর্য্যঃ ক্ষীয়ন্তে ভোগবাসনাঃ ॥ ৪৭ ॥
চিত্তাৎ দৃষ্টাত্মনা নূনং সন্ত্যক্তমননৌজসা।
মনসা বীতরাগেণ স্বয়ং স্বস্থেন ভূয়তে ॥ ৪৮ ॥
পরমাত্মানলে ক্ষিপ্তং সংবৃত্ত্যাবয়বং স্বয়ম্।
দগ্ধ্বাত্মানমলং চিত্তং শুদ্ধতামেতি শাশ্বতীম্ ॥ ৪৯ ॥
দেহমস্থতয়া দৃষ্ট্বা ত্যক্ত্বা বিষয়বাসনাম্।
বিনাশমুররীকৃত্য মনোজয়তি বীরবৎ ॥ ৫০ ॥
মনঃ শত্রুঃ শরীরস্য শরীরং মনসোরিপুঃ।

যেন মিথ্যাভূতমপি ত্বং সদিব প্রকাসে। ত্বংকৃতঞ্চ সর্ব্বং মৎকৃতং সম্পন্ন-মিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

অতএব ত্বদীয়বিবেকজ্ঞানাদেব মদপরাধরূপস্য তব শাস্তিরিত্যাহ যদি-দমিতি ॥ ৪৬ ॥

ত্বদ্ধেতুভোগবাসনানামপি তত এব ক্ষয় ইত্যাহ অবস্থিতি ॥ ৪৭ ॥

অথবা চিৎপ্রতিবিম্বগ্রহণেন চিত্তাৎ বীতরাগেণ অতএব সন্ত্যক্তমনন-ব্যসনেন চরমসাক্ষাৎকারবৃত্ত্যা দৃষ্টাত্মনা মনসা স্বয়মেব স্বস্থেন মোক্ষ-বিশ্রান্তিমতা ভূয়তে ন ময়া সদৈকরূপত্বাদিত্যাশয়েনাহ চিত্তাদিত্যাদিনা ॥ ৪৮ ॥

চিত্তং স্বয়মেব বহিঃপ্রবৃত্তং স্বাবয়বমিথ্যাদিসংবৃত্ত্যাতত্ত্ববোধেন পর-মাত্মানলক্ষিপ্তং সদাত্মানং চিত্তস্বরূপং দগ্ধ্বা অলমত্যন্তং শাশ্বতীং নিত্যাং শুদ্ধতামেতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

যথা বীরঃ পুরুষো যুদ্ধে স্বদেহং স্বর্গগামিস্বাস্তুতয়া দৃষ্ট্বা তদ্দেহসম্বন্ধি-গৃহক্ষেত্রধনাদিবিষয়বাসনাঞ্চ ত্যক্ত্বা মরণমপ্যঙ্গীকৃত্য ব্রহ্মলোকং জয়তি তদ্বন্মনোপীত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ইদানীং দেহমনসোঃ পরস্পরতপ্যতাপকতয়া বিরোধং পরস্পরতাদাত্ম্যা-

একাভাবেন নশ্যেতে আধারাধেয়কার্য্যবৎ ॥ ৫১ ॥
রাগদ্বেষবতোর্নিত্যমন্যোন্যাতিবিরুদ্ধয়োঃ।
এতয়োর্ম্মূলকাষেণ বিনাশঃ পরমং সুখম্ ॥ ৫২ ॥
এতয়োরেকসংস্থানে মৃতিরিত্যেব যা কথা।
সা ব্যোম্ন্যা স্ত্রিয়া ভুক্তা ধরেতি কথয়া সমা ॥ ৫৩ ॥
অকৃত্রিমবিরোধস্থৌ যত্র সংঘটিতাবুভৌ।
ধারা ইব পতন্ত্যেব তত্রানর্থপরম্পরাঃ ॥ ৫৪
মিথোবিরুদ্ধসংসর্গে রতিমেত্যধমোহি যঃ।

ভিমানাং পরস্পরাভিবৃদ্ধ্যা পরস্পরোপজীব্যতামেকতরাভিমানোচ্ছেদেনো-ভয়োচ্ছেদঞ্চ বিস্তরেণ দর্শয়িতুমুপক্রমতে মন ইতি। শক্রুরিপুশব্দৌ তাপক-পরৌ। একাভাবেন একতরবাসনোচ্ছেদেন। যথা আধারাধেয়য়োর্জ্জল-ঘটয়োঃ কার্য্যভূতঃ সংযোগ একতরনাশেন নশ্যতি তদ্বৎ ॥ ৫১ ॥

তথাচ পরস্পরোপজীবিত্বাৎ রাগবতোঃ পরস্পরোপতাপকত্বাৎ দ্বেষ-বতোর্ব্ব্যাঘ্রয়োঃ সতোর্ব্বনহরিণস্যেব এতয়োঃ সতোর্ন জীবস্য সুখং কিং ত্বেতয়োর্ম্মূলকাষেণ মূলাজ্ঞাননাশেন বিনাশ এব পরমং সুখমিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

নমু মরণেন ভোগায়তনদেহনাশাদেব সর্ব্বদুঃখপরিহারঃ কিং ন স্যাৎ তত্রাহ এতয়োরিতি। দেহনাশেপ্যেকস্য মনসঃ সংস্থানে দেহকল্পনায়া অনিবারণাৎ মৃতিরিতি কথা ব্যোম্নি অয়া গচ্ছন্ত্যা স্ত্রিয়া ধরা ভূমির্ভুক্তা গ্রস্তা ইতি কথয়া সমা অসম্ভাবিতার্থেত্যর্থঃ। অয়তেঃ কিপি বলোপে টাপি সবর্ণদীর্ঘে আতয়া অয়া। অয়ঃ স্ত্রিয়েতি পাঠে তু অয়োবিকার-ভূতয়া স্ত্রীপ্রতিময়া ব্যোম্নি ধরা ভুক্তেতি কথয়া সমেত্যর্থঃ। অয়ঃ প্রতি-মায়া ব্যোম্নি গমনং তত্র ধরাভক্ষণঞ্চ যথা অত্যন্তাসম্ভাবিতং তথা মনসি সতি মরণমপীতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

তয়োঃ সতোঃ কা ক্ষতিস্তত্রাহ অকৃত্রিমেতি। যুধ্যতোরন্তরালে স্থিতস্য দেহে খড়্গাশরাদিধারা ইব ॥ ৫৪ ॥

মিথোবিরুদ্ধে দেহমনসী সংসৃজ্যেতে অস্মিন্নিতি বিরুদ্ধসংসর্গো বৈষয়িক-সুখভোগস্তস্মিন্ যোহধমো রতিমাপ্নোমেতি স পুরুষঃ অলেপনে নিরাবরণে

ত্যক্তব্যঃ সপতদ্বারাবগ্নিরাশাবলেপনে ॥ ৫৫ ॥
সঙ্কল্পেন মনঃ পুষ্ট্বা শরীরং বালযক্ষবৎ।
আয়ুরেবাশনান্যস্মৈ স্বদুঃখানি প্রযচ্ছতি ॥ ৫৬ ॥
তৈর্দ্দুঃখৈস্তাপিতোদেহো মনোহন্তুমথেচ্ছতি।
পুত্রোঽপি হন্তি পিতরমাততায়িপদং গতম্ ॥ ৫৭ ॥
নাস্তি শত্রুঃ প্রকৃত্যৈব ন চ মিত্রং কদাচন।
সুখদং মিত্রমিত্যুক্তং দুঃখদাঃ শত্রবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৮ ॥
দেহোদুঃখান্যনুভবন্ স্বমনোহন্তুমিচ্ছতি।
দেহং মনঃ স্বদুঃখানাং সঙ্কেতং কুরুতে ক্ষণাৎ ॥ ৫৯ ॥
এবংমিথোদুঃখদয়োঃ শ্লিষ্টয়োঃ কঃ সুখাগমঃ।
এতয়োর্দ্দেহমনসোর্জ্জাত্যৈবাতিবিরুদ্ধয়োঃ ॥ ৬০ ॥

পতদ্বারৌ পতন্তি বারিণি সমুদ্রোদকানি যস্মিংস্তথাবিধে অগ্নিরাশৌ বড়বানলে ত্যক্তব্যঃ। স তত্রাপি রতিমেষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

রাগদ্বেষবতোরিতি যদুক্তং তত্র মনসো দেহে রাগদ্বেষাংশৌ দর্শয়তি সঙ্কল্পেনেতি। মনঃ স্বসঙ্কল্পেন বালোযক্ষমিব শরীরং পরিকল্প্য অস্মৈ আ আয়ুঃ যাবদায়ুঃ কালং অশনং পরিকল্প্য পুষ্ট্বা স্বাভিনিবেশনিমিত্তানি সর্ব্ব-দুঃখানি প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

দেহস্যাপি মনসি দ্বেষাংশং সহ নিমিত্তেন দর্শয়তি তৈরিতি। দুর্ব্বি-ষয়সেবনেন মনসি রাগদ্বেষশোকমোহপাপাদিজননেন তৎ পীড়য়িতুমিচ্ছ-তীত্যর্থঃ। নমু মনোজনিতত্বাৎ পুত্রপ্রায়োদেহঃ পিতৃস্থানীয়ং মনঃ কথং হন্তু মিচ্ছতি তত্রাহ পুত্র ইতি। "উদ্যতাসিং বিষাগ্নিঞ্চ শাপোদ্যতকরং তথা। আথর্ব্বণেন হন্তারং পিশুনঞ্চৈব রাজসু। ভার্য্যাতিক্রমিণঞ্চৈব বিদ্যাৎ সপ্তাততায়িন"ইতি বিষ্ণুকাত্যায়নোক্তানামাততায়িনাং পদং স্ব-পীড়াব্যবসায়ং গতং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

তস্য শত্রুতাং লোকপ্রসিদ্ধন্যায়েনোপপাদয়তি নাস্তীতি ॥ ৫৮ ॥

সঙ্কেতং নিকেতং ভোগায়তনমিতি যাবৎ ॥ ৫৯ ॥

বিরোধমুপপাদিতমনূদ্য তত্র সুখদৌর্লভ্যমুক্তমুপসংহরতি এবমিতি ॥৬০॥

মনস্যেব পরিক্ষীণে ন দেহো দুঃখভাজনম্।
তৎক্ষয়োৎকতয়া নিত্যং দেহোপি পরিধাবতি ॥ ৬১ ॥
নষ্টানষ্টমনর্থায় শরীরং পদমাপদাম্।
অলব্ধাত্মবিবেকেন মনসা সুপ্রজায়তে ॥ ৬২ ॥
এতে মনঃ শরীরে হি মিথঃ পীবরতাং গতে।
জড়রূপে হি বপুষা পয়োদসরসী যথা ॥ ৬৩ ॥
মিথোদুঃখায় সম্পন্নে একরূপে দ্বিধা স্থিতে।
ব্যবহারপরে সার্দ্ধং লোকে বার্য্যনলাবিব ॥ ৬৪ ॥
চিত্তে ক্ষয়িণি সংক্ষীণে দেহোহ্যামূলিতোভবেৎ।
বর্দ্ধমানে তরুরিব শতশাখঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৬৫ ॥
ক্ষীয়তে মনসি ক্ষীণে দেহঃ প্রক্ষীণবাসনঃ।
মনোন ক্ষীয়তে ক্ষীণে দেহে তৎক্ষপয়েন্মনঃ ॥ ৬৬ ॥

মনসি ক্ষীণে তু ন দেহস্য দুঃখপ্রসক্তিরস্তীত্যাহ মনসীতি। অতস্তৎক্ষয়ে উৎকতয়া সোৎকণ্ঠতয়া জ্ঞানতৎসাধনোপায়েষু পরিধাবতি যততে ইতি যাবৎ ॥ ৬১ ॥

তর্হি মনোপি দেহনাশায়ৈব কুতো ন যত তে তত্রাহ নষ্টেতি। অলব্ধাত্মবিবেকেন মনসা নষ্টং নাশিতমনাশিতং বা শরীরমাপদাং পদং সৎ অনর্থায়ৈব সুপ্রজায়তে ইতি তন্নাশান্মনসোনেষ্টসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

মিথঃ অনুগ্রহাদিতি শেষঃ। সরস্যপি হবির্গন্ধাদিনিষ্পত্তিদ্বারাপয়োদানুগ্রাহিকা কচিৎ সম্ভবেদিত্যুপমোপপত্তিঃ ॥ ৬৩ ॥

মিথোবিরুদ্ধয়োরনয়োঃ কিমর্থং সহভাব ইতি চেৎ বারিবহ্ন্যোঃ পাকার্থমিব পুরুষস্য ভোগমোক্ষোপায়ব্যবহারার্থমিত্যাশয়েনাহ মিথ ইতি। বিরুদ্ধতয়া দ্বিধা স্থিতে অপ্যেতে অন্যোন্যতাদাত্ম্যাধ্যাসাদেকরূপে সতী দুঃখান্ দুঃখানি ভোক্তুং পরিহর্ত্তুং চ সাকং ভোগমোক্ষব্যবহারসাধনপরে সম্পন্নে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

দেহস্য চিত্তাধীনত্বোক্তেঃ ফলমাহ চিত্তে ইতি ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥

সঙ্কল্পপাদপং তৃষ্ণা-লতং ছিত্ত্বা মনোবনম্।
বিততাং ভুবমাসাদ্য বিহরামি যথাসুখম্ ॥ ৬৭ ॥
প্রক্ষীয়মাণমেবেদং ন মনোমনসি স্থিতম্।
প্রশাম্যদ্বাসনাজালং প্রাবৃড়ন্ত ইবাম্বুদঃ॥ ৬৮ ॥
ধাতূনাং সন্নিবেশোয়ং দেহনামা রিপুর্ম্মম।
প্রক্ষীয়মাণে মনসি গলত্বেমোবতিষ্ঠতু ॥ ৬৯ ॥
যদর্থং কিল ভোগশ্রীর্ব্বাঞ্ছতে স্বকলেবরম্।
তন্মে নাপি ন তস্যাহং কোর্থঃ সুখলবেন মে ॥ ৭০ ॥
নাহং দেহ ইতি ত্বস্মিন্ যুক্তিমাকর্ণয় ক্রমে।
সর্ব্বাঙ্গেষপি সংস্বেব শবঃ কস্মাৎ ন বল্গতি ॥ ৭১ ॥
তস্মাদ্দেহাদতীতোহং নিত্যোহনস্তমিতদ্যুতিঃ।
যঃ সঙ্গং ভাস্বতা প্রাপ্য বেদ্মি ব্যোমনি ভাস্করম্ ॥ ৭২ ॥
নাজ্ঞোহং ন চ মে দুঃখং নানর্থোন চ দুঃখিতা।
শরীরমস্তু মা বাস্তু স্থিতোস্মি বিগতজ্বরঃ ॥ ৭৩ ॥
যত্রাত্মা তত্র ন মনো নেন্দ্রিয়াণি ন বাসনাঃ।

অতোমন এব নাশয়ামীত্যাহ সঙ্কল্পেতি ॥ ৬৭ ॥

সঙ্কল্পনাশে চ মনো মনসি মনঃস্বভাবে ন স্থিতমিতি প্রশাম্যদ্বাসনাজালং সৎ প্রাবৃড়ন্তেম্বুদ ইব নংক্ষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

ত্বগসৃঙ্মাংসমেদোস্থিমজ্জাশুক্রাখ্যানাং ধাতূনাং সন্নিবেশাত্মকোয়ং দেহো মনসি প্রক্ষীয়মাণে গলতু তিষ্ঠতু বা ন কাচিৎ ক্ষতিরিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

তিষ্ঠতি দেহে দুঃখমপি কিং ন স্যাদিতি চেৎ তৎসম্বন্ধহেতোর্ম্মনসোনাশাৎ সম্বন্ধ এব নাস্তি দূরে দুঃখপ্রসক্তিরিত্যাশয়েনাহ যদর্থমিতি ॥ ৭০ ॥

নাহং দেহ ইত্যস্মিন্ ক্রমাত্তে বুধ্যত ইতি ক্রমোবস্তুজ্ঞাতব্যার্থস্তস্মিন্ যুক্তিমুপপত্তিম্। বল্গতি দর্শনশ্রবণাদিনা ব্যবহরতি ॥ ৭১ ॥

তস্মাৎ শবস্য বোধাদ্যদর্শনাৎ। যো বিভুত্বেন সূর্য্যমণ্ডলেপি সত্বাৎ ভাস্বতা সঙ্গং প্রাপ্য ব্যোমনি ভাস্করং বেদ্মি স এব চিদ্রূপোহমিত্যর্থঃ ॥৭২॥৭৩॥

পামরাঃ পরিতিষ্ঠন্তি নিকটে ন মহীভৃতঃ ॥ ৭৪ ॥
পদং তদনুযাতোঽস্মি কেবলোঽস্মি জয়াম্যহম্ ।
নির্ব্বাণোঽস্মি নিরংশোঽস্মি নিরীহোঽস্মি নিরীপ্সিতঃ ॥৭৫॥
ইদানীমস্ম্যসম্বদ্ধো মনোদেহেন্দ্রিয়াদিভিঃ ।
পৃথক্ কৃতস্য তৈলস্য তিলৈর্ব্বিগলনৈরিব ॥ ৭৬ ॥
স্বস্মাৎ পদবরাদস্মাল্লীলয়া চলিতস্য মে ।
পৃথক্কৃতমতেঃ কিঞ্চ পরিবারোঽস্ত্বয়ং শুভঃ ॥ ৭৭ ॥
স্বচ্ছতোর্জ্জিততা সত্তা হৃদ্যতা সত্যতা জ্ঞতা ।
আনন্দিতোপশমিতা সদা চ মৃদুভাষিতা ॥ ৭৮ ॥
পূর্ণতোদারতা সত্যা কান্তিমত্তৈকতানতা ।
সর্ব্বৈকতা নির্ভয়তা ক্ষীণদ্বিত্ববিকল্পতা ॥ ৭৯ ॥
নিত্যোদিতাঃ সমাঃ স্বস্থাঃ সুন্দর্য্যঃ সুভগোদয়াঃ ।
মমৈকাত্মমতের্নিত্যং কান্তা হৃদয়বল্লভাঃ ॥ ৮০ ॥
সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বং সর্ব্বস্মিন্ সম্ভবত্যতঃ ।
সর্ব্বং প্রতি মম ক্ষীণে বাঞ্ছাবাঞ্ছে সুখাসুখে ॥ ৮১ ॥

ভূমি তু মনআদেঃ প্রসক্তিরেব নাস্তীত্যাহ যত্রেতি। শ্রেষ্ঠসন্নিধৌ ক্ষুদ্রাণামনবস্থানে লোকপ্রসিদ্ধিমুদাহরতি পামরা ইতি। মহীভৃতো রাজ্ঞঃ ॥৭৪॥

তৎপদমনুযাতঃ প্রাপ্তোঽস্মি ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥

কিঞ্চ প্রারব্ধশেষভোগলীলয়া স্বাত্মরূপাৎ পদবরাৎ ব্যবহারাভাসে চলিতস্য পূর্ব্ববাসনয়া পৃথক্কৃতমতেরয়ং দেহেন্দ্রিয়াদিস্মে পরিবারঃ পরিজন ইব বিনোদহেতুরিত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

তস্যাং লীলায়াং স্বচ্ছতাদিগুণসম্পদঃ স্বস্য হৃদয়বল্লভাঃ কান্তা ইতি রূপয়তি স্বচ্ছতেত্যাদিত্রিভিঃ। ঊর্জ্জিততা পূর্ণকামতা। জ্ঞতা বিদিতাত্মতা॥৭৮

উদারতা নির্লোভতা। সত্যা অবাধিতস্বভাবতা ॥ ৭৯ ॥

এতা মম নিত্যমুদিতা অভ্যুদয়শালিন্যঃ কান্তাঃ ॥ ৮০ ॥

সম্ভবতি কল্পনয়েতি শেষঃ। অতঃ সর্ব্বং বিষয়জাতং প্রতি বাঞ্ছা-

বিগতমোহতয়া বিমনস্তয়া
গতবিকল্পনচিত্ততয়া স্ফুটম্।
উপরমাম্যহমাত্মনি শীতলে
ঘনলবঃ শরদীব নভস্তলে ॥ ৮২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে উদ্দালকবিচারবিলাসোনাম
ত্রিপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

বাহ্যে রাগদ্বেষৌ। সুখাসুখে তৎফলে সুখদুঃখে ॥ ৮১ ॥

অতোঽহং শরদি নভস্তলে ঘনলবোমেঘখণ্ড ইব শীতলে নিস্তাপে আত্মনি দৃশ্যভাবং পরিত্যজ্য বিশ্রাম্যামীত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

—০()০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি নির্ণীয় ততয়া ধিয়া ধবলয়া মুনিঃ।
বদ্ধপদ্মাসনস্তস্থাবর্দ্ধোন্মীলিতলোচনঃ ॥ ১ ॥
ওমিত্যেতৎ পরং ব্রহ্ম নির্ণীয় স মুনিস্তদা।
ওঁকারোচ্চারিতোযেন তেনাপ্তং পরমং পদম্ ॥ ২ ॥
ওঁকারমকরোত্তার-স্বরমূর্দ্ধগতধ্বনিম্।
সম্যগাহতলাঙ্গুলং ঘণ্টাকুণ্ডমিবারবম্ ॥ ৩ ॥
ওমুচ্চারয়তস্তস্য সম্বিত্তত্ত্বে তদুন্মুখে।
যাবদোঙ্কারমূর্দ্ধস্থে বিততে বিমলাত্মনি ॥ ৪ ॥

দহনাপ্লাবনাদ্যৈঃ স্বাং ভাবয়ন্ বৈষ্ণবীং তনুম্।
হৃত্বা বিকল্পান্ বিশ্রান্তঃ সমাধৌ স ইতীর্য্যতে ॥ ১ ॥

ধবলয়া বিশুদ্ধয়া ততয়া অক্ষুদ্রয়া ধিয়া ইতি উক্তরীত্যা নির্ণীয় ॥ ১ ॥

স মুনিরুদ্দালকঃ। যেন ওঁকার উচ্চারিতস্তেন পরমং পদমাপ্তং প্রাপ্ত-মেব। যলোপাসিদ্ধেঃ সঙ্কিরার্থঃ। যত ওমিত্যেতদক্ষরং পরস্য ব্রহ্মণো-ঽভিধানত্বাৎ প্রতীকত্বাচ্চ পরমেব ব্রহ্ম ইতি নির্ণীয় তার উচ্চৈঃস্বরো যস্য তথাবিধং উর্দ্ধগতোধ্বনির্যস্য তথাবিধং ওঙ্কারং অকরোৎ উচ্চারিত-বানিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ২ ॥

সম্যগাহতং লাঙ্গুলং লম্বমানজিহ্বাকারং লোহং যস্মিংস্তথাবিধং ঘণ্টায়াঃ কুণ্ডং মুখাকাশমারবং নাদমিব ॥ ৩ ॥

কিয়ৎকালমোঙ্কারমকরোত্তত্রাহ ওমিতি। ওঙ্কারং পুনঃ পুনরুচ্চারয়-তস্তস্যোদ্দালকস্য মূলাধারমারভ্য ব্রহ্মরন্ধ্রপর্য্যন্তং প্রসিদ্ধায়ামস্তোঙ্কারস্য মূর্দ্ধস্থে অর্দ্ধমাত্রোপরমোর্দ্ধমভিব্যক্তে বিততে অমলাত্মনি ব্রহ্মণি সম্বিদোঙ্কারাকার-

সার্দ্ধত্র্যংশাত্মমাত্রস্য প্রথমেংশে স্ফুটারবে।
প্রণবস্য সমাক্ষুব্ধপ্রাণারণিতদেহকে ॥ ৫ ॥
রেচকাখ্যোখিলং কায়ং প্রাণনিক্রমণক্রমঃ।
রিক্তীচকার পীতাম্বুরগস্ত্য ইব সাগরম্ ॥ ৬ ॥
অতিষ্ঠৎ প্রাণপবনশ্চিদ্রসাপূরিতাম্বরে।
ত্যক্তদেহঃ পরিত্যক্ত-নীড়ঃ খগ ইবাম্বরে ॥ ৭ ॥
হৃদয়াগ্নির্জ্জলজ্জালোদদাহ নিখিলং বপুঃ।
উৎপাতপবনোদ্ধূতো দাবঃ শুষ্কমিব দ্রুমম্ ॥ ৮ ॥
যাবদিত্থমবস্থৈষা প্রণবপ্রথমক্রমে।
বভূব ন হঠাদেব হঠযোগো হি দুঃখদঃ ॥ ৯ ॥

বৃত্ত্যুপহিতং চৈতন্যং তত্বং কূটস্থজীবচৈতন্যং চ যাবৎ তন্মুখে অখণ্ডব্রহ্ম-চৈতন্যোন্মুখে ভবতস্তাবৎ কালমোঙ্কারমকরোদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৪ ॥

তত্র নির্ব্বিকল্পসমাধিপ্রতিষ্ঠাযোগ্যতাসিদ্ধ্যর্থং প্রথমং তেনৈব প্রণবেন স্থূলদেহস্য শোষণদহনদুষ্টভস্মাংশনিরসনাপ্লাবনদিব্যদেহান্তরনির্ম্মাণাদ্যপি প্রথমং তদ্ভাবনয়া বৃত্তমিত্যাহ সার্দ্ধত্র্যংশেত্যাদিনা। সার্দ্ধত্র্যংশা অর্দ্ধমাত্রাসহিতা অকারোকারমকারাখ্যা আত্মমাত্রাঃ স্বাবয়বা যস্য তথাবিধস্য প্রণবস্য প্রথমেংশে উদাত্তে অকারভাগে স্ফুটারবে উচ্চৈঃস্বরেণাভিব্যক্ততারতাবে অত এব সমাগাক্ষুব্ধৈর্ব্বহির্নির্গমনোদ্যুক্তৈঃ প্রাণৈর্ম্মূলাধারমারভ্য ওষ্ঠপুটাবধিরণিতদেহকে জাতে সতি রেচকাখ্যঃ প্রাণনিক্রমণক্রমোহখিলং কায়ং রিক্তীচকার রেচনেন শোষয়ামাসেতি দ্বয়োরর্থঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

তস্য রেচিতঃ প্রাণপবনঃ কাতিষ্ঠৎ তত্রাহ অতিষ্ঠদিতি। চিদ্রসেন ব্রহ্মভাবনাভিব্যক্তাহার্দ্দরসেন আপূরিতে অম্বরে বাহ্যাকাশে ॥ ৭ ॥

তদানীং ভাবনয়া যৎ বৃত্তং তদাহ হৃদয়াগ্নিরিতি। প্রাণানাং নিক্রমনসঙ্ঘর্ষণাৎ হৃদয়ে ভাবনয়োদ্ভূতবহ্নিঃ। দবে অরণ্যে ভবো দাবোঽগ্নিঃ ॥ ৮ ॥

প্রণবস্য পূর্ব্বোক্তে প্রথমক্রমে প্রথমেংশে। ইদঞ্চ সর্ব্বং ভাবনয়া বৃত্তং ন হঠাদেব। তৎকুতস্তত্রাহ হঠযোগ ইতি। হঠাৎ প্রাণানাং নির্গমনে মূর্চ্ছামরণাদিপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

অথেতরাংশাবসরে প্রণবস্থ সমস্থিতৌ।
নিষ্কম্পকুম্ভকো নাম প্রাণানামভবৎ ক্রমঃ॥ ১০ ॥
ন বহির্নান্তরে নাধো নোর্দ্ধে নাশাসু তত্র তে।
সংক্ষোভমগমন্ প্রাণা আপঃ সংস্তম্ভিতা ইব॥ ১১ ॥
দগ্ধদেহপুরোবহ্নিঃ শশামাশনিবৎ ক্ষণাৎ।
অদৃশ্যত সিতং ভস্ম শারীরং হিমপাণ্ডুরম্॥ ১২ ॥
যত্র কর্পূরশয্যায়াং সুপ্তানীব সুখোচিতম্।
শরীরাস্থীনি লক্ষ্যন্তে নিষ্পন্দানি সিতানি চ॥ ১৩ ॥
তদ্ভস্ম পবনানীতং সাস্থি বায়ুরযোজয়ৎ।
স্বদেহে ভৃশমুৎসন্নে ত্রিনেত্রব্রতবানিব॥ ১৪ ॥
তচ্চণ্ডপবনোদ্ধূতমাবৃত্য গগনং ক্ষণাৎ।
শরদীবাভ্রমিহিকা ক্বাপি ভস্মাস্থিমৎ যযৌ॥ ১৫ ॥
যাবদিত্থমবস্থৈষা প্রণবস্থাপরে ক্রমে।
বভূব ন হঠাদেব হঠযোগোহি দুঃখদঃ॥ ১৬ ॥

ইতরোংশ উকারভাগস্তস্থ অনুদাত্তমন্ত্রোচ্চারণাবসরে কুম্ভস্থজলবন্নিশ্চলপূর্ণত্বাৎ কুম্ভকোনাম ক্রমঃ॥ ১০ ॥

উক্তং কুম্ভকনাম বিশদয়তি ন বহিরিতি॥ ১১ ॥

অশনিবৎ বৈদ্যুতাগ্নিবৎ॥ ১২ ॥

যত্র যস্তামবস্থায়াং শরীরাস্থীনি কর্পূরধূলিরচিতায়াং শয্যায়াং সুপ্তানীব ভাবনাদৃশা লক্ষ্যন্তে॥ ১৩ ॥

বাত্যাপবনৈরূর্দ্ধমানীতং সাস্থি অস্থিসহিতং তং ভস্ম বায়ু রূর্দ্ধপ্রবাহী চণ্ডপবনস্ত্রিনেত্রস্থ রুদ্রস্থ ব্রতমস্থিভস্মধারণং তদ্বানিব ভৃশমুৎসন্নে তপঃ কৃশ ইব অলক্ষ্যো স্বদেহে অযোজয়ৎ উদ্ধূলয়ামাসেতি যাবৎ॥ ১৪ ॥

তৎ অস্থিমদ্ভস্ম ক্বাপি যযৌ॥ ১৫ ॥

প্রণবস্থ মধ্যমভাগসাধ্যে কুম্ভকাখ্যে ক্রমে ইত্থমেষাপ্যবস্থা ভাবনয়ৈব বভূব ন তু হঠাৎ॥ ১৬ ॥

ততস্তৃতীয়াবসরে প্রণবস্যোপশান্তিদে।
পূরণাৎ পূরকোনাম প্রাণানামভবৎ ক্রমঃ॥ ১৭॥
অস্মিন্নবসরে প্রাণাশ্চেতনামৃতমধ্যগাঃ।
ব্যোম্নি শীতলতামীয়ুর্হিমসংস্পর্শসুন্দরীম্॥ ১৮॥
ক্রমাদ্গগনমধ্যস্থাশ্চন্দ্রমণ্ডলতাং যযুঃ।
ধূমা গগনকোশস্থাঃ শীতলাম্বুদতামিব॥ ১৯॥
কলাকলাপসম্পূর্ণে তে তস্মিংশ্চন্দ্রমণ্ডলে।
পুণ্যরাশাবিবাপূর্ণে রসায়নমহার্ণবে॥ ২০॥
রসায়নময়াধারাঃ সম্পন্নাঃ প্রাণবায়বঃ।
মণিযষ্টিসমাকারা জালেম্বিন্দোরিবাংশবঃ॥ ২১॥
সা পপাতাম্বরাৎ ধারা শেষে শারীরভস্মনি।
রসায়নী হরশিরঃ পতিতেব সুরাপগা॥ ২২॥

তৃতীয়াবসরে তৃতীয়ভাগোচ্চারণাবসরে। যদ্যপি রেচকপূরককুম্ভকেষু সমগ্রস্যৈব প্রণবস্য সাধনত্বং প্রসিদ্ধং তথাপি রেচকে আদিভাগ এব তায়তে কুম্ভকে মধ্যমভাগ এব পূরকে চরমভাগ এব কণ্ঠান্নির্গচ্ছতা প্রাণেন কণ্ঠ্যভাগস্যৈবাভিব্যক্তেঃ সঙ্কুচদ্ভ্যামোষ্ঠাভ্যাং মুকারভাগস্যৈবাভিব্যক্তে-রোষ্ঠসম্পুটিতে মকারভাগাভিব্যক্তৌ পুনঃ প্রবিশত্যপি প্রাণে তৎসংস্কার-স্যৈবানুবর্ত্তনাদিতি তত্তদ্ভাগাবসরবিভাগোক্তিরিতি বোধ্যম্॥ ১৭॥

চেতনা জীবচিৎ তস্যাং ভাবিতং যদমৃতং তন্মধ্যগাঃ। ব্যোম্নি বহি-রাকাশে॥ ১৮॥

গগনকোশস্থা ধূমা নীহারভাগাঃ শীতলাম্বুদভাবমিব॥ ১৯॥

অমৃতময়ানাং কলানাং কলাপৈঃ সঙ্ঘাতৈঃ সম্পূর্ণে অত এব রসা-য়নমহার্ণবে তস্মিংশ্চন্দ্রমণ্ডলে পুণ্যরাশৌ ধর্ম্মমেঘাখ্যসমাধাবিবাহ্লাদেনাপূর্ণে তে প্রাণবায়বো রসায়নময়া অমৃতময়াঃ কিরণধারাঃ সম্পন্না ইতি পরে-ণান্বয়ঃ॥ ২০॥

মণিযষ্টিঃ স্ফটিকদণ্ডস্তৎসমাকারাঃ॥ ২১॥

শেষে পবনাবধূতাবশিষ্টে। রসানাময়নী প্রবহণী॥ ২২॥

উদভূদিন্দুবিম্বাভং চতুর্ব্বাহুবপুস্তয়া ।
প্রস্ফুরন্মন্দরাদঙ্কেঃ পারিজাত ইব দ্রুমঃ ॥ ২৩ ॥
উদ্দালকশরীরং তন্নারায়ণতয়োদিতম্ ।
প্রফুল্লনেত্রবক্ত্রাব্জমাবভৌ দীপ্তিসুন্দরম্ ॥ ২৪ ॥
রসায়নময়াঃ প্রাণাস্তচ্ছরীরমপূরয়ন্ ।
সলিলৌঘা ইব সরো বৃক্ষং মধুরসা ইব ॥ ২৫ ॥
অন্তঃকুণ্ডলিনীং প্রাণাঃ পূরয়ামাসুরাদৃতাঃ ।
চক্রাম্বুবর্ত্তপ্রসৃতাং পয়াংসীব সরিদ্বরাম্ ॥ ২৬ ॥
প্রকৃতস্থং বভূবাস্য তচ্ছরীরং দ্বিজন্মনঃ ।
প্রাবৃট্শরীরবিগমে ধৌতং তলমিবাবনেঃ ॥ ২৭ ॥
অথ পদ্মাসনগতঃ কৃত্বা দেহে স্থিতিং দৃঢ়ম্ ।
আলান ইব মাতঙ্গং নিবদ্ধেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥ ২৮ ॥
নির্ব্বিকল্পসমাধ্যর্থং ব্যবসায়মুপাদদে ।

তদা ধারয়া । মধ্যেন প্রস্ফুরন্মন্দরো যস্মিংস্তথাবিধাদঙ্কেঃ পারিজাতো-দ্রুম ইব ২৩ ।

নারায়ণতয়া নারায়ণশরীরতয়া ॥ ২৪ ॥

মধৌ বসন্তে পল্লবোদ্গমহেতবো ভৌমা রসা বৃক্ষমিব চেতি পরস্যোপমা ॥ ২৫ ॥

চক্রাকারৈরম্বুর্ত্তৈরাবর্ত্তৈঃ প্রসৃতাং প্রবহন্তী সরিদ্বরাং গঙ্গাম্ । সরিৎ-পত্তিমিতি পাঠে প্রসৃতমিতি পাঠ্যম্ ॥ ২৬ ॥

দহনপ্লাবনাদিনা বিষ্ণুশরীরাত্মনোৎপত্তিকথনস্য প্রয়োজনমাহ প্রকৃতস্থমিতি । যথা অবনেস্তলং শরদি চরমবৃষ্ট্যা ধৌতং সদ্যঃ শোষিতঞ্চ সৎ প্রাবৃট্কালপ্রসিদ্ধস্য পঙ্কশৈবলাদিদূষিতস্য শরীরস্য স্বাকারস্য বিগমে প্রসন্নং নির্ম্মলং চ সৎ ব্যবহারিণাং প্রকৃতযাত্রাদি কার্য্য যোগ্যং ভবতি তথা অস্য তৎশরীরমপি দহন প্লাবনাদিভাবনাধৌতং বিকলুষং সৎ প্রকৃত-ব্যাধিকার্য্যস্থং বভূবেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

পদ্মাসনবন্ধেন স্থিতিং কৃত্বা দেহেন্দ্রিয়পঞ্চকং দৃঢ়ং বদ্ধ্বা ॥ ২৮ ॥

স্বভাবং স্বচ্ছতাং নেতুং শরৎকাল ইবামলম্ ॥ ২৯ ॥
প্রশান্তবাতহরিণমাশাদিগণগামিনম্।
চিন্তয়া হৃদয়ং নিন্যে দূরাৎ রজ্জ্বেব কীলকম্ ॥ ৩০ ॥
ধাবমানমধোমত্তং চিত্তং বিমলমাকুলম্।
বলাৎ সংরোধয়ামাস সেতুর্জ্জলমিব দ্রুতম্ ॥ ৩১ ॥
নিমিমীল দৃশাবর্দ্ধং পরিপক্ষ্মলপক্ষ্মকে।
নিস্পন্দতা রাম ধুরে সন্ধ্যাকাল ইবাম্বুজে ॥ ৩২ ॥
সৌম্যতামনয়ন্মৌনী প্রাণাপানজবং মুখে।
শ্বসনং শ্রেয়সে দেশে প্রশস্তঃ সময়োযথা ॥ ৩৩ ॥

স্বভাবং স্বাত্মানং স্বমনোবা ॥ ২৯ ॥

স্বভাবমেব বিশিনষ্টি প্রশান্তেতি। প্রাণায়ামাভ্যাসাৎ প্রশান্তাঃ প্রাণাদিবাতহরিণা যস্মিন্। আশা তৃষ্ণা লোভ উৎকলিকা প্রতীক্ষেত্যাদিভেদপ্রসিদ্ধেন গণেন বহির্গমনশীলং স্বভাবং প্রশান্তবাতহরিণং কৃত্বা স্বচ্ছতাং নেতুং ব্যবসায়মুপাদদে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। এবং কুর্ব্বতো যৎ বৃত্তং তদাহ চিন্তয়েতি। তস্য হৃদয়ং মনঃ পূর্ব্বানুভূতগৃহক্ষেত্রপুত্রমিত্রাদিচিন্তয়া নিন্যে যথা অদৃঢ়নিখাতমশ্বাদিবন্ধনকীলকং তদাকৃষ্টয়া রজ্জ্বা উৎখায় অপনীয়তে তদ্বৎ ॥ ৩০ ॥

তদা স যচ্চকার তদাহ ধাবমানমিতি। ধাবমানং চিত্তং বিবেকবলাদ্বিমলং কৃত্বা সংরোধয়ামাসেত্যর্থঃ। দ্রুতং দ্রবণোন্মুখং জলং সেতুরালিরিব দ্রুতং শীঘ্রমিতি বা ॥ ৩১ ॥

ততঃ স কিং চকার তদাহ নিমিমীলেতি। পরস্পরাগ্রগ্রথনাৎ পরিত উভয়তঃ পক্ষ্মলানি পক্ষ্মবন্তীব পক্ষ্মাণি যয়োস্তথাবিধে নিস্পন্দাভ্যাং তারাভ্যাং কনীনিকাভ্যাং মধুরে সুন্দরে দৃশৌ অর্দ্ধং নিমিমীল নিমীলিতবান্। অম্বুজপক্ষে নিস্পন্দৌ তারে কনীনিকে ইব মধু রাতঃ পিবত ইতি মধুরৌ ভ্রমরৌ যয়োস্তে ॥ ৩২ ॥

তস্য প্রথমং রাজযোগানুকূলং বাক্প্রাণাপাননিরোধমাহ সৌম্যতামিতি। যথা চক্রবর্ত্তিনাং জন্মাদিনিমিত্তভূতঃ প্রশস্ত সময়ো জগৎ শ্রেয়সে শুভ-

তিলেভ্য ইব তৈলানি পৃথক্ চক্রে প্রযত্নতঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ কূর্ম্মোঙ্গানীব গোপয়ন্ ॥ ৩৪ ॥
বাহ্যস্পর্শানশেষেণ জহৌ দূরে স ধীরধীঃ।
সহসা কুণ্ডকচ্ছন্নোমণির্দ্দূরত্বিষোযথা ॥ ৩৫ ॥
বিলীনানান্তরাংশ্চক্রে স্পর্শানুজ্ঝিতদর্শনাৎ।
রসান্ বিটপকোশস্থান্মার্গশীর্ষ ইব দ্রুমঃ ॥ ৩৬ ॥
রুরোধ গুদসঙ্কোচান্নবদ্বারানিলানথ।
মুখসংস্থগিতঃ কুম্ভো রন্ধ্রকোশানিবেতরান্ ॥ ৩৭ ॥
স্বাত্মরত্নপ্রকাশাঢ্যাং স্পষ্টাং কুসুমলাঞ্ছিতাম্।
দধার কন্ধরাং ধীরো মেরুঃ শৃঙ্গশিখামিব ॥ ৩৮ ॥
বভার হৃদয়াকাশে মনঃ সংযমমাগতম্।

সূচনায় সৈত্যমান্দ্যাদিগুণং শ্বসনং বায়ুং তজ্জন্মদেশে সমং স্তিমিতং নয়তি তদ্বৎ। তথাচোক্তং ভগবতা। "প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ" ইতি ॥ ৩৩ ॥

তস্য প্রত্যাহারক্রমমাহ তিলেভ্য ইত্যাদিনা। ইন্দ্রিয়াণীত্যেতদ্গোপয়ন্নিত্যত্রাপি সম্বধ্যতে ॥ ৩৪ ॥

বাহ্যেতি। কুণ্ডকেন অল্পপিঠরেণাচ্ছন্নঃ পিহিতোমণির্দ্দূরপ্রসৃতাস্ত্বিষোরশ্মীন্ ॥ ৩৫ ॥

আন্তরান্মনোবাসনারূপান্ স্পর্শান্ বিষয়ানধিষ্ঠানতত্ত্বে আকর্ষণেন বাধাৎ বিলীনাংশ্চক্রে ॥ ৩৬ ॥

পার্ষ্ণিনা মূলাধারাবষ্টম্ভেন গুদসঙ্কোচাৎ নবদ্বারানিলান্ হৃদয়ে রুরোধ। যথা অধোমুখপূর্ণকুম্ভো মুখে দৃঢ়ং সংস্থগিতঃ পিহিতোঽন্তর্ব্বায়ুপ্রবেশমন্তরেণ ছিদ্রান্তরেভ্যো জলক্ষরণাযোগাদিতরান্ রন্ধ্রকোশান্ রুণদ্ধি তদ্বৎ ॥ ৩৭ ॥

স্বাত্মৈব রত্নং তৎপ্রকাশেন স্বাত্মনোরত্নানাং প্রকাশৈশ্চ আঢ্যাম্। রজস্তমোভ্যামনাবরণাৎ স্পষ্টম্। প্রসন্নমুখপদ্মকুসুমেন কল্পদ্রুমকুসুমৈশ্চ লাঞ্ছিতাম্। যথা মেরুস্তথাবিধাং স্বশৃঙ্গলক্ষণাং শিখাং ধারয়তি তদ্বৎ ॥ ৩৮ ॥

ধারণামাহ বভারেতি। একবিষয়ে ধারণাধ্যানসমাধয়ঃ সংযমস্তং প্রতি

বিন্ধ্যখাত ইবোন্মত্তং গজং যুক্তিবশীকৃতম্ ॥ ৩৯ ॥
শরদম্ভোবদাসাদ্য নির্ম্মলামতিসৌম্যতাম্।
জহার পরিপূর্ণাব্ধেনির্ব্বাতস্যাচলাং শ্রিয়ম্ ॥ ৪০ ॥
দুধাবাতিবিকল্পৌঘান্ প্রতিভাসমুপেয়ুষঃ।
পুরঃ পরিস্ফুরদ্রূপান্ মশকানিব মারুতঃ ॥ ৪১ ॥
আগচ্ছতোযথাকামং প্রতিভাসান্ পুনঃ পুনঃ।
অচ্ছিনন্মনসা শূরঃ খড়্গেনেব রণে রিপূন্ ॥ ৪২ ॥
বিকল্পৌঘে পরালূনে সোপশ্যদ্ধৃদয়াম্বরে।
তমচ্ছন্নবিবেকার্কং লোলকজ্জলমেচকম্ ॥ ৪৩ ॥
তমপ্যুন্মার্জ্জয়ামাস সম্যক্ স্বান্তবিবস্বতা।
সম্যগ্জ্ঞানোদিতেনাশু পবনেনেব কজ্জলম্ ॥ ৪৪ ॥
তমস্যুপরতে কান্তং তেজঃপুঞ্জং দদর্শ সঃ।
শার্ব্বরে তিমিরে শান্তে প্রাতঃসন্ধ্যামিবাম্বুজম্ ॥ ৪৫ ॥
তল্লুলাব স্থলাজ্জানাং বনং বাল ইব দ্বিপঃ।
অপিবচ্চাপ্যসৃক্পূরং বেতাল ইব বেগতঃ ॥ ৪৬ ॥

আগতমুন্মুখম্। যুক্তিভিঃ প্রত্যাহারোপায়ৈর্ব্বশীকৃতম্ ॥ ৩৯ ॥
ধারণয়া চিত্তপ্রসাদাৎ পরিপূর্ণাস্বধ্যানবিশ্রান্তিমাহ শরদম্ভোবদিতি ॥৪০॥
ব্রহ্মাকারকতিপয়চিত্তবৃত্তিধারাবিচ্ছেদিনো মধ্যে মধ্যে প্রতিভাসমুপেযুষো বিপরীতভাবনাবিকল্পৌঘান্ দুধাব নিরস্তবান্ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥
তমস্তমোগুণোদ্রেকপ্রযুক্তমন্ধকারম্ ॥ ৪৩ ॥
সত্ত্বগুণোদ্ভাবনপ্রদীপ্তসম্যগ্জ্ঞানোদিতেন স্বান্তং মনস্তদ্রূপেণ বিবস্বতা সূর্য্যেণ ॥ ৪৪ ॥
সত্ত্বগুণোদ্ভাবনব্যগ্রস্য তদনুরূপস্তেজঃপুঞ্জভ্রমস্তস্যাভূদিত্যাহ তমসীতি। অম্বুজং কর্ত্তৃ উদ্যদর্কোপলক্ষিতাং প্রাতঃসন্ধ্যামিব ॥ ৪৫ ॥
তং কিংতদ্বিরোধিরজোগুণাদ্যুত্তবেন লুলাব নেত্যাহ অপিবদিতি। অধিষ্ঠানতত্ত্বদর্শনেন বাধাদগ্রসদিত্যর্থঃ। অসৃক্পূরং রক্তপ্রবাহম্। তেজসো-

তেজস্যুপরতে তস্য ঘূর্ণমানং মনোমুনেঃ।
নিশাজবদগান্নিদ্রাং লোলং ক্ষীববদেব বা ॥ ৪৭ ॥
মেঘমালামিব মরুদ্ব্যালো নীলাজীনীমিব।
যামিনীমিব তীক্ষ্ণাংশুস্তামপ্যাশু লুলাব সঃ ॥ ৪৮ ॥
নিদ্রাব্যপগমে তস্য ভাবয়ামাস তন্মনঃ।
ব্যোমশ্যামলদৃগ্জন্তুর্নভসীব শিখণ্ডকান্ ॥ ৪৯ ॥
পয়োদ ইব তাপিচ্ছং নীহারমিব মারুতঃ।
দীপস্তম ইবাচ্ছাত্ম তদপ্যাশু মমার্জ্জ সঃ ॥ ৫০ ॥
ব্যোমসম্বিদি নষ্টায়াং মূঢ়ং তস্যাভবন্মনঃ।
নিদ্রায়াস্তু বিলীনায়াং মৈরেয়মদবানিব ॥ ৫১ ॥
মোহমপ্যেষ মনসস্তং মমার্জ্জ মহাশয়ঃ।
যামিনীজনিতং জাড্যং ভুবনাদিব ভাস্করঃ ॥ ৫২ ॥
ততস্তেজস্তমোনিদ্রামোহাদিপরিবর্জ্জিতম্।

লোহিতবর্ণত্বাদস্য শুপমা ॥ ৪৬ ॥

রজসা সমাধানাৎ চালিতস্য চিত্তস্য বিষয়ালাভেন বিলয়াৎ নিদ্রামজ্জনমাহ তেজসীতি। লোলং তরঙ্গৈর্নিদ্রাস্নুকূলতয়া আন্দোলিতম্। ক্ষীবো-মদিরামত্তস্তদ্বদেববা ॥ ৪৭ ॥

ব্যালশব্দেন ভুজঙ্গনাগপর্য্যায়েণ বিয়োগজোবা লক্ষ্যতে। লুলাব বিবেক-প্রবোধেনেতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

ব্যোম শ্যামলং পশ্যতীতি ব্যোমশ্যামলদৃক্। যদা সূর্য্যাতপসম্মুখে ব্যোম্নি প্রসারিতদৃষ্টির্জ্জন্তুঃ কেশোণ্ড্রবটরকান্তাসময়ূরশিখণ্ডকাকারান্ বি-ভাবয়তি তদ্বৎ মনো নানাবাসনাপরিকল্পিতরূপবদ্ব্যোম ভাবয়ামাসেত্যর্থঃ ॥৪৯॥

তাপিচ্ছং তমালপুষ্পং তদ্ধি বৃষ্ট্যা শীর্য্যতে শ্যামতাঞ্চ জহাতীতি। অচ্ছাত্মস্বচ্ছস্বভাবং তদ্ব্যোমাপি মমার্জ্জ ॥ ৫০ ॥

মূঢ়ং কম্পলোপহতম্ ॥ ৫১ ॥

মমার্জ্জ বিশোধ্য অপনিন্যে ॥ ৫২ ॥

কামপি বাচামগোচরাং নির্ব্বিকল্পসমাধ্যবস্থাম্। বিশশ্রাম বিশ্রান্তিং

কামপ্যবস্থামাসাদ্য বিশশ্রাম মনঃ ক্ষণম্ ॥ ৫৩ ॥
বিশ্রম্যাশু পপাতাঙ্গ সম্বিদং বিশ্বরূপিণীম্।
সেতুরুদ্ধং সরোবারি প্রতীপং স্বমিবাস্পদম্ ॥ ৫৪ ॥
চিরানুসন্ধানবশাৎ স্বদনাচ্চ স্বসম্বিদঃ।
ততশ্চিন্ময়তামাগাৎ হেম নূপুরতামিব ॥ ৫৫ ॥
চিত্তত্বমথ সন্ত্যজ্য চিত্তং চিত্তত্বতাং গতম্।
অন্যদেব বভূবাশু পঙ্কঃ কুম্ভস্থিতোযথা ॥ ৫৬ ॥
চেত্যং সন্ত্যজ্য চিচ্ছুদ্ধা চিৎসামান্যমথাযযৌ।

প্রাপ। ক্ষণমল্পকালম্ ॥ ৫৩ ॥

বিক্ষেপসংস্কারপ্রাবল্যাৎ তত্র স্থৈর্য্যং ন প্রাপেত্যাহ বিশ্রম্যেতি। অঙ্গেতি সম্বোধনম্। বিশ্বরূপিণীং বাহ্যপ্রপঞ্চসমাকারাং বৃত্তিসম্বিদং পপাত প্রাপেতি যাবৎ। প্রাগবাহ্যাকারাদাকৃষ্য পূর্ণাত্মনি নিরুদ্ধস্য পরাবৃত্ত্য পুনর্ব্বাহ্যাকারাপত্তাবনুরূপং দৃষ্টান্তমাহ সেত্বিতি। যথা সরোবারি কুল্যা-দ্বারা কেদারে প্রবেশিতং কেদারমাপূর্য্য তৎ সেতুরুদ্ধং সৎ কুল্যাদ্বারা পরাবৃত্ত্য প্রতীপং প্রতিকূলপ্রবাহং সৎ পুনঃ স্বাস্পদং সর এব প্রবি-শতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

বাহ্যসম্বিদঃ পরাবৃত্ত্য পুনঃ স্বসম্বিদং প্রতি নীয়মানস্য অন্তরালে সবি-কল্পকসমাধিপ্রাপ্তিমাহ চিরেতি। প্রাক্ ধ্যানাদিনা চিরানুসন্ধানবশাৎ সমাধাবানন্দানুভবেন স্বদনাচ্চ হেতোস্তৎ সংস্কারেণ পুনস্তত্রাকৃষ্যমাণং মন-স্ততোঽন্তরালে চিন্ময়তাং চিৎপ্রচুরসবিকল্পসমাধিরূপতামাগাৎ। যথা হেম চরণবলয়তানুরূপাং নূপুরতাং যাতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

এবং সবিকল্পকসমাধিনা ক্রমেণ নিরিন্ধনাগ্নিবৎ প্রক্ষীয়মাণং ক্ষীরো-দকবচ্চিদৈকরস্যগামেত্যাহ চিত্তত্বমিতি। চিত্তং স্বীয়ং চিত্তত্বং সন্ত্যজ্য চিদেব যৎ তত্ত্বং তদ্ভাবং গতং সৎ পূর্ব্বাবস্থাতোঽন্যদেব বভূব। যথা কুম্ভস্থিতপঙ্কিলজলপঙ্কো জলশোষে কুম্ভমালিপ্য কুম্ভভাবমেব গচ্ছতি তদ্ব-দিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

চিত্তস্য চিত্তভাবাপগমে তৎপ্রতিবিম্বচৈতন্যস্য বিম্বচিৎসামান্যৈক্যং বৃত্ত-

ত্যক্তবীচ্যাদিভেদোক্তির্ব্বাঃ সামান্যমিবৈকধীঃ ॥ ৫৭ ॥
ত্যক্তভূতৌঘমননং ততোবিশ্বম্ভরং মহৎ।
চিদাকাশং ততঃ শুদ্ধং সোভবদ্বোধমাগতঃ ॥ ৫৮ ॥
তত্র প্রাপদথানন্দং দৃশ্যদর্শনবর্জ্জিতম্।
অনন্তমুক্তমাস্বাদং রসায়নমিবার্ণবম্ ॥ ৫৯ ॥
শরীরাৎ সমবেতোসৌ কামপ্যবনিমাগতঃ।
সত্তাসামান্যরূপাত্মা বভূবানন্দসাগরঃ ॥ ৬০ ॥
দ্বিজচেতনহংসোসা-বানন্দসরসি স্থিতঃ।
অতিষ্ঠচ্ছরদচ্ছে খে কলাপূর্ণ ইবোড়ুপঃ ॥ ৬১ ॥
বভূবাবাতদীপাভো লিপিকর্ম্মাপিতোপমঃ।
বীতবীচ্যম্বুধিপ্রখ্যো বৃষ্টমূকাম্বুদস্থিতিঃ ॥ ৬২ ॥
অথৈতস্মিন্ মহালোকে তিষ্ঠন্নুদ্দালকশ্চিরম্।

মিত্যাহ চেত্তামিতি। চেত্তাং স্বাবভাস্তং বৃত্ত্যাকারং সন্ত্যজ্য প্রতিবিম্বচিৎ শুদ্ধা সতী সর্ব্ববৃত্তিসাধারণসাক্ষিচিৎসামান্যভাবমুপাগতৌ যতঃ সা একধীঃ একরসীভূতা সোপাধিবুদ্ধির্বস্তাস্তথাবিধেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

এবং নির্ব্বিকল্পসমাধিপ্রতিষ্ঠিতস্যোদ্দালকস্য তৎপরিপাকাৎ তত্ত্বসাক্ষাৎকারং তৎফলং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি শ্রুতিদর্শিতং ব্রহ্মভাবঞ্চ দর্শয়তি ত্যক্তেতি। ততস্তদনন্তরং স উদ্দালকস্ততস্তাদৃশস্য সমাধের্ব্বোধস্য তত্ত্বসাক্ষাৎকারমাগতঃ সন্ বিশ্বং ভরং সর্ব্বজগদধিষ্ঠানং ত্যক্তভূতৌঘমননদ্বৈতপ্রতিভাসরহিতং শুদ্ধং মহচ্চিদাকাশমভবৎ ॥ ৫৮ ॥

তদ্ভাব এব নিরতিশয়ানন্দাবাপ্তিরিতি দর্শয়তি তত্রেতি। উক্তৈর্ম্মুক্তাদিভিরাস্বাদ্যত ইত্যুক্তমাস্বাদম্। রসানাং সর্ব্ববিষয়সুখকণানাময়নমাধারভূতমর্ণবমিব স্থিতম্ ॥ ৫৯ ॥

তামেব দশাং বর্ণয়তি শরীরাদিত্যাদিনা। শরীরাৎ সম্যগবমত্য ইতোনির্গত ইব শোধিত ইতি যাবৎ ॥ ৬০ ॥

উড়ুপশ্চন্দ্রঃ। ৬১ ॥

পূর্ব্বং বৃষ্টঃ পশ্চাৎ শরদি মূকোনির্গতজলশ্চ যোম্বুদস্তৎসদৃশস্থিতিঃ ॥ ৬২ ॥

অপশ্যদ্ব্যোমগান্ সিদ্ধানমরানপি ভূরিশঃ ॥ ৬৩ ॥
আগতানি বিচিত্রাণি সিদ্ধিজালানি চাভিতঃ।
শক্রার্কপদদাতৄণি নিরন্ধ্রাণ্যপ্সরোগণৈঃ ॥ ৬৪ ॥
তানি নাদরয়াঞ্চক্রে সিদ্ধিবৃন্দানি স দ্বিজঃ।
গম্ভীরগতিরক্ষুব্ধো বিলাসানিব শৈশবান্ ॥ ৬৫ ॥
সিদ্ধিসার্থমনাদৃত্য তস্মিন্নানন্দমন্দিরে।
অতিষ্ঠদথ ষণ্মাসান্ দিক্তটের্ক ইবোত্তরে ॥ ৬৬ ॥
জীবন্মুক্তপদং তৎ তৎ যাবৎ সম্প্রাপ্তবান্ দ্বিজঃ।
তত্র সিদ্ধাঃ সুরাঃ সাধ্যাঃ স্থিতা ব্রহ্মহরাদয়ঃ ॥ ৬৭ ॥
আনন্দে পরিণামিত্বাদনানন্দপদং গতঃ।
নানন্দে ন নিরানন্দে তত্তস্তৎসম্বিদা বভৌ ॥ ৬৮ ॥
ক্ষণং বর্ষসহস্রং বা তত্র লব্ধা স্থিতিং মনঃ।
রতিমেতি ন ভোগৌঘে দৃষ্টস্বর্গ ইবাবনৌ ॥ ৬৯ ॥
তৎ পদং সা গতিঃ শান্তা তচ্ছ্রেয়ঃ শাশ্বতং শিবম্।

তৎপদারূঢ়োব্রহ্মলোকান্তসিদ্ধিগণান্ পাদপাতেন প্রার্থয়তোপি কটাক্ষেণাপি ন পশ্যন্তীত্যেতদ্দর্শয়তি অথেত্যাদিনা ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥

আনন্দস্য মন্দিরে। তস্মিংস্তাদৃশসমাধৌ। উত্তরে উত্তরায়ণাধারে দিক্তটের্ক ইব ষণ্মাসম্ ॥ ৬৬ ॥

তত্তদুত্তরোৎকৃষ্টং সপ্তমভূমিকাপ্রভিষ্ঠম্। সুরা দেবাঃ। সিদ্ধা দেবযোনিভেদাঃ। সাধ্যা গণদেবতাঃ। সুরেভ্যস্তেষাং পৃথগগ্রহণং গোবলীবর্দ্দন্যায়েন ॥ ৬৭ ॥

তস্মিংশ্চানন্দে রসাস্বাদলক্ষণচিত্তপরিণামশূন্যত্বাৎ ন বিদ্যতে আনন্দোঽস্যেতি ব্যুৎপন্নং অনানন্দপদং গতঃ প্রাপ্তঃ। ততস্তস্মাদ্ধেতোস্তস্য সম্বিদাত্মচৈতন্যং ন বিষয়িণামিব ক্ষুদ্রানন্দে বভৌ নাপি নিরানন্দে দুঃখে কিন্তু স্বপ্রকাশৈকরসপূর্ণমবতস্থে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

তৎপ্রাপ্তৌ ন পুনঃ ক্ষুদ্রানন্দস্পৃহোদ্ভব ইত্যাহ ক্ষণমিতি। দৃষ্টস্বর্গোঽনুভূতস্বর্গবিভবঃ পুরুষঃ। অবনৌ ভূলোকসুখে ॥ ৬৯ ॥

তত্র বিশ্রান্তিমাপ্তস্য ভূয়োনোবাধতে ভ্রমঃ ॥ ৭০ ॥
তৎ পদং সাধবঃ প্রাপ্য দৃশ্যদৃষ্টিমিমাং পুনঃ।
নায়ান্তি খদিরোদ্যানং লব্ধচৈত্ররথা ইব ॥ ৭১ ॥
তাং মহানন্দপদবীং চিত্তাদাসাদ্য দেহিনঃ।
দৃশ্যং ন বহু মন্যন্তে রাজানো দীনতামিব ॥ ৭২ ॥
চেতস্তৎপদবিশ্রান্তং বুদ্ধং দৃশ্যদশাং প্রতি।
কদর্থাদ্বোধমায়াতি নায়াত্যেবাথ বানঘ ॥ ৭৩ ॥
উদ্দালকোত্র ষণ্মাসান্ দূরোৎসারিতসিদ্ধিভূঃ।
উষিত্বোন্মিষিতোম্ভোদকোশাদর্কোমধাবিব ॥ ৭৪ ॥
দদর্শ সম্প্রবুদ্ধাত্মা পুনঃ পরমতেজসঃ।
প্রণামলালসাঃ স্নিগ্ধাশ্চন্দ্রবিম্ববপুর্দ্ধরাঃ ॥ ৭৫ ॥
রমণীর্গৌরমন্দার-রেণুভ্রমরচামরাঃ।
স্ফুরৎপতাকাপটলা দ্যুবিমানপরম্পরাঃ ॥ ৭৬ ॥
অস্মদাদীন্ মুনীন্ দর্ভপবিত্রাঙ্ককরাম্বুজান্।
বিদ্যাধরীভির্ব্বলিতান্ বিদ্যাধরপতীনপি ॥ ৭৭ ॥
তে তমূচুর্ম্মহাত্মানমুদ্দালকমুনিং তথা।

তদেব সর্ব্বোৎকৃষ্টমিতি বর্ণয়তি তদিত্যাদিনা ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥

শ্রবণমননসমাধিপরিষ্কৃতা চ্চিত্তাদাসাদ্য অপরোক্ষতয়া প্রাপ্য। চিন্তা দিতি পাঠে বিচারিতশাস্ত্রাৎ ॥ ৭২ ॥

বুদ্ধং চিত্তং দৃশ্যদশাং সমাধিব্যুত্থানদশাং প্রতি কদর্থাৎ পরেষাং মহতঃ প্রযত্নাৎ বোধমায়াতি ষষ্ঠভূমিকায়াম্। নায়াত্যেব সপ্তমভূমিকায়াম্ ॥ ৭৩ ॥

অম্ভোদকোশাৎ নীহারপটলাৎ। মধৌ চৈত্রে ॥ ৭৪ ॥

প্রাগ্‌দৃষ্টা এব রমণীর্দ্যুর্ব্বিমানপরম্পরাশ্চ পুনর্দ্দদর্শেতি পরেণান্বয়ঃ॥ ৭৫ ॥

গৌরমন্দাররেণুচ্ছন্না ভ্রমরাশ্চামরাণি চ যাসাম্। স্ফুরন্তি পতাকাপটলানি যাস্বিতি চ সাধারণে বিশেষণে ॥ ৭৬ ॥

বিদ্যাধরপতীনপি দদর্শেত্যনুবর্ত্ত্যতে ॥ ৭৭ ॥

প্রসাদেন প্রণামাম্নো ভগবন্নবলোকয় ॥ ৭৮ ॥
আরুহ্যেদং বিমানং ত্বমেহি ত্রৈবিষ্টপং পুরম্।
স্বর্গ এব হি সীমান্তো জগৎসম্ভোগসম্পদাম্ ॥ ৭৯ ॥
আকল্পমূচিতান্ ভুংক্ষ্ব ভোগানভিমতান্ বিভো।
স্বর্গাদিফলভোগার্থমেবাশেষতপঃক্রিয়াঃ ॥ ৮০ ॥
হারচামরধারিণ্যো বিদ্যাধরবরাঙ্গনাঃ।
পশ্যেমাস্ত্বামুপাসীনাঃ করিণ্যঃ করিণং যথা ॥ ৮১ ॥
কামোধর্ম্মার্থয়োঃ সারঃ কামসারাঃ সুযোষিতঃ।
বসন্ত ইব মঞ্জর্য্যঃ স্বর্গ এব ভবন্তি তাঃ ॥ ৮২ ॥
একং কথয়তঃ সর্ব্বানতিথীনিত্যসৌ মুনিঃ।
পরিপূজ্য যথান্যায়মতিষ্ঠদ্গতসম্ভ্রমম্ ॥ ৮৩ ॥
নাভ্যনন্দন্ন তত্যাজ তাং বিভূতিং স ধীরধীঃ।
ভো সিদ্ধা ব্রজতেত্যুক্ত্বা স্বব্যাপারপরোভবৎ ॥ ৮৪ ॥
অথ স্বধর্ম্মনিরতং ভোগেষ্বরতিমাগতম্।
তমুপাস্য যযুঃ সিদ্ধা দিনৈঃ কতিপয়ৈঃ স্বয়ম্ ॥ ৮৫ ॥
জীবন্মুক্তঃ স চ মুনির্ব্বিজহার যথাসুখম্।
যাবদিচ্ছং বনান্তেষু মুনীনামাশ্রমেষু চ ॥ ৮৬ ॥

তে বৈমানিকা মুনয়শ্চ তমুদ্দালকমূচুর্হে ভগবন্ নঃ অস্মান্ প্রণামাৎ প্রসাদেনানুগ্রহদৃশা অবলোকয় ॥ ৭৮ ॥

এহি আগচ্ছ। স্বর্গস্যানুপেক্ষায়াং হেতুমাহুঃ স্বর্গ এবেতি ॥ ৭৯ ॥

আকল্পং দ্বিপরার্দ্ধাবসানান্তকালম্। অনেনৈব সর্ব্বেষাং তপঃক্লেশাদি-সার্থক্যমিত্যাহুঃ স্বর্গাদীতি ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥

ধর্ম্মার্থয়োঃ ফলত্বাৎ সারঃ ॥ ৮২ ॥

গতসম্ভ্রমং মিথ্যাত্বাদিনিশ্চয়াৎ বিগতকুতূহলং যথাস্যাৎ তথা অতিষ্ঠৎ ॥৮৩॥

স্বব্যাপারঃ সমাধিস্তৎপরোভবৎ ॥ ৮৪ ॥

উপাস্য চিরপ্রতীক্ষাপ্রণামপ্রশংসাদিনোপচর্য্য ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥

মেরুমন্দরকৈলাসহিমবদ্বিন্ধ্যসানুষু।
দ্বীপোপবনদিক্কুঞ্জজঙ্গলারণ্যভূমিষু ॥ ৮৭ ॥
ততঃ প্রভৃতি সম্প্রাপ্তপদমুদ্দালকো দ্বিজঃ।
গুহাসু গিরিকুক্ষীণামবসৎ ধ্যানলীলয়া ॥ ৮৮ ॥
কদাচিদহ্না মাসেন কদাচিদ্বৎসরেণ চ।
কদাচিদ্বৎসরৌঘেন ধ্যানাসক্তোব্যবুধ্যত ॥ ৮৯ ॥
উদ্দালকস্তদারভ্য ব্যবহারপরোপি সন্।
সুসমাহিত এবাসৌ চিত্তৈকত্বমাগতঃ ॥ ৯০ ॥
চিত্তৈকঘনাভ্যাসান্মহাচিত্ত্বমুপেত্য সঃ।
বভূব সর্ব্বত্র সমস্তেজঃসৌরমিবাবনৌ ॥ ৯১ ॥
চিৎসামান্যচিরাভ্যাসাৎ সত্তাসামান্যমেত্য সঃ।
দৃশ্যেস্মিংশ্চিত্ররবিবন্নাস্তমায়ান্ন চোদয়ম্ ॥ ৯২ ॥

সম্প্রাপ্তপদং যথাস্থাৎ তথা অবসৎ ধ্যানলীলয়েত্যনেন ধ্যানমপি তস্য লীলৈব ন তেনাপি তস্য সাধ্যমস্তীতি সূচিতম্ ॥ ৮৮ ॥

ধ্যানাসক্তঃ সমাধিমারূঢ়ঃ ॥ ৮৯ ॥

ব্যবহারকালেপি সুসমাহিত এব নাজ্ঞবদ্বিক্ষেপবানিত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

চিত্তত্বমন্তঃকরণতদ্বৃত্ত্যনুগততৎসাক্ষিচিন্মাত্রং তস্যৈব বিবিচ্য দর্শনধারালক্ষণাৎ সমাধিরূঢ়াভ্যাসাৎ মহাচিত্ত্বমপরিচ্ছিন্নচিত্তানম্। সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু স্নেহদ্বেষবর্জ্জনাৎ কারণ্যাদবিষমব্রহ্মভাবদর্শনাচ্চ সমঃ। অনেন তস্য ক্রমাৎ পঞ্চমভূমেঃ ষষ্ঠভূমিকাপ্রাপ্তিরুক্তা ॥ ৯১ ॥

অথাস্য সপ্তমভূমিকাবিশ্রান্তিং দর্শয়তি চিৎসামান্যেতি। সর্ব্বথা দৃশ্যস্য তৎসংস্কারস্য চোচ্ছেদে তৎপ্রথারূপত্বলক্ষণচিত্ত্বব্যবহারস্যাপ্যুপরমাৎ স্বপ্রকাশনিরতিশয়ানন্দসন্মাত্রপরিশেষাৎ সত্তাসামান্যমেত্য প্রাপ্য চিত্ররবিবদস্মিন্ দৃশ্যে "এতেভ্যোভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তী"ত্যাদিশ্রুতিদর্শিতমাবির্ভাবতিরোভাবলক্ষণমস্তময়মুদয়ঞ্চ নায়াৎ। তদ্বীজাবিদ্যাকামকর্ম্মবাসনানামত্যন্তোচ্ছেদাদিতি ভাবঃ ॥ ৯২ ॥

শমপরপদলাভপ্রাপ্তিসংশান্তচেতা
গলিতজননপাশঃ ক্ষীণসন্দেহদোলঃ।
শরদি খমিব শান্তং ব্যাততং চোর্জ্জিতঞ্চ
স্ফুটমমলমচেতস্তদ্বপুঃ সম্বভার ॥ ৯৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে উদ্দালকবিশ্রান্তির্নাম চতুষ্পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

এতামেব স্থিতিং প্রপঞ্চয়ন্নুপসংহরতি শমেতি। সর্ব্ববিক্ষেপোপশমনান্নিরতিশয়ানন্দরূপপরপদলাভপ্রাপ্তেশ্চ সম্যক্ শান্তং গলিতং মনোযস্য। অতএব সর্ব্বকর্ম্মবীজক্ষয়াৎ গলিতজননপাশঃ ক্ষীণাঃ সন্দেহদোলাবস্থাশ্চ যস্য তথাবিধঃ সন্ শরদি খমিব শান্তং প্রশান্তাবিদ্যামেঘড়ম্বরং ব্যাততমপরিচ্ছিন্নমতএব নিরঙ্কুশং বৃহত্বান্নিরতিশয়সত্তাস্ফূর্ত্তিসুখোৎকর্ষাৎ উর্জ্জিতং নিরাবরণত্বাৎ স্ফুটং প্রাক্তনদশায়া অত্যন্তবিস্মরণাদচেতস্তদ্ব্রহ্মস্বভাবাপন্নং বপুঃ স্বরূপং সম্বভার ন প্রাগিবোদ্দালকবপুরিত্যর্থঃ ॥ ৯৩॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে চতুষ্পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।

—ː()ː—

রাম উবাচ ।

আত্মজ্ঞানদিনৈকার্ক মৎসংশয়তৃণানল ।
অজ্ঞানদাহশীতাংশো সত্তাসামান্যমীশ কিম্ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

যদা সংক্ষীয়তে চিত্তমভাবাত্যন্তভাবনাৎ ।
চিৎসামান্যস্বরূপস্য সত্তাসামান্যতা তদা ॥ ২ ॥
নূনং চেত্যাংশরহিতা চিদ্‌যদাত্মনি লীয়তে ।
অসদ্রূপবদত্যচ্ছা সত্তাসামান্যতা তদা ॥ ৩ ॥

সত্তাসামান্যলক্ষ্মাস্য যুক্ত্যা দেহোজ্ঝনক্রমঃ ।
ত্যক্তদেহেন খিংখিল্যা ভূষাকুপ্তিশ্চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

গুরুং স্তুতিভিঃ প্রসাদ্য রামশ্চরমপর্য্যায়োক্তসত্তাসামান্যং লক্ষণৈর্জ্জিজ্ঞাসমানঃ পৃচ্ছতি আত্মজ্ঞানেতি। অজ্ঞানপ্রযুক্ততাপত্রয়লক্ষণস্য দাহস্য সন্তাপস্য শীতাংশো। অজ্ঞানান্ধকারোচ্ছেদে তৎপ্রযুক্তসংশয়বিপর্য্যয়াত্ম্যচ্ছেদে তৎপ্রযুক্তসর্ব্বদুঃখোচ্ছেদে চ ত্বমেব সমর্থ ইতি বিশেষণত্রয়তাৎপর্য্যার্থঃ। ঈশেত্যুক্তির্গুরাবীশ্বরদৃষ্টিরেব সদা কার্য্যা ন সাধারণবুদ্ধিরিতি দ্যোতনায়॥১॥

ষষ্ঠভূমিকায়াং চিদবান্তরভেদান্ পরিমৃজ্য চিৎসামান্যস্বরূপভূতস্য চেত্যাভাবস্যাত্যন্তভাবনাৎ চেত্যসংস্কারাণামাত্যন্তিকোচ্ছেদে সতি যদা চিত্তং সংক্ষীয়তে তদা স্বমাত্রসত্তয়া স্বতঃ সিদ্ধান্তী পরিশিষ্টা চিদচিদুভয়ানুগতসত্ত্বৈব সত্তাসামান্যমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সর্ব্ববৃত্তিপ্রতিবিম্বিতা চিৎ সর্ব্বদৃশ্যবাধে চেত্যাংশৈর্বৃত্তিতদ্বিষয়ৈরহিতা সতী যদা স্বাত্মনি বিশ্বচৈতন্যে লীয়তে তদা তস্য বিশ্বস্য অসদ্রূপং যস্মিং-

যদা সর্ব্বমিদং কিঞ্চিৎ সবাহ্যাভ্যন্তরাত্মকম্।
অপলপ্য বসেচ্চেতঃ সত্তাসামান্যতা তদা ॥ ৪ ॥
যদা সর্ব্বাণি দৃশ্যানি সত্তাসামান্যবেদনম্।
স্বরূপেণ স্বরূপাভং সত্তাসামান্যতা তদা ॥ ৫ ॥
কূর্ম্মোঙ্গানীব দৃশ্যানি লীয়ন্তে স্বাত্মনাত্মনি।
অভাবিতান্যেব যদা সত্তাসামান্যতা তদা ॥ ৬ ॥
দৃষ্টিরেষা হি পরমা সদেহাদেহয়োঃ সদা।
মুক্তয়োঃ সম্ভবত্যেব তুর্য্যাতীতপদোপমা ॥ ৭ ॥
ব্যুত্থিতস্য ভবত্যেষা সমাধিস্থস্য চানঘ।
জ্ঞস্য কেবলমজ্ঞস্য ন ভবত্যেব বোধজা ॥ ৮ ॥
অস্যাং দৃশি স্থিতাঃ সর্ব্বে জীবন্মুক্তা মহাশয়াঃ।
সিদ্ধা রসা ইব ভুবি ব্যোমবীথ্যামিবানিলাঃ ॥ ৯ ॥
অস্মৎপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে নারদাদ্যাশ্চ রাঘব।

স্তদসদ্রূপমাকাশস্তদ্বদত্যচ্ছা সত্তাসামান্যতা বোধ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

চেতশ্চিত্তবৃত্ত্যভিব্যক্তাখণ্ডচৈতন্যম্ ॥ ৪ ॥

যদা সর্ব্বাণি ভূতানি স্বপারমার্থিকরূপেণ স্বরূপমেব আভা স্বপ্রথা যস্য নাম্না তথাবিধং সত্তাসামান্যাত্মকং বেদনং চিন্মাত্রং ভবতীতি শেষঃ॥৫॥

অভাবিতানি ভাবনযত্নং বিনৈব সহজদৃশেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

এষা সপ্তমভূমিকারূঢ়দৃষ্টির্যতস্তুর্য্যাতীতপদোপমা অতঃ সদেহাদেহমুক্তয়োঃসমা ন স্বরূপস্থিতৌ বিশেষোস্তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

সেয়ং দৃষ্টিঃ পঞ্চমাদিভূমিকাস্বপি সমাধিস্থস্য ভবতি সপ্তমভূমিকারূঢ়স্য জ্ঞ-ব্যুত্থিতস্যাপি। কেবলমজ্ঞস্য ন ভবত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

সর্ব্বেপি জীবন্মুক্তা অস্যাং দৃশি স্থিতাঃ সন্তো ভুবি সিদ্ধা রসাঃ পারদাদয় ইব ব্যোমবীথ্যাং অনিলা ইব চ ঐহিকামুষ্মিকভোগতৃষ্ণারজোভিরস্পৃষ্টাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তানেবোদাহরতি অস্মৎপ্রভৃতয় ইতি। অস্মৎপ্রভৃতয়ো ভুবি নারদাদ্যা

ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশ্বরাদ্যাশ্চ দৃষ্টাবস্থাং ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১০ ॥
এতামালম্ব্য পদবীং সমস্তভয়নাশিনীম্।
উদ্দালকোসাববসৎ যাবদিচ্ছং জগদ্গৃহে ॥ ১১ ॥
অথ কালেন বহুনা বুদ্ধিস্তস্য বভুব হ।
বিদেহমুক্তস্তিষ্ঠামি দেহং ত্যক্ত্বেতি নিশ্চলা ॥ ১২ ॥
এবং চিন্তিতবানদ্রেগু্র্হায়াং পল্লবাসনে।
বদ্ধপদ্মাসনস্তস্থাবর্দ্ধোন্মীলিতলোচনঃ ॥ ১৩ ॥
সংযম্য গুদসংরোধাৎ দ্বারাণি নব চেতসঃ।
মাত্রাস্পর্শান্ বিচিন্বানো ভাবিতস্বাঙ্গচিদ্ঘনঃ ॥ ১৪ ॥
সংরুদ্ধপ্রাণপবনঃ সমসংস্থানকন্ধরঃ।
তালুমূলতলালগ্ন জিহ্বামূলোলসম্মুখঃ ॥ ১৫ ॥
ন বহির্নান্তরে নাধো নোর্দ্ধে নার্থে ন শূন্যকে।
সংযোজিতমনোদৃষ্টির্দ্দিন্তৈর্দ্দন্তানসংস্পৃশন্ ॥ ১৬ ॥
প্রাণপ্রবাহসংরোধসমঃ স্বচ্ছাননচ্ছবিঃ।

ব্যোমবীথ্যাং ব্রহ্মাদ্যাস্তদূর্দ্ধলোকেম্বিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

যাবদিচ্ছমাপ্রারব্ধক্ষয়ম্ ॥ ১১ ॥

নিশ্চলা দৃঢ়া ॥ ১২ ॥

চিন্তিতবান্ চিন্তিতার্থদৃঢ়নিশ্চয়বান্ সন্ ॥ ১৩ ॥

মাত্রাস্পর্শান্ শব্দস্পর্শাদিগোচরবৃত্তীর্বিচিন্বানো বদরাণীবৈকৈকশ উপসংহৃত্য হৃদি নিবেশয়ন্। হৃদি নিবিষ্টানাঞ্চ তেষাং পরমার্থরূপো ভাবিত স্বাঙ্গমিব স্বাত্মনৈকীকৃতশ্চিদ্রূপোঘনঃ সৈন্ধবঘনবদেকরসো যেন ॥ ১৪ ॥

সমসংস্থানা কংধরা কণ্ঠো যস্য। তালুমূলতলে আলগ্নেন কণ্ঠছিদ্রে কবাটবন্নিবেশিতেন জিহ্বামূলেনোন্নতমিব লসন্মুখং যস্য ॥ ১৫ ॥

অর্থে রূপাদিবিষয়ে। ন সংযোজিতে মনোদৃষ্টী যেন ॥ ১৬ ॥

প্রাণাদিপ্রবাহাণাং সংরোধেন সমস্তক্রিয়াকৃতদেহমনঃকরণচাঞ্চল্যশূন্যঃ। স্বচ্ছাননচ্ছবিঃ প্রসন্নবদনঃ। অঙ্গেতি সম্বোধনে। চিৎসম্বিদা চিদ্রূপব্রহ্মা-

অঙ্গচিৎসম্বিদুত্তান রোমকণ্টকিতাঙ্গভূঃ ॥ ১৭ ॥
অঙ্গচিৎসম্বিদাভ্যাসাৎ চিৎসামান্যমুপাদদে।
তদভ্যাসাদবাপান্তরানন্দস্পন্দমুত্তমম্ ॥ ১৮ ॥
তদাস্বাদগতো লীনচিৎসামান্যদশাক্রমম্।
বিশ্বন্তরমনন্তাত্ম সত্তাসামান্যমাযযৌ ॥ ১৯ ॥
তস্থৌ সমসমাভোগঃ পরাং বিশ্রান্তিমাগতঃ।
অনানন্দসমানন্দ মুগ্ধমুগ্ধমুখদ্যুতিঃ ॥ ২০ ॥
সংশান্তানন্দপুলকঃ পদং প্রাপ্যামলং গতঃ।
চিরকালপরিক্ষীণ-মননাদিভবভ্রমঃ ॥ ২১ ॥

নন্দানুভবেন উত্তানৈরূর্দ্ধীভূতৈ রোমভিঃ কণ্টকিতা সঞ্জাতকণ্টকা অঙ্গভূর্যস্য ॥ ১৭ ॥

তস্যানন্দাবির্ভাবে পূর্ব্বোক্তমেব ক্রমমাহ অঙ্গেতি। অঙ্গেষন্তঃকরণৈকদেশভূতবৃত্তিভেদেষু প্রতিবিম্বিতা চিৎ অবচ্ছিন্না সম্বিদা চ স্বোপাধিভূতবৃত্তিভেদানাং বিলয়াভ্যাসাৎ বিম্বভূতচিৎসামান্যমুপাদদে প্রবিবেশ। বিম্বভূতচিন্মাত্রানুসন্ধানাভ্যাসাচ্চ অন্তর্হৃদি উত্তমং সর্ব্বোৎকৃষ্টমানন্দস্পন্দং অবাপ অন্বভূদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তস্য পূর্ব্ববৎ সত্তাসামান্যানুপ্রবেশমাহ তদাস্বাদনত ইতি। যাবৎ ন নিরতিশয়ানন্দাস্বাদনং তাবদেব চিত্তং নিরোধক্লেশাসহিষ্ণুতয়া বহিঃ প্রবর্ত্ততে আস্বাদিতে স্বানন্দে তত্রৈব গুড়পিপীলিকান্যায়েনাসকৃৎ স্বরূপমপি বিস্মৃত্য স্বানুগতং চিৎসামান্যং নিরতিশয়স্বপ্রকাশসত্তাসামান্যভাবং নয়তি স এব চিৎসামান্যদশাক্রমস্য লয়স্তস্য সত্তাসামান্যপ্রাপ্তিশ্চেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

তত্রৈব তস্যাপুনরাবর্ত্তিনীং স্থিতিমাহ তস্থাবিতি। সমেভ্যোপি সম আত্যন্তিকবিক্ষেপবৈষম্যশূন্য আভোগঃ স্বরূপং যস্য ন বিদ্যন্তে আনন্দাঃ সমা যস্য তথাবিধানন্দেন প্রসন্নতমত্বাৎ মুগ্ধেভ্যঃ সুন্দরেভ্যোপি মুগ্ধা মুখদ্যুতির্যস্য তথাবিধঃ সন্ ॥ ২০ ॥

আনন্দাবির্ভাবলিঙ্গরোমাঞ্চাদীনামপি ক্রমাদুপরমমাহ সংশান্তেতি। জীব-

বভূব স মহাসত্ত্বো লিপিকর্ম্মার্পিতোপমঃ।
সমঃ কলাবপূর্ণেন শরদচ্ছাম্বরেন্দুনা ॥ ২২ ॥

উপশশাম শনৈর্দ্দিবসৈরসৌ
কতিপয়ৈঃ স্বপদে বিমলাত্মনি।
তরুরসঃ শরদন্ত ইবামলে
রবিকরৌজসি জন্মদশাতিগঃ ॥ ২৩ ॥

গতসকলবিকল্পো নির্ব্বিকারোভিরামঃ
সকলমলবিলাসোপাধিনির্ম্মুক্তমূর্ত্তিঃ।
বিগলিতসুখমাদ্যং তৎ সুখং প্রাপ যস্মিং
স্তৃণমিব জলরাশাবূহ্যতে শক্রলক্ষ্মীঃ ॥ ২৪ ॥

অপরিমিতনভোন্তর্ব্যাপিদিগ্ব্যাপিপূর্ণং
ভুবনভরণশীলং ভূরিভব্যোপসেব্যম্।

স্মৈব পদং প্রাপ্য প্রারব্ধভোগহেতুমলশেষক্ষয়াদমলং গতঃ সন্ ॥ ২১ ॥

কলাভিরবপূর্ণেন ॥ ২২ ॥

"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে" ইতি শ্রুত্যুক্তরীত্যা তত্রৈব তৎপ্রাণানাং তপ্তোদকৌষ্ণ্যবৎ ক্রমাদুপশমমভিপ্রেত্যাহ উপশশামেতি। শরদন্তে হেমন্তে তরূণাং রসো রবিকরৌজসীব বিমলে স্বপদে উপশশাম ॥ ২৩ ॥

প্রাণাদ্যুপশমে পরিশিষ্টং তৎস্বরূপং বর্ণয়তি গতেত্যাদিনা। অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবৎ প্রাগুপাধিভির্ব্বিগলিতানি নিঃসৃতানি হৈরণ্যগর্ভান্তবিষয়সুখানি যস্মাৎ তথাবিধং আদ্যং তৎ বাচামগোচরং সুখং স প্রাপ যস্মিন্ সুখে শক্রলক্ষ্মীরপ্যব্ধৌ তৃণমিব উহ্যতে প্রবাহ্যতে তর্ক্যতে বা তদ্দর্শিভিরিত্যর্থঃ ॥২৪॥

অসৌ ব্রাহ্মণ উদ্দালকঃ প্রতিব্রহ্মাণ্ডং ভেদাদপরিমিতান্যনন্তানি নভাংসি অন্তঃ স্বোদরে ব্যাপ্নুবন্তি যা দিশস্তা অপি ব্যাপ্তুং শীলমস্য। অনেন দেশকৃতপরিচ্ছেদনিরাসঃ। সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তুষু পূর্ণম্। সর্ব্ববস্ত্বাধারভুবনানাং ভরণং ধারণং পোষণঞ্চ শীলং যস্য। অনেন সর্ব্বাধিষ্ঠানতোক্ত্যা বস্তুকৃত-

কথনগুণমতীতং সত্যমানন্দমাদ্যং
পরমসুখমনন্তং ব্রাহ্মণোসৌ বভূব ॥ ২৫ ॥
গতবতি পদমাদ্যং চেতসি স্বচ্ছভাবং
দ্বিজতনুরথ মাসৈঃ সোপবিষ্টৈব ষড়্ভিঃ।
রবিকরপরিতপ্তাবাতভাঙ্কাররম্যা
তনুতরুভুজতন্ত্রী শৈলবীণা বভূব ॥ ২৬ ॥
অথ বহুতরকালেনৈতদদ্রের্ভুবং তা
মুপযযুরগকন্যা সংযুতা মাতরঃ খাৎ।
অভিমতফলসিদ্ধ্যৈ সংযুতা এব সর্ব্বা
অনলমিব শিখানাং পংক্তয়ঃ পিঙ্গকেশ্যঃ ॥ ২৭ ॥
দিনকরকরশুষ্কং বিপ্রকঙ্কালকং তৎ
ঝটিতি মুকুটকোটৌ খড়্গখট্টাঙ্গমধ্যে।

ভেদনিরাসঃ। ভূরিভির্ভব্যৈর্ভাগ্যৈরুত্তমজনৈশ্চোপসেব্যম্। কথনগুণং বাক্-প্রবৃত্তিনিমিত্তধর্ম্মান্ অতীতং অনন্তমাদ্যং কালকৃতপরিচ্ছেদহীনমতএব সত্যাদিলক্ষণম্। আনন্দয়তি সুখৈকরসীকরোত্যখিলমিত্যানন্দং ভূমাখ্যং পরমসুখং বভূবেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

অথ তচ্চেতসি জীবে স্বচ্ছভাবং নির্ম্মলস্বরূপমাদ্যং পদং গতবতি সতি তস্য দ্বিজস্য তনুঃ শরীরং তত্রোপবিষ্টৈব সতী ষড়্ভির্ম্মাসৈরবিকরৈঃ পরিতপ্তা শুষ্কা সতী প্রবহদ্বাতঘট্টনজৈর্ভাঙ্কারৈঃ ক্বণিতৈরম্যা তনুতরূণাং বালবৃক্ষলক্ষণানাং ভুজানাং বাদনযোগ্যাভিঃ শিরাতন্ত্রীভিঃ শৈলস্য পর্ব্বতস্য বীণেব বিলাসহেতুর্ব্বভূবেত্যুৎপ্রেক্ষা ॥ ২৬ ॥

অথ বহুতরকালেন ষণ্মাসেনেতি যাবৎ। এতৎ বৃত্তম্। কিম্। খাম-ভূতলাদগকন্যাসংযুতাঃ পরস্পরসহচারিতানিয়মাৎ সর্ব্বাঃ সংযুতাঃ সদা মিলিতা এব স্থিতা ব্রাহ্ম্যাদ্যা মাতরঃ কস্যচিৎ ভক্তস্যাভিমতফলসিদ্ধ্যৈ শিখানাং জ্বালানাং পংক্তয়ঃ অনলমিব তামদ্রের্ভুবমুপযযুঃ ॥ ২৭ ॥

তাসাং মাতৃণাং মধ্যে নিশি রাত্রৌ নবনবভূষাবৈচিত্র্যাৎ নবতরাণি

সকলবিবুধবন্দ্যা খিংখিনী দেবদেবী
নিশি নবতরবৃত্তা কান্তকান্তিং চকার ॥ ২৮ ॥
ইত্যুদ্দালকদেহকং সুবিলসন্মায়ূরবর্হব্রজ
ব্যালোলাব্দলবে নবৈর্ব্বিবলিতে মন্দারমালাগণৈঃ।
শেতে খিংখিনিকা মহাভগবতী লীলাললামে লতা
জালে ভৃঙ্গ ইবান্তপুষ্পপটলে পশ্চাদুপাগচ্ছতি ॥ ২৯ ॥
এষোদ্দালকচিত্তবৃত্তিকলনাবল্লীবিবেকস্ফুরৎ
স্বানন্দপ্রবিকাসভাসিকুসুমা হৃৎকাননে বিস্তৃতা।

লাস্যাদিবৃত্তানি যস্যাস্তথাবিধা সকলৈর্ব্রহ্মাদিভির্ব্বিবুধৈর্ব্বন্দ্যা দেবানামপি দেবী পূজ্যা খিংখিনী চামুণ্ডা দিনকরস্য করৈঃ শুষ্কং তদ্বিপ্রস্যোদ্দালকস্য কঙ্কালকং শবং ঝটিতি উদ্যতয়োঃ খড়্গখট্টাঙ্গয়োর্ম্মধ্যে অম্বরালম্বায়াং স্বমুকুটস্য কিরীটস্য কোটৌ কান্তকান্তিভূষণং চকারেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

যস্য মূঢ়দৃষ্টিকল্পিতোমলমাংসাদিময়ঃ স্থূলদেহোপি ত্রিজগদ্বন্দ্যায়া দেব্যাঃ শিরোভূষণতয়া সর্ব্বোৎকর্ষং প্রাপ্তস্তেন সর্ব্বোৎকৃষ্টং পদং প্রাপ্তমিতি কিং বাচ্যমিতি জ্ঞানমাহাত্ম্যোৎকর্ষং দর্শয়ন্নাহ ইতীতি। ইতি উক্তরীত্যা উদ্দালকস্য কুৎসিতোদেহো দেহকং সুষ্ঠু বিলসতি বিরাজমানে মায়ূরবর্হাণাং ব্রজঃ সমূহস্তল্লক্ষণা ব্যালোলাঃ কম্পমানা অব্দলবা মেঘখণ্ডা যস্মিন্। নবৈঃ প্রত্যগ্রৈর্ম্মন্দারমালাগণৈর্ব্বিবলিতে বেষ্টিতে খিংখিনিকাখ্যায়া মহত্যা ভগবত্যা লীলার্থে ললামে শিরোভূষণমাল্যে অন্তেষু অগ্রভাগেষু পুষ্পপটলানি যস্য তথাবিধে বেণীচ্ছলাৎ পশ্চাৎ পৃষ্ঠত উপাগচ্ছতি লতাজালে ভৃঙ্গ ইব শেতে সুখবিশ্রান্তিং ভজতে ইত্যুৎপ্রেক্ষা ॥ ২৯ ॥

উক্তমুদ্দালকাখ্যানমুপসংহরংস্তৎপরিশীলনপরাণাং সংসারতাপোপশমং পরমপুরুষার্থফললাভঞ্চ দর্শয়তি এষেতি। সর্ব্বদৃশ্যবিবেকে স্ফুরন্ যঃ স্বানন্দঃ স এব প্রবিকাসৈর্ভাসীনি কুসুমানি যস্যাস্তথাবিধা এষা দর্শিতপ্রকারা উদ্দালকচিত্তবৃত্তের্ব্বিদেহকৈবল্যপ্রাপ্ত্যন্তসকলচরিত্রস্য কলনা আদরনৈরন্তর্য্যাভ্যাং শিক্ষাতল্লক্ষণাকল্পবল্লী যস্য হৃৎকাননে রূঢ়া প্রাদুর্ভূতা সতী উত্তরোত্তরভূমিকাধিরোহণক্রমেণ বিস্তৃতা অসৌ পুরুষস্তাপত্রয়ার্কসঙ্কুলে ব্যব-

রূঢ়া যস্ত কদাচিদেব বিহরন্নপ্যেব সচ্ছায়য়া
নাসাবেতি বিয়োগমেতি সফলেনোচ্চৈস্তরাং সঙ্গমম্॥৩০॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে উদ্দালকনির্ব্বাণং নাম
পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৫ ॥

হারকান্তারে বিহরন্ সঞ্চরন্নপি সত্যশান্তিদাস্ত্যাদিগুণমূর্ত্তিশীতলয়া: সহজ-সন্তোষলক্ষণয়া ছায়য়া। অপ্যর্থে এবকারঃ। কদাচিদপি বিয়োগং নৈতি ন প্রাপ্নোত্যেব। কিং চ স উচ্চৈস্তরাং সর্ব্বোৎকৃষ্টতমেন মোক্ষফলেন সঙ্গমং পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বাত্মভাবেন সম্বন্ধমেতি প্রাপ্নোতীত্যবশ্যং সা বল্লীহৃদি সংরোপ্য বিস্তারণীয়েত্যর্থঃ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

—○()•()○—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ক্রমেণানেন বিহরন্ বিচার্য্যাত্মানমাত্মনা।
বিশ্রান্তিমেহি বিততে পদে পদ্মদলেক্ষণ ॥ ১ ॥
শাস্ত্রার্থগুরুচেতোভিস্তাবত্তাবদ্বিচার্য্যতে।
সর্ব্বদৃশ্যক্ষয়াভ্যাসাৎ যাবদাসাদ্যতে পদম্ ॥ ২ ॥
বৈরাগ্যাভ্যাসশাস্ত্রার্থপ্রজ্ঞাগুরুময়ক্রমৈঃ।
পদমাসাদ্যতে পুণ্যং প্রজ্ঞয়ৈবৈকয়াথবা ॥ ৩ ॥
সম্প্রবোধবতী তীক্ষ্ণা কলঙ্করহিতা মতিঃ।
সর্ব্বসামগ্র্যহীনাপি পদং প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্ ॥ ৪ ॥

রাম উবাচ।

ভগবন্ ভূতভব্যেশ কশ্চিজ্জাতসমাধিকঃ।
প্রবুদ্ধ ইব বিশ্রান্তো ব্যবহারপরোপি সন্ ॥ ৫ ॥
কশ্চিদেকান্তমাশ্রিত্য সমাধিনিয়তঃ স্থিতঃ।
তয়োস্তু কতরঃ শ্রেয়ানিতি মে ভগবন্ বদ ॥ ৬ ॥

নির্ম্মৃষ্টমায়াতিমিরঃ প্রবুদ্ধোধ্বস্তবাসনঃ।
ব্যবহারপ্রসক্তোপি সমাধিস্থ ইতীর্য্যতে ॥ ১ ॥

অনেন উক্তপ্রকারেণ বিচারবৈরাগ্যসমাধ্যভ্যাসক্রমেণ বিহরন্ ॥ ১ ॥

শাস্ত্রশ্রবণেন অর্থতত্ত্বপরীক্ষণেন গুরুবচনবিশ্বাসেন স্বচিত্তশোধনেন চ সর্ব্ব-দৃশ্যবাধেন পরমপদবিশ্রান্তিপর্য্যন্তমবশ্যং বিচারঃ কর্ত্তব্য ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

প্রজ্ঞাস্বরূপমাহ সম্প্রবোধবতীতি। প্রাপ্নোতি প্রাপয়তি ॥ ৪ ॥

কশ্চিৎ প্রবুদ্ধো ব্যবহারপরোপি সন্ জাতসমাধিক ইব বিশ্রান্ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইমং গুণসমাহারমনাত্মত্বেন পশ্যতঃ।
অন্তঃশীতলতা যাসৌ সমাধিরিতি কথ্যতে ॥ ৭ ॥
দৃশ্যৈর্ম্মনসি সম্বন্ধ ইতি নিশ্চিত্য শীতলঃ।
কশ্চিৎ সদ্ব্যবহারস্থঃ কশ্চিদ্ধ্যানে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৮ ॥
দ্বাবেতৌ রাম সুখিতাবন্তশ্চেৎ পরিশীতলৌ।
অন্তঃশীতলতা যা স্যাৎ তদনন্ততপঃফলম্ ॥ ৯ ॥
সমাধিস্থানকস্থস্য চেতশ্চেৎ বৃত্তিচঞ্চলম্।
তৎ তস্য তৎ সমাধানং সমমুন্মত্ততাণ্ডবৈঃ ॥ ১০ ॥
উন্মত্ততাণ্ডবস্থস্য চেতশ্চেৎ ক্ষীণবাসনম্।
তদস্যোন্মত্তবৃত্তং তৎ সমং বুদ্ধসমাধিনা ॥ ১১ ॥
ব্যবহারী প্রবুদ্ধো যঃ প্রবুদ্ধোযো বনে স্থিতঃ।
দ্বাবেতৌ সুসমৌ নূনমসন্দেহং পদং গতৌ ॥ ১২ ॥
অকর্ত্তৃ কুর্ব্বদপ্যেতচ্চেতঃ প্রতনুবাসনম্।
দূরঙ্গতমনা জন্তুঃ কথাসংশ্রবণে যথা ॥ ১৩ ॥
অকুর্ব্বদপি কর্ত্তৈব চেতঃ প্রঘনবাসনম্ ॥

অন্তঃশীতলতা পূর্ণকামতা জ্ঞানপ্রতিষ্ঠাফলং তস্মাত্তে বিক্ষেপপ্রসক্ত্যভাবাৎ সৈব সমাধিরভিধীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

মনসি সতি দৃশ্যৈর্ব্বিক্ষেপহেতুঃ সম্বন্ধঃ স্যাৎ ন তু মম তদস্তীতি নিশ্চিত্যেত্যর্থঃ। দৃশ্যৈর্ম্মননসম্বন্ধ ইতি পাঠস্তু স্পষ্ট এব ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

অসন্দেহং সর্ব্বসন্দেহোচ্ছেদিপরমপদং গতৌ তত্র প্রতিষ্ঠিতৌ চেদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ব্যবহারিণঃ কর্ত্তৃত্বপ্রযুক্তোবন্ধঃ কিং ন স্যাৎ তত্রাহ অকর্ত্রিতি। প্রতনুবাসনং নির্ব্বাসনম্। যথা কান্তাদিকথাসংশ্রবণে অন্যত্র প্রসক্তমনাঃ কুর্ব্বন্নপি রাগাদিবিকারানুদয়াৎ তৎপ্রযুক্তৈর্দোষৈর্ন বধ্যতে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

নিস্পন্দাঙ্গমপি স্বপ্নে শ্বভ্রপাতস্থিতাবিব ॥ ১৪ ॥
চেতসোযদকর্ত্তৃত্বং তৎ সমাধানমুত্তমম্ ।
তং বিদ্ধি কেবলীভাবং সা শুভা নির্ব্বৃতিঃ পরা ॥ ১৫ ॥
চেতশ্চলাচলত্বেন পরমং কারণং স্মৃতম্ ।
ধ্যানাধ্যানদৃশোস্তেন তদেবানঙ্কুরং কুরু ॥ ১৬ ॥
অবাসনং স্থিরং প্রোক্তং মনোধ্যানং তদেব তু ।
স এব কেবলীভাবঃ শান্তৈব চ সা সদা ॥ ১৭ ॥
তনুবাসনমত্যুচ্চৈঃ পদায়োদ্যতমুচ্যতে ।
অবাসনং মনঃকর্ত্তৃপদং তস্মাদবাপ্যতে ॥ ১৮ ॥
ঘনবাসনমেতত্তু চেতঃ কর্ত্তৃত্বভাজনম্ ।
সর্ব্বদুঃখপ্রদং তস্মাৎ বাসনাং তনুতাং নয়েৎ ॥ ১৯ ॥
প্রশান্তজগদাস্থোন্তর্ব্বীতশোকভয়ৈষণঃ ।
স্বস্থোভবতি যেনাত্মা স সমাধিরিতি স্মৃতঃ ॥ ২০ ॥
চেতসা সম্পরিত্যজ্য সর্ব্বভাবাত্মভাবনাম্ ।
যথা তিষ্ঠসি তিষ্ঠ ত্বং তথা শৈলে গৃহেথ বা ॥ ২১ ॥

নিস্পন্দান্তঙ্গানি দেহাবয়বা যস্ত তথাবিধমপি সুপ্তস্ত মনঃ শ্বভ্রপাতে তত্র স্থিতৌ চ যথা কর্ত্তৃ তদ্বৎ ॥ ১৪ ॥

নির্ব্বৃতিঃ সুখবিশ্রান্তিঃ ॥ ১৫ ॥

ধ্যানাধ্যানে সমাধ্যসমাধী তদ্দৃষ্ট্যোঃ । অনঙ্কুরং অঙ্কুরবীজবাসনাশূন্যমিতি যাবৎ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

তনুবাসনং চতুর্থাদিভূমিকাসু ক্ষীয়মাণবাসনম্ । অবাসনং ক্ষীণবাসনং পদং সপ্তমভূমিকাপ্রতিষ্ঠা ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

প্রশান্তা জগতি দেহাদিদৃশ্যে আস্থা অহংমমতাভিনিবেশো যস্ত । স্বস্থঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠো যেনোপায়েন ভবতি ॥ ২০ ॥

সর্ব্বেষু ভাবেষু আত্মভাবনাং অহংমমতাধ্যাসম্ । শৈলে সমাহিতো

গৃহমেব গৃহস্থানাং সুসমাহিতচেতসাম্।
শান্তাহঙ্কৃতিদোষাণাং বিজনা বনভূময়ঃ ॥ ২২ ॥
অরণ্যসদনে তুল্যে সমাহিতমনোদৃশাম্।
ভবতামিহ ভূতানাং ভূতানাং মহতামিব ॥ ২৩ ॥
শান্তচিত্তমহাভ্রস্য জনজ্বালোজ্জ্বলান্যপি।
নগরাণ্যপি শূন্যানি বনান্যবনিপাত্মজ ॥ ২৪ ॥
বৃত্তিমচ্চিত্তমত্তস্য বিজনানি বনান্যপি।
নগরাণি মহালোকপূর্ণানি পরবীরহন্ ॥ ২৫ ॥
ব্যুত্থিতং চিত্তমভ্যেতি ভ্রমস্যান্তঃ সুষুপ্ততাম্।
নির্ব্বাণমেতি নির্ব্বাণং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বভাবপদাতীতং সর্ব্বভাবাত্মকঞ্চ বা।
যঃ পশ্যতি সদাত্মানং স সমাহিত উচ্যতে ॥ ২৭ ॥
ঈহীতানীহিতে ক্ষীণে যস্যান্তর্ব্বিততাকৃতেঃ।

গৃহে ব্যবহরন্ বা ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

ইহ নিত্যাপরোক্ষে প্রত্যগাত্মনি ভূতানাং স্থিতানাম্। মহতাং ভূতা-নামাকাশাদীনামিব ॥ ২৩ ॥

শান্তচিত্তমহাভ্রস্য শরদাকাশকল্পস্যেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

রাগাদিবৃত্তিমতা চিত্তেন মত্তস্য ॥ ২৫ ॥

ব্যুত্থিতং রাগাদিবিক্ষিপ্তং চিত্তং নানাবিধবিষয়ভ্রমস্যান্তর্লয়েন পুনর্ব্যুত্থান-সহস্রবীজভূতাং সুষুপ্ততামেতি। নির্ব্বাণং শান্তরাগাদিবাসনন্তু চিত্তং নির্ব্বাণং মোক্ষমেতি ॥ ২৬ ॥

তর্হি প্রাক্ কথং ব্যবহার্য্যব্যবহারিণোস্তত্ত্ববিদোস্তুল্যঃ সমাধিরুক্তস্তত্রাহ সর্ব্বেতি। তত্ত্ববিৎ সমাধৌ সর্ব্বভাবপদাতীতং পশ্যতি ব্যবহারে তু সর্ব্ব-ভাবাত্মকং পশ্যতীত্যেকপিণ্ডমাত্রাহঙ্কারাভাবাৎ ন তস্য রাগাদিরিতি ন বিক্ষেপপ্রসক্তিরিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

উক্তমেবার্থং ফলত আহ ঈহিতেতি। ঈহিতানীহিতে রাগদ্বেষৌ ॥২৮॥

সর্ব্বে ভাবাঃ সমা যস্য স সমাহিত উচ্যতে ॥ ২৮ ॥
সদাত্মনা সদেবেদং জগৎ পশ্যতি নোমনঃ।
যথা স্বপ্নে তথৈবাস্মিন্ জাগ্রত্যপি জনেশ্বর ॥ ২৯ ॥
যথা বিপণিকা লোকা বহিরন্তোপ্যসৎসমাঃ।
অসম্বন্ধাৎ তথাজ্ঞস্য গ্রামোপি বিপিনোপমঃ ॥ ৩০ ॥
অন্তর্মুখমনা নিত্যং সুপ্তোবুদ্ধোব্রজন্নপি।
পুরং জনপদং গ্রামমরণ্যমিব পশ্যতি ॥ ৩১ ॥
সর্ব্বমাকাশতামেতি নিত্যমন্তর্মুখস্থিতেঃ।
সর্ব্বথানুপযোগ্যত্বাৎ ভূতাকুলমিদং জগৎ ॥ ৩২ ॥
অন্তঃশীতলতায়ান্তু লব্ধায়াং শীতলং জগৎ।
বিজ্বরাণামিব নৃণাং ভবত্যাজীবিতস্থিতেঃ ॥ ৩৩ ॥
অন্তস্তৃষ্ণোপতপ্তানাং দাবদাহময়ং জগৎ।
ভবত্যখিলজন্তূনাং যদন্তস্তদ্বহিঃ স্থিতম্ ॥ ৩৪ ॥
দ্যৌঃ ক্ষমা বায়ুরাকাশং পর্ব্বতাঃ সরিতোদিশঃ।
অন্তঃকরণতত্ত্বস্য ভাগা বহিরিব স্থিতাঃ ॥ ৩৫ ॥

কথং সর্ব্বে ভাবাঃ সমাস্তদ্দর্শয়তি সদাত্মনেতি। তস্য মনো যথা স্বপ্নে তথা জাগ্রত্যপি ইদং দৃশ্যং সদাত্মনা সদেব পশ্যতি। জগৎ সদ্ব্যতিরিক্ত-রূপং নো পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

নগরাণ্যপি শূন্যানীতি যদুক্তং তদুপপাদয়তি যথেতি। বিপণিকা পণ্য-বীথিকা তত্র সমবেতা অপি বহবো জনাঃ স্বস্বকার্য্যে ব্যবহরন্তোপ্যুদাসীনা-অনুপকারিত্বাদসৎপ্রায়াস্তদ্বৎ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

ভূতৈঃ প্রাণিভিঃ পৃথিব্যাদিভিশ্চাকুলমপি বাধিতত্বাদাকাশতাং শূন্যতাম্ ॥৩২

আজীবিতস্থিতেঃ যাবজ্জীবম্ ॥ ৩৩ ॥

যস্মাদন্তর্যৎ যাদৃশং তপ্তং শীতলং বা চিত্তং তদেব বহির্জ্জগদাকারেণ স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

বটধানা বট ইব যদন্তঃস্থং সদাত্মনঃ।
তদ্বহির্ভাসতে ভাস্বদ্বিকাসে পুষ্পগন্ধবৎ ॥ ৩৬ ॥
ন বহিষ্ঠং ন বাস্তঃস্থং ক্বচিৎ কিঞ্চন বিদ্যতে।
যদ্‌যথা কচিতং চিত্ত্বাৎ তত্তথা তত্ত্বমুত্থিতম্ ॥ ৩৭ ॥
আত্মতত্ত্বান্তরং ভাতি বহিষ্ট্বেন জগত্তয়া।
কর্পূরমিব গন্ধেন সঙ্কোচে প্রবিকাসি চ ॥ ৩৮ ॥
আত্মৈব স্ফুরতি স্ফারং জগত্ত্বেনাপ্যহন্তয়া।
বাহ্যত্বেনান্তরত্বেন স চ নাসন্নসন্ বিভুঃ ॥ ৩৯ ॥
বহিষ্ঠেনান্তরং বাহ্যমন্তঃস্থেনান্তরস্থিতম্।
যথাবিদিতমাত্মায়ং স্বচিত্তমনুপশ্যতি ॥ ৪০ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরং শান্তমাত্মনোভেদিতং জগৎ।

তদেবাহ দ্যোরিতি ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

অধ্যারোপদৃষ্ট্যোক্ত্বা অপবাদদৃষ্ট্যা আহ ন বহিষ্ঠমিতি। কথং তর্হি তত্র জগদাকারভানং তত্রাহ যদিতি। যৎ বস্তু প্রাগ্‌বাসনাবলাৎ যথা কচিতং তথা তদ্বেশেণ পরমার্থতত্ত্বমেবোত্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

আত্মতত্ত্বরূপং যদান্তরং বস্তু তদেব বহিষ্ট্বেন জগত্তয়া ভাতি। তত্ত্ব-ত্বুপাধ্যনুসারিসঙ্কোচেপি সতি প্রবিকাসি চ ভবতি। যথা সম্পুটান্তঃস্থং কর্পূরং গন্ধরূপেণ তথা ভাতি ভবতি চেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

ন অসন্ চক্ষুরাদ্যদৃশ্যাহঙ্কারাদিরূপঃ নাপি সন্ তদ্দৃশ্যবাহ্যস্থূলরূপঃ কিন্তু বিভূরুভয়ানুস্যূতসন্মাত্ররূপ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

অতএবায়মাত্মা আন্তরং স্বচিত্তমেব যথাবিদিতং পূর্ব্বপূর্ব্ববেদনানুসারেণ বহিষ্ঠেন বহির্ম্মুখেন চক্ষুরাদিনা বাহ্যং জগদাকারমনুপশ্যতি। অন্তঃস্থেন জাগ্রদ্বাসনাদিনা আন্তরে হৃদি স্থিতং স্বপ্নরাজ্যাদ্যনুপশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

ন বহিষ্ঠং ন চান্তঃস্থমিতি যদুক্তং তদ্‌যুক্ত্যানুভাবয়তি সবাহ্যেতি। সবাহ্যাভ্যন্তরং দ্বিবিধমপি জগদুভয়ানুস্যূতসদাত্মনঃ সকাশাৎ ভেদিতং পৃথক্-কৃতং সদসদেবেতি শান্তং মৃতমেবেত্যর্থঃ। তৎপৃথক্করণাভাবে তু তৎ-

অহন্ত্বাদিস্থিতে ভেদে ভূরিভঙ্গভয়স্তু তৎ ॥ ৪১ ॥
দ্যৌঃ ক্ষমা বায়ুরাকাশং পর্ব্বতাঃ সরিতোদিশঃ।
কল্পাদিরেব জ্বলিতং সর্ব্বমাধিহতাত্মনঃ ॥ ৪২ ॥
যস্ত্বাত্মরতিরেবান্তঃ কুর্ব্বন্ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ ক্রিয়াঃ।
ন বশোহর্ষশোকাভ্যাং স সমাহিত উচ্যতে ॥ ৪৩ ॥
যঃ সর্ব্বগতমাত্মানং পশ্যন্ সমুপশান্তধীঃ।
ন শোচতি ধ্যায়তি বা স সমাহিত উচ্যতে ॥ ৪৪ ॥
স পূর্ব্বাপরপর্য্যন্তাং যঃ পশ্যন্ জাগতীং গতিম্।
দৃষ্টিষেতাস্থ হসতি স সমাহিত উচ্যতে ॥ ৪৫ ॥
সমে পরেপি নাহন্তা ন জগজ্জন্মনোময়ি।
বীচিবৃন্দেম্বিবাতপ্তা নাকাশে ফলধাতবঃ ॥ ৪৬ ॥

সত্তৈব বাহ্যাভ্যন্তরভেদে স্থিতে সতি তদহম্মমতাধ্যাসাৎ তত্তদ্ভঙ্গে ভূরিভঙ্গভয়ং ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

ভূরিভঙ্গভয়মুপপাদয়তি দ্যৌরিতি। তত্তদাধিভির্হতাত্মনোদ্যুক্ষমাদিসর্ব্বং বস্তু তাপত্রয়জ্বালাজ্বলিতং সৎ তথাবিধঃ কল্পাদিঃ প্রলয়ারম্ভসময় এব সদা সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

সম্যাক্সাত্মদর্শনে তু কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্ব্ব্যবহারেপি অভিমানাভাবান্ন হর্ষশোকাদিবিক্ষেপলেশস্যাপি প্রসক্তিরিতি সদা সমাধিস্থতুল্যতৈব ফলতীত্যাশয়েনাহ যস্ত্বিত্যাদিনা ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বপর্য্যন্ত উৎপত্তিরপরপর্য্যন্তোনাশস্তৎসহিতাম্। এতাসু মূঢ়জনপ্রসিদ্ধাস্বহম্মমতাদৃষ্টিষু ॥ ৪৫ ॥

কিমর্থং হসতীতি চেদহং মমেতি দৃষ্টিগোচরয়োরভিমানাভিমন্তব্যলক্ষণয়োরহন্তাজগতোরাশ্রয়স্যৈবাসিদ্ধ্যা মিথ্যাত্বাদিত্যাহ সমে ইতি। তে হি সর্ব্বানুভবসিদ্ধপ্রত্যক্স্বভাবে ময়ি বা স্যাতাং শ্রুতিসিদ্ধব্রহ্মস্বভাবে বা। ন তাবৎ ময়ি দৃশো দৃশ্যাশ্রয়ত্বাযোগাৎ নাপি পরে ব্রহ্মণি অসঙ্গাদ্বয়কূটস্থস্বরূপে সমে তস্মিন্ নাহন্তা জগজ্জন্মাদিবৈষম্যাধারত্বাযোগাৎ। যথা শরদাতপ-

যস্যান্তরস্থিতাহং ত্বং ন বিভাগাদি নো মনঃ।
ন চেতনাচেতনত্বে সোঽস্তি নাস্তীতরোজনঃ ॥ ৪৭ ॥
ব্যোমস্বচ্ছো বহিষ্ঠেহাং সম্যগাচরতীহ যঃ।
হর্ষামর্ষবিকারেষু কাষ্ঠলোষ্ট্রসমঃ শমঃ ॥ ৪৮ ॥
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি পরদ্রব্যাণি লোষ্টবৎ।
স্বভাবাদেব ন ভয়াৎ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৪৯ ॥
অর্থো তনুস্তনুর্ব্বাপি নাসদ্রূপেণ চেত্যতে।
সদ্রূপোনানুভূতোঽজ্ঞে ন জ্ঞেনৈব ন তত্তয়া ॥ ৫০ ॥
ঈদৃশাশয়সম্পন্নো মহাসত্ত্বপদং গতঃ।

সংভিন্নেষু দূরাৎ দৃশ্যমানেষু বীচিবৃন্দেষু দৃশ্যমানা আতপ্তা প্রতপ্তক্রকতরজত-প্রায়া বিস্ফুরন্তী পুঞ্জীভূতা কান্তির্ন বীচিবৃন্দেষন্তরস্তি। সমীপোপসর্পণে তেষু নিমজ্জ্যান্বেষণে চাদর্শনাৎ। নাপি তদন্তর্ব্বহিষ্ঠে আকাশে অসঙ্গ-কূটস্থে চতুর্ব্বিধক্রিয়াফলধান্বদর্শনেন বীচিক্রিয়াজন্তফলাশ্রয়ত্বস্য দূরনিরস্তত্বাৎ। অতঃ স কান্তিরিবাহন্তাজগতী অপি নিরাশ্রয়ত্বান্মিথ্যৈবেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

অহন্তাজগত্তেদং নিরস্য তদ্দ্রষ্টৃভেদং নিরস্যতি যস্যেতি। যস্য জ্ঞস্য অন্তঃ আন্তরং প্রত্যগাত্মরূপং ন স্থিতং অহং ত্বং যস্মিংস্তথাবিধং সম্পন্নং দৃশ্যজগদ্বিভাগাদিকং মনশ্চ নাস্তি তস্য তদধীনকল্পনে চেতনাচেতনে অপি ন স্তঃ। অতঃ স এক এব সর্ব্বাত্মাস্তি তদিতরোজনশ্চেতনধাতুর্নাস্তি। "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

তস্য লক্ষণান্যাহ ব্যোমেতি দ্বাভ্যাম্। সম্যক্ শাস্ত্রশিষ্টাচারাবিরোধেন। শমঃ শান্তিস্বভাবঃ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

তত্ত্বজ্ঞস্যৈব সমদর্শিত্বে উপপত্তিমাহ অর্থে ইতি। অজ্ঞেন মূঢেন অতনু-র্মহান্ হিরণ্যগর্ভৈশ্বর্য্যান্তস্তনুরল্পঃ কাকিণীমাত্রোঽপি বা কনককামিন্যাদি-রর্থোবিষয়ঃ অসদ্রূপেণ মিথ্যাত্বেন ন চেত্যতে ন দৃশ্যতে তদধিষ্ঠানসদ্রূ-পশ্চ নানুভূত ইতি ন তত্তয়া সন্মাত্রস্বভাবেনাপি চেত্যতে জ্ঞেন তত্ত্ব-বিদৈব তথা দৃশ্যত ইতি তস্যৈবোভয়থাপি সমদর্শিত্বমুপপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

তিষ্ঠতূদেতু বা যাতু মৃতিমেতু ন তৎস্থিতিম্ ॥ ৫১ ॥
বসভূত্তমভোগাঢ্যো স্বগৃহে বা জনাকুলে।
সর্ব্বভোগোজ্ঝিতো ভোগে সুমহত্যথ বা বনে ॥ ৫২ ॥
উদ্দামমন্মথং পান-তৎপরোবাপি নৃত্যতু।
সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগী স মর্নাযাতু বা গিরৌ ॥ ৫৩ ॥
চন্দনাগুরুকর্পূরৈর্ব্বপুর্ব্বা পরিলিম্পতু।
জ্বালাজটিলবিস্তারে নিপতত্বথবানলে ॥ ৫৪ ॥
পাপং করোতু সুমহৎ বহুলং পুণ্যমেব চ।
অদ্য বা মৃতিমায়াতু কল্পান্তনিচয়েন বা ॥ ৫৫ ॥
নাসৌ কিঞ্চিৎ ন তৎকিঞ্চিৎ কৃতং তেন মহাত্মনা।
নাসৌ কলঙ্কমাপ্নোতি হেম পঙ্কগতং যথা ॥ ৫৬ ॥
সম্বিৎপুরুষশব্দার্থৈঃ স কলঙ্কৈঃ কলঙ্ক্যতে।
অহং ত্বং বাসনারূপৈঃ শুক্তিকারজতোপমৈঃ ॥ ৫৭ ॥
সমস্তবস্তুপ্রশমাৎ সম্যগ্‌জ্ঞানাৎ যথাস্থিতেঃ।

যস্তাশয়ে সমদর্শনঃ নিরূঢ়ং স সর্ব্বত্র সর্ব্বাস্বপ্যবস্থাসু ন হর্ষবিষাদাদিনা লিপ্যত ইত্যাহ ঈদৃশেত্যাদিনা। তিষ্ঠত্বকিঞ্চনঃ। উদেতু ঐশ্বর্য্যাদ্যভ্যুদয়ং প্রাপ্নোতু বা। মৃতিং পুত্রবান্ধবাদিমরণম্। তৎস্থিতিং অভ্যুদয়স্থিতিং নৈতু ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥

উদ্দামমন্মথমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। সমং নির্ব্বিকারম্ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥

অসৌ সমদর্শী। কিঞ্চিন্মরণদুঃখাদিবিকারিদেহমনআদিরহস্তাশ্রয়ঃ। অতএব তেন ন কিঞ্চিৎ কৃতম্ ॥ ৫৬ ॥

অজ্ঞেষু তর্হি কস্ত কলঙ্কস্তং দর্শয়তি সম্বিদিতি। স কলঙ্কৈঃ শাস্ত্রানভ্যনুজ্ঞাতসেবনদূষিতৈর্ব্বাসনারূপৈরৈন্দ্রিয়কসম্বিস্তিস্তদায়তনেন পুরুষেণ দেহেন তত্তোগৈঃ শব্দার্থরূপৈর্ব্বিষয়ৈশ্চ অহম্ত্বমহঙ্কারপ্রধানলিঙ্গাত্মা ॥ ৫৭ ॥

কস্মাদুপায়াদন্তঃকলঙ্কোপশমস্তমাহ সমস্তেতি। স্বভাবস্ত চিত্তস্ত কলঙ্কো-

স্বভাবস্থোপশান্তোহন্তঃ কলঙ্কোঽসত্তয়া স্বতঃ ॥ ৫৮ ॥
অহন্ত্ববাসনানর্থপ্রসূতেঃ সম্বিদাত্মনঃ।
পুরুষস্থ বিচিত্রাণি সুখদুঃখানি জন্মনি ॥ ৫৯ ॥
রজ্জ্বাং সর্পভ্রমে শান্তেঽহির্নেতি নির্বৃতির্যথা।
অহন্ত্বভাবসংশান্তৌ তথান্তঃ সমতা মতা ॥ ৬০ ॥
যৎ করোতি যদশ্নাতি যদ্দদাতি জুহোতি বা।
ন তজ্জ্ঞস্থ ন তত্র জ্ঞো মা করতু করোতু বা ॥ ৬১ ॥
কর্ম্মণাস্তি ন তস্থার্থো নার্থস্তস্থাস্ত্যকর্ম্মণা।
যথাস্বভাবাবগমাৎ স আত্মন্যেব সংস্থিতঃ ॥ ৬২ ॥
ইচ্ছাস্ততঃ সমুদ্যন্তি ন মঞ্জর্য্য ইবোপলাৎ।
যাশ্চোদ্যন্তি চ তাঃ সর্ব্বাঃ স এবাপ্স্বিব বীচয়ঃ ॥ ৬৩ ॥
সকলমিদমসাবসৌ চ সর্ব্বং
জগদখিলং ন বিভাগিতাত্র কাচিৎ।

বাধাদসত্তয়া স্বতঃ প্রশান্তোভবতীতি শেষঃ ॥ ৫৮ ॥

সংসারদুঃখপ্রাপ্তোস্তর্হি কিং কারণং তদাহ অহন্ত্বেতি। অহন্তাধ্যাসাৎ বাসনালক্ষণানামনর্থানাং প্রসূতেরুদ্বোধাৎ পুরুষস্থ জন্মানি সন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

অহএবাহন্ত্বশান্ত্যা সংসারদুঃখনিবৃত্তিরিত্যাহ রজ্জ্বামিতি। সমতা সর্ব্বদুঃখবৈষম্যশূন্যতা ॥ ৬০ ॥

দুষ্কৃতফলমিব সুকৃতফলমপি জ্ঞস্থ নাস্তীতি তস্থ সর্ব্বকর্ত্তব্যহানিরিত্যাহ যদিত্যাদিনা ॥ ৬১ ॥

অকর্ম্মণা কর্ম্মত্যাগেন ॥ ৬২ ॥

ফলেচ্ছয়া হি তদুপায়ে কর্ম্মণি প্রবৃত্তিঃ স্থাৎ সৈব তস্থ পূর্ণাত্মান্নোদেতীত্যাহ ইচ্ছা ইতি। কদাচিৎ বাসনাভ্যাসাদুদিতা অপীচ্ছাঃ পরমার্থদৃশা তস্থ স্বাত্মভূতা এবেত্যাহ যাশ্চেতি ॥ ৬৩ ॥

তস্থ সর্ব্বাত্মতাং সর্ব্বস্থ তদাত্মতাঞ্চ দ্রঢ়য়ন্ উভয়োর্নিষ্প্রপঞ্চচিন্মাত্রৈক পরমার্থতঃ কলিতেতি দর্শয়তি সকলমিতি। অখিলমখণ্ডম্। যতোঽত্র

পরমপুরুষপাবনৈকরূপী
স সদিতি তৎসদকিঞ্চিদেব নাসৌ ॥ ৬৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে ধ্যানবিচারোনাম
ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

জগতি বিভাগিতা ত্রিবিধপরিচ্ছেদশালিতা কাচিন্নাস্তি। এবং ভেদকানাং কার্য্যকারণোপাধীনাং তত্তৎসাক্ষিচিন্মাত্রত্বে স তত্ত্ববিৎ সর্ব্বজগধিষ্ঠান সন্মাত্রমেব যতোসৌ পরমঃ পূর্ণত্বাৎ পুরুষঃ সর্ব্বদোষাস্পর্শাচ্চ পাবনো যঃ পরমাত্মা তদেকরূপীতি অনয়া রীত্যা অকিঞ্চিৎ সর্ব্বদ্বৈতবন্ধনির্ম্মুক্তসৎস্বরূপমাত্রপরিশিষ্টোসৌ নিত্যমুক্তঃ সম্পন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।

—○()○—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

যদাত্মমরিচস্থান্তশ্চিত্ত্বাত্তীক্ষ্ণত্ববেদনম্ ।
তদহন্তাদিভেদাদি দেশকালাদিচেত্যতঃ ॥ ১ ॥
যদাত্মলবণস্যান্তশ্চিত্ত্বাল্লবণবেদনম্ ।
তদহন্তাদিভেদাদি দেশকালাদিসংস্থিতম্ ॥ ২ ॥
স্বতোযদন্তরাত্মেক্ষো শ্চিত্ত্বান্মাধুর্য্যবেদনম্ ।
তদহন্তাদিভেদাদি জগত্তত্ত্বাদি জৃম্ভিতম্ ॥ ৩ ॥
স্বতোযদাত্মদৃষদশ্চিত্ত্বাৎ কাঠিন্যবেদনম্ ।
তদহন্তাদিভেদাদি দেশকালাদিতাং গতম্ ॥ ৪ ॥
স্বতোযদাত্মশৈলস্য জ্ঞতয়া জাড্যবেদনম্ ।
তদহন্তাদিভেদাদি ভুবনাদীতি সংস্থিতম্ ॥ ৫ ॥
স্বতোযদাত্মতোয়স্য চিদ্দ্রবত্বাদিবর্ত্তনম্ ।

অজ্ঞাতস্বস্বভাবা চিৎ দৃক্ত্বাৎ দৃশ্যস্বভাবতাম্ ।
যাং ধত্তে সা চিদেবেতি চিদস্তমেতি বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

এবং সর্ব্বজগতশ্চিদভেদে পরমার্থতঃ সিদ্ধে ব্যবহারেপি জগদ্বৈচিত্র্যং তত্তদ্রূপচিৎস্বভাব এবেতি ফলিতমিত্যাহ যদিত্যাদিনা। আত্মৈব স্বপ্রকাশ-তৈক্ষ্যং মরিচং তস্য চিত্বাৎতৈক্ষ্যপ্রথারূপং যৎ বেদনং তৎস্থানীয়ং অজ্ঞাত-ব্রহ্মস্বভাব এব অহন্তাত্বন্তাদিরূপং ঘটকুড্যভেদাদিরূপং তদাধারদেশকালাদি-রূপঞ্চ জগদিতি অতশ্চিদভেদসাধনাৎ ফলিতমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥

তত্বাদিনা তত্তদাকারভেদেন জৃম্ভিতমভিব্যক্তম্ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

জাড্যং গৌরবম্ ॥ ৫ ॥

তদাবর্ত্তাদ্যহন্তাদি ভেদাদ্যাকারিতা ইব ॥ ৬ ॥
স্বতোযদাত্মবৃক্ষস্য শাখাদিস্তস্য বেদনম্ ।
তদহন্তাদিভেদাদি ভুবনাদীব সৎ স্ফুরৎ ॥ ৭ ॥
যদাত্মগগনস্যান্তশ্চিত্ত্বাচ্ছূন্যত্ববেদনম্ ।
তদহন্তাদিভেদাদি ভুবনাদীতি ভাবনম্ ॥ ৮ ॥
যদাত্মগগনস্যান্তশ্চিত্ত্বাৎ সৌষির্য্যবেদনম্ ।
তদহন্তাদিভেদাদি শরীরাদি চ দীপিতম্ ॥ ৯ ॥
স্বতোযদাত্মকুড্যস্য নৈরন্তর্য্যং নিরন্তরম্ ।
তদহন্তাদিভেদেন চিত্তাদ্বহিরিব স্থিতম্ ॥ ১০ ॥
স্বতোযদাত্মসত্তায়াশ্চিত্ত্বাৎ সত্ত্বৈকবেদনম্ ।
তদহন্তাদিভেদাদি চেতনানীতিবৎ স্থিতম্ ॥ ১১ ॥
অন্তরাত্মপ্রকাশস্য স্বতোযদবভাসনম্ ।
তদহন্তাদিচিন্তাদি জীব ইত্যেব বেদ সঃ ॥ ১২ ॥
অন্তরন্তিযদাত্মেন্দ্রোশ্চিদ্রূপং চিদ্রসায়নম্ ।
স্বত আস্বাদিতং তেন তদহন্তাদিনোদিতম্ ॥ ১৩ ॥
পরমাত্মগুড়স্যান্তর্যচ্চিৎস্বাদূদয়াত্মকম্ ।

আকারিতাস্তত্তদাকারবত্তা ইব স্থিতমি[illegible]ব্যজ্যতে ॥ ৬ ॥
সৎ বর্ত্তমানং তথা স্ফুরৎ ভাসমানম্ ॥ ৭ ॥
ভাবনং কল্পনম্ ॥ ৮ ॥
দ্রব্যাৎ বহিঃ শূন্যত্বং মূর্ত্তদ্রব্যান্তশ্ছিদ্রতা তু সৌষির্য্যমিতি ভেদঃ ॥ ৯ ॥
নৈরন্তর্য্যং নিবিড়তা। বহির্দৃশ্যত্বাৎ চিত্তব্যতিরিক্তমিবেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥
চেতনানি চিদাভাসাঃ ॥ ১১ ॥
চিত্বং বৃত্তিভেদভিন্নচিদাভাসেষনুগতং সামান্যং বেদ কলয়তি স জীবঃ ॥১২॥
রসায়নমমৃতম্। স্বত আস্বাদিতং স্বপ্রকাশতয়া অনুভূতম্। উদিত-
মাবির্ভূতম্ ॥ ১৩ ॥
অন্তরে স্বাত্মন্যেব ॥ ১৪ ॥

তদেবাস্বাদ্যতে তেন স্বতোহন্তা দিনান্তরে ॥ ১৪ ॥
পরমাত্মমণেশ্চিত্ত্বাৎ যদন্তঃকচনং স্বয়ম্।
চেতনাত্মপদে চান্তরহমিত্যাদি বেত্ত্যসৌ ॥ ১৫ ॥
ন চ কিঞ্চন বেত্ত্যন্তর্ব্বেদ্যস্যাসম্ভবাদিহ।
ন চাস্বাদয়তি স্বাদু স্বাদ্যস্যাসম্ভবাদয়ম্ ॥ ১৬ ॥
ন চ কিঞ্চিচ্চিনোত্যন্তশ্চেত্যস্যাসম্ভবে সতি।
বিন্দতে ন চ বা কিঞ্চিৎ বেদ্যস্যাসম্ভবাদসৌ ॥ ১৭ ॥
অসদাভাস এবাত্মা অনন্তোভরিতাকৃতিঃ।
স্থিতঃ সদৈবৈকঘনো মহাশৈল ইবাত্মনি ॥ ১৮ ॥
অনয়া তু বচোভঙ্গ্যা ময়া তে রঘুনন্দন।
নাহন্তাদিজগত্তাদি ভেদোস্তীতি নিদর্শিতম্ ॥ ১৯ ॥
ন চিত্তমস্তি নোচেতা ন জগত্তাদিবিভ্রমঃ।
বৃষ্টমূকাম্বুদসিতং শান্তং শাম্যতি কেবলম্ ॥ ২০ ॥
যথাবর্ত্তাদিতামেতি দ্রবত্বাৎ বারি বারিণি।
তথাহন্তাদিতামেতি জ্ঞপ্তা জ্ঞপ্তৌ জ্ঞ আত্মনি ॥ ২১ ॥

চেতনারূপে আত্মপদে স্বরূপে ॥ ১৫ ॥

মায়িকজগদাকারানুভবস্য স্বপ্রকাশস্বাত্মানুভবমাত্রত্বব্যুৎপাদনায় পশ্যতি বেত্ত্যাস্বাদয়ত্যাস্বাদ্যতে ইতি কর্ম্মকর্ত্তৃভাবব্যপদেশো ন তত্ত্বেদমাধনাশয়েনেত্যাহ ন চেতি ॥ ১৬ ॥

চিনোতি চৈতন্যান্তরাত্মনা বিকরোতি। বেদ্যস্য লভ্যস্য ॥ ১৭ ॥

অসন্ আভাসত ইত্যাভাসো জগদাকারোযস্মিংস্তথাবিধ এব ॥ ১৮ ॥

তর্হি যদাত্মনরিচন্তেত্যাত্মাক্তেঃ কোত্তিপ্রাপ্তস্তত্রাহ অনয়েতি ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বং বৃষ্টো বৃষ্টবান্ পশ্চাচ্ছরদি মূকস্তূষ্ণীভূতোম্বুদ ইব সিতং শুদ্ধমধিষ্ঠানসন্মাত্রতয়া পরিশিষ্টং বাধিতং জগৎ শান্তমেব শাম্যতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

জ্ঞপ্তা মায়াবী জ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স্বমায়াবৃতে জ্ঞপ্তিরূপে আত্মনি অহন্তাদিরূপতাং জীবজগদ্ভাবমিতি যাবৎ ॥ ২১ ॥

যথা দ্রবত্বং পয়সি যথা স্পন্দঃ সদাগতৌ।
অহন্তা দেশকালাদি তথা জ্ঞে জ্ঞপ্তিমাত্রকে ॥ ২২ ॥
জ্ঞোজ্ঞতায়াং শিবং জ্ঞানং জানাতি জ্ঞানবৃংহয়া।
জ্ঞায়তেঽহন্তদি জ্ঞেন জীবাদীত্যভিজীবনৈঃ ॥ ২৩ ॥
যথোদেতি যয়া জ্ঞস্য তৃপ্তির্জ্ঞানেন যাদৃশী।
অনন্যেবান্যতা বুদ্ধা স তথা জৃম্ভতে তয়া ॥ ২৪ ॥
জীবনং জ্ঞাততা জ্ঞাতা জীবনং জীবজীবনম্।
অত্যন্তমস্তি নোভেদশ্চিদ্রূপত্বে জ্ঞজীবয়োঃ ॥ ২৫ ॥

সদাগতৌ বায়ৌ। পরমার্থতোজ্ঞপ্তিমাত্ররূপে জ্ঞে সর্ব্বজ্ঞেশ্বরে ॥ ২২ ॥

যদি জীবজগদ্রূপে জ্ঞপ্তেরনন্যে তর্হি জ্ঞপ্তে জীবেশ্বরভাবয়োঃ কোবিশেষস্তমাহ জ্ঞ ইতি। জ্ঞ ঈশ্বরো জ্ঞতায়ামীশ্বরভাবে শিবং নিরতিশয়ানন্দরূপং স্বরূপজ্ঞানং জ্ঞানবৃংহয়া অনাবরণাপরিচ্ছেদলক্ষণয়া জ্ঞানাভিবৃদ্ধ্যা সদৈব জানাতি। অহন্তদি অহঙ্কারস্থূলদেহরূপজীবভাবে তু জ্ঞেন চেতনভূতেনাপি অভিজীবনৈর্জ্জীবনহেতুভিঃ প্রাণকরণবিষয়সম্বন্ধাধ্যাসৈর্জ্জীবাদিরূপ এবায়মেতি জ্ঞায়তে ন তত্ত্বত ইতি বিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

অতএব জীবস্য যথা যথা ভ্রান্তিস্তথা তথেশ্বরোবিবর্ত্তত ইত্যাহ যথেতি। যথা যথা কামকর্ম্মবাসনয়া যাদৃশবিষয়জ্ঞানেন অজ্ঞস্য যথা যেন যেন দর্শনলাভোপভোগবৈচিত্র্যপ্রকারেণ যাদৃশী প্রিয়মোদপ্রমোদাদিনানাপ্রকারাতৃপ্তিরূপভোগ উদেতি অনন্যে স্বরূপে ভোক্তৃভোগ্যভোগবৈচিত্র্যরূপা অন্যতা বা জ্ঞেন বুদ্ধা স পরমেশ্বরস্তয়া তয়া তদীয়কামাদিবাসনয়া তথা তথা জৃম্ভতে স্বগাত্রাণি বিনাময়তি বিবর্ত্ততে বৈচিত্র্যং ধত্তে ইতি যাবৎ ॥ ২৪ ॥

যদা স্বনেন সচ্ছাস্ত্রসদ্গুরূপদেশাৎ ভোগ্যস্য জগতোজ্ঞাততা অধিষ্ঠানসন্মাত্ররূপা স্ফূর্ত্তিরেব জীবনং সারঃ পরমার্থস্থিতির্জ্ঞাতা জীবানাং সর্ব্বেষাং যদধীনং জীবনং তাদৃশানন্দরূপমেব জীবনং ভোক্তুঃ সারো জ্ঞাতস্তদা ভোগ্যভোক্ত্রধিষ্ঠানয়োর্দ্বয়োরপি চিদ্রূপত্বে পরিশিষ্টে জ্ঞজীবয়োর্জ্জীবেশ্বরয়োর্ভেদঃ অত্যন্তং নাস্তি। সর্ব্বথৈব নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

যথা জ্ঞজীবয়োর্নাস্তি ভেদোনাম তথৈতয়োঃ।
ভেদোস্তি ন জ্ঞশিবয়োর্ব্বিদ্ধি শান্তমখণ্ডিতম্॥ ২৬॥
সর্ব্বং প্রশান্তমজমেকমনাদিমধ্য
মাভাস্বরং স্বদনমাত্রমচেত্যচিহ্নম্।
সর্ব্বং প্রশান্তমিতি শব্দময়ী তু দৃষ্টি
র্ব্বোধার্থমেব হি মুধৈব তদোমিতীদম্॥ ২৭॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে ভেদনিরাসো নাম
সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৭॥

জীবেশ্বরভেদকাজ্ঞানে নষ্টে প্রাজ্ঞতুরীয়ভেদোপি নিবৃত্ত ইত্যখণ্ডপূর্ণা-নন্দৈকরসচিন্মাত্রসাম্রাজ্যং সিদ্ধমিত্যাহ যথেতি॥ ২৬॥

নিষ্কৃষ্টার্থমনূদ্যোপসংহরতি সর্ব্বমিতি। সর্ব্বং জগৎ আ সমন্তাৎ ভাস্বরং পূর্ণস্বপ্রকাশরূপং স্বদনমাত্রমানন্দৈকরসং চেত্যৈর্ব্বিষয়ৈশ্চিহ্নেন স্বব্যাবর্ত্তক-ধর্ম্মেণ চ রহিতং প্রশান্তং ব্রহ্ম তদেব। সর্ব্বং প্রশান্তমিতি তাৎকালিক-শব্দময়ী পদবাচ্যার্থাভেদসংসর্গগোচরা আহার্য্যাভেদদৃষ্টিঃ সাক্ষাৎ প্রয়োজন-শূন্যত্বাৎ মুধৈব। হি যস্মাৎ কারণাৎ বিরোধপ্রতিসন্ধানে ভাগত্যাগলক্ষণা-শ্রয়দ্বারা লক্ষ্যার্থাখণ্ডবোধার্থমেব। মহাবাক্যবোধ্যমখণ্ডার্থরূপস্তু ওমিতি ওঙ্কারং জগৎ ব্রহ্ম চৈকীকৃত্য বিরাট্‌হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃততুরীয়াত্মকানকারোকারমকারা-র্দ্ধমাত্রাপাদাংশ্চতুর্দ্ধা বিভজ্য পূর্ব্বপূর্ব্বপাদানুত্তরোত্তরেষু প্রবিলাপ্যার্দ্ধমাত্রয়া যদবরং পূর্ণানন্দৈকরসং নিত্যাপরোক্ষপ্রত্যক্‌চিন্মাত্ররূপং লক্ষ্যতে ইদমেব ন সংসৃষ্টরূপমিত্যর্থঃ॥ ২৭॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
কিরাতেশস্য সুরঘোর্ব্বৃত্তান্তং বিস্ময়াস্পদম্॥ ১॥
উত্তরস্যা দিশো মেদঃকর্পূরপটলং ভুবঃ।
সম্ভূতং হসনং শার্ব্বং শুভ্রোবা চান্দ্র আতপঃ॥ ২॥
হিমাদ্রেঃ শৃঙ্গমস্তীহ কৈলাসোনাম পর্ব্বতঃ।
শৈলকুঞ্জরনির্ম্মুক্ত কলাপস্যেব নায়কঃ॥ ৩॥
বিষ্ণোঃ ক্ষীরোদক ইব স্বর্গঃ সুরপতেরিব।

কিরাতেশস্য সুরঘোর্নির্ব্বেদোত্রোপবর্ণ্যতে।
মা গুরোনোপদেশশ্চ সর্ব্বত্যাগাজ্জ্বাপায়তঃ॥ ১॥

অত্রাস্মিন্ শব্দময়ী দৃষ্টির্ব্বোধার্থমেবেত্যুক্তের্থে॥ ১॥

সুরঘোর্নিবাসদেশং বক্তুং তৎসন্নিহিতং হিমবচ্ছৃঙ্গং বর্ণয়তি উত্তরস্যা ইত্যাদিনা। মেদঃ সার ইতি যাবৎ। ভুবঃ সম্ভূতং নির্গতং কর্পূরাণাং পটলং রাশিঃ। শার্ব্বং হসনং চান্দ্র আতপো বেতি প্রত্যেকমুৎপ্রেক্ষা। অথবা দিশোমেদঃ শার্ব্বং হসনঃ চান্দ্র আতপোবা ভুবঃ ভূমিং প্রাপ্য কর্পূরপটলং সম্ভূতমিত্যোৎপ্রেক্ষিক বৈকল্পিকনানাহেতূপপাদ্যা একৈব বিশিষ্টোৎপ্রেক্ষা॥ ২॥

হিমাদ্রেঃ শৃঙ্গমিতি বিশেষণাৎ মেরুসন্নিহিতপ্রসিদ্ধরজতাদ্রেরয়মস্ত ইতি গম্যতে। শৈলকুঞ্জরেণ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠেন হিমবতা নির্ম্মুক্তস্য ধৃতস্য শৃঙ্গপরম্পরালক্ষণস্য মুক্তাকলাপস্য নায়কো মণিরিব স্থিত ইত্যর্থঃ। শৈলস্থকুঞ্জরেভ্যোনির্গলিতস্য মুক্তাকলাপস্য নায়কঃ সংগ্রাহকোরাশিরিবেতি বা॥ ৩॥

নাভ্যব্জং বিষ্ণুনাভিকমলম্। গৃহং শ্বশুরকল্পিতমিত্যর্থাদ্গম্যতে॥ ৪॥

অজ্জজস্যেব নাভ্যজং গৃহং যঃ শশিমৌলিনঃ ॥ ৪ ॥
রুদ্রাক্ষবৃক্ষদোলাভিঃ সাপ্সরোভির্ব্বিভাতি যঃ।
লোলরত্নশলাকাভির্লহরীভিরিবার্ণবঃ ॥ ৫ ॥
গণাঙ্গনানামনিশং মত্তানাঞ্চরণৈর্হৃতাঃ।
অশোকা ইব রাজন্তে যত্রাশোকা বিলাসিনঃ ॥ ৬ ॥
সঞ্চরন্ শঙ্করো দিক্ষু ভৃগুম্বিন্দুমণিদ্রবৈঃ।
নিবর্ত্তন্তে প্রবর্ত্তন্তে যত্রাজস্রঞ্চ নির্ঝরাঃ ॥ ৭ ॥
যো লতাবৃক্ষগুল্মৌঘবাপীহ্রদনদীনদৈঃ।
মৃগৈর্ম্মৃগগণৈর্ভূতৈর্ব্রহ্মাণ্ডবদিবাবৃতঃ ॥ ৮ ॥
তস্য হেমজটা নাম কিরাতাঃ সংস্থিতাঃ স্থলে।
পিপীলিকা বটতরোর্ম্মূলকোষগতা ইব ॥ ৯ ॥
কৈলাসপাদারণ্যানাং রুদ্রাক্ষৈস্তরুগুল্মকৈঃ।
বসন্তি ঘূকবৎ ক্ষুদ্রাস্তে বৈ নিকটজীবিনঃ ॥ ১০ ॥

রুদ্রাক্ষবৃক্ষেষু লম্বমানাভির্দোলাভিঃ প্রেঙ্খোলিকাভিঃ। লোলরত্নশলাকাভিরিতি লহরীণামপি বিশেষণম্ ॥ ৫ ॥

গণাঙ্গনানাং প্রমথস্ত্রীণাম্ ॥ ৬ ॥

যত্র যাসু দিক্ষু সঞ্চরন্ ভবতি তত্র ভৃগুষু প্রপাতস্থলেষু প্রবর্ত্তন্তে অন্যাসু নিবর্ত্তন্তে ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মাণ্ডবদিবেতি। উক্তার্থানামপি প্রয়োগোদৃশ্যতে। যথা হ্যাবপূপাবানয়েতি মহাভাষ্যোক্তিদর্শনাৎ। দ্যোতকানাং বহুনামপ্যুদ্যস্তং বা আদিত্যমগ্নিরনুসমারোহতীতি বৎ সহপ্রয়োগসম্ভবাৎ বতিনোক্তেপি সাদৃশ্যে ইব শব্দপ্রয়োগঃ। অথণ্ডবিড়াকারবিশিষ্টং ব্রহ্মেবেতি মতুবন্তং বা যোজ্যম্ ॥৮॥

তস্য হিমবচ্ছৃঙ্গস্য স্থলে মূলদেশে ॥ ৯ ॥

তেষাং জীবনোপায়মাহ কৈলাসেতি। কৈলাসাখ্যশৃঙ্গস্য পাদাঃ প্রত্যন্তপর্ব্বতাস্তদীয়ানামরণ্যানাং সম্বন্ধিভীরুদ্রাক্ষৈরন্যৈশ্চ তরুগুল্মকৈঃ ফলপুষ্পকাষ্ঠমূলাদ্যুপজীবনেন নিকটজীবিনঃ ॥ ১০ ॥

আসীত্তেষামুদারাত্মা রাজা পরপুরঞ্জয়ঃ।
জয়লক্ষ্ম্যা ভুজ ইব যঃ প্রজায়াশ্চ দক্ষিণঃ ॥ ১১ ॥
সুরঘুর্নাম বলবান্ সুরঘোরারিদর্পহা।
অর্কঃ পরাক্রম ইব মূর্তিমানিব মারুতঃ ॥ ১২ ॥
জিতো বৈ রাজ্যবিভবৈর্ধনৈর্গুহ্যকনায়কঃ।
শতক্রতুগুরুর্ব্বোধৈঃ কাব্যৈরসুরদেশিকঃ ॥ ১৩ ॥
স চক্রে রাজকার্য্যাণি নিগ্রহানুগ্রহক্রমৈঃ।
যথাপ্রাপ্তান্যখিন্নাঙ্গো দিনানীব দিবাকরঃ ॥ ১৪ ॥
তজ্জাভ্যাং সুখদুঃখাভ্যামথ তস্যাভ্যভূয়ত।
স্বগতির্ব্বাগুরাবদ্ধৈঃ শ্লিষ্টাঙ্গস্যেব পক্ষিণঃ ॥ ১৫ ॥
কিমার্ত্তং পীড়য়াম্যেনং তিলান্ যন্ত্রমিবৌজসা।
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং মমেবার্ত্তিঃ প্রজায়তে ॥ ১৬ ॥
ধনমস্মৈ প্রযচ্ছামি ধনেনানন্দবান্ জনঃ।
ভবত্যহমিবাশেষস্তদলং মেতিনিগ্রহৈঃ ॥ ১৭ ॥
অথবা নিগ্রহং প্রাপ্তং করোম্যেতেন বৈ বিনা।
বর্ত্ততে ন প্রজৈবেয়ং বিনা বারি সরিদ্যথা ॥ ১৮ ॥

জয়লক্ষ্ম্যা ভুজ ইব পরপুরঞ্জয়ঃ প্রজায়াঃ পালনে চ দক্ষিণো রাজা বক্ষ্যমাণবিশেষণৈর্ব্রহ্মবিদ্যাধিকারদর্শনাচ্চাসৌ ক্ষত্রিয় ইতি গম্যতে ॥ ১১ ॥

পরাক্রমে অর্ক ইবেতি যোজনা ॥ ১২ ॥

* রাজ্যবিভবৈর্দ্ধনৈশ্চ গুহ্যকনায়কো রাজরাজো ধনেশ্বরোপি জিতস্তেনেতি শেষঃ। কাব্যৈঃ রসালঙ্কারাদিশালিপ্রবন্ধরচনৈরসুরদেশিকঃ শুক্রঃ ॥১৩॥১৪॥১৫॥

দুঃখবশাচ্চিন্তাশোকাদ্যাত্তবং দর্শয়তি কিমার্ত্তমিতি। এনং প্রজাজনম্ ॥১৬॥

কর্ত্তব্যসংশয়ে প্রথমাং কোটিং দর্শয়ন্তি ধনমিতি। তৎ তস্মাদ্ধেতোঃ। আর্ত্তায়াস্মৈ জনায় ধনং প্রযচ্ছামি অন্তিনিগ্রহৈশ্চ অলং প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

দ্বিতীয়াং দর্শয়তি অথবেতি। এতেন নিগ্রহেণ বিনা প্রজা ন বর্ত্তত

হা কষ্টমেষ নিগ্রাহ্যো নিত্যানুগ্রাহ্য এষ মে।
দিষ্ট্যাদ্য সুখবানস্মি কষ্টমদ্যাস্মি দুঃখবান্ ॥ ১৯ ॥
ইতি দোলায়িতং চেতো ন বিশশ্রাম ভূপতেঃ।
একত্রাম্বু মহাবর্ত্তে চিরতৃষ্ণমিব ভ্রমৎ ॥ ২০ ॥
অথৈকদা গৃহং তস্য মাণ্ডব্যো মুনিরাযযৌ।
ভ্রান্তাশেষককুভ্কুঞ্জো বাসবস্যেব নারদঃ ॥ ২১ ॥
তমসৌ পূজয়ামাস পপ্রচ্ছ চ মহামুনিম্।
সন্দেহদুর্দ্রুমস্তম্ভপরশুং সর্ব্বকোবিদম্ ॥ ২২ ॥

সুরঘুরুবাচ।

ভবদাগমনেনাস্মি মুনে নির্ব্বৃতিমাগতঃ।
পরমাং বসুধাপীঠং সম্প্রাপ্ত ইব মাধবে ॥ ২৩ ॥
অদ্য তিষ্ঠাম্যহং নাথ ধন্যানাং ধুরি ধর্ম্মতঃ।
বিকাসি রবিণেবাব্জং যৎ ত্বয়াস্ম্যবলোকিতঃ ॥ ২৪ ॥
ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ চিরং বিশ্রান্তবানসি।
তদমুং সংশয়ং ছিন্ধি মমার্কস্তিমিরং যথা ॥ ২৫ ॥
মহতাং সঙ্গমেনার্ত্তিঃ কস্য নাম ন নশ্যতি।
সন্দেহস্তু পরামার্ত্তিমাহুরার্ত্তিবিদো জনাঃ ॥ ২৬ ॥

এব স্বস্বমর্য্যাদায়ামিতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

নিগ্রাহ্যোবধবন্ধাদিনা দণ্ড্যঃ ॥ ১৯ ॥

একত্র ন বিশশ্রাম। যথা তৃষিতনিম্প্রাণস্য চিরতৃষ্ণং মনঃ অম্বুমহাবর্ত্তে ভ্রমতি তদ্বৎ ॥ ২০ ॥

ভ্রান্তান্যশেষাণি ককুপ্কুঞ্জানি দিঙ্মণ্ডলানি যেন ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

পরমাং নির্ব্বৃতিং সুখম্। মাধবে বসন্তে বিষ্ণৌ বা ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

যদি বিশ্রান্তবান্ গতশ্রমোসি তৎ তর্হি। অথবা পরমপদে চিরং বিশ্রান্তবানসি তৎ তস্মাদ্ধেতোঃ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

মন্নিগ্রহানুগ্রহজা মদ্ভৃত্যবপুষি স্থিতাঃ ।
কষন্তি মামলং চিন্তা গজং হরিনখা ইব ॥ ২৭ ॥
তদ্‌যথা সমতোদেতি সূর্য্যাংশুরিব সর্ব্বদা ।
মত্তো মম মুনে নান্যা তথা করুণয়া কুরু ॥ ২৮ ॥

মাণ্ডব্য উবাচ ।

স্বযত্নেন স্বসংস্থেন স্বেনোপায়েন ভূপতে ।
এষা মনঃপেলবতা হিমবৎ প্রবিলীয়তে ॥ ২৯ ॥
স্ববিচারণয়ৈবাশু শাম্যত্যন্তর্ম্মনোজ্বরঃ ।
শরদাগমমাত্রেণ মিহিকা মহতী যথা ॥ ৩০ ॥
স্বেনৈব মনসা স্বানি স্বশরীরগতানি চ ।
বিচারয়েন্দ্রিয়াণ্যন্তঃ কীদৃশান্যথ কানি চ ॥ ৩১ ॥
কোহং কথমিদং কিং বা কথং মরণজন্মনী ।
বিচারয়ান্তরেবং ত্বং মহত্তামলমেষ্যসি ॥ ৩২ ॥
বিচারণাপরিজ্ঞাতস্বভাবস্য সতস্তব ।
হর্ষামর্ষদশাশ্চেতস্তোলয়িষ্যন্তি নাচলম্ ॥ ৩৩ ॥

ভৃত্যগ্রহণং শত্রুমিত্রাদিসর্ব্বোপলক্ষণম্। বপুষি বিষয়ে স্থিতা নিরূঢ়াঃ। কষন্তি পীড়য়ন্তি ॥ ২৭ ॥

সমতা সমদৃষ্টিঃ অন্যা বিষমদৃষ্টির্যথা নোদেতি তথা ॥ ২৮ ॥

বৈরাগ্যত্যাগাদিরূপেণ স্বযত্নেন শ্রবণমননাদিনা স্বব্যাপ্তকোপায়েন। স্বসংস্থেন স্বাত্মবোধপর্য্যবসিতেন। পেলবতা মৃদুতা হর্ষবিষাদস্থানকণ্টকসহস্রবেধার্হত্বেতি যাবৎ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

স্বানি স্বীয়ানি পুত্রমিত্রাদীনি স্বশরীরগতানীন্দ্রিয়াণি চান্তঃস্থানিচ তত্ত্বতঃ কানি যুক্তিতঃ কীদৃশানি চেতি বিচারয়েত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

অবিচারাধ্যস্তপরিচ্ছিন্নতাপগমাৎ মহত্তাম্ ॥ ৩২ ॥

সতঃ পরমার্থবস্তুভূতস্য তব অচলং চেতো ন তোলয়িষ্যন্তি তুলামিব নোন্নমনানমনাভ্যামনিয়তস্থিতিং করিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

মনঃ স্বরূপমুৎসৃজ্য শমমেষ্যতি বিজ্বরম্।
ভূতপূর্ব্ববপুর্ভূত্বা তরঙ্গঃ পয়সীব তে ॥ ৩৪ ॥
তিষ্ঠদেব মনোরূপং পরিত্যক্ষ্যতি তেনঘ।
কলঙ্কবিকলং কালং মন্বন্তরগতাবিব ॥ ৩৫ ॥
অনুকম্প্যা ভবিষ্যন্তি শ্রীমন্তঃ সর্ব্ব এব তে।
দৃষ্টতত্ত্বস্য তুষ্টস্য জনাঃ পিতুরিবাবনৌ ॥ ৩৬ ॥
বিবেকদীপদৃষ্টাত্মা মের্ব্বব্ধিনভসামপি।
অথোকরিষ্যসি নৃপ মহত্তামুত্তমার্থদাম্ ॥ ৩৭ ॥
মহত্তামাগতে চেতস্তব সংসারবৃত্তিষু।
ন নিমজ্জতি হে সাধো গোষ্পদেষ্বিব বারণঃ ॥ ৩৮ ॥
কৃপণন্তু মনোরাজন্ পেলবেপি নিমজ্জতি।
কার্য্যে গোষ্পদতোয়েপি জীর্ণাঙ্গোমশকোযথা ॥ ৩৯ ॥
চেতোবাসনয়া পঙ্কে কীটবৎ পরিমজ্জতি।
দৃশ্যমাত্রাবলম্বিন্যা স্বয়া দীনতয়া তয়া ॥ ৪০ ॥

বিজ্বরং তে মনঃ স্বং মনোরূপমুৎসৃজ্য ভূতপূর্ব্ববপুঃ পূর্ব্বসিদ্ধব্রহ্মস্বভাবং ভূত্বা সমং নির্ব্বিক্ষেপতামেষ্যতি ॥ ৩৪ ॥

তর্হি কিং মনসঃ সত্তৈব নঙ্ক্ষ্যতি নেত্যাহ তিষ্ঠদেবেতি। যথা পূর্ব্বমনোরন্তে কলিকালং প্রাপ্য কলঙ্কৈঃ পাপৈর্ব্বিকলং ভুবনং পুনর্ম্মন্বন্তরগতৌ সত্যাং তিষ্ঠদেব কলঙ্কং ত্যজতি তদ্বন্মনোপি জীবন্মুক্তব্যবহারক্ষমতয়া তিষ্ঠদেব পূর্ব্বতনং মনোরূপং ত্যজতীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ন কেবলং দুঃখনিবৃত্তিরেব জ্ঞানফলং কিন্তু নিরতিশয়ানন্দসাম্রাজ্যমপি যত্র ব্রহ্মাদয়োপ্যনুকম্প্যা ইত্যাহ অনুকম্প্যা ইতি ॥ ৩৬ ॥

যদা আকাশাদীনামপি মহত্তা তৎসত্তাধীনা তদা তস্য নিরতিশয়ং মহত্বং কিং বাচ্যমিত্যাশয়েনাহ বিবেকেতি। বিবেকজন্তেন জ্ঞানদীপেন দৃষ্ট আত্মা যেন ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

কৃপণং কামকার্পণ্যদূষিতম্। পেলবে ক্ষুদ্রেপি কার্য্যে নিমজ্জতি মুহ্যতি ॥ ৩৯

তয়া প্রসিদ্ধয়া ॥ ৪০ ॥

তাবৎ তাবন্মহাবাহো স্বয়ং সন্ত্যজ্যতেখিলম্ ।
যাবদ্‌যাবৎ পরালোকঃ পরমাত্মৈব শিষ্যতে ॥ ৪১ ॥
তাবৎ প্রক্ষাল্যতে ধাতুর্যাবদ্ধেমৈব শিষ্যতে ।
তাবদালোক্যতে সর্ব্বং যাবদাত্মৈব লভ্যতে ॥ ৪২ ॥
সর্ব্বঃ সার্ব্বিকয়া বুদ্ধ্যা সর্ব্বং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ।
সর্ব্বথা সম্পরিত্যজ্য স্বাত্মনাত্মোপলভ্যতে ॥ ৪৩ ॥
যাবৎ সর্ব্বং ন সন্ত্যক্তং তাবদাত্মা ন লভ্যতে ।
সর্ব্বাবস্থাপরিত্যাগে শেষ আত্মেতি কথ্যতে ॥ ৪৪ ॥
যাবদন্যন্ন সন্ত্যক্তং তাবৎ সামান্যমেব হি ।
বস্তু নাসাদ্যতে সাধো স্বাত্মলাভে তু কা কথা ॥ ৪৫ ॥
যত্র সর্ব্বাত্মনৈবাত্মা লাভায় যততি স্বয়ম্ ।
ত্যক্তান্যকার্য্যং প্রাপ্নোতি তন্নাম নৃপ নেতরৎ ॥ ৪৬ ॥
স্বাত্মাবলোকনার্থস্তু তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজেৎ ।

তর্হি কিয়ৎসু বিষয়েষু কিয়ৎ কালং বা বৈরাগ্যং কর্ত্তব্যমিতি চেৎ তত্রাহ তাবদিতি। স্বয়ং জ্যোতিরাত্মমাত্রপরিশেষানুভবপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ ॥৪১॥

নানাশ্রুতিশাস্ত্রপর্য্যালোচনমপ্যাত্মদর্শনপর্য্যন্তমেবেত্যাহ তাবদিতি। ধাতুঃ স্বর্ণাকরধাতুঃ। সর্ব্বমধ্যাত্মশাস্ত্রম্ ॥ ৪২ ॥

সার্ব্বিকয়া সর্ব্ববস্তুভূতয়া বুদ্ধ্যা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দেশে সর্ব্বং দৃশ্যং সর্ব্বথা পরিত্যজ্য সর্ব্বঃ পূর্ণাত্মা স্বাত্মনৈবোপলভ্যতে ন কদাচিৎ কুত্র-চিৎ কথঞ্চিৎ কতিপয়বিষয়ত্যাগমাত্রেণেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

উক্তমেবার্থং ব্যতিরেকমুখেনাপি দ্রঢ়য়তি যাবদিতি। তৎ কুতস্তত্রাহ সর্ব্বেতি ॥ ৪৪ ॥

সামান্যং লোকব্যবহারসাধারণং গোধনাদি। অপ্যর্থে এবকারঃ। যাব-দন্যৎ তদ্বিরোধি বস্তু ন সন্ত্যক্তং তাবন্নাসাদ্যতে ॥ ৪৫ ॥

যত্র যস্মিন্ বিষয়ে। তৎ তদ্বিষয়ম্ ॥ ৪৬ ॥

সর্ব্বং দৃশ্যং পরিত্যজ্য যৎ কিঞ্চিৎ সর্ব্বথা পরিত্যক্তুমশক্যং দৃষ্টং

সর্ব্বং কিঞ্চিৎ পরিত্যজ্য যদ্দৃষ্টং তৎ পরং পদম্॥ ৪৭॥

সকলকারণকার্য্যপরম্পরা-
ময়জগদ্গতবস্তু বিজৃম্ভিতম্।
অলমপাস্য মনঃ স্ববপুস্ততঃ
পরিবিলাপ্য যদেতি তদেব তৎ॥ ৪৮॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে সুরঘুবৃত্তান্তেমাণ্ডব্যোপদেশো নাম
অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৮॥

তদেব পরংপদমিত্যর্থঃ॥ ৪৭॥

মনঃ সকলকারণকার্য্যপরম্পরাময়ে জগতি মণিষু সূত্রমিবানুগতে সন্মাত্রে স্বকল্পনয়া বিজৃম্ভিতং সদ্ব্যতিরিক্তং সর্ব্বং রূপং অলং নিঃশেষমপাস্য ততস্তদনন্তরং স্ববপুর্মনোরূপমপি মূলাজ্ঞাননাশাৎ বাধেন পরিবিলাপ্য যৎ সচ্চিন্মাত্রৈকরসং বস্ত্বেতি প্রাপ্নোতি তদেব তৎ ব্রহ্মরূপমিত্যর্থঃ॥ ৪৮॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৮॥

একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

—○()•()○—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবানেনং স্থরঘুং রঘুনন্দন।
যযৌ স্বমেব রুচিরং মাণ্ডব্যো মৌনমণ্ডলম্॥ ১॥
গতে বরমুনৌ রাজা গত্বৈকান্তমনিন্দিতম্।
ধিয়া সঞ্চিন্তয়ামাস কোনামাহমিতি স্বয়ম্॥ ২॥
নাহং মেরুর্ন মে মেরুর্জ্জগন্নাহং ন মে জগৎ।
নাহং শৈলা ন মে শৈলা ধরা নাহং ন মে ধরা॥ ৩॥
কিরাতমণ্ডলং নেদং মম নাহঞ্চ মণ্ডলম্।
নিজসঙ্কেতমাত্রেণ কেবলং দেশ এব মে॥ ৪॥
ত্যক্তোময়ৈষ সঙ্কেতো নাহং দেশো ন বৈষ মে।
ইদানীং নগরং শিষ্টমেষ এবাত্র নিশ্চয়ঃ॥ ৫॥
পতাকাবনপংক্ত্যাঢ্যা ভৃত্যোপবনসঙ্কুলা।
গজাশ্বসামন্তযুতা পুরী নাহং ন মে পুরী॥ ৬॥

বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চৈব দৃশ্যং সম্যাজ্ঞতোরহঃ।
ইহ রাজ্ঞো বিচারেণ স্বাত্মলাভ উদীর্য্যতে॥ ১॥

উক্ত্বা উপদিশ্য। স্বং স্বীয়ং মৌনমণ্ডলং মুন্যাবাসদেশম্॥ ১॥ ২॥

তত্রাদৌ বাহ্যে দৃশ্যে আত্মতামাত্মীয়তাঞ্চ বিচার্য্য নিরস্যতি নাহমিত্যাদি-ষড়্ভিঃ। জগৎপদেন উর্দ্ধাধোলোকা গৃহ্যন্তে॥ ৩॥

নিজঃ সঙ্কেতঃ সর্ব্বজনসম্মত্যা পট্টাভিষেকাদিনা অহং রাজেতি কল্পনা তাবন্মাত্রেণ॥ ৪॥

অত্র এতস্মিন্নগরেপি সঙ্কেতত্যাগাদেষ এব নিশ্চয়ঃ॥ ৫॥

তমেব নিশ্চয়ং স্ফুটমাহ পতাকেতি॥ ৬॥

ব্যর্থসঙ্কেতসম্বন্ধং সঙ্কেতবিগমে কৃতম্।
ভোগবৃন্দং কলত্রঞ্চ নাহং নৈতন্মমাখিলম্ ॥ ৭ ॥
এবং সভৃত্যং সবলং সবাহনপুরান্তরম্।
নাহং রাজ্যং ন মে রাজ্যং সঙ্কেতোহয়মাকুলঃ ॥ ৮ ॥
দেহমাত্রমহং মন্যে হস্তপাদাদিসংযুতম্।
তদিদং তাবদাশ্বন্তরমালোকয়াম্যহম্ ॥ ৯ ॥
তদত্র তাবন্মাংসাস্থি নাহমেতদচেতনম্।
ন চৈতন্মম সংশ্লেষমেত্যব্জস্য যথা জলম্ ॥ ১০ ॥
মাংসং জড়ং ন তদহং নৈবাহং রক্তমপ্যলম্।
জড়ান্যস্থীনি নৈবাহং ন চৈতানি মম ক্বচিৎ ॥ ১১ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি নৈবাহং ন চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি মে।
জড়ং যৎ কিল দেহেস্মিংস্তদহং নৈব চেতনঃ ॥ ১২ ॥
নাহং ভোগা ন মে ভোগা ন মে বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
জড়ান্যসৎস্বরূপাণি ন চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণ্যহম্ ॥ ১৩ ॥
মূলং সংসৃতিদোষস্য মনোনাহং জড়ং হি তৎ।
অথ বুদ্ধিরহঙ্কার ইতি দৃষ্টির্ম্মনোময়ী ॥ ১৪ ॥
মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াদ্যন্তো ভূতকোশশ্চলদ্বপুঃ।

ব্যর্থেন সঙ্কেতেন সম্বদ্ধাত ইতি সম্বন্ধম্ ॥ ৭ ॥

আকুলঃ কাকিনীকার্ষাপণসম্বন্ধবদন্ধপরম্পরাব্যবহারসিদ্ধ ইতি যাবৎ ।৮॥

সঙ্কেতমাত্রত্যাগোপায়েন বাহ্যৈঃ সম্বন্ধং নিরস্য অচেতনত্বহেতুনা দেহে-ন্দ্রিয়াদিভিরপি তং নিরসিতুমারভতে দেহমাত্রমিত্যাদিনা ॥ ৯ ॥

সংশ্লেষং সম্বন্ধমপি নৈতি অসঙ্গত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি ॥ ১৩ ॥

অথ বুদ্ধিরহঙ্কার ইতি যা দৃশ্যত ইতি দৃষ্টিঃ সাপি নাহং ন মমেত্য-নুষজ্যতে। যতঃ সা মনোময়ী অন্তঃকরণাবস্থাভেদরূপেতি যাবৎ ॥ ১৪ ॥

শরীরাদিমনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াদ্যন্তোভূতকোশঃ স্থূলসূক্ষ্মভূতসংঘাত এবং উক্ত-

নাহমেবং শরীরাদি শিষ্টমালোকয়াম্যহম্ ॥ ১৫ ॥
শেষস্তু চেতনোজীবঃ স চেৎ চেত্যেন চেততি ।
অন্যেন বোধ্যমানোসৌ নাত্মতত্ত্ববপুর্ভবেৎ ॥ ১৬ ॥
এবং ত্যজামি সম্বেদ্যং চেত্যং নাহং হি তৎ কিল ।
শেষোবিকল্পরহিতো বিশুদ্ধচিদহং স্থিতঃ ॥ ১৭ ॥
চিত্রমেষোস্মি লব্ধাত্মা জাতঃ কালেন কার্য্যবান্ ।
এষ সোহমনন্তাত্মা নান্তোস্থ পরমাত্মনঃ ॥ ১৮ ॥
ব্রহ্মণীন্দ্রে যমে বায়ৌ সর্ব্বভূতগণে তথা ।
স এষ ভগবানাত্মা তন্তুর্মুক্তাস্বিব স্থিতঃ ॥ ১৯ ॥
চিচ্ছক্তিরমলা সৈষা চেত্যাময়বিবর্জ্জিতা ।
ভরিতাশেষদিক্কুঞ্জা ভৈরবাকারধারিণী ॥ ২০ ॥
সর্ব্বভাবগতা সূক্ষ্মা ভাবাভাববিবর্জ্জিতা ।
আব্রহ্মভুবনান্তঃস্থা সর্ব্বশক্তিসমৃদ্গিকা ॥ ২১ ॥
সর্ব্বসৌন্দর্য্যসুভগা সর্ব্বপ্রাকাশ্যদীপিকা ।

ত্রীত্বা নাহম। শিষ্টমবশিষ্টমালোকয়ামি দৃষ্ট্বা বিচারয়ামীতি যাবৎ ॥ ১৫ ॥

চেতনঃ প্রমাতা চেত্যেন প্রমেয়েণ সহ চেততি। তথাচ অহমিদং চেতয়ামীতি ত্রিপুটীসাক্ষিণা বোধ্যমানোহসৌ প্রমাতা নাত্মনস্তত্ত্ববপুস্তাত্ত্বিকং রূপমিতি সম্ভাব্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

এবমনয়ৈব যুক্ত্যা সাক্ষিসম্বেদ্যং প্রমিতিপ্রমেয়ঞ্চ ত্যজামি। হি যস্মাৎ চেত্যং নাহং কিলেতি প্রসিদ্ধম্। বিশুদ্ধচিৎ শুদ্ধসাক্ষী অহমাস্মেতি স্থিতো নিশ্চয়ে প্রতিষ্ঠিত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

তদ্দর্শনমাত্রেণ কণ্ঠচামীকরবল্লাভমাশ্চর্য্যাভূতং দর্শয়তি চিত্রমিতি। কালেনানাদিকালাদারভ্য বর্ত্তমানোপাদ্যা কার্য্যবান্ পরমপুরুষার্থফলবান্ জাতোস্মীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

এষ ব্রহ্মৈব ইন্দ্র ইত্যাদিশ্রুতিগণানহুভবেন সম্বাদয়তি ব্রহ্মণীতি ॥ ১৯ ॥

অজ্ঞানাৎ ভয়হেতুত্বাৎ ভৈরবাকারধারিণী ॥ ২০ ॥

সর্ব্বেষু ভাবেষু মনোবৃত্তিষু গতা। প্রতিবোধবিদিতং মতমিতি শ্রুতেঃ ॥২১॥

সর্ব্বসংসারমুক্তানাং তন্তুরাততরূপিণী ॥ ২২ ॥
সর্ব্বাকারবিকারাঢ্যা সর্ব্বাকারবিবর্জ্জিতা।
সর্ব্বভূতৌঘতাং যাতা সর্ব্বদা সর্ব্বতাং গতা ॥ ২৩ ॥
চতুর্দ্দশবিধান্যেষা ভূতানি ভুবনোদরে।
এতন্ময়ীয়ং কলনা জাগতী বেদনাত্মিকা ॥ ২৪ ॥
মিথ্যাবভাসমাত্রস্তু সুখদুঃখদশা গতিঃ।
নানাকারময়াভাসঃ সর্ব্বমাত্মৈব চিৎ পরা ॥ ২৫ ॥
সোয়মাত্মা মম ব্যাপী সেয়ং মদববোধনম্।
সেয়মাকলিতাঙ্গাভা করোতি নৃপবিভ্রমম্ ॥ ২৬ ॥
অস্যা এব প্রসাদেন মনো দেহরথে স্থিতম্।
সংসারজাললীলাসু যাতি বল্গতি নৃত্যতি ॥ ২৭ ॥
ইদং মনঃ শরীরাদি ন কিঞ্চিদপি বস্তুতঃ।
নষ্টে ন কিঞ্চিদপ্যস্মিন্ পরিনশ্যতি পেলবে ॥ ২৮ ॥
জগজ্জালময়ং নৃত্তমিদং চিত্তনটৈস্ততম্।
এতয়ৈবৈকয়া বুদ্ধ্যা দৃশ্যতে দীপলেখয়া ॥ ২৯ ॥
কষ্টং মুধৈব মে চিন্তা নিগ্রহানুগ্রহস্থিতৌ।
বভূব দেহনিষ্ঠেহ ন কিঞ্চিদপি দেহকম্ ॥ ৩০ ॥
অহো ত্বহং প্রবুদ্ধোস্মি গতং দুর্দ্দর্শনং মম।
দৃষ্টং দ্রষ্টব্যমখিলং প্রাপ্তং প্রাপ্যমিদং ময়া ॥ ৩১ ।

সর্ব্বসৌন্দর্য্য নিরতিশয়ানন্দত্বেন সুভগা পূর্ণা। সংসারলক্ষণানাং মুক্তানাং মুক্তাফলানাম্ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

ভুবনসম্বন্ধ্যা চতুর্দ্দশবিধানি ভূতানি ধত্তে ইতি শেষঃ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

ব্যাপী জগদনুগতঃ। অববোধনং মদ্বুদ্ধিসাক্ষী। সেয়ং চিৎ দ্রষ্টৃদৃশ্য-ভেদেনাকলিতশরীরা সতী নৃপোহমিতি বিভ্রমং করোতি প্রাক্‌কৃতবতী-ত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

এতয়া উক্তয়া সাক্ষিরূপয়া ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বং কিঞ্চিদিদং দৃশ্যং দৃশ্যতে যজ্জগদ্গতম্ ।
চিন্মিস্পন্দাংশমাত্রাংশান্নান্যৎ কিঞ্চন শাশ্বতম্ ॥ ৩২ ॥
ক্ব তৌ কীদৃগ্বিধৌ বাপি কিংনিষ্ঠৌ বা কিমাত্মকৌ ।
নিগ্রহানুগ্রহৌ লোকে হর্ষামর্ষক্রমৌ তথা ॥ ৩৩ ॥
কিং সুখং কিন্নু বা দুঃখং সর্ব্বং ব্রহ্মেদমাততম্ ।
অহমাসং মুধা মূঢ়ো দিষ্ট্যা মূঢ়োস্ম্যহং স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥
কিমস্মিন্নেবমালোকে শোচ্যতে কিং বিমুহ্যতে ।
কিং প্রেক্ষ্যতে কিং ক্রিয়তে স্থীয়তে বাথ গম্যতে ॥৩৫॥
কিঞ্চিদেবমিদং নাম চিদাকাশং বিরাজতে ।
নমোঽনন্তে নিস্তত্ত্ব দিষ্ট্যা দৃষ্টোসি সুন্দর ॥ ৩৬ ॥
অহো নু সম্প্রবুদ্ধোস্মি সম্যগ্জ্ঞাতমলং ময়া ।
নমো মহ্যমনন্তায় সম্যগ্জ্ঞানোদয়ায় চ ॥ ৩৭ ॥

বিগততরঙ্গনির্ব্বিষয়স্থিতি
গতিভবভ্রমরঞ্জিতবর্জ্জিতে ।

চিতো যো নিস্পন্দো মায়য়া ঈষৎস্পন্দনমন্তরংশঃ সপ্তদশকলিঙ্গভ্রমস্তস্য মাত্রা বাহ্যান্তঃকরণভেদভ্রমাস্পদলোকাঃ সংস্পন্দভ্রমস্তস্মাদন্যৎ কিঞ্চিৎ শাশ্বতং কালত্রয়াবাধ্যং দৃশ্যং ন বিদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

এবং জগতোঽভূতত্বে নিগ্রহানুগ্রহক্রমৌ তৎপ্রয়োজকহর্ষামর্ষক্রমৌ চ নিরাশ্রয়ৌ নিষ্প্রকারৌ নির্ব্বিষয়ৌ নিঃস্বরূপৌ চ সম্পন্নাবিত্যাহ ক্বেতি ॥৩৩॥

স্বমোহেঽপগতে সুখদুঃখাদিপ্রসক্তিরেব নাস্তীত্যাহ কিমিতি । সাম্প্রতমমূঢ়ঃ স্বরূপে স্থিতোস্মীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

এবমানন্দৈকরসপূর্ণস্বভাবেনালোক্যতে অনুভূয়ত ইত্যেবমালোকস্তস্মিন্ । কিং শব্দ আক্ষেপে । শোকাদিসম্ভাবনৈব নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চিদলৌকিকচমৎকারম্ । ইদং চিদাকাশম্ ॥ ৩৬ ॥

সম্যগ্জ্ঞানে উদয় আবির্ভাবো যস্য তথাবিধায় । চকারঃ পূর্ব্বশ্লোকনমস্কার্য্যসমুচ্চয়ার্থঃ । সম্যগ্জ্ঞানলক্ষণায়াভ্যুদয়ায় চেতি বা ॥ ৩৭ ॥

স্থিরসুষুপ্তকলাভিগতস্ততঃ
সমসমং নিবসাম্যহমাত্মনি ॥ ৩৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে সুরঘুবিশ্রান্তির্নামৈ-
কোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

বিগতরঞ্জনত্বাদেব নির্ম্মৃষ্টাবস্থাত্রয়বিষয়স্থিতিরিতি শোধিতত্বংপদার্থনির্দ্দেশঃ। গতভবভ্রমত্বাদেব বিয়দাদ্যধ্যারোপরঞ্জিতবর্জ্জিতে ইতি শোধিত তৎপদার্থনির্দ্দেশঃ। ভাবে ক্তঃ। স্থিরয়া সুষুপ্তিকলয়া স্বাপ্যয়যুক্ত্যেব উপাধিবিগমাদভিগত একীভূত ইত্যথৈণ্ডক্যনির্দ্দেশঃ। ততস্তস্মাদহমাত্মনি প্রত্যগ্ব্রহ্মণি সমসমমাত্যন্তিকাভেদলক্ষণপরমসাম্যেন নিবসামি ন কদাচিদপি মে পুনর্ব্বৈষম্যপ্রসক্তিরিতি ফলাবস্থানির্দ্দেশঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতমঃ সর্গ

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি হেমজটাধীশো লেভে পদমনুত্তমম্।
বিবেকাধ্যবসায়েন ব্রাহ্মণ্যমিব গাধিজঃ ॥ ১ ॥
অনর্থাকারকার্য্যাসু নাসীচ্চেষ্টাসু খেদবান্।
ভূয়োভূয়ঃ প্রযুক্তাসু দিনমালাস্বিবেশ্বরঃ ॥ ২ ॥
ততঃ প্রভৃতি সোতিষ্ঠৎ সর্ব্বদা বিগতজ্বরঃ।
সমাসমে স্বকে কার্য্যে জলৌঘাগ্র ইবাচলঃ ॥ ৩
হর্ষামর্ষবিনির্ম্মুক্তঃ প্রত্যহং কার্য্যমাহরন্।
উদারগম্ভীরবপুর্জ্জহারাম্বুনিধেঃ শ্রিয়ম্ ॥ ৪ ॥
সুষুপ্তপদধর্ম্মিণ্যা চিত্তবৃত্ত্যা ব্যরাজত।
নিষ্কম্পয়া প্রকাশিন্যা দীপঃ স্বশিখয়েব সঃ ॥ ৫ ।

আদেহপাতং সুরঘো রসঙ্গাচার উচ্যতে।
জীবন্মুক্তস্য তস্যাথ দেহপাতেহৌ ধ্রুবং স্থিতিঃ ॥ ১ ॥

গাধিজোবিশ্বামিত্রঃ ॥ ১ ॥

ভূয়োভূয়ঃ পুনঃপুনঃ প্রযুক্তাসু অনুষ্ঠিতাসু ধর্ম্মার্থপ্রাপ্ত্যুপায়চেষ্টাসু পরিচেষ্টিতৈর্দ্দৈবাদনর্থাকারাণি নিষ্ফলানি দুঃখপর্য্যবসিতানি বা কার্য্যাণি ফলানি যাসাং তথাবিধাসু সতীষু খেদবান্নাসীৎ। ঈশ্বরো দিনেশ্বরঃ সূর্য্যঃ॥২॥

সমাসমে অনুগ্রহনিগ্রহরূপে নিজে রাজোচিতে কার্য্যে যথা নদীমধ্যগতঃ পর্ব্বতোনিষ্কম্পস্তিষ্ঠতি তদ্বৎ ॥ ৩ ॥

কার্য্যমায়ব্যয়াদি। আহরন্ কুর্ব্বন্ ॥ ৪ ॥

সুষুপ্তাবিব নিশ্চলয়েতি যাবৎ ॥ ৫ ॥

ন নির্ঘৃণোদয়াবান্নো ন দ্বন্দ্বী নাথ মৎসরী ।
ন সুধীর্নাসুধীর্নার্থী নানর্থী স বভূব হ ॥ ৬ ॥
সমদর্শনয়া নিত্যং বৃত্ত্যা চাপলধীরয়া ।
অন্তঃশীতলয়া রেজে পরিপূর্ণার্ণবেন্দুবৎ ॥ ৭ ॥
সর্ব্বং চিত্তত্ত্বকলনং জগদিত্যবলোক্য সঃ ।
প্রশান্তসুখদুঃখশ্রীস্তস্য পূর্ণা মতির্ব্বভৌ ॥ ৮ ॥
উল্লসন্ বিকসন্ পূর্ণস্তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ বিশন্ স্বপন্ ।
অভূৎ সমসমাধিস্থঃ প্রবুদ্ধশ্চিল্লয়ং গতঃ ॥ ৯ ॥
স কুর্ব্বন্ বিগতাসঙ্গং রাজ্যং রাজীবলোচনঃ ।
অতিষ্ঠদক্ষতাকারো ভূরিবর্ষশতান্যথ ॥ ১০ ॥
সন্নিবেশমিমং দেহ-নামকং তদনু স্বয়ম্ ।
স জহৌ তেজসাক্রান্তো রূপং হিমকণোযথা ॥ ১১ ॥
বিবেশ পরমাদ্যন্তকারণং কারণেশ্বরম্ ।
প্রজ্ঞয়া সরিতাং বারি পরিপূর্ণমিবাম্বুধিম্ ॥ ১২ ॥
অধিগতবিমলৈকরূপতেজা
বিজনদশাং সমুপেত্য শান্তশোকঃ ।

অমৎসরীতি পাঠে অত্যন্তনির্মৎসরবান্ পরদোষোপেক্ষকঃ ॥ ৬ ॥

অচাপলধীরয়েতি চ্ছেদঃ । পরিপূর্ণৌ যৌ অর্ণবেন্দূ তদ্বৎ ॥ ৭ ॥

স ইত্যস্য সমসমাধিস্থোভূদিতি পরেণান্বয়ঃ । তত্র হেতুর্যতস্তস্য পরিপূর্ণা মতির্ব্বভাবিতি ॥ ৮ ॥

উল্লসন্ বপুষা । বিকসংশ্চেতসা ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

আক্রান্তঃ শোষিতঃ । রূপং মূর্ত্তাকারম্ ॥ ১১ ॥

সর্ব্বেষামেবান্তঃকরণানাং হিরণ্যগর্ভাদীনামীশ্বরং নিয়ন্তারম্ । সর্ব্বজগতামাদ্যন্তয়োঃ সৃষ্টিপ্রলয়য়োঃ কারণং পরং ব্রহ্ম প্রজ্ঞয়া সাক্ষাৎকারবৃত্ত্যা জন্মাদিহেতুবীজশক্ত্যবিদ্যাবরণবাধেন সরিতাং বারি কূলদ্বয়পরিচ্ছেদত্যাগেন পূর্ণামর্ণবমিব বিবেশেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অলমভবদসৌ পরস্বরূপং
ঘটখমিবাম্বরসংযুতং মহাত্মা ॥ ১৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে সুরঘুবৃত্তান্তে সুরঘুনির্ব্বাণং নাম

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥

তৎ প্রবিশ্যাসৌ কীদৃগভূৎ তদাহ অধিগতেতি। অসৌ সুরঘুঃ প্রজ্ঞয়া অধিগতং স্বাত্মতয়া প্রাপ্তং বিমলমেকরূপমানন্দৈকরসং তেজঃ স্বপ্রকাশাত্মরূপঃ যেন তথাবিধঃ সন্ বিজ্বরাং জন্মাদিবিক্রিয়াহীনাং দশাং সমুপেত্য শান্তসর্ব্বশোকঃ সন্ ঘটভঙ্গে ঘটখমম্বরেণ মহাকাশেন সংযুতমেকীকৃতমিব পরস্বরূপমেব অভবৎ। তদেবাস্য নির্ব্বাণমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

—⊂()•()⊃—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

এবমুৎপলপত্রাক্ষ রাঘবাঘবিপর্য্যয়ে ।
পদমাসাদয়াদ্বন্দ্বং বিশোকোভব ভূতয়ে ॥ ১ ॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য ন মনঃ পরিতপ্যতে ।
ঘোরে তমসি নির্ম্মগ্নং লব্ধদীপং শিশুর্যথা ॥ ২
বিবেকাবস্থয়া চেতস্তথৈবায়াতি নির্বৃতিম্ ।
পতচ্ছ্বভ্রে দৃঢ়তৃণপ্রচয়ালম্বনাদিব ॥ ৩ ॥
অথৈতাং পাবনীং দৃষ্টিং ভাবয়িত্বাপ্যুদাহরন্ ।
নিত্যমেকসমাধানো ভব ভূষিতভূতলঃ ॥ ৪ ॥

রাম উবাচ ।

কথমেকসমাধানং কীদৃশং বা মুনীশ্বর ।
বাতাহতময়ূরাঙ্গরুহলোলং মনোভবেৎ ॥ ৫ ॥

সংহৈকসমাধানলক্ষণপ্রতিপত্তয়ে ।
পরিঘেণাত্র সম্বাদঃ সুরঘোরুপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

হে রাঘব এবং সুরঘুবৎত্বমপি অঘস্য হর্ষশোকাদিনিমিত্তস্য পাপস্য বিপর্য্যয়ে তত্ত্ববোধেন সমূলমুচ্ছেদে সতি ॥ ১ ॥

শিশুর্বাল ইব ঘোরে অজ্ঞানতমসি নিমগ্নং মন এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য লব্ধদীপং প্রাপ্তপ্রকাশং সন্ন পরিতপ্যতে ॥ ২ ॥

শ্বভ্রে মোহান্ধকূপে পতন্মনস্তথা তাদৃশ্যা সুরঘূপবর্ণিতপ্রকারয়ৈব বিবেকাবস্থয়া দৃঢ়স্য তৃণপ্রচয়স্য কক্ষস্য আলম্বনাদিব নির্বৃতিং বিশ্রান্তিসুখম্ ॥ ৩ ॥

ভাবয়িত্বা পুনঃপুনঃ পরিশীলনেন স্বয়ং দৃঢ়ীকৃত্যান্যেভ্যোপ্যুদাহরন্ উপদিশন্ ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

শৃণু তস্যৈব সুরঘোঃ প্রবুদ্ধস্য সতস্তদা।
পর্ণাদস্য চ রাজর্ষেঃ সম্বাদমিমমদ্ভুতম্॥ ৬॥
রাঘবৈকসমাধানবোধিতাযোজিতাত্মনোঃ।
পরস্পরং সমালাপমিমং প্রকথয়ামি তে॥ ৭॥
বভুব পারসীকানাং পার্থিবঃ পরদারহা।
পরিঘোনাম বিখ্যাতঃ পরিঘঃ স্যন্দনে যথা॥ ৮॥
স বভূব পরং মিত্রং সুরঘোরঘুনন্দন।
নন্দনোদ্যানসংস্থস্য মদনস্যেব মাধবঃ॥ ৯॥
কদাচিৎ পরিঘস্যাভূদবর্ষং মণ্ডলে মহৎ।
কল্পান্ত ইব সংসারে প্রজাক্ষকৃতদোষকম্॥ ১০॥
বিনেশুর্জ্জনতাস্তত্র বহ্ব্যঃ ক্ষুৎক্ষামজীবিতাঃ।
জ্বলিতে বিপিনে বহ্নৌ যথা ভূতপরম্পরাঃ॥ ১১॥
তদ্দুঃখং পরিঘো দৃষ্ট্বা নির্বেদমতুলং যযৌ।
তত্যাজাশু খিন্নঃ রাজ্যং দগ্ধং প্রাণিনিবাসগঃ॥ ১২॥
প্রজানাশপ্রতীকারেষ্বসমর্থো বিরাগবান্।
জগাম বিপিনে কর্ত্তুং তপোঽজিনমুনীন্দ্রবৎ॥ ১৩॥
পৌরাণামপরিজ্ঞাতে কস্মিংশ্চিদ্দূরকাননে।

বাতৈরাহতঃ সমুদ্রাম্ভসঃ তরঙ্গমিব লোলং চপলং মন একসমাধানং কথং কেন প্রকারেণ ভবেৎ॥ ৫। ৬॥

হে রাঘব একসমাধানে বোধিত আযোজিত আত্মা যয়োঃ॥ ৭॥

পারসীকা দেশবিশেষাঃ। পার্থিবো রাজা। স্যন্দনে রথে পরিঘো ঽক্ষদণ্ড ইবাধারভূতঃ। ৮॥

মাধবো বসন্তঃ॥ ৯॥

অবর্ষমনাবৃষ্টিঃ। কিং রাজদোষাদেত্যাহ প্রজেতি॥ ১০॥ ১১॥ ১২॥

অজিনপ্রধানা মুনীন্দ্রা অজিনমুনীন্দ্রাস্তদ্বৎ॥ ১৩॥

সমুবাস বিরক্তাত্মা লোকান্তর ইবাপরে ॥ ১৪ ॥
তপশ্চরঙ্‌ক্ষান্তমতির্দ্দান্তঃ কন্দরমন্দিরে।
স্বয়ং শীর্ণানি শুষ্কাণি তত্র পর্ণান্যভক্ষয়ৎ ॥ ১৫ ॥
চিরং হুতাশবচ্ছুষ্ক পর্ণান্যেবাথ ভক্ষয়ন্।
পর্ণাদ ইতি নামাসৌ প্রাপ মধ্যে তপস্বিনাম্ ॥ ১৬ ॥
ততঃ প্রভৃতি পর্ণাদনামা রাজর্ষিসত্তমঃ।
জম্বুদ্বীপে বভূবাসৌ বিখ্যাতোমুনিসদ্মসু ॥ ১৭ ॥
ততোবর্ষসহস্রেণ তপসা দারুণাত্মনা।
প্রাপদভ্যাসবশতো জ্ঞানমাত্মপ্রসাদজম্ ॥ ১৮ ॥
বভূব বিগতদ্বন্দ্বোনিরাশঃ শান্তমানসঃ।
নীরাগোনিরনুক্রোশো জীবন্মুক্তঃ প্রবুদ্ধধীঃ ॥ ১৯ ॥
বিজহার যথাকামং ত্রিলোকীমঠিকামিমাম্।
সিদ্ধসাধ্যৈঃ সমং সাধো সহংসালিরিবাব্জিনীম্ ॥ ২০ ॥
একদা তস্য সদনং হেমচূড়মহীপতেঃ।
প্রাপ রত্নবিনির্ম্মাণং মেরোঃ শৃঙ্গমিবাপরম্ ॥ ২১ ॥
তে তত্র প্রাক্তনে মিত্রে পূজামকুরুতাং মিথঃ।

অপরে দ্বিতীয়ে লোকান্তরে পরলোক ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা ॥ ১৪ ॥

অতিবিরক্তত্বাৎ পর্ণকুট্যাদিপরিগ্রহোপ্যস্য নাভূদিতি সূচনায় কন্দরমন্দিরে ইত্যুক্তম্ ॥ ১৫ ॥

অসৌ পরিঘঃ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

আত্মপ্রসাদশ্চিত্তশুদ্ধিরীশ্বরানুগ্রহশ্চ তস্মাজ্জাতং তত্ত্বজ্ঞানং প্রাপৎ প্রাপ্তবান্ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

সিদ্ধৈরারূঢ়ৈঃ সাধ্যৈরারুরুক্ষুভিশ্চ কদাচিৎ পরিবৃতঃ। হংসৈঃ সহিতঃ সহংসোঽলিব্র্রমরোঽব্জিনীং কমলিনীমিব ॥ ২০ ॥

হেমচূড়ঃ স্বর্ণজটাখ্যোদেশস্তন্মহীপতেঃ স্বরঘোঃ ॥ ২১ ॥

মৌর্য্যগর্ভ. সংসারস্তস্মান্নির্গতৌ জীবন্মুক্তাবিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

পূর্ণৌ বিজ্ঞাতবিজ্ঞেয়ৌ মৌর্খ্যগর্ভাৎ বিনির্গতৌ ॥ ২২ ॥
অহোনু বত কল্যাণৈঃ ফলিতং মম পাবনৈঃ।
সম্প্রাপ্তবানহং যত্ত্বামিত্যন্যোন্যমথোচতুঃ ॥ ২৩ ॥
আলিঙ্গিতশরীরৌ তাবন্যোন্যানন্দিতাকৃতী।
একাসনে বিবিশতুশ্চন্দ্রার্কাবিব ভূধরে ॥ ২৪ ॥

পরিঘ উবাচ।

পরমানন্দমায়াতং চেতস্ত্বদ্দর্শনেন মে।
ইন্দুবিম্ব ইবোদ্যঃ মনঃশীতলতাং গতম্ ॥ ২৫ ॥
অকৃত্রিমসুখং প্রেম বিয়োগে শতশাখতাম্।
প্রয়াতি পল্লবতটেঽচ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥ ২৬ ॥
বিশ্রব্ধাংস্তান্ কথালাপাংস্তা লীলাস্তস্ত চেষ্টিতম্।
সংস্মৃত্য প্রাক্তনং সাধো হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ ॥ ২৭ ॥
জ্ঞানমেতন্ময়া প্রাপ্তং ত্বয়া জ্ঞাতং যথাঽনঘ।
মাণ্ডব্যস্য প্রসাদেন পরমাত্মপ্রসাদজম্ ॥ ২৮ ॥
অদ্য কচ্চিদদুঃখস্ত্বং কচ্চিদ্বিশ্রান্তবানসি।
পরমে কারণে মেরাবিব ভূমণ্ডলাধিপঃ ॥ ২৯ ॥
কচ্চিৎ পরমকল্যাণ আত্মারামতয়া তব।

কল্যাণৈঃ সুকৃতৈঃ। ফলিতমিতি ভাবে ক্তঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

চিতিশক্তিপ্রধানে আনন্দাবির্ভাবো মননশক্তিপ্রধানে তাপোপশম ইতি বিশেষদ্যোতনায় চেতোমন ইতি ভেদোক্তিঃ ॥ ২৫ ॥

অচ্ছিন্নমূলশ্ছিন্নশাখোদ্রুম ইবেতি যোজ্যম্ ॥ ২৬ ॥

বিশ্রব্ধান্ বিশ্বাসগর্ভান্। তান্ প্রাক্তনান্ সুখদুঃখকথালাপান্ ॥ ২৭ ॥

ত্বয়া যথা মাণ্ডব্যস্য প্রসাদেন জ্ঞাতং তথৈব ময়া পরমাত্মন ঈশ্বরস্য তপসা আরাধিতস্য প্রসাদজমেতজ্জ্ঞানং প্রাপ্তম্ ॥ ২৮ ॥

পরমে কারণে বিবর্তোপাদানত্বোপলক্ষিতে ব্রহ্মণি কচ্চিদুত্তরোত্তরভূমিকাপরিপাকেন বিশ্রান্তবানসি ॥ ২৯ ॥

প্রসাদোজায়তে চিত্তে শরদীব সরোম্ভসি॥ ৩০ ॥
কচ্চিৎ করোষি সময়া সুপ্রসন্নগভীরয়া।
দৃষ্ট্যা সুভগকার্য্যাণি কার্য্যাণ্যেব নরাধিপ ॥ ৩১ ॥
নিরাধিব্যাধয়োধীরাঃ কচ্চিৎ সম্পন্নশালয়ঃ।
জনতাস্তব দেশেষু তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরম্ ॥ ৩২ ॥
কচ্চিদুদ্দামফলিনী ফলিনীব ফলা নতা।
ধরা তব ফলাপূরৈর্ভৃশং ধারয়তি প্রজাঃ ॥ ৩৩ ॥
কচ্চিত্তব দিগন্তেষু চন্দ্রস্যেবাংশুপঞ্জরম্।
তুষারনিকরাকারং প্রসৃতং পাবনং যশঃ ॥ ৩৪ ॥
কচ্চিদ্গুণগণৈরেতা দিশোনির্ব্বিবরীকৃতাঃ।
ত্বয়া সরোম্ভসা বাহ্যা বিসানামিব ভূময়ঃ ॥ ৩৫ ॥
কচ্চিৎ কলমকেদারকোণস্থানেষু হৃষ্যতীঃ।
প্রতিগ্রামং কুমার্য্যস্তে গায়ন্ত্যানন্দনং যশঃ ॥ ৩৬ ॥
কুশলং তব ধান্যেষু ধনেষু বিভবেষু চ।
ভৃত্যেষু চ কলত্রেষু পুত্রেষু নগরেষু চ ॥ ৩৭ ॥

প্রসাদোরজস্তমোভ্যামনাবরণম ॥ ৩০ ॥

কার্য্যাণি সর্ব্বজনহিতত্বাদবশ্যকর্ত্তব্যান্যেব কার্য্যাণি কর্ম্মাণি করোষি ॥৩১॥

জনতাঃ প্রজাসমূহাঃ ॥ ৩২ ॥

ধরা পৃথ্বী উদ্দামফলিনী উৎকৃষ্টশস্যাদিফলবতী ফলৈরানতা ফলিনী কল্পলতেব তব প্রজাঃ ফলাপূরৈঃ কালে কালে তত্তদভিলষিতফলপূরণৈর্ভৃশমতিশয়েন ধারয়তি বিভর্ত্তি পোষয়তি কচ্চিৎ ॥ ৩৩ ॥

চন্দ্রস্য অংশুপঞ্জরং কিরণজালমিব ॥ ৩৪ ॥

সরোম্ভসা তড়াগোদকেন অবাহ্যাঃ স্বান্তর্গতা বিসানাং মৃণালানাং ভূময় ইব ত্বয়া দিশোগুণগণৈর্যশোভির্নির্ব্বিবরীকৃতাঃ পূরীতাঃ কচ্চিৎ ॥ ৩৫ ॥

কলমকেদারাণাং কোণাশ্চতুষ্কসন্ধয়স্তত্রত্যোষ্বাসন্দীস্থানেষু হৃষ্যতীর্হৃষ্যন্ত্যঃ। ছান্দসো বিভক্তিব্যত্যয়ঃ॥ ৩৬॥ ৩৭ ॥

আধিব্যাধিবিহীনেয়ং কচ্চিৎ কায়লতা তব।
ফলং ফলতি পুণ্যাখ্যং যদিহামুত্র চোদিতম্ ॥ ৩৮ ॥
আপাতরমণীয়েষু বর্ত্তেতাত্যন্তবৈরিষু।
কচ্চিদ্বিষয়সর্পেষু সবিরাগং মনস্তব ॥ ৩৯ ॥
অহোবত চিরং কালমাবাং বিশ্লেষমাগতৌ।
কালেন শ্লেষিতৌ ভূয়ো বসন্তাদ্রিতটাবিব ॥ ৪০ ॥
ন তা জগতি বিদ্যন্তে সুখদুঃখদশা মহে।
জীবদ্ভির্যা ন দৃশ্যন্তে সংযোগজবিয়োগজাঃ ॥ ৪১ ॥
তীর্থতাস্বতির্দীর্ঘাস্ত দশাস্বন্তমমাগতাঃ।
ভূয়োবয়মপি শ্লিষ্টাশ্চিত্রোহি নিয়তের্বিধিঃ ॥ ৪২ ॥

সুরগুরুবাচ।

ভগবন্নিয়তেরস্যা গতিং সর্পগতেরিব।
দৈবিক্যাঃ কোহি জানাতি গম্ভীরাং বিস্ময়প্রদাম্ ॥ ৪৩ ॥
ত্বমহঞ্চ ব্যপোহ্যেতি দূরে দূরদশাসু চ।
অদ্য সজ্ঘটিতৌ ভূয়ঃ কিমসাধ্যমহো বিধেঃ ॥ ৪৪ ॥
বয়ং ত্বদ্য মহাসত্ত্ব ভৃশং কুশলিনঃ স্থিতাঃ।
ত্বদাগমনপুণ্যেন পরাং পাবনতাং গতাঃ ॥ ৪৫ ॥

ইহ ঐহিকফলত্বেন চোদিতং কারীর্য্যাদি। অমুত্র পারলৌকিকফলত্বেন চোদিতং জ্যোতিষ্টোমাদি ॥ ৩৮ ॥

তব মনো বিষয়সর্পেষু কচ্চিৎ সবিরাগং বর্ত্তেত বর্ত্ততে ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

ইষ্টানিষ্টজনসংযোগজাস্তদ্বিয়োগজাশ্চ সুখদুঃখদশাঃ ॥ ৪১ ॥

অন্তত্বং বিয়োগমাগতাঃ প্রাপ্তাঃ। নিয়তেঃ প্রাণিকর্ম্মানুসারিণ্যা ঈশ্বরেচ্ছায়া বিধির্বিলাসশ্চিত্রঃ অদ্ভুতঃ ॥ ৪২ ॥

পরিঘোক্তুমর্থমনুমোদমানঃ সুরগুরুরপি তমেবাহ ভগবন্নিত্যাদিনা। দৈবিক্যাঃ দেব ঈশ্বরস্তদিচ্ছারূপায়াঃ ॥ ৪৩ ॥

দেশতোদূরে কালতশ্চ দূরদশাসু ইতি এবং ব্যপোহ্য বিয়োজ্য ॥৪৪॥৪৫॥

পশ্য ত্বদাগমক্ষীণপাপানাং পুণ্যপাদপৈঃ।
তথা ফলিতমস্মাকং ন যথা বয়মাকুলাঃ ॥ ৪৬ ॥
সর্ব্বাঃ সম্পত্তয়োঽস্মাকং রাজর্ষে সংস্থিতাঃ পুরে।
ভবদাগমনেনাদ্য প্রয়াতাঃ শতশাখতাম্ ॥ ৪৭ ॥

বিকিরতি পরিতোরসায়মানা
মিব নিকরং মধুরং মহানুভাব।
তব বচনমবেক্ষণঞ্চ পুণ্যং
পরমপদপ্রতিমো হি সাধুসঙ্গঃ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে সুরঘুপরিঘসমাগমোনামৈক-ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

তথা তাদৃশচিত্তসমাধানাত্মনা ফলিতং যথা বয়ং ন ব্যাকুলাঃ সর্ব্ব-ব্যাকুলতানির্ম্মুক্তাঃ কৃতকৃত্যাঃ সম্পন্নাঃ ॥ ৪৬ ॥

· শতশাখতাং সর্ব্বতঃ ফলোন্মুখতামিতি যাবৎ ॥ ৪৭ ॥

হে মহানুভাব পুণ্যং তববচনমবেক্ষণং দর্শনঞ্চ পরিতো রসায়নানাম-মৃতানাং নিকরং বিকিরতি বর্ষতীব। হি যস্মাৎ সাধূনাং সঙ্গঃ সমাগমঃ পরমপদপ্রতিমো মোক্ষসুখপ্রাপ্তিতুল্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

—০()•()০—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অথৈবম্প্রায়য়া তত্র বিশ্রস্তকথয়া চিরম্ ।
প্রাক্তনস্নেহগর্ভিণ্যা স্থিত্বোবাচায়ুধাভিধঃ ॥ ১ ॥

পরিঘ উবাচ ।

যদ্যৎ সংসারজালেঽস্মিন্ ক্রিয়তে কর্ম্ম ভূমিপ ।
তৎ সমাহিতচিত্তস্য সুখায়ান্যস্য নানঘ ॥ ২ ॥

কচ্চিৎ সঙ্কল্পরহিতং পরং বিশ্রমণাস্পদম্ ।
পরমোপশমং শ্রেয়ঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥ ৩ ॥

সুরঘুরুবাচ ।

এতন্মে ব্রূহি ভগবন্ সর্ব্বসঙ্কল্পবর্জ্জিতম্ ।
পরমোপশমং শ্রেয়ঃ সমাধির্হি কিমুচ্যতে ॥ ৪ ॥

অজ্ঞানাবরণে ধ্বস্তে নিত্যচিৎস্ফুরণস্থিতেঃ ।
সৈবৈকসমাধানং বিশ্রাম এব বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

আয়ুধস্যাভিধৈব অভিধা নাম যস্য স আয়ুধাভিধঃ পরিঘঃ ॥ ১ ॥

কিমনয়োঃ তত্ত্ববিদোর্ব্যবহারসমাধ্যোঃ সুখতারতম্যং বক্ষ্যত্যুত নেতি পরীক্ষণায় প্রথমং স্বানুভবমনুবদতি যদ্যদিতি । অন্যস্য অজ্ঞস্য ॥ ২ ॥

এবং স্বানুভবমনূদ্যাথ ত্বং সমাহিতঃ সমাধৌ নেতি পরানুভবং জিজ্ঞাসমানঃ সমাধৌ বিশ্রান্ত্যাধিক্যমিব দর্শয়ন্ পৃচ্ছতি কচ্চিদিতি । বিক্ষেপদুঃখানাং পরমুপশমং সাংসারিকসুখেভ্যশ্চ শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরম্ । সামান্যে বাত্যয়েন বা ক্লীবতা ॥ ৩ ॥

সমাহিতচিত্তস্য সর্ব্বং কর্ম্ম সুখায়েতি পক্ষান্তরে সমাধৌ বিশ্রান্ত্যাধিক্যদর্শনং ব্যবহারসমাধিভেদাভ্যুপগমেন প্রশ্নশ্চানুপপন্ন এবেতি স্বমনুভব-

যোজ্ঞো মহাত্মন্ সততং তিষ্ঠন্ ব্যবহরংশ্চ বা।
অসমাহিতচিত্তোসৌ কদা ভবতি কঃ কিল ॥ ৫ ॥
নিত্যং প্রবুদ্ধচিত্তাস্তু কুর্ব্বন্তোপি জগৎক্রিয়াম্।
আত্মৈকতত্ত্বসন্নিষ্ঠাঃ সদৈব সুসমাধয়ঃ ॥ ৬ ॥
বদ্ধপদ্মাসনস্যাপি কৃতব্রহ্মাঞ্জলেরপি।
অবিশ্রান্তস্বভাবস্য কঃ সমাধিঃ কথঞ্চ বা ॥ ৭ ॥
তত্ত্বাববোধোভগবন্ সর্ব্বাশাতৃণপাবকঃ।
প্রোক্তঃ সমাধিশব্দেন ন তু তূষ্ণীমবস্থিতিঃ ॥ ৮ ॥
সমাহিতা নিত্যতৃপ্তা যথাভূতার্থদর্শিনী।
সাধো সমাধিশব্দেন পরা প্রজ্ঞোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৯ ॥
অক্ষুব্ধা নিরহঙ্কারা দ্বন্দ্বেষ্বননুপাতিনী।
প্রোক্তা সমাধিশব্দেন মেরোঃ স্থিরতরাকৃতিঃ ॥ ১০ ॥

সম্বাদ্যেব মমাপ্যনুভব ইত্যাশয়েন সুরঘুঃ সঙ্কল্পরহিতং পরমোপশমং শ্রেয় ইতি তদুক্তাংশস্যাত্মস্বরূপেপি সম্ভবাৎ তাবদভ্যুপগচ্ছন্ বিশ্রমণাস্পদং সমাধিমনুতিষ্ঠসীত্যংশস্য সমাধেযস্যাবিশ্রমহেতোর্ম্মনসোবাধিতত্বাদেবাসম্ভবং মন্যমান আক্ষিপতি এতদিতি। সর্ব্বসঙ্কল্পবর্জ্জিতং পরমোপশমং শ্রেয় ইত্যেতৎ মে মহ্যং যুক্তত্বাৎ ব্রূহি সমাধিরনুষ্ঠেয় ইতি কিমর্থং ত্বয়োচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

যো জ্ঞস্তত্ত্ববিৎ স ব্যবহরন্নপি কঃ কিংস্বরূপঃ কিল যতঃ সদৈবানাবৃতাদ্বয়চিৎস্বভাবোসৌ কদা অসমাহিতচিত্তোভবতি ন কদাচিদপীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

যদি তু নিশ্চলাত্মস্বরূপাবস্থিতিরেব সমাধিস্তেভিমতঃ স্যাৎ তর্হি স সদৈবাস্তীতি নানুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিদস্তীত্যাহ নিত্যমিতি ॥ ৬ ॥

যদি ত্বং মামজ্ঞং মন্যসে তদাপি সমাধ্যুপদেশোনুপপন্ন ইত্যাশয়েনাহ বদ্ধেতি। কথং কেনোপায়েন বা। যত্র চিত্তং সমাধেয়ং তস্যৈবাপরিচয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তত্ত্বাববোধ ইতি। সম্যক্ সমূলসর্ব্বাশাবিষয়বাধেন আত্মনঃ পরমার্থস্বরূপে আধানং সমাধিরিতি ব্যুৎপত্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

অবাধিতাত্মদর্শনরূপা পরা প্রজ্ঞা ॥ ৯ ॥

নিশ্চিন্তাধিগতাভীষ্টা হেয়োপাদেয়বর্জ্জিতা ।
প্রোক্তা সমাধিশব্দেন পরিপূর্ণা মনোগতিঃ ॥ ১১ ॥
যতঃ প্রভৃতি বোধেন যুক্তমাত্যন্তিকং মনঃ ।
তদারভ্য সমাধানমব্যুচ্ছিন্নং মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥
ন হি প্রবুদ্ধমনসো ভূত্বা বিচ্ছিদ্যতে পুনঃ ।
সমাধির্দূরমাকৃষ্টো বিসতন্তুঃ শিশোরিব ॥ ১৩ ॥
সমগ্রং দিনমালোকাদ্বিরমত্যক্ষয়োযথা ।
আজীবিতান্তং নো প্রজ্ঞা তথা তত্ত্বাবলোকনাৎ ॥ ১৪ ॥
অজস্রমম্বুবহনাৎ যথা নদ্যা ন রুধ্যতে ।
তথা বিজ্ঞানদৃগ্বোধাৎ ক্ষণমাত্রং ন রুধ্যতে ॥ ১৫ ॥
ন বিস্মরত্যবিরতং যথা কালঃ কলাগতিম্ ।
ন বিস্মরত্যবিরতং স্বাত্মানং প্রাজ্ঞধীস্তথা ॥ ১৬ ॥
ন বিস্মরতি সর্ব্বত্র যথা সততগোগতিম্ ।

তামেব ফলতোবর্ণয়তি অক্ষয়েতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

সা তু মম পূর্ব্বমেব সিদ্ধেতি নাশঙ্কেয়েত্যাশয়েনাহ যত ইত্যাদিনা ॥১২॥ যথা দূরমাকৃষ্টো বিসতন্তুঃ ক্রীড়তঃ শিশোর্হস্তাৎ বিচ্ছিদ্যতে তদ্বদিতি ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তঃ ॥ ১৩ ॥

ননু ব্রহ্মাকারবৃত্তিবিচ্ছেদে ব্যুত্থানাৎ সমাধিবিচ্ছেদস্তস্য স্যাৎ তত্রাহ সমগ্রমিতি। অক্ষয়ঃ সূর্য্যঃ উত্তরার্দ্ধস্থং নো ইতি পদং পূর্ব্বার্দ্ধেঽপি নো-বিরমতীতি সম্বধ্যতে। তথা প্রজ্ঞা ব্রহ্মাকারবৃত্তিরপি আজীবিতান্তং বিদেহ-কৈবল্যপর্য্যন্তং তত্ত্বাবলোকনাৎ নো বিরমতি। দৃঢ়সংস্কারবলাদনুবর্ত্তত এবেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

স্বরূপাচ্ছাদকস্যাজ্ঞানস্য সকৃদুদিতয়া বৃত্ত্যা নিঃশেষনাশে পুনরাবরকা-ভাবাৎ বা তস্য ন স্বরূপনিরোধলক্ষণসমাধিভঙ্গপ্রসক্তিরিত্যাশয়েনাহ অজস্র-মিতি। ন রুধ্যতে আবরণেন ন প্রতিবধ্যতে ॥ ১৫ ॥

পরমপ্রেমাস্পদত্বাৎ বা স্বরূপস্য তস্য ন বিস্মরণপ্রসক্তিরিত্যাশয়েনাহ ন বিস্মরতীতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

ন বিস্মরতি নিশ্চেয়ং চিন্মাত্রং প্রাজ্ঞধীস্তথা ॥ ১৭ ॥
গতিং কালকলা যদ্বৎ চিন্বানা সমবস্থিতা।
চিচ্চিতিশ্চেত্যরহিতা চিন্বানা গতয়স্তথা ॥ ১৮ ॥
যথা সত্তাবিহীনাত্মা পদার্থো নোপলভ্যতে।
তথাত্মজ্ঞানহীনাত্মা কালোজ্ঞস্য ন লভ্যতে ॥ ১৯ ॥
ন সম্ভবতি সংসারে গুণহীনোগুণী যথা।
ন সম্ভবত্যাত্মসম্বির্ব্বর্জ্জিতোহ্যাত্মবাংস্তথা ॥ ২০ ॥
সর্ব্বদৈবাস্মি সম্বুদ্ধঃ সর্ব্বদৈবাস্মি নির্ম্মলঃ।
সর্ব্বদৈবাস্মি শান্তাত্মা সর্ব্বদাস্মি সমাহিতঃ ॥ ২১ ॥
ভেদঃ কেন সমাধের্ম্মে জন্যতে কথমেব বা।
আত্মনোঽব্যতিরেকেণ নিত্যমেব সদাত্মতা ॥ ২২ ॥
তস্মাৎ কদাচিদপি মে নাসমাধিময়ং মনঃ।
ন বা সমাহিতং নিত্যমাত্মতত্ত্বৈকসম্ভবাৎ ॥ ২৩ ॥
সর্ব্বগঃ সর্ব্বদৈবাত্মা সর্ব্বমেব চ সর্ব্বথা।

ভগ্নাবরণ আত্মৈব যাবজ্জীবং স্বাকারবৃত্তিপরম্পরাং জনয়ন্নেবাস্তে ইত্যাশয়েনাহ গতিমিতি। কালস্য কলা মূর্ত্তিঃ সূর্য্যাদিঃ। চিচ্চিতিশ্চৈতন্যস্ফূর্ত্তিঃ। রাহোঃ শির ইতি বদুপচারঃ। গতয়ঃ স্বাকারবৃত্তীঃ। ছান্দসোবিভক্তিব্যত্যয়ঃ ॥ ১৮ ॥

বোধস্য তজ্জীবনকালধর্ম্মত্বাৎ বা ন বিচ্ছেদপ্রসক্তিরিত্যাশয়েনাহ যথেতি॥১৯॥

অগ্ন্যৌষ্ণ্যবং তৎস্বভাবত্বাৎ বা ন বিচ্ছেদপ্রসক্তিরিত্যাশয়েনাহ ন সম্ভবতীতি ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

ভেদোবিচ্ছেদঃ। মৎসমাধেরাত্মস্বরূপাদব্যতিরেকেণ হেতুনেত্যর্থঃ। সদাত্মতা সত্তাসিদ্ধেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

যদি মনোস্তীতি মন্যসে তর্হি সদা সমাহিতমেব যদি তু নাস্তীতি তদা সমাধিরপি মাস্তু বিক্ষেপহেতোরেবাপ্রসক্তেরিত্যাশয়েনোপসংহরতি তস্মাদিতি ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

অসমাধির্হি কোঽসৌ স্যাৎ সমাধিরপি কঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪ ॥

নিত্যং সমাহিতধিয়ঃ সুসমা মহান্ত

স্তিষ্ঠন্তি কার্য্যপরিণামবিভাগমুক্তাঃ।

তেনাসমাহিতসমাহিতভেদভঙ্গ্যা

নিত্যোদিতঃ ক্ব নু স উত্তমবাক্প্রপঞ্চঃ ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে

উপশমপ্রকরণে সমাধিনিশ্চয়োনাম

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭২ ॥

সম্যক্ প্রপঞ্চব্যাখ্যানেনাহিতা ধীর্যৈঃ। তেন হেতুনা অসমাহিতসমাহিত-ভেদভঙ্গ্যা প্রবৃত্তমুত্তমবাক্যপ্রপঞ্চঃ ক্ব তু কস্মিন্নর্থে ব্যবতিষ্ঠেত অতো মিথ্যো-বোদিত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭২ ॥

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

—(*)◯(*)—

পরিঘ উবাচ ।

রাজন্নূনং প্রবুদ্ধোসি প্রাপ্তবানসি তৎপদম্ ।
সংশীতলান্তঃকরণঃ পূর্ণেন্দুরিব রাজসে ॥ ১ ॥
আনন্দমধুসম্পূর্ণলক্ষ্ম্যা চ পরয়া শ্রিতঃ ।
শীতলঃ স্নিগ্ধমধুরো রাজীবমিব রাজসে ॥ ২ ॥
নির্ম্মলোবিততঃ পূর্ণো গম্ভীরঃ প্রকটাশয়ঃ ।
বেলানিলবিলাসেন মুক্তোব্ধিরিব রাজসে ॥ ৩ ॥
স্বচ্ছ আনন্দসম্পূর্ণো নষ্টাহঙ্কারবারিদঃ ।
স্ফুটোবিস্তীর্ণগম্ভীরঃ শরৎখমিব রাজসে ॥ ৪ ॥
সর্ব্বত্র লক্ষ্যসে স্বস্থঃ সর্ব্বত্র পরিতুষ্যসি ।
সর্ব্বত্র বীতরাগোসি রাজন্ সর্ব্বত্র রাজসে ॥ ৫ ॥
সারাসারপরিচ্ছেদপারগস্ত্বং মহাধিয়া ।
জানাসি সর্ব্বমেবেদং যথাস্থিতমখণ্ডিতম্ ॥ ৬ ॥
ভাবাভাবপরিচ্ছেদতত্ত্বজ্ঞমুদিতাশয়ম্ ।

পরিঘেণ পরীক্ষ্যাত্র স্তুতঃ স সুবঘূর্নিজাম্ ।
সহজস্থিতিমেবাত্র বর্ণয়ামাস বিস্তরাৎ ॥ ১ ॥

নূনং নিশ্চয়েন প্রবুদ্ধস্তত্ত্ববিদসি পরিক্ষণেন ময়া প্রবুদ্ধস্ত্বমসীতি বা ॥১॥
আনন্দলক্ষণেন মধুনা মকরন্দেন সম্পূর্ণঃ। রাজীবং পদ্মমিব রাজসে ॥২॥
নির্ম্মলত্বাদেব প্রকটঃ স্পষ্টদৃশ্য আশয়োঽন্তঃপ্রদেশোমনশ্চ যস্য ॥ ৩ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বত্র ইষ্টানিষ্টবিষয়ে ॥ ৫ ॥
পরিচ্ছেদে বিচার্য্য নির্ণয়স্তৎপারগঃ। ;অখণ্ডিতমপরিচ্ছিন্নব্রহ্মরূপম্ ॥ ৬ ॥
তত্ত্বজ্ঞেত্যন্তং সম্বোধনম্। উদিতাশয়মিতি বা চ্ছেদঃ। গমাগমৌ

গমাগমদশালৌল্যমুক্তং তব বপুঃ স্থিতম্ ॥ ৭ ॥
বস্তুনাবস্তুনেবান্তরমৃতেনেব সাগরঃ।
অপুনঃপ্রক্ষয়ায়ৈব পরে তৃপ্তোসি সুন্দর ॥ ৮ ॥

সুরঘুরুবাচ।

ন তদস্তি মুনে বস্তু যত্রোপাদেয়তাস্তি নঃ।
যাবৎ কিঞ্চিদিদং দৃশ্যং তাবদেতন্ন কিঞ্চন ॥ ৯ ॥
উপাদেয়স্য চাভাবাদ্ধেয়মপ্যস্তি কিং কিল।
প্রতিযোগিব্যবচ্ছেদ্যং বিনা হেয়ং কিমুচ্যতে ॥ ১০ ॥
তুচ্ছত্বাৎ সর্ব্বভাবানামতুচ্ছত্বাচ্চ কালতঃ।
চিরং মম পরিক্ষীণে তুচ্ছাতুচ্ছে মনঃস্থিতী ॥ ১১ ॥
দেশকালবশাদেব তুচ্ছস্যাতুচ্ছতামিহ।
অতুচ্ছস্য তু তুচ্ছত্বং বর্জ্জ্যে নিন্দাস্তুতী বুধৈঃ ॥ ১২ ॥
রাগান্নিন্দাস্তুতী লোকে রাগশ্চ পরিবাঞ্ছিতম্।

আরোহাবরোহৌ তৎপ্রয়োজকা ভোগরাগিতাদশা তয়া তৎপ্রযুক্তলৌল্যেন চ মুক্তম্ ॥ ৭ ॥

ন বিদ্যতে বস্তু পরমার্থবস্তু যস্মাৎ তথাবিধেন বস্তুনা স্বাত্মনা স্বান্তঃস্থেন অমৃতেন সাগর ইব পরে স্বে মহিম্নি তৃপ্তোসি ॥ ৮ ॥

তদুক্তং সর্বং যুক্তিভিঃ সমর্থয়ন্ননুমোদমানঃ সুরঘুরুবাচ ন তদিত্যাদিনা। ন কিঞ্চন অনুষ্ঠেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

উপাদেয়স্য ত্যাগো হি হানং তত্র প্রতিযোগি হানপ্রতিকূলং হানেন ব্যবচ্ছেদ্যং বিনাশ্যং উপাদানং বিনা হেয়মিতি কিমুচ্যতে বক্তুং শক্যতে ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

নতু তুচ্ছং হেয়মতুচ্ছমুপাদেয়ং কিং ন স্যাৎ তত্রাহ তুচ্ছত্বাদিতি। যথাহুঃ "বদ্ধমুক্তোমহীপালো গ্রামমাত্রেণ তুষ্যতি। স এব পূর্ব্বং সম্পূর্ণো ন রাজ্যং বহু মন্যত" ইতি ॥ ১১ ॥

ইহ মন্যতে ইতি শেষঃ। অতোন কিঞ্চিত্তুচ্ছাতুচ্ছবুদ্ধ্যা নিন্দ্যং স্তুত্যং বেত্যাহ বর্জ্জ্যে ইতি ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

বাঞ্ছতে চ মহোদারং বস্তু শোভনবুদ্ধিনা ॥ ১৩ ॥
ত্রৈলোক্যে চ স্ত্রিয়ঃ শৈলাঃ সমুদ্রবনরাজয়ঃ।
ভূতানি বস্তুশূন্যানি সারোনাস্ত্যত্র বস্তুতঃ ॥ ১৪ ॥
মাংসাস্থিদারুমৃদ্রত্নময়ে জগতি জর্জ্জরে।
বাঞ্ছনীয়বিহীনেস্মিন্ শূন্যে কিমিব বাঞ্ছ্যতে ॥ ১৫ ॥
বাঞ্ছায়াং বিনিবৃত্তায়াং সংক্ষয়োদ্বেষরাগয়োঃ।
দিনলক্ষ্ম্যাং ব্যপেতায়ামালোকাতপযোরিব ॥ ১৬ ॥

অলমতিবিততৈর্ব্বচঃপ্রপঞ্চৈ
রিয়মুচিতেহ সুখায় দৃষ্টিরেকা।
উপশমিতরসং সমং মনোন্ত-
র্যদি মুদিতং তদনুত্তমা প্রতিষ্ঠা ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেববূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে সুরঘুপরিঘনিশ্চয়ো নাম
ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

বস্তুশব্দোভাবপ্রধানঃ। সত্যত্বশূন্যানীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অধ্যাত্মং মাংসাস্থিময়ে অধিভূতঞ্চ দারুমৃদ্রত্নাদিময়ে। রত্নশব্দঃ শিলা-পরঃ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

যদি সর্ব্বমেবাসারং কিং তর্হি সারভূতং সেবিতুমুচিতং তদাহ অল-মিতি। যদি মন উপশমিতরসং সর্ব্বতোনীরাগং সমং বিক্ষেপবৈষম্যরহিতং সদন্তঃ স্বাত্মন্যেব মুদিতং তৎ তর্হি সৈবোত্তমা প্রতিষ্ঠা বিশ্রান্তিরিয়-মেবৈকদৃষ্টিঃ সুখায় সদা সেবিতুমুচিতেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

সুরঘুঃ পরিঘশ্চৈব বিচার্য্যেতি জগদ্ভ্রমম্।
মিথঃ প্রপূজিতৌ তুষ্টৌ স্বব্যাপারপরৌ গতৌ ॥ ১ ॥

তদেব রাঘব শ্রুত্বা পরমং বোধকারণম্।
অনেনৈব বিবোধেন ভব লব্ধাস্পদঃ স্ফুটম্ ॥ ২ ॥

পরয়া প্রজ্ঞয়া ধীর বিচারগততীক্ষ্ণয়া।
গলত্যলমহঙ্কার কালমেঘে হৃদম্বরে ॥ ৩ ॥

সমস্তলোকানুমতে সকলে হ্লাদকারিণি।
নির্ম্মলে বিততে চেতঃ শরৎকাল উপস্থিতে ॥ ৪ ॥

ধ্যেয়ে শরণ্যে সুগমে সকলানন্দসম্পদি।
সুপ্রসন্নে চিদাকাশে স্থীয়তে পরমাত্মনি ॥ ৫ ॥

যোনিত্যমধ্যাত্মময়ো নিত্যমন্তর্ম্মুখঃ সুখী।

নৈরুপায়ৈরুপায়জ্ঞো মনোদোষৈর্ন বাধ্যতে।
আদ্যা চোদ্ধ্রিয়তে দুঃখাং ত উপায়া ইহোদিতাঃ ॥ ১ ॥

ইতি বর্ণিতপ্রকারেণ বিচার্য্য ॥ ১ ॥

তং বর্ণিতসম্বাদরূপং বোধকারণং শ্রুত্বা। এতাবদেব শ্রুত্বা অবধারিতং বোধায় পর্য্যাপ্তমিতি সূচনায় প্রথম একারঃ প্রযুক্তঃ। এতাবদ্বোধ এব সুপ্রতিষ্ঠিতঃ পরমপদপ্রাপ্তয়ে পর্য্যাপ্ত ইতি দ্যোতনায় দ্বিতীয়ঃ ॥ ২ ॥

ধীরৈর্নির্ব্বৃত্তৈঃ সহ বিচারেণ ধীরেণ নিশ্চলেন স্ববিচারেণ চ গততীক্ষ্ণয়া প্রাপ্তনিশিতভাবয়া হৃদম্বরে অহঙ্কারলক্ষণে কালমেঘে গলতি সতি ॥ ৩ ॥

সমস্তেত্যাদিবিশেষণানি শরৎকালেপি যোজ্যানি ॥ ৪ ॥

সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তকত্বাৎ শরণ্যে ॥ ৫ ॥

নিত্যং চিদনুসন্ধানো মনঃ শোকৈর্ন বাধ্যতে ॥ ৬ ॥
ব্যবহারপরোত্যুচ্চৈরাগদ্বেষময়োপি সন্।
নান্তঃকলঙ্কমায়াতি পদ্মোজলগতোযথা ॥ ৭ ॥
সম্যগ্বিজ্ঞানবান্ শুদ্ধো যোন্তঃ শান্তমনা মুনিঃ।
ন বাধ্যতে স মনসা করিণেব মৃগাধিপঃ ॥ ৮ ॥
ভোগৈকশরণং দীনং ন চিত্তং জ্ঞস্য বিদ্যতে।
নন্দনে দুর্দ্রুম ইব জ্ঞচিত্তং হি মহাবপুঃ ॥ ৯ ॥
বিরক্তোজন্মমরণে যথা দুঃখী ন মানবঃ।
পরিজ্ঞাতাখিলাবিদ্যং তথা চিত্তং ন দুঃখিতম্ ॥ ১০ ॥
পরিজ্ঞাতমনোমোহো জগদ্ভাবোদ্ভবাত্মনা।
স্পৃশ্যতে নৈনসা সাধো রজসেব নভস্তলম্ ॥ ১১ ॥
অবিদ্যাসম্পরিজ্ঞাতমিদমেব মহৌষধম্।
অবিদ্যাবিততব্যাধেস্তিমিরস্যেব দীপকম্ ॥ ১২ ॥

অধ্যাত্মময় আত্মৈকবিচারপ্রচুরঃ। অন্তর্মুখোবাহ্যসক্তিশূন্যঃ। চিত্যে-বানুসন্ধানং পুনঃপুনরাদরাদাস্বাদনং যস্য ॥ ৬ ॥

রাগদ্বেষময়োরাগদ্বেষপ্রচুর ইব মূঢ়ৈঃ কল্প্যমানোপি ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

দুর্দ্রুমো বিষকণ্টকবৃক্ষঃ। হি যস্মাৎ জ্ঞস্য চিত্তং মহাবপুঃ ক্ষুদ্রসুখ-লবনিস্পৃহমিতি যাবৎ ॥ ৯ ॥

যথা বিরক্তোমানবো জন্মমরণে সতি কামুক ইব ন দুঃখী তথা পরিতোবিচার্য্য জ্ঞাতা অখিলা বিষয়েন্দ্রিয়শরীরাদিসর্ব্বদৃশ্যরূপা অবিদ্যা মিথ্যাভ্রান্তির্যেন তথাবিধং জ্ঞচিত্তং ন দুঃখিতং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

তস্য ভাবিদুঃখহেতুপাপসম্বন্ধোপি নাস্তীত্যাহ পরিজ্ঞাতেতি। জগতি ব্যবহারপদে ভাবঃ কর্তৃত্বাভিমানস্তস্মাদুদ্ভবতীতি জগদ্ভাবোদ্ভবং তদাত্মনা এনসা পাপেন ॥ ১১ ॥

অবিদ্যালক্ষণজগদাকারবিস্তীর্ণব্যাধেরবিদ্যামাত্রং জগদিতি সম্যক্ পরি-জ্ঞাতং বিচারজন্যং জ্ঞানমেব মহৌষধমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অবিদ্যা সম্পরিজ্ঞাতা যদৈব হি তদৈব হি।
সা পরিক্ষীয়তে ভূয়ঃ স্বপ্নেনেব হি ভোগভূঃ ॥ ১৩ ॥
ব্যবহারপরোপ্যন্তরসক্তমতিরেকধীঃ।
স্পৃশ্যতে নৈনসা সাধুর্ম্মৎস্যেক্ষণমিবাম্ভসা ॥ ১৪ ॥
প্রাপ্তে চিন্তাম্বরালোকে প্রক্ষীণা জ্ঞানযামিনী।
শেমুষী পরমানন্দমাগতা জ্ঞস্য রাজতে ॥ ১৫ ॥
অজ্ঞাননিদ্রোপশমে জনোজ্ঞানার্কবোধিতঃ।
তৎপ্রবোধমবাপ্নোতি পুনর্যেন ন মুহ্যতি ॥ ১৬ ॥
দিনানি জীব্যতে তানি সানন্দাস্তে ক্রিয়াক্রমাঃ।
আত্মচন্দ্রোদিতা যেষু চিজ্জ্যোৎস্না হৃদয়াম্বরে ॥ ১৭ ॥
নরোমোহসমুত্তীর্ণঃ সততং স্বাত্মচিন্তয়া।
অন্তঃশীতলতামেতি স্বামৃতেনেব চন্দ্রমাঃ ॥ ১৮ ॥
তানি মিত্রাণি শাস্ত্রাণি তানি তানি দিনানি চ।
বিরাগোল্লাসবান যেভ্য আত্মচিত্তোদয়ঃ স্ফুটম্ ॥ ১৯ ॥
চিরং শোচন্তি তে দীনা জন্মজঙ্গলবীরুধঃ।

যথা স্বপ্নোয়মিতি পরিজ্ঞাতেন স্বপ্নেন তদ্ভোগভূঃ পরিক্ষীয়তে তদ্বৎ ॥ ১৩ ॥

মৎস্যানামীক্ষণং চক্ষুরম্ভসা ন স্পৃশ্যতে তদ্বৎ। তৎস্পর্শে পিহিতাক্ষাণাং তেষাং জলে দর্শনাদিব্যবহারোন স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

শেমুষী প্রজ্ঞা ॥ ১৫ ॥

জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানং শাস্ত্রং তদ্রূপেণার্কেণ বোধিতঃ। তৎ তাদৃশং প্রবোধম্ ॥ ১৬ ॥

ইদানীং বিদ্যাং স্তৌতি দিনানীত্যাদিনা। জীব্যতে ইতি ভাবে লঃ। দিনানীতি কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া ন তু কর্ম্মণি। যেষু দিনেষু চিজ্জ্যোৎস্না হৃদয়াম্বরে আহ্লাদয়তি বিরাজতে বেতি শেষঃ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

যেভ্যো মিত্রাদিভ্যোনিমিত্তেভ্যো বিরাগোল্লাসবান্ আত্মাকারবৃত্তিলক্ষণশ্চিত্তাভ্যুদয়ঃ স্ফুটং সিদ্ধ্যতীতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

আত্মাবলোকনে হেলা যেষামবিগতৈনসাম্ ॥ ২০ ॥
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধং ভোগোলপস্থলালসম্।
জরাজর্জ্জরিতাকারং শোকোচ্ছ্বাসকদর্থিতম্ ॥ ২১ ॥
ব্যূঢ়দুঃখমহাভারং জন্মজঙ্গলজীবিতম্।
কুকর্ম্মকর্দ্দমালিপ্তং মোহপল্বলশায়িনম্ ॥ ২২ ॥
রাগদংশাবলীদষ্টং কৃষ্টং তৃষ্ণাবরত্রয়া।
মনোবণিঙ্ নিকেতস্থং বন্ধুবন্ধননিশ্চলম্ ॥ ২৩ ॥
পুত্রদারজরাজীর্ণে মগ্নোন্মগ্নং কুকর্দ্দমে।
শ্রান্তংবিগতবিশ্রামং ভগ্নমাদীর্ঘবর্ত্মনি ॥ ২৪ ॥
গমাগমপরিক্ষীণং সংসারারণ্যচারিণম্।
অলব্ধশীতলচ্ছায়ং তীব্রতাপোপতাপিতম্ ॥ ২৫ ॥
আকারভাস্বরং দীনং বাহ্যৈরাক্রান্তমিন্দ্রিয়ৈঃ।
কর্ম্মঘণ্টারবাক্রান্তং ক্রান্তং দুষ্কৃততাড়নৈঃ ॥ ২৬ ॥
আবির্ভাবতিরোভাবচক্রাবর্ত্তধুরোদ্বহম্।

হেলা অবহেলনমুপেক্ষেতি যাবৎ। অবিগতৈনসাং অক্ষীণপাপানাম্ ॥ ২০ ॥

ইত আরভ্য সর্ব্বেষাং দ্বিতীয়ান্তপদানাং নবমশ্লোকস্থে জীববলীবর্দ্দং উত্তারয়েদিত্যত্র সম্বন্ধঃ। উলপাস্তৃণবিশেষাঃ ॥ ২১ ॥

বিশেষেণ উঢ়ো দুঃখমহাভারো যেন ॥ ২২ ॥

বরত্রয়া চর্ম্মময্যা নাসারজ্জ্বা। মনোলক্ষণস্য বণিজো নিকেতে আত্মা-লক্ষণে সঙ্কেতে নিবাসে চ স্থিতম্। বন্ধুজনলক্ষণৈর্ব্বন্ধনৈর্নিশ্চলং চলিতু-মশক্তম্ ॥ ২৩ ॥

কুকর্দ্দমে গোময়পঙ্কে ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

বহিরাকারমাত্রেণ ভাস্বরমন্তস্ত দীনম্। বাহ্যৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চক্ষুরাদিভিরা-ক্রান্তমারূঢ়ম্। কর্ম্মপদেন কাম্যকর্ম্মপ্ররোচকার্থবাদা লক্ষ্যন্তে। তল্লক্ষণেন ঘণ্টারবেণাক্রান্তং ভ্রমিতম্ ॥ ২৬ ॥

চক্রাবর্ত্তধুরাশকটভারঃ। সা হি শকটচক্রৈরাবর্ত্ততে তদুদ্বহম্ ॥ ২৭ ॥

অজ্ঞানবিকটাটব্যাং লুঠিতং সন্নগাত্রকম্ ॥ ২৭ ॥
নিজানর্থসদামগ্নং সীদমানমকিঞ্চনম্ ।
সন্নাঙ্গং কর্ম্মভারেণ করুণাক্রন্দকারিণম্ ॥ ২৮ ॥
রাম জীববলীবর্দ্দমিমং সংসারপল্বলাৎ ।
পরমং যত্নমাস্থায় চিরমুত্তারয়েৎ বলাৎ ॥ ২৯ ॥
তত্ত্বাবলোকনাৎ ক্ষীণে চিত্তে নো জায়তে পুনঃ ।
জীবঃ কদাচন তদা ভবেত্তীর্ণভবার্ণবঃ ॥ ৩০ ॥
মহানুভাবসম্পর্কাৎ সংসারার্ণবলঙ্ঘনে ।
যুক্তিঃ সম্প্রাপ্যতে রাম স্ফুটা নৌরিব নাবিকাৎ ॥ ৩১ ॥
যস্মিন্ দেশমরৌ তজ্জ্ঞো নাস্তি সজ্জনপাদপঃ ।
সফলঃ শীতলচ্ছায়ো ন তত্র নিবসেৎ বুধঃ ॥ ৩২ ॥
স্নিগ্ধশীতেচ্ছপত্রে সচ্ছায়ে স্মিতপুষ্পকে ।
ক্ষণাদ্বিশ্রম্যতে রাম ভৃশং সুজনচম্পকে ॥ ৩৩ ॥
তদভাবে মহামোহতাপসম্পাতদায়িনি ।
কিঞ্চিজ্জাতবিবেকেন স্বপ্তব্যং নেহ ধীমতা ॥ ৩৪ ॥
আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মনাত্মৈবমুদ্ধরেৎ ।

করুণং যথা স্যাৎ তথা আক্রন্দকারিণম্ ॥ ২৮ ॥

চিরং পরমং যত্নমাস্থায় জ্ঞানবলাদুত্তারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

উত্তারিতস্য পুনঃ পঙ্কমজ্জনশঙ্কাং বারয়তি তত্ত্বেতি ॥ ৩০ ॥

উত্তারণোপায়জ্ঞানলাভস্য সদ্‌গুরোরভিগমনাৎ সিদ্ধ্যতীত্যাশয়েনাহ মহানুভাবেতি ॥ ৩১ ॥

দেশোমরুরিব ইতি দেশমরুস্তস্মিন্ ॥ ৩২ ॥

সুজনলক্ষণে চম্পকবৃক্ষে । বিশেষণান্যুভয়সাধারণ্যেন যোজ্যানি ॥ ৩৩ ॥

তদভাবে আত্মলাভবিশ্রান্ত্যভাবে ইহ সংসারে ন স্বপ্তব্যম্ ॥ ৩৪ ॥

এবমনেনোপায়েন উদ্ধরেদাত্মানমিত্যর্থঃ । অবলেপেন দেহাভিমানগর্ব্বেণ ॥ ৩৫ ॥

নাত্মানমবলেপেন জন্মপঙ্কার্ণবে ক্ষিপেৎ ॥ ৩৫ ॥
কিমিদং কথমায়াতং কিংমূলমিতি কিং ক্ষয়ম্।
দেহদুঃখমিতি প্রাজ্ঞৈঃ প্রেক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ৩৬ ॥
ন ধনানি ন মিত্রাণি ন শাস্ত্রাণি ন বান্ধবাঃ।
নরাণামুপকুর্ব্বন্তি মগ্নস্যাত্মসমুদ্ধৃতৌ ॥ ৩৭ ॥
মনোমাত্রেণ সুহৃদা সদৈব সহবাসিনা।
সহ কিঞ্চিৎ পরামৃশ্য ভবত্যাত্মা সমুদ্ধৃতঃ ॥ ৩৮ ॥
বৈরাগ্যাভ্যাসযত্নাভ্যাং স্বপরামর্শজন্মনা।
তত্ত্বালোকনপোতেন তীর্য্যতে ভবসাগরঃ ॥ ৩৯ ॥
শোচ্যমানং জনৈর্নিত্যং দহ্যমানং দুরাশয়া।
নাত্মানমবমন্যেত প্রোদ্ধরেদেনমাদরাৎ ॥ ৪০ ॥
অহঙ্কারমহালানং তৃষ্ণারজ্জুং মনোমদম্।
জন্মজম্বালনির্ম্মগ্নং জীবদন্তিনমুদ্ধরেৎ ॥ ৪১ ॥
অয়মেতাবতৈবাত্মা ত্রাতো ভবতি রাঘব।
যদপাস্য বিমূঢ়ত্বমহঙ্কারঃ প্রমার্জ্জ্যতে ॥ ৪২ ॥
এতাবতৈব সন্মার্গে যাতি প্রকটতামলম্।

কস্মাৎ ক্ষয়ো যস্য কিংক্ষয়ম্। দেহাধীনং দুঃখং প্রেক্ষণীয়ং স্ববুদ্ধ্যা শাস্ত্রসজ্জনসহায়েন চ বিচারণীয়ম্। দ্বাবিতি শব্দৌ বিচার্য্যবিচারপ্রকার-বাহুল্যদ্যোতনার্থৌ ॥ ৩৬ ॥

শাস্ত্রাণ্যনাত্মশাস্ত্রাণি ॥ ৩৭ ॥

কিং তর্হ্যুপকরোতি তদাহ মনোমাত্রেণেতি। সুহৃদা পরিশুদ্ধেনেতি যাবৎ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

নাবমন্যেত নোপেক্ষেত ॥ ৪০ ॥

আলানং গজবন্ধনস্তম্ভঃ। জম্বালে পঙ্কে নির্ম্মগ্নম্ ॥ ৪১ ॥

বিমূঢ়ত্বং স্বাত্মাজ্ঞানম্ ॥ ৪২ ॥

সতঃ পরমাত্মনোমার্গণং মার্গোবোধপর্য্যন্তোবিচারস্তস্মিন্ প্রকটতাং স্ফুটা-

যদপাস্য মনোজালমহন্তাবোবিলূয়তে ॥ ৪৩ ॥
এতাবতৈব দেবেশঃ পরমাত্মাবগম্যতে।
কাষ্ঠলোষ্ট্রসমত্বেন দেহোযদবলোক্যতে ॥ ৪৪ ॥
অহঙ্কারাম্বুদে ক্ষীণে দৃশ্যতে চিদ্দিবাকরঃ।
ততস্তৎপরিণামেন তৎপদং সমবাপ্যতে ॥ ৪৫ ॥
যথা ধ্বান্তসমুচ্ছেদে স্বয়মালোকবেদনম্।
তথাহঙ্কারবিচ্ছেদে স্বয়মাত্মাবলোকনম্ ॥ ৪৬ ॥
অহঙ্কারে পরিক্ষীণে যাবস্থা সুখমোদজা।
সাবস্থা ভরিতাকারা সা সেব্যা সম্প্রযত্নতঃ ॥ ৪৭ ॥
পরিপূর্ণার্ণবপ্রখ্যা ন বা গোচরমেতি নঃ।
নোপমানমুপাদত্তে নানুধাবতি রঞ্জনম্ ॥ ৪৮ ॥
কেবলং চিৎপ্রকাশাংশকলিকা স্থিরতাং গতা।
তুর্য্যা চেৎ প্রাপ্যতে দৃষ্টিস্তত্তয়া সোপমীয়তে ॥ ৪৯ ॥
অদূরগতসাদৃশ্যাৎ সুষুপ্তস্যোপলক্ষ্যতে।
সাবস্থা ভরিতাকারা গগনশ্রীরিবাততা ॥ ৫০ ॥

বলোকনতাম্। মনোরচিতং বাহ্যাধ্যাত্মিকাসক্তিজালম্ ॥ ৪৩ ॥
তত্রাপি তুচ্ছজড়দেহাভিমানত্যাগ এব মুখ্য ইত্যাশয়েনাহ এতাবতৈবেতি॥৪৪
তস্য দর্শনস্য পরিণামেন ভূমিকাপরিপাকেন চিদ্দিবাকরভাবাপত্ত্যা বা॥৪৫॥
অবলোকনং সিদ্ধ্যতীতি শেষঃ ॥ ৪৬ ॥
সুখমোদো নিরতিশয়ানন্দবিশ্রান্তিস্তজ্জা তাদ্রূপ্যেণাবিভূ'তা নির্ব্বিকল্পা-বস্থা ॥ ৪৭ ॥
তামেব বর্ণয়তি পরিপূর্ণেত্যাদিনা। রঞ্জনং দৃশ্যোপরাগম্ ॥ ৪৮ ॥
তয়ৈব সোপমীয়তে নান্যত্তদুপমানমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥
কেন তর্হি নিদর্শনেন তৎসম্ভাবনা স্যাৎ তদাহ অদূরেতি। নির্ব্বি-ক্ষেপত্বাংশে সন্নিহিতাৎ সাদৃশ্যাদিত্যর্থঃ। উপ সমীপে লক্ষ্যতে। অজ্ঞা-নাবরণং চেৎ তদা ন স্যাৎ তর্হি তুর্য্যাবস্থৈব স্যাদিত্যনয়া রীত্যেত্যর্থঃ ॥৫০॥

মনোহঙ্কারবিলয়ে সর্ব্বভাবান্তরস্থিতা।
সমুদেতি পরানন্দা যা তনুঃ পারমেশ্বরী ॥ ৫১ ॥
সা স্বয়ং যোগসংসিদ্ধা সুষুপ্তা দূরভাবিনী।
ন গম্যা বচসাং রাম হৃদ্যেবেহানুভূয়তে ॥ ৫২ ॥
অনুভূতিং বিনা তত্ত্বং খণ্ডাদের্নানুভূয়তে।
অনুভূতিং বিনা রূপং নাত্মনশ্চানুভূয়তে ॥ ৫৩ ॥
অখিলমিদমনন্তমাত্মতত্ত্বং
দৃঢ়পরিণামিনি চেতসি স্থিতেঽন্তঃ।
বহিরুপশমিতে চরাচরাত্মা
স্বয়মনুভূয়ত এব দেবদেবঃ ॥ ৫৪ ॥
তদনু বিষয়বাসনাবিনাশ
স্তদনু শুভঃ পরমঃ স্ফুটপ্রকাশঃ।

ঘটবিলয়ে তদাকাশস্য মহাকাশত্বমিব মনোহঙ্কারোপাধিবিলয়ে ত্বংপদ-লক্ষ্যস্য তৎপদলক্ষ্যাত্মস্বভাবতা সিদ্ধ্যতীত্যাহ মন ইতি ॥ ৫১ ॥

সুষুপ্তস্য অদূরভাবিনী সন্নিহিতা হৃদ্যেবানুভূয়তে স্বানুভবাতিরিক্তং তৎ-পরিচায়কং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

যথা খণ্ডাদ্যসাধারণগবাদিস্বরূপপরিচয়ে নানুভবাদন্যন্মানং তথা আত্মন্য-পীত্যাহ অনুভূতিমিতি। আত্মনোরূপং পরমার্থস্বরূপম্। চোপ্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

ইদমখিলমাত্মতত্ত্বমেব। তর্হি ন তৎ কথমনুভূয়তে তত্রাহ দৃঢ়েতি। চেতসি বহির্ব্বিষয়েষূপশমিতে অন্তঃ প্রত্যগাত্মনি ক্ষীরোদকবদৈকরস্যেন দৃঢ়ং পরিণামিনি স্থিতে নিশ্চলে সতি চরাচরাণামাত্মা প্রত্যগ্‌ভূতো দেবানাং চক্ষুরাদীনাং দেবঃ সাক্ষিতয়া প্রকাশয়িতা স্বয়ং সাক্ষাদনুভূয়ত এব নাত্র সংশয়ঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

এবং চতুর্থভূমিকায়ামাত্মানুভবে তদনু পঞ্চমভূমিকায়ামাত্যন্তিকবিষয়-বাসনাবিনাশস্তদনু ষষ্ঠভূমিকায়াং বিনৈব যত্নং শুভঃ পরমপুরুষার্থরূপঃ স্বাত্মনঃ স্ফুটঃ প্রকাশঃ সদৈব পূর্ণভাবানুভবঃ সিদ্ধ্যতি। তদনু সপ্তমভূমি-

তদনু চ সমতাবশাৎ স্বরূপে
পরিণমনং মহতামচিন্ত্যরূপম্ ॥ ৫৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে উপদেশো নাম
চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৪ ॥

তয়োঃ সমাধ্যসমাধ্যোঃ সমতাবশাদাত্যন্তিকবৈষম্যনিবৃত্তেঃ সমুদ্রান্তর্ব্বিলীন-সৈন্ধবঘনবৎ সুখৈকরসতয়া পরিণমনং সিদ্ধ্যতি তৎ তু মহতাং ব্রহ্মাদীনা-মপি ইয়ত্তয়াঽচিন্ত্যরূপম্। "যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহেতি" শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

—০()*()০—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

মনসৈব মনশ্ছিত্ত্বা যদ্যাত্মা নাবলোক্যতে ।
মমেত্যহমিতি ত্যক্ত্বা তত্তামরসলোচন ॥ ১ ॥
নাস্তমেতি জগদ্দুঃখং যথা চিত্রগতোরবিঃ ।
আয়াত্যাপদনন্তত্বং মহার্ণববদাততা ॥ ২ ॥
পুনঃ পুনরুপায়াতি জলকল্লোলকারণম্ ।
মেঘনীলতমঃশ্যামা সংসৃতিপ্রাবৃড়াকুলা ॥ ৩ ॥
অত্রেবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
সম্বাদং সুহৃদোঃ সহ্যসানৌ ভাসবিলাসয়োঃ ॥ ৪ ॥
অস্ত্যুৎসেধজিতাকাশঃ পীঠেন জিতভূতলঃ ।
তলেন জিতপাতালস্ত্রিলোকবিজয়োগিরিঃ ॥ ৫ ॥
অসঙ্খ্যকুসুমাপূরোঽসঙ্খ্যনির্ম্মলনির্ঝরঃ ।

সহ্যাখ্যশৈলস্তত্রাত্রেরাশ্রমস্তত্র বর্ণ্যতে ।
বিলাসভাসয়োর্জ্জন্ম-কর্ম্মশোকোদয়ক্রমঃ ॥ ১ ॥

আত্মদর্শনোপায়োপেক্ষণে শোকমোহাদিদুঃখপরম্পরা দুর্ব্বারেত্যর্থে ভাস-বিলাসাখ্যায়িকামবতারয়িষ্যন্নাহ মনসৈবেতি। যদি নাবলোক্যতে তৎ তর্হি জগদ্দুঃখং যথা চিত্রগতোরবির্নাস্তমেতি তথা নাস্তমেতীতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১ ॥

আপদনন্তত্বমপরিচ্ছেদ্যত্বমায়াতি ॥ ২ ॥

মেঘৈর্নীলতমোভিশ্চ শ্যামা সংসৃতিলক্ষণা প্রাবৃড্ বর্ষর্ত্তুঃ ॥ ৩ ॥

সুহৃদোর্ম্মিত্রয়োঃ শুদ্ধচিত্তয়োশ্চ ॥ ৪ ॥

পীঠেন উপত্যকাভাগেন। তলেন ভূম্যন্তঃপ্রবিষ্টমূলভাগেন। জিতশব্দ আক্রান্তপরঃ ॥ ৫ ॥

গুহ্যকারক্ষিতনিধিঃ সহ্যনামাহ্বিষহ্যভাঃ ॥ ৬ ॥
মুক্তাপটলসম্পূর্ণৈর্ভানুভাস্বরভিত্তিভিঃ।
ভাস্বরঃ কাঞ্চনতটৈঃ কটৈরিব সুরদ্বিপঃ ॥ ৭ ॥
ক্বচিৎ পুষ্পভরাসারো ধাতুসারা ততঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ ফুল্লসরঃসারো রত্নশালিশিলঃ ক্বচিৎ ॥ ৮ ॥
ইতোরটন্নির্ঝর্ঝরবানিতঃ ক্বণিতকীচকঃ।
ইতোরটদ্গুহাবাত ইতঃ ষট্পদঘুংঘুমঃ ॥ ৯ ॥
সানৌ গীতোপ্সরোবৃন্দৈর্ব্বনে মৃগখগারবঃ।
অধিত্যকায়াং মত্তাভ্রো গগনেষু খগারবঃ ॥ ১০ ॥
বিদ্যাধরাশ্রিতগুহো ভৃঙ্গগীতাম্বুজাকরঃ।
কিরাতগীতপর্য্যন্তঃ খগগীতবনদ্রুমঃ ॥ ১১ ॥
স্কন্ধেষু দেবৈর্ব্বলিতঃ পাদেষু বলিতোনরৈঃ।
পাতালে বলিতোনাগৈর্জ্জগদ্গৃহমিবাপরম্ ॥ ১২ ॥
কন্দরেষু শ্রিতঃ সিদ্ধৈর্নিধানৈরন্তরাশ্রিতঃ।
চন্দনেষু শ্রিতোনাগৈঃ সিংহৈ র্শৃঙ্গশিখাসু চ ॥ ১৩ ॥
পুষ্পাভ্রসম্বীতবপুঃ পুষ্পরেণ্বভ্রপাংসুলঃ।

অবিষহ্যা দৃক্প্রসরপ্রতিঘাতিনী ভা রত্নাদিদীপ্তির্যস্মিন্ ॥ ৬ ॥

ভানুভিঃ সূর্য্যরত্নাদিকিরণৈর্ভাস্বরভিত্তিভির্দ্দীপ্তবপ্রৈঃ। পাটলভিত্তিভিরিতি পাঠেপ্যেবম্। কাঞ্চনৈস্তটৈর্নিতম্বৈঃ কটৈর্গণ্ডৈঃ। জাত্যাখ্যায়াং বহুবচনম্ ॥ ৭ ॥

ধাতুসারৈর্হরিতালমনঃশিলাগৈরিকাদিভিরাততঃ ॥ ৮ ॥

ইত ইত ইতি প্রদেশভেদোক্তিঃ ॥ ৯ ॥

সানৌ প্রস্থে। মত্তানীব গর্জ্জন্ত্যভ্রাণি যস্মিন্ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

জগৎপদেন লোকত্রয়বাসিনোলক্ষ্যাস্তে তেষাং গৃহমিব ত্রৈলোক্যলক্ষণং ব্রহ্মাণ্ডগৃহমিবেত্তি বা স্থিত ইতি শেষঃ ॥ ১২ ॥

নিধানৈর্নিধাতধনৈঃ ॥ ১৩ ॥

পুষ্পবাত্যাভ্রহৃদ্‌ভ্রান্তঃ পুষ্পপাদপপাণ্ডুরঃ ॥ ১৪ ॥
ধাতুধূল্যভ্রকপিলো রত্নোপলতলস্থিতৈঃ।
মন্দারগৈরিব পুর-স্ত্রীগণৈরলমাশ্রিতঃ ॥ ১৫ ॥
অভ্রনীলাংশুকচ্ছন্না মুকরত্নবিভূষণাঃ।
শিলাঃ কনকসুন্দর্য্যো যত্র ভৃঙ্গাভিসারিকাঃ ॥ ১৬ ॥
তত্রোত্তরতটে সানৌ বিনম্রফলপাদপে।
রত্নপুষ্করিণীজাল-বহন্নির্ঝরবারিণি ॥ ১৭ ॥
চূতদ্রুমলতোন্মুক্ত পুষ্পস্তবকদন্তুরে।
বিফুল্লাং কোলপুন্নাগনীলনীরজদিক্তটে ॥ ১৮ ॥
লতাবিতানচ্ছন্নার্কে রত্নাংশুভরভাস্বরে।
প্রবজ্জম্বুরসস্যূতে স্বর্লোকাহ্লাদকারিণি ॥ ১৯ ॥
ব্রহ্মলোকসমঃ স্বর্গরম্যঃ শিবপুরোপমঃ।
অত্রেরস্ত্যাশ্রমঃ শ্রীমান্ সিদ্ধশ্রমহরোমহান্ ॥ ২০ ॥
মহত্যত্রাশ্রমে তস্মিংস্তাপসৌ দ্বৌ বভূবতুঃ।
কোবিদৌ তু নভোমার্গ ইব শুক্রবৃহস্পতী ॥ ২১ ।

অধঃপতিতপুষ্পাণি সদ্যপতিতপুষ্পাণামন্তরিক্ষস্থা রেণবঃ পতমানপুষ্পাণি বৃক্ষস্থপুষ্পাণি চাভ্রত্বেন ক্রমাৎ বর্ণ্যন্তে ॥ ১৪ ॥

মন্দারঃ কল্পবৃক্ষভেদস্তদ্‌গৈস্তদারূঢ়ৈরিব ॥ ১৫ ॥

শিলা এবাভিসারিকাত্বেনোৎপ্রেক্ষতে অভ্রেতি। কণন্মঞ্জীরাদিখচিত-রত্নানামভিসারবিরোধিত্বাৎ মূকরত্নবিভূষিতাঃ। ভৃঙ্গৈরভিসারিকা ইবাশ্লিষ্ট-ত্বাৎ ভৃঙ্গাভিসারিকাঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র উত্তরতটে অত্রেরাশ্রমোস্তীতি চতুর্থেন সম্বন্ধঃ ॥ ১৭ ॥

চূতদ্রুমাণাং লতাভিঃ শাখাভিরুন্মুক্তৈরুর্দ্ধভাগে প্রসারিতৈঃ পুষ্পস্তবকৈ-র্দন্তুরে উন্নতদন্তবৎ স্থিতে। নীলনীরজানি নীলোৎপলানি ॥ ১৮ ॥

স্বর্লোকঃ স্বর্গস্থানমিবাহ্লাদকারিণি ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

মহতি বিস্তীর্ণে। কোবিদৌ বিদ্বাংসৌ। শুক্রবৃহস্পতী ইতি তয়ো-

তয়োরথৈকাস্পদয়োস্তত্রাভূতাং সুতাবুভৌ।
ফুল্লাঙ্কুরৌ শুদ্ধতনূ সরস্যম্বুজয়োরিব ॥ ২২ ॥
বিলাসভাসনামানৌ বৃদ্ধিমাযযতুঃ ক্রমাৎ।
তৌ পিত্রোঃ পল্লবে দীর্ঘে লতাপাদপয়োরিব ॥ ২৩ ॥
আস্তামন্যোন্যসুস্নিগ্ধৌ সুহৃদৌ বল্লভৌ মিথঃ।
তিলতৈলবদাশ্লিষ্টৌ তৌ পুষ্পামোদবৎ স্থিতৌ॥ ২৪ ॥
নাযুক্তৌ পুত্রযুক্তৌ তু সুরক্তাবিব দম্পতী।
একং দ্বিত্বমিবাপন্নং সমমাসীত্তয়োর্ম্মনঃ ॥ ২৫ ॥
তৌ তথান্যোন্যমুদিতৌ মনোহরতরাকৃতী।
তস্থতুঃ স্বাশ্রমে মৌনে সরোজ ইব ষট্পদৌ ॥ ২৬ ॥
প্রাপতুর্যৌবনং বাল্যমুৎসৃজ্য নববল্লভৌ।
কালেনাল্পতরেণৈব চন্দ্রসূর্য্যাবিবোদিতৌ ॥ ২৭ ॥
জগ্মতুর্দ্দেহমুৎসৃজ্য ততস্তৌ পিতরৌ তয়োঃ।
স্বর্গং জরার্ত্তাবুড্ডীয় নীড়াদিব বিহঙ্গমৌ ॥ ২৮ ॥
পঞ্চত্বং গতয়োঃ পিত্রোর্দ্দীনবক্ত্রৌ বভূবতুঃ।
তপ্তাঙ্গৌ বিগতোৎসাহৌ পদ্মাবিব জলোদ্ধৃতৌ ॥ ২৯ ॥
তত্রৌর্দ্ধদৈহিকং কৃত্বা চক্রাতে পরিদেবনম্।
লোকস্থিতিরলভ্যা হি মহতামপি মানদ ॥ ৩০ ॥

নামনির্দ্দেশোপি ॥ ২১ ॥

অম্বুজয়োঃ পদ্মগুল্ময়োঃ ফুল্লাঙ্কুরৌ পুষ্পপ্রকৃতিভূতে কলিকে ইব ॥২২॥

লতাপাদপয়োঃ পল্লবে ইব বৃদ্ধিমাযযতুঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

নাযুক্তৌ ন বিযুক্তৌ। পুত্রার্থং যুক্তৌ পরস্পরঞ্চ সুরক্তৌ দম্পতী ইব ॥ ২৫ ॥

মৌনে মুদ্রিতে মুনিযুক্তে চ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

পঞ্চত্বং মরণং গতয়োঃ সতোঃ ॥ ২৯ ॥

ঔর্দ্ধদৈহিকমিত্যস্থিপাতিকাদিত্বাদুভয়পদবৃদ্ধিঃ। পরিদেবনং বিলাপম্ ॥৩০॥

কৃত্বোর্দ্ধদৈহিকমথো ব্যথয়াভিভূতৌ
শোকোত্থয়া করুণয়ার্ত্তগিরা বিলপ্য ।
চিত্রার্পিতাবিব নিরস্তসমস্তচেষ্টৌ
তৌ সংস্থিতৌ সুখমশূন্যহৃদৌ বিবৃত্তৌ ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে ভাসবিলাসবৃত্তান্তে সহ্যগিরিবর্ণনং নাম পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

নিরস্তসমস্তচেষ্টৌ চেৎ কিং মৃতৌ নেত্যাহ অশূন্যহৃদাবিতি । তথাচ মূর্চ্ছিতৌ বিবৃত্তৌ সম্পন্নাবিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গঃ।

—০()•()০—
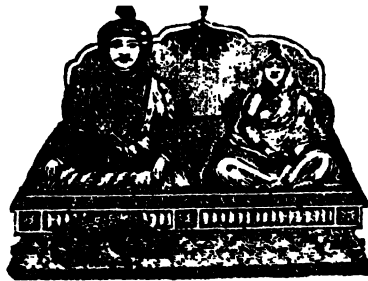
বশিষ্ঠ উবাচ।

অতিশোকপরাভূতৌ তস্থতুর্দ্দৃঢ়তাপসৌ।
তাপসংশুষ্কসর্ব্বাঙ্গৌ তাবরণ্যদ্রুমাবিব ॥ ১ ॥
বিরক্তৌ বিপিনে কালং ক্ষেপয়ামাসতুর্দ্বিজৌ।
বিযূথাবিব সারঙ্গাবনাস্থামাগতৌ পরাম্‌ ॥ ২ ॥
জগ্মুর্দ্দিনানি মাসাশ্চ বর্ষাণ্যথ তয়োস্তদা।
ক্রমাৎ দ্বাবপি সংযাতৌ জরাং শ্বভ্রদ্রুমাবিব ॥ ৩
অপ্রাপ্তবিমলজ্ঞানৌ চিরঞ্জর্জ্জরতাপসৌ।
তাবেকদা সঙ্ঘটিতাবিদমন্যোন্যমূচতুঃ ॥ ৪ ॥

বিলাস উবাচ।

জীবিতাগ্র্যদ্রুমফল হৃদাবাসামৃতাম্বুধে।
জগত্যস্মিন্‌ মহাবন্ধো ভাস স্বাগতমস্তু তে ॥ ৫ ॥
এতাবত্যোদিনাবল্যো মদ্বিয়োগবতা ত্বয়া।

অপ্রবুদ্ধমতেরত্র দুঃখাব্ধৌ পরিবর্ত্তনম্‌।
ভাসস্য বচনেনাত্র বিস্তরেণ প্রকাশ্যতে ॥ ১ ॥

অরণ্যদ্রুমপক্ষে তাপেন তপসম্বন্ধিনা গ্রীষ্মাতপেন দাবাগ্নিনা চ সংশুষ্কসর্ব্বাঙ্গৌ ॥ ১ ॥

অনাস্থাং গৃহক্ষেত্রধনাদাবনাসক্তিম্‌ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

সঙ্ঘটিতৌ কঞ্চিৎ কালং দৈবাৎ বিযুজ্য পুনর্ম্মিলিতৌ ॥ ৪ ॥

জীবিতাগ্র্যং শ্রেষ্ঠং জীবনং তল্লক্ষণদ্রুমফলভূত। হৃদি আবাসো যস্য তথাবিধামৃতাম্বুধে ইতি মৈত্র্যাতিশয়োদ্দীপনে বিশেষণে ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

বদ ক ক্ষপিতাঃ সাধো কচ্চিত্তে সফলং তপঃ ॥ ৬ ॥
কচ্চিত্তে বিজ্বরা বুদ্ধিঃ কচ্চিজ্জাতস্ত্বমাত্মবান্।
কচ্চিৎ ফলিতবিদ্যস্ত্বং কচ্চিৎ কুশলবানসি ॥ ৭ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্তবন্তং সংসারসমুদ্বিগ্নমলং তথা।
প্রাহাপ্রাপ্তমহাজ্ঞানং সুহৃৎ সুহৃদমাদরাৎ ॥ ৮ ॥

ভাস উবাচ।

সাধো স্বাগততাদ্যৈব দিষ্ট্যা দৃষ্টোসি মানদ।
কুশলন্তু কুতোস্মাকং সংসারে তিষ্ঠতামিহ ॥ ৯ ॥
যাবন্নাধিগতং জ্ঞেয়ং যাবৎ ক্ষীণা ন চিত্তভূঃ।
যাবত্তীর্ণো ন সংসারস্তাবন্মে কুশলং কুতঃ ॥ ১০ ॥
আশা যাবদশেষেণ ন লূনাশ্চিত্তসম্ভবাঃ।
বীরুধোদাত্রকেণেব তাবন্নঃ কুশলং কুতঃ ॥ ১১ ॥
যাবন্নাধিগতং জ্ঞানং যাবন্ন সমতোদিতা।
যাবন্নাভ্যুদিতোবোধস্তাবন্নঃ কুশলং কুতঃ ॥ ১২ ॥
আত্মলাভং বিনা সাধো বিনা জ্ঞানমহৌষধম্।
উদেতি পুনরেবেয়ং দুঃসংসৃতিবিষূচিকা ॥ ১৩ ॥
শৈশবাঙ্কুরিতোজ্জৃম্ভান্নবযৌবনপল্লবঃ।

আত্মবান্ প্রবোধলব্ধাত্মা অতএব ফলিতবিদ্যঃ ॥ ৭ ॥
অলং স্পষ্টং প্রাহ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥
চিত্তে ভবতীতি চিত্তভূঃ কামসঙ্কল্পাদিঃ ॥ ১০ ॥
বীরুধোলতাপাশাঃ। দাত্রকেণ শঙ্কুলাদিনা। শঙ্কুলমন্ত্রভেদঃ ॥ ১১ ॥
জ্ঞানং শোধিততত্ত্বং পদার্থজ্ঞানং বোধো খণ্ডবাক্যার্থ ইতি ভেদঃ ॥১২॥১৩॥
শৈশবলক্ষণমঙ্কুরিতস্তোজ্জৃম্ভণং উজ্জৃম্ভস্তমতীত্যেতি ল্যব্লোপে হেতৌ বা পঞ্চমী ॥ ১৪ ॥

জরাকুসুমিতেভ্যেতি পুনঃ সংসারদুর্দ্রুমঃ ॥ ১৪ ॥
কায়জীর্ণতরোরস্মাৎ বান্ধবাক্রন্দষট্পদা।
জরাকুসুমিতোদেতি পুনর্ম্মরণমঞ্জরী ॥ ১৫ ॥
ভুক্তকর্ম্মর্ত্তুবিরসা পুরাণদিবসোজ্ঝিতা।
নীয়তে নীরসপ্রায়া পুনঃ সম্বৎসরাবলী ॥ ১৬ ॥
মহাদরীষু দেহাদ্রেস্তৃষ্ণাকণ্টকিতাস্বপি।
ফলব্যালাসু চ পুনঃ ক্রিয়াসু পরিলুঠ্যতে ॥ ১৭ ॥
দুঃখৈঃ সুখলবাকারৈর্দ্দীর্ঘাদীর্ঘৈঃ শুভাশুভৈঃ।
অপর্য্যাপ্তাগমাপায়াঃ প্রয়ান্ত্যায়ান্তি রাত্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

বান্ধবানামাক্রন্দা এব ষট্পদা লক্ষণয়া তদ্গুঞ্জারবা যস্যাম্। জরয়া কুসুমিতা সঞ্জাতকুসুমা ॥ ১৫ ॥

মরণোত্তরং দৈবাৎ নরকস্থাবরতির্য্যগ্জন্মপ্রাপ্তৌ ভুক্তানি দুষ্কৃতকর্ম্মাণি যেষু তথাবিধৈঃ শীতোষ্ণবাতবর্ষাদংশমশকাদিসঙ্কুলৈর্ব্বসন্তাদিঋতুভির্ব্বিরসা। দৈবাৎ স্বর্গাদিপ্রাপ্তাবপি তত্র পুণ্যসঞ্চয়ানধিকারাৎ পূর্ব্বসঞ্চিতপুণ্যব্যয়াৎ হর্ষামর্ষাসূয়াকামাদিদোষবহুলত্বাচ্চ শমদমাদ্যসম্ভবেন জ্ঞানস্যাপি দৌর্লভ্যাৎ কেবলভোগৈকলম্পটতয়া পুরাণৈঃ প্রাগ্বহুশোঽনুভূতত্বাদভিনবিষয়াভাবাৎ পুরাতনপ্রায়ৈরেব দিবসৈঃ উজ্ঝিতা পূরিতা অতএব নীরসপ্রায়া সম্বৎসরাবলী পুনর্বৃথৈব নীয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

দৈবাৎ পুনর্ম্মানুষ্যে তত্রাপি দুর্লভতমে ব্রাহ্মণাদিশরীরে প্রাপ্তেঽপি সাম্প্রতিকে দেহ ইব ভোগলম্পটতয়ৈব ভ্রমণং দুর্ব্বারমিত্যাশয়েনাহ মহাদরীষ্বিতি। বিষয়ভোগলক্ষণানি ফলান্যেব ব্যালা যাসু তত্তৃষ্ণাসহস্রৈঃ সঞ্জাতকণ্টকাসু দেহলক্ষণস্যাদ্রেম্মহাভীষণদরীপ্রায়চ্ছিদ্রস্থেন্দ্রিয়াসক্তিষু ঐহিকামুষ্মিকভোগোপায়লৌকিকবৈদিকক্রিয়াসু চ পরিলুঠ্যতে ন তত্রাপ্যাত্মবিবেকসম্ভাবনেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

চিরাল্পকালভোগ্যত্বাভ্যাং দীর্ঘাদীর্ঘৈর্দ্দুঃখৈঃ অপর্য্যাপ্তা অসমাপ্তা আগমাপায়া যাসু। রাত্রিগ্রহণং কালমাত্রোপলক্ষণম্। প্রয়ান্তি সর্ব্বজন্মস্বিতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

অযথার্থক্রিয়ারম্ভৈঃ কদাশাবেশপল্লবৈঃ।
ক্ষীয়তে কর্ম্মভিস্তৈচ্ছেরায়ুরাহতকর্ম্মভিঃ ॥ ১৯ ॥
উন্মূলিতাশ্রয়ালানো মনোমত্তমতঙ্গজঃ।
তৃষ্ণাকরেণুকোন্নিদ্রোদূরং বিপরিধাবতি ॥ ২০ ॥
জিহ্বাচপলতালগ্নঃ কায়দ্রুমমহালয়ে।
পতচ্চিন্তামণৌ বৃদ্ধো গর্দ্ধগৃধ্রোবিবর্দ্ধতে ॥ ২১ ॥
নীরসা নিঃসুখা লঘ্বী পতৎপেলবগাত্রিকা।
জীর্ণপর্ণসবর্ণেয়ং ক্ষীয়তে দিবসাবলী ॥ ২২ ॥
অবমানরজোধ্বস্ত মস্তংগতবপুঃ শ্রিয়ম্।
মুখং ধূসরতামেতি হিমৈঃ পদ্মমিবাহতম্ ॥ ২৩ ॥
শুষ্যতঃ কায়সরসঃ প্রগলদ্যৌবনাম্ভসঃ।

উক্তমেব তৎকারণমুখেনাহ অযথার্থেতি। অযথার্থা মিথ্যাভূতাঃ ক্রিয়াভিরারভ্যন্ত ইতি ক্রিয়ারম্ভাঃ ফলানি যেষাং তথাবিধৈঃ কর্ম্মভিঃ। আহতানি মৃষাভূতানি কর্ম্মাণি যেষাং তথাবিধৈর্জ্জন্তুভিরায়ুঃ ক্ষীয়তে বিনাশ্যতে ॥ ১৯ ॥

জন্মনি জন্মনি বিবেকবিরোধিপ্রাবল্যং তৎসহায়দৌর্ব্বল্যঞ্চ প্রপঞ্চয়তি উন্মূলিতেত্যাদিনা। আশ্রয়ঃ পরমাত্মা তত্র বন্ধনহেতুর্ব্বিবেক আলানং তদুন্মূলিতং যেন। তৃষ্ণাপদেন তদ্বিষয়োলক্ষ্যতে। তল্লক্ষণায়াং করেণুকায়াং সকামত্বাদুন্নিদ্রোনির্নিদ্রঃ ॥ ২০ ॥

ব্যর্থং পতন্ পরমপুরুষার্থোপযোগী আয়ুর্লক্ষণোবিবেকলক্ষণশ্চ চিন্তামণির্যস্মাৎ তথাবিধে কায়লক্ষণদ্রুমস্থে মহতি হৃদয়লক্ষণে আলয়ে নীড়ে গর্দ্ধঃ স্বাদন্নাদ্যভিলাষঃ স এব গৃধ্রঃ ॥ ২১ ॥

শ্রমদৌর্ব্বল্যাময়াদিনা পতন্তি পেলবানি কার্য্যাক্ষমাণি ভবন্তি গাত্রাণি যস্যাম্। দিবসাবলীপদেন তৎপরিচ্ছিন্না কায়লতা গৃহ্যতে ॥ ২২ ॥

বার্দ্ধক্যে পুত্রভৃত্যাবমানৈঃ রজোভিশ্চ ধ্বস্তম্। অস্তং গতা বপুঃশ্রীর্যস্য তথাবিধম্। ক্লীবে অমোহলুক্ ছান্দসঃ ॥ ২৩ ॥

রাজহংসঃ ক্ষণাদায়ুরনিবর্ত্তি পলায়তে ॥ ২৪ ॥
কালানিলবলোদ্ধূতাজ্জর্জ্জরাজ্জীবিতদ্রুমাৎ।
ভোগপুষ্পাণি দিবসপর্ণানি নিপতন্ত্যধঃ ॥ ২৫ ॥
ভোগভোগিশ্রিতেম্বন্তর্দ্দুঃখদর্দ্দুরধারিষু।
মনোমোহান্ধকূপেষু পুরেষু বিনিমজ্জতি ॥ ২৬ ॥
নানানুরঞ্জনা স্পৃষ্টা তৃষ্ণা তরলপেলবা।
চৈত্যমগ্রপতাকেব দূরং সমধিরোহতি ॥ ২৭ ॥
অস্য সংসারতন্ত্রস্য বৃহৎ কালবিলাস্পদঃ।
জীবিতাশাময়ং তন্তুং মস্তকাখুর্নিকৃন্ততি ॥ ২৮ ॥
যৌবনোৎকটকল্লোলা বহল্লোলাসিফেনিলা।
পরাবর্ত্তমহাবর্ত্তা যাতি জীবিতজ্জর্নদী ॥ ২৯ ॥
কলাকুলজগৎকার্য্যকল্লোলাকুলসঙ্কুলা।
ক্রিয়াসরিদপর্য্যন্তা বহত্যাকুলকোটরা ॥ ৩০ ॥

রাজহংস ইবেতি শেষঃ ॥ ২৪

ভোগলক্ষণানি পুষ্পাণি দিবসরূপাণি পর্ণানি চ অধোনিপতন্তি অপযান্তীতি যাবৎ ॥ ২৫ ॥

ভোগেষু নিবৃত্তেদপি ভোগাশাতদশক্তিদুঃখং তৎপ্রযুক্তচিন্তাশোকমোহাধিশ্চ বৰ্দ্ধত এবেত্যাশয়েনাহ ভোগেত্যাদিনা ॥ ২৬ ॥

চৈত্যং দেবাদ্যায়তনম্। অগ্রে বদ্ধা পতাকেব দূরমুচ্ছ্রিতং যথা স্যাৎ তথা ॥ ২৭ ॥

সংসারলক্ষণস্য তন্ত্রস্য প্রবাণ্যাঃ জীবিতাশাপ্রচুরমায়ুস্তন্তুম্ ॥ ২৮ ॥

বহল্লোলাসিসদৃশক্রোধদ্বেষভয়াদিনা ফেনিলা। পরাবর্ত্তা লোভতৃষ্ণাদিনা ভ্রমণান্তেব মহান্ত আবর্ত্তা যস্যাঃ ॥ ২৯ ॥

শিল্পতর্কনীতিশাস্ত্রাদিভিঃ কলাকুলৈঃ কৌশলবৃন্দৈর্জ্জগদ্ব্যবহারকার্য্যলক্ষৈশ্চ কল্লোলৈরাকুলা সঙ্কুলা চ ক্রিয়াপ্রবৃত্তিস্তল্লক্ষণা সরিৎ প্রতিজন্ম এব

অনন্তা বন্ধুজনতা নদ্যোগম্ভীরকোটরে।
অজস্রং নিপতন্ত্যেতা বিততে কালসাগরে॥ ৩১॥
দেহরত্নশলাকেয়ং নাশপঙ্কার্ণবোদরে।
ন জ্ঞায়তে ক্ব মগ্নেতি তাত জন্মনি জন্মনি॥ ৩২॥
চিন্তাচক্রে চিরং বদ্ধং কুক্রিয়াচারচঙ্কুরম্।
চেতোভ্রমতি সামুদ্রে গর্ত্তাবর্ত্তে তৃণং যথা॥ ৩৩॥
উহ্যমানমনন্তেষু চেতঃ কার্য্যমহোর্ম্মিষু।
ক্ষণমেতি ন বিশ্রান্তিং চিন্তাতাণ্ডবিতাশয়ম্॥ ৩৪॥
ইদং কৃতং করোমীদং করিষ্যামীদমিত্যলম্।
কলনাজালবলিতা মূর্চ্ছিতা মতিপক্ষিণী॥ ৩৫॥
অয়ং সুহৃদয়ং শত্রুরিতি দ্বন্দ্বমহাদ্বিপঃ।
বিনিকৃন্ততি মর্ম্মাণি যথা নীলোৎপলানি মে॥ ৩৬॥
চিন্তানদ্যা মহাবর্ত্তে বীচিকানিচয়ে চিরম্।
ক্ষণাদুচ্ছূনতামেতি মনোমীনঃ ক্ষণাদ্গতিঃ॥ ৩৭॥
অনাত্মীয়ানি দুঃখানি বহূন্যেবম্বিধান্যয়ম্।
আত্মবুদ্ধ্যা বিচিন্বানো জনোগচ্ছতি দীনতাম্॥ ৩৮॥

মেব বহতীত্যর্থঃ॥ ৩০॥ ৩১॥

দেহ এব পরমপুরুষার্থসাধনত্বাৎ রত্নশলাকা॥ ৩২॥

গর্ত্তাবর্ত্তে সচ্ছিদ্রাবর্ত্তে॥ ৩৩॥ ৩৪॥

কলনাজালে বলিতা বদ্ধা সতী মূর্চ্ছিতা মোহিতা॥ ৩৫॥

নীলোৎপলানি যথা বিনিকৃন্ততি তথা মে মম মর্ম্মাণ্যপি॥ ৩৬॥

উচ্ছূনতাং বিবৃদ্ধিম্। ক্ষণাৎ অতন্তি গতয়োযস্য স ক্ষণাদ্গতিশ্চপল ইত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

অনাত্মীয়ান্যাত্মাসংস্পর্শীনি অনাত্মদেহাদিনিমিত্তানি চ। দেহাদাবাত্ম-বুদ্ধ্যা॥ ৩৮॥

বহুবিধসুখদুঃখমধ্যপাতী
বিততজরামরণপ্রবাতভগ্নঃ ।
জগদুদরগিরৌ লুঠন্ জনোঽয়ং
গতরসপর্ণবদেতি জর্জ্জরত্বম্ ॥ ৩৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে ভাসবিলাসবৃত্তান্তে অনিত্যতাপ্রতিপাদনং নাম ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬ ॥

সর্ব্বজন্মসু দুঃখহানানামানস্থাং দর্শয়ন্নুপসংহরতি বহুবিধেতি। জরামরণলক্ষণেন প্রবাতেন চণ্ডবায়ুনা ভগ্নঃ পুনঃ পুনরামর্দিতো জগল্লক্ষণে উদরগিরৌ লুঠন্ অয়ং জনো গতরসপর্ণবচ্ছুষ্কপর্ণবৎ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

—(⌣(*)⌣)—

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং তৌ কুশলপ্রশ্নং কৃতবন্তৌ পরস্পরম্।
কালেনাসাদ্য বিমলং জ্ঞানং মোক্ষং ততোগতৌ ॥ ১ ॥
ততোবচ্মি মহাবাহো যথা জ্ঞানেতরা গতিঃ।
নাস্তি সংসারতরণে পাশবন্ধস্য চেতসঃ ॥ ২ ॥
ইদং ভব্যমতের্দ্দুঃখমনন্তমপি পেলবম্।
কুখগস্যাতরোম্ভোধিঃ সর্পারের্গোষ্পদায়তে ॥ ৩ ॥
দেহাতীতা মহাত্মানশ্চিন্মাত্রস্বাত্মনি স্থিতাঃ।
দূরাদ্দেহং সমীক্ষন্তে প্রেক্ষকোজনতামিব ॥ ৪ ॥
দেহে দুঃখাতিসংক্ষুব্ধে কা নঃ ক্ষতিরুপস্থিতা।
রথে বিধুরিতে ভগ্নে সারথেঃ কেব খণ্ডনা ॥ ৫ ॥
মনসি ক্ষুব্ধতাং যাতে চিত্ত্বস্যাঙ্গ কিমাগতম্।

দেহাত্মনোরসম্বন্ধং সমর্থয়িতুমীর্য্যতে।
অন্তঃসক্তিকৃতোবন্ধস্তত্ত্যাগাচ্চ নিবার্য্যতে ॥ ১ ॥

এবমুক্তপ্রকারসংসারাসারতাবিচারবহুলং কুশলপ্রশ্নম্ ॥ ১ ॥

পাশা ইব বন্ধা বন্ধনহেতবোযস্মিংস্তথাবিধস্য চেতসঃ সংসরণং সংসারস্তস্য তরণে গতিরুপায়ঃ ॥ ২ ॥

ইদং বর্ণিতপ্রকারং দুঃখং ভব্যমতের্ব্বিবেকিনঃ পেলবং কোমলং সুখোচ্ছেদ্যমিতি যাবৎ। অতরো দুস্তরঃ। সর্পারের্গরুড়স্য ॥ ৩ ॥

দেহদ্বয়াভিমানত্যাগ এব তদুচ্ছেদোপায় ইত্যাশয়েনাহ দেহাতীতা ইত্যাদিনা ॥ ৪ ॥

দুঃস্থিতিরিতি পাঠে দুঃস্থিতিঃ ক্ষতিরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তরঙ্গজলসন্তানে বৈপরীত্যং কিমম্বুধেঃ ॥ ৬ ॥
কেঽভবন্ পয়সাং হংসাঃ পয়সামুপলাশ্চ কে।
কাঃ শিলাঃ কিল দারূণাং কে ভোগাঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৭ ॥
সম্বন্ধঃ ক ইব শ্রীমন্ শৈলাপরসমুদ্রয়োঃ।
অন্তরে গিরিসম্বাধে কশ্চচিত্তত্ত্ববন্ধয়োঃ ॥ ৮ ॥
অপ্স্যুৎসঙ্গোহ্যমানানি পদ্মানি সরিদম্ভসাম্।
কানি নাম ভবন্তীহ শরীরাণি তথাত্মনঃ ॥ ৯ ॥
সঙ্ঘট্টাৎ কাষ্ঠপয়সোর্যথোত্তুঙ্গাঃ কণাদয়ঃ।
দেহাত্মনোঃ সমাযোগাৎ তথৈতাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ ॥ ১০ ॥
সম্বন্ধাদ্দারুপয়সাং প্রতিবিম্বানি দারুণঃ।
যথা পয়সি লক্ষ্যন্তে শরীরাণি তথাত্মনি ॥ ১১ ॥
যথা দর্পণবীচ্যাদৌ প্রতিবিম্বানি বস্তুতঃ।
নাসত্যানি চ সত্যানি শরীরাণি তথাত্মনঃ ॥ ১২ ॥
দারুবার্য্যুপলাস্ফোটে দুঃখিতা ন যথা ক্বচিৎ।
সংযুক্তেষু বিযুক্তেষু ন তথা পঞ্চসু ক্ষতিঃ ॥ ১৩ ॥

চিত্তস্য চিৎস্বভাবস্যাত্মনঃ। বৈপরীত্যং পূর্ণতাস্বরূপপ্রচ্যুতিঃ ॥ ৬ ॥

অহন্তাত্যাগে কস্যাপি ক্বাপি মমতাপ্রসক্তিরেব নাস্তীত্যাশয়েনাহ কে ভবন্নিত্যাদিনা। ন হ্যচেতনানামসঙ্গচিতো বা মমতাপ্রসক্তিরস্তীতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

অন্তরে মধ্যে। গিরিভিঃ সম্বাধে সঙ্কুলদেশে। চিত্তত্বং পরমাত্মা বন্ধঃ সংসারস্তয়োঃ কঃ সম্বন্ধঃ। ন হ্যাকাশঃ পাংশুভির্লিপ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

উৎসঙ্গে অঙ্কে ইব উহ্যমানানি ধার্য্যমাণান্যপি পদ্মানি ॥ ৯ ॥

সঙ্ঘট্টাদভিঘাতাৎ। সমাযোগাদন্যোন্যতাদাত্ম্যাধ্যাসাৎ সুখদুঃখাদিচিত্ত-বৃত্তয়ঃ ॥ ১০ ॥

দেহসম্বন্ধস্যাধ্যাসিকত্বে দৃষ্টান্তমাহ সম্বন্ধাদিতি। সম্বন্ধাৎ সন্নিধিমাত্রান্নিমিত্তাৎ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

পঞ্চসু দেহাদ্যাকারপরিণতেষু ভূতেষু চন্দনাদিসংযুক্তেষু স্ত্রীপুত্রাদি-

দারুসংশ্লেষিতাৎ তোয়াৎ কম্পশব্দাদয়োযথা।
প্রজায়ন্তে তথৈবাস্মাৎ দেহাচ্চিৎপরিবোধিতাৎ ॥ ১৪ ॥
ন শুদ্ধজড়য়োরেতাঃ সম্বিদশ্চিচ্ছরীরয়োঃ।
এতা হ্যজ্ঞানমাত্রস্য তস্মিন্নষ্টে চিদেব নঃ ॥ ১৫ ॥
যথা ন কস্যচিদ্বারি দারুশ্লেষেঽনুভূতয়ঃ।
তথা ন কস্যচিদ্দেহ-দেহিসঙ্গেঽনুভূতয়ঃ ॥ ১৬ ॥
অজ্ঞস্যায়ং যথা দৃষ্টঃ সংসারঃ সত্যতাং গতঃ।
ন জ্ঞস্যায়ং যথাভূতঃ সংসারঃ সত্যতাং গতঃ ॥ ১৭ ॥
অন্তঃসঙ্গবিহীনাস্তু যথা স্নেহা দৃষজ্জলে।
তথাসক্তমনোবৃত্তো বাহ্যভোগানুভূতয়ঃ ॥ ১৮ ॥
অন্তঃসঙ্গেন রহিতো যদ্বৎ সলিলকাষ্ঠয়োঃ।
সম্বন্ধস্তদ্বদেবান্তরসঙ্গোদেহদেহিনোঃ ॥ ১৯ ॥
অন্তঃসঙ্গেন রহিতঃ সম্বন্ধোজলকাষ্ঠয়োঃ।
স দেহদেহিনোশ্চৈবং প্রতিবিম্বাম্ভসোস্তথা ॥ ২০ ॥
স্থিতা সর্ব্বত্র সম্বিত্তিঃ শুদ্ধা সম্বেদ্যবর্জ্জিতা।

বিমুক্তেষু চ ক্ষতির্দ্দুঃখাদিপ্রসক্তিঃ ॥ ১৩ ॥

চিতা সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠায় পরিতোবোধিতাৎ ॥ ১৪ ॥

ভাসমানাঃ সুখদুঃখাদিসম্বিদঃ কস্য তহীতি চেদুচ্যতে ন কস্যাপীত্যাহ নেতি ॥ ১৫ ॥

অনুভূতয়ঃ সুখদুঃখানুভবাঃ। দেহদেহিনোর্দ্দেহতদভিমানিনোঃ সঙ্গে ॥১৬॥

তর্হি জ্ঞাজ্ঞয়োরবিশেষঃ কিং ন স্যাৎ তত্রাহ অজ্ঞস্যেতি ॥ ১৭ ॥

কীদৃশ্যস্তর্হি জ্ঞস্য প্রারব্ধভোগানুভূতয়স্তত্রাহ অন্তরিতি। অন্তঃসঙ্গো-ভিমানোঽন্তরনুপ্রবেশশ্চ। স্নেহাঃ সম্বন্ধাঃ। দৃষদাং জলানাঞ্চ সমাহারে ॥১৮

অসঙ্গঃ পরমার্থসঙ্গশূন্যঃ ॥ ১৯ ॥

জলকাষ্ঠয়োর্যদ্বদিত্যশেষঃ স সম্বন্ধঃ। চকারোঽপ্যর্থঃ। পূর্ব্বঃ সলিল-কাষ্ঠোপন্যাসঃ সংসর্গাভাবে দৃষ্টান্তার্থ ইহ তাদাত্ম্যাভাবে ইত্যপৌনরুক্ত্যম্॥২০॥

অন্তঃসংসঙ্গবান্‌জন্তুর্মগ্নঃ সংসারসাগরে।
অন্তঃসংসক্তিমুক্তস্তু তীর্ণঃ সংসারসাগরাৎ ॥ ৩০ ॥
অন্তঃসংসঙ্গবচ্চিত্তং শতশাখমিবোচ্যতে।
অন্তঃসংসঙ্গরহিতং বিলীনং চিত্তমুচ্যতে ॥ ৩১ ॥
ভগ্নস্ফটিকবদ্বিদ্ধি মনঃ সক্তমপাবনম্।
অভগ্নস্ফটিকাভাসমসক্তং বিদ্ধি মে মনঃ ॥ ৩২ ॥
অসক্তং নির্ম্মলং চিত্তং মুক্তং সংসার্য্যপি স্ফুটম্।
সক্তন্তু দীর্ঘতপসা যুক্তমপ্যতিবন্ধবৎ ॥ ৩৩ ॥
অন্তঃসক্তং মনোবদ্ধং মুক্তং শক্তিবিবর্জ্জিতম্।
অন্তঃসংসক্তিরেবৈকং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ॥ ৩৪ ॥
অন্তঃসংসক্তিমুক্তস্য কুর্ব্বতোপি ন কর্তৃতা।
গুণদোষবতী তোয়ে দারুবাহননৌর্যথা ॥ ৩৫ ॥
অন্তঃসংসক্তিতোজন্তোরকর্ত্তুরপি কর্তৃতা।
সুখদুঃখবতি স্বপ্নে সম্ভ্রমোন্মুখতা যথা ॥ ৩৬ ॥
চিত্তে কর্ত্তরি কর্তৃত্বং দেহস্যাপি ন বিদ্যতে।

মীতিবৎ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

শতশাখমনন্তশাখম। কামবনীনামানস্থাং ॥ ৩১ ॥

যথা ভগ্নমন্তর্ব্বিদীর্ণং স্ফটিকলিঙ্গাদি অপাবনং পূজাদ্যযোগ্যং তদ্বৎ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

দারূণি কাষ্ঠভারা বাহ্যন্তে উত্তার্য্যন্তে যয়া তথাবিধা নৌর্যথা স্বয়ং দারুভূতাপি দারুগতৈশ্ছেদভেদদাহাদিগুণদোষৈর্জ্জলগতৈশ্চলনপরিবর্ত্তনৈর্নৈর্ম্মল্য-পঙ্কিলত্বাদিগুণদোষৈশ্চ ন তদ্বতী তথেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

সম্ভ্রমোন্মুখতা ব্যাঘ্রাদিভয়পলায়নাদিব্যাকুলতা ॥ ৩৬ ॥

অদেহস্য দেহচেষ্টাশূন্যস্যাপি স্বপ্নভূতাযুদ্ধাদি পশ্যতোজাগ্রতোপি স্বপ্না-দাবিব কর্তৃত্বং বিদ্যতে। যতোবিক্ষুব্ধসুখদুঃখদর্শনেন মুখ্যাকর্ত্তৃপমমেব তদপীত্যর্থঃ। ৩৭ ॥

স্বপ্নাদাবিব বিক্ষুব্ধ সুখদুঃখদৃশোপগম্ ॥ ৩৭ ॥
অকর্ত্তরি মনস্যন্তরকর্ত্তৃত্বং স্ফুটং ভবেৎ ।
শূন্যচিত্তোহি পুরুষঃ কুর্ব্বন্নপি ন চেততি ॥ ৩৮ ॥
চেতসা কৃতমাপ্নোতি চেতসা ন কৃতং তু ন ।
ন ক্বচিৎ কারণং দেহো ন চ চিত্তেন কর্ত্তৃতা ॥ ৩৯ ॥
অসংসক্তমকর্ত্তৈব কুর্ব্বদেব মনোবিদুঃ ।
ন কর্ম্মফলভোক্তৃত্বমসক্তং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪০ ॥
ব্রহ্মহত্যাশ্বমেধাভ্যামসংসক্তো ন লিপ্যতে ।
দূরস্থকান্তাসংলীন মনাঃ কার্য্যৈরিবাগ্রগৈঃ ॥ ৪১ ॥
অন্তঃসংসক্তিনির্ম্মুক্তো জীবো মধুরবৃত্তিমান্ ।
বহিঃকুর্ব্বন্নকুর্ব্বন্ বা কর্ত্তা ভোক্তা ন হি ক্বচিৎ ॥ ৪২ ॥
অন্তঃসংসক্তিমুক্তং যৎ মনঃ স্যাৎ তদকর্ত্তৃকম্ ।
তদ্বিমুক্তং প্রশান্তং তৎ তদ্যুক্তং তদলেপকম্ ॥ ৪৩ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপদার্থানাং শ্লিষ্টানাং নিশ্চিতং বহিঃ ।
সর্ব্বদুঃখকরীং ক্রূরামন্তঃসংসক্তিং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

ন চেততি নাভিমন্যতে। নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিদিতি ভগবদ্বচনাৎ ॥ ৩৮ ॥

ন চেতি হেতৌ চকারঃ। ন হি চিত্তে কর্তৃতাশক্তির্নাস্তি যেন দেহঃ কর্ত্তা কল্প্যেতেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

অপ্যর্থে দ্বিতীয় এবকারঃ ॥ ৪০ ॥

অগ্রগৈঃ পুরোগতৈঃ শীতোষ্ণানুভবাদিকার্য্যৈঃ। তচ্চোর্ব্বশ্যাসক্তস্য পুরূরবসঃ প্রসিদ্ধমিন্দ্রাহল্যাখ্যানে চ প্রাক্ প্রপঞ্চিতমিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

মধুরবৃত্তির্নির্ব্বিক্ষেপসৌখ্যং তদ্বান্ ॥ ৪২ ॥

সংসক্তিত্যাগমাত্রেণ সর্ব্বে জীবন্মুক্তগুণা মনসি সিদ্ধ্যন্তীত্যাশয়েনাহ অন্তরিতি ॥ ৪৩ ॥

উপসংহরতি তস্মাদিতি। সর্ব্বান্তরস্থান্মনোবহির্ব্বহিঃশ্লিষ্টানাং পঞ্চকোশ-

বিরহিতমলমন্তঃসঙ্গদোষেণ চেতঃ
শমমুপগতমাদ্যং ব্যোমবন্নির্ম্মলাভম্।
সকলমলবিমুক্তেনাত্মনৈকত্বমেতি
স্থিরমণিনিভমম্ভোবারিণীবারিনীলে॥ ৪৫॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে অন্তঃসংসঙ্গবিচারো নাম
সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৭॥

লক্ষণানাং ভোগাবর্গলক্ষণানাঞ্চ বন্ধভূতানাং সর্ব্বপদার্থানাং নিরাসে ইদ-মেবৈকং মুখ্যোপায়ত্বয়া নিশ্চিতং যৎ সর্ব্বদুঃখকরীমন্তঃসক্তিং বিবর্জ্জয়েৎ বিবর্জ্জনমিত্যর্থঃ॥ ৪৪॥

অন্তঃসঙ্গঃ সংসক্তিস্তদ্দোষেণালমত্যন্তং বিরহিতমত এবাদ্যসংসারদশাতঃ প্রাক্তনং শমং প্রপঞ্চোপশমরূপং প্রত্যক্তত্ত্বমুপগতং চেৎ পরাত্মনা একত্ব-মৈকরস্যমেতি। যথা স্থিরমণিঃ স্ফটিকস্তন্নিভমম্ভঃ অবা নিশিতধারা যেষাং সন্তি তে অবিণঃ খড়্গাদয় ইব নীলে যমুনাদিবারিণি মিলিতমেকত্বমেতি তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ৪৫।

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৭॥

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

রাম উবাচ।

কীদৃশো ভগবন্ সঙ্গঃ কথং বন্ধায় বা নৃণাম্।
কশ্চ মোক্ষায় কথিতঃ কথং বৈষ চিকিৎস্যতে ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

দেহদেহিবিভাগৈকপরিত্যাগেন ভাবনাৎ।
দেহমাত্রে তু বিশ্বাসঃ সঙ্গো বন্ধার্থ উচ্যতে ॥ ২ ॥
অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য সর্ব্বাত্মত্ববিনিশ্চয়ে।
যৎ সুখার্থিত্বমন্তঃ স সঙ্গো বন্ধার্থ উচ্যতে ॥ ৩ ॥
সর্ব্বমাত্মৈবমিদং কিং বাঞ্ছামি ত্যজামি কিম্।
ইত্যসঙ্গস্থিতিং বিদ্ধি জীবন্মুক্ততনুস্থিতম্ ॥ ৪ ॥

লক্ষ্ম সঙ্গাসঙ্গত্যাশ্চিকিৎসোপায়সংস্থিতিঃ।
বন্ধাবন্ধবিভাগশ্চ ফলঞ্চাত্রোপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

কথং কেন প্রকারেণ কিম্প্রকারশ্চ বন্ধায় কশ্চ কীদৃশশ্চ মোক্ষায় কথং কেনোপায়েন চিকিৎস্যতে ॥ ১ ॥

দেহস্য ক্ষেত্রস্য দেহিনঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য চ যো জাড্যচিৎস্বভাবতালক্ষণো বিভাগো বিরুদ্ধস্বভাবতা তস্য একপরিত্যাগেনাত্যন্তাপর্য্যালোচনেনান্যোন্য-তাদাত্ম্যধর্ম্মবিনিময়ভাবনাৎ দেহমাত্রে আত্মতাবিশ্বাসো যঃ স এব বন্ধার্থো বন্ধহেতুঃ সঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

লক্ষণান্তরমাহ অনন্তস্যেত্যাদিনা। সর্ব্বাত্মত্বং ত্রিবিধপরিচ্ছেদসহিতত্বং তন্নিশ্চয়ে সতি স্বাপরিচ্ছিন্নসুখস্বভাববিস্মরণাৎ যৎ বিষয়েভ্যঃ সুখার্থিত্ব-মিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তদ্বিরোধিনীমসঙ্গস্থিতিং লক্ষয়তি সর্ব্বমিতি ॥ ৪ ॥

নাহমস্মি ন চান্যোঽস্তি মা ভবন্তু ভবন্তু বা।
সুখান্যসক্ত ইত্যন্তঃ কথ্যতে মুক্তিভাঙ্‌ নরঃ ॥ ৫ ॥
নাভিনন্দতি নৈষ্কর্ম্ম্যং ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সুসমো যঃ ফলত্যাগী সোঽসংসক্ত ইতি স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥
আত্মতত্ত্বৈকনিষ্ঠস্য হর্ষামর্ষবশং মনঃ।
যস্য নায়াত্যসঙ্কোঽসৌ জীবন্মুক্তঃ স কথ্যতে ॥ ৭ ॥
সর্ব্বকর্ম্মফলাদীনাং মনসৈব ন কর্ম্মণা।
নিপুণং যঃ পরিত্যাগী সোঽসংসক্ত ইতি স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥
অসংসঙ্গেন সকলাশ্চেষ্টা নানাবিজৃম্ভিতাঃ।
চিকিৎসিতা ভবন্তীহ শ্রেয়ঃ সম্পাদয়ন্তি চ ॥ ৯ ॥
সংসক্তিবশতঃ সর্ব্বে বিততা দুঃখরাশয়ঃ।
প্রয়ান্তি শতশাখত্বং শ্বভ্রকণ্টকবৃক্ষবৎ ॥ ১০ ॥
রজ্জুকৃষ্টঘনঘ্রাণো বদ্‌গত্যা পথি গর্দ্দভঃ।
ভারং বহতি ভীতাত্মা তৎ সংসক্তিবিজৃম্ভিতম্ ॥ ১১ ॥

অহং অহঙ্কারপরিচ্ছিন্নো ন স্মি অন্যশ্চ নাস্তি অতোমিথ্যাভূতে দেহাদৌ বিষয়সুখানি মা ভবন্তু ভবন্তু বা অহন্তু দেহাদ্যসঙ্গস্বভাব ইত্যেবং দৃঢ়-নিশ্চয়াদসক্তঃ ॥ ৫ ॥

নৈষ্কর্ম্ম্যং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগম্। ফলমনুসন্ধায় সজ্জতে অভিনিবিশতে। সুসমঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরিতি শেষঃ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

লোকসংগ্রহস্যাবশ্যকত্বদ্যোতনায় ন কর্ম্মণেতি ॥ ৮ ॥

ত্রীন্ প্রশ্নান্ সমাধায় চতুর্থপ্রশ্নং সমাধত্তে অসংসঙ্গেনেতি। চেষ্টা দুশ্চেষ্টাঃ নানাবিধৈঃ ফলরাগৈর্ব্বিজৃম্ভিতাঃ। শ্রবণাদিচেষ্টাশ্চ নির্ব্বিঘ্নতয়া শ্রেয়ঃ সম্পাদয়ন্তি ॥ ৯ ॥

ইদানীং সংসক্তিফলানি প্রপঞ্চয়তি সংসক্তিবশত ইত্যাদিনা ॥ ১০ ॥

গর্দ্দভানামপি নাসারজ্জুর্দ্দেশভেদে প্রসিদ্ধা। গ্রাম্যপশুজন্মমাত্রোপলক্ষণমেতদেবমগ্রেঽপি। সংসক্তের্ব্বিজৃম্ভিতং ফলবিস্তারঃ ॥ ১১ ॥

শীতবাতাতপক্লেশ মেকদেশনিষণ্ণয়া।
তরুর্ব্বহতি যত্তন্বা তৎ সংসক্তিবিজৃম্ভিতম্ ॥ ১২ ॥
ধরাবিবরনির্ম্মগ্নো যৎ কীটঃ পীড়িতাঙ্গকঃ।
ক্ষিণোতি বিকলঃ কালং তৎ সংসক্তিবিজৃম্ভিতম্ ॥ ১৩ ॥
ক্ষুৎক্ষামকুক্ষিঃ ক্ষপয়ত্যায়ুর্ব্যাঘাতভীরুধীঃ।
পক্ষী বৃক্ষশিখাশায়ী তৎ সংসক্তিবিজৃম্ভিতম্ ॥ ১৪ ॥
দুর্ব্বাঙ্কুরতৃণাহারঃ কিরাতশরপীড়য়া।
জহাতি যৎ মৃগোদেহং তৎ সংসক্তিবিজৃম্ভিতম্ ॥ ১৫ ॥
কৃমিকীটত্বমায়ান্তি জায়মানাঃ পুনঃ পুনঃ।
যদিমা জনতা জীর্ণাস্তৎ সংসক্তিবিজৃম্ভিতম্ ॥ ১৬ ॥
উৎপত্যোৎপত্য লীয়ন্তে তরঙ্গিণি তরঙ্গবৎ।
ভূতানি যদনন্তানি তৎ সংসক্তিবিজৃম্ভিতম্ ॥ ১৭ ॥
বীরুত্তৃণদশাং যাতা স্রিয়ন্তে যৎ পুনঃ পুনঃ।
নরা বিগতসঞ্চারাস্তৎসংসক্তিবিজৃম্ভিতম্ ॥ ১৮ ॥
রসাতলরসাযোগাৎ তৃণগুল্মলতাদয়ঃ।
জনয়ন্তি যদাকারং তৎ সংসক্তিবিজৃম্ভিতম্ ॥ ১৯ ॥
স্বানর্থান্তরসঙ্কাশ পদার্থশতসঙ্কুলা।

একদেশে নিষণ্ণয়া তন্বা স্থাবরদেহেন বহত্যনুভবতীতি যাবৎ ॥১২॥১৩॥

ব্যাঘাতঃ শরপাষাণমৃদ্গুটিকাদ্যভিঘাতস্তস্মাৎ প্রতিক্ষণং ভীরুর্ভয়বতী-ধীর্যস্য ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

জনতাঃ পুণ্যপাপাধিকারিজনসমূহাঃ ॥ ১৬ ॥

তরঙ্গিণি তরঙ্গবতি জলাশয়ে তরঙ্গবৎ ॥ ১৭ ॥

বীরুৎ লতা ॥ ১৮ ॥

রসায়া ভূমেস্তলে নিপতিতস্য রসস্য জলস্য আযোগাদুপযোগাৎ মূলৈঃ পানাৎ। জনয়ন্তীতি যদ্বদিতি সম্বন্ধঃ ॥ ১৯ ॥

স্বস্যাঃ অনর্থান্তরাণ্যনর্থাদনর্থান্তরাণ্যনর্থপরম্পরাস্তৎসঙ্কাশৈর্ব্বিচ্ছেদভ্রান্তি-

যৎ সংসারনদী মত্তা তৎ সংসক্তিবিজৃম্ভিতম্ ॥ ২০ ॥
সংসক্তির্দ্বিবিধা প্রোক্তা বন্দ্যা বন্ধ্যা চ রাঘব।
বন্ধ্যা সর্ব্বত্র মূঢ়ানাং বন্দ্যা তত্ত্ববিদাং নিজা ॥ ২১ ॥
আত্মতত্ত্বাববোধেন হীনা দেহাদিবস্তুজা।
ভূয়ঃ সংসারসক্তির্যা দৃঢ়া বন্ধ্যেতি কথ্যতে ॥ ২২ ॥
আত্মতত্ত্বাববোধেন সত্যভূতবিবেকজা।
বন্দ্যা হি কথ্যতে সক্তির্ভূয়ঃ সংসারবর্জ্জিতা ॥ ২৩ ॥
শঙ্খচক্রগদাহস্তো দেবোবিবিধয়েহয়া।
বন্দ্যসংসক্তিবশতঃ পরিপাতি জগত্রয়ম্ ॥ ২৪ ॥
অনারতনিরালম্বং ব্যোমবর্ত্মনি পান্থতাম্।
বন্দ্যসংসক্তিবশতঃ করোতি রবিরন্বহম্ ॥ ২৫ ॥
মহাকল্পসমাধান চিরকল্পিতকল্পনম্।
বন্দ্যসংসক্তিবশতো ব্রাহ্মং স্ফুরতি বৈ বপুঃ ॥ ২৬ ॥
লীলয়া ললনালানলীনং ভূতিবিভূষিতম্।
বন্দ্যসংসক্তিবশতঃ শরীরং শাঙ্করং স্থিতম্ ॥ ২৭ ॥
বিজ্ঞানগতয়ঃ সিদ্ধা লোকপালাস্তথেতরে।

নিপাতাদিবিক্ষেপসহস্রহেতুভির্ব্বাহ্যাভ্যন্তরপদার্থশতৈঃ সঙ্কুলা। মত্তা প্রবৃদ্ধা॥২০

বন্দ্যা প্রশস্তা। বন্ধ্যা পুরুষার্থফলশূন্যা ॥ ২১ ॥

যা দৃঢ়া সংসারে সক্তিঃ সা বন্ধ্যা ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

বন্দ্যসংসক্তের্জ্জীবন্মুক্তব্যবহারাদিসর্ব্বোৎকর্ষনির্ব্বাহকত্বং প্রপঞ্চয়তি শঙ্খেত্যাদিনা ॥ ২৪ ॥

অনারতং সন্ততং। রবিঃ পান্থতাং করোতি সঞ্চরতীতি যাবৎ ॥ ২৫ ॥

মহাকল্পঃ প্রাকৃতপ্রলয়স্তত্র সমাধানং বিদেহকৈবল্যবিশ্রান্তিস্তদর্থং চিরং দ্বিপরার্দ্ধকালং কল্পিতাঃ সর্গাদিকল্পনা যেন। ব্রাহ্মং হৈরণ্যগর্ভং বপুঃ স্ফুরতি ব্যবহরতি ॥ ২৬ ॥

ললনা গৌরী তল্লক্ষণে আলানে বন্ধনস্তম্ভে লীলয়ৈব লীনং সক্তম্ ॥২৭॥

বন্ধ্যসংসক্তিবশতস্তিষ্ঠন্তি জগতোঙ্গণে ॥ ২৮ ॥
ধত্তে শারীরযন্ত্রৌঘ মন্থা ভুবনসন্ততিঃ।
বন্ধ্যসংসক্তিবশতো জরামৃতিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৯ ॥
মনঃ পততি ভোগেষু গৃধ্রোমাংসলবেষ্বিব।
বন্ধ্যসংসক্তিবশতো ব্যর্থয়া রম্যশঙ্কয়া ॥ ৩০ ॥
সংসক্তিবশতোবাতি বায়ুর্ভুবনকোটরে।
পঞ্চ ভূতানি তিষ্ঠন্তি বহন্তীয়ং জগৎ স্থিতিঃ ॥ ৩১ ॥
দিবি দেবা ভুবি নরাঃ পাতালে ভোগিনোঽসুরাঃ।
ব্রহ্মাণ্ডোডুম্বরফলে স্ফুরন্মশকবৎ স্থিতাঃ ॥ ৩২ ॥
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ নিপতন্ত্যুৎপতন্তি চ।
ভূতানি যদনন্তানি তরঙ্গিণি তরঙ্গবৎ ॥ ৩৩ ॥
উৎপদ্যোৎপদ্য লীয়ন্তে তৎ সংসক্তিবিজৃম্ভিতম্।
ভূতানি বিরসং ভূয়ো নির্ঝরাম্বুকণা ইব ॥ ৩৪ ॥
পরস্পরনির্গীর্ণাঙ্গা জনতা জাড্যজর্জ্জরা।
সম্ভ্রান্তা প্রভ্রমত্যঙ্গ শীর্ণপর্ণমিবাম্বরে ॥ ৩৫ ॥
নক্ষত্রচক্রং গগনে ভ্রমে মশকসন্ততিঃ।
স্ফুরত্যাবর্ত্তরত্ন্যেব পাতালেঙ্গ জলৌঘবৎ ॥ ৩৬ ॥

বিজ্ঞানে ব্রহ্মতত্ত্ববোধে পরিনিষ্ঠিতপ্রতিষ্ঠা যেষাম্ ॥ ২৮ ॥

লোকত্রয়াদন্থা। ভুবনসন্ততিপদেন মহর্জ্জনস্তপঃসত্যাদিলোকস্থাস্তত্ত্ববিদো-লক্ষণয়োচ্যন্তে ॥ ২৯ ॥

বন্ধ্যসংসক্তের্লক্ষ্যাদ্বিগুণপাদয়তি মন ইতি ॥ ৩০ ॥

মুক্তামুক্তসাধারণং ব্যবহারমাত্রং সংসক্তিনির্ব্বাহ্যমিতি প্রপঞ্চয়ন্ দর্শয়তি সংসক্তিবশত ইত্যাদিনা ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

বিরসং যথা স্যাৎ তথা উৎপদ্যোৎপদ্য ॥ ৩৪ ॥

মাৎস্যন্যায়েন পরস্পরনিগীর্ণাঙ্গা ॥ ৩৫ ॥

মশকসন্ততিরিবেতি শেষঃ। অঙ্গেত্যামন্ত্রণে ॥ ৩৬ ॥

পাতোৎপাতদশাজীর্ণং কালবালককন্দুকম্।
অদ্যাপি ন জহাতীন্দুর্জ্জলমামলিনং বপুঃ॥ ৩৭॥
নানাপারযুগাবর্ত্ত দুঃখালোকনকর্কশম্।
ন লুনাতি মনঃ খণ্ডং দুঃখি গীর্ব্বাণমণ্ডলম্॥ ৩৮॥
বাসনামাত্রবশতঃ পরে ব্যোমনি কেনচিৎ।
ইদমারচিতং চিত্রং বিচিত্রং পশ্য রাঘব॥ ৩৯॥
মনঃ সঙ্গৈকরঙ্গেণ শূন্যে ব্যোম্নি জগন্ময়ম্।
যদিদং রচিতং চিত্রং তৎ সত্যং ন কদাচন॥ ৪০॥
সংসক্তমনসামস্মিন্ সংসারে ব্যবহারিণাম্।
অত্তি তৃষ্ণাশরীরাণি তৃণান্যগ্নিশিখা যথা॥ ৪১॥
পরিসক্তমতের্দ্দেহান্ সিকতাঃ পত্যুরম্ভসাম্।
কঃ শক্তঃ পরিসঙ্খ্যাতুং ত্রসরেণুগণং যথা॥ ৪২॥

পাতোৎপাতৌ উদয়াস্তময়ৌ বৃদ্ধিক্ষয়ৌ পতনোৎপতনে চ সদৈব তদ্দশয়া জীর্ণং শিথিলং অতএব কালরূপবালকস্য কন্দুকভূতং জলং জলময়ং লড়য়োরভেদাজ্জড়ঞ্চ আ মলিনং কলঙ্কম্লানঞ্চেতি বহুদোষত্বাৎ হাতুং যোগ্যমপি বপুঃ সংসক্তিবশাদেবাদ্যাপি ন জহাতি॥ ৩৭॥

নানাবিধানামপারাণাং যুগাবর্ত্তদুঃখানামালোকনেন পুনঃ পুনরনুভবেন কর্কশং কঠোরং মনোলক্ষণং খণ্ডকং ছেদনচিকিৎস্যং ব্রণবিশেষং তদ্দুঃখেন সদা দুঃখ্যপি গীর্ব্বাণমণ্ডলমিন্দ্রাদিদেবসমূহঃ সংসক্তিবশাদেব ন লুনাতি ছেদনেন ন চিকিৎসতে॥ ৩৮॥

সংসক্তিশ্চ বিবেকমাত্রজন্যবোধেনোচ্ছেত্তুং শক্যেতি দর্শয়িতুং তদ্বিষয়স্য জগতো বাসনামাত্রকল্পিতত্বমাহ বাসনেতি॥ ৩৯॥

মনসঃ সঙ্গঃ সংসক্তিস্তল্লক্ষণেনৈকেনৈব রাগেণ রঞ্জকদ্রব্যেণ॥ ৪০॥

তৃষ্ণা শরীরাণ্যত্তি ভক্ষয়তি॥ ৪১॥

সংসক্তিদোষাৎ প্রাপ্তানাং তৃষ্ণয়া ভক্ষিতানাং দেহানামানন্ত্যমাহ পরিসক্তেতি। পরিতো বিষয়েষু সক্তমতের্জ্জীবস্য। অম্ভসাং পত্যুঃ সমুদ্রস্য সিকতাঃ পরিসঙ্খ্যাতুং গণয়িতুম্॥ ৪২॥

মুক্তালতায়া গঙ্গায়া মেরোরাপাদমস্তকম্।
তরঙ্গমুক্তা গণ্যন্তে ন দেহাঃ সক্তচেতসাম্ ॥ ৪৩ ॥
সংসক্তমনসামেতা রম্যাস্তঃপুরপংক্তয়ঃ।
রচিতা রৌরবাবীচিকালসূত্রাদিনামিকাঃ ॥ ৪৪ ॥
সক্তচিত্তং জনং দুঃখশুষ্কমিন্ধনসঞ্চয়ম্।
জ্বলতাং নরকাগ্নীনাং বিদ্ধি তেন জ্বলন্তি তে ॥ ৪৫ ॥
দুঃখজালমিদং নাম যৎ কিঞ্চিজ্জগতীগতম্।
সংসক্তমনসামর্থে তৎ সর্ব্বং পরিকল্পিতম্ ॥ ৪৬ ॥
সংসক্তচিত্তমায়ান্তি সর্ব্বা দুঃখপরম্পরাঃ।
জলকল্লোলবলিতা মহানদ্য ইবাম্বুধিম্ ॥ ৪৭ ॥
মনঃ সংসর্গরূপিণ্যা ভারভূতশরীরয়া।
ক্ষয়োদয়দশার্থিন্যা সর্ব্বং ততমবিদ্যয়া ॥ ৪৮ ॥
অসংসঙ্গেন ভোগানাং সর্ব্বারামবিভূতয়ঃ।
পরং বিস্তারমায়ান্তি প্রাবৃষীব মহাপগাঃ ॥ ৪৯ ॥
অন্তঃ সংসঙ্গসঙ্গানাং সঙ্গারং বিদ্ধি রাঘব।

মেরোরাপাদমস্তকং লম্বিন্যা অতএব মুক্তালতাত্বেনোৎপ্রেক্ষ্যা যা গঙ্গা-য়াস্তরঙ্গলক্ষণা মুক্তা গণ্যন্তে কদাচিদ্‌গণয়িতুং শক্যন্তে সক্তচেতসাং দেহাস্ত নেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

অগ্নিশস্ত্রাদিপ্রদীপ্তত্বাৎ রম্যাঃ যাতনাখ্যনায়িকাঃ সম্ভোগস্থানত্বাদন্তঃপুর-পংক্তয়ো রচিতাঃ কর্ম্মশিল্পিনেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

সংসক্তচিত্তং প্রতি আয়ান্তি ॥ ৪৭ ॥

সংসর্গঃ সংসক্তিস্তদ্বিষয়ঃ অতএব স্বয়ং শিরসি গৃহীতঃ শিলাদিভার ইব অবশ্যবোঢ়ব্যত্বেন ভারভূতং শরীরং যয়া। ক্ষয়োমরণং উদয়ো জন্ম তদুভয়দুর্দ্দশাং জীবস্য প্রার্থয়ন্ত্যেব স্থিতয়া অবিদ্যয়া সর্ব্বং দুঃখজালং তত-মিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

সংসক্তিত্যাগস্তু সর্ব্বসুখাবহ ইত্যাহ অসংসঙ্গেনেত্যাদিনা ॥ ৪৯ ॥

অনন্তঃসঙ্গমঙ্গানাং বিদ্ধি রাম রসায়নম্ ॥৫০ ॥
সংসঙ্গেনান্তরস্থেন দহ্যতে প্রকৃতিঃ স্বয়ম্।
স্বকলোত্থে নৈরকাঙ্ক্ষী পাবকেন যথৌষধিঃ॥ ৫১ ॥
সর্ব্বত্রাসক্তমাশান্তমনন্তমিব সংস্থিতম্।
অসৎকল্পং সদাভাসং সুখায়ৈব মনোভবেৎ॥ ৫২ ॥
বিদ্যাদৃশি প্রোদয়মাগতেন
ক্ষয়ং ত্ববিদ্যাবিষয়ে গতেন।
সর্ব্বত্র সংসক্তিবিবর্জ্জিতেন
স্বচেতসা তিষ্ঠতি যঃ স মুক্তঃ॥ ৫৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে সঙ্গবিচারযোগোপদেশোনামাষ্ট-
ষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৮ ॥

অনন্তঃ সঙ্গমন্তঃসঙ্গপরিত্যাগম্॥ ৫০ ॥

এরা এরকাতৃণবিশেষাস্তানবলম্বনায় কাঙ্ক্ষতে ইতি এরকাঙ্ক্ষী। কর্ম্মণ্যণ্। ওষধির্লতা যথা স্বং কলয়ন্তি মিশ্রয়ন্তি যানি তৃণানি তদুত্থেন পাবকেন দহ্যতে তথা প্রকৃতিকার্য্যদেহাদিসংসঙ্গাৎ প্রকৃতিভূতঃ স্বয়ং জীবোপি দহ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৫১ ॥

অসক্তং মনঃ সর্ব্বত্র সুখায়ৈব। অনন্তমাকাশমিব সংস্থিতম্॥ ৫২ ॥

অসৎকল্পতাং সদাভাসতাঞ্চ বিষয়বিভাগেন বিবৃণ্বন্নুপসংহরতি বিদ্যাদৃশীতি। প্রকৃষ্টমুদয়ং সূর্য্যাদিবদাবির্ভাবম্॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

সর্ব্বদা সর্ব্বসংস্থেন সর্ব্বেণ সহ তিষ্ঠতা।
সর্ব্বকর্ম্মরতেনাপি মনঃ কার্য্যং বিজানতা ॥ ১ ॥
ন সক্তমিহ চেষ্টাসু ন চিন্তাসু ন বস্তুষু।
নাকাশে নাপ্যধো নাগ্রে ন দিক্ষু ন লতাসু চ ॥ ২ ॥
ন বহির্ব্বিপুলাভোগে ন চৈবেন্দ্রিয়বৃত্তিষু।
নাভ্যন্তরে ন চ প্রাণে ন মূর্দ্ধনি ন তালুনি ॥ ৩ ॥
ন ভ্রূমধ্যে ন নাসান্তে ন মুখে ন চ তারকে।

মনঃসর্ব্বার্থসংসক্তিত্যাগাচ্চিন্মাত্রসুস্থিরম্।
চিন্মাত্রশেষং যেন স্যাৎ স ক্রমোঽত্র নিগদ্যতে ॥ ১ ॥

বিজানতা বিবেকিনা সর্ব্বদা তত্তৎকালোচিতসর্ব্বব্যবহারসংস্থেন তত্তদ্ব্যবহারোচিতেষ্টমিত্রভৃত্যপুত্রদারাদিনা সর্ব্বেণ সহ তিষ্ঠতা অনিষিদ্ধলৌকিকশাস্ত্রীয়সর্ব্বকর্ম্মরতেনাপি মনো বক্ষ্যমাণলক্ষণং কার্য্যমিত্যর্থঃ। অথবা একৈককালদেশমিত্রভৃত্যাদিসংস্থেন কতিপয়কর্ম্মরতত্বাপাদকপরিচ্ছিন্নসংসক্তিনিবারণায় প্রথমং সর্ব্বদেশকালাদিসর্ব্বোপকরণসম্পত্ত্যা সর্ব্বজগদ্ব্যবহারকর্ম্মরতেনাপি স্বেন ভূত্বা পশ্চাৎ বক্ষ্যমাণপ্রকারং মনঃ কার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

চেষ্টাদিকালকলনাস্বেষু মনঃ সক্তং ন কার্য্যমিতি সম্বন্ধঃ। সাধ্যবিষয়াসু চেষ্টাসু। অতীতবিষয়াসু চিন্তাসু। বর্ত্তমানেষু বস্তুষু। অগ্রে মধ্যে। লতাসু দিক্শাখাপ্রায়াসু বিদিক্ষু ॥ ২ ॥

বহিরাধিভৌতিকে। বিপুলে আ ভুজ্যত ইত্যাভোগে কলত্রভৃত্যাদিবিষয়ে। তদ্ভোগলক্ষণাস্বিন্দ্রিয়বৃত্তিষু। আভ্যন্তরে আধ্যাত্মিকে। প্রাণমূর্দ্ধাদীনি যোগশাস্ত্রোক্তানি তত্তৎকামাসিদ্ধ্যনুকূলানি ধারণাস্থানানি তেষ্বপি ॥ ৩

তারকে দক্ষিণাক্ষিকনীনিকায়াম্ ॥ ৪ ॥

নান্ধকারে ন চাভাসে ন চাস্মিন্ হৃদয়াম্বরে ॥ ৪ ॥
ন জাগ্রতি ন চ স্বপ্নে ন সুষুপ্তে ন নির্ম্মলে।
নাসিতে ন চ বা পীতরক্তাদৌ শবলে ন চ ॥ ৫ ॥
ন চলে ন স্থিরে নাদৌ ন মধ্যে নেতরত্র চ।
ন দূরে নান্তিকে নাগ্রে ন পদার্থে ন চাত্মনি ॥ ৬ ॥
ন শব্দস্পর্শরূপেষু ন মোহানন্দবৃত্তিষু।
ন গমাগমচেষ্টাসু ন কালকলনাসু চ ॥ ৭ ॥
কেবলং চিতিবিশ্রম্যং কিঞ্চিচ্চেত্যাবলম্বিনি।
সর্ব্বত্র নীরসমিব তিষ্ঠত্বাত্মরসং মনঃ ॥ ৮ ॥
তত্রস্থো বিগতাসঙ্গো জীবোঽজীবত্বমাগতঃ।
ব্যবহারমিমং সর্ব্বং মা করোতু করোতু বা ॥ ৯ ॥
অকুর্ব্বন্নপি কুর্ব্বাণো জীবঃ স্বাত্মরতিঃ ক্রিয়াঃ।
ক্রিয়াফলৈর্ন সম্বন্ধমায়াতি খমিবাম্বুদৈঃ ॥ ১০ ॥

নির্ম্মলে শুদ্ধসত্ত্বগুণে। অসিতে তমসি। পীতরক্তাদৌ রজসি। শবলে গুণসমাহারে ॥ ৫ ॥

চলে কার্য্যবর্গে স্থিরে কারণে অব্যক্তে। আদিমধ্যেতরাঃ সর্গাদি-কালান্তেষু। দূরাদিষু দিক্‌পরিচ্ছেদেষু। পদার্থে নামরূপসমাহারে। আত্মনি জীবে ॥ ৬ ॥

রূপান্তগ্রহণং রসগন্ধয়োরপ্যুপলক্ষণম্। মোহোবিষয়াভিলাষপারবশ্যম্। আনন্দবৃত্তয়ো বিষয়োপভোগকলানি তেষপি। গমাগমচেষ্টাসু খেচরত্বা-দিসিদ্ধিষু। কালকলনাসু অতীতানাগতজ্ঞতাচিরজীবনাদিসিদ্ধিষু ॥ ৭ ॥

কিঞ্চিৎ চেত্যং নিশ্চলা বুদ্ধিস্তদবলম্বিনি তৎসাক্ষিণি। আত্মরসভূমা-নন্দপ্রবণমতএব সর্ব্বত্র নীরসম্। "রসোপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্তত" ইতি ভগবদ্বচনাৎ। ইবকারস্তাদৃশমনঃস্থিতেরপি মিথ্যাত্বদ্যোতনার্থঃ ॥ ৮ ॥

অজীবত্বং ব্রহ্মতাম্ ॥ ৯ ॥

স্বাত্মরতিঃ স্বাত্মৈকপ্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥

অথবা তমপি ত্যক্ত্বা চেত্যাংশং শান্তচিদ্ঘনঃ
জীবস্তিষ্ঠতু সংশান্তো জ্বলন্মণিরিবাত্মনি ॥ ১১ ॥
নির্ব্বাণমাত্মনি গতঃ সততোদিতাত্মা
জীবোঽরুচির্ব্ব্যবহরন্নপি রামভদ্র।
নো সঙ্গমেতি গতসঙ্গতয়া ফলেন
কর্ম্মোদ্ভবেন সহতীব চ দেহভারম্ ॥ ১২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে শান্তিসমাধানযোগোপদেশোনাম্নৈ-কোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৯ ॥

চেত্যাংশং প্রাগুক্তং বুদ্ধিসাক্ষিত্বম্ ॥ ১১ ॥

অরুচির্ব্ব্যবহারফলেচ্ছাশূন্যো জীবো গতসঙ্গতয়া সঙ্গনিমিত্তা বিদ্যা-কামকর্ম্মবাসনাশূন্যতয়া হেতুনা কর্ম্মোদ্ভবেন ফলেন সঙ্গং নো এতি কিন্তু যাবৎ প্রারব্ধক্ষয়ং দেহভারমাত্রং সহতীব। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।

—(⤙(*)⤚)—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অসংসঙ্গসুখাভ্যাস সংস্থিতৈর্ব্বিততাত্মভিঃ ।
ব্যবহারিভিরপ্যন্তর্ব্বীতশোকভয়ৈঃ স্থিতম্ ॥ ১ ॥
প্রক্ষুব্ধাক্ষুব্ধদেহস্যাবিসম্বাদেন সম্বিদঃ ।
অন্তঃপূর্ণস্য বদনে শ্রীরিন্দোরিব লক্ষ্যতে ॥ ২ ॥
চেত্যহীনং চিদালম্বং মনোযস্য গতজ্বরম্ ।
তেনাম্বু কতকেনেব জনতা সম্প্রসীদতি ॥ ৩ ॥
নিত্যমাত্মদৃশা লীনো জ্ঞঃ স্বস্থশ্চঞ্চলোপি সন্ ।
ক্ষুব্ধোদৃশ্যত এবাসৌ প্রতিবিম্বার্কবন্মুধা ॥ ৪ ॥
আত্মারামা মহাত্মানঃ প্রবুদ্ধাঃ পরমোদয়াঃ ।
বহিঃ পিচ্ছাগ্রতরলা অন্তর্ম্মেরুরিবাচলাঃ ॥ ৫ ॥

অসঙ্গসুখবিশ্রান্তো ব্যবহারসমুত্থবৈঃ ।
যথা ন দূষ্যতে দোষৈস্তথা যুক্ত্যোপপাদ্যতে ॥ ১ ॥

অসংসঙ্গসুখস্যাভ্যাসো নিরন্তরমাস্বাদনং তত্র স্থিতৈর্ব্বিশ্রান্তৈঃ ॥ ১ ॥

তেষাং তথা স্থিতিঃ কেন লিঙ্গেন জ্ঞাতা তদাহ প্রক্ষুব্ধেতি। যতঃ প্রক্ষোভনিমিত্তৈঃ পুত্রধননাশবন্ধনাপমাননাদিভিঃ প্রক্ষুব্ধদেহবল্লক্ষ্যমাণস্যাপি বস্তুতস্তদ্রহিতস্য সম্বিদশ্চিত্তবৃত্তেঃ। পরমার্থসুখে অবিসম্বাদেন অবিপ্রলম্ভেন হেতুনা অন্তঃপূর্ণস্য। ইন্দুপক্ষে জ্যোতিশ্চক্ররথাদিগত্যা প্রক্ষুব্ধদেহস্যাপি স্বাসনে স্থিরত্বাদক্ষুব্ধদেহস্য সম্বেদয়তীতি সম্বিৎ সূর্য্যস্তস্য অবিসম্বাদেন পৌর্ণমাস্যামত্যন্তসাম্মুখ্যাদবৈষম্যেণান্তরমূর্তেঃ পূর্ণস্য বদনসদৃশে বিম্বে ॥ ২ ॥

যদনুগ্রহাদন্যেপি ক্ষোভমালিন্যামুচ্যন্তে তস্য নির্ব্বিক্ষোভত্বং কিং বাচ্য-মিত্যাশয়েনাহ চেত্যেতি ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

চিত্তমাত্মত্বমায়াতং সুখদুঃখানুরঞ্জনম্।
নোপৈতি রঙ্গসংযুক্তোমসৃণঃ স্ফটিকোযথা॥ ৬॥
সংসারদৃষ্টিরুদিতং জ্ঞাতলোকপরাবরম্।
ন রঞ্জয়তি সচ্চিত্তং জললেখা যথাম্বুজম্॥ ৭॥
আত্মধ্যানময়োঽধ্যানে প্রবোধং পরমাত্মনঃ।
কল্পনামলনির্ম্মুক্তঃ সোঽসক্ত ইতি কথ্যতে॥ ৮॥
আত্মারামতয়া জীবো যাত্যসংসঙ্গতামিহ।
আত্মজ্ঞানেন সংসঙ্গস্তনুতামেতি নান্যথা॥ ৯॥
জাগ্রত্যেব সুষুপ্তস্থো জীবো ভবতি রাঘব।
অস্যাং দৃশি গতোঽদ্বন্দ্বো নিত্যানন্দময়োদয়ঃ॥ ১০॥
অত্র প্রৌঢ়িমুপায়াতঃ সূর্য্যতামেতি পাবনীম্।
পরিণামবশাদিন্দুরমাবাস্যার্কতামিব॥ ১১॥

বিক্ষোভকালেঽপি তদভাবে দৃষ্টান্তমাহ চিত্তমিতি। রঙ্গো রঞ্জকোপাধি-জপাকুসুমাদিঃ। মসৃণঃ স্নিগ্ধঃ॥ ৬॥

উদিতং নিরতিশয়ানন্দাভিব্যক্তিং প্রাপ্তবত্তম্। জ্ঞাতং লোকানাং পরং ঈশ্বরত্বমবরং জীবত্বঞ্চ যেন॥ ৭॥

যাবদয়মহংমমসঙ্কল্পান ভবতি তাবৎ বাহ্যেষু অসংসক্তিদুর্লভেত্যাশয়েন স্বসংসক্তলক্ষণমাহ আত্মেতি। যদা অয়ং পরমাত্মনঃ প্রবোধং প্রাপ্য কল্পনাহেতুভূতমলৈর্নির্ম্মুক্তঃ সন্ অধ্যানেঽপি নিরতিশয়ানন্দাত্মনঃ স্বতঃ স্ফুরণাৎ নির্ব্বিকল্পসমাধাবিব সদৈব আত্মধ্যানময় ইব সুখময়োভবতি তদা স্বসক্ত ইতি কথ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৮॥

জ্ঞানপরিপাকোৎকর্ষাদাত্মসক্ত্যুৎকর্ষক্রমেণ সংসঙ্গঃ ক্ষীয়ত ইত্যাহ আত্মারামতয়েতি॥ ৯॥

অস্যাঃ উক্তলক্ষণায়াঃ স্বসংসক্তদৃশি গতঃ পরিণতঃ। অদ্বন্দ্বঃ প্রিয়াপ্রিয়রহিতঃ॥ ১০॥

প্রৌঢ়িং অভ্যাসক্রমাৎ প্ররূঢ়তাম্। পরিণামঃ ক্রমাৎ কলাপচয়স্তদ্বশাজ্জনমধ্যে মণ্ডলে সূর্য্যপ্রতিবিম্বাস্য ইন্দুর্যথা অমাবাস্যায়াং স্ববিম্বভূতার্কতা-

চিত্তে চিত্তদশাহীনে যা স্থিতিঃ ক্ষীণচেতসাম্।
সোচ্যতে শান্তকলনা জাগ্রত্যেব সুষুপ্ততা ॥ ১২ ॥
তাং সুষুপ্তদশামেত্য জীবন্ ব্যবহরন্নরঃ।
সুখদুঃখরসত্রাভির্ন কদাচন কৃষ্যতে ॥ ১৩ ॥
জাগ্রত্যেব সুষুপ্তস্থো যঃ করোতি জগৎক্রিয়াম্।
তং যন্ত্রপুত্রকমিব নায়াতি সুখদুঃখদৃক্ ॥ ১৪ ॥
চিত্তস্য বাধিকা শক্তির্ভাবাভাবোপতাপদা।
আত্মতামাগতে চিত্তে তস্য কিং বাধতে কথম্ ॥ ১৫ ॥
সুষুপ্তবুদ্ধিঃ কর্ম্মাণি পূর্ব্বমেবাবহেলয়া।
কুর্ব্বন্ন বধ্যতে জীবো জীবন্মুক্ততয়া স্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
সৌষুপ্তীং বৃত্তিমাশ্রিত্য কুরু মা কুরু বানঘ।
কর্ম্ম প্রকৃতিজং পাকবশাদুপগতং স্থিতম্ ॥ ১৭ ॥
নাদানং ন পরিত্যাগঃ কর্ম্মণো জ্ঞায় রোচতে।
তিষ্ঠন্ত্যোবগতাত্মানো যথাপ্রাপ্তানুবর্ত্তিনঃ ॥ ১৮ ॥
কুর্ব্বন্নপি ন কর্ত্তাসি সুষুপ্তৈকস্থয়া ধিয়া।

মেতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

জাগ্রত্যেব সুষুপ্তস্থ ইতি যদুক্তং তদ্বিশদয়তি চিত্তে ইতি ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

নিরহম্ভাবসাম্যাৎ যন্ত্রপুত্রকোনর্ত্তকপ্রতিমা তত্তুল্যদেহম ॥ ১৪ ॥

চিত্তস্য বাধিকা পীড়াকরী অহম্ভাবলক্ষণৈব শক্তিঃ সা হি অনিষ্টানামিষ্টানাঞ্চ ভাবাভাবাভ্যামাগমাপায়াভ্যামুপতাপদা ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বং সাধনদশামারভ্যৈবাবহেলয়া অভিনিবেশত্যাগেন ॥ ১৬ ॥

প্রকৃতির্ব্বর্ণাশ্রমস্বভাবস্তজ্জং তদুচিতং প্রারব্ধপাকবশাদুপগতং প্রাপ্তং লোকশাস্ত্রস্থিতম্ ॥ ১৭ ॥

যেপ্যাশ্রমোচিতমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমেবেতি মন্যন্তে তান্ প্রত্যাহ নাদানমিতি ॥ ১৮ ॥

যদি তত্ত্বজ্ঞো যদি বা অতত্ত্বজ্ঞ ইতি পূর্ব্বোত্তরবাক্যয়োঃ শেষঃ ॥ ১৯ ॥

অকর্ত্তাপি চ কর্ত্তাসি যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ১৯ ॥
যথা ন কিঞ্চিৎ কলয়ন্ মঞ্চকে স্পন্দতে শিশুঃ।
তথা ফলান্যকলয়ন্ কুরু কর্ম্মাণি রাঘব ॥ ২০ ॥
অচেত্যচিৎপদস্বস্থো জাগ্রত্যপি সুষুপ্তধীঃ।
যৎ যৎ করোতি লব্ধাত্মা তস্মিংস্তস্য ন কর্ত্তৃতা ॥ ২১ ॥
দশামাসাদ্য সৌষুপ্তীং স্বচিত্তে চ বিবাসনঃ।
অন্তঃশীতলতামেতি জ্যো রসেন যথা শশী ॥ ২২ ॥
সুষুপ্তস্থোমহাতেজাঃ পূর্ণঃ পূর্ণেন্দুবিম্ববৎ।
সমঃ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ভবত্যদ্রিষবর্ত্তুষু ॥ ২৩ ॥
সুষুপ্তসংস্থো ধীরাত্মা বহিরায়াতি লোলতাম্।
ক্রিয়াসু নোভবেৎ কম্পঃ প্রস্পন্দিত ইবাচলঃ ॥ ২৪ ॥
সুষুপ্তাবস্থিতোভূত্বা দেহং বিগতকল্মষঃ।
পাতয়াশ্বথ বা দীর্ঘং কালং ধারয় শৈলবৎ ॥ ২৫ ॥
এষৈব রাম সৌষুপ্তী স্থিতিরভ্যাসযোগতঃ।
প্রৌঢ়া সতী তুর্য্যমিতি কথিতা তত্ত্ববেদিভিঃ ॥ ২৬ ॥

ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং কলয়ন্ সঙ্কল্পয়ন্। সহজানন্দলীলয়ৈব স্পন্দতে ॥২০॥

তজ্জ্ঞৈর্বা দীপিতো বোধাঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

যথা অদ্রিঃ ষট্স্বপি ঋতুষু অবিকৃতত্বাৎ সম স্তদ্বৎ সর্ব্বাসু আপৎসম্পদবস্থাসু সমো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ধীরাত্মা লৌকিকবৈদিকক্রিয়াসু বহিরেবমেব লোলতামিবায়াতি নোহন্তর্ভবন্ কম্পোযস্য তথাবিধো ভবতি। তথা বায়ুনা বহির্বৃক্ষতৃণাদৌ প্রস্পন্দিতোঽচলঃ পর্ব্বতস্তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

ক্রিয়াস্বিব তস্য মরণজীবনয়োরপ্যবিকারিতা তুল্যেত্যাশয়েনাহ সুষুপ্তেতি ॥ ২৫ ॥

নন্বু বিদুষাং সদৈব তুর্য্যস্থিতির্যুক্তা ন সৌষুপ্তে সেতি শঙ্কামালক্ষ্যাহ এষৈবেতি ॥ ২৬ ॥

আনন্দময় এবাস্তঃ প্রক্ষীণসকলাময়ঃ।
অত্যন্তাস্তঙ্গতমনা ভবতি জ্ঞো মহোদয়ঃ॥ ২৭॥
তত্রস্থোজ্ঞঃ প্রমুদিতঃ পরমানন্দঘূর্ণিতঃ।
লীলামিবেমাং রচনাং সদা সমনুপশ্যতি॥ ২৮॥
বীতশোকভয়ায়াসো গতসংসারসম্ভ্রমঃ।
তুর্য্যাবস্থামুপারূঢ়ো ভূয়ঃ পততি নাত্মবান্॥ ২৯॥
প্রাপ্য স্বাং পদবীং পুণ্যাং যথেদং ভ্রমিতং জগৎ।
শৈলসংস্থ ইবাধঃস্থং হসন্ পশ্যতি ধীরধীঃ॥ ৩০॥
অস্যাস্তু তুর্য্যাবস্থায়াং স্থিতিং প্রাপ্যাবিনাশিনীম্।
আনন্দৈকান্তলীনত্বাদনানন্দপদং গতঃ॥ ৩১॥
অনানন্দমহানন্দ কলাতীতস্ততোপি হি।
মুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী তুর্য্যাতীতং পদং গতঃ॥ ৩২॥
পরিগলিতসমস্তজন্মপাশঃ
সকলবিলীনতমোময়াভিমানঃ।

তর্হি সৌষুপ্তী স্থিতিরিত্যুক্তেঃ কোভিপ্রায়স্তমাহ আনন্দময় ইতি। নির্দ্দুঃখত্বে সতি নিরতিশয়সুখসমৃদ্ধতা সৌষুপ্তে আনন্দময়ে সত্বাৎ তদ্বিবক্ষয়া তথোক্তিরিত্যর্থঃ॥ ২৭॥

তৎস্থস্য কীদৃশং জগদ্দর্শনং তদাহ তত্রেতি॥ ২৮॥
নম্বু তাং লীলাং পশ্যংস্তত্র স পুনঃ পতেদপি নেত্যাহ বীতেতি॥ ২৯॥
কুতোন পততি তত্রাহ প্রাপ্যেতি। যতো দোষদৃষ্ট্যা হসন্ পশ্যতি ন পুরুষার্থবুদ্ধ্যেত্যর্থঃ॥ ৩০॥ ৩১॥

ইত্থং যাবজ্জীবং তস্য তুরীয়স্থিতিমুক্ত্বা অন্তে বিদেহস্য তুর্য্যাতীতস্থিতিমাহ অনানন্দেতি। অনানন্দমবস্থাত্রয়পদং তদপেক্ষ্য তুর্য্যাপদং মহানন্দমিতি তজ্জীবন্মুক্তস্য সদা ভবতি। বিদেহমুক্তৌ তু অনানন্দস্মরণাযোগাৎ তদপেক্ষয়া মহত্বকলনাযোগাৎ তদতীতস্ততোপি মুক্তস্তুর্য্যাতীতপদং গত ইত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৩২॥

পরমরসময়ীং প্রয়াতি সত্তাং
জলগতসৈন্ধবখণ্ডবন্মহাত্মা ॥ ৩৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে অসংসঙ্গবিকল্পোপদেশো নাম
সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭০ ॥

তামেব স্থিতিং বর্ণয়ন্নুপসংহরতি পরিগলিতেতি। যতঃ সকলা বিলীনা-হংমোময়া অভিমানা যস্য অতএব পরিগলিতসমস্তজন্মহেতুকামকর্ম্মবাসনা-পাশো মহাত্মা জলগতসৈন্ধবখণ্ডবৎ খিলাভাববিলয়াৎ পরমো রস্যত ইতি রস আনন্দো রসনৈকবেদ্যা শশ্চ তন্ময়ীং সত্তাং পরমার্থস্থিতিং প্রযাতীত্যর্থঃ॥ ৩৩

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
সপ্ততিতমঃ সর্গঃ। ৬৭ ॥

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।

—০()•()০—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

যাবত্তুর্য্যপরামর্শস্তাবৎ কেবলতাপদম্ ।
জীবন্মুক্তস্য বিষয়োবচসাঞ্চ রঘূদ্বহ ॥ ১ ॥
অত ঊর্দ্ধগদেহানাং মুক্তানাং বচসাং তথা ।
বিষয়োন মহাবাহো পুরুষাণামিবাম্বরম্ ॥ ২ ॥
সা হি বিশ্রান্তিপদবী দূরেভ্যোপি দবীয়সী ।
গম্যা বিদেহমুক্তানাং খলেখেব নভস্বতাম্ ॥ ৩ ॥
সুষুপ্তাবস্থয়া কঞ্চিৎ কালং ভুক্ত্বা জগৎস্থিতিম্ ।
তুর্য্যতামেতি তদনু পরমানন্দঘূর্ণিতঃ ॥ ৪ ॥

পরস্যাব্যবহার্য্যত্বাৎ তুর্য্যমত্রোপবর্ণ্যতে ।
শরীরাদিনিরাসেন যথা মোহাজ্জনিক্রমঃ ॥ ১ ॥

তুর্য্যাতীতপদত্যাগাদিব্যবহারাবিষয়ত্বং দর্শয়িতুং ভূমিকাং রচয়তি যাবদিতি । অবস্থাত্রয়পাদান্ পরামৃশ্য তৎসাক্ষিচিন্মাত্রে তদ্বিলাপনক্রমেণ চিন্মাত্রপরিশেষাবস্থিতিলক্ষণতুর্য্যস্য যাবৎ পরামর্শঃ সাক্ষাদনুভবস্তাবন্মাত্রং কেবলতাপদং জীবন্মুক্তস্য শ্রুত্যাদিবচসাঞ্চ বিষয়ঃ । বাক্যজন্যাখণ্ডাকারবৃত্তেস্তাবত্যেব পর্য্যবসানাদিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

তত ঊর্দ্ধং অদেহানাং মুক্তানাং প্রাপ্যমপি তুর্য্যাতীতপদং তেষাং বেদবচসাঞ্চ বিষয়ো ন তদ্বিষয়তাপাদনহেতোর্ম্মনসঃক্ষয়াৎ । যথা বায়ুগম্যমম্বরমাকাশং পুরুষাণাং মনুষ্যাণাং বিষয়োন তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

গম্যা প্রাপ্যা । খলেখা ব্যোমবীথী । নভস্বতাং বায়ুনামিব ॥ ৩ ॥

অতঃ সদেহমুক্তানাং পঞ্চমভূমিকাক্রমেণ সপ্তমান্তভূমিকাস্বেব স্থিতিরিত্যাহ সুষুপ্তেতি ॥ ৪ ॥

তুর্য্যাতীতদশাং তজ্জ্ঞা যথা যান্ত্যাত্মকোবিদাঃ।
তথাধিগচ্ছ নির্দ্দ্বন্দ্বং পদং রঘুকুলোদ্বহ ॥ ৫ ॥
সুষুপ্তাবস্থয়া রাম ভবসদ্ব্যবহারবান্।
চিত্রেন্দোরিব তে ন স্তঃ ক্ষয়োদ্বেগাবরিন্দম ॥ ৬ ॥
শরীরসন্নিবেশস্য ক্ষয়ে স্থৈর্য্যে চ সম্বিদঃ।
মা গৃহাণ ভ্রমোহেষ শরীরমিতি জৃম্ভতে ॥ ৭ ॥
দেহনাশেন কোর্থস্তে কোর্থস্তে দেহসংস্থয়া।
ভব ত্বং প্রকৃতারম্ভস্তিষ্ঠত্বেষ যথাস্থিতম্ ॥ ৮ ॥
জ্ঞাতবানসি তৎ সত্যং বুদ্ধবানসি তৎ পদম্।
প্রাপ্তবানসি রূপং স্বং বিশোকোভব ভূতয়ে ॥ ৯ ॥
ঈপ্সিতানীপ্সিতং ত্যক্ত্বা শীতলালোকশোভয়া।
অন্ধকারাৎ তথাম্ভোদান্মুক্তং খমিব শোভতে ॥ ১০ ॥
মনস্তবাত্মসম্পন্নং নাধঃ সমনুধাবতি।
যোগমন্ত্রতপঃসিদ্ধঃ পুরুষঃ খাদিবাবনিম্ ॥ ১১ ॥

জ্ঞানদার্ঢ্যাত্ত্ব তুর্য্যাতীতপদাবিশ্রান্তিপর্য্যন্তং ত্বয়া কার্য্যং নান্তরালিকভূমিকামাত্রপর্য্যবসিতমিত্যাহ তুর্য্যাতীতেতি ॥ ৫ ॥

তত্র প্রথমং পঞ্চমভূমিকৈব শাস্ত্রীয়ব্যবহারনির্ব্বাহার্থমভ্যসনীয়েত্যাশয়েনাহ সুষুপ্তাবস্থয়েতি। ক্ষয়োমৃত্যুঃ কলাপচয়শ্চ উদ্বেগোভয়ং রাহূপরোধশ্চ ॥৬॥

নন্থ দেহনাশে সম্বিন্নাশস্যাপ্যবর্জ্জনাৎ কথং সম্বিদাত্মনোমে ন ক্ষয়স্তত্রাহ শরীরেতি। সম্বিদঃ ক্ষয়ং স্থৈর্য্যঞ্চেতি শেষঃ ॥ ৭ ॥

যদি দেহ ইতি ভ্রমস্তর্হি স এব নশ্যতাং তত্রাহ দেহেতি। প্রকৃতে স্বাত্মবোধস্থৈর্য্যে আরম্ভঃ প্রযত্নোযস্য তথাবিধোভব। এষ দেহঃ ॥ ৮ ॥

স্বাত্মবোধে সন্দেহং বারয়তি জ্ঞাতবানসীতি। সত্যং জগদধিষ্ঠানতত্ত্বম্। পদং অবস্থাত্রয়াধিষ্ঠানম্। স্বং রূপং অখণ্ডবাক্যার্থস্বরূপম্ ॥ ৯ ॥

খং অর্থাচ্ছরদাকাকাশম্ ॥ ১০ ॥

অধঃ অর্ব্বাক্তনবিষয়সুখে। সিদ্ধঃ খেচরসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ খাৎ খং বিহায় যথা অবনিং ন সমনুধাবতি তদ্বৎ ॥ ১১ ॥

ইহ শুদ্ধা চিদেবাস্তি পারাবারবিবর্জ্জিতা।
অয়ং সোহমিদং তস্ম ইতি তে মাস্তু বিভ্রমঃ ॥ ১২ ॥
আত্মেতি ব্যবহারার্থমভিধা কল্পিতা বিভোঃ।
নামরূপাদিভেদস্তু দূরমস্মাদলংগতঃ ॥ ১৩ ॥
জলমেব যথাম্ভোধির্ন তরঙ্গাদিকং পৃথক্।
আত্মৈবেদং তথা সর্ব্বং ন ভূতোয়াদিকং পৃথক্ ॥ ১৪ ॥
যথা সমন্তাজ্জলধৌ জলাদন্যন্ন লভ্যতে।
তথৈব জগতঃ স্ফারাদাত্মনোন্যন্ন লভ্যতে ॥ ১৫ ॥
অয়ং সোহমিতি প্রাজ্ঞ ক করোষি ব্যবস্থিতিম্।
কিং তত্ত্বং কিঞ্চ বা তে স্যাৎ কিং তত্ত্বং কিঞ্চ বা ন তে॥১৬
ন দ্বিত্বমস্তি নো দেহাঃ সম্বন্ধো ন চ তৈঃ স্থিতঃ।
সম্ভাব্যতে কলঙ্কোবা ভানোরিব তমঃপটৈঃ ॥ ১৭ ॥
দ্বিত্বমভ্যুপগম্যাপি কথয়ামি তবারিহন্।
দেহাদিভিঃ সদ্ভিরপি ন সম্বন্ধোবিভোর্ভবেৎ ॥ ১৮ ॥
ছায়াতপপ্রসরয়োঃ প্রকাশতমসোর্যথা।

পরাবারে পরার্ব্বাচীতীরে পরিচ্ছেদ ইতি যাবৎ ॥ ১২ ॥

যদিঃ শুদ্ধা চিদেকৈবাস্তি তর্হ্যাত্মেতি তদ্ব্যতিরিক্তা অভিধা কথং তত্রাহ আত্মেতি ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

সমন্তাৎ পূর্ণাজ্জলাৎ। জগতঃ স্ফারাৎ জগদাত্মনা বিস্তৃতাৎ ॥ ১৫ ॥

দেহাদিভাবেষু যৎত্বং যচ্চ তে তৎ কিম্। যত্র ত্বং যচ্চ বা ন তে তৎ কিম্। অধ্যাসদৃশা কস্যাপি ত্বদাত্মতায়াস্তৎসংসৃষ্টতায়াশ্চাসম্ভবাদধিষ্ঠানদৃশা সর্ব্বত্রৈব তৎসম্ভবাচ্চেতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

পরমার্থতস্তু দ্বিত্বমেব নাস্তীতি তদধীনা দেহতৎসম্বন্ধতদুপাদানকলঙ্কাদিসম্ভাবনা দূরনিরস্তেত্যাহ নেতি ॥ ১৭ ॥

অভ্যুপগতেপি দ্বৈতে দেবাদিসত্যত্বে চ চিদাত্মনস্তৎসংস্পর্শো ন সম্ভবত্যেবেতি প্রৌঢ়িমাদর্শয়ন্নাহ দ্বিত্বমিত্যাদিনা ॥ ১৮ ॥

ন সম্ভবতি সম্বন্ধস্তথা বৈ দেহদেহিনোঃ ॥ ১৯ ॥
যথা শীতোষ্ণয়োর্নিত্যং পরস্পরবিরুদ্ধয়োঃ ।
ন সম্ভবতি সম্বন্ধোরামদেহাত্মনোস্তথা ॥ ২০ ॥
অবিনাভাবিনোর্যস্তু সম্বন্ধঃ কথমেতয়োঃ ।
জড়চেতনয়োর্দ্দেহদেহিনোরনুভূয়তে ॥ ২১ ॥
চিন্মাত্রস্যাত্মনোদেহ সম্বন্ধ ইতি যা কথা ।
সৈষা দুরববোধার্থা দাবাগ্নৌ জলধির্যথা ॥ ২২ ॥
সত্যাবলোকনেনৈষা মিথ্যাদৃষ্টির্ব্বিনশ্যতি ।
অবলোকনয়া সাম্যমাতপে জলধির্যথা ॥ ২৩ ॥
চিদাত্মা নির্ম্মলোনিত্যঃ স্বাবভাসোনিরাময়ঃ ।
দেহস্ত্বনিত্যোমলবাংস্তেন সম্বধ্যতে কথম্ ॥ ২৪ ॥
স্পন্দময়াতি বাতেন ভূতৈর্ব্বা পীবরীকৃতঃ ।
দেহস্তেন ন সম্বন্ধো মনাগেব সহাত্মনা ॥ ২৫ ॥

আদ্য একপ্রদেশপ্রসরণলক্ষণে সংসর্গে দ্বিতীয়স্তাদাত্ম্যে দৃষ্টান্তঃ ॥১৯॥২০॥

মাস্তু সংযোগস্তাদাত্ম্যং বা সমবায়স্তু কিং ন স্যাৎ তত্রাহ অবিনাভাবিনোরিতি। অযুতসিদ্ধয়োরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যা কথা উক্তিঃ। দেহস্য চিদাশ্রয়ত্বে বিষয়ত্বাযোগাদস্ফুরণাপত্তের্ব্বিষয়ত্বে চাশ্রয়ত্বাযোগাৎ সমবায়াদ্যসিদ্ধের্ব্বিষয়তাসম্বন্ধস্য চ মিথ্যার্থসাধারণস্য সত্যত্বাযোগাৎ দুরববোধার্থেত্যর্থঃ। অগ্নৌ জলধিরিতি কথেতি শেষঃ॥২২॥

তর্হ্যধ্যস্ত এব সম্বন্ধস্তত্রাপ্যাহ সত্যেতি। দেহাত্মসম্বন্ধাধ্যাসস্য আত্মাধিষ্ঠানকত্বে আত্মদর্শনাদেব বাধঃ স্যাদিত্যর্থঃ। সাম্যং অধ্যস্তবৈষম্যং বাধং যথা যাতীতি শেষঃ ॥ ২৩ ॥

শুদ্ধমপাপবিদ্ধমিত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধ স্বাভাবিকশুদ্ধ্যা বিরোধাদপ্যাত্মানা শুদ্ধং দেহাদি স্পৃশতীত্যাহ চিদাত্মেতি ॥ ২৪ ॥

নন্বাত্মসম্বন্ধাভাবে দেহস্য স্পন্দাদিঃ কথং মৃতদেহে তদদর্শনাদিতি চেৎ তত্রাহ স্পন্দমিতি। বাতেন প্রাণবায়ুনা। ভূতৈরন্নাদিভিঃ প্রাণাবষ্টম্ভহেতুভিঃ পীবরীকৃত উপচিত আহিতবল ইতি যাবৎ। তথাচ স্পন্দো

সিদ্ধে দ্বিত্বেপি দেহস্য ন সম্বন্ধস্য সম্ভবঃ।
দ্বিত্বাসিদ্ধৌ তু সুমতে কলনৈবেদৃশী কুতঃ॥ ২৬॥
ইত্যেতদেব তৎসত্ত্বে তত্রৈবান্তঃস্থিতিং কুরু।
ন বন্ধোঽস্তি ন মোক্ষোঽস্তি কদাচিৎ কস্যচিৎ কচিৎ॥২৭॥
সর্ব্বমাত্মময়ং শান্তমিত্যেবং প্রত্যয়ং স্ফুটম্।
সবাহ্যাভ্যন্তরং রাম সর্ব্বত্র দৃঢ়তাং নয়॥ ২৮॥
সুখী দুঃখী বিমূঢ়োঽস্মীত্যেতা দুর্দৃষ্টয়ঃ স্মৃতাঃ।
আসু চেৎ বস্তুবুদ্ধিস্তে তচ্চিরং দুঃখমিচ্ছসি॥ ২৯॥
যঃ ক্রমঃ শৈলতৃণয়োঃ কৌষেয়োপলয়োস্তথা।
সাম্যং প্রতি স এবোক্তঃ পরমাত্মশরীরয়োঃ॥ ৩০॥

প্রাণো বলং বা হেতুর্নাস্যেত্যর্থঃ। অপ্যর্থে এবকারঃ। ন সম্বন্ধো দেহস্য॥২৫॥

এবং দ্বৈতসত্যত্বাভ্যুপগমে যদা ন সম্বন্ধস্তদা কিং বক্তব্যং তদনভ্যুপগমে ইতি প্রৌঢ়িবাদমুপসংহরন্নাহ সিদ্ধে ইতি। সিদ্ধে সত্যে॥ ২৬॥

নম্ন দ্বিত্বাসিদ্ধিরেব কুত ইত্যাশঙ্ক্য সম্বন্ধদূষণার্থং দর্শিতা যুক্তীস্তত্রাপ্যতিদিশতি ইতীতি। তস্য দ্বিত্বস্য সত্ত্বে সত্যত্বে কেন চিদাশঙ্ক্যমানে সতি ইতি প্রাগুক্তমেতদেব যুক্তিজাতমুপন্যসনীয়ম্। দ্বিতীয়সিদ্ধৌ হি দ্বিত্বং স্যাৎ। দ্বিতীয়ং চিচ্চেৎ তত্র ভেদকাভাবঃ। জড়ং চেৎ ছায়াতপাদিবৎ বিরোধাৎ পূর্ব্বাসদ্ধচিদ্বিরুদ্ধং ন সিধ্যতি। চিচ্চ স্বাসম্বদ্ধং জড়ং সাধয়তীতি কথা দুরববোধার্থা। অধ্যস্তং চেৎ সত্যচিদবলোকনমাত্রাৎ বিনশ্যেৎ। নির্ম্মলাসঙ্গত্বাদ্যাত্মস্বভাববিরুদ্ধঞ্চ মলিনং জড়ং অসঙ্গেন কথং সাধ্যেতেত্যাদিযুক্তীনামত্রাপি সাম্যাদিতি ভাবঃ। অতোদ্বৈতভ্রমং বিহায় তত্র অদ্বিতীয়চিন্মাত্র এব স্থিতিং কুরু। তত্র চ বন্ধমোক্ষাদিশব্দৈব নাস্তীত্যর্থঃ॥ ২৭॥

কীদৃশী সা স্থিতির্য্যা ময়া কার্য্যা তামাহ সর্ব্বমিতি॥ ২৮॥

সর্ব্বাত্মদৃষ্টিশ্চ বিরুদ্ধদুর্দৃষ্টিনিরাসে দৃঢ়ীভবতি নান্যথেত্যাশয়েনাহ সুখীতি। তৎ তর্হি॥ ২৯॥

নম্ন দেহদুঃখাদয়োপি প্রত্যক্ষাদিভিঃ পুরস্কৃতাঃ আত্মাপি শ্রুতিযুক্তিভিঃ পুরস্কৃতস্তদনয়োস্তুল্যত্বে কোবিশেষো যেনাত্মদৃষ্টিমবলম্ব্য দেহাদিদৃষ্টির্নিরস্ত-

যথা তেজস্তিমিরয়োর্ন সম্বন্ধো ন তুল্যতা।
অত্যন্তভিন্নয়োরাম তথৈবাত্মশরীরয়োঃ ॥ ৩১ ॥
যথা শীতোষ্ণয়োরৈক্যং কথাস্বপি ন দৃশ্যতে।
জড়প্রকাশয়োঃ শ্লেষো ন তথাত্মশরীরয়োঃ ॥ ৩২ ॥
দেহশ্চলতি বাতেন তেনৈবায়াতি গচ্ছতি।
শব্দং করোতি বাতেন দেহনাড়ীবিলাসিনা ॥ ৩৩ ॥
শব্দঃ কচটতপ্রায়ঃ স্ফুরত্যন্তঃসমীরণৈঃ।
যথা প্রজায়তে বংশাৎ দেহরন্ধ্রাৎ তথৈব হি ॥ ৩৪ ॥
কনীনিকাপরিস্পন্দশ্চক্ষুঃ স্পন্দস্য মারুতাৎ।
ইন্দ্রিয়স্ফুরণাৎ সৈব সম্বিৎ কেবলমাত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥

নীয়েত্যুচ্যতে তত্রাহ য ইতি। ক্রমেঃবিশেষঃ। যথা চক্ষুষা দূরাৎ শৈলতৃণয়োর্মধ্যে মহত্ত্বাৎ স্থিরত্বাচ্চ শৈলদৃষ্টিঃ সুকরা চলত্বাৎ পেলবত্বাচ্চ তৃণদৃষ্টির্দুষ্করা যথা বা ত্বচা মৃদুত্বাৎ সুখস্পর্শত্বাচ্চ কৌশেয়স্পর্শ উপাদেয়ঃ কঠোরতাদুঃখদত্বাচ্চ উপলস্পর্শোহেয়স্তথা অপরিচ্ছিন্নত্বাৎ সদা স্বপ্রকাশত্বাদানন্দরূপত্বাচ্চ পরমাত্মদৃষ্টিঃ সুকরা উপাদেয়া চ দেহাদ্যনাত্মদৃষ্টিস্তু পেলবত্বাদস্থিরত্বাৎ মন আদিসাপেক্ষত্বাচ্চ দুষ্করা হেয়া চেতি মহদন্তরমস্তীতি ন সাম্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

বিরুদ্ধত্বাদপি সম্বন্ধবৎ সাদৃশ্যমপি নিরসিতুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ যথেতি॥৩১

বিরোধাদেব তাদাত্ম্যাশঙ্কায়াঃ প্রসক্তিরেব নাস্তীত্যাশয়েনাহ যথেতি। শ্লেষঃ সংযোগস্তস্যাপ্যসম্ভবে ঐক্যং দূরনিরস্তমিত্যাশয়ঃ ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বমাত্মসম্বন্ধাভাবেপি দেহচেষ্টাদের্শাতেন গতার্থতোক্তা অত্র তু আত্মৈক্যাভাবেপীতি ন পৌনরুক্ত্যম্ ॥ ৩৩ ॥

দেহরন্ধ্রং কণ্ঠস্তদ্‌গতৈঃ প্রাণসমীরণৈঃ কণ্ঠতাল্বাদিস্থানেষু জিহ্বাদিনা অভিহত্য নিঃসার্য্যমাণৈঃ কবর্গচবর্গটবর্গাদিঃ শব্দঃ স্ফুরতীতি প্রত্যক্ষসিদ্ধমিত্যর্থঃ। বংশাৎ সচ্ছিদ্রকীচকাৎ ॥ ৩৪ ॥

এবং চক্ষুরাদিসর্ব্বেন্দ্রিয়স্পন্দোপি বায়ুত এব আত্মনস্তু কেবলং সম্বিদেব কৃত্যং নান্যাদিত্যাহ কনীনিকেতি। বিষয়প্রদেশে চক্ষুঃস্পন্দস্য নিমিত্ত-

আকাশোপলকুড্যাদৌ সর্ব্বত্রাত্মদশা স্থিতা।
প্রতিবিম্বমিবাদর্শে চিত্ত এবাত্র দৃশ্যতে ॥ ৩৬ ॥
শরীরালয়মুৎসৃজ্য যত্র চিত্তবিহঙ্গমঃ।
স্ববাসনাবশাৎ যাতি তত্রৈবাত্মানুভূয়তে ॥ ৩৭ ॥
যত্র পুষ্পং তত্র গন্ধসম্বিদঃ সংস্থিতা যথা।
যত্র চিত্তং হি তত্রাত্মসম্বিদঃ সংস্থিতাস্তথা ॥ ৩৮ ॥
সর্ব্বত্র স্থিতমাকাশমাদর্শে প্রতিবিম্বতি।
যথা তথাত্মা সর্ব্বত্র স্থিতশ্চেতসি দৃশ্যতে ॥ ৩৯ ॥
অপামবনতং স্থানমাস্পদং ভূতলে যথা।
অন্তঃকরণমেবাত্মসম্বিদামাস্পদং তথা ॥ ৪০ ॥
সত্যাসত্যং জগদ্রূপমন্তঃকরণবিম্বিতা।
আত্মসম্বিত্তনোতীদ মালোকমিব সূর্য্যভা ॥ ৪১ ॥
অন্তঃকরণমেবাতঃ কারণং ভূতসংস্থতৌ।
আত্মা সর্ব্বাতিগত্বাত্তু কারণং সদকারণম্ ॥ ৪২ ॥
অবিচারণমজ্ঞানং মৌর্খ্যমাহুর্ম্মহাধিয়ং।

তুতঃ কনীনিকাপরিস্পন্দোপি মারুতাদেব। এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়স্ফুরণাজ্জায়মানা সা স্ফূর্ত্তিলক্ষণা সম্বিদেব কেবলমাত্মনোনাস্তীদিতার্থঃ ॥ ৩৫ ॥

যদ্যপি সা সম্বিৎ সর্ব্বগতা সনাতনী চ তথাপি চিত্তবৃত্তিষেবাভিব্যক্তা নান্যত্রেত্যাহ আকাশেতি ॥ ৩৬ ॥

অতএব তদ্গমনাদেবাত্মনঃ পরলোকগমনাদিব্যবহারোপীত্যাহ শরীরেতি ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

অবনতং নিম্নম্। আত্মসম্বিদাং চিৎপ্রতিবিম্বানাম্ ॥ ৪০ ॥

সত্যং ব্যবহারিকম্। অসত্যং প্রাতিভাসিকম্। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

অন্তঃকরণং তৎসমষ্ট্যাত্মা হিরণ্যগর্ভঃ প্রতিবিম্বদ্বারা কারণং সদপি স্বতঃ অকারণম্ ॥ ৪২ ॥

অন্তঃকরণস্য তর্হি কিং কারণং তদাহ অবিচারণমিতি। পর্য্যায়ত্রয়ো-

সংসারসংস্থতৌ সারমন্তঃকরণকারণম্ ॥ ৪৩ ॥
অসম্যক্প্রেক্ষণামোহাচ্চেতঃ সত্তাং গৃহীতবৎ।
সম্মোহবীজকণিকাং তমোর্কাদিব দৃশ্যতে ॥ ৪৪ ॥
যথা ভূতাত্মতত্ত্বৈকপরিজ্ঞানেন রাঘব।
অসত্তামেত্যলং চেতোদীপেনেব তমঃ ক্ষণাৎ ॥ ৪৫ ॥
সংসারকারণমিতঃ স্বয়ং চেতো বিচারয়েৎ।
জীবোন্তঃকরণং চিত্তং মনশ্চেত্যাদিনামকম্ ॥ ৪৬ ॥

রাম উবাচ।

এতাঃ সংজ্ঞাঃ প্রভো ব্রহ্মংশ্চেতসোরূঢ়মাগতাঃ।
কথমিত্যেব কথয় ময়ি মানদ সিদ্ধয়ে ॥ ৪৭ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সর্ব্বে ভাবা ইমে নিত্যমাত্মতত্ত্বৈকরূপিণঃ।
চিত্তাং তরঙ্গকণা জলৈককলিতা যথা ॥ ৪৮ ॥

পাদানং প্রসিদ্ধদ্যোতনার্থম্ ॥ ৪৩ ॥

অসম্যক্প্রেক্ষণাদন্যথাগ্রহণসংস্কারবলাৎ মোহাৎ। সম্মোহানাং ভ্রমাণাং বীজধানাভূতাম্। চেতঃ সত্তাং চিত্তাকারপরিণামম্। যতঃ সম্মোহাদর্কাৎ তম ইবাত্যন্তাসম্ভাবিতাপি জন্মজরামরণাদ্যনর্থপরম্পরাদৃশ্যত ইত্যর্থঃ। অথবা অজ্ঞানং সর্ব্বৈঃ স্বাত্মনি অহমজ্ঞ ইতি প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে। যথা অর্কাৎ তদ্গ্রাসিতমো রাহুর্দৃশ্যতে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

কেন তর্হি চিত্তনাশস্তদাহ যথেতি ॥ ৪৫ ॥

কেনোপায়েনাত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানং তদাহ সংসারেতি। ইত এতস্মাদ্ধেতোঃ সংসারকারণমজ্ঞানং ইত প্রাপ্তোধিকারী স্বয়মিতি বাম্যং বিচারয়েত্তমাহ জীব ইতি। জীবাদীনি নামানি যস্য তম্। আদিপদাদুৎপত্তিপ্রকরণোক্ত-নামান্তরাণামপি সংগ্রহঃ ॥ ৪৬ ॥

রূঢ়িং যোগরূঢ়িম্। কথং কেন যোগেন। সিদ্ধয়ে তত্ত্ববিচার-সিদ্ধয়ে ॥ ৪৭ ॥

তত্রাদৌ রূঢ়িযোগাংশাভ্যাং জীবনাম নির্ব্বক্তুং বশিষ্ঠঃ পীঠিকাং রচ-

আত্মাস্পন্দৈকরূপাত্মা স্থিতস্তেষু কচিৎ কচিৎ।
তরঙ্গেষু বিলোলেষু পয়োধেঃ সলিলং যথা॥ ৪৯॥
কচিদস্পন্দরূপাত্মা স্থিতস্তেষু মহেশ্বরঃ।
তরঙ্গত্বময়া তেষু জলভাবোজলেষ্বিব॥ ৫০॥
তত্রোপলাদয়োভাবা অলোলাঃ স্বাত্মনি স্থিতাঃ।
সুরা ফেনবদুৎস্পন্দা লোলাস্তু পুরুষাদয়ঃ॥ ৫১॥
তত্র তেষু শরীরেষু সর্ব্বশক্তিস্তদাত্মনঃ।
কলিতাজ্ঞানকলনা তেনাজ্ঞানমসৌ স্থিতঃ॥ ৫২॥
তদজ্ঞানমনন্তাত্মভূষিতং জীব উচ্যতে।
স সংসারে মহামোহ মায়াপঞ্জরকুঞ্জরঃ॥ ৫৩॥
জীবনাজ্জীব ইত্যুক্তোহম্ভাবঃ স্যাত্তুহং তয়া।
বুদ্ধির্নিশ্চায়কত্বেন সঙ্কল্পকলনাত্মনঃ॥ ৫৪॥
প্রকৃতিঃ প্রকৃতিত্বেন দেহোদিগ্ধতয়া স্থিতঃ।
জড়ঃ প্রকৃতি ভাবেন চেতনঃ স্বাত্মসত্তয়া॥ ৫৫॥

স্থিতি সর্গে ভাবা ইত্যাদিনা। ভাবাঃ পদার্থা আত্মতত্ত্বেন সহ ঐক্যাধ্যাসা-দেকরূপিণঃ সমষ্টিচিত্তাদেবোৎপন্না ইতি প্রাগুক্তস্মারণম্॥ ৪৮॥

উৎপন্নানাঞ্চ স্থাবরবিভাগে নিমিত্তমাহ আত্মেত্যাদিনা॥ ৪৯॥ ৫০॥ ৫১॥

কলিতস্য কল্পিতস্যাজ্ঞানস্য কলনা প্রসিদ্ধা তেন হেতুনা তৎস্বকল্পিত-মজ্ঞানং স্বয়মেব ভূত্বা প্রলয়সুষুপ্ত্যোঃ স্থিতঃ॥ ৫২॥

অনন্তেনাত্মনা প্রতিবিম্বভাবাপন্নেন ভূষিতমিব স্ফুরৎ। স এব জড়াংশেন জীব উচ্যতে॥ ৫৩॥

তত্র যোগাংশমাহ জীবনাদিতি। প্রাণধারণাদিত্যর্থঃ। অহংনাম নি-র্ব্বক্তি। অহম্ভাবাদিতি। সোহমিত্যগ্রে ব্যাহরত্তস্মাদহংনামাভবদিতি শ্রুতেঃ। নামান্তরাণ্যপি নিরাহ বুদ্ধিরিত্যাদিনা॥ ৫৪॥

দিগ্ধতয়া উপচিততয়া। প্রকৃতিভাবেন অজ্ঞানাংশপ্রাধান্যেন স্বাত্মসত্তয়া চিৎপ্রাধান্যেন॥ ৫৫॥

জড়াজড়দৃশোর্ম্মধ্যং যত্তত্ত্বং পারমাত্মিকম্।
তদেতদেব নানাত্বং নানাসংজ্ঞাভিরাততম্ ॥ ৫৬ ॥
এবং স্বরূপং জীবস্য বৃহদারণ্যকাদিষু।
বহুধা বহুষু প্রোক্তং বেদান্তেষু কিলানঘ ॥ ৫৭ ॥
অজ্ঞৈস্তেস্তাসু সংজ্ঞাসু কুবিকল্পকুতার্কিকৈঃ।
মোহায় কেবলং মূঢ়ৈর্ব্ব্যর্থমাস্থাঃ প্রকল্পিতাঃ ॥ ৫৮ ॥
এবমেষ মহাবাহো জীবঃ সংসারকারণম্।
মূকেনাতিবরাকেণ দেহকেনেহ কিং কৃতম্ ॥ ৫৯ ॥

জড়াজড়দৃশোর্দ্দেহজ্ঞানয়োর্মধ্যে সাক্ষিণোঽমধ্যমাত্মরাশিকং সাভাসং মন স্তদেতদেব নানাত্বং প্রাপ্তং জীববুদ্ধিমনশ্চিত্তাহঙ্কারাদিনানাসংজ্ঞাভিরাততমিত্যর্থঃ॥৫৬

পরমাত্মন এবোপাধিপ্রবেশেন ঔপাধিকনানাসংজ্ঞালাভে শ্রুতীঃ প্রমাণয়তি এবমিতি। "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্য" ইত্যুপক্রমোক্তম্ "প্রাণন্নেব প্রাণোনাম ভবতি বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানোমনস্তান্যস্যৈতানি কর্ম্মনামান্যেবে"তি। তথা "স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব সধীঃ স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যোরূপাণী"তি। তথাশ্বেতাশ্বতরে "বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রোহ্যবরোপি দৃষ্টঃ"। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে" ইতি। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" "তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ"ইতি তৈত্তিরীয়কে। "স এতং সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত তস্যাদিদংমন্দ্রা নাম"। "যদেতৎ হৃদয়ং মনশ্চৈতৎ সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞান"মিত্যাদ্যৈতরেয়কে। "ত্বমেকোসি বহূননুপ্রবিষ্টঃ"। "একোদেবোবহুধা বিচারঃ" "একঃ সন্ বহুধাবিচারঃ"ইত্যাদিশ্রুতিশতেষু চ বহুধাপ্রোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

অত এবাবৈদিককুতার্কিকাণামন্যথাকল্পনা জীবস্বরূপকল্পনা নাদর্ত্তব্যা ইত্যাশয়েনাহ অজ্ঞৈরিতি। আস্থাঃ অভিনিবেশাঃ ॥ ৫৮ ॥

এবঞ্চ ন শুদ্ধাত্মনঃ সংসারিতা নাপি দেহস্য কিন্ত্বাত্মরাশিকস্য জীবস্যৈবেতি সিদ্ধমিত্যাশয়েনাহ এবমিতি। মূকেন বাগাদিশূন্যেন। জড়েনেতি যাবৎ ॥ ৫৯ ॥

আধারাধেয়য়োরেকনাশে নান্যস্য নষ্টতা।
যথা তথা শরীরাদিনাশে নাত্মনি নষ্টতা ॥ ৬০ ॥
একপর্ণরসে ক্ষীণে রসো নৈতি যথা ক্ষয়ম্।
যাতি পর্ণরসশ্চার্ক-রশ্মিজালান্তরে যথা ॥ ৬১ ॥
শরীরসংক্ষয়ে দেহী ন ক্ষয়ং যাতি কস্যচিৎ।
নির্ব্বাসনশ্চেৎ তদ্ব্যোম্নি তিষ্ঠত্যাত্মপদে তথা ॥ ৬২ ॥
দেহনাশে বিনষ্টোস্মীত্যেবং যস্যামতের্ভ্রমঃ।
মাতুঃ স্তনতটাৎ তস্য মন্যে বেতাল উত্থিতঃ ॥ ৬৩ ॥
যস্য হ্যাত্যন্তিকোনাশঃ স্যাদসাবুদিতঃ স্মৃতঃ।
চিত্তনাশোহি নাশঃ স্যাৎ স মোক্ষ ইতি কথ্যতে ॥ ৬৪ ॥
মৃতোনষ্ট ইতি প্রোক্তো মন্যে তচ্চ মৃষা হ্যসৎ।

অতএব দেহনাশেপি ন জীবনাশ ইত্যাহ আধারেতি। নাশে ন ইতি চ্ছেদঃ ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥

সবাসনশ্চেৎ শরীরসংক্ষয়ে বাসনায়াং তিষ্ঠতি নির্ব্বাসনশ্চেৎ ব্যোম্নি ব্রহ্মাকাশস্বভাবে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

অমতের্ম্মূর্খস্য যস্য। "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত" ইতিশ্রুতেরভয়হেতৌ দেহনাশে ভয়হেতুত্বলক্ষণবিপরীতদর্শিনোমূঢ়স্য মাতুঃ স্তনাদপি বেতালোত্থানসম্ভাবনয়াস্তন্যপানেন জীবনমপি দুর্লভং স্যাদিত্যাশয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

দেহস্য জীবব্যতিরিক্তত্বাৎ মাস্তু তন্নাশাৎ ভয়ং চিত্তস্য জীবস্বরূপত্বাৎ তন্নাশাত্তু জীবস্য ভয়ং যুক্তমেবেতি চেৎ তত্রাহ যস্যেতি। যস্য উপাধের্ব্বজ্রনিগড়বৎ বন্ধনভূতস্যাত্যন্তিকোনাশঃ স্যাৎ চেৎ অসৌ জীবঃ স্বতঃ প্রত্যভিজ্ঞাতব্রহ্মভাবঃ সমুদিতো নিরতিশয়ানন্দলক্ষণমভ্যুদয়ং প্রাপ্তোভবতি তাদৃশচিত্তনাশোহি জীবস্য বিনাশঃ স্যাৎ সম্ভাব্যতে স চ তস্য মোক্ষঃ পরমপুরুষার্থ ইতি শাস্ত্রে কথ্যতে। অতস্তস্মাদপি ভয়সম্ভাবনা অত্যন্তমনুচিতৈবেত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

স জীবঃ। অনুভূয়তে পুনর্দ্দেহান্তরগ্রহণে দৃশ্যতে ॥ ৬৫ ॥

স দেশকালান্তরিতো ভূত্বা ভূত্বানুভূয়তে ॥ ৬৫ ॥
ইহোহ্যন্তে জনৈরেবং তরঙ্গান্তস্তৃণৈরিব ।
মরণব্যপদেশাস্থ দেশকালতিরোহিতৈঃ ॥ ৬৬ ॥
বাসনাবস্থিতোজীবো যাত্যুৎসৃজ্য শরীরকম্ ।
কপির্ব্বনতরুং ত্যক্ত্বা তর্ব্বন্তরমিব স্থিতঃ ॥ ৬৭ ॥
পুনস্তদপি সন্ত্যজ্য গচ্ছত্যন্যদপি ক্ষণাৎ ।
অন্যস্মিন্ বিততে দেশে কালেন্যস্মিংশ্চ রাঘব ॥ ৬৮ ॥
ইতশ্চেতশ্চ নীয়ন্তে জীবা বাসনয়া স্বয়া ।
চিরং তদপি জীবিন্যা ধূর্ত্ত্যা ধাত্র্যেব বালকাঃ ॥ ৬৯ ॥
বাসনারজ্জুবলিতা জীর্ণাঃ পর্ব্বতকুক্ষিষু ।
জরয়ন্ত্যতিদুঃখেন জীবিতং জীবজীবিকাঃ ॥ ৭০ ॥

জরঠজরদুপোঢ়দুঃখভারাঃ
পরিণতিজর্জ্জরজীবিতাশ্চ সত্যঃ ।
হৃদয়জনিতবাসনানুবৃত্ত্যা
নরকভরে জনতাশ্চিরং পতন্তি ॥ ৭১ ॥

ইহ সংসারে মরণব্যপদেশাস্থ নদীষু তরঙ্গান্তস্তৃণায়মানৈর্জ্জনৈর্জ্জীবৈরিহ সংসারে দেশকালতিরোহিতৈঃ স্বরূপৈঃ এবং বর্ণিতপ্রকারা মৃতো নষ্টো জাতোঽভিবৃদ্ধঃ সুখী দুঃখাত্যাদিভাবা উহ্যন্তে ভ্রান্ত্যা বিতর্ক্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥৬৬॥

তথা উহনবৈচিত্র্যে বাসনাবৈচিত্র্যং হেতুরিত্যাশয়েনাহ বাসনেতি ॥৬৭॥৬৮॥

তান্ জীবানপিধায় তিরস্কৃত্য জীবিতুং শীলং যস্যাঃ সা তদপি জীবিনী তথাবিধয়া বাসনয়া ধূর্ত্ত্যা। পুংযোগাৎ ঙীষ্। ধূর্ত্তাসক্তয়া ধাত্র্যা উপমাত্র্যা ॥ ৬৯ ॥

বাসনারজ্জুভির্ব্বলিতা বেষ্টিতাঃ জীবা এব পরস্পরোপযোগাৎ জীবিকা-জীবনোপায়ো যেষাং তথাবিধা জীবাঃ পূর্ব্বং জীর্ণাঃ সাম্প্রতং জরয়ন্তি ॥৭০॥

জনতা জীবা হৃদয়নিহিতবাসনানুবৃত্ত্যা নিমিত্তেন জরঠেভ্যোপি জরন্তো-জীর্ণাঃ সন্ত উপোঢ়া দারিদ্র্যরোগবিয়োগাদিদুঃখভারা যৈস্তথাবিধাঃ পরি-

বাল্মীকিরুবাচ।

ইত্যুক্তবত্যথ মুনৌ দিবসোজগাম
সায়ন্তনায় বিধয়েস্তমিনোজগাম।
স্নাতুং সভাকৃতনমস্করণাজগাম
শ্যামাক্ষয়ে রবিকরৈশ্চ সহাজগাম॥ ৭২॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশম-প্রকরণে সংসারোপদেশোনামৈক-
সপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭১॥

ত্রয়োদশ দিবসঃ।

গত্যা নানাযোনিদুর্দ্দশাপরিণামৈর্জ্জর্জ্জরং দুঃখৈঃ খণ্ডনেন শিথিলীকৃতমিব জীবিতং যাসাং তথাবিধাশ্চ সত্যো নরকভরেষু চিরং পতন্তি বসন্তীত্যহো বাসনাদোষপ্রযুক্তা অনন্তা দুর্দ্দশেত্যর্থঃ॥ ৭১॥ ৭২॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭১॥

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।

—০()০—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

দেহে জাতে ন জাতোসি দেহে নষ্টে ন নশ্যসি ।
ত্বমাত্মন্যকলঙ্কাত্মা দেহস্তব ন কশ্চন ॥ ১ ॥
যঃ কুণ্ডবদরন্যায়ো যা ঘটাকাশসংস্থিতিঃ ।
তত্রৈকস্মিন্ ক্ষতে ক্ষীণে দ্বে ইতি ব্যর্থকল্পনা ॥ ২ ॥
বিনাশিনি বিনষ্টেস্মিন্ দেহে স্বাং স্থিতিমাগতে ।
বিনশ্যামীতি যঃ খেদী তং ধিগস্ত্বন্ধচেতসম্ ॥ ৩ ॥
যাদৃশো রশ্মিরথয়োঃ স্নেহোদ্বেগবিবর্জ্জিতঃ ।
সম্বন্ধস্তাদৃশো দেহচিত্তেন্দ্রিয়মুখৈশ্চিতেঃ ॥ ৪ ॥
গতেতরেতরাপেক্ষঃ সরঃ পঙ্কামলাম্ভসাম্ ।
যথা রাঘব সম্বন্ধস্তথা দেহেন্দ্রিয়াত্মনাম্ ॥ ৫ ॥
যাদৃশোধ্বা গতাধ্বানাং নিরাস্থা পরিদেবনঃ ।
সংযোগোবিপ্রযোগশ্চ তাদৃশো দেহদেহিনোঃ ॥ ৬ ॥

ভৌতিকত্বাচ্ছরীরস্য শোকমোহাদ্যযোগতা ।
দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধঃ সাক্ষী শুদ্ধশ্চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

পূর্ব্বার্দ্ধার্থে উত্তরার্দ্ধার্থোহেতুঃ ॥ ১ ॥

নম্ন গৌরোহং স্থূলোহমিতি আত্মনি দেহতাদাত্ম্যানুভবা দেহনাশে কথমাত্মস্থিতিস্তত্রাহ য ইতি। সংস্থিতির্ম্মর্য্যাদা সৈবাত্র গ্রাহ্যা ন তাদাত্ম্যম্। তত্রৈবং সতি একস্মিন্ কুণ্ডে ঘটে বা ক্ষতে নষ্টে সতি দ্বে অপি ক্ষীণে ইতি মূঢ়ানাং ব্যর্থকল্পনেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

বিনাশিনি নশ্বরস্বভাবে ॥ ৩ ॥

যথা কল্পিতবেতালবিকারভয়ভীতয়ঃ।
মিথ্যৈব কল্পিতা এতে তথা স্নেহসুখাদয়ঃ ॥ ৭ ॥
ভূতপঞ্চকসম্পিণ্ডাৎ রচিতা জনতাঃ পৃথক্।
একস্মাদেব বিটপাদ্বিচিত্রা ইব পুত্রিকাঃ ॥ ৮ ॥
কাষ্ঠেতরংকাষ্ঠভারে কিঞ্চিদন্যন্ন দৃশ্যতে।
ভূতপিণ্ডেতরদ্দেহে কিঞ্চিদন্যন্ন দৃশ্যতে ॥ ৯ ॥
ভূতপঞ্চকবিক্ষোভনাশোৎপাদেষু হে জনাঃ।
হর্ষামর্ষবিষাদানাং কিং ভবন্তো বশং গতাঃ ॥ ১০ ॥
কোনামাতিশয়ঃ পুংসাং স্ত্রীনাম্ন্যপরনাম্নি চ।
পেলবে ভূতসঙ্ঘাতে প্রোদ্ভূতজনপাতবৎ ॥ ১১ ॥
সন্নিবেশাংশবৈচিত্র্যমজ্ঞানামেব তুষ্টয়ে।
তজ্জ্ঞানাস্তু যথাভূতভূতপঞ্চকদর্শনম্ ॥ ১২ ॥
মিথঃ শিলাপুত্রকয়োর্যথৈকোপলপুত্রয়োঃ।

যদ্যাত্মনোদেহাদিতাদাত্ম্যং নাস্তি তর্হি কথং শাখাকম্পেন বৃক্ষ ইব তৎপ্রবৃত্ত্যায়ং সংসরতি তত্রাহ যাদৃশ ইতি। স্নেহঃ প্রীতিযোগ্যতা উদ্বেগোদ্বেষযোগ্যতা তাভ্যাং বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪ ॥

ইতরেতরাপেক্ষা পরস্পরানুরাগঃ ॥ ৫ ॥

গতাধ্বানামধ্বগানাং আস্থা অহং মমতাভিমানঃ পরিদেবনং তদ্বিয়োগজো বিলাপঃ তত্তদ্ভয়াযোগ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তৎ কুতস্তত্রাহ যথেতি। কল্পিতবেতালস্য বিকারাঃ করালবদনদশনব্যাদানাদয়স্তজ্জন্যাৎ প্রথমভয়াৎ পুনঃ পুনস্তৎস্মরণেন বালস্য ভীতয়ঃ ॥ ৭ ॥ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

স্বদেহে স্নেহাদ্যযোগ্যত্বমুপপাদ্য স্ত্র্যাদিপিণ্ডেপি তদ্দর্শয়তি ক ইতি। পতঙ্গবৎ ব্যামোহরাগাভ্যাং প্রোদ্ভূতানাং জনানাং বিষয়াগ্নৌ পাতবৎ দৃশ্যমানা চেষ্টা যেনাতিশয়েনোপপদ্যন্তে সোতিশয়ঃ কোনামেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

সুকুমারসুন্দরাবয়বসন্নিবেশবিশেষ এব সোতিশয়োদৃশ্যতে তত্রাহ সন্নিবেশ ইতি ॥ ১২ ॥

শ্লিষ্টয়োরপি নোরাগস্তথা চিত্তশরীরয়োঃ ॥ ১৩ ॥
মৃৎপুংসাং যাদৃশোন্যোন্যমাশয়ঃ সঙ্গমে ভবেৎ ।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াত্মমনসাং সঙ্গমে তাদৃশোস্তু তে ॥ ১৪ ॥
নান্যোন্যস্নেহসম্বন্ধভাজনং শৈলপুত্রকাঃ ।
দেহেন্দ্রিয়াত্মপ্রাণাশ্চ কস্যাত্র পরিদেবনা ॥ ১৫ ॥
ইতশ্চেতশ্চ জাতানি যথা সংশ্লেষয়ন্ত্যলম্ ।
তরঙ্গাস্তৃণজালানি তথাভূতানি দেহদৃক্ ॥ ১৬ ॥
সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তৃণান্যব্ধিজলে যথা ॥
মুক্তান্তঃকলনং দেহে ভূতান্যাত্মনি বৈ তথা ॥ ১৭ ॥
আত্মা চিত্ততয়া দেহভূতান্যাশ্লেষয়ন্ স্থিতঃ ।
তৃণান্যাবৃত্তবৃত্তান্তু কলনোংসিক্তমব্ধিবৎ ॥ ১৮ ॥
প্রবোধাচ্চেত্যতাং ত্যক্ত্বা ব্রজত্যাত্মাত্মতাং স্বয়ম্ ।
স্বস্পন্দবশতোবারি ত্যক্ত্বাচ্ছত্বমিবাচ্ছতাম্ ॥ ১৯ ॥

ভ্রাত্রাদিষু রাগং বারয়তি মিথ ইতি একোপলপুত্রয়োরেকোপলজন্ময়োঃ। শ্লষ্টয়োরাশ্লিষ্টয়োঃ ॥ ১৩ ॥

মৃন্নির্ম্মিতানাং পুংসাং প্রতিমানাং সঙ্গমে সত্যপি যাদৃশোমমতাদিশূন্য আশয়োভাবো ভবেদিত্যাশয়কল্পনয়োক্তিঃ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

ইতশ্চ ইতশ্চ ভিন্নপ্রদেশয়োর্জ্জাতানি তৃণজালানি ॥ ১৬ ॥

মুক্তান্তঃকলনং নির্ম্মুক্তরাগাভিমানং যথাস্যাৎ তথাভূতানি পুত্রপশ্বাদি-প্রাণিনঃ পৃথিব্যাদীনি বা স্বারব্ধে দেহে স্বাধিষ্ঠানে আত্মনি চ তথা সংযুজ্যন্তে চেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

যথা অব্ধিরাবৃত্তবৃত্তান্তু আবর্ত্তাকারস্তৎকমনেন উংসিক্তমুপচিতং বেষং প্রাপ্য তৃণকাষ্ঠাদীন্যাশ্লেষয়ন্ স্থিতস্তথা আত্মাপি চিত্ততয়া চিত্তবেষং প্রাপ্যে-ত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

কেনোপায়েন তর্হি আত্মা ভূতাশ্লেষনিমিত্তাচ্চিত্তভাবান্মুচ্যতে তত্রাহ প্রবোধাদিত্যাদিনা। ত্যক্ত্বা আচ্ছত্বমনচ্ছত্বম্। নঞ্তৎপুরুষে নকারলোপে সবর্ণদীর্ঘো হ্রস্বভাবশ্ছান্দসঃ ॥ ১৯ ॥

ততোবিশ্লিষ্টভূতৌঘো দেহং সম্প্রতি পশ্যতি।
বায়ুস্কন্ধগতোজন্তুর্ব্বসুধামণ্ডলং যথা॥ ২০॥
পৃথগ্ভূতগণং দৃষ্ট্বা দেহাতীতো ভবত্যজঃ।
পরং প্রকাশমায়াতি সূর্য্যকান্তিরিবাহনি॥ ২১॥
জানাত্যথাত্মনাত্মানং মানমেয়া ময়োজ্ঝিতম্।
মুক্তক্ষীবতয়েবান্তঃ স্বাং সম্বিদমনুস্মরন্॥ ২২॥
আত্মৈব স্পন্দতে বিশ্বং বস্তুজাতৈরিবোদিতম্।
তরঙ্গকণকল্লোলৈরনন্তম্বেম্বুধাবিব॥ ২৩॥
এবম্প্রায়মহাবোধা বীতরাগা গতৈনসঃ।
জীবন্মুক্তাশ্চরন্তীহ মহাসত্ত্বপদং গতাঃ॥ ২৪॥
যথা চরন্তি বিবিধৈর্ম্মণিরত্নৈর্ম্মহোর্ম্ময়ঃ।
নিরস্তবাসনাশ্চিত্ত ব্যবহারৈস্তথোত্তমাঃ॥ ২৫॥
ন কূলকাষ্ঠৈর্জ্জলধির্ন রজোভির্নভস্তলম্।
ন ম্লায়তি নিজৈর্লোক ব্যবহারৈরিহাত্মবান্॥ ২৬॥
গতৈরভ্যাগতৈঃ স্বচ্ছৈশ্চপলৈর্ম্মলিনৈর্জ্জড়ৈঃ।
ন রাগো নাম্বুধের্দ্দোষো ভোগৈশ্চাধিগতাত্মনঃ॥ ২৭॥
যন্মনোমননং কিঞ্চিৎ সমগ্রং জগতি স্থিতম্।

বিশ্লিষ্টভূতৌঘো মনঃ কৃতভূতাশ্লেষনির্ম্মুক্তঃ। সম্প্রতি প্রবোধকালে। বায়ুস্কন্ধে গতঃ খেচরোদেবাদি॥ ॥ ২০॥

তৎফলমাহ পৃথগিতি॥ ২১॥

মুক্তক্ষীবতয়া নির্ম্মুক্তমদিরামদতয়া॥ ২২॥ ২৩॥ ২৪॥

বিবিধৈর্ম্মণিশ্রেষ্ঠৈঃ সম্বধ্যমানা অপি তদনাসক্ত্যা তেষু শিলাশকলাদি-সাম্যেন যথা চরন্তি ব্যবহরন্তি॥ ২৫॥

যথা তদ্বদিতি পদে অত্রাধ্যাহার্য্যে॥ ২৬॥

স্বচ্ছৈর্ন রাগো মলিনৈর্ন দ্বেষঃ। বিশেষণান্যুভয়ত্র যোজ্যানি। অধিগতাত্মনস্তত্ত্ববিদঃ॥ ২৭॥

তচ্চেত্যোন্মুখচিত্তত্ত্ব বিলাসোল্লসনং বিদুঃ ॥ ২৮ ॥
যদহং যচ্চ ভূতাদি কালত্রিতয়ভাবি যৎ।
দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধ বিস্তারৈস্তদ্বিজৃম্ভতে ॥ ২৯ ॥
যদ্দৃশ্যং তদসৎ সৎ বা দৃষ্টিমেকামুপাশ্রিতম্।
অন্যত্ত্বলেপকং তস্মাৎ হর্ষশোকদৃশৌ কুতঃ ॥ ৩০ ॥
অসত্যমেবাসত্যং হি সত্যং সত্যং সদেব হি।
সত্যাসত্যমসদ্বিদ্ধি তদর্থং কিং নু মুহ্যসি ॥ ৩১ ॥
অসম্যগ্দর্শনং ত্যক্ত্বা সম্যক্ পশ্য সুলোচন।
ন ক্বচিৎ মুহ্যতি প্রৌঢ়ঃ সম্যগ্দর্শনবানিহ ॥ ৩২ ॥
দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধ বিস্তারৈস্তদ্বিজৃম্ভতে।
দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধে যৎ সুখং পারমার্থিকম্ ॥ ৩৩ ॥

কুতো ন রাগদ্বেষাবিত্যাহ তদিতি। মনোমননং সর্ব্বং চিদ্বিলাস এবেতি তে যতো বিদুরিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

যদহমাদিসর্ব্বং দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধবিস্তারৈর্ভাতি তৎ কেবলং মন এব বিজৃম্ভতে ন স্থিরমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ইহ দৃক্ দৃশ্যঞ্চেতি দ্বয়োর্মধ্যে একাং দৃষ্টিমুপাশ্রিতং তদধীনসিদ্ধিকং যৎ দৃশ্যং তদসৎ সৎ বেত্যনির্ণীতত্বাৎ হর্ষশোকাযোগ্যম্। অন্যৎ স্বতঃসিদ্ধং দৃগ্রূপং ত্বলেপকমসঙ্গমুৎপন্নাভ্যামপি হর্ষশোকাভ্যাং ন যুজ্যত ইতি তয়োরুভয়থাপি সম্ভাবনৈব নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

কিঞ্চ অসত্যে বিষয়ে হর্ষশোকৌ সত্যেবাসত্যাসত্যে বা ন ত্রিষ্বপি কল্পেষু তদযোগ্যাদিত্যাহ অসত্যমেবেতি। অসত্যমসত্যমেব তত্র হর্ষশোকয়োর্নির্বিষয়তা স্পষ্টৈব। সত্যন্তু নিত্যসত্বাপ্রাপ্তপ্রযুক্তহর্ষস্তাপগমপ্রযুক্তশোকস্য চাযোগাৎ স্পষ্টমেব। যত্তু তৃতীয়ং সত্যাসত্যং তচ্চ বিরুদ্ধৈক্যাযোগাদসদেবেত্যাদ্যকল্পমেব প্রবিশতি। তথাচ ন কিঞ্চিৎ তদযোগ্যং জগত্যস্তীতি তদ্বিষয়ে মোহোঽযুক্ত এবেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

কিঞ্চ ভোগসুখার্থং সর্ব্বৈর্দৃশ্যদর্শনয়োর্বিষয়েন্দ্রিয়য়োঃ সম্বন্ধ ইষ্যতে তত্রাভিব্যজ্যমানং পারমার্থিকমেব স্বপ্রকাশত্বাদনুভূত্যভিন্নং বৃত্ত্যুপাধি

অনুভূতিময়ং তস্মাৎ সারং ব্রহ্মেতি কথ্যতে।
দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধে সুখসম্বিদনুত্তমা॥ ৩৪॥
দদাত্যজ্ঞায় সংসারং জ্ঞায় মোক্ষং সদোদয়ম্।
দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধ সুখমাত্মবপুর্ব্বিদুঃ॥ ৩৫॥
তদ্দৃশ্যবলিতং বন্ধস্তন্মুক্তং মুক্তিরুচ্যতে।
দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধ সুখসম্বিদনাময়া॥ ৩৬॥
ক্ষয়াতিশয়মুক্তা চেৎ তন্মুক্তিঃ সোচ্যতে বুধৈঃ।
দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধে যানুভূতিঃ স্বগোচরা॥ ৩৭॥
দৃশ্যদর্শননির্ম্মুক্তা তামালম্ব্য ভবাভবঃ।
সৌষুপ্তী দৃষ্টিরেষা হি যাত্যেবং সম্প্রকাশতে॥ ৩৮॥
এবঞ্চ যাতি তুর্য্যত্বমেবং মুক্তিরিতি স্মৃতা।
দৃশ্যদর্শনমুক্তায়াং যুক্তায়াং পরয়া ধিয়া॥ ৩৯॥
দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধ সম্বিদস্যাস্তু রাঘব।
নাত্মা স্থূলোন চৈবাণুর্ন প্রত্যক্ষোন চেতরঃ॥ ৪০॥
ন চেতনো ন চ জড়ো ন চৈবাসন্ন সন্ময়ঃ।

স্তুভেদতারতম্যাদিনিরাসেনাখণ্ডৈক্যে ব্রহ্মৈব তদিত্যাহ দৃশ্যদর্শনেত্যাদিনা॥ ৩৩॥ ৩৪॥

বিষয়াকারবৃত্ত্যা আস্বাদ্যমানবিষয়ে রাগাদিদোষজননেন সংসারং দদাতি। তদ্বিবেকেনাখণ্ডৈকাত্মভাবেন গৃহ্যমাণস্তু মোক্ষমিত্যর্থঃ॥ ৩৫॥ ৩৬॥

ক্ষয়াতিশয়ৌ পুণ্যতারতম্যপ্রযুক্তবৃত্তিনাশবৈশদ্যোৎকর্ষপ্রযুক্তৌ তন্মুক্তা চেৎ স্বগোচরা অখণ্ডপূর্ণানন্দস্ফুরণাত্মিকা॥ ৩৭॥

এবমুক্তস্বরূপালম্বনে সৌষুপ্তী স্বরূপাবরণদৃষ্টির্যাতি অপগচ্ছতি। এষা স্বরূপদৃষ্টিঃ সম্প্রকাশতে॥ ৩৮॥ ৩৯॥

দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধসম্বিৎ এবং তুর্য্যত্বমেতীতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। তুর্য্যতালক্ষণায়াং মুক্তৌ যাদৃশ আত্মা পরিশিষ্যতে তং দর্শয়তি অস্যাং স্থিত্যাদিনা॥ ৪০॥

চেতনশ্চৈতন্যবান্। সন্ময়ং অস্তিত্বাখ্যদ্বিতীয়ভাববিকারপ্রচুরঃ। একঃ

নাহং নান্যো ন চৈবৈকো নানেকো নাপ্যনেকবান্ ॥৪১॥
নাভ্যাসস্থো ন দূরস্থো নৈবাস্তি ন চ নাস্তি চ।
ন প্রাপ্যো নাতি চাপ্রাপ্যো ন বা সর্ব্বো ন সর্ব্বগঃ ॥৪২॥
ন পদার্থো নাপদার্থো ন পঞ্চাত্মা ন পঞ্চ চ।
যদিদং দৃশ্যতাং প্রাপ্তং মনঃষষ্ঠেন্দ্রিয়াস্পদম্ ॥ ৪৩ ॥
তদতীতং পদং যৎ স্যাৎ তন্ন কিঞ্চিদিবেহ তৎ।
যথাভূতমিদং সম্যগ্ জ্ঞস্য সম্পশ্যতে জগৎ ॥ ৪৪ ॥
সর্ব্বমাত্মময়ং বিশ্বং নাস্ত্যনাত্মময়ং ক্বচিৎ ॥
কাঠিন্যদ্রবণস্পন্দ খাবকাশাবলোকনৈঃ ॥ ৪৫ ॥
আত্মৈব সর্ব্বং সর্ব্বেষু ভূবার্য্যনিলখাগ্নিষু।
সত্ত্বৈবাস্তি ন বস্তূনাং যা যা রাম চিতা বিনা।
ব্যতিরিক্তং ততোঽস্মীতি বিদ্ধি প্রোন্মত্তজল্পিতম্ ॥ ৪৬ ॥

একো জগন্তি সকলানি সমস্তকাল
কল্পক্রমান্তরগতানি গতাগতানি।

একত্বসংখ্যাগুণাশ্রয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অভ্যাসে সমীপে তিষ্ঠতীত্যভ্যাসস্থঃ। অস্তি সত্তাশ্রয়ঃ ॥ ৪২ ॥

ন পদার্থো বাচ্যত্বাযোগাৎ। নাপদার্থঃ স্বর্য্যাদিপদলক্ষ্যত্বাৎ। পঞ্চানাং ভূতানামাত্মা নেতি ন। পঞ্চভূতস্বভাবশ্চ নেত্যর্থঃ। উক্তার্থে উপপত্তিমাহ যদিদমিতি ॥ ৪৩ ॥

যথাভূতং যথাস্থিতং সম্যক্ তত্ত্বতঃ সম্পশ্যতঃ ॥ ৪৪ ॥

কথং তর্হি ভূম্যাদিভূততা দৃশ্যতে তত্রাহ কাঠিন্যেতি। আত্মৈব স্বস্মিন্ কাঠিন্যদ্রবণস্য স্পন্দস্য খাখ্যবৃহচ্ছিদ্রস্য অবকাশস্য প্রকাশস্য চ অবলোকনৈঃ ক্রমাৎ ভূবার্য্যাদিষু জগদ্ভাবেষু নটবৎ স্থিতঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

কথমাত্মৈবৈবং স্থিত ইতি নিশ্চিতং তত্রাহ সত্ত্বৈবেতি। বস্তূনাং যা যা সত্তা সা চিতা তৎপ্রথাত্মনা বিনা যতো নাস্তি তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

উক্তং সর্ব্বং পিণ্ডীকৃত্যোপসংহরতি এক ইতি। সমস্তে কালে অন-

আত্মৈব নেতরকলাকলনাস্তি কাচি
দিত্থং মতির্ভব তয়াতিগতো মহাত্মন্॥ ৪৭॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে স্বরূপোপদেশো নাম
দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭২॥

ন্তেষু করক্রমেষু চ অন্তরে মধ্যে গতানি নিবিষ্টানি জগন্তি তেষু সকলানি গতাগতানি জীবসংসরণানি চ এক আত্মৈব ইতরকলাকলনা কাচিন্নাস্ত্যেব। হে মহাত্মন্ ত্বং ইত্থং মতিঃ সন্ তয়া মত্যা সংসারমতিগতো ভবেত্যার্থঃ॥ ৪৭॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭২॥

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

—(※(*)※)—

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং বিচারয়া দৃষ্ট্যা দ্বৈতত্যাগেন রাঘব।
স্বভাবঃ প্রাপ্যতে তজ্‌জ্ঞৈস্তজ্‌জ্ঞৈশ্চিন্তামণির্যথা ॥ ১ ॥
অথেমামপরাং দৃষ্টিং শৃণু রামানয়া যথা।
দৃশ্যস্যাত্মানমচলং ভবিষ্যসি চ দিব্যদৃক্ ॥ ২ ॥
অহং খমহমাদিত্যো দিশোহমহমপ্যধঃ।
অহং দৈত্যা অহং দেবা লোকাশ্চাহমহং মহঃ ॥ ৩ ॥
অহং তমোহমভ্রাণি ভূঃ সমুদ্রাদিকং ত্বহম্।
রজোবায়ুরথাগ্নিশ্চ জগৎ সর্ব্বমিদং ত্বহম্ ॥ ৪ ॥
জগত্ত্রয়েহং সর্ব্বত্র স আত্মৈব বিলাস্থিতঃ।
কোহং কিমন্যদ্দেহাদি দ্বিত্বমেকস্য কীদৃশম্ ॥ ৫ ॥
ইতি নিশ্চয়বানন্তর্ভূতনাত্মতয়া জগৎ।

যে অহম্ভাবনে প্রোক্তে ত্যাজ্যাহম্ভাবনাপরা।
অহম্ভাবত্রয়াপায়ে মুক্তানিচ্ছা চ কীর্ত্যতে ॥ ১ ॥

স্বভাবঃ স্বস্বরূপাবস্থিতিলক্ষণা মুক্তিঃ। তজ্‌জ্ঞৈরাত্মজ্ঞৈঃ তজ্‌জ্ঞৈশ্চিন্তামণিতত্ত্বজ্ঞৈর্দ্দৈবৈঃ ॥ ১ ॥

সর্ব্বাহম্ভাবদৃষ্টিং দর্শয়িতুং প্রক্রমতে অথেতি ॥ ২ ॥

মহশ্চন্দ্রাদিপ্রভাঃ ॥ ৩ ॥

রজোরেণুঃ। ৪ ॥

সর্ব্বাতিরিক্তঃ পরিচ্ছিন্নঃ কোহম্। মদন্যদ্দেহাদি কিম্। সর্ব্বভূতৈকস্য মম দ্বিত্বং স্বগতভেদরূপং কীদৃশম্ ॥ ৫ ॥

ইতি বিচার্য্য নিশ্চয়বান্ সংস্তদনন্তরং স্বান্তর্ভূতং জগদাত্মতয়া পশ্য ॥৬॥

পশ্য হর্ষবিষাদাভ্যাং নাবশঃ পরিভূয়সে ॥ ৬ ॥
তন্ময়েঽস্মিন্ কিল জগত্যখিলে সংস্থিতেঽনঘ।
কিমাত্মীয়ং পরং কিং স্যাৎ কমলেক্ষণ কথ্যতাম্ ॥ ৭ ॥
কিং তজ্জ্ঞব্যতিরেকেণ বিদ্যতে যদুপাগতম্।
হর্ষমেতু বিষাদং বা বিষাদে জ্ঞোঽজগন্ময়ঃ ॥ ৮ ॥
অহঙ্কারদৃশাবেতে সাত্ত্বিকে দ্বেতিনির্ম্মলে।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ প্রবর্ত্তেতে মোক্ষদে পারমার্থিকে ॥ ৯ ॥
পরোঽণুঃ সকলাতীতরূপোঽহং চেত্যহঙ্কৃতিঃ।
প্রথমা সর্ব্বমেবাহমিত্যন্যোক্তা রঘূদ্বহ ॥ ১০ ॥
অহঙ্কারদৃগন্যা তু তৃতীয়া বিদ্যতেঽনঘ।
দেহোঽহমিতি তাং বিদ্ধি দুঃখায়ৈব ন শান্তয়ে ॥ ১১ ॥
অথ চৈতত্রয়মপি তজ্জ্যা সকলসিদ্ধয়ে।
যচ্ছেষং তদুপালম্ব্য তিষ্ঠাবষ্টব্ধতৎপরঃ ॥ ১২ ॥
সর্ব্বাতীতস্বরূপোঽপি সর্ব্বসত্তাতিগোঽপি চ।
অসত্তাপূরিতজগদস্ত্যেবাত্মা প্রকাশকঃ ॥ ১৩ ॥
স্বানুভূত্যৈব পশ্যাশু স এবাসি সদোদিতঃ।

তন্ময়ে আত্মময়ে। স্বার্থে ময়ট্ ॥ ৭ ॥

যদুপাগতং চেদিতি শেষঃ। বিষাদে তু দৃশ্যমানে অজ্ঞ এবাসৌ যতো জগন্ময়োন চিন্ময় ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

এতে বক্ষ্যমাণে। সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৯ ॥

অণুঃ আকাশবদস্থূলস্বভাবঃ। সকলাদবস্থাত্রয়দৃশ্যাদতীতঃ ॥ ১০ ॥

বিদ্যতে স্বভাবতোন শাস্ত্রতঃ ॥ ১১ ॥

যৎ শেষং শিষ্যমাণং নিরহম্ভাবং পূর্ণচিন্মাত্রম্ ॥ ১২ ॥

শোধনেন সর্ব্বাতীতস্বরূপো বাধনে ন তু স্বর্ব্বাসত্তাং গতঃ। সর্ব্ববাধে আত্মাপরিশেষশঙ্কাং বারয়তি অসত্তেতি। অসত্তয়া জগদ্বাধোপায়েনৈব স্বেন আপূরিতং জগৎ যেন ॥ ১৩ ॥

সাশয়ং হৃদয়গ্রন্থিং ত্যজ তত্ত্ববিদাম্বর ॥ ১৪ ॥
নাত্মাস্ত্যনুময়া রাম ন চাপ্তবচনাদিনা।
সর্ব্বদা সর্ব্বথা সর্ব্বং স প্রত্যক্ষোহনুভূতিতঃ ॥ ১৫ ॥
যদিদং স্পর্শনং স্পন্দং কিঞ্চিৎ যৎ সম্বিদাদ্যপি।
তৎ সর্ব্বমাত্মা ভগবান্ দৃশ্যদর্শনবর্জ্জিতঃ ॥ ১৬
ন সন্নাসন্নসৌ দেবো নাণুর্নাপি মহানসৌ।
নাপ্যেতয়োর্দ্দৃশোর্ম্মধ্যঃ স এবেদঞ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ১৭ ॥
স এব চৈবং বদতি স চ বক্তুং ন যুজ্যতে।
ন তদন্যদিদং তাত পশ্যাত্মানমনাময়ম্ ॥ ১৮ ॥

যুক্তয়ঃ শাস্ত্রাণি গুরুবচনানি চ দিক্প্রদর্শনমাত্রং তৎপরিচয়স্তু স্বানুভবৈনৈবেত্যাশয়েনাহ স্বানুভূত্যেতি। আশয় অদেহাদিবাসনাস্তৎসহিতং হৃদয়গ্রন্থীমহঙ্কারতাদাত্ম্যাধ্যাসম্ ॥ ১৪ ॥

নন্বু তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি শ্রুতের্ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবৎ শ্রুতিতদ্দর্শিতযুক্তিমাত্রবিশ্বাসাদলৌকিক আত্মাস্তীতি জ্ঞায়তে স কথং স্বানুভববেদ্যঃ স্যাং তত্রাহ নেতি। ন ধর্ম্মাদিবদত্যন্তপরোক্ষাত্মসদ্ভাবং প্রতিপাদয়িতুং শ্রুত্যাদয়ঃ প্রবৃত্তাঃ কিন্তু সর্ব্বানুভবসিদ্ধসত্তাকমাত্মানং বিবেচয়িতুমিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বেষাং স প্রত্যক্ষ ইতি যদুক্তং তদুপপাদয়তি যদিদমিতি। বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়েষু অন্তঃকরণবৃত্তিস্পন্দনাৎ স্পন্দিতদর্শনং সাক্ষাদর্থপ্রথারূপমপরোক্ষং প্রসিদ্ধং যচ্চ কিঞ্চিদনুমিত্যুপমিতিশাব্দসম্বিদাদ্যপি প্রসিদ্ধং তৎ সর্ব্ব দৃশ্যস্য বিষয়স্য দর্শনস্যান্তঃকরণবৃত্ত্যুপাধেশ্চ বর্জ্জনে ভগবান্ স্বপ্রকাশ আত্মৈব নিত্যাপরোক্ষঃ সর্ব্বানুভবসিদ্ধঃ পরিশিষ্যত ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ "প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দত"ইতি ॥ ১৬ ॥

তস্য প্রত্যক্ষপরোক্ষবেদ্যব্যক্তাব্যক্তোভয়বৈলক্ষণ্যোক্ত্যা দৃশ্যদর্শননির্ম্মুক্ততামুপপাদয়তি ন সন্নাসন্নিতি। তস্মিন্ জগদ্বাধপ্রদর্শনেনাপি তদুপপাদয়তি স এবেতি ॥ ১৭ ॥

এবং বাগাদিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রবৃত্তিনিমিত্ততয়া চ তদব্যবহার্য্যং তং পরিচায়

নাত্মায়ময়মপ্যাত্মা সংজ্ঞাভেদ ইতি স্বয়ম্।
তেনৈব সর্ব্বগতয়া শক্ত্যা স্বাত্মনি কল্পিতঃ ॥ ১৯ ॥
সংস্থিতঃ স হি সর্ব্বত্র ত্রিষু কালেষু ভাস্বরঃ।
সূক্ষ্মত্বাৎ সুমহত্ত্বাচ্চ কেবলং ন বিভাব্যতে ॥ ২০ ॥
সৎস্বনন্তপদার্থেষু জীবত্বেনাভিবিম্বতি।
আত্মা পুর্য্যষ্টকাদর্শে স্বভাববশতঃ স্বতঃ ॥ ২১ ॥
পুর্য্যষ্টকোদয়াদেব স্বয়মাত্মানুভূয়তে।
সর্ব্বদা সর্ব্বসংস্থঃ খে ঘনাস্পন্দাদিবানিলঃ ॥ ২২ ॥
চিদাত্মা সর্ব্বগোব্যাপী ন কচিন্নাম সংস্থিতঃ।
যদ্বৎ সর্ব্বপদার্থানাং সত্তা তদ্বন্মহেশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥
সতি পুর্য্যষ্টকে তস্মিন্ জীবঃ স্ফুরতি নোপলে।
সতি বায়াবিব রজঃ সতি দীপ ইবেক্ষণম্ ॥ ২৪ ॥
ইয়ং পুর্য্যষ্টকে স্বেচ্ছা স্বাত্মন্যেবাত্মনি স্থিতে।

বাগাদেস্তদ্বিষয়স্য চ তত্র বাধেন স এব পরিশেষ্য ইত্যাশয়েনাহ স এবেতি। ইদং বাগাদি তদ্ব্যবহার্য্যঞ্চ ॥ ১৮ ॥

আত্মানাত্মনামরূপবিভাগস্তেনৈব স্বাজ্ঞানশক্ত্যা কল্পিত ইতি বাধ্যত্বোপপত্তিরিত্যাশয়েনাহ নেতি ॥ ১৯ ॥

নিত্যাপরোক্ষস্বপ্রকাশপূর্ণস্বভাবোপি সূক্ষ্মত্বাৎ স্থূলাসক্তবুদ্ধিভিঃ স ন বিভাবয়িতুং শক্য ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

স্থূলাসক্তৌ তু তস্য মোহাৎ পুর্য্যষ্টকোপাধৌ প্রতিবিম্বনেন জীবভাবাপত্তির্নিমিত্তমিত্যাশয়েনাহ সৎস্বিতি। সৎসু সর্গক্রমেণোৎপন্নেষু ভোগ্যভোগায়তনাদ্যনেকপদার্থেষু ॥ ২১ ॥

অনুভূয়তে অহমিত্যভিব্যক্তস্বরূপঃ ক্রিয়তে। ঘনেন মূর্ত্তেন ব্যজনাদিনা আস্পন্দায়োদনাৎ ॥ ২২ ॥

নামেত্যবধারণে। কচিদ্দেহে এব সংস্থিত ইতি নেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

পরিচ্ছিন্নাহন্তয়া স্ফুরণে তু পুর্য্যষ্টকং হেতুরিত্যাহ সতীতি ॥ ২৪ ॥

সতি স্ফুরত্যভ্যুদিতে ভানাবিব জনৈষণা ॥ ২৫ ॥
যদি সূর্য্যে স্থিতে ব্যোম্নি তাদৃশোচিতসংস্থিতিঃ।
নশ্যতি ব্যবহারোঽয়ং ভাস্করে তৎ কিমাগতম্ ॥ ২৬ ॥
যদ্যাত্মনি স্থিতে দেবে তৎসত্তালব্ধসংস্থিতিঃ।
দেহোনাশমুপায়াতি তৎ কিং নষ্টমিহাত্মনি ॥ ২৭ ॥
ন জায়তে ন ম্রিয়তে নাদত্তে নাভিবাঞ্ছতি।
ন মুক্তোন চ বদ্ধোঽয় মাত্মা সর্ব্বস্থ সর্ব্বদা ॥ ২৮ ॥
আত্মা প্রবোধাভ্যুদিতা নিরাত্মন্যাত্মতাং গতা।
সর্পরজ্জুভ্রমাকারা ভ্রান্তির্দুঃখায় কেবলম্ ॥ ২৯ ॥
অনাদিত্বান্নজাতোঽয় মজাতত্বান্ন নশ্যতি।
আত্মান্নব্যতিরিক্তস্তু নাভিবাঞ্ছত্যসম্ভবাৎ ॥ ৩০ ॥
দিক্কালাদ্যনবচ্ছেদান্ন বদ্ধোঽয়ং কদাচন।
বন্ধাভাবে ক মুক্তিঃ স্যাদমোক্ষস্তেন সংস্থিতঃ ॥ ৩১ ॥
এবংগুণবিশিষ্টোঽয়মাত্মা সর্ব্বস্থ রাঘব।

পূর্ব্যুষ্টকে ইয়ং প্রসিদ্ধা স্বেচ্ছা প্রীতির্নিদিধ্যভোগেচ্ছা চ পরমপ্রেমাস্পদেনিরতিশয়ানন্দে স্বাত্মনি স্থিতে স্ফুরতি। যথা ভানৌ সূর্য্যে নভসি স্থিতে সতি সর্ব্বজনানাং তত্তৎক্রিয়াফলৈষণা স্ফুরতি তদ্বৎ। আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতীতি শ্রুতেরাত্মৈব সর্ব্বব্যবহারদয়োপি প্রিয়াপ্রিয়াদিসর্ব্বব্যবহারনির্ব্বাহক ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

অস্ত্বেবং কিং ততস্তত্রাহ যদীতি। তাদৃশে তত্তদেষণাফলে উচিতা অনুরূপা স্থিতির্যস্য ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

আত্মা তর্হি স্বতঃ কীদৃশস্তমাহ নেতি ॥ ২৮ ॥

অতএব তস্যাজ্ঞানাদেবানর্থভ্রান্তিরিত্যাহ আত্মেতি ॥ ২৯ ॥

প্রবোধে তর্হি কীদৃশস্তমাহ অজাতত্বাদিতি ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

এবংগুণবিশিষ্ট ইত্থংস্বভাব ইতি যাবৎ ॥ ৩২ ॥

অবিচারবশান্মূঢ়ো লোকোয়ং পরিরোদিতি ॥ ৩২ ॥

সম্যগালোকিতাশেষঃ পূর্ব্বাপরজগৎক্রমঃ।
মা শোকং গচ্ছ সুমতে মৌর্খ্যোপগতলোকবৎ ॥ ৩৩ ॥

দ্বে এব কলনে ত্যক্ত্বা মোক্ষবন্ধাত্মিকে যথা।
বিদুষা ব্যবহর্ত্তব্যং যন্ত্রেণেবাত্মমৌনিনা ॥ ৩৪ ॥

ন মোক্ষোনভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে।
মোক্ষোহি চেতোবিমলং সম্যগ্জ্ঞানবিবোধিতম্ ॥ ৩৫ ॥

সকলাশাস্বসংসক্ত্যা যৎ স্বয়ং চেতসঃ ক্ষয়ঃ।
স মোক্ষনাম্না কথিতস্তত্ত্বজ্ঞৈরাত্মদর্শিভিঃ ॥ ৩৬ ॥

যাবৎ প্রবোধোবিমলো নোদিতস্তাবদেব সঃ।
মৌর্খ্যাদ্দীনতয়া রাম ভক্ত্যা মোক্ষোভিবাঞ্ছ্যতে ॥ ৩৭ ॥

পরং প্রবোধমাসাদ্য চিত্তে চিত্ত্বতাং গতে।
দশ মোক্ষা ন বাঞ্ছ্যন্তে কিমুতৈকোহি মোক্ষকঃ ॥ ৩৮ ॥

অয়ং মোক্ষস্ত্বয়ং বন্ধঃ পেলবাং কলনামিতি।
পরিত্যজ্য মহাত্যাগী সত্বমেব ভবাভব ॥ ৩৯ ॥

মৌর্খ্যেণোপগতা যে লোকা জনাস্তদ্বৎ ॥ ৩৩ ॥

যথা পর্ব্বতদেশে জলযন্ত্রেণ পেষণে প্রবৃত্তে তৎসন্নিধিমাত্রেণ তৎকুর্ব্বাণেনেব স্থিতেন আত্মনা স্বতন্ত্র মৌনিনা কামাদিব্যাপারশূন্যেন পুরুষেণ স্থীয়তে তথা বিদুষা দেহাদিনা ব্যবহর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

সম্যগ্জ্ঞানেন বিবোধিত বোধাত্মমাত্রতাং নীতম্ ॥ ৩৫ ॥

আশাস্বাশাস্যমানেষু বিষয়েষ্বসংসক্ত্যা। স্বয়ং স্বপরিণামবোধবৃত্ত্যা ক্ষয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

দীনতয়া কার্পণ্যেন। ভক্ত্যা নিত্যপ্রাপ্তেপ্যপ্রাপ্তিকল্পনয়া ॥ ৩৭ ॥

চিত্ত্বতাং পারমার্থিকচিন্মাত্রতাম্। স্বাত্মব্যতিরিক্তা দশ মোক্ষাশ্চেৎ স্যুস্তেপি ন বাঞ্ছ্যন্তে কিমুত একোহংমোমোক্ষো মোক্ষকোবাঞ্ছ্যতে ইত্যর্থঃ ॥৩৮॥ *

হে অভব স্বমোক্ষস্ত্বমেব ভব ॥ ৩৯ ॥

পরিগলিতবিকল্পনাং প্রয়াতঃ
সগরসুতৌঘনিখাতমেখলাঙ্কম্ ।
অবনিবলয়মন্তরস্তসঙ্গ
শ্চিরমনুপালয় সর্ব্বদোদিতশ্রীঃ ॥ ৪০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে স্বাত্মবিচারোনাম
ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৩ ॥

পরিগলিতাবিকল্পনা যত্র তথাবিধাং দশাং প্রযাতস্ত্বং সগরসুতৈর্নিখাতা মেখলা সমুদ্রস্তদঙ্কং তচ্চিহ্নিতমবনিবলয়ং চিরমনুপালয়। যতস্ত্বমন্তঃ অস্ত-সঙ্গস্ততস্তে রাজ্যাদিপালনং ন দোষায়েত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

—(⤙(*)⤚)—

বশিষ্ঠ উবাচ ॥

লীলয়া পশ্যতি বপুঃ কালেনাত্মনি জায়তে।
রম্যস্যাপশ্যতোবক্ত্রং হৃদি দৌরূপ্যধীরিব ॥ ১ ॥
তদ্বশাদিয়মায়াতা মহতী মেদুরোদরা।
মায়ামদমহাশক্তিঃ সুরাস্বাদলবাদিব ॥ ২ ॥
তয়ানয়া বিকারিণ্যা তদতদ্ভাবভূতয়া।
ইদং সম্পন্নমখিলং তাপাদিব মরৌ পয়ঃ ॥ ৩ ॥
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারোবাসনাশ্চেন্দ্রিয়াণ্যপি।
এবংকলিতনামাঙ্কৈঃ স্ফুরত্যাত্মাব্ধিরম্বুভিঃ ॥ ৪ ॥

প্রমাদাসংসৃতিভ্রান্তিঃ প্রবোধাৎ পূর্ণতা সদা।
জীবন্মুক্তিগুণালিশ্চ বিস্তরেণাত্র বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

অবিচারবশান্মূঢ়ো লোকোয়ং পরিরোদিতীতি যদুক্তং তদাদৌ প্রপঞ্চয়তি লীলয়েত্যাদিনা। প্রলয়সুষুপ্ত্যোরজ্ঞানাবৃতত্বান্নিরতিশয়ানন্দরূপত্বাৎ পরমপ্রেমাস্পদং স্বস্বরূপমপশ্যতি আত্মনি কাম্যকর্ম্মবাসনাপরিপাকক্রমপ্রাপ্তেন সর্গজাগরাদিকালেন লীলয়া চিদ্বিলাসেনৈব বপুঃ সূক্ষ্মস্থূলসমষ্টিব্যষ্টিশরীরং জায়তে। যথা রম্যস্য কান্তাপুত্রাদের্ব্ব্যুৎক্রমপশ্যতোবিরহিপুরুষস্য হৃদি ম্লানিকার্শ্যাদিদৌরূপ্যাপাদিকা দৌর্ম্মনস্যধীর্নিরন্তরং জায়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তস্য দেহদ্বয়স্য বশাৎ তদহন্তাবাধ্যাসেন তদ্বশতাপ্রাপ্তেরিয়ং নিরতিশয়ানর্থরূপা মায়া মিথ্যাভূতৈব রাগলোভমোহাদির্ম্মদস্য মহাশক্তিরায়াতা ॥২॥

তয়ানয়া রাগাদিশক্ত্যা। প্রবৃত্তিভোগপুণ্যপাপবাসনাদ্যনর্থপরম্পরাবিকারবত্যা। তস্য পরমাত্মনঃ অতদ্ভাবোন্যথাভাবস্তেন ভূতয়া লব্ধসত্তয়া ॥ ৩ ॥

এবং কলিতানি নামাঙ্কানি রূপাণি চ যৈস্তথাবিধৈঃ স্বস্বরূপাম্বুভিঃ ॥৪॥

চিত্তাহঙ্কারয়োর্দ্বিত্বং বচস্ত্যস্তি ন বস্তুতঃ।
যচ্চিত্তং স হ্যহঙ্কারোযোহঙ্কারোমনোহি তৎ॥ ৫ ॥
ব্যতিরিক্তং হিমাচ্ছৌক্ল্যমিতি সঙ্কল্প্যতে যথা।
মুধৈব কল্প্যতে ভেদশ্চিত্তাহঙ্কারয়োস্তথা॥ ৬ ॥
মনোহঙ্কারয়োরন্তর্দ্বয়োরেকতরক্ষয়ে।
ক্ষীণে দ্বে এব হি যথা পটশৌক্ল্যে পটক্ষয়ে॥ ৭ ॥
তুচ্ছাং মোক্ষধিয়ং ত্যক্ত্বা বন্ধবুদ্ধিং তথৈষণাম্।
স্ববৈরাগ্যবিবেকাভ্যাং কেবলং ক্ষপয়েন্মনঃ॥ ৮ ॥
মোক্ষোমেস্ত্বিতি চিন্তান্তর্জ্জাতা চেদুত্থিতং মনঃ।
মননোংকে মনস্যাচ্চৈবব পুর্দোযায় কেবলম্॥ ৯ ॥
আত্মন্যতীতে সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বভূতেথ বা ততে।
কো বন্ধঃ কশ্চ বা মোক্ষো নির্ম্মূলং মননং কুরু॥ ১০ ॥
বায়ুঃ স্পন্দনধর্ম্মত্বাৎ যদা চলতি দেহকে।
তদা স্ফুরতি হস্তাঙ্গরসনাপল্লবাবলী॥ ১১ ॥
পাদপে পল্লবশ্রেণীং চালয়ত্যনিলো যথা।

অনর্থপ্রাপ্তিপ্রকারমুক্ত্বা তচ্ছেদোপায়ং বক্তুং প্রথমমর্থচেতনাৎ চিত্তং তন্মননাৎ মনস্তদধ্যবসায়াৎ বুদ্ধিস্তদভিমানাদহঙ্কার ইতি একমেবান্তঃকরণমঙ্কুরকাণ্ডমূলপ্ররোহশাখাদিপ্ররোহক্রমেণ বৃক্ষ ইব সর্ব্বত্রঃ প্রসৃতমবতিষ্ঠত ইত্যাহ চিত্তেতি দ্বাভ্যাম্॥ ৫॥ ৬॥

ঐক্যোক্তিফলমাহ মন ইতি॥ ৭॥

ইদানীং তচ্ছেদোপায়মাহ তুচ্ছামিতি॥ ৮॥

মোক্ষেচ্ছা কুতস্ত্যাজ্যা তত্রাহ মোক্ষ ইতি। মনসি মননোংকে সতি তদেব বপুঃ শরীরাকারং ভবতি তচ্চ পুনর্ব্বহির্ম্মুখতাপাদনাদ্দোষায়েত্যর্থঃ॥৯॥

পরিচ্ছিন্নবপুর্ভাব এবাস্ত দোষো ন শুদ্ধাত্মভাবো জগদাত্মভাবোবেত্যাশয়েনাহ আত্মনীতি। তস্মাৎ পরিচ্ছেদমননমেব নির্ম্মূলং কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥১০॥

প্রাণাদিবায়ধীনচলনাদিধর্ম্মকদেহাদিবৈলক্ষণ্যমাত্মনোদর্শয়তি বায়ুরিত্যা-

তথৈবাঙ্গাবলীং বায়ুর্দ্দেহে সঞ্চালয়ত্যলম্ ॥ ১২ ॥
চিৎ সর্ব্বব্যাপিনী সূক্ষ্মা ন চলা নৈব চাল্যতে।
ন স্বতঃ স্পন্দমায়াতি দেবাচল ইবানিলৈঃ ॥ ১৩ ॥
প্রতিবিম্বিতসর্ব্বার্থা কেবলং স্বাত্মনি স্থিতা।
প্রকাশয়তি বোধেন জগন্তীমানি দীপবৎ ॥ ১৪ ॥
তত্র কোঽয়ং মুধা মোহো ভবতামতিদুঃখদঃ।
অয়ং সোঽহং মমাঙ্গানি মমেদঞ্চেতি দুর্দ্ধিয়াম্ ॥ ১৫ ॥
ইতি কল্লোলহতয়া দৃশা নিত্যমনিত্যয়া।
জ্ঞত্বকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব ক্রিয়া সমুপলভ্যতে ॥ ১৬ ॥
তত্রায়মহমাঙ্গতা ভোক্তা কর্ত্তেতি জায়তে।
মুধৈবাজ্ঞাততাপোত্থা মৃগতৃষ্ণেব বাসনা ॥ ১৭ ॥

দিনা। স্ফুরতি সঙ্কলতি ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

দেবাচলো মেরুঃ ॥ ১৩ ॥

নন্বস্তু শুদ্ধাত্মভাবে এবং সর্ব্বাত্মভাবে তু শাখাচলনাৎ বৃক্ষস্যেবাত্মনশ্চলনং দুর্ব্বারমিতি চেৎ তত্রাহ প্রতিবিম্বিতেতি। তথাচ চলদনেকপ্রতিবিম্বাত্মভাবাপন্নাপি স্ফটিকশিলা যথা কূটস্থা তথা আত্মাপীতি ভাবঃ ॥১৪॥

তত্রৈবমত্যন্তবৈধর্ম্মে সতি অয়ং দেহঃ স প্রসিদ্ধোঽহম্। ইদং বাহ্যস্ত্রীপুত্রাদি চ মম ইতি মোহঃ। ভবতামিতি রামে তৱ জনাৎ প্রত্যুক্তিঃ। দুস্থিতা ধীর্যেষাম। যং ক্রিয়াযুক্তাঃ প্রাদয়স্তং প্রত্যেব গত্যুপসর্গসংজ্ঞা ইতি ধ্যায়তার্থং প্রতি দুরঃ অগতিত্বাৎ গতিকারকেতরপূর্ব্বপদস্য যণ্ নেষ্যত ইত্যুক্তের্ন যণ্ ॥ ১৫ ॥

এবমত্যন্তবৈধর্ম্ম্যেপি দেহে জ্ঞত্বাদয় আত্মনি কর্ত্তৃত্বাদয়শ্চ বিরুদ্ধধর্ম্মা অবিদ্যাকল্লোলরাগাদ্যুপহতয়া দেহাদিতাদাত্ম্যসংসর্গাধ্যাসপ্রযুক্তত্বাদনিত্যয়া ভ্রান্তিদৃশৈবোপলভ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

উপলব্ধ্যনুসারেণৈবোত্তরোত্তরভ্রান্তিবীজভূতা বাসনাপি জায়ত ইত্যাহ তত্রেতি। অজ্ঞাতঃ তুলাজ্ঞানাবৃতস্তাপোমরুদাতপস্তদুত্থা ॥ ১৭ ॥

অজ্ঞাতৈষা মনোমত্তমৃগং বিষয়তর্ষুলম্ ।
অসত্যৈব হি সত্যেব মৃগতৃষ্ণেব কর্ষতি ॥ ১৮ ॥
বিজ্ঞাতা সত্যরূপাঙ্গ নাশং যাতি পলায়তে ।
বিপ্রমধ্যাৎ পরিজ্ঞাতা যথা চাণ্ডালকন্যকা ॥ ১৯ ॥
অবিদ্যা সম্পরিজ্ঞাতা ন চৈনং পরিকর্ষতি ।
মৃগতৃষ্ণা পরিজ্ঞাতা তর্ষুলং নাবকর্ষতি ॥ ২০ ॥
পরমার্থাববোধেন সমূলং রাম বাসনা ।
দীপেনেবান্ধকারশ্রীর্গলত্যালোক এতি চ ॥ ২১ ॥
নাস্ত্যবিদ্যেতি সঞ্জাতে নিশ্চয়ে শাস্ত্রযুক্তিতঃ ।
গলত্যবিদ্যা তাপেন তুষারকণিকা যথা ॥ ২২ ॥
দেহস্যাস্য জড়স্যার্থে কিং ভোগৈরিতি নিশ্চয়ঃ ।
ভিনত্ত্যাশামলং জ্ঞাতা পঞ্জরং কেশরী যথা ॥ ২৩ ॥
আশাপরিকরে রাম নূনং পরিহৃতে হৃদা ।
পুমানাগতসৌন্দর্য্যো হ্লাদমায়াতি চন্দ্রবৎ ॥ ২৪ ॥
পরাং শীতলতামেতি বৃষ্টিধৌত ইবাচলঃ ।
নির্বৃতিং পরমাং ধত্তে প্রাপ্তরাজ্য ইবাধমঃ ॥ ২৫ ॥
শোভতে পরয়া লক্ষ্ম্যা শরদীব নভস্তলম্ ।
আত্মন্যেব ন মাত্যুচ্চৈঃ কল্পস্যান্ত ইবার্ণবঃ ॥ ২৬ ॥

বিষয়তর্ষুলঃ বিষয়কামুকং ভোগলম্পটমিতি যাবৎ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥
আলোকঃ অপরিচ্ছিন্নাত্মপ্রকাশঃ । এতি আবির্ভবতি ॥ ২১ ॥ ২২ ॥
ইতি নিশ্চয় ইতি বহুব্রীহিঃ । জ্ঞাতা তত্ত্বজ্ঞঃ । আশাপ্রযোজকং মলময়জ্ঞানং ভিনত্তি ॥ ২৩ ॥
আশায়াঃ পরিকরে পরিবারভূতে দেহাভিমানাদৌ ॥ ২৪ ॥
অধমো দরিদ্রঃ ॥ ২৫ ॥
ন মাতি ন সম্মিতোত্তবতি ন পরিচ্ছিদ্যত ইতি যাবৎ ॥ ২৬ ॥

ভবত্যপেতসংরম্ভো বৃষ্টিমূক ইবাম্বুদঃ ।
তিষ্ঠত্যাত্মনি সম্পেক্তা প্রশান্ত ইব বারিধিঃ ॥ ২৭ ॥
পরং ধৈর্য্যমুপাদত্তে স্থৈর্য্যং মেরুরিবাচলঃ ।
রাজতে স্বচ্ছয়া লক্ষ্ম্যা শান্তেন্ধন ইবানলঃ ॥ ২৮ ॥
ভবত্যাত্মনি নির্ব্বাণঃ প্রশান্ত ইব দীপকঃ ।
তৃপ্তিমায়াতি পরমাং নরঃ পীতামৃতো যথা ॥ ২৯ ॥
অন্তর্দ্দীপো ঘট ইব মধ্যজ্বাল ইবানলঃ ।
স্ফুরদ্দীপ্তির্ম্মণিরিব প্রয়াত্যন্তঃপ্রকাশতাম্ ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বগতং সর্ব্বেশং সর্ব্বনায়কম্ ।
সর্ব্বাকারং নিরাকারং স্বমাত্মানং প্রপশ্যতি ॥ ৩১ ॥
হসত্যলমতীতাস্তাঃ পেলবা দিবসাবলীঃ ।
যাসু স্মরশরশ্রেণী চপলং চিত্তমাশ্রিতম্ ॥ ৩২ ॥
সঙ্গরং গবিনিষ্ক্রান্তঃ শান্তমানমনোজ্বরঃ ।
অধ্যাত্মরতিরাসীনঃ পূর্ণঃ পাবনমানসঃ ॥ ৩৩ ॥
নির্ম্মৃষ্টকামপঙ্কাঙ্ক শ্ছিন্নবন্ধনিজভ্রমঃ ।
দ্বন্দ্বদোষভয়োন্মুক্তস্তীর্ণসংসারসাগরঃ ॥ ৩৪ ॥
প্রাপ্তানুত্তমবিশ্রান্তির্লব্ধা লভ্যপরাস্পদঃ ।
অনিবৃত্তিপদং প্রাপ্তো মনসা কর্ম্মণা গিরা ॥ ৩৫ ॥

অপেতসংরম্ভস্ত্যক্তত্বরত্তিনিবেশঃ । বর্ষাসু বৃষ্ট্যা বর্ষণেন শরদি মূকো-গর্জ্জনাদিশূন্যঃ ॥ ২৭ ॥

ধৈর্য্যং বিষয়ৈরপ্রধৃষ্যতাম্ । স্থৈর্য্যং ভয়স্থানৈরপ্রকম্প্যতাম্ ॥২৮॥২৯॥৩০॥

ব্যবহারে সর্ব্বাকারং পরমার্থতোনিরাকারম্ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

বিষয়িজনসঙ্গাৎ বিষয়ানুরঞ্জনাচ্চ বিনিষ্ক্রান্তঃ ॥ ৩৩ ॥

শীতোষ্ণসুখদুঃখাদয়ো দ্বন্দ্বদোষাঃ ॥ ৩৪ ॥

অনিবৃত্তি পুনরাবৃত্তিশূন্যং পদং সাম্রাজ্যম্ । মনসেত্যাদেরুক্তত্রয়ত্রাঃস্বয়ঃ ॥৩৫॥

সর্ব্বাভিবাঞ্ছিতারম্ভো ন কিঞ্চিদপি বাঞ্ছতি।
সর্ব্বানুমোদিতানন্দো ন কিঞ্চিদনুমোদতে ॥ ৩৬ ॥
ন দদাতি ন চাদত্তে ন স্তৌতি ন চ নিন্দতি।
নাস্তমেতি ন চোদেতি ন তুষ্যতি ন শোচতি ॥ ৩৭ ॥
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত।
সর্ব্বাশাসম্পরিত্যাগী জীবন্মুক্ত ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩৮ ॥
সর্ব্বৈষণাঃ পরিত্যজ্য চেতসা ভব মৌনবান্।
ধারা নিরবশেষেণ যথা ত্যক্ত্বা পয়োধরঃ ॥ ৩৯ ॥
ন তথা সুখয়ত্যঙ্গ সংলগ্না বরবর্ণিনী।
যথা সুখয়তি স্বান্তমিন্দুশীতা নিরাশতা ॥ ৪০ ॥
ন তথেন্দুঃ সুখয়তি কণ্ঠলগ্নোপি রাঘব।
নৈরাশ্যং সুখয়ত্যন্তর্যথা সকলশীতলম্ ॥ ৪১ ॥
পুষ্পাপূর্ণনবলতো ন তথা রাজতে মধুঃ।
যথোদারমতির্ম্মৌনী নৈরাশ্যসমমানসঃ ॥ ৪২ ॥
ন হিমাদ্রের্ন মুক্তাভ্যো ন রম্ভাভ্যো ন চন্দনাৎ।
ন চ চন্দ্রমসঃ শৈত্যং নৈরাশ্যাৎ যদবাপ্যতে ॥ ৪৩ ॥
অপি রাজ্যাদপি স্বর্গাদপীন্দোরপি মাধবাৎ।
অপি কান্তাসমানঙ্গান্নৈরাশ্যং পরমং সুখম্ ॥ ৪৪ ॥

সর্ব্বৈর্জ্জনৈরুপাদেয়তয়া অভিবাঞ্ছিত আরম্ভশ্চারিত্র্যং যস্ত। আনন্দশ্চারিত্র্যফলম্ ॥ ৩৬ ॥

অস্তং স্বরূপতিরোধানং নৈতি নোদেতি। উদয়ং পুনঃ স্বরূপাবির্ভাবঞ্চ নৈতি সকৃৎ বিভাতত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

রামং প্রতি তল্লক্ষণানি শিক্ষয়তি সর্ব্বৈষণা ইত্যাদিনা। নিরবশেষেণ নিঃশেষতয়া ধারাঃ জলানি ত্যক্ত্বা পয়োধরোযথা ভবতি তথেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

এষণাত্যাগমেব প্রশংসতি ন তথেত্যাদিনা ॥ ৪০ ॥

তৃণবন্নোপকুর্ব্বন্তি যত্র ত্রিভুবনশ্রিয়ঃ।
সা পরা নির্ব্বৃতিঃ সাধো নৈরাশ্যাদুপলভ্যতে ॥ ৪৫ ॥
আপৎকরঞ্জপরশুং পরায়া নির্ব্বৃতেঃ পদম্।
পুষ্পগুচ্ছং শমতরোরালম্বস্ব নিরাশতাম্ ॥ ৪৬ ॥
গোষ্পদং পৃথিবী মেরুঃ স্থাণুরাশাঃ সমুদ্গিকাঃ।
তৃণং ত্রিভুবনং রাম নৈরাশ্যালঙ্কৃতাকৃতেঃ ॥ ৪৭ ॥
দানাদানসমাহার বিহারবিভবাদিকাঃ।
ক্রিয়া জগতি হস্যন্তে নিরাশৈঃ পুরুষোত্তমৈঃ ॥৪৮ ॥
পদং যস্য ন বধ্নাতি কদাচিৎ কলনা হৃদি।
তৃণীকৃতত্রিভুবনঃ কেনাসাবুপমীয়তে ॥ ৪৯ ॥
ইদমেবাস্ত্বিদং মাস্তু মমেতি হৃদি রঞ্জনা।
ন যস্যাস্তি তমাত্মেশং তোলয়ন্তি কথং জনাঃ ॥ ৫০ ॥
সর্ব্বসঙ্কটপর্য্যন্ত মসঙ্কটমলং সুখম্।
সৌভাগ্যং পরমং বুদ্ধের্নৈরাশ্যমবলম্ব্যতাম্ ॥ ৫১ ॥
নাশাস্তে ন ত্বমাশানাং বিদ্ধি মিথ্যা ভ্রমং জগৎ।

সকলং জগৎ শীতলং যস্মাৎ তৎ সকলশীতলম্ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ ৪৩- ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

স্থাণুশ্ছিন্নাবশিষ্টতরুঃ। আশা দিশঃ। সমুদ্গিকাঃ ক্ষুদ্রসম্পুটিকাঃ ॥৪৭॥

দানং লৌকিকং শাস্ত্রীয়ঞ্চ। আদানং ধনাদেঃ স্বীকারঃ। সমাহারঃ সংগ্রহেণ কোশাদ্যুপচয়ঃ। বিহারো ধনব্যয়েন পুত্রক্রীড়নম্। বিভবা বস্ত্রালঙ্কারান্নপানাদিসম্ভারসম্পত্তয়স্তদাদিকাঃ। হস্যন্তে বহ্বায়াসতুচ্ছফলানর্থবীজত্ব

মূঢৈরন্যথাভিমতত্বেন হাসযোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

কলনা আশা ॥ ৪৯ ॥

আত্মনোমনস ঈশং স্বাধীনচিত্তম্। আত্মা স্বয়মেবেশঃ সর্ব্বেশ্বরস্তং বা ॥ ৫০ ॥

পর্য্যন্তং পারম্। বুদ্ধেঃ পরমং সৌভাগ্যং সার্থক্যম্ ॥ ৫১ ॥

বহদ্রথস্থদিক্‌চক্র পরাবর্ত্তবদুত্থিতম্ ॥ ৫২ ॥
কিং মুহ্যসি মহাবাহো মূর্খবদ্বোধিতোপি সন্ ।
মমেদং তদয়ং সোহমিত্যুদ্ভ্রান্তেন চেতসা ॥ ৫৩ ॥
আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং নানাতেহ ন বিদ্যতে ।
একরূপং জগজ্‌জ্ঞাত্বা ধীরৈর্নাম ন খিদ্যতে ॥ ৫৪ ॥

হে রাম তে তব আশা ন সন্তি ত্বঞ্চ আশানাং সম্বন্ধী নাসি অতো বৈরাগ্যাদিসাধনসম্পত্ত্যা মুখ্যাধিকারিত্বাৎ তত্ত্বজ্ঞানসম্পত্ত্যা জগৎ বহতি ধাবতি রথে স্থিতস্য পুংস উভয়পার্শ্বদিশোর্ভ্রান্ত্যা তরুগুল্মাদেশ্চক্রাকার-পরাবর্ত্তবৎ মিথ্যাভ্রমমাত্রং বিদ্ধীত্যর্থঃ। অথবা ন আশা ইত্যুপলক্ষ্যতাম্। আশানাং শ্যেনত্বং বিবেকবিজ্ঞানাপহারেণাত্মসুখবিভ্রংশকত্বমেব। আগতং হি সুখং সূত্রৈরাশাসহস্রৈরাশাস্যতে জগত্তু মিথ্যা ভ্রমং বহতি রথে স্থিত-য়োশ্চক্রয়োরূর্দ্ধাধোদিক্ষু পরাবর্ত্তো যদ্বৎ নেম্যবলম্বিপিপীলিকাদেঃ পতন-পেষণাদ্যনর্থহেতু স্তদ্বৎ স্বাবলম্বিনাং জননমরণাদ্যনর্থার্থমেবোত্থিতং বিদ্ধী-ত্যর্থঃ। অথবা নম্বু উৎকৃষ্টসুখাশয়া নিকৃষ্টসুখাশাপ্রমোষদর্শনাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বা-শাপ্রমোষার্থমাশান্তরোপাদানে আশাভিবৃদ্ধিরেব স্যাৎ ন নৈরাশ্যমিতি রাম-শঙ্কামালক্ষ্যাহ নেতি. উৎকৃষ্টাশানাং নিকৃষ্টাশাশ্যেনত্বং অভিপ্রেত্য নৈরাশ্যং ময়োক্তমিতি ন বিদ্ধি যতো জগন্মিথ্যাবস্তুদেব আশাপরম্পরাজননেন ভ্রম-য়তি তথাবিধম্। উৎকর্ষনিরূপকাপকর্ষস্যৈবাপ্রসিদ্ধেঃ। যতো বহদ্রথস্থস্য দিক্‌চক্রেষু পর্য্যায়েণ পরাবর্ত্তো ভ্রমণং বহদ্রথবেগেন দিশোর্হোবা তদ্বদু-ত্থিতং তদিত্যর্থঃ। অথবা ন আশাস্তে ন ত্বমাশানাম্। বিং হি ইতি চ্ছেদঃ। বিৎ আত্মবেত্তা কিঞ্চিদপি নাশাস্তে ন বাঞ্ছতি। হি যস্মাৎ জগন্মিথ্যাভ্রমম্। নাশাস্যং পুরুষার্থরূপং জগত্যস্তি অতত্ত্বং আশানাং সম্বন্ধী ন ভবেত্যর্থঃ। শেষং প্রাগ্‌বৎ ॥ ৫২ ॥

আত্যন্তিকনৈরাশ্যোপায়মবিষয়্য তদদর্শনাৎ মুহ্যমানমিব রামমুপলক্ষ্য দেহাদাবহং মমতাত্যাগ এব প্রাগুক্তস্তদুপায় ইত্যাগ্রহেণ স্মারয়ন্নাহ কিং মুহ্যসীতি। ইদং দেহসম্বন্ধি মম তদ্দেহম্ স পূর্ব্বোত্তরকালপ্রসিদ্ধঃ অয়ং বর্ত্তমানকালে প্রত্যক্ষ অহমেবেতি কিং মুহ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

অস্ত্বেবং তথাপি কথমাশাখেদনিবৃত্তিস্তত্রাহ আত্মৈবেতি ॥ ৫৪ ॥

যথাভূতপদার্থৌঘ দর্শনাদেব রাঘব।
পরমাশ্বাসনং বুদ্ধেনৈরাশ্যমধিগচ্ছতি ॥ ৫৫ ॥
ভাবাভাববিসম্বাদ মুক্তমাদ্যন্তয়োঃ স্থিতম্।
যদ্রূপং তৎ সমালম্ব্য পদার্থানাং স্থিতিং কুরু ॥ ৫৬ ॥
বৈরাগ্যবীরমনসো মায়েয়মতিমোহিনী।
পলায্য যাতি সাংসারী মৃগী কেশরিণোযথা ॥ ৫৭ ॥
কান্তামুদ্দামমদনাং লোলাং বনলতামিব।
জর্জ্জরোপলপাঞ্চালী সমাং পশ্যতি ধীরধীঃ ॥ ৫৮ ॥
ভোগানানন্দয়ন্ত্যন্তঃ খেদয়ন্তি ন চাপদঃ।
দৃশ্যশ্রিয়োহরন্ত্যঙ্গ ন তমদ্রিমিবানিলাঃ ॥ ৫৯ ॥
রক্তবালাঙ্গনস্যাপি জ্ঞস্যোদারধিয়া মুনেঃ।
কণশঃ পাংশুতাং যান্তি মনসঃ স্মরসায়কাঃ ॥ ৬০ ॥
রাগদ্বেষৈঃ স্বরূপজ্ঞো নাবশঃ পরিকৃষ্যতে।
স্পন্দ এবাস্য নৈতাভ্যাং কিমুতাক্রমণং ভবেৎ ॥ ৬১ ॥
সমদৃষ্টলতালোল বনিতোদ্রিশিলাকৃতিঃ।
রমতে নৈষ ভোগেষু পান্থো মরুমহীষ্বিব ॥ ৬২ ॥

যথা ভূতানাং যথার্থাত্মভূতানাং পদার্থৌঘানাং দর্শনাৎ ॥ ৫৫ ॥

কীদৃশং তর্হি সর্ব্বপদার্থানাং যথার্থরূপং তদাহ ভাবেতি। বিসম্বাদো বিকল্পঃ ॥ ৫৬ ॥

সর্ব্ববিকল্পপরিত্যাগলক্ষণমহাবৈরাগ্যেণ বীরং মনো যস্য তস্মাৎ ॥ ৫৭ ॥

এবং কামাদিদোষা অপি পলায়ন্ত ইত্যাশয়েনাহ কান্তামিতি। জর্জ্জরা যা উপলপাঞ্চালী পাষাণপ্রতিমা তৎসমাম্ ॥ ৫৮ ॥

হরন্তি ধৈর্য্যাৎ প্রচ্যাবয়ন্তি। অঙ্গেতি সম্বোধনে ॥ ৫৯ ॥

রক্তা অনুরক্তা বালাঙ্গনা যস্মিং স্তথাবিধস্যাপি ॥ ৬০ ॥

স্বরূপমাত্মতত্ত্বং তজ্জ্ঞঃ ॥ ৬১ ॥

সমং তুল্যরূপং যথা স্যাৎ তথা দৃষ্টে লতা চ লোলবনিতা চ যেন

অযত্নোপনতং সর্ব্বং লীলয়া সক্তমানসঃ।
ভুংক্তে ভোগভরং প্রাজ্ঞস্ত্বালোকমিব লোচনম্ ॥ ৬৩ ॥
কাকতালীয়বৎ প্রাপ্তা ভোগালী ললনাদিকা।
স্বাদিতাপ্যঙ্গ ধীরস্য ন দুঃখায় ন তুষ্টয়ে ॥ ৬৪ ॥
সম্যগ্ দৃষ্টপথং তজ্জ্ঞং সুখদুঃখমতী মনাক্।
দ্বে বীচ্যাবিব শৈলেন্দ্রং ক্ষোভং নেতুং ন শক্নুতঃ ॥ ৬৫ ॥
হেলয়া লোকয়ন্ ভোগান্ মুহুর্দ্দান্তোগতজ্বরঃ।
স্বমেব পদমালম্ব্য সর্ব্বভূতান্তরস্থিতম্ ॥ ৬৬ ॥
জ্ঞস্তিষ্ঠতি গতব্যগ্রো ব্যগ্রেণাপি সমন্বিতঃ।
জগন্তি জনয়ন্নেব ব্রহ্মেবাত্মপরায়ণঃ ॥ ৬৭ ॥
আপতৎসু যথাকালং যথাদেশং যথাক্রমম্।
সুখদুঃখেষু ন ক্ষোভমেতি ভূভৃদৃতুষ্বিব ॥ ৬৮ ॥
মজ্জতোপি বহুজ্ঞস্য রাম কর্ম্মেন্দ্রিয়ভ্রমৈঃ।

অতএবাবিকারিত্বাদদ্রিশিলাকৃতিঃ ॥ ৬২ ॥

তর্হি কিমাহারাদ্যপি ত্যজতি তত্রাহ অযত্নেতি। সর্ব্বমনিষিদ্ধান্নপানাদি লীলয়া দেহধারণমাত্রানুকূলচেষ্টয়া। অসক্তমানসত্বে লোচনদৃষ্টান্তঃ ॥ ৬৩ ॥

গৃহস্থস্য তত্ত্ববিদঃ স্বললনাদিভোগাস্বাদেপি ন কশ্চিদ্রাগিবদতিশয়ভ্রমো-স্তীত্যাহ কাকেতি ॥ ৬৪ ॥

সম্যক্ দৃষ্টঃ পরিচিতঃ পন্থাঃ প্রত্যগ্দৃষ্টিমার্গোর্যেন তম্। স্নকৃপূরক্ঃ-বধামিতি অপ্রত্যয়ে তস্য টের্লোপঃ। শৈলেন্দ্রং মন্দরম্ ॥ ৬৫ ॥

হেলয়া অবহেলনয়া অসত্যতাবুদ্ধ্যেত্যর্থঃ। আলোকয়ন্ স্বমাত্মপদমেবা-বলম্ব্য তিষ্ঠতীতি শেষঃ ॥ ৬৬ ॥

ব্যগ্রেণ তত্তৎকালোচিতক্রিয়াব্যাপৃতেনাপি দেহেন্দ্রিয়াদিনা সমন্বিতো-জস্তত্ত্ববিৎ গতব্যগ্রোনির্ব্বিক্ষেপ এব তিষ্ঠতি। ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ ইব ॥ ৬৭ ॥

ভূভৃৎ পর্ব্বতঃ। ঋতুষু বসন্তাদিষু ॥ ৬৮ ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বাগাদীনাং ভ্রমৈর্ব্ব্যাপারৈর্ব্বিষয়েষু মজ্জতোপি ॥ ৬৯ ॥

অসক্তমনসো নিত্যং ন কিঞ্চিদপি মজ্জতি ॥ ৬৯ ॥
কলঙ্ক্যন্তঃকলঙ্কেন প্রোচ্যতে হেম নান্যথা।
ভাবাসক্ত্যা সমাসক্ত উক্তোজন্তুর্হি নান্যথা ॥ ৭০ ॥
শরীরাদ্ব্যতিরিক্তং জ্ঞং পশ্যতঃ প্রবিবেকিনঃ।
বিকর্ত্তিতাঙ্গকস্যাপি ন কিঞ্চিৎ প্রবিকর্ত্তিতম্ ॥ ৭১ ॥
সকৃৎ প্রভাতং বিমলং যৎ জ্ঞাতং জ্ঞাতমেব তৎ।
ন হি বন্ধুঃ পরিজ্ঞাতঃ পুনরজ্ঞাততাং ব্রজেৎ ॥ ৭২ ॥
সর্পভ্রান্তৌ নিবৃত্তায়াং ন রজ্জ্বাং সর্পভাবনা।
পুনরেতি যথা প্রাবৃণ্ নদী গিরিতটাচ্চ্যুতা ॥ ৭৩ ॥
ন হেম তাপশুদ্ধাঙ্গং স্বভাবমলমাগতম্।
কর্দ্দমে মগ্নমপি সৎ সমাদত্তে মলং পুনঃ ॥ ৭৪ ॥
ক্ষীণে স্বহৃদয়গ্রন্থৌ ন বন্ধোস্তি পুনর্গুণৈঃ।
যত্নেনাপি পুনর্ব্বদ্ধং কেন বৃন্তে চ্যুতং ফলম্ ॥ ৭৫ ॥
অবচ্ছেদবিচারাভ্যা মভিতঃ খণ্ডশোগতম্।

অন্তর্দ্দোষসঙ্গস্যৈব দূষকত্বং ন বহিঃসঙ্গস্যেত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ কলঙ্কীতি। হেম অন্তঃকলঙ্কেনৈব কলঙ্কি উচ্যতে অন্যথা বহিঃপঙ্কাদিলেপেন তথা নোচ্যতে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

অন্তঃসঙ্গত্যাগে দেহদুঃখাদেরপি ন প্রসক্তিরিত্যাহ শরীরাদিতি ॥ ৭১ ॥

দেহাতিরিক্তাত্মবিস্মরণে তর্হি পুনর্দ্দুঃখং স্যাৎ তত্রাহ সকৃদিতি। ন বিস্মরণপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥

বিস্মরণাপ্রসক্তৌ সদৃষ্টান্তোপপত্তিকং কারণমাহ সর্পেত্যাদিনা ॥ ৭৩ ॥

অলমত্যন্তং স্বভাবং হেমমাত্রতামাগতং প্রাপ্তম্ ॥ ৭৪ ॥

বৃক্ষস্থবৃন্তাৎ চ্যুতং ফলং পুনর্বৃন্তে কেন সমর্থেনাপি মহতাপি প্রযত্নেন পূর্ব্ববদ্বদ্ধং ন কেনচিদিত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

যথা পাষাণান্তর্গতং মণিং পাষাণচ্ছেদনেন মণিতত্ত্ববিচারেণ চ অভিতঃ অমণ্যংশখণ্ডনতো গতং প্রাপ্তং পুনঃ পূর্ব্ববৎ তং পাষাণং মণিঞ্চ সন্ধাতুং

পাষাণঞ্চ মণিঞ্চৈব সন্ধাতুং কস্য শক্ততা ॥ ৭৬ ॥
বিজ্ঞাতায়ামবিদ্যায়াং কঃ পুনঃ পরিমজ্জতি ।
পরিজ্ঞায় শ্বপাকানাং যাত্রাং কঃ প্রেক্ষতে দ্বিজঃ ॥ ৭৭ ॥
শুদ্ধাম্ভসি যথা ক্ষীরধীর্ব্বিচারান্নিবর্ত্ততে ।
সংসারবাসনা তদ্বৎ ধীবিচারান্নিবর্ত্ততে ॥ ৭৮ ॥
মধ্বম্বুশঙ্কয়া তাবৎ বিপ্রবর্য্যৈঃ প্রপীয়তে ।
যাবন্নাত্র পরিজ্ঞাতং পরিজ্ঞাতং প্রহীয়তে ॥ ৭৯ ॥
রূপলাবণ্যযুক্তাপি চিত্রকান্তেব কামিনী ।
দ্রব্যমাত্রসমারম্ভাৎ তত্ত্ববিদ্ভির্ব্বিলোক্যতে ॥ ৮০ ॥
যথা মসীকুসুম্ভাদিস্ত্রিয়াশ্চিত্রে তথৈব হি ।
জীবন্ত্যা অপি কেশোষ্ঠং কস্তাং পরি কিল গ্রহঃ ॥ ৮১ ॥
অনুভূতোগুড়স্বাদুরপি দাহবিকর্ত্তনৈঃ ।
ন শক্যতেন্যথাকর্ত্তুং তত্ত্বালোকস্তথাত্মনঃ ॥ ৮২ ॥

কস্যাভাগাস্য শক্ততাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥

যাত্রাং উৎসবসমাজগমনম্ ॥ ৭৭ ॥

ক্ষীরধীর্দুগ্ধভ্রান্তিঃ । ধীবিচারাৎ ধীস্থাত্মদর্শনাৎ ॥ ৭৮ ॥

মধু মদ্যম্ । অম্বু শঙ্কয়া জলভ্রান্ত্যা ॥ ৭৯ ॥

চিত্রলিখিতাকান্তাস্ত্রীপ্রতিমেব ॥ ৮০ ॥

যথা চিত্রে স্ত্রিয়া মসীকুসুম্ভাদিরঙ্গভেদাঃ পঞ্চভূতমাত্রং তথা জীবন্ত্যাঃ কেশোষ্ঠাদ্যপীতি তত্ত্বতঃ সাম্যমিত্যর্থঃ । গ্রহ উপাদেয়তেতি যাবৎ ॥ ৮১ ॥

নন্থ স্ত্র্যাদিবিষয়োগথা অনুভূয়মানাৎ রূপাৎ তত্ত্বতোন্যথৈব বর্ত্ততে তথা স্বাত্মানুভবোপি পরমপ্রেমাস্পদত্বেন প্রসিদ্ধাদানন্দরূপাদন্যথৈব কিং ন স্যা-দিতি চেৎ তত্রাহ অনুভূত ইতি । যথা গুড়স্য স্বাদুর্ম্মধুররসোহনুভূতস্য গুড়স্য অনুভবকারণস্য জিহ্বাদেরনুভবিতুর্দ্দেবদত্তাদের্ব্বা দাহবিকর্ত্তনাদিবস্তু-শতৈরপি নাসৌ মাধুর্য্যানুভবঃ কিন্তু তিক্তাদ্যনুভব ইত্যন্যথাকর্ত্তুং ন শক্যতে আত্মনস্তাত্ত্বিকানন্দানুভবোপি তথৈবেত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্ ॥ ৮৩ ॥
এবং তত্ত্বে পরে শুদ্ধে ধীরোবিশ্রান্তিমাগতঃ।
ন শক্যতে চালয়িতুং দেবৈরপি সবাসবৈঃ ॥ ৮৪ ॥
পরব্যসনিনী নারী কেন ভর্ত্রা বলীয়সা।
বিস্মারিতা স্বসঙ্কল্পকান্তসঙ্গমহোৎসবম্ ॥ ৮৫ ॥
জগৎসমরসানন্দচিদালোকাবলম্বনম্।
কেন বিস্মার্য্যতে বুদ্ধিস্তত্ত্বজ্ঞস্য মহাত্মনঃ ॥ ৮৬ ॥
সমগ্রসুখদুঃখাঢ্যং ব্যবহারমখণ্ডিতম্।
কুর্ব্বন্ কুলজনায়ত্তোভর্ত্তুশ্চ সুরখেদিতঃ ॥ ৮৭ ॥
যথা সঙ্কল্পকান্তেন ভবত্যানন্দমন্থরঃ।
বধূলোকোব্যসনবান্ দুঃখবৃন্দৈ র্ন বাধ্যতে ॥ ৮৮ ॥
তথা বিগলিতাবিদ্যো ব্যবহারপরোপ্যলম্।
সম্যগ্‌দৃষ্টিঃ সদাচারো মুদমেত্যন্তরাত্মনা ॥ ৮৯ ॥
ছিদ্যতে ন নিকৃত্তাঙ্গো গলদশ্রু র্ন রোদিতি।
দহ্যতে ন প্রদগ্ধোপি নষ্টোপি ন বিনশ্যতি ॥ ৯০ ॥

যদা সকৃদপ্যনুভূতো নান্যথাকর্তুং শক্যস্তদা তদেকব্যসনিতয়া সদৈবা-নুভূয়মানস্য সুতরামিত্যাশয়েনাহ পরব্যসনিনীত্যাদিনা ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥

জগৎপদেন জাগতাঃ সর্ব্বে বিষয়ানন্দভেদা লক্ষ্যন্তে। তে সর্ব্বে নানা-পুষ্পরসা মধুভাব ইব যত্র সমরসা ভবন্তি তাদৃশস্বাত্মানন্দচিদালোকস্য অবলম্বনং নিরন্তরাস্বাদধারাং প্রাপ্তা তত্ত্বজ্ঞস্য বুদ্ধিঃ কেন বিস্মারয়িতুং শক্যত ইত্যর্থঃ। তথাচোক্তং শিবধর্ম্মোত্তরে "জ্ঞানামৃতরসো যেন সকৃদা-স্বাদিতোভবেৎ। বিহায় সর্ব্বকার্য্যাণি মনস্তত্রৈব ধাবতী"তি ॥ ৮৬ ॥

ব্যবহারং গৃহকর্ম্ম অখণ্ডিতং সদা কুর্ব্বন্ ভর্তৃশ্বশুরাভ্যাঞ্চ খেদিতঃ পীড়িতোপি পরব্যসনবান্ বধূলোক ইতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥

তত্রাপি সপ্তমভূমিকামারূঢ়স্য স্থৈর্য্যাতিশয়মাহ ছিদ্যত ইতি। নষ্টঃ বিনষ্টদেহোপি ॥ ৯০ ॥

ব্যপগতসুখদুঃখসন্নিপাতো
বিধিবিধুরেষ্বপি সঙ্কটেষ্বচিত্তঃ।
বিলসতু সদনে পুরোত্তমে বা
বিততগিরৌ বিপিনে তপোবনে বা ॥ ৯১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে বৈরাগ্যোপদেশো নাম
চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৪ ॥

অচিন্ত্যো মনোনাশপর্য্যন্তভূমিকাপ্রতিষ্ঠিতঃ পুরুষধৌরেয়ো বিধিনা প্রাক্তনপ্রারব্ধফলেন কর্ম্মণা বিধুরেষু ভোগশূন্যেষু দারিদ্র্যাদিষু মাণ্ডব্যবচ্ছূলাধিরোহণাদিসঙ্কটেষু বা পুরোত্তমে সদনে বা বিততগিরৌ বিপিনে তপোবনে বা নিবসতু তথাপি সদা ব্যপগতসুখদুঃখসন্নিপাত এবাস্তে ন মনাগপি সাংসারিকৈর্হর্ষশোকৈঃ স্পৃশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।

-○()○()○-

বশিষ্ঠ উবাচ ।

জনকঃ সংস্থিতো রাজ্যে ব্যবহারপরোপি সন্ ।
বিগতজ্বর এবান্তরনাকুলমতিঃ সদা ॥ ১ ॥
পিতামহোদিলীপস্তে সর্ব্বারম্ভপরোপ্যলম্ ।
বীতরাগতয়ৈবান্তর্ব্বুভুজে মেদিনীং চিরম্ ॥ ২ ॥
নিরঞ্জনতয়া বুদ্ধো জনতাং পালয়ংশ্চিরম্ ।
জীবন্মুক্তাকৃতির্নিত্যং মনূরাজ্যমপালয়ৎ ॥ ৩ ॥
বিচিত্রবলযুদ্ধেষু ব্যবহারেষু ভূরিষু ।
মান্ধাতা সুচিরং তিষ্ঠন্ প্রাপ্তবান্ বৈ পরং পদম্ ॥ ৪
বলিঃ পাতালপীঠস্থঃ কুর্ব্বন্ সদিব সংস্থিতিম্ ।
সদা ত্যাগী সদাঽসক্তো জীবন্মুক্ত ইতি স্থিতঃ ॥ ৫ ॥
নমুচির্দ্দানবাধীশো দেবদ্বন্দ্বপরঃ সদা ।
নানাচারবিচারেষু ক্বচিন্নান্তরতপ্যত ॥ ৬ ॥

মহৎস্বপ্যধিকারেষু হর্যশোকাদ্যসঙ্গিনঃ ।
ইহোক্তা বহবোমুক্তা দেবাসুরনরাদয়ঃ ॥ ১ ॥

জনকো বৈদেহঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥

নিরঞ্জনতয়া রাগাদিকালুষ্যরহিততয়া । বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধো মনুঃ ॥ ৩ ॥

বিচিত্রাণি বলানি সৈন্যানি বাহুবলানি চ যেষু তথাবিধেষু যুদ্ধেষু ॥ ৪ ॥

সৎ যথার্থমিব সংস্থিতিং ব্যবহারম্ । দিবসস্থিতিমিতি পাঠে সঃ দিবসানাং পাতালনিবাসায় হরিণা নিয়মিতানাং স্থিতিং পালনম্ ॥ ৫ ॥

দেবৈঃ সহ দ্বন্দ্বে যুদ্ধে মর্য্যাদাব্যুৎক্রমে বা পরস্তৎপরঃ । নানাবিধানাং

বাসবাজ্ঞো তনুত্যাগী বৃত্রোবিততমানসঃ।
অন্তঃশান্তমনা মানী চকার সুরসঙ্গরম্ ॥ ৭ ॥
কুর্ব্বন্ দানবকার্য্যাণি পাতালতলপালকঃ।
অনপায়ং নিরাক্রোশং প্রহ্লাদোহ্লাদমাগতঃ ॥ ৮ ॥
শম্বরৈকপরোপ্যন্তঃ শম্বরৈকতয়োদিতঃ।
সংসারশম্বরং রাম শম্বরস্ত্যক্তবানিদম্ ॥ ৯ ॥
অসক্তবুদ্ধির্হরিণা কুর্ব্বন্ দানবসঙ্গরম্।
পরাং সম্বিদমাসাদ্য কুশলস্ত্যক্তবানিদম্ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বামরমুখোবহ্নিঃ ক্রিয়াজালপরোহপি।
যজ্ঞলক্ষ্মীশ্চিরং ভুংক্তে মুক্ত এবেহ তিষ্ঠতি ॥ ১১ ॥
পীয়মানঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সোমঃ সমরসাশয়ঃ।
ক্বচিদেতি ন সংসঙ্গ মাক্রান্তাবম্বরং যথা ॥ ১২ ॥
বৃহস্পতির্দ্দেবগুরুর্দ্দারার্থং চন্দ্রযোধ্যপি।
আচরন্ দিবি চিত্রেহাং মুক্ত এব হ্যবস্থিতঃ ১৩ ॥
শুক্রোম্বরতলদ্যোতী বুধঃ সর্ব্বার্থপালকঃ।

দেবাসুরাচারাণাং বিচারেষু বিমর্শেষু ॥ ৬ ॥

সঙ্গরঃ যুদ্ধম্ ॥ ৭ ॥

নিরাক্রোশং বাচামগোচরং হ্লাদং সুখম্ ॥ ৮ ॥

শম্বরং মায়া তদেকপরোপ্যন্তঃশম্বরং হার্দ্দচিদাকাশস্তদেকতয়া উদিত আবির্ভূতঃ ॥ ৯ ॥

কুশলঃ স এব অন্যোবা কুশলনামা দানবঃ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

সমং ব্রহ্মৈব রসো রসায়নং পুনরুজ্জীবনামৃতমস্তর্যস্য। সংসঙ্গং সুখদুঃখাদিসংসর্গম্। আক্রান্তৌ পদ্ভ্যামাক্রমণে। অম্বরমাকাশম্ ॥ ১২ ॥

দারার্থং চিত্রাং ঈহাং দেবপৌরহিত্যাধিকারচেষ্টাম্ ॥ ১৩ ॥

বুধোবিদ্বান্। নীতিশাস্ত্রপ্রণয়নেন সর্ব্বেষামর্থানামভিমতানাং পালকঃ ॥ ১৪ ॥

নির্ব্বিকারমতিঃ কালং নয়ত্যসুরদেশিকঃ ॥ ১৪ ॥
জগদ্ভূতগণাঙ্গানি চিরং সঞ্চারয়ন্নপি।
সর্ব্বদা সর্ব্বসঞ্চারী মুক্ত এব সমীরণঃ ॥ ১৫ ॥
লোকা জবঞ্জবীভাবপ্রোদ্বেগজ্ঞোপ্যখিন্নধীঃ।
ব্রহ্মা সমমনারাম ক্ষিপয়ত্যায়ুরাততম্ ॥ ১৬ ॥
জরামরণযুদ্ধাদিদ্বন্দ্বসঙ্গরলীলয়া।
চরতীহ চিরং কালং মুক্তোপি ভগবান্ হরিঃ ॥ ১৭ ॥
মুক্তেনাপি ত্রিনেত্রেণ সৌন্দর্য্যতরুমঞ্জরী।
দেহার্দ্ধে ধার্য্যতে গৌরী কামুকেনেব কামিনী ॥ ১৮ ॥
মুক্তয়াপি গলে বদ্ধো গৌর্য্যা গৌরস্ত্রিলোচনঃ।
সংশুদ্ধ ইব মুক্তানাং হারঃ শশিকলামলঃ ॥ ১৯ ॥
গুহোগহনধীর্ব্বীরস্তারকাদিরণক্রিয়াম্।
মুক্তোপি কৃতবান্ সর্ব্বজ্ঞানরত্নৈকসাগরঃ ॥ ২০ ॥
ভৃঙ্গীশোরক্তমাংসং স্বং স্বমাত্রে প্রবিতীর্ণবান্।
মুক্তয়ৈব ধিয়া রাম ধীরয়া ধ্যানধৌতয়া ॥ ২১ ॥

জগন্তি উর্দ্ধভুবনানি ভূতগণানাং প্রাণিনিকায়ানামঙ্গানি চ ॥ ১৫ ॥

লোকানাং প্রাণিনাং আজবঞ্জবীভাবা উর্দ্ধাধোমধ্যগতিভিঃ পরিবর্ত্তা-স্তৎপ্রযুক্তাঃ প্রোদ্বেগাশ্চ তজ্জ্ঞোপি। আততং দ্বিপরার্দ্ধকালবিস্তীর্ণম্ ॥১৬॥

মুক্তোনিত্যমুক্তোপি ॥ ১৭ ॥

ইবকারেণ ন স কামুকো নাপি সা কামিনী কিন্তু ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদ্যে এব তে ইতি ধ্বনিতম্ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

গহনধীর্ব্বিচিত্রদুরবগাহবুদ্ধিঃ ॥ ২০ ॥

ভৃঙ্গীশোত্র ভৃঙ্গিরিটিঃ শিবগণবিশেষঃ। স হি দেবীমনাদৃত্য শিবস্যৈবা-রাধনপরঃ কুপিতয়া দেব্যা মাতৃপিতৃভাগায়মাংসাস্থিময়দেহস্য স্বীয়ং মাতৃ-ভাগং পরাবৃত্য যাচিতঃ স্বমাত্রে দেব্যৈ স্বংরক্তমাংসমুৎকৃত্য দদাবিতি পুরাণেষু প্রসিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

মুনির্ম্মুক্তস্বভাবোপি জগজ্জঙ্গলখণ্ডকম্ ।
নারদোবিজহারেমং শীতয়া কার্য্যশীলয়া ॥ ২২ ॥
জীবন্মুক্তমনা মান্যো বিশ্বামিত্রোপ্যয়ং প্রভুঃ ।
বেদোক্তাং মখনির্ম্মাণক্রিয়াং সমধিতিষ্ঠতি ॥ ২৩ ॥
ধারয়ত্যবনীং শেষঃ করোত্যর্কোদিনাবলীম্ ।
যমোযমত্বং কুরুতে জীবন্মুক্ততয়ৈব হি ॥ ২৪ ॥
অন্যেপ্যস্মিংস্ত্রিভুবনে যক্ষাসুরনরাঃ সুরাঃ ।
শতশোমুক্ততাং যাতাঃ সন্তস্তিষ্ঠন্তি সংস্থতৌ ॥ ২৫ ॥
সংস্থিতা ব্যবহারেষু বিচিত্রাচারধারিষু ।
অন্তরাশীতলাঃ কেচিৎ কেচিন্মূঢ়াঃ শিলাসমাঃ ॥ ২৬ ॥
পরমং বোধমাসাদ্য কেচিৎ কাননমাগতাঃ ।
যথা ভৃগুভরদ্বাজবিশ্বামিত্রশুকাদয়ঃ ॥ ২৭ ॥
কেচিদ্রাজ্যেষু তিষ্ঠন্তি চ্ছত্রচামরপালিতাঃ ।
যথা জনকশর্য্যাতিমান্ধাতৃসগরাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥
কেচিদ্ব্যোম্নি চ তিষ্ঠন্তি ধিষ্ণ্যচক্রান্তরস্থিতাঃ ।
যথা বৃহস্পত্যুশনশ্চন্দ্রসূর্য্যমুনীশ্বরাঃ ॥ ২৯ ॥
কেচিৎ সুরপদে যাতা বিমানাবলিমাস্থিতাঃ ।
যথাগ্নিবায়ুবরুণযমতুম্বুরুনারদাঃ ॥ ৩০ ॥

কার্য্যং কলহকৌতুকপ্রবর্ত্তনং তচ্ছীলয়া ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

যমত্বং দণ্ডনম্ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

বিচিত্রশোকমোহাদ্যানর্থপ্রসঙ্গকেষু পুত্রদারধনভৃত্যাদিসংগ্রহপূর্ব্বকযুদ্ধবধবন্ধাদ্যাচারধারিষ্বপি রাজ্যাদিব্যবহারেষু সংস্থিতা অন্তঃ আশীতলাঃ কেচিন্মুক্তাঃ ॥ ২৬ ॥

কেচিত্তু চিত্তবিক্ষেপনিবৃত্ত্যর্থং কাননমাশ্রিতাঃ। তানুদাহরতি যথেত্যাদিনা ॥ ২৭ ২৮ ॥

কেচিৎ পাতালকুহরে জীবন্মুক্তা ব্যবস্থিতাঃ।
যথা বলিসুহোত্রান্ধপ্রহ্লাদাহ্লাদপূর্ব্বকাঃ ॥ ৩১ ॥
তির্য্যগ্যোনিষ্বপি সদা বিদ্যন্তে কৃতবুদ্ধয়ঃ।
দেবযোনিষ্বপি প্রাজ্ঞা বিদ্যন্তে মূর্খবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩২ ॥
সর্ব্বং সর্ব্বেণ সর্ব্বত্র সর্ব্বথা সর্ব্বদৈব হি।
সম্ভবত্যেব সর্ব্বাত্মন্যাত্মন্যাততরূপিণি ॥ ৩৩ ॥
বিধের্ব্বিচিত্রা নিয়তিরনন্তারম্ভমন্থরা।
সন্নিবেশাংশবৈচিত্র্যাৎ সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র দৃশ্যতে ॥ ৩৪ ॥
বিধির্দ্দেবং বিধির্ধাতা সর্ব্বেশঃ শিব ঈশ্বরঃ।
ইতি নামভিরাত্মানঃ প্রত্যক্চেতন উচ্যতে ॥ ৩৫ ॥
অস্ত্যবস্তুনি বস্ত্বন্তঃ কাঞ্চনং সিকতাস্বিব।
অস্তি বস্তুন্যবস্ত্বন্তর্ম্মলং হেমকণেষ্বিব ॥ ৩৬ ॥
অযুক্তে যুক্ততা যুক্ত্যা প্রেক্ষ্যমাণা প্রদৃশ্যতে।

গ্রহনক্ষত্রাদীনাং ধিষ্ণ্যমাধারভূতং জ্যোতিশ্চক্রং তদন্তরে স্থিতাঃ। মুনীশ্বরাঃ সপ্তর্ষয়ঃ ॥ ২৯ ॥ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

তির্য্যগ্যোনিষু গরুড়হনুমজ্জাম্ববদাদয়ঃ ॥ ৩২ ॥

নন্বু সাত্ত্বিকতমত্বাৎ স্বভাবতোঽভিব্যক্তজ্ঞানৈশ্বর্য্যেষু দেবযোনিষু কথং মূর্খাঃ সম্ভবন্তীতি চেৎ সর্ব্বশক্তেরীশ্বরস্য সর্ব্বভাবেন সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারেণ সর্ব্বদা স্থিতত্বাৎ সর্ব্বাত্মন্যাত্মনি স্বপ্নাদাবসম্ভাবিতসহস্রস্যাপি দর্শনান্না সম্ভাবনা কাপি কস্যচিদপি কার্য্যেত্যাহ সর্ব্বমিতি ॥ ৩৩ ॥

উক্তার্থং স্ফুটমাহ বিধেরিতি ॥ ৩৪ ॥

কোসৌ বিধিস্তমাহ বিধিরিতি। আদ্যং বিধিপদং বিরিঞ্চিদ্বারা দ্বিতীয়ং বিষ্ণুদ্বারা পরমাত্মনোনামেতি ন পৌনরুক্ত্যম্। ন অস্মাকং সর্ব্বেষামাত্মা। অন্তরিতি পাঠে তু কোশপঞ্চকান্তঃ স্থঃ। চিচ্ছক্তিশবলত্বাচ্চেতনঃ ॥ ৩৫ ॥

যত্রাত্যন্তমসম্ভাবিতে অপি বস্ত্ববস্তুনী পরস্পরান্তঃসম্ভাবিতে তত্র কিমন্যদসম্ভাবিতং স্যাদিত্যাশয়েনাহ অস্তীত্যাদিনা ॥ ৩৬ ॥

পাপস্থ হি ভয়াল্লোকো রাম ধর্ম্মে প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৭ ॥
অসত্যে সত্যতা সাধো শাশ্বতী পরিলক্ষ্যতে।
শূন্যেন ধ্যানযোগেন শাশ্বতং পদমাপ্যতে ॥ ৩৮ ॥
যন্নাস্তি তদুদেত্যাশু দেশকালবিলাসতঃ।
শশকাঃ শৃঙ্গবন্তোহি দৃশ্যন্তে শম্বরস্থিতৌ ॥ ৩৯ ॥
যে বজ্রসারাঃ সুদৃঢ়া দৃশ্যন্তে তে ক্ষয়ং গতাঃ।
কল্পস্যান্তে যথেন্দ্বর্কধরাব্ধিবিবুধাদয়ঃ ॥ ৪০।
ইতি পশ্যন্ মহাবাহো ভাবাভাবভবক্রমম্।
হর্ষামর্ষবিষাদেহাঃ সন্ত্যজ্য সমতাং ব্রজ ॥ ৪১ ॥
অসৎ সদেব ভাতীহ সদসচ্চাপি দৃশ্যতে।
আস্থানাস্থে পরিত্যজ্য তেনাশু সমতাং ব্রজ ॥ ৪২ ॥
মুক্তৌ রাঘব লোকেস্মিন্ন প্রাপ্তিঃ সম্ভবত্যলম্।
অপ্রবৃত্তৌ বিবেকস্য মগ্না হি জনকোটয়ঃ ॥ ৪৩ ॥
মুক্তৌ রাঘব লোকেস্মিন্ প্রাপ্তিরস্তি সদৈব হি।

অত্যাস্থাসক্তে পাপেপি ফলতো ভীষণতয়া ধর্ম্মে পুরুষপ্রবর্ত্তকতালক্ষণে মহান্ গুণো যুক্ত্যা বিমর্শে দৃশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ফলতঃ সত্যতা। সর্ব্বশূন্যতাধ্যানে ধ্যানসাক্ষিণঃ স্বপ্রকাশাত্মনো দুরপহ্নবত্বাদর্থাদেব যথার্থতত্ত্বমাত্রপরিশেষসিদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

শম্বরস্থিতৌ ঐন্দ্রজালিকসর্গে ॥ ৩৯ ॥

বজ্রসারা যেষাং কদাপ্যসম্ভাবিতঃ ক্ষয়স্তেপীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

প্রাসঙ্গিকস্য অসম্ভাবিতসম্ভবোপপাদনস্যাপি প্রকৃতমেব ফলং দর্শয়ন্ উপসংহরতি ইতীতি ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

নম্বেবং সতি বিদেহমুক্তাবপি পুনঃসংসারপ্রাপ্তিঃ সম্ভাবিতা স্যাৎ তত্রাহ মুক্তাবিতি। হি যস্মাৎ জনকোটয়োবিবেকস্য অসংসার্য্যাত্মবিবেকস্য তত্ত্বজ্ঞানস্যাপ্রবৃত্তৌ অজ্ঞানদশায়ামেবাত্যন্তাসম্ভাবিতানর্থকোটিসম্ভাবনলক্ষণে ভ্রমে মগ্নাঃ ন মুক্তৌ। তন্মজ্জননিমিত্তাজ্ঞানস্য নষ্টত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

প্রবৃত্ত্যা হি বিবেকস্থ বিমুক্তা ভূতকোটয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
প্রবিবেকাবিবেকাভ্যাং স্থলভালভ্যতাং গতা।
মুক্তির্ম্মনঃক্ষয়প্রাপ্ত্যা বিবেকং তেন দীপয় ॥ ৪৫ ॥
আত্মাবলোকনং যত্নঃ কর্ত্তব্যোভূতিমিচ্ছতা।
সর্ব্বদুঃখশিরশ্ছেদ আত্মালোকেন জায়তে ॥ ৪৬ ॥
নারাগা নিরুপাসঙ্গা জীবন্মুক্তা মহাধিয়ঃ।
সম্ভবন্তীহ বহুশঃ সুহোত্রজনকা ইব ॥ ৪৭ ॥
তস্মাৎ ত্বমপি বৈরাগ্যবিবেকোদিতধীরধীঃ।
জীবন্মুক্তো বিহর ভো সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৪৮ ॥
দ্বিবিধা মুক্ততা লোকে বিদ্যতে দেহধারিণাম্।
সদেহৈকা বিদেহান্যা বিভাগোয়ং তয়োঃ শৃণু ॥ ৪৯ ॥
অসংসঙ্গাৎ পদার্থানাং মনঃ শান্তির্ব্বিমুক্ততা।
সত্যসত্যপি দেহে সা সম্ভবত্যনঘাকৃতে ॥ ৫০ ॥
স্নেহসংক্ষয়মেবাঙ্গ বিদুঃ কৈবল্যমুত্তমম্।
তৎ সম্ভবতি দেহস্থ ভাবে চাভাব এব চ ॥ ৫১॥

নিত্যপ্রাপ্তাত্মরূপত্বাদপি মুক্তের্নাপায়শঙ্কাস্তি বিস্মৃতকণ্ঠচামীকরবৎ বিবেকমাত্রেণ তল্লাভাদিত্যাহ মুক্তাবিতি ॥ ৪৪ ॥

প্রবিবেকাৎ সুলভাপি অবিবেকাদলভ্যতাং গতা মুক্তিঃ ॥ ৪৫ ॥

ভূতিং মুক্তিমিচ্ছতা ॥ ৪৬ ॥

পৌর্ব্বকালিকানাং জীবন্মুক্তিসম্ভবেপি নেদানীন্তনানাং সা সম্ভাবিতেত্যাশঙ্কাং বারয়তি নীরাগা ইতি। নিরুপাসঙ্গা নিরভিনিবেশাঃ। ইহ অস্মিন্নপি কালে ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥

ইদানীং জীবন্মুক্তিবিদেহমুক্ত্যোর্ভেদনিমিত্তং বক্তুমুপক্রমতে দ্বিবিধেত্যাদিনা ॥ ৪৯ ॥

তত্রাদৌ উভয়সাধারণমুক্তিশব্দার্থং দর্শয়তি অসংসঙ্গাদিতি ॥ ৫০ ॥

যোজীবতি গতস্নেহঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।
সস্নেহজীবিতোবদ্ধো মুক্ত এব তৃতীয়কঃ ॥ ৫২ ॥
যত্নোযত্নেন কর্ত্তব্যো মোক্ষার্থং যুক্তিপূর্ব্বকম্।
যত্নযুক্তিবিহীনস্য গোস্পদং দুস্তরং ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥
ন ত্বনধ্যবসায়স্য দুঃখায় বিপুলাত্মনে।
আত্মাপরবশঃ কার্য্যোমোহমাশ্রিত্য কেবলম্ ॥ ৫৪ ॥
সুমহদ্ধৈর্য্যমালম্ব্য মনসা ব্যবসায়িনা।
বিচারয়াত্মনাত্মানমাত্মনশ্চিরসিদ্ধয়ে।
বিততাধ্যবসায়স্য জগদ্ভবতি গোস্পদম্ ॥ ৫৫ ॥
যদুপগতঃ সুগতঃ পদং প্রধানং
যদপগতোহক্রবতাং নৃপশ্চ কশ্চিৎ।

তত্রোপপত্তিমাহ স্নেহেতি। স্নেহ আত্মতাভ্রমাৎ প্রীতিস্তৎসংক্ষয়ম্ ॥৫১॥৫২॥

সাধনচতুষ্টয়মধ্যে যত্নেন পূর্ব্বপূর্ব্বাসক্তৌ উত্তরোত্তরজয়েপি যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ। যুক্তয়ঃ প্রমাণতাৎপর্য্যপ্রমেয়তত্ত্বাবধারণানুকূলাস্তর্কাস্তৎপূর্ব্বকম্ ॥ ৫৩ ॥

যুক্ত্যন্বিতো যত্ন আত্মতত্ত্বাধ্যবসায়পর্য্যন্তং কার্য্যো ন সহসা অনধ্যবসায়ে নির্ব্বেদাদস্থানে যত্নো পরমেণ পুনরাত্মা অনর্থবশে কার্য্য ইত্যাহ ন ত্বিতি। অনধ্যবসায়স্য অনধ্যবসায়ে সতি নত্বানাদরাদিত্যর্থঃ। ষষ্ঠী চানাদরে ইতি ভাবলক্ষণে ষষ্ঠী ॥ ৫৪ ॥

উক্তমেবার্থং স্ফুটমাহ সুমহদিতি। ব্যবসায়িনা ফলপর্য্যন্তং প্রযত্নাহমুপরমদৃঢ়নিশ্চয়বতা। চিরসিদ্ধয় ইতি। সতি প্রতিবন্ধে বহুভির্জ্জন্মভির্ব্বা সিদ্ধিমুদ্দিশ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

যৎ স্বয়ং জ্যোতিরাত্মমাত্রপরিশেষাখ্যং পদম্। সুগতো বুদ্ধঃ শোভনং বিবেকং গতঃ কপিলশ্চ বহু বিচার্য্যাপ্যধ্যবসাতুমসামর্থ্যাৎ যস্মাদপগতঃ সন্নাত্মনোহক্রবতাং ক্ষণিকবিজ্ঞানসন্তানাত্মতাং গুণত্রয়সাম্যাবস্থালক্ষণং প্রধানং পদং বস্তু উপগতঃ। এবং কশ্চিদ্বেদনিন্দকত্বাদগ্রাহ্যনামা অর্হদাখ্যোনৃপঃ ক্ষত্রিয়োপি যদপগতঃ সন্নাত্মানং চিৎস্বভাবমভ্যুপগম্যাপি দেহপরিমাণত্বা-

যদ্ভুপগতাঃ পদমুত্তমং মহান্তঃ
প্রযত্নকল্পতরোর্ম্মহাফলং তৎ ॥ ৫৬ ॥
ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে মুক্তামুক্তবিচারোনাম
পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৫ ॥

ভ্যুপগমাৎ হস্তিমশকশরীরাম্নুপ্রবেশে অবয়বোপচয়াপচয়াপত্ত্যা অধ্রুবতামুপ-গত ইত্যনুত্তমে এব মিথ্যাপদে তে নিমগ্নাঃ। মহান্তো বেদরহস্যনিষ্ণা-তাস্তু উত্তমং সত্যাদিলক্ষণং যৎ পদমুপগতা যথার্থতঃ প্রাপ্তবন্তস্তৈর্ম্মহদ্ভির্যৎ প্রাপ্তং পদং বেদোক্তমার্গেণ প্রযত্নলক্ষণস্য কল্পতরোর্ম্মহাফলমিতি তথৈ-বাস্তোপি প্রযতেতেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।

—০।)•(।০—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ব্রহ্মণঃ সমুপায়ান্তি জগন্তীমানি রাঘব ।
স্থৈর্য্যং যান্ত্যবিবেকেন শাম্যন্ত্যেব বিবেকতঃ ॥ ১
জগজ্জালজলাবর্ত্তবৃত্তয়োব্রহ্মবারিধৌ ।
সঙ্খ্যাতুং কেন শক্যন্তে ভাসাঞ্চ ত্রসরেণবঃ ॥ ২ ॥
অসম্যক্‌প্রেক্ষণং বিদ্ধি কারণং জগতঃ স্থিতৌ ।
সংসারশান্তয়ে কান্তকারণং সম্যগীক্ষণম্ ॥ ৩ ॥
অয়ং হি পরতুষ্পারো ঘোরঃ সংসারসাগরঃ ।
বিনা যুক্তিপ্রযত্নাভ্যামস্মাদ্রাম ন তীর্য্যতে ॥ ৪ ॥
যস্যায়ং সাগরঃ পূর্ণো মোহাম্বুভরপূরিতঃ ।
অগাধমরণাবর্ত্তকল্লোলাকুলকোটরঃ ॥ ৫ ॥

ইহ সংসারজলধিঃ স্ত্রীবাচিরূপবর্ণ্যতে ।
ততস্তত্তরণোপায়স্তীর্ণে ক্রীড়া যথাসুখম্ ॥ ১ ॥

অবিজ্ঞাতাৎ ব্রহ্মণঃ সমুপায়াস্ত্যাবির্ভবন্তি । অবিবেকেন স্থৈর্য্যং যান্তি । অনেনানর্থজন্মস্থিত্যোর্নিমিত্তং দর্শিতম্ । তন্নিবৃত্ত্যুপায়মাহ শাম্যন্তীতি ॥১॥

তাসাং জালসূর্য্যমরিচীনাং সম্বন্ধিনস্ত্রসরেণবশ্চ সঙ্খ্যাতুং ন শক্যন্তে ॥২॥

হে কান্তেতি রামসম্বোধনম্ । কান্তঃ কমণীয়ঃ ॥ ৩ ॥

পরং অত্যন্তং দুর্গমং পারং যস্য ॥ ৪ ॥

তমেব সংসারসাগরং বর্ণয়তি যস্যেত্যাদিনা । অয়ং বক্ষ্যমাণবিবিধবিশেষণবিশিষ্টঃ সংসারলক্ষণঃ সাগরোযস্য মোহাম্বুভরেণ পূরিতঃ সন্ পূর্ণস্তেনৈব তন্নিময়েন উত্তার্য্যতে চেদিতি সপ্তমেনান্বয়ঃ । অগাধৈর্ম্মরণলক্ষণৈ-

প্রভ্রমৎপুণ্যডিণ্ডীরো জ্বলন্নরকবাড়বঃ।
তৃষ্ণাবিলোললহরির্ম্মনোজলমতঙ্গজম্ ॥ ৬ ॥
আলীনজীবিতসরিদ্ভোগরত্নসমুদ্গকঃ।
ক্ষুব্ধরোগোরগাকীর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহঘর্ঘরঃ ॥ ৭ ॥
পশ্যাস্মিন্ প্রসৃতা রাম বীচয়শ্চারুচঞ্চলাঃ।
ইমা মুগ্ধাঙ্গনানাম্ন্যঃ শিখরাকর্ষণক্ষমাঃ ॥ ৮ ॥
ছদশ্রীপদ্মরাগাঢ্যা নেত্রনীলোৎপলাকুলাঃ।
দন্তপুষ্পফলাকীর্ণাঃ স্মিতফেনোপশোভিতাঃ ॥ ৯ ॥
কেশেন্দ্রনীলবলয়া ভ্রূবিলাসতরঙ্গিতাঃ।
নিতম্বপুলিনস্ফীতাঃ কণ্ঠকম্বুবিভূষিতাঃ ॥ ১০ ॥
ললাটমণিপট্টাঢ্যা বিলাসগ্রাহসঙ্কুলাঃ।
কটাক্ষলোলগহনা বর্ণকাঞ্চনবালুকাঃ ॥ ১১ ॥
এবং বিলোললহরী ভীমাৎ সংসারসাগরাৎ।
উত্তীর্য্যতে চেৎ যত্নেন তৎ পরং পৌরুষং ভবেৎ ॥ ১২ ॥
সত্যাং প্রজ্ঞা মহানাবি বিবেকে সতি নাবিকে।

রাবর্ত্তৈঃ কল্লোলৈর্ব্বৃহত্তরঙ্গৈশ্চ আকুলকোটরঃ ॥ ৫ ॥

পুণ্যান্যেব ডিণ্ডীরাঃ ফেনা যস্য। বাড়বো বড়বানলঃ। জলোদ্ভবোমতঙ্গজসদৃশো যাদোভেদঃ ॥ ৬ ॥

আসমন্তাল্লীনা উপক্ষীণা জীবিতসরিতো যত্র। ইন্দ্রিয়গ্রাহৈর্ঘর্ঘরঃ ক্রুদ্ধবিক্ষোভধ্বনিঃ ॥ ৭ ॥

তত্র স্ত্রিয়োবিবিচিন্থেন বর্ণয়তি পশ্যেত্যাদিনা। শিখরবৎ ধীরাণামপ্যাকর্ষণে ক্ষমাঃ ॥ ৮ ॥

ছদা রদনচ্ছদাস্তচ্ছ্রীভিঃ পদ্মরাগাঢ্যাঃ। পুষ্পফলৈর্ম্মুকুলৈরাকীর্ণাঃ ॥ ৯ ॥

কণ্ঠলক্ষণৈঃ কম্বুভিঃ শঙ্খৈর্ব্বিভূষিতাঃ ॥ ১০ ॥

ললাটলক্ষণৈর্ম্মণিপট্টৈঃ রত্নফলকৈরাঢ্যাঃ। কটাক্ষৈর্লোলত্বাৎ গহনাদুরবগাহাঃ। বর্ণা দেহকান্তয় এব কাঞ্চনবালুকা যাসাম্ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

সংসারসাগরাদস্মাৎ যো ন তীর্ণো ধিগস্তু তম্ ॥ ১৩ ॥
অপারাবারমাক্রম্য প্রমেয়ীকৃত্য সর্ব্বতঃ।
সংসারাব্ধিং গাহতে যঃ স এব পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪ ॥
বিচার্য্যার্য্যৈঃ সহালোক্য ধিয়া সংসারসাগরম্।
এতস্মিংস্তদনুক্রীড়া শোভতে রাম নান্যথা ॥ ১৫ ॥
ইহ ভব্যোভবান্ সাধো বিচারপরয়া ধিয়া।
ত্বয়াধুনৈব তেনায়ং সংসারঃ প্রবিচার্য্যতে ॥ ১৬ ॥
ভবানিব বিচার্য্যাদৌ সংসারমতিকান্তয়া।
মত্যা যো গাহতে লোকো নেহাসৌ পরিমজ্জতি ॥ ১৭ ॥
পূর্ব্বং ধিয়া বিচার্য্যতে ভোগা ভোগিভয়প্রদাঃ।
ভোক্তব্যাশ্চরমং রাম গরুড়েনেব পন্নগাঃ ॥ ১৮ ॥
বিচার্য্যতত্ত্বমালোক্য সেব্যন্তে যা বিভূতয়ঃ।
তা উদর্কোদয়া জন্তো শেষা দুঃখায় কেবলম্ ॥ ১৯ ॥
বলং বুদ্ধিশ্চ তেজশ্চ দৃষ্টতত্ত্বস্য বর্দ্ধতে।
স বসন্তস্য বৃক্ষস্য সৌন্দর্য্যাদ্যা গুণা ইব ॥ ২০ ॥

আক্রম্য তত্ত্বদর্শনেন বাধিত্বা। অতএব তং প্রমেয়ব্রহ্মমাত্রং কৃত্বা গাহতে প্রবিশতি প্রত্যক্ষমপি তস্তাবং নয়তীতি যাবৎ ॥ ১৪ ॥
তদনু তত্ত্ববোধানন্তরম্। এতস্মিন্ ব্রহ্মত্বমাপন্নে জগতি ॥ ১৫ ॥
ভবান্ ভব্যোধন্তঃ। যতস্ত্বয়া তেন ভব্যত্বেন অধুনা অস্মিন্ বয়স্যেব ॥ ১৬ ॥
গাহতে প্রবিশতি ব্রহ্মেতি শেষঃ। লোকোঽধিকারিজনঃ ॥ ১৭ ॥
পূর্ব্বং ভোগা উপেক্ষ্যা ইতি শেষঃ। যথা গরুড়েনামৃতাহরণাৎ পূর্ব্বং পন্নগা উপেক্ষিতাঃ পশ্চান্মাতৃশাপমোচনানন্তরং নিঃশঙ্কং ভুজ্যন্তে তদ্বৎ ॥ ১৮ ॥
লোকেপ্যয়ং রাজকীয়বিভূত্যুপভোগে ন্যায়ঃ প্রসিদ্ধ ইত্যাহ বিচার্য্যেতি। তত্ত্বং রাজপ্রসাদানুগ্রহাদিরহস্যম্ ॥ ১৯ ॥
তত্ত্ববোধোত্তরমেব ভোগজয়ণোপপাদকবিশেষণসম্পত্তির্ন পূর্ব্বমিতি দর্শয়তি বলমিতি ॥ ২০ ॥

ঘনরসায়নপূর্ণস্থশীতয়া
বিমলয়া সময়া সততং শ্রিয়া।
শিশিররশ্মিরিবাতিবিরাজসে
বিদিতবেদ্য সুখং রঘুনন্দন ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে সংসারসাগরসাম্যপ্রতিপাদনং নাম ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৬॥

রামস্থ ভোগজরণাসামর্থ্যশঙ্কাবারণায় তত্ত্ববোধসম্পত্তিং দর্শয়তি ঘনেতি। হে রঘুনন্দন ত্বং বিদিতবেদ্যতয়া হেতুনা ইদানীং ঘনেন রসায়নেন আনন্দামৃতেন পূর্ণয়া সুশীতয়া নিরস্তত্রিবিধতাপয়া শ্রিয়া শিশিররশ্মিঃ পূর্ণচন্দ্র ইব অতিবিরাজসে। চন্দ্রপক্ষে সময়া অভিতঃ পূর্ণমণ্ডলত্বাদবক্রয়া ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

—(*)○(*)—

রাম উবাচ।

সমাসেন মুনে ভূয়ো দৃষ্টতত্ত্বচমৎকৃতেঃ।
কথয়োদারবৃত্তান্তং কস্তে বচসি তৃপ্যতি ॥ ১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

জীবন্মুক্তস্য বহুধা কথিতং লক্ষণং ময়া।
ভূয়োপি ত্বং মহাবাহো কথ্যমানমিদং শৃণু ॥ ২

সুষুপ্তবদিদং নিত্যং পশ্যত্যপগতৈষণঃ।
অসদ্রূপমিবাসক্তং সর্ব্বত্রাখিলমাত্মবান্ ॥ ৩ ॥

কৈবল্যমিব সম্প্রাপ্তঃ পরিতৃপ্তমনা ইব।
ঘূর্ণমান ইবানন্দী তিষ্ঠত্যধিগতাত্মদৃক্ ॥ ৪ ॥

নাদত্তমপ্যুপাদত্তে গৃহীতমপি পাণিনা।
অন্তর্ম্মুখতয়োদাত্ত রূপয়া সময়া ধিয়া ॥ ৫ ॥

ধার্য্যা মন্দারমালেব বিবুধৈঃ শিরসোরসা।
জীবন্মুক্তগুণৈর্ম্মালা বশিষ্ঠেনাত্র গুম্ফ্যতে ॥ ১ ॥

সমাসেন তত্র তত্রোক্তানামেকত্রসংগ্রহেণ। উদারং বৃত্তান্তং চরিত্রং লক্ষণভূতান্ গুণানিতি যাবৎ ॥ ১ ॥

ইদং সংগ্রহরূপম্ ॥ ২ ॥

ব্যবহারদৃশা সুষুপ্তবত্তমোমাত্রম্। পরমার্থদৃশা তু বাধিতানুবৃত্তিমাত্রত্বাদসদ্রূপমিব ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

আদত্তং প্রথমং চক্ষুরাদিনা উপাত্তং পশ্চাৎ পাণিনা গৃহীতমপি ধনবস্ত্রালঙ্কারাদিধিয়া নোপাদত্তে। আদিকর্ম্মণি নিষ্ঠা। অতএব তাদেশানিষ্টিঃ ॥ ৫ ॥

যন্ত্রপুত্রকসঞ্চার ইতীমং জনতাক্রমম্।
অন্তঃসংলীনয়া দৃষ্ট্যা পশ্যন্ হসতি শান্তধীঃ ॥ ৬ ॥
নাপেক্ষতে ভবিষ্যঞ্চ বর্ত্তমানে ন তিষ্ঠতি।
ন সংস্মরত্যতীতঞ্চ সর্ব্বমেব করোতি চ ॥ ৭ ॥
সুপ্তঃ প্রবুদ্ধোভবতি প্রবুদ্ধোপি চ সুপ্তবান্।
সর্ব্বং কর্ম্ম করোত্যন্তর্ন করোতি চ কিঞ্চন ॥ ৮ ॥
অন্তঃ সর্ব্বপরিত্যাগী নিত্যমন্তরনেষণঃ।
কুর্ব্বন্নপি বহিঃ কার্য্যং সমমেবাবতিষ্ঠতে ॥ ৯ ॥
বহিঃ প্রকৃতসর্ব্বেহো যথাপ্রাপ্তক্রিয়োন্মুখঃ।
স্বকর্ম্মক্রমসম্প্রাপ্ত বন্ধুকার্য্যানুবৃত্তিমান্ ॥ ১০ ॥
সমগ্রসুখভোগাত্মা সর্ব্বাশাস্বিব সংস্থিতঃ।
করোত্যখিলকর্ম্মাণি ত্যক্তকর্ত্তৃত্ববিভ্রমঃ ॥ ১১ ॥
উদাসীনবদাসীনঃ প্রকৃতঃ ক্রমকর্ম্মসু।
নাভিবাঞ্ছতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন হৃষ্যতি ॥ ১২ ॥

জনতায়াঃ ক্রমং ব্যবহারং অসঙ্গোদাসীনাত্মসন্নিধিমাত্রপ্রবৃত্তত্বাৎ কাষ্ঠাদি-প্রতিমাসঞ্চারসদৃশ ইতি পশ্যন্ ॥ ৬ ॥

ন তিষ্ঠতি ন আস্থাং করোতি ॥ ৭ ॥

ব্যবহারবিষয়ে সুপ্তপ্রায়োপি, স্বাত্মনি প্রবুদ্ধোভবতি। "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী"তি ভগবদ্বচনম্। ব্যবহারে প্রবুদ্ধঃ কুশল-তমোপি সুপ্তবানেবাস্তে ন তৎকৌশলফলেন রজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অতএব তস্য সদৈব সমা স্থিতিরিত্যাহ অন্তরিতি ॥ ৯ ॥

স্বকর্ম্ম তত্তদ্দেহবর্ণাশ্রমোচিতং কর্ম্ম পিতৃপিতামহাদিক্রমসম্প্রাপ্তং রাজ্যা-দিবন্ধুকার্য্যাণি দানমানাদীনি চ তন্মাত্রানুবৃত্তিমান্ ॥ ১০ ॥

সমস্তাঃ সুখভোগা আত্মৈব যস্য সমস্তানাং সুখভোগানাং স্বয়মাত্মেতি বা। অতএবাজ্ঞদৃশা ভোগকালে সর্ব্ববিষয়াশাসু সংস্থিত আস্থাবানিব ভাতি নাজ্ঞবৎ ভোক্তৃত্বাভিমানেনেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

কর্ম্মসু প্রাপ্তমিষ্টানিষ্টফলমিতি শেষঃ ॥ ১২ ॥

অনুবন্ধপরে জন্তাবসংসক্তেন চেতসা।
ভক্তে ভক্তসমাচারঃ শঠে শঠ ইব স্থিতঃ ॥ ১৩ ॥
বালোবালেষু বৃদ্ধেষু বৃদ্ধোধীরেষু ধৈর্য্যবান্।
যুবা যৌবনবৃত্তেষু দুঃখিতেষ্বনুদুঃখিতঃ ॥ ১৪ ॥
প্রবৃত্তবাক্ পুণ্যকথো দৈন্যাদ্ব্যপগতাশয়ঃ।
ধীরধীরুদিতানন্দঃ পেশলঃ পুণ্যকীর্ত্তনঃ ॥ ১৫ ॥
প্রাজ্ঞঃ প্রসন্নমধুরঃ পূর্ণঃ স্বপ্রতিভোদয়ে।
নিরস্তখেদদৌর্গত্যঃ সর্ব্বস্মিন্ স্নিগ্ধবান্ধবঃ ॥ ১৬ ॥
উদারচরিতাকারঃ সমঃ সৌম্যসুখোদধিঃ।
সুস্নিগ্ধঃ শীতলস্পর্শঃ পূর্ণচন্দ্র ইবোদিতঃ ॥ ১৭ ॥
ন তস্য সুকৃতেনার্থো ন ভোগৈর্ন চ কর্ম্মভিঃ।
ন দুষ্কৃতৈর্ন ভোগানাং সন্ত্যাগেন ন বন্ধুভিঃ ॥ ১৮ ॥
ন কার্য্যকারণারম্ভৈর্ন নিষ্কৃততয়া তথা।
ন বন্ধেন ন মোক্ষেণ ন পাতালেন নোদিবা ॥ ১৯ ॥
যথাবস্তু যথাদৃষ্টং জগদেকময়াত্মকম্।

অনুবন্ধ আনুকূল্যপ্রাতিকূল্যাচরণং তৎপরে ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বোক্তবালাদিসমবৃত্তে যো বিশেষস্তমাহ প্রবৃত্তেতি। প্রবৃত্তা বাগ্ যস্য তথাবিধঃ সন্ পুণ্যাঃ কথাঃ কথয়তি ন বালাদিবৎ বৃথা প্রলাপীত্যর্থঃ। এবমগ্রদপ্যূহ্যম্। পুণ্যানি কীর্ত্তনানি চরিত্রবর্ণনানি লোকে যস্য ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বস্মিন্ জনে ॥ ১৬ ॥

শীতলঃ সর্ব্বতাপহারী স্পর্শঃ সঙ্গো যস্য ॥ ১৭ ॥

ন দুষ্কৃতৈরিতি নিষিদ্ধাচরণপরিহারার্থম্। অতএব ভোগানামনিষিদ্ধানাম্ ॥ ১৮ ॥

অবশ্যকার্য্যাণাং ঐহিকামুষ্মিকফলকারণানাং কর্ম্মণামারম্ভৈঃ। নিষ্কৃততয়া ভাবে ক্তঃ। নিষ্ক্রিয়তয়েতি বা পাঠঃ। দিবা স্বর্গেণ ॥ ১৯ ॥

বন্ধানাং সাংসারিকসুখানাং বিমোক্ষাণাং সর্ব্বদুঃখতৎকারণনির্ব্বৃত্তীনাঞ্চ

তদা বন্ধবিমোক্ষাণাং ন কচিৎ কৃপণং মনঃ ॥ ২০ ॥
সম্যগ্ জ্ঞানাগ্নিনা যস্য দগ্ধাঃ সন্দেহজালিকাঃ।
নিঃশঙ্কমলমুড্ডীনস্তস্য চিত্তবিহঙ্গমঃ ॥ ২১ ॥
যস্য ভ্রান্তিবিনির্ম্মুক্তং মনঃ সমরসংস্থিতম্।
নাস্তমেতি ন চোদেতি ব্যোমবৎ সর্ব্বদৃষ্টিষু ॥ ২২ ॥
মঞ্জুষায়াং নিষণ্ণস্য যথা বালস্য চেষ্টতে।
অঙ্গাবল্যনুসন্ধানবর্জ্জিতং যস্য বৈ তথা ॥ ২৩ ॥
ঘূর্ণন্ ক্ষীব ইবানন্দী মন্দীভূতপুনর্ভবঃ।
অনুপাদেয়বুদ্ধ্যা তু ন স্মরত্যকৃতং কৃতম্ ॥ ২৪ ॥
সর্ব্বং সর্ব্বপ্রকারেণ গৃহ্নাতি চ জহাতি চ।
অনুপাদেয়সর্ব্বার্থো বালবচ্চ বিচেষ্টতে ॥ ২৫ ॥
স তিষ্ঠন্নপি কার্য্যেষু দেশকালক্রিয়াক্রমৈঃ।
ন কার্য্যসুখদুঃখাভ্যাং মনাগপি হি গৃহ্যতে ॥ ২৬ ॥
বহিঃ প্রকৃতসর্ব্বার্থোপ্যন্তঃপুনরনীহয়া।

মধ্যে ন কচিৎ কৃপণং কার্পণ্যযুক্তং মনোভবতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

সন্দেহলক্ষণা জালিকা পঞ্জরাণি তথাচ সতি মনসি কার্পণ্যসম্ভাবনা স্যাৎ তদেব তস্য নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

সমরসং ব্রহ্মীভূতম্ ॥ ২২ ॥

মনসোঽভাবে কথং কায়চেষ্টাদ্যুপপত্তিস্তত্রাহ মঞ্জুষায়ামিতি। দোলা সুখশয্যায়ামিত্যর্থঃ। তস্য হি স্বানন্দাবির্ভাবোল্লাসাদেবাঙ্গচলনং তৎ যথা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণোবা মহাকুমারোবা অতিঘ্নীমানন্দস্য গত্বা শয়ী-তেতি শ্রুত্যাদিপ্রসিদ্ধমীশ্বরনৃত্যবৎ ॥ ২৩ ॥

অনুপাদেয়বুদ্ধ্যা নিয়মেন কৃতা কৃতস্মারিকায়াঃ ক্রিয়াফলোপাদেয়তা বুদ্ধেরভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বমিত্যাদিবালপক্ষেপি যোজ্যম্ ॥ ২৫ ॥

কার্য্যপ্রযুক্তাভ্যাং সুখদুঃখাভ্যাম্ ॥ ২৬ ॥

অর্থে বাহ্যার্থে সত্তাং সত্যতাবুদ্ধ্যা আস্থাম্। অতএব ন ক্ষণাল্পসু-

ন সত্তাং যোজয়ত্যর্থে ন ফলান্যনুধাবতি ॥ ২৭ ॥
নোপেক্ষতে দুঃখদশাং ন সুখাশামপেক্ষতে।
কার্য্যোদয়ে নৈতি মুদং কার্য্যনাশে ন খিদ্যতে ॥ ২৮ ॥
অপি শীতরুচাবর্কে সুতপ্তেপীন্দুমণ্ডলে।
অপ্যধঃপ্রসরত্যগ্নৌ বিস্ময়োঽস্য ন জায়তে ॥ ২৯ ॥
চিদাত্মন ইমা ইত্থং প্রস্ফুরন্তীহ শক্তয়ঃ।
ইত্যস্যাশ্চর্য্যজালেষু নাভ্যুদেতি কুতূহলম্ ॥ ৩০ ॥
ন দয়াদৈন্যমাদত্তে ন ক্রৌর্য্যমনুধাবতি।
ন লজ্জামনুসন্ধত্তে নালজ্জত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৩১ ॥
ন কদাচন দীনাত্মা নোদ্ধতাত্মা কদাচন।
ন প্রমত্তো ন খিন্নাত্মা নোদ্বিগ্নো ন চ হর্ষবান্ ॥ ৩২ ॥
নাস্য চেতসি সুস্ফারে শরদম্বরনিম্মলে।
কোপাদয়ঃ প্রজায়ন্তে নভসীব নবাঙ্কুরাঃ ॥ ৩৩ ॥
অনারতপতজ্জাত ভূতায়াং জগতঃ স্থিতৌ।
ক কথং কিল কাসৌ স্যাৎ সুখিতাঽসুখিতাথবা ॥ ৩৪ ॥
ফেনা জবঙ্গুবীভাবে জলে ভূতক্রমে তথা।

ধাবতি ॥ ২৭ ॥

উপ সমীপে সন্নিহিতামপি দুঃখদশাং নেক্ষতে ॥ ২৮ ॥

অর্কে শীতরুচৌ জাতেপি ইন্দুমণ্ডলে সুতপ্তে সম্পন্নেপি অগ্নৌ অধঃ অধোমুখে প্রসরতি জ্বলত্যপি অস্য বিস্ময় আশ্চর্য্যবুদ্ধির্ন জায়তে ॥ ২৯ ॥

কুতো ন জায়তে তত্রাহ চিদাত্মন ইতি। শক্তয়ো মায়াঃ ॥ ৩০ ॥

লজ্জা অপমানভৈক্ষচর্য্যাদৌ। অকার্য্যেষলজ্জত্বং ন গচ্ছতি ॥৩১॥৩২॥৩৩॥

অনারতমবিরতং পতন্তি ম্রিয়ন্তে জাতান্যুৎপন্নানি চ ভূতানি প্রাণিনো যস্যাম্। অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতমিতি ভগবদ্দর্শিতন্যায়াদিতি ভাবঃ। কিং বৃত্তত্রয়ং দেশকালতঃ প্রকারতঃ স্বরূপতশ্চ অসম্ভাবিতত্বপ্রাভায় ॥ ৩৪ ॥

ক কিলেদংকুতঃ কোতঃ প্রসঙ্গঃ সুখদুঃখয়োঃ ॥ ৩৫ ॥
ভাবাভাবৈরপর্য্যন্তৈরজস্রং জন্তুসম্ভবৈঃ।
ন বিশীর্য্যন্তি নোদ্যন্তি দৃষ্টিসৃষ্টিক্ষমা নরাঃ ॥ ৩৬ ॥
নিমেষং প্রতিযামিন্যাং যথান্যাঃ স্বপ্নদৃষ্টয়ঃ।
ক্ষণোৎপত্তিবিনাশিন্যস্তথৈতা লোকদৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
অনারতসমুৎপত্তা-বনারতবিনাশিনি।
কঃ ক্রমো-দগ্ধসংসারে কারণ্যানন্দয়োরিহ ॥ ৩৮ ॥
শুভাভাবাৎ সুখাভাবে স্থিতিং যাতে বিলক্ষণাঃ।
কীদৃশ্যঃ কথমায়াতাঃ ক বা তা দুঃখসম্বিদঃ ॥ ৩৯ ॥
সুখসম্বেদনান্তোত্থা স্ববীজং বিতনোতি যা।

উক্তং দৃষ্টান্তেন সমর্থয়তি ফেনেতি। ফেনানাং তরঙ্গপ্রযুক্তে আক্ষ-বঞ্চবীভাবে ভ্রমণে। ইদং স্থৈর্য্যং ক কুতো বা। অতঃ সুখদুঃখয়োঃ কঃ প্রসঙ্গঃ ॥ ৩৫ ॥

ন বিশীর্য্যন্তি ন নশ্যন্তি ন খিদ্যন্তি চ নোদ্যন্তি ন জায়ন্তে ন হৃষ্যন্তি চ। প্রাতিভাসিকস্য জগতো দৃষ্টিরেব সৃষ্টিস্তত্র ক্ষমাঃ অহমেবাত্মনি জগন্মায়াং সৃজামীতি পশ্যন্তো জীবন্মুক্তাঃ ॥ ৩৬ ॥

কিঞ্চ প্রতিক্ষণপরিণামিনো হি সর্ব্বে ভাবা ইতি ন্যায়াৎ প্রতিক্ষণং ভিদ্যমানেষু জগদ্ধর্ম্মেষ্বনুবর্ত্তমানঃ স্থায়ী সদাত্মা স্বপ্ন ইব স্বাত্মন্যেব দৃশ্যান্ ষড়্ভাববিকারান্ প্রতিক্ষণং কল্পয়ন্ পশ্যতীত্যেব তেষাং নিশ্চয়ে কুত্রো-হর্ষাদিপ্রসক্তিরিত্যাশয়েনাহ নিমেষমিত্যাদিনা। বীপ্সাদ্যোতী প্রতিশব্দঃ কর্ম্মপ্রবচনীয়ঃ। দ্বির্ব্বচনাব্যয়ীভাবয়োরন্যতরস্যাবশ্যং প্রাপ্তেস্তদকরণং ছান্দসম্ ॥ ৩৭ ॥

ক্রমণং ক্রমঃ প্রসঙ্গঃ ॥ ৩৮ ॥

কিঞ্চ শুভকর্ম্মফলেষু প্রসিদ্ধেষু সৎসু তদ্বিরোধিনঃ পুত্রবিয়োগদুঃখাদয়ঃ পদং লভেরন্ জীবন্মুক্তানাং শুভস্যৈবাভাবাদুভয়াপ্রসক্তিরিত্যাহ শুভাভাবাদিতি। বিলক্ষণাঃ শুভফলেভ্যোবিলক্ষণাঃ। কিং বৃত্তানি পূর্ব্ববৎ ॥ ৩৯ ॥

যা দুঃখদশা সুখসম্বেদনস্য সুখানুভবস্য অন্তে উত্থা লব্ধসত্তাকা সতী স্ববীজং স্বকার্য্যং শোকমোহাদি বিতনোতি বিস্তারয়তি সেয়ং দুঃখদশা

শাস্তা দুঃখদশা সেয়ং কথমন্তর্হিতে সুখে ॥ ৪০ ॥
ক্ষীণাভ্যাং সুখদুঃখাভ্যাং হেয়োপাদেয়য়োঃ ক্ষয়ে।
ঈপ্সিতানীপ্সিতে ক স্তো গলিতেথ শুভাশুভে ॥ ৪১ ॥
রম্যারম্যদৃশোর্নাশাৎ যাতে ভোগাভিবাঞ্ছনে।
নৈরাশ্যে সন্ততং প্রৌঢ়ে হিমবদ্বিগলেন্মনঃ ॥ ৪২ ॥
আমূলান্মনসি ক্ষীণে সঙ্কল্পস্য কথা চ কা।
তিলেষ্বিবাতিদগ্ধেষু তৈলস্য কলনা কুতঃ ॥ ৪৩ ॥

ভাবেষ্বভাবঘনভাবনয়া মহাত্মা
নির্ম্মুক্তসঙ্কলনমম্বরবৎস্থিতেষু।
চিত্তং প্রতিস্বমুদিতোবিততৈকরূপী
জ্ঞস্তিষ্ঠতি স্বপিতি জীবতি নিত্যতৃপ্তঃ ॥ ৪৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে জীবন্মুক্তস্বরূপবর্ণনং নাম সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৭ ॥

শুভকর্ম্মাভাবাৎশান্তে সুখে স্বয়মপি শান্তৈবেতি নির্হেতুকা কথং সম্ভবেদিতি পূর্ব্বোক্তার্থস্যৈব স্ফুটীকরণম্ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

কিন্তুতস্তত্রাহ রম্যেতি। যাতে অপগতে সতি। নৈরাশ্যে প্রৌঢ়ে নিরূঢ়ে সতি ॥ ৪২ ॥

অস্তু মনোনাশস্ততোপি কিং তত্রাহ আমূলাদিতি ॥ ৪৩ ॥

অভাবঘনভাবনয়া স্বব্যতিরিক্তং নাস্ত্যেবেতি দৃঢ়নিশ্চয়েন সর্ব্বেষু ভাবেষু দৃশ্যপদার্থেষু নির্ম্মুক্তসঙ্কলনং নিঃসঙ্কল্পবিকল্পং যথা স্যাৎ তথা অম্বরবৎ সন্মাত্রস্বভাবেন স্থিতেষু সৎসু পরিচ্ছেদহেত্বভাবাৎ বিততৈকরূপী মহাত্মা জ্ঞো নিত্যতৃপ্তঃ সন্ স্বেনৈব নিরতিশয়ানন্দাত্মনা মুদিত আনন্দী সন্ জাগ্রৎস্বপ্নয়োর্যথাপ্রাপ্তার্থালোচনমাত্ররূপং চিত্তং প্রতি তিষ্ঠতি তদ্বয়ে সুষুপ্তৌ স্বপিতি যাবৎ প্রারব্ধক্ষয়ঞ্চ জীবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।

-০()০()০-

বশিষ্ঠ উবাচ ।

যথালাতপরিস্পন্দাদগ্নিচক্রং প্রদৃশ্যতে ।
অসদেব সদাভাসং চিত্তস্পন্দাত্তথা জগৎ ॥ ১ ॥
যথা জলপরিস্পন্দাৎ ব্যতিরিক্ত ইবাম্ভসঃ ।
দৃশ্যতে বর্ত্তুলাবর্ত্তশ্চিত্তস্পন্দাত্তথা জগৎ ॥ ২ ॥
যথা ব্যোম্নীক্ষণস্পন্দাৎ পিচ্ছমৌক্তিকমণ্ডলম্ ।
দৃশ্যতে সদিবাসত্যং চিত্তস্পন্দাত্তথা জগৎ ॥ ৩ ॥

রাম উবাচ ।

যেন প্রস্পন্দতে চিত্তং যেন ন স্পন্দতে তথা ।
তৎ ব্রহ্মন্ ব্রূহি মে যেন চিকিৎসেয়ং তদেব হি ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

যথা শৌক্ল্যং হিমে রাম তিলতৈললবৌ যথা ।
যথা কুসুমসৌগন্ধে তথৌষ্ণ্যদহনৌ যথা ॥ ৫ ॥

চিত্তস্পন্দাৎ জগদ্ভ্রান্তিশ্চিত্তস্পন্দশ্চ যাদৃশঃ ।
যোগশ্চ তন্নিরোধার্থঃ সম্যগত্র নিগদ্যতে ॥ ১ ॥

অলাতস্য জ্বলদুল্মুকস্য পরিস্পন্দাৎ ভ্রমণাৎ রাত্রাবগ্নিময়ং চক্রং ভ্রান্ত্যা যথা দৃশ্যতে তথেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

বর্ত্তুলনাভ্যাকার আবর্ত্তঃ ॥ ২ ॥

ঈক্ষণয়োর্নেত্রয়োরাতপসাম্মুখ্যেন স্পন্দাৎ পিচ্ছাকারং অন্ততঃ স্পন্দাৎ মৌক্তিকমণ্ডলমিব দৃশ্যতে ॥ ৩ ॥

যেন স্বভাবেন প্রস্পন্দতে যেনোপায়েন ন স্পন্দতে ॥ ৪ ॥

স্পন্দস্বভাবশ্চিত্তাৎ পৃথক্কৃত্য বক্তুমশক্য ইতি দৃষ্টান্তৈরেব তং দর্শ-

তথা রাঘব সংশ্লিষ্টৌ চিত্তস্পন্দৌ তথৈব হি।
অভিন্নৌ কেবলং মিথ্যাভেদঃ কল্পিত এতয়োঃ ॥ ৬ ॥
চিত্তচিত্তপরিস্পন্দ-পক্ষয়োরেকসংক্ষয়ে।
স্বয়ং গুণগুণী স্থিত্বা নশ্যতোদ্বৌ ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব।
যোগস্তদ্বৃত্তিরোধোহি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্ ॥ ৮ ॥

রাম উবাচ।

কদা কীদৃক্ কয়া যুক্ত্যা প্রাণাপাননিবন্ধয়া।
যোগনাম্না মনঃশান্তিমেত্যনন্তসুখপ্রদাম্ ॥ ৯ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

দেহেস্মিন্ দেহনাড়ীষু বাতঃ স্ফুরতি যোভিতঃ।

য়তি যথেত্যাদিনা। তিলশ্চ তৈললবশ্চ তৌ। তথাশব্দঃ সমুচ্চয়ে ॥ ৫ ॥

অত্রাপ্যাদ্যস্তথাশব্দঃ সমুচ্চয়ে দ্বিতীয়ো দার্ষ্টান্তিকোপবন্ধার্থঃ। সর্ব্বত্র-গুণগুণ্যাদাববিচারাৎ ভেদশক্তিকুরভেদ এব সংশ্লেষঃ। তত্র বিচারে ভেদাংশো মিথ্যা অভেদাংশো বাস্তব ইতি দর্শয়তি অভিন্নাবিতি ॥ ৬ ॥

অভেদাংশ এব কল্পিতঃ 'কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্কাং পরিহরন্ যেন ন স্পন্দতে তথেতি প্রশ্নাংশস্যোত্তরমাহ চিত্তেতি। যঃ স্বয়ং কারণাত্মা গুণো-গুণী চেতি বিকল্পিতস্তদাত্মনা স্থিত্বৈব দ্বাবপি গুণগুণিবিকল্পৌ নশ্যতো ন নিরন্বয়েনেত্যর্থঃ। তথাচৈককারণাত্মনা স্থিত্বৈব গুণগুণিভেদনাশদর্শ-নাদ্ভেদাংশ এব কল্পিতো নাভেদাংশ ইত্যেতন্মনঃ স্পন্দয়োরেকতরনাশাধীনা-ত্যন্তিকোভয়নিবৃত্ত্যৈব চিত্তং ন স্পন্দতে ন তু জীবতি মনসি তৎ স্পন্দো বারয়িতুং শক্য ইত্যেতচ্চ সিদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

অতএব স্পন্দনিরোধেনোভয়নাশার্থং জ্ঞানক্রমশ্চ শাস্ত্রে দর্শিত ইত্যাহ দ্বৌ ক্রমাবিতি ॥ ৮ ॥

তত্রাদ্যং ক্রমং প্রথমং জিজ্ঞাসমানো রামঃ পৃচ্ছতি কদেতি। প্রাণা-পানয়োর্নিবন্ধনং প্রাণাপাননিবন্ধা। ভাবে গুরোশ্চ হল ইত্যপ্প্রত্যয়ঃ। প্রাণাপাননিরোধলক্ষণয়েত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

স্পন্দেষ্বিব ভুবোবারি স প্রাণ ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥
তস্য স্পন্দবশাদন্তঃ ক্রিয়াবৈচিত্র্যমীয়ুষঃ।
অপানাদীনি নামানি কল্পিতানি কৃতাত্মনি ॥ ১১ ॥
আমোদস্য যথা পুষ্পং শৌক্ল্যস্য তুহিনং যথা।
তথৈষ রস আধারশ্চিত্তস্যাভিন্নতাং গতঃ ॥ ১২ ॥
অন্তঃপ্রাণপরিস্পন্দাৎ সঙ্কল্পকলনোন্মুখী।
সম্বিৎ সঞ্জায়তে যৈষা তচ্চিত্তং বিদ্ধি রাঘব ॥ ১৩ ॥
প্রাণস্পন্দাচ্চিতঃ স্পন্দস্তৎস্পন্দাদেব সম্বিদঃ।
চক্রাবর্ত্তবিধায়িন্যো জলস্পন্দাদিবোর্ম্ময়ঃ ॥ ১৪ ॥
চিত্তং প্রাণপরিস্পন্দ-মাহুরাগমভূষণাঃ।
তস্মিন্ সংরোধিতে নূনমুপশান্তং ভবেন্মনঃ ॥ ১৫ ॥

আসর্গসমাপ্তেরস্যৈব প্রশ্নস্যোত্তরং বর্ণয়িষ্যংশ্চিত্তস্পন্দস্য প্রাণস্পন্দাধীনতাং বক্তুং প্রথমং প্রাণস্বরূপমাহ দেহেস্মিন্নিত্যাদিনা। দেহনাড়ীষু দ্বাসপ্ততি-র্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখং নাড়ীসহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতীতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ। যথা ভুবঃ স্পন্দেষু স্পন্দনমার্গভূতেষু বিবরেষু বারি জলং সর্ব্বতোব্যাপ্য স্ফুরতি তদ্বৎ ॥ ১০ ॥

নমু প্রাণোবহিরেব যাতি দেহে ত্বপানাদয়োন্যে বায়বঃ সঞ্চরন্তি তত্রাহ তস্যেতি। তে প্রাণস্যৈব বৃত্তিভেদা নান্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বারিদৃষ্টান্তোপপত্তয়ে রস ইতি বিশেষণম্। আপোময়ঃ প্রাণ ইতি এতমেবাঙ্গিরসং মন্যন্তে প্রাণোবা অঙ্গানাং রস ইতি চ শ্রুতেরিতি ভাবঃ। চিত্তস্য কোষবৎ সর্ব্বতঃ সংশ্লেষেণাভিন্নতামিব গত আধারঃ। প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মনঃ তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধ ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥১২॥

অতএব তৎস্পন্দস্য চিত্তস্পন্দহেতুতেত্যাহ অন্তরিতি। সঙ্কল্পগ্রহণং বৃত্তি-মাত্রোপলক্ষণম্ ॥ ১৩ ॥

চিতঃ স্পন্দশ্চিদাভাসব্যাপ্তবৃত্তিভেদঃ। সম্বিদন্তদ্বিষয়াকারপ্রথাঃ ॥ ১৪ ॥

প্রাণপরিস্পন্দং প্রাণাধীনপরিস্পন্দম্। আগমভূষণাঃ প্রাণবন্ধনং হি সোম্যমনঃ প্রাণাৎ বা এষ উদেতি প্রাণেস্তমেতি প্রাণং তর্হি বাগপ্যেতি

মনঃস্পন্দোপশান্তোয়ং সংসারঃ প্রবিলীয়তে।
সূর্য্যালোকপরিস্পন্দ শান্তৌ ব্যবহৃতির্যথা ॥ ১৬ ॥

রাম উবাচ।

অনিশং চরতাং দেহগেহে গগনগামিনাম্।
প্রাণাদীনাং পরিস্পন্দো বায়ূনাং রোধ্যতে কথম্ ॥ ১৭ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কবৈরাগ্যাভ্যাসযোগতঃ।
স্বনাস্থায়াং কৃতাস্থায়াং পূর্ব্বসংসারবৃত্তিষু ॥ ১৮ ॥
যথাভিবাঞ্ছিতধ্যানাৎ চিরমেকতয়োদিতাৎ।
একতত্ত্বঘনাভ্যাসাৎ প্রাণস্পন্দোনিরুদ্ধ্যতে ॥ ১৯ ॥
পূরকাদিনিজায়ামাদ্দৃঢ়াভ্যাসাদখেদজাৎ।
একান্তধ্যানসংযোগাৎ প্রাণস্পন্দো নিরুদ্ধ্যতে ॥ ২০ ॥
ওঙ্কারোচ্চারণপ্রান্ত শব্দতত্ত্বানুভাবনাৎ।

প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং শ্রোত্রমিত্যাদিশ্রুতিরহস্যজ্ঞাঃ ॥ ১৫ ॥

অস্ত্বেবং ততঃ কিং তত্রাহ মন ইতি ॥ ১৬ ॥

দেহলক্ষণে স্বগেহে হৃদয়াদিস্থানেষু দ্বাসপ্ততিসহস্রনাড়ীভেদেষু চ অনিনাং সঞ্চারতাং গগনেষু মুখনাসিকাদিচ্ছিদ্রেষু বাহ্যাকাশে চ গমনশীলানাম্ ॥১৭॥

প্রাণস্পন্দনিরোধে নিরালম্বনসালম্বনাদিরাজযোগোপায়ান্ বক্তুমুপক্রমতে শাস্ত্রেতি। পূর্ব্বাভ্যস্তাসু সংসারবৃত্তিষু সাংসারিকব্যবহারেষু আত্যন্তিক-পরিত্যাগাৎ যমনিয়মশমদমাদিবিরোধ্যভ্যাসাচ্চাত্যন্তমনাস্থায়াং হৃদি কৃত-প্রতিষ্ঠায়াং সত্যাম্ ॥ ১৮ ॥

প্রথমং স্থূলে শিখরে চন্দ্রবিম্বে মণিদেবতামূর্ত্ত্যাদৌ বা যত্রৈব মনোহস্য রমতে তত্রৈব নিরোধোভ্যসনীয় ইত্যাহ যথাভিবাঞ্ছিতেতি। একতয়া একাগ্রতয়া উদিতাৎ একাগ্রতালক্ষণং পরিণামং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। তদনন্তরং যৎ কার্য্যং তদাহ একতত্ত্বেতি ॥ ১৯ ॥

পূরককুম্ভকরেচকক্রমেণ প্রাণনিরোধসহিতাৎ বা দুর্দ্দান্তচিত্তস্পন্দনিরোধঃ কার্য্য ইত্যাহ পূরকেতি। পূরকাদিনা নিজস্য স্বস্য প্রাণস্যায়ামাৎ ॥ ২০ ॥

সুষুপ্তে সম্বিদোজাতে প্রাণস্পন্দোনিরুধ্যতে ॥ ২১ ॥
রেচকে নূনমভ্যস্তে প্রাণে স্ফারে খমাগতে।
ন স্পৃশত্যঙ্গরন্ধ্রাণি প্রাণস্পন্দোনিরুধ্যতে ॥ ২২ ॥
পূরকে নূনমভ্যস্তে পূরাৎ গিরিঘনস্থিতে।
প্রাণে প্রশান্তসঞ্চারে প্রাণস্পন্দোনিরুধ্যতে ॥ ২৩ ॥
কুম্ভকে কুম্ভবৎ কালমনন্তং পরিতিষ্ঠতি।
অভ্যাসাৎ স্তম্ভিতে প্রাণে প্রাণস্পন্দোনিরুধ্যতে ॥ ২৪ ॥

দীর্ঘোচ্চারিতপ্রণবতুর্য্যমাত্রালম্বনযোগাৎ বা সম্বিদো বাহ্যার্থসম্বেদনস্ত সুষুপ্তে আত্যন্তিকোপরমে জাতে সতি ॥ ২১ ॥

ইদানীং রেচকপূরকয়োরেকৈকস্যাপি শ্বাসপ্রশ্বাসশিথিলীকরণে কালদৈর্ঘ্যাভিবর্দ্ধনসহিতধ্যানাভ্যাসাদপি তন্নিরোধ ইত্যাহ রেচকে ইতি দ্বাভ্যাম্। স্ফারে বিপুলীভূতে প্রাণে ছিন্নাভ্রবৎ ক্রমাৎ খং শূন্যভাবং বাহ্যাকাশং বা আগতে অঙ্গরন্ধ্রাণি নাসাবিবরাণি ন স্পৃশতি সতি ॥ ২২ ॥

অন্তঃ পূরাৎ পূরণাৎ গিরৌ ঘনা মেঘা ইব যাবৎ পূর্ত্তিমন্দমুপচীয়মানে স্থিতে নিশ্চলে সতি ॥ ২৩ ॥

পূর্ত্ত্যনন্তরং কুম্ভকে পূর্ণকুম্ভবদনন্তং কালং স্তম্ভিতে প্রাণে পরিতিষ্ঠতি সতি। উক্তত্রিবিধপ্রাণায়ামক্রমশ্চ পাতঞ্জলে শাস্ত্রে প্রপঞ্চিতঃ। "তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।" তস্মিন্ প্রাগুক্তে আসনজয়ে সতি বাহ্যস্য বায়োরাচমনং শ্বাসঃ কৌষ্ঠ্যস্য বায়োর্নিশ্চারণং প্রশ্বাসঃ তয়োর্গতিবিচ্ছেদ উভয়াভাবলক্ষণঃ প্রাণায়ামঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ। "স তু বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দ্দেশকালসঙ্খ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘঃ সূক্ষ্মঃ।" যত্র প্রশ্বাসপূর্ব্বকো-গতিনিরোধঃ স বাহ্যঃ। যত্র শ্বাসপূর্ব্বকোগত্যভাবঃ স আভ্যন্তরঃ। তৃতীয়ঃ স্তম্ভবৃত্তির্যত্রোভয়াভাবঃ সকৃৎ প্রযত্নাৎ ভবতি। যথা তপ্তে ন্যস্তমুপলে জলং সর্ব্বতঃ সঙ্কোচমাপদ্যতে তথা দ্বয়োর্যুগপদ্‌গত্যভাব ইতি। ত্রয়োপ্যেতে দেশপরিদৃষ্টাঃ বহিঃস্থূললবস্পন্দাদিনা অন্তর্নাভ্যাদিস্পন্দাদিনা চ। ইয়ানস্য বিষয়োদেশ ইতি। কালেন পরিদৃষ্টাঃ ক্ষণানামিয়ত্তাবধারণেন। সঙ্খ্যাভিঃ পরিদৃষ্টা এতাবৎসঙ্খ্যশ্বাসপ্রশ্বাসকালৈঃ প্রথমোদ্বিতীয়স্তৃতীয় উদ্বোধিত ইতিঃ এবং মৃদুরেবং মধ্য এবং তীব্র ইতি চ। স খল্বেবমভ্যস্তঃ প্রাণায়ামঃ

তালুমূলগতাং যত্নাজ্জিহ্বয়াক্রম্য ঘণ্টিকাম্।
ঊর্দ্ধরন্ধ্রগতে প্রাণে প্রাণস্পন্দোনিরুধ্যতে ॥ ২৫ ॥
সমস্তকলনোন্মুক্তে ন কিঞ্চিন্নাম সূক্ষ্মখে।
ধ্যানাৎ সম্বিদি লীনায়াং প্রাণস্পন্দোনিরুধ্যতে ॥ ২৬ ॥
দ্বাদশাঙ্গুলপর্য্যন্তে নাসাগ্রে বিমলাম্বরে ॥

প্রবিকস্বরতূলপিণ্ডবন্মন্দাকৃষ্টবিসতন্তুবৎ বা দৈর্ঘ্যসৌক্ষ্ম্যাপন্নৈঃ প্রাণৈর্দ্দীর্ঘঃ সূক্ষ্মশ্চ ভবতীত্যর্থঃ। অভ্যাসাৎ স্তম্ভিতে প্রাণে ইত্যনেন চ তৎপরিপাকলভ্যশ্চতুর্থোপি প্রকারঃ সূচিতঃ। সোপি পতঞ্জলিনা দর্শিতঃ। "বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থ" ইতি। পূর্ব্বোক্তোভয়জয়াত্তদাক্ষেপপূর্ব্বকঃ প্রাণগত্যভাবঃ স্থিরশ্চতুর্থঃ প্রাণায়াম ইত্যর্থঃ। প্রাণায়ামপ্রতিষ্ঠাফলমপি পতঞ্জলিনোক্তম্। "ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্। ধারণাসু চ যোগ্যতা মনস" ইতি। তপো ন পরমং প্রাণায়ামাত্ততোবিশুদ্ধির্ম্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্যেতি ভাষ্যম্ ॥ ২৪ ॥

ঘণ্টিকাং ব্যাস্তাস্যস্য জিহ্বামূলে স্তনবল্লম্বমানতয়া দৃশ্যমানামিন্দ্রযোনিম্। অন্তরেণ তালুকে য এব স্তন ইবাবলম্বতে সেন্দ্রযোনিরিতি শ্রুতেঃ। তাং পরিবৃত্তয়া বর্দ্ধনাভ্যাসাদিপ্রযত্নাৎ অন্তঃপ্রাণসঞ্চারমার্গে মূর্দ্ধরন্ধ্রে প্রবেশ্যমানয়া জিহ্বয়া আক্রম্য নিষ্পীড্যাঽধঃকৃত্য প্রাণে ঊর্দ্ধরন্ধ্রে ব্রহ্মরন্ধ্রে গতে প্রবেশ্য ধারিতে সতীত্যর্থঃ। অনেন লম্বিকাযোগসমুচ্চিতা নভোধারণা চ দর্শিতা। তৎপ্রকারশ্চ ভগবতা স্কন্দেনোক্তঃ। "রসনাং তালুবিবরে নিধায়োর্দ্ধমুখোমৃতম্। ধয়ন্নির্জ্জরতাং গচ্ছেদাষণ্মাসান্ন সংশয়ঃ। ঊর্দ্ধজিহ্বঃ স্থিরোভূত্বা সোমপানং করোতি যঃ। মাসার্দ্ধেন ন সন্দেহো মৃত্যুঞ্জয়তি যোগবিৎ। আকাশঞ্চ মরীচিবারিসদৃশং যদ্ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিতং যন্নাথেন সদাশিবেন সহিতং শান্তং হকারাক্ষরম্। প্রাণং তত্র বিলীয় পঞ্চঘটিকং চিত্তান্বিতং ধারয়ে দেষা মোক্ষকবাটপাটনপটুঃ প্রোক্তা নভোধারণা"ইতি ॥ ২৫ ॥

সমস্তাঃ কলনা বিকারাস্তদুন্মুক্তে অতএব ন কিঞ্চিন্নামনি সূক্ষ্মে হার্দ্দাকাশে সম্বিদি অন্তর্ব্বাহ্যসম্বেদনবৃত্তিমাত্রে নির্ব্বিকল্পসমাধিনা লীনায়াং সত্যাম্ ॥ ২৬ ॥

নাসাগ্রোপলক্ষিতদ্বাদশাঙ্গুলপরিমিতবাহ্যাকাশে চক্ষুর্ম্মনসোর্নিরোধাৎ বা

সম্বিদ্দৃশি প্রশাম্যন্তাং প্রাণস্পন্দোনিরুধ্যতে ॥ ২৭ ॥
অভ্যাসাদূর্দ্ধরন্ধ্রেণ তালূর্দ্ধং দ্বাদশান্তগে।
প্রাণে গলিতসম্বৃত্তে প্রাণস্পন্দোনিরুধ্যতে ॥ ২৮ ॥
ভ্রূমধ্যে তারকালোক শান্তাবন্তমুপাগতে।
চেতনে কেতনে বুদ্ধে প্রাণস্পন্দোনিরুধ্যতে ॥ ২৯ ॥
ঝটিত্যেব যদুদ্ভূতং জ্ঞানং তস্মিন্ দৃঢ়াশ্রিতে।
অসংশ্লিষ্টবিকল্পাংশে প্রাণস্পন্দোনিরুধ্যতে ॥ ৩০ ॥
চিরং কালং হৃতৈকান্তব্যোমসম্বেদনান্মুনে।
অবাসনাম্মনোধ্যানাৎ প্রাণস্পন্দোনিরুধ্যতে ॥ ৩১ ॥

তন্নিরোধ ইত্যাহ দ্বাদশেতি ॥ ২৭ ॥

লম্বিকাযোগাহসমুচ্চিতাৎ বা উপায়ান্তরাভ্যস্তাৎ প্রাগুক্তনস্তোধারণাৎ তন্নিরোধসিদ্ধিরিত্যাহ অভ্যাসাদিতি। দ্বাদশান্তং ব্রহ্মরন্ধ্রস্থানং তদ্গে প্রাণে গলিতপ্রায়ে সংবৃত্তে সতি ॥ ২৮ ॥

এবং খেচরীমুদ্রাপি প্রাণস্পন্দনিরোধহেতুরিত্যাহ ভ্রূমধ্যে ইতি। তারকয়োশ্চক্ষুঃকণীনিকয়োরালোকস্য তেজসশ্চক্ষুরিন্দ্রিয়স্তেতি যাবৎ চিরনিরোধাৎ শান্তৌ উপরমে সতি তথা জিহ্বাগ্রে প্রাণে চ প্রাগুক্তরীত্যা কপালকুহরপ্রবেশাৎ অন্তং দ্বাদশান্তমুপাগতে সতি কেতনে ভ্রূমধ্যে অবিমুক্তস্থানে "য এষোঽক্ষরোনন্তঃ" ইতি জাবালশ্রুত্যাদিপ্রসিদ্ধে চেতনে চিন্মাত্রস্বভাবে পরমেশ্বরে আত্মতয়া বুদ্ধে সতীত্যর্থঃ। খেচরীমুদ্রাপি স্কন্দেনোক্তা। "কপালকুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরিতগা। ভ্রুবোরন্তর্গতা দৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি খেচরী। ন পীড্যতে স রোগেণ ন চ লিপ্যেত কর্ম্মণা। বাধ্যতে ন স কালেন যো মুদ্রাং বেত্তি খেচরী"মিতি ॥ ২৯ ॥

গুরোরীশ্বরস্য বা অনুগ্রহাৎ কাকতালীয়ন্যায়েন ঝটিত্যেবোদ্ভূতে জ্ঞানে ঝটিত্যেব চিত্তবিকল্পোপশমাৎ বা তন্নিরোধ ইত্যাহ ঝটিত্যেবেতি ॥ ৩০ ॥

"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্ অন্তরাকাশ" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধে দহরাকাশে বা চিরং চিত্তনিবেশাৎ তৎসাক্ষাৎকারে তৎসিদ্ধিরিত্যাহ চিরমিতি। তথাচোক্তং পাতঞ্জলে। "হৃদয়ে চিত্তসম্বিৎ তত্র সংযমাৎ পুরুষজ্ঞান"মিতি চ ॥ ৩১ ॥

রাম উবাচ।

ব্রহ্মন্ জগতি ভূতানাং হৃদয়ং তৎ কিমুচ্যতে।
ইদং সর্ব্বং মহাদর্শে যস্মিংস্তৎ প্রতিবিম্বতি ॥ ৩২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সাধো জগতি ভূতানাং হৃদয়ং দ্বিবিধং স্মৃতম্।
উপাদেয়ঞ্চ হেয়ঞ্চ বিভাগোয়ং তয়োঃ শৃণু ॥ ৩৩ ॥
ইয়ত্তয়া পরিচ্ছিন্নে দেহে যৎ বক্ষসোন্তরম্।
হেয়ং তদ্ধৃদয়ং বিদ্ধি তনাবেকতটে স্থিতম্ ॥ ৩৪ ॥
সম্বিম্মাত্রস্তু হৃদয়মুপাদেয়ং স্থিতং স্মৃতম্।
তদন্তরে চ বাহ্যে চ ন চ বাহ্যে ন চান্তরে ॥ ৩৫ ॥
তত্তু প্রধানং হৃদয়ং তত্রেদং সমবস্থিতম্।
তদাদর্শঃ পদার্থানাং তৎ কোশঃ সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ৩৬ ॥
সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং সম্বিদ্ধৃদয়মুচ্যতে।
ন দেহাবয়বৈকাংশো জড়জীর্ণপলোপমঃ ॥ ৩৭ ॥
তস্মাৎ সম্বিম্ময়ে শুদ্ধে হৃদয়ে হৃতবাসনঃ।
বলান্নিয়োজিতে চিত্তে প্রাণস্পন্দোনিরুধ্যতে ॥ ৩৮ ॥
এভিঃ ক্রমৈস্তথান্যৈশ্চ নানাসঙ্কল্পকল্পিতৈঃ।
নানাদেশিকবক্তস্থৈঃ প্রাণস্পন্দোনিরুধ্যতে ॥ ৩৯ ।

হৃদয়শব্দস্য পুণ্ডরীকাকারমাংসবিশেষে মনসি পরমাত্মনি চ প্রয়োগদর্শনাৎ সন্দিহানস্য প্রশ্নঃ। প্রতিবিম্বতি আদর্শে প্রতিবিম্ব ইব স্ফুরতি ॥৩২॥

তত্র মাংসমনসোঃ পরিচ্ছিন্নত্বাৎ ঐক্যমেব প্রকল্প্য দ্বেধা বিভাগো বোধ্যঃ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

নন্বাত্মনি হৃদয়শব্দো হৃদয়মাত্রস্থিতিকত্বাৎ গৌণঃ কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ। তদন্তরে চেতি ॥ ৩৫ ॥

অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

অভ্যাসেন নিরাবাধ-মেতাস্তা যোগযুক্তয়ঃ ।
উপায়তামুপায়ান্তি ভব্যস্ত ভবভেদনে ॥ ৪০ ॥
অভ্যাসাৎ দৃঢ়তাং যাতো বৈরাগ্যপরিলাঞ্ছিতঃ।
যথাবাসনমায়ামঃ প্রাণানাং সফলঃ স্মৃতঃ ॥ ৪১ ॥
ভ্রূনাসাতালুসংস্থাসু দ্বাদশাঙ্গুলিকোটিষু ।
অভ্যাসাচ্ছাম্যতি প্রাণো দূরে গিরিনদী যথা ॥ ৪২ ॥
ভূয়োভূয়শ্চিরাভ্যাসাৎ জিহ্বাপ্রান্তেন তালুনি।
ঘণ্টিকা স্পৃশ্যতে প্রাণো যেনোচ্চৈর্নিবহত্যলম্ ॥ ৪৩ ॥
বিকল্পবহুলাস্ত্বেতে স্বাভ্যাসেন সমাধয়ঃ।
পরমোপশমায়াশু সম্প্রয়ান্ত্যবিকল্পতাম্ ॥ ৪৪ ॥
আত্মারামো বীতশোকো ভবত্যন্তঃ সুখঃ পুমান্ ।

সহসা হঠযোগে প্রবৃত্তিং বারয়িতুমাহ অভ্যাসেনেতি। হঠান্নিরোধে তু রোগাদ্যা বাধা স্যাদেবেতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

যথাবাসনং যদা যা যা বাসনা উদ্ভবন্তি তদা তন্নিরোধায়েত্যর্থঃ। অথবা মুমুক্ষাবাসনায়াং মোক্ষফলেন সফলো ভোগবাসনায়াস্ত তত্তদ্ভোগসিদ্ধিবৈচিত্র্যফলেন সফল ইত্যর্থঃ॥ ৪১ ॥

অতএব তত্তৎসিদ্ধিফলভেদার্থং পাতঞ্জলশাস্ত্রে ক্রমধ্যাদিস্থানভেদেন ধারণাভেদা দর্শিতা ইত্যাশয়েনাহ ভ্রূনাসেতি। তালুসংস্থা তালুসংস্থানং কণ্ঠাগ্রাদারভ্য দ্বাদশাঙ্গুলিমিতপ্রদেশকোটিঃ সীমা দ্বাদশান্তঃ। পুরুষভেদাৎ বহুবচনম্। যথাহ পতঞ্জলিঃ। "নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্।" "কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ"। "কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্।" কণ্ঠকূপাদধঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠবদুন্নতপ্রদেশে কূর্ম্মনাড়ী প্রসিদ্ধা। "মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শন" মিত্যাদি। শিরঃকপালচ্ছিদ্রে ভাস্বরজ্যোতির্ম্মূর্দ্ধজ্যোতিঃ। গিরিনদী নির্ঝরঃ সা যথা দূরে গত্বা তত্রৈব লীয়তে তদ্বৎ ॥ ৪২ ॥

জিহ্বয়াক্রম্য ঘণ্টিকামিতি যৎ প্রাগুক্তং তত্রোপায়মাহ ভূয় ইতি। স্পৃশ্যতে আক্রম্যতে ॥ ৪৩ ॥

এতেষাং সমাধিভেদানাং তত্তৎসিদ্ধিফলেষু বিকল্পবহুলত্বেপি নিষ্কামস্ত

অভ্যাসাদেব নান্যস্মাৎ তস্মাদভ্যাসবান্ ভব ॥ ৪৫ ॥
অভ্যাসেন পরিস্পন্দে প্রাণানাং ক্ষয়মাগতে।
মনঃ প্রশমমায়াতি নির্ব্বাণমবশিষ্যতে ॥ ৪৬ ॥
বাসনাবলিতং জন্ম মোক্ষং নির্ব্বাসনং মনঃ।
প্রাণঞ্চ রাম গৃহ্নাতি যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৪৭ ॥
প্রাণস্পন্দোমনোরূপং তস্মাৎ সংস্থৃতিবিভ্রমঃ।
তস্মিন্নেব শমং যাতে দীর্য্যতে সংসৃতিজ্বরঃ ॥ ৪৮ ॥
বিকল্পাংশক্ষয়াৎ জন্তোঃ পদং তদবশিষ্যতে।
যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে সমস্তকলনান্বিতাঃ ॥ ৪৯ ॥
যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যৎ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যৎ।
যত্র নেদং যতোনেদং যন্নেদং নেদৃশং জগৎ ॥ ৫০ ॥
বিনাশিত্বাৎ বিকল্পত্বাৎ গুণিত্বাৎ নির্গুণাত্মনঃ।
যস্য নো সদৃশো দৃষ্টো দৃষ্টান্তঃ কশ্চিদেব হি ॥ ৫১ ॥
স্বাদনী সর্ব্বশালীনাং দীপিকা সর্ব্বতেজসাম্।
কলনা সর্ব্বকামানামন্তশ্চিচ্চন্দ্রিকোদিতা ॥ ৫২ ॥

পরমোপশমফলে অবিকল্পতৈব সর্ব্বেষামিত্যাহ বিকল্পেতি ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

বাসনাবলিতং মনো জন্ম শরীরং তত্র প্রাণং চাভিমানেন গৃহ্নাতি। নির্ব্বাসনন্তু মোক্ষম্ ॥ ৪৭ ॥

এবং উক্তাভ্যাসপ্রকারেণ। দীর্য্যতে খণ্ড্যতে চিকিৎস্যত ইতি যাবৎ ॥ ৪৮। ৪৯ ॥

ইদং দৃশ্যং যত্র নেত্যাধেয়তয়া যতো নেত্যুপাদেয়তয়া যন্নেতি তাদাত্ম্যেন চ সচ্চিদাত্মসম্বন্ধনিষেধায় কেনাপ্যংশেন জগৎ ব্রহ্মসদৃশমিত্যর্থঃ ॥৫০॥

অতএব বিনাশিত্বাদিধর্ম্মকে জগতি ন কশ্চিদপি ব্রহ্মণো দৃষ্টান্তোঽস্তীত্যাহ বিনাশিত্বাদিতি ॥ ৫১ ॥

যদি ন কশ্চিদ্দৃষ্টান্তস্তর্হি কথং তৎপরিচয়স্তত্রাহ স্বাদনীতি। রসরূপাদিগোচরবাহ্যবৃত্তিত্রিপুটীনাং কামাদ্যান্তরত্রিপুটীণাঞ্চ ভাসকতয়া তৎপরিচেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

যস্মাৎ কল্পতরোর্ব্বহ্ব্যঃ সংসারফলপংক্তয়ঃ।
অনারতং বহুরসা জায়ন্তে চ পতন্তি চ ॥ ৫৩ ॥
তৎ পদং সর্ব্বসীমান্ত মবলম্ব্য মহামতিঃ।
যঃ স্থিতঃ স্থিরধীস্তজ্জ্ঞঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৫৪ ॥
বিগতসর্ব্বসমীহিতকৌতুকঃ
সমুপশান্তহিতাহিতকল্পনঃ।
সকলসব্যবহারসমাশয়ো
ভবতি মুক্তমনাঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে যোগবর্ণনং নাম
অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৮ ॥

ফলমত উপপত্তেরিতি ন্যায়াৎ বিচিত্রকর্ম্মফলোদয়ক্ষয়নিমিত্ততয়া বা তৎপরিচেয়মিত্যাহ যস্মাদিতি ॥ ৫৩ ॥

তৎপরিচয়াবলম্বনে পুরুষার্থসিদ্ধিং দর্শয়ন্নুপসংহরতি তদিতি দ্বাভ্যাম্ ॥৫৪॥

বিগতানি সর্ব্বাণি সমীহিতকৌতুকানি কামভোগোৎকণ্ঠা যস্য। অত-এব তদনুকূলপ্রতিকূলেষু সমুপশান্তা হিতাহিতবাসনা যস্য। অতএব সকলেষু সব্যবহারেষু সমো হর্ষবিষাদশূন্য আশয়ো যস্য। ঈদৃশো মুক্তমনাঃ পুরুষশ্রেষ্ঠো ভবতি ভগবান্ বিষ্ণুরূপী ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ।

—(•)○(•)—

রাম উবাচ।

যোগযুক্তস্য চিত্তস্য শম এব নিরূপিতঃ।
সম্যগ্জ্ঞানমিদানীং মে কথয়ানুগ্রহাৎ প্রভো ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

অনাদ্যন্তাবভাসাত্মা পরমাত্মেতি বিদ্যতে।
ইত্যেকোনিশ্চয়ঃ স্ফারঃ সম্যগ্জ্ঞানং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ২ ॥
ইমা ঘটপটাকারাঃ পদার্থশতপঙ্ক্তয়ঃ।
আত্মৈব নান্যদস্তীতি নিশ্চয়ঃ সম্যগীক্ষণম্ ॥ ৩ ॥
অসম্যগ্বেদনাজ্জন্ম মোক্ষঃ সম্যগবেক্ষণাৎ।
অসম্যগ্বেদনাদ্রজ্জুঃ সর্পো নো সম্যগীক্ষণাৎ ॥ ৪ ॥
সঙ্কল্পাংশবিনির্ম্মুক্তা সম্বিৎ সম্বেদ্যবর্জ্জিতা।

উদ্দিষ্টৌ চিত্তনাশায় যোগজ্ঞানক্রমৌ হি যৌ।
তয়োরাদ্যে পরিজ্ঞাতে দ্বিতীয়োত্র নিরূপ্যতে ॥ ১ ॥

যৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগোজ্ঞানঞ্চ রাঘবেত্যুদ্দিষ্টক্রমযোর্ম্মধ্যে আদ্যঃ চিত্তস্য শমো নাশপ্রকারো নিরূপিতস্ত্বয়েত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

লক্ষণস্বরূপসাধনাদিভিঃ সম্যগ্জ্ঞানং প্রপঞ্চয়িষান্ প্রথমমাত্মপরিচয়েন জগদ্বাধাত্মতালক্ষণং তল্লক্ষণমাহ অনাদ্যন্তেতি। এক অসাধারণঃ। স্ফারঃ অপরিচ্ছিন্নাকারঃ ॥ ২ ॥

এবং জগদ্বাধেনাত্মপরিচয়াত্মতা বা তল্লক্ষণমিত্যাহ ইমা ইতি ॥ ৩ ॥

সমগ্জ্ঞানস্য মোক্ষসমর্থতাং দর্শয়তি অসম্যগিতি। সম্যগীক্ষণাদ্রজ্জৌ সর্পঃ সর্পভাবান্মোক্ষ ইতি যাবৎ ॥ ৪ ॥

সম্বিত্ত্যাভিসমাখ্যাতা মুক্তাবস্তীহ নেতরৎ ॥ ৫ ॥
সা শুদ্ধরূপা বিজ্ঞাতা পরমাত্মেতি কথ্যতে।
শুদ্ধস্ত্বশুদ্ধরূপান্তরবিদ্যেত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৬ ॥
সম্বিত্তিরেব সম্বেদ্যং নানয়োর্দ্বিত্বকল্পনা।
চিনোত্যাত্মানমাত্মৈব রামৈবং নান্যদস্তি হি ॥ ৭ ॥
যথাভূতাত্মদর্শিত্ব মেতাবদ্ভুবনত্রয়ে।
যদাত্মৈব জগৎ সর্ব্বমিতি নিশ্চিত্য পূর্ণতা ॥ ৮ ॥
সর্ব্বমাত্মৈব কৌ নিষ্টৌ ভাবাভাবৌ ক চ স্থিতৌ।
ক বন্ধমোক্ষকলনে কিমন্যৎরাম শোচ্যতে ॥ ৯ ॥
ন চেত্যমন্যন্নো চিত্তং ব্রহ্মৈবেদং বিজৃম্ভতে।
সর্ব্বমেকং পরং ব্যোম কোমোক্ষঃ কস্য বন্ধতা ॥ ১০ ॥
ব্রহ্মেদং বৃংহিতাকারং বৃহৎ বৃহদবস্থিতম্।
জ্ঞানাদস্তমিতদ্বিত্বং ভবাত্মৈবং ত্বমাত্মনা ॥ ১১ ॥
সম্যগালোকিতে রূপে কাষ্ঠপাষাণবাসসাম্।

মুক্তৌ তর্হি কিং পরিশিষ্যতে তদাহ সম্বন্নেতি। সম্বিত্ত্যা স্বপ্রকাশ-স্বভাবেনৈব অভিমতঃ সম্যক্ আখ্যাতা প্রথমানা ইহ মুক্তৌ ॥ ৫ ॥

অপ্যর্থে তু শব্দঃ ॥ ৬ ॥

তথাচাবিজ্ঞানকৃত এব সম্বিত্তিসম্বেদ্যয়োর্ভেদো ন বাস্তব ইত্যাহ সম্বি-ত্তিরেবেতি। চিনোতি অজ্ঞানাৎ সঞ্চিনোতি জ্ঞানাৎ তু পরিচিনোতী-ত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নিষ্কৃষ্টং সম্যগ্‌জ্ঞানস্বরূপমাহ যথাভূতেতি ॥ ৮ ॥

নিষ্টৌ নির্দ্দিষ্টৌ নিষ্কৃষ্য নিরূপিতাবিত্যর্থঃ। কিমন্যদস্তি যদর্থং শোচ্যতে মূঢ়ৈরিতি শেষঃ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

বৃহতোপি বৃহৎ ব্রহ্ম স্বাত্মন্যেব মায়য়া নটবৎ বৃংহিতাকারং ইদং দৃশ্যং ব্যবস্থিতম্ ॥ ১১ ॥

সম্যক্ অধিষ্ঠানসন্মাত্ররূপেণালোকিতে সতি কাসি। ন হ্যেকরূপে

মনাগপি ন ভেদোস্তি ক্কাসি সঙ্কল্পনোন্মুখঃ ॥ ১২ ॥
আদাবন্তে চ সংশান্তং স্বরূপমবিনাশি যৎ।
বস্তু নামাত্মনশ্চৈব তন্ময়ো ভব রাঘব ॥ ১৩ ॥
পরং ব্যোমেদমখিলং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
সুখদুঃখক্রমঃ কুত্র বিজ্বরোভব রাঘব ॥ ১৪ ॥
দ্বৈতাদ্বৈতসমুদ্ভূতৈর্জ্জরামরণবিভ্রমৈঃ।
স্ফুরত্যাত্মভিরাত্মৈব চিত্রৈরপ্স্বিব বীচিভিঃ ॥ ১৫ ॥
শুদ্ধমাত্মানমালিঙ্গ্য নিত্যমন্তঃস্থয়া ধিয়া।
যঃ স্থিতঃস আত্মাহং ভোগা বন্ধয়িতুং ক্ষমাঃ ॥ ১৬ ॥
কৃতস্ফারবিচারস্থ মনোভোগাদয়োরয়ঃ।
মনাগপি ন ভিদ্যন্তি শৈলং মন্দানিলা ইব ॥ ১৭ ॥
অবিচারিণমজ্ঞানং মূঢ়মাশাপরায়ণম্।
নিগিরন্তীহ দুঃখানি বকা মৎস্যমিবাজলম্ ॥ ১৮ ॥
জগদাত্মৈব সকলমবিদ্যা নাস্তি কুত্রচিৎ।
ইতি দৃষ্টিমবষ্টভ্য সত্রগ রূপং স্থিরোভব ॥ ১৯ ॥
নানাত্বমস্তি কলনাসু ন বস্তুতোন্ত-
র্নানাবিধাসু সরসীষু জলাদি নান্যৎ।

হেয়োপাদেয়ে সঙ্কল্পনং বিকল্পনং বা সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অবিনাশি যৎ স্বরূপং তদেব বস্তু। নামেতি প্রসিদ্ধৌ। আত্মনশ্চ স্বরূপমেবম্বিধমতস্তন্ময়োভবেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

পরং নিরতিশয়ানন্দরূপং ব্রহ্ম। ১৪ ॥

স্ফুরতি অজ্ঞস্যেতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥

তং তত্বজ্ঞম্। কে ভোগাঃ ॥ ১৬ ॥

মনোভোগঃ কামস্তদাদয়ঃ ষড়রয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অজলং জলান্নির্গতমন্নজলাহং বা ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

ইত্যেকনিশ্চয়ময়ঃ পুরুষো বিমুক্ত
ইত্যুচ্যতে সমবলোকিতসম্যগর্থঃ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে সম্যগ্জ্ঞানলক্ষণনিরূপণং নাম
একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৯ ॥

জলাদি আদিপদাত্তরঙ্গফেনবুদ্বুদাদিজলাম্নান্তং যথেতি শেষঃ। ইতি বিবিচ্য সমবলোকিতসম্যগর্থস্তদেকনিশ্চয়প্রধানঃ পুরুষ আত্যন্তিকচিত্তনাশাৎ বিমুক্ত ইত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতমঃ সর্গঃ

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইদমন্তঃকলয়তো ভোগান্ প্রতি বিবেকিনঃ।
পুরঃ স্থিতানপি সদা স্পৃহৈবাঙ্গ ন জায়তে ॥ ১ ॥
চক্ষুরালোকনায়ৈব জীবস্তু সুখদুঃখয়োঃ।
ভয়ায়ৈব বলীবর্দ্দো ভোক্তা দ্রব্যস্য নায়কঃ ॥ ২ ॥
নয়নে রূপনিম্মগ্নে ক্ষোভঃ ক ইব দেহিনঃ।
গর্দ্দভে পল্বলে মগ্নে কৈব সেনাপতেঃ ক্ষতিঃ ॥ ৩ ॥
রূপকর্দ্দমমেতস্মা নয়নাস্বাদয়াধমম্।
নশ্যত্যেতন্নিমেষেণ ভবন্তমপি হিংসতি ॥ ৪ ॥

যস্মিন্ বিমর্শে সুদৃঢ়ে দিব্যভোগেষ্বপি স্পৃহা।
নোদেত্যপি পুরঃস্থেষু স বিমর্শোঽত্র বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

ইদং বক্ষ্যমাণং বিমর্শোপদর্শনম্। পুরঃস্থিতানপি ভোগান্ প্রতি স্পৃহা ন জায়ত এবেত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥

তত্রাদৌ চক্ষুষা ইষ্টানিষ্টরূপে আলোচিতে চক্ষুরহন্তাভিনিবেশাৎ জীবস্য সুখদুঃখে দৃশ্যেতে তত্র চক্ষুঃ প্রতি স্বামিতৈবাস্য ন ঘটতেতি বিমর্শে ন দুঃখাদিপ্রসক্তিরিতি দর্শয়তি চক্ষুরিতি। বলীবর্দ্দ এব ভারবহনদুঃখায় ন তস্য ভারদ্রব্যস্য চ নায়কঃ ন হ্যসৌ বলীবর্দ্দ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

স্বামিত্বমপি তস্য ন চক্ষুর্মাত্রে কিন্তু কার্য্যকরণসঙ্ঘাতকামকর্ম্মবাসনা-তৎফলভেদেষনন্তেষু। তত্র অহঙ্কারবুদ্ধিমনঃপ্রাণপরম্পরয়া কথং চিৎস্বত্ব-কোটিনিবিষ্টস্যৈকস্য চক্ষুষঃ কদাচিদনিষ্টরূপসম্প্রয়োগে কা গণনা কুতোবাস্য দুঃখপ্রসক্তিরিত্যাশয়েনাহ নয়নে ইতি। গর্দ্দভে সেনান্তর্গতরজকগর্দ্দভে ॥ ৩ ॥

স্বামিত্বাদেব তন্নিবারয়িতুমপি শক্যমিত্যাশয়েনাহ রূপেতি। এতৎ

যেনৈব সন্ধ্যা ক্রিয়তে যেনৈবাস্যানুগম্যতে।
তদীয়ৈঃ কর্ম্মভিঃ ক্ষিপ্রং প্রাজ্ঞঃ ক্রূরো নিবধ্যতে॥ ৫ ॥
উৎপন্নধ্বংসি চাপাতমাত্রহৃদ্যমসন্ময়ম্।
রূপমাশ্রয় মা নেত্র বিনাশায়াবিনাশিনে॥ ৬ ॥
সাক্ষিবত্ত্বং স্থিতং নেত্র রূপমাত্মনি তিষ্ঠতি।
আলোকং কালবশতস্ত্বমেকং কিং প্রতপ্যসে॥ ৭ ॥
সলিলস্পন্দবদ্দৃষ্টিঃ পিচ্ছিকেবাম্বরোত্থিতা।
সুজাতিবন্ধা স্ফুরতি তব চিত্ত কিমাগতম্॥ ৮ ॥

স্ত্রীপুত্রাদিসৌন্দর্য্যলক্ষণং রূপং হিংসতি নাশয়তি। ছান্দসোবিকরণব্যত্যয়ঃ। হে অধম মূঢ়তম॥ ৪ ॥

প্রাজ্ঞস্তর্হি কীদৃশঃ ক্বচিৎ নিবধ্যতে তত্রাহ যেনেতি। ক্রূরো-নিশ্চিতমতিঃ প্রাজ্ঞস্তু যেনান্তর্গতেন চিদাত্মনৈব সম্যক্ ধ্যানং সন্ধ্যা প্রকাশো বাহ্যাভ্যন্তরার্থপ্রাপ্ত্যা ক্রিয়তে যেনৈব অস্যা অনাত্মভূতা কোশপরম্পরা আত্মভাবাধ্যারোপেণানুগম্যতে তদীয়ৈঃ ঔদাসীন্যেন যথাপ্রাপ্তার্থপ্রকাশন লক্ষণৈঃ কর্ম্মভিশ্চরিত্রৈর্নিবধ্যতে অভ্যাসেন সম্বধ্যতে ন মূঢ়বৎ রূপকর্দ্দমাস্বাদানকর্ম্মভিঃ। তথাচ ত্বমপ্যুদাসীনং সদ্রূপং প্রকাশয় ন তু তদাস্বাদয়েত্যর্থঃ॥ ৫ ॥

উৎপন্নধ্বংসি আপাতমাত্রহৃদ্যঞ্চেতি বিশেষণে অসন্ময়মিত্যস্যোপপত্তয়ে। অবিনাশিনে অনিবার্য্যায় বিনাশায় মৃত্যুমুখপ্রবেশায়॥ ৬ ॥

কিঞ্চ রূপবিষয়ে সদা সর্ব্বার্থপ্রকাশনে নিরপেক্ষসমর্থেপি পরমাত্মনি উদাসীনে স্থিতে সতি হে নেত্র কালবশতঃ কদাচিদেব দীপাদ্যালোকং প্রাপ্য প্রকাশয়ং ত্বমেবৈকং কিং কিমর্থং প্রতপ্যসে অতস্ত্বমপি সাক্ষিবৎ স্থিতং সদ্রূপং পশ্যেত্যর্থঃ॥ ৭ ॥

ইদানীং চক্ষুষা ভ্রান্ত্যা রূপে আলোকিতেপি চিত্তস্য তদভিনিবেশে হেতুনাস্তীত্যাহ সলিলেতি। হে চিত্ত ইয়ং বিচিত্ররূপদৃষ্টির্নদ্যাদিসলিলে নানাবিধানি যতঃ স্পন্দবৈচিত্র্যবদনিয়তা অম্বরে সূর্য্যালোকাভিমুখসাশ্রুনেত্র-নিরীক্ষিতা ময়ূরপিচ্ছিকেব মিথ্যাভূতা চ গৌরয়মশ্বোয়ং স্ত্রীপিণ্ডোয়মিত্যেবং নানাবিধসুজাতিদুর্জ্জাতিবিকল্পানুবন্ধা চক্ষুষঃ স্ফুরতি তত্র তব কিমাগতং

কল্লান্তসীব শফরী চিত্তে স্ফুরণধর্ম্মিণি।
স্বয়ং স্ফুরত্যহঙ্কারস্ত্বময়ং প্রোথিতঃ কুতঃ ॥ ৯ ॥
আলোকরূপয়োর্নিত্যং জড়য়োঃ স্ফুরতোর্মিথঃ।
আধারাধেয়য়োশ্চিত্ত ব্যর্থমাকুলতা তব ॥ ১০ ॥
রূপালোকমনস্কারাঃ পরস্পরমসঙ্গিনঃ।
সম্পন্না ইব লক্ষ্যন্তে বদনাদর্শবিম্ববৎ ॥ ১১ ॥
অজ্ঞানজন্তুনা হ্যেতে শ্লিষ্টা জাতা নিরন্তরাঃ।
অজ্ঞানে জ্ঞানগিলিতে পৃথক্ তিষ্ঠন্ত্যসন্ময়াঃ ॥ ১২ ॥
মনঃকল্পনয়া হ্যেতে সুসম্বদ্ধাঃ পরস্পরম্।
রূপালোকমনস্কারা দারুণী জতুনা যথা ॥ ১৩ ॥
স্বমনোমননং তন্তুর্মনোভ্যাসেন যত্নতঃ।
বিচারাচ্ছেদমায়াতি ছিন্নৈবাজ্ঞানভাবনা ॥ ১৪ ॥

যেন ত্বং রজ্যসে তপ্যসে চেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অস্তু বা চিত্তে চক্ষুর্দ্দৃষ্টার্থাকারা বৃত্তিস্তথাপ্যভিনিবেশহেতোরহঙ্কারস্য নি-মিত্তং নাস্তীত্যাহ কল্লেতি। চিত্তে স্বয়ং রূপাদ্যাকারঃ স্ফুরতি চেৎ স্ফু-রতু নাম অয়মহঙ্কারস্তং কুতঃ প্রোথিতঃ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ স্ত্রীপিণ্ডাদিলক্ষণং রূপং সূর্য্যাদ্যালোকমাশ্রিত্য স্ফুরতি সূর্য্যা-লোকশ্চ পিণ্ডাশ্রিত ইত্যন্যোন্যসংযোগে সৌন্দর্য্যভ্রান্ত্যা কামাদিনা চিত্তস্য ব্যাকুলতা প্রসিদ্ধা সা চ তয়োশ্চিত্তেনাসম্বন্ধাৎ ব্যর্থেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অসম্বন্ধমেব দৃষ্টান্তেন স্ফুটয়তি রূপেতি। চক্ষুষা বহিঃ রূপালোকনং মনসা চান্তঃসঙ্কল্পাদয়ো মনস্কারা ইতি ভিন্নদেশস্থাদেবেতি ভাবঃ। সম্পন্নাঃ সংলগ্না ইব ॥ ১১ ॥

তৎসংলগ্নতাভ্রান্তৌ চাজ্ঞানমেব নিমিত্তমিত্যাহ অজ্ঞানেতি। পৃথগ্ বিশ্লিষ্টাস্ত অসন্ময়া বাধিতাঃ সন্তঃ অধিষ্ঠানমাত্রপরিশেষেণ তিষ্ঠন্তি ॥ ১২ ॥

দারুণী কাষ্ঠে। জতুনা লাক্ষয়া ॥ ১৩ ॥

স্বমনোমননমেব তন্তুঃ কোশকারতন্তুবৎ স্ববন্ধনং স চ মন্দমধ্যমধি-কা[illegible]রণৈর্বৈরাগ্যশমদমনিরোধাদিমনোভ্যাসেন যত্নতোবিচারাৎ ছেদমায়াতি।

অজ্ঞানসংক্ষয়াৎ ক্ষীণে মনসীমে পুনর্ম্মিথঃ।
রূপালোকমনস্কারাঃ সজ্ঘট্টন্তে ন কেচন ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বেষাং চিত্তমেবান্তরিন্দ্রিয়াণাং প্রবোধকম্।
তদেব তস্মাদুচ্ছেদ্যং পিশাচ ইব মন্দিরাৎ ॥ ১৬ ॥
চিত্ত বল্গসি মিথ্যৈব দৃষ্টোঽস্তোভবতোময়া।
আদ্যন্তয়োঃ সুতুচ্ছস্ত্বং বর্ত্তমানে বিনশ্যসি ॥ ১৭ ॥
মুধা পঞ্চভিরাকারৈঃ কিমন্তঃ পরিবল্গসি।
যস্ত্বাং স্বমিতি জানাতি তস্যৈব পরিবল্গসি ॥ ১৮ ॥
ত্বদ্বল্গনং মে কুমনোন মনাগপি তুষ্টয়ে।
মায়ামনঃস্পন্দ ইব ব্যর্থং বৃত্তিষু দহ্যসে ॥ ১৯ ॥
তিষ্ঠ বা গচ্ছ বা চিত্ত নাসি মে ন চ জীবসি।
প্রকৃত্যাসি মৃতং নিত্যং বিচারাৎ সুমৃতং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥
নিস্তত্ত্বং ত্বং জড়ং ভ্রান্তং শঠং নিত্যমৃতাকৃতে।

মুধ্যাধিকারিণস্তু সহসোৎপন্নজ্ঞানেন তস্মিংশ্ছিন্নে সতি স্বভাবত এবাজ্ঞানভাবনাশ্ছিন্নৈব নৈব প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

তত্র দ্বিতীয়জ্ঞানায়াস ইত্যাহ অজ্ঞানেতি ॥ ১৫ ॥

প্রথমেন তু যত্নেন চিত্তমুচ্ছেদ্যমিত্যাহ সর্ব্বেষামিতি ॥ ১৬ ॥

ইদানীং চিত্তমেব সম্বোধ্য বোধয়তি চিত্তেত্যাদিনা। অস্তোবাধোপায়ঃ। যত আদ্যন্তয়োঃ সুতুচ্ছং অতোবর্ত্তমানকালেপি বিনশ্যসি অসদসি। ন হি পূর্ব্বোত্তরকালয়োস্তুচ্ছোবন্ধ্যাপুত্রোবর্ত্তমানকালে সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

পঞ্চভিরিন্দ্রিয়োপনীতৈঃ শব্দাদ্যাকারৈঃ। যস্ত্বদভিমানী প্রমাতা ত্বাং স্বং মদীয়মিতি জানাতি তস্যৈব ত্বমুপকরণতয়া পরিবরসি ন স্বসঙ্গোদাসীনচিদেকরসস্য মমেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তুষ্টিগ্রহণং বিষাদস্যাপ্যুপলক্ষণম্। ঐন্দ্রজালিকমায়াপ্রযুক্তে মনসোনানাবিষয়দর্শনাকারস্পন্দে ইব ॥ ১৯ ॥

প্রকৃত্যা স্বীয়মিথ্যাস্বভাবেনৈব মৃতং নিরাত্মকমসি বিচারাত্তু তথা স্মৃতং সৎ সুমৃতং অত্যন্তাসদসীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

মূঢ় এব ত্বয়া জ্ঞেন বাধ্যোন প্রবিচারবান্ ॥ ২১ ॥
বয়মজ্ঞাতবস্তুস্ত্বাং মৌর্খ্যেণাশু মৃতং ভবৎ।
মৃতমস্মাকমদ্যাসি দীপানাং তিমিরং যথা ॥ ২২ ॥
শঠেন ভবতা দীর্ঘকালং দেহগৃহং মম।
উপরুদ্ধমভূৎ সর্ব্বং সাধুসংসর্গবর্জ্জিতম্ ॥ ২৩ ॥
জড়ে প্রেতসমাকারে গতে ত্বয়ি মনঃ শঠে।
সর্ব্বসজ্জনসংসেব্যমিদং দেহগৃহং মম ॥ ২৪ ॥
পূর্ব্বমেবাসি নাসীস্তং সম্প্রত্যেব শঠং জগৎ।
ন ভবিষ্যসি চেদানীং বেতালঃ কিং ন লজ্জসে ॥ ২৫ ॥
সহ তৃষ্ণাপিশাচীভিঃ সহ কোপাদিগুহ্যকৈঃ।
নির্গচ্ছ চিত্তবেতাল শরীরসদনান্মম ॥ ২৬ ॥
দিষ্ট্যা বিবেকমাত্রেণ নির্গতোদেহমন্দিরাৎ।
প্রমত্তশ্চিত্তবেতালঃ কুবৃকঃ কন্দরাদিব ॥ ২৭ ॥
অহোনু চিত্রং সুমহজ্জড়েন ক্ষণভঙ্গিনা।
মনঃশঠেন সর্ব্বোয়ং নীতোবিবশতাং জনঃ ॥ ২৮ ॥
কস্তে পরাক্রমঃ কিং তে বলং কস্তে সমাশ্রয়ঃ।

এতাবৎ কালং বয়ং ত্বাং মৃতং ভবৎ নৈরাত্ম্যেন বর্ত্তমানং অজ্ঞাত-বস্তোন জ্ঞাতবস্তুঃ। অদ্য আত্মতত্ত্বদর্শনকালে ॥ ২২ ॥

সাধবঃ শমদমবিচারবোধাদয়স্তৎসংসর্গবর্জ্জিতম ॥ ২৩ ॥

শমাদয় এব সজ্জনাঃ ॥ ২৪ ॥

হে জগদ্রূপ চিত্তবেতাল শঠ ত্বং পূর্ব্বমেব নাসীঃ সম্প্রতি চ নাস্ত্যেব অগ্রে চ ন ভবিষ্যসি। এবং ময়া কালত্রয়ে নিষেধ্যমানোপি ইদানীমত্র স্থাতুং কিং ন লজ্জসে। অহোত্তব নির্লজ্জতেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

যদি সলজ্জোসি তর্হি নির্গচ্ছেত্যাহ সহেতি ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

চিত্তবঞ্চিতজনানমুশোচতি অহো ইতি ॥ ২৮ ॥

জনানাং মধ্যে মৃতং মরণধর্ম্মকদেহাত্মদর্শনাৎ স্বতোমৃতং বাধসে অথং

যদি বল্‌গসি মামেকং জনানাং বাধসে মৃতম্ ॥ ২৯ ॥
সর্ব্বথৈবাসি ন ময়া দীনচিত্তক মার্য্যসে।
মৃতমিত্যববুদ্ধং ত্বমদ্য কেবলমজ্ঞ হে ॥ ৩০ ॥
এতাবন্তমহং কালং ত্বাং জ্ঞাত্বা জীবদাস্থিতি।
শ্লিষ্টঃ প্রভূতসঙ্গাসু চিরং সংসৃতিরাত্রিষু ॥ ৩১ ॥
চিত্তং মৃতং হি নাস্তীদমিত্যদ্যাধিগতং ময়া।
তেন ত্বদাশাং সন্ত্যজ্য তিষ্ঠাম্যাত্মনি কেবলম্ ॥ ৩২ ॥
দিষ্ট্যা চিত্তং মৃতমিতি জ্ঞাতমদ্য ময়া স্বয়ম্।
ন শঠেন সমং নেয়ং সমগ্রং জীবিতং নিজম্ ॥ ৩৩ ॥
উৎসার্য্য দেহসদনাম্মনঃশঠমহং ক্ষণাৎ।
অহং স্বস্থঃ স্থিতোস্ম্যন্তর্ব্বেতালপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৪ ॥
চিত্তবেতাললব্ধেন চিরং কালং ময়াত্মনা।
কৃতা বিকারা বিবিধাঃ স্বয়ং স্মৃত্বা হসাম্যহম্ ॥ ৩৫ ॥
চিরান্নিপাতিতো দিষ্ট্যা বিচারাসিপরার্দ্দিতঃ।

কস্তে পরাক্রমঃ। একমদ্বিতীয়াত্মভূতং মাং প্রতি যদি বল্গসি আগন্তুং শক্নোষি তদা তে পরাক্রম ইতি শেষঃ ॥ ২৯ ॥

হে অজ্ঞ দীনচিত্তক ময়া অদ্য ন মার্য্যসে যতঃ পূর্ব্বমেব সর্ব্বথৈব ত্বং মৃতমিতি অববুদ্ধম্। অয়মেব বধ ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

জীবদাস্থিতি জীবস্ত ইব আস্থিতিঃ স্বরূপসত্তা যস্ত তথাবিধং জ্ঞাত্বা শ্লিষ্টস্ত্বয়া সহ তাদাত্ম্যেন সঙ্গতঃ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

বোধোত্তরং জীবন্মুক্তানাং নিশ্চিত্তমেবায়ুঃশেষনয়নমুচিতমিত্যাহ ন শঠেনেতি ॥ ৩৩ ॥

শঠানাং কামক্রোধলোভাদীনাং মহং উৎসবভূতং মনোদেহসদনাদুৎ-সার্য্য ॥ ৩৪ ॥

চিত্তবেতালেন লব্ধেন বিপ্রলব্ধেন আত্মনা তদাত্মভূতেন ময়া। ইদানীং স্বয়ং পরমার্থাত্মভূতোহং তান্ বিকারান্ স্মৃত্বা হসামীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

নিপাতিতো নিপাত্যেব মারিতঃ ॥ ৩৬ ॥

হৃদ্গেহাচ্চিত্তবেতালস্তালোত্তালসমুন্নতিঃ ॥ ৩৬ ॥
প্রশান্তে চিত্তবেতালে পবিত্রাং পদবীং গতে ।
দিষ্ট্যা শরীরনগরে সুখং তিষ্ঠামি কেবলম্ ॥ ৩৭ ॥
মৃতং মনো মৃতা চিন্তা মৃতোহঙ্কাররাক্ষসঃ ।
বিচারমন্ত্রেণ সমঃ স্বস্থস্তিষ্ঠামি কেবলম্ ॥ ৩৮ ॥
কিং মনোমে মমাশা কা কোমেঽহঙ্কারকো ভবেৎ ।
দিষ্ট্যা ব্যর্থং কলত্রং মে নষ্টমেতদশেষতঃ ॥ ৩৯ ॥
একস্মৈ কৃতকৃত্যায় নিত্যায় বিমলাত্মনে ।
নির্ব্বিকল্পচিদাখ্যায় মহ্যমেব নমোনমঃ ॥ ৪০ ॥
ন শোকোস্তি ন মোহোস্তি ন চৈবাহমহং স্বয়ম্ ।
ন চ নাহং ন চান্যোহং মহ্যমেব নমোনমঃ ॥ ৪১ ॥
ন মমাশা ন কর্ম্মাণি ন সংসারোন কর্ত্তৃতা ।
ন ভোক্তৃতা ন দেহোমে মহ্যমেব নমোনমঃ ॥ ৪২ ॥
নাহমাত্মা ন বা কোন্যো নাহমস্মি ন চেতরঃ ।
সর্ব্বমেবাহমেতস্মৈ মহ্যমেব নমোনমঃ ॥ ৪৩ ॥

কামাদিমলাভাবাৎ পবিত্রাং পদবীমিন্দ্রিয়দ্বারমার্গং গতে প্রাপ্তে ॥৩৭॥

সমোনিরস্তবৈষম্যঃ সন্ ॥ ৩৮ ॥

কলত্রং পোষ্যবর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

ইদানীং পরিশিষ্টঃ নিরতিশয়ানন্দৈকরসমাত্মানমতিশয়েন নমস্ততি একস্মৈ ইত্যাদিনা ॥ ৪০ ॥

অহমহং অহমভিমানপ্রধানজড়াংশোনৈব ন চ নাহং অহঙ্কারপ্রত্যক্-বিদাত্মানেতি চ ন ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

আত্মা আত্মশব্দপ্রত্যয়বিষয়ো ন। তথাচ বৃহদারণ্যকভাষ্যে তদ্বার্ত্তিকে চ। আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যত্র ইতি শব্দআত্মশব্দপ্রত্যয়বিষয়ত্বনিবারণার্থ ইত্যুক্তম্। ন বা অন্যঃ অনাত্মাহম্। কোন্যস্তত্সদৃশা সম্ভাব্যতে যদহং স্যাম্। এবমহংশব্দপ্রত্যয়বিষয়স্তদিতরশ্চ নাহম্। এবঞ্চ দ্বৈতমাত্রসিদ্ধেঃ স্বয়মেব সর্ব্বমিতি সর্ব্বমেবাহমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

অহমাদিরহং ধাতা চিদহং ভুবনান্যহম্।
মম নাস্তি ব্যবচ্ছেদো মহ্যমেব নমোনমঃ ॥ ৪৪ ॥
নির্ব্বিকারায় নিত্যায় নিরংশায় মহাত্মনে।
সর্ব্বস্মৈ সর্ব্বকালায় মহ্যমেব নমোনমঃ ॥ ৪৫ ॥
নীরূপায় নিরাখ্যায় প্রকাশায় মহাত্মনে।
স্বয়মাত্মৈকসংস্থায় মহ্যমেব নমোনমঃ ॥ ৪৬ ॥
সমাং সর্ব্বগতাং সূক্ষ্মাং জগদেকপ্রকাশিনীম্।
সত্তামুপগতোঽস্ম্যন্তর্ম্মহ্যমেব নমোনমঃ ॥ ৪৭ ॥
সাদ্র্যব্ধ্যুর্ব্বী নদী সেয়ং নাহমেবাহমেব বা।
জগৎ সর্ব্বং পদার্থাঢ্যং মহ্যমেব নমোনমঃ ॥ ৪৮ ॥

ব্যপগতমননং সমাভিরামং
প্রকটিতবিশ্বমবিশ্বমপ্যনন্তম্।
স্বয়মজমজরং গুণাদতীতং
বপুরহমচ্যুতমীশ্বরং নমামি ॥ ৪৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধোনামা-
শীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮০ ॥

আদিভুর্বনানাং কারণম্। ধাতা ধারয়িতা। ব্যবচ্ছেদস্ত্রিবিধপরিচ্ছেদঃ॥৪৪॥ সর্ব্বকালায় সনাতনায় ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥

অদ্রয়শ্চ অব্ধয়শ্চ উর্ব্বী চ নদ্যশ্চ এতৈঃ সহিতা সা প্রসিদ্ধা ইয়ং বর্ত্তমানা দৃশ্যশ্রীর্নাহম্। এবমতীতানাগতপদার্থাঢ্যং জগৎ সর্ব্বমপি নাহমহমেব বেতি যোজ্যম্ ॥ ৪৮ ॥

ব্যপগতানি মননানি মনোবিকল্পা যস্মাদত এব সমাভিরামং প্রকটিতবিশ্বমনন্তং অচ্যুতং কুতঃ উত্থিত স্বরূপাদপ্রচ্যুতং ঈষ্টে অবিদ্যাতৎকার্য্যনিরাসে সমর্থীভবতীতীশ্বরং বপুঃ স্বরূপং নমামি সর্ব্বোৎকর্ষেণ প্রপন্নোঽস্মীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
অশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতমঃ সর্গঃ ।

—:•:—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

এবং বিচার্য্য বুদ্ধ্বান্তঃ পুনরিত্থং বিচার্য্যতে ।
তত্ত্ববিদ্ভির্ম্মহাবাহো জ্ঞেয় আত্মা মহাত্মভিঃ ॥ ১ ॥
আত্মৈবেদং জগদিতি সত্যং চিত্তেন মার্জ্জিতম্ ।
উত্থিতং স্যাৎ কুতশ্চিত্তমহোচিত্তমবস্তু যৎ ॥ ২ ॥
অবিদ্যত্বাদচিত্তত্বান্মায়াত্বাচ্চাসদেব হি ।
ধ্রুবং নাস্ত্যেব বা চিত্তং ভ্রমাদন্যৎ খবৃক্ষবৎ ॥ ৩ ॥
সিদ্ধঃ স্থাণুপরিস্পন্দো নৌগতস্য যথা শিশোঃ ।
অবুদ্ধস্য ন বুদ্ধস্য তথা চিত্তমসন্ময়ম্ ॥ ৪ ॥
মৌর্খ্যমোহভ্রমে শান্তে চিত্তং নোপলভামহে ।

যৈস্তৈঃ প্রাক্ চিত্তবেতালো দেহগেহাদ্বিবাসিতঃ ।
ইহানুভবযুক্তিভ্যাং চিত্তাসত্তোপপাদ্যতে ॥ ১ ॥

আত্মা জ্ঞেয়ঃ অবশ্যং জ্ঞাতব্য ইতি বিচারতত্ত্ববিদ্ভিঃ পুনরিত্থং বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ বিচার্য্যতে চিত্তমিতি শেষঃ ॥ ১ ॥

যেন চিত্তেন আত্মৈবেদমিতি বোধেন জগৎ মার্জ্জিতং তচ্চিত্তং কুত উত্থিতং স্যাৎ যৎ জগদন্তঃপাতেন স্বয়মপ্যবস্তু । অহো ইত্যাশ্চর্য্যে ॥ ২ ॥

অবস্তুত্বমেব সাধয়তি অবিদ্যত্বাদিতি । জড়ত্বাৎ চিত্তান্তরশূন্যত্বান্মায়াকার্য্যত্বাচ্চ ধ্রুবং নিশ্চয়েন চিত্তং নাস্ত্যেবেত্যসদেব । অথবা খবৃক্ষবৎ ভ্রমাদেবাস্তিৎ বস্তুতস্তু শুদ্ধং খমিবাত্মৈব তদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

যথা নৌকাগতস্য শিশোর্ব্বালস্য স্থাণুপরিস্পন্দো ভ্রান্তিমাত্রসিদ্ধস্তদ্বদবুদ্ধস্য চিত্তং সিদ্ধমপি বুদ্ধস্যাত্মবিদো ন সিদ্ধং কিং ত্বসন্ময়মেবেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

চক্রারোহভ্রমস্থাস্তে পর্ব্বতস্পন্দনং যথা ॥ ৫ ॥
এবং হি চিত্তং নাস্ত্যেব ব্রহ্মৈবাস্তি তথাত্মকম্ ।
পদার্থভাবনাশ্চিত্তাৎ তেনাসত্যা ময়োজ্ঝিতাঃ ॥ ৬ ॥
জাতোস্মি শান্তসন্দেহঃ স্থিতোস্মি বিগতজ্বরঃ ।
তথা তিষ্ঠামি তিষ্ঠামি তথৈব বিগতৈষণম্ ॥ ৭ ॥
চিত্তাভাবে পরিক্ষীণা বাল্যতৃষ্ণাদয়ো গুণাঃ ।
আলোকোপরমে চিত্রা বর্ণাখ্যা ইব সম্বিদঃ ॥ ৮ ॥
মৃতং চিত্তং গতা তৃষ্ণা প্রক্ষীণোমোহপঞ্জরঃ ।
নিরহঙ্কারতা জাতা জাগ্রত্যস্মিন্ প্রবুদ্ধবান্ ॥ ৯ ॥
একমেব জগচ্ছান্তং নানাত্বং ন সদিত্যপি ।
কিমন্যদ্বিমৃশাম্যন্তঃ কথয়ৈবালমেতয়া ॥ ১০ ॥
নিরাভাসমনাদ্যং তং পদং পাবনমাগতঃ ।
সৌম্যঃ সর্ব্বগতঃসূক্ষ্মঃ স্থিত আত্মাস্মি শাশ্বতঃ ॥ ১১ ॥
যদস্তি যচ্চ নাস্তীহ চিত্তাদ্যাত্মাদ্যবস্তু চ ।
তৎ খাদচ্ছতরং শান্তমনন্তাগ্রাহ্যমাততম্ ॥ ১২ ॥

তৈলেক্ষ্বাদিযন্ত্রচক্রারোহণপ্রযুক্তভ্রমস্থাস্তে তদবরোহণোত্তরমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

যতোবাহ্যাভ্যন্তরপদার্থভাবনা অসতশ্চিত্তাং প্রসৃতাস্তেন হেতুনা অসত্যা ইতি ময়া উজ্ঝিতাস্ত্যক্তাঃ। যথা যেন পারমার্থিকস্বভাবেন তিষ্ঠামি তথৈবেদানীং স্বানুভবেনাপি তিষ্ঠামি নান্যথাভূত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

বাল্যং বালস্য কর্ম্ম চাপলম্। বর্ণান্ রূপভেদানাখ্যান্তি প্রথয়ন্তি তথাবিধাশ্চাক্ষুষসম্বিদ ইব ॥ ৮ ॥

অস্মিন্নহমাত্মনি জাগ্রতি অপগতা জ্ঞাননিদ্রে সতি অহং প্রবুদ্ধবান্ স্বাভাবিকং স্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

জগৎ শান্তং সদেকং ব্রহ্মৈব। এতয়া অসদ্বিবক্ষিণ্যা কথয়ৈবাল্লং প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

নির্গত আভা সশ্চিদাভাসলক্ষণা জীবতা যত্র ॥ ১১ ॥

চিত্তং ভবতু মাবাস্তু ম্রিয়তাং স্থিতিমেতু বা।
কোবিচারণয়ার্থোমে চিরং সাম্যোদিতাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥
বিচারাকারকোমৌর্খ্যাদহমাসং মিতস্থিতিঃ।
বিচারেণামিতাকারঃ ক নাম্নাহং বিচারকঃ ॥ ১৪ ॥
মৃতেপি মনসীয়ং মে বিকল্পশ্রীর্নিরর্থিকা।
মনোবেতালবৃত্ত্যর্থং কিমর্থমুপজায়তে ॥ ১৫ ॥
তামিমাং প্রজহাম্যন্তঃ সঙ্কল্পকলনামিতি।
নির্ণীয়োমিতি শান্তাত্মা তিষ্ঠাম্যাত্মনি মৌনবৎ ॥ ১৬ ॥
অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপংস্তিষ্ঠন্নিতি রাঘব চেতসা।
সর্ব্বত্র প্রজ্ঞয়া তজ্জ্ঞঃ প্রত্যহং প্রবিচারয়েৎ ॥ ১৭ ॥
প্রবিচার্য্য স্বসংস্থেন স্বস্থেন স্বেন চেতসা।
তিষ্ঠন্তি বিগতোদ্বেগং সন্তঃ প্রকৃতকর্ম্মসু ॥ ১৮ ॥

যল্লোকে ব্যবহারদৃশা চিত্তাদিশ্রুতিদৃশা চ আত্মব্রহ্মচৈতন্যাদি চ অস্তীতি চ প্রসিদ্ধম্। যচ্চ রজ্জুসর্পাদিবন্ধ্যাপুত্রাদি চ নাস্তীতি প্রসিদ্ধং বস্তুবস্তু চ তৎ সর্ব্বং খাদাকাশাদপ্যচ্ছতরং নির্ম্মলতরং অগ্রাহ্যং স্বপ্রকাশং ব্রহ্মৈবাস্তং তস্মিন্নেব সদসদ্রূপবিকল্পারোপাদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

অহমেতাবৎ কালং মৌর্খ্যাৎ বিচারস্য অকারকঃ অকর্ত্তা সন্ মিতস্থিতিঃ পরিচ্ছিন্নদেহাদিস্বভাব আসম্। সম্প্রতিবিচারেণ অমিতাকারঃ সন্ বিচারকঃ অহং ক নাম গত ইতি ন নিরূপয়িতুং শক্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

মনসা মৃতে সতি বিচারকোস্তি ন বেত্তি বিকল্পশ্রীরপি নিরর্থিকা মনোবেতালস্য বৃত্ত্যর্থং পুনর্জ্জীবনার্থং কিমর্থমুপজায়তে। অতস্তামিমাং প্রজহামীতি পরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১৫ ॥

ওমিতি ওঙ্কারলক্ষ্যে তুরীয়ে আত্মনি। মৌনবদিতি স্থিতিক্রিয়াদৃষ্টান্তঃ ॥ ১৬ ॥

কৃতং বিচারমুপসংহরংস্তস্য সদৈব কর্ত্তব্যতামাহ অশ্নন্নিতি। যথাহুঃ। "গচ্ছতস্তিষ্ঠতোবাপি জাগ্রতঃ স্বপতোপি বা। ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্যতে" ইতি ॥ ১৭ ॥

প্রকৃতকর্ম্মসু স্বস্ববর্ণাশ্রমোচিতাচারেষু ॥ ১৮ ॥

বিগতমানমদা মুদিতাশয়াঃ
শরদুপোঢ়শশাঙ্কসমত্বিষঃ।
প্রকৃতসব্যবহারবিহারিণ
স্ত্বিহ সুখং বিহরন্তি মহাধিয়ঃ॥ ১৯॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে চিত্তাসত্তাপ্রতিপাদনং নামৈকাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮১॥

শরদা উপোঢ়েন শশাঙ্কেন সমা ত্বিড়্ প্রসন্নমুখকান্তির্যেষাম্॥ ১৯॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে একাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮১॥
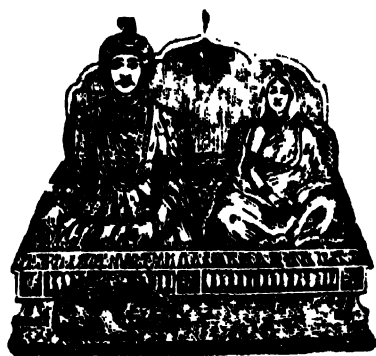
দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ।

—○()•()○—

বশিষ্ঠ উবাচ।

বিচার এবং বিদুষা সম্বর্ত্তেন কৃতঃ পুরা।
কথিতো মম বিন্ধ্যাদ্রৌ তেনৈব বিদিতাত্মনা ॥ ১ ॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য বিচারপরয়া ধিয়া।
সংসারসাগরাদস্মাত্তারতম্যেন সন্তর ॥ ২ ॥
অথেমামপরাং রাম শৃণু দৃষ্টিং পদপ্রদাম্।
মুনিনা বীতহব্যেন যথাস্থিতমশঙ্কিতম্ ॥ ৩ ॥
বীতহব্যো মহাতেজা বিবভ্রাম বনে পুরা।
বিন্ধ্যশৈলদরীর্দীর্ঘা রবির্মেরুদরীরিব ॥ ৪ ॥
অস্মাৎ ক্রিয়াক্রমাদ্ঘোরাৎ সংসারভ্রমদায়িনঃ।
আধিব্যাধিময়াকারাৎ কালেনোদ্বেগমাযযৌ ॥ ৫ ॥
নির্ব্বিকল্পসমাধ্যংশলভ্যোদারপরেচ্ছয়া।

ইহেন্দ্রিয়াণি চ মনো ব্যর্থচেষ্টাদিহেতুভিঃ।
বীতহব্যেন বোধ্যন্তে আত্মৈকাগ্র্যপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ১ ॥

কৃতস্য বিচারস্য সাম্প্রদায়িকত্বং দর্শয়তি বিচার ইতি। সম্বর্ত্তেন বৃহস্পতিভ্রাত্রা। তারতম্যেন উত্তরোত্তরচিত্তবিশ্রান্তিপ্রকর্ষপরিপাকপ্রযুক্তভূমিকারোহণক্রমেণ ॥ ১ ॥ ২ ॥

অপরাং ইন্দ্রিয়মনঃপ্রবোধনরূপাং যয়া দৃষ্ট্যা বীতহব্যেন মুনিনা অশঙ্কিতং নিঃশঙ্কং পদমাস্থিতমধিরূঢ়মিত্যর্থঃ। যথেতি পাঠে যেন প্রকারেণ ॥৩॥

বিন্ধ্যশৈলদরীঃ সমাধ্যনুকূলা অন্বেষমাণো বিবভ্রাম ॥ ৪ ॥

কুতস্তস্য সমাধীচ্ছাভূত্তত্রাহ অস্মাদিতি ॥ ৫ ॥

জহার উপসংজহার সম্যক্‌বানিতি যাবৎ ॥ ৬ ॥

স জহার জগজ্জীর্ণাং স্বব্যাপারপরম্পরাম্ ॥ ৬ ॥
বিবেশ রম্ভারচিতং নিজং পর্ণোটজান্তরম্।
কৃতগৌরং সুসৌগন্ধ্যমলির্নীলমিবোৎপলম্ ॥ ৭ ॥
তত্রাসনে সমে শুদ্ধে স্বাস্তীর্ণহরিণাজিনে।
বিশশ্রামাচলে শান্তে বীতবর্ষ ইবাম্বুদঃ ॥ ৮ ॥
বদ্ধপদ্মাসনস্তস্থৌ পার্ষ্ণ্যোরধিকরাঙ্গুলিঃ।
ভৃঙ্গবচ্ছান্তচলনমতিষ্ঠৎ স্পষ্টকন্ধরম্ ॥ ৯ ॥
স জহারালমালোকাদ্দিগ্বিকীর্ণং মনঃ শনৈঃ।
বিশন্ মেরুদরীং সায়ং ভানুর্ভাস ইবোৎকরম্ ॥ ১০ ॥
বাহ্যানাভ্যন্তরাংশ্চৈব স্পর্শান্ পরিজহৎ ক্রমাৎ।
ইদমাকলয়ামাস মনসা বিগতৈনসা ॥ ১১ ॥
অহো নু চঞ্চলমিদং প্রত্যাহৃতমপি ক্ষণাৎ।
ন মনঃস্থৈর্য্যমায়াতি তরঙ্গপ্রোঢ়পর্ণবৎ ॥ ১২ ॥
চক্ষুরাদিভিরুদ্দামৈরূপৈরাহিতসম্ভ্রমৈঃ।
অজস্রমুৎপতত্যেব বীটেব তলতাড়িতা ॥ ১৩ ॥

রম্ভারচিতং কদলীদলনির্ম্মিতম্। কৃতা গৌরাঃ শ্বেতাঃ পীতাশ্চ কর্পূরাঃ পরাগাশ্চ যেন অতএব সুসৌগন্ধ্যম্ ॥ ৭ ॥

শান্তে নিস্তাপে। অচলেশস্য হিমবতোঽন্তে প্রান্তে বা ॥ ৮ ॥

পার্ষ্ণ্যোঃ পাদতলমূলয়োরধি উপরি করাঙ্গুলয়োযস্য তথাবিধঃ সন্। অসমর্থসমাসশ্ছান্দসঃ। স্পষ্টকন্ধরং ঊর্দ্ধীকৃতগ্রীবং যথা স্যাৎ তথা ॥ ৯ ॥

দিক্ষু ইন্দ্রিয়ালোকান্নিমিত্তাৎ বিকীর্ণং মনস্তন্নিগ্রহোপায়েন জহার হৃদ্যুপসঞ্জহার। শনৈর্ব্বক্ষ্যমাণপ্রবোধনক্রমাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

বাহ্যানৈন্দ্রিয়কানাভ্যন্তরান্মানসাংশ্চ বিষয়স্পর্শান্ পরিজহৎ ত্যজন্ সন্। নাভ্যস্তাচ্ছতুরিতি নুম্‌নিষেধঃ। ইদং বক্ষ্যমাণমাকলয়ামাস বিচারয়ামাস ॥ ১১ ॥

তরঙ্গৈঃ প্রৌঢ়েন প্রবাহিতেন পর্ণেন তুল্যং তরঙ্গপ্রৌঢ়পর্ণবৎ ॥ ১২ ॥

চক্ষুরাদিভিরাহিতসম্ভ্রমৈর্নানাবিষয়রূপৈর্নিমিত্তৈঃ উৎপততি নৃত্যতি। বীটা কন্দুক ইব ॥ ১৩ ॥

ত্যজদেবানুগৃহ্লাতি বৃত্তীরিন্দ্রিয়বর্দ্ধিতাঃ।
যস্মান্নিবার্য্যতে তস্মিন্ প্রোন্মত্ত ইব ধাবতি ॥ ১৪ ॥
ঘটাৎ পদমুপায়াতি পটাচ্ছকটমুৎকটম্।
চিত্তমর্থেষু চরতি পাদপেষ্বিব মর্কটঃ ॥ ১৫ ॥
পঞ্চ দ্বারাণি মনসশ্চক্ষুরাদীন্যমূন্যলম্।
দগ্ধেন্দ্রিয়াভিধানানি তাবদালোকয়াম্যহম্ ॥ ১৬ ॥
হে হে হতেন্দ্রিয়গণাঃ কিং মে বোধায় নেহ বঃ।
বেলা বিলুলিতাম্বূনামব্ধীনামিব চঞ্চলাঃ ॥ ১৭ ॥
মা কুরুধ্বমনর্থায় চাপলং চপলাশয়াঃ।
স্মরতাতীতবৃত্তীনি দুঃখজালানি ভূরিশঃ ॥ ১৮ ॥
রূপাণি মনসোযূয়ং জড়া এব কিলাধমাঃ।
জড়ৈত্ব্যুৎসিক্ততা ব্যর্থং মৃগতৃষ্ণেব বল্গতি ॥ ১৯ ॥
অসারাত্মস্বরূপাণামনালোকবতী সদা।
অন্ধানামুদ্ধতির্যেয়ং সা দৃশ্যায়ৈব জায়তে ॥ ২০ ॥
চিদাত্মা ভগবান্ সর্ব্বং সাক্ষিত্বেন করোম্যহম্।

পূর্ব্বপূর্ব্ববৃত্তীস্ত্যজদেব তত্তদনুসারিণীরুত্তরোত্তরবৃত্তীর্গৃহ্লাতি ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

এবং চিত্তদোষানালোচ্য তন্নির্গমদ্বারাণ্যালোচিতবানিত্যাহ পঞ্চেতি। দগ্ধশব্দোনিন্দার্থঃ। ছান্দসত্বাৎ কুৎসিতানি কুৎসনৈরিতি সমাসোনাশ্রিতঃ ॥১৬॥

ইদানীমিন্দ্রিয়াণ্যেব নির্ভৎস্য বোধয়তি হে হে ইতি। হে চঞ্চলাঃ হতেন্দ্রিয়গণাঃ মে মম বোধায় সমাধিনা চিরমাত্মদর্শনায় বঃ বেলা অবসরো নাস্তি কিম্ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

যূযং মনস এব দ্বারভেদেন কল্পিতানি স্বরূপাণি। জড়ে রলয়োরভেদাৎ জলে চ উৎসিক্ততা তরঙ্গোৎসেকবৎ ব্যর্থং বল্গতি ॥ ১৯ ॥

অসারাত্ম অনৃতং স্বরূপং যেষাং তথাবিধানাং ভবতামনালোকবতী আত্মজ্ঞানশূন্যা যা সমুদ্ধতির্দুর্ব্বিনয়াদমার্গে প্রবৃত্তিঃ সেয়মন্ধানাং সাদৃশ্যায় উপমার্থমেব জায়তে। অমার্গে ধাবতামন্ধানাং কূপে পাতস্তোপমা জায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

হন্তেন্দ্রিয়গণা যূয়ং কিং নিরর্থকমাকুলাঃ ॥ ২১ ॥
মিথ্যৈব মে বিবল্গন্তি নীরূপা নয়নাদয়ঃ।
অলাতচক্রপ্রতিমাঃ সর্পরজ্জুভ্রমোপমাঃ ॥ ২২ ॥
তেনাত্মনা বহুজ্ঞেন নির্জ্ঞাতাশ্চক্ষুরাদয়ঃ।
মনাগপি ন সম্বন্ধো দ্যুপাতালতলাদ্রিবৎ ॥ ২৩ ॥
ভীতঃ পান্থ ইবাহিভ্যঃ পুক্কসেভ্য ইব দ্বিজঃ।
দূরে তিষ্ঠতি চিন্মাত্রমিন্দ্রিয়েভ্যস্ত্বনাময়ম্ ॥ ২৪ ॥
চিৎসত্তামাত্রকেণালং সংক্ষোভোভবতাং মিথঃ।
তিষ্ঠতি স্বৈরমাদিত্যে দিনকার্য্যবতামিব ॥ ২৫ ॥
চিত্ত চারণ চার্ব্বাক চতুর্দ্দিক্কুক্ষিভিক্ষুক।
শ্বেব ব্যর্থমনর্থায় মৈবং বিহর হে জগৎ ॥ ২৬ ॥
অহং চিদ্বদিতি ব্যর্থ মসত্যা তব বাসনা।
অত্যন্তভিন্নয়োরৈক্যং নাস্তি চিন্মনসোঃ শঠ ॥ ২৭

যদি বয়ং জড়াঃ কস্তর্হি দর্শনাদিনা সর্ব্বব্যবহারং করোতি তত্রাহ চিদাত্মেতি ॥ ২১ ॥

নীরূপাঃ সত্যস্বরূপশূন্যাঃ ॥ ২২ ॥

যেন সাক্ষিণা বহুজ্ঞেন সর্ব্বাবভাসকেন নয়নাদয়ঃ পরিজ্ঞাতাস্তেন সহ এষাং মনাগপি সম্বন্ধোনাস্তি যথা দ্যুপাতালতলয়োঃ পাতালাদ্রিভ্যাং দিবোঃমা পাতালতলাদ্রিভিস্তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

চিন্মাত্রং চিদেকরসঃ প্রত্যগাত্মা পরাগ্ভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যো দূরং তিষ্ঠতি। পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূরিতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

তর্হি কথমিন্দ্রিয়ব্যাপারে আত্মনোনিমিত্ততা প্রসিদ্ধিস্তত্রাহ চিৎসত্তেতি। দিনকার্য্যাণি শ্রাদ্ধকৃত্যাদীনি তদ্বতাম্ ॥ ২৫ ॥

ইদানীং চিত্তং সম্বোধ্য বোধয়তি চিত্তেত্যাদিনা। ইন্দ্রিয়াণাং বহির্ম্মুখতা প্রচারহেতুত্বাচ্চারণ। দেহাত্মাভিমানিত্বাচ্চার্ব্বাক। চতসৃষু দিক্ষু কুক্ষিভরণায় ভিক্ষুক ॥ ২৬ ॥

চিদ্বৎ চেতনমিতিবাসনাভ্রান্তিঃ ॥ ২৭ ॥

জীবাম্যেবাহমিত্যেষা তবাহঙ্কার দুর্ম্মতিঃ।
মিথ্যৈব জাতা দুঃখায় ন সত্যা সত্যবর্জ্জিতা ॥ ২৮ ॥
অহঙ্কারোদয়ে সোস্মীত্যেতাং সংরক্ষতাং ত্যজ।
ন কিঞ্চিদপি মূর্খত্বং কিং ব্যর্থং তরলায়সে ॥ ২৯ ॥
সম্বিচ্চিত্ত্বমনাদ্যন্তং সম্বিদোন্যন্ন বিদ্যতে।
দেহেস্মিংস্তন্মহামূর্খ কিং ত্বং স্যাশ্চিত্তনামকম্ ॥ ৩০ ॥
বিষপর্য্যবসানেয়ং রসায়নবদুত্থিতা।
ভোক্তৃতা কর্ত্তৃতা শঙ্কা বত চিত্ত মুধৈব হি ॥ ৩১ ॥
মোপহাসপদং গচ্ছ মূর্খেন্দ্রিয়গণাশ্রয়ম্।
ন কর্ত্তা ত্বং ন ভোক্তা ত্বং জড়োস্যন্যেন বোধ্যসে ॥ ৩২ ॥
কস্ত্বং ভবসি ভোগানাং কে বা ভোগা ভবন্তি তে।
জড়স্যাত্মৈব তেনাস্তি বন্ধুমিত্রাদি তৎ কুতঃ ॥ ৩৩ ॥
যজ্জড়ং তদ্ধি নাস্ত্যেব সদেবাসত্তয়ান্বিতম্।
জ্ঞত্বকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব মন্যত্বানামসম্ভবাৎ ॥ ৩৪ ॥

ন সত্যেতি। ন হ্যহঙ্কারাধীনজীবনং সত্যম্ অসত্যপি তস্মিন্ সুষুপ্তৌ জীবনদর্শনাৎ। ইতোপি মিথ্যৈব সা যতঃ সত্যেন পরমাত্মনা বর্জ্জিতা। "ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন। ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতা" বিতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

অহঙ্কারস্য অভিমানাখ্যপরিণামস্য উদয়ে জাতে স কার্য্যকারণসংঘাতাত্মাস্মীত্যেতাং সংরক্ষতাং অভিমানম্ ॥ ২৯ ॥

তবৈব স্বরূপং দুর্লভং ত্বয়া অভিমানেনাস্যরক্ষণস্য দুরনিরস্তমিত্যাশয়েনাহ সম্বিদিতি ॥ ৩০ ॥

পরিণামে বিষপর্য্যবাসনা ভোগকালে রসায়নবদুত্থিতা ॥ ৩১ ॥

ইন্দ্রিয়গণানামাশ্রয়ণমাশ্রয়ং কৃত্বেতি শেষঃ। অন্যেন সাক্ষিণা ॥ ৩২ ॥

ভোগানুভবশক্তিশূন্যস্য জড়স্য মিথ্যাভূতস্য চ তব ভোগাশা ব্যর্থেত্যাহ কস্ত্বমিতি ॥ ৩৩ ॥

আত্মৈব তেনাস্তীত্যেতদুপপাদয়তি যদিতি। সৎ পরসত্তা বশাৎ বিদ্য-

প্রত্যক্‌চেতনরূপশ্চেৎ ত্বং তদাত্মৈব তে বপুঃ।
ভাবাভাবময়ী চিত্তসত্তা তে কেব দুঃখদা ॥ ৩৫ ॥
যথা কর্তৃত্বভোক্তৃত্বে মিথ্যৈবাধিগতে ত্বয়া।
ময়া তে হি প্রমার্জ্জ্যেতে শৃণু যুক্ত্যা কথং শনৈঃ ॥ ৩৬ ॥
স্বয়ং তাবত্ত্বমেবৈষ জড়োনাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
জড়স্য কীদৃক্ কর্ত্তৃত্বং নৃত্যন্তীহ কথং শিলাঃ ॥ ৩৭ ॥
উপজীব চিরং তস্মাচ্ছুদ্ধং তদ্ভাগমৈশ্বরম্।
জীবসীচ্ছসি হংসি ত্বং বৃথা যাসি বিবল্‌গসি ॥ ৩৮ ॥
ক্রিয়তে যত্তু যচ্ছক্ত্যা তত্তেনৈব কৃতং ভবেৎ।
লুনাতি দাত্রং পুংশক্ত্যা লাবকঃ প্রোচ্যতে পুমান্ ॥ ৩৯ ॥
হন্যতে যস্তু যচ্ছক্ত্যা স তেনৈব হতোভবেৎ।
নিহন্তি খড়্গঃ পুংশক্ত্যা হন্তেব প্রোচ্যতে পুমান্ ॥ ৪০ ॥

মানতয়া ভাসমানমেব স্ফটিকে লোহিত্যমিব স্বতঃ অসত্ত্বয়ান্বিতম্। জড়ত্বঞ্চ কর্ত্তৃত্বঞ্চ ভোক্তৃত্বঞ্চ মন্যতে পূর্ব্বাপরমনুসন্ধত্তে ইতি মন্তৃত্বঞ্চ তেষাং চৈতন্যমন্তরেণাসম্ভবাৎ ॥ ৩৪ ॥

তর্হ্যহং প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপমেব কিং ন স্যামিতি চেৎ তর্হি তব সদা নির্ব্বিকল্পৈব স্থিতির্যুক্তা ন তু দুঃখদা কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বভাবাভাববিকল্পময়ীত্যাহ প্রত্যগিতি। ন চ সর্ব্ববিকল্পত্যাগে চিত্ততা তবাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

অচেতনত্বে তু অযত্নেনৈব কর্ত্তৃত্বাদিকং প্রমার্জ্জিতুং শক্যমিত্যাহ যথেতি ॥ ৩৬ ॥

শিলাঃ শিলাপুত্রিকাঃ ॥ ৩৭ ॥

যদি ব্রূষে কাষ্ঠপ্রতিমা চেতনব্যাপারমুপজীব্য নৃত্যন্তী দৃষ্টেতি তর্হি ত্বমপি তদৈশ্বরং চিদাভাসভাগমুপজীব। তথাচ প্রতিমা নৃত্যফলভোক্তা যথা চেতন এব ন প্রতিমা তথা ত্বৎকৃতজীবনাদিফলভোক্তা চিদাত্মৈবেতি ত্বং বৃথা জীবনাদ্যর্থং ধাবসীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

দাত্রং সস্কুলা ॥ ৩৯ ॥

পুমানেব হন্তা প্রোচ্যত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥

পীয়তে যস্ত যচ্ছক্ত্যা পীতং তেনৈব তদ্ভবেৎ।
পাত্রেণ পীয়তে পানং পাতা যস্তূচ্যতে নরঃ ॥ ৪১ ॥
প্রকৃত্যৈবাসি সুজড়ঃ সমস্তজ্ঞেন বোধ্যসে।
তেনাত্মৈবাত্মনাত্মানং চিনোতীদং হি নোভবৎ ॥ ৪২ ॥
অনারতং বোধয়তি ত্বামাত্মা পরমেশ্বরঃ।
বোধনীয়া বুধৈর্ম্মূঢ়াঃ কিলাবৃত্তিশতৈরপি ॥ ৪৩ ॥
আত্মসত্তৈব বোধৈকরূপিণী স্ফুরতীহ হি।
তয়ৈব চিত্তশব্দার্থা ব্যঙ্গীকৃত্য ত্বয়া স্থিতম্ ॥ ৪৪ ॥
এবং চিত্তত্বমজ্ঞানাদাত্মশক্তেরুপাগতম্।
জ্ঞানে ত্বয়া বিগলিতং তীব্রে হিমমিবাতপে ॥ ৪৫ ॥
তস্মাৎ মৃতং ত্বং মূঢ়ং ত্বং নাসি ত্বং পরমার্থতঃ।
তদেবাহমিতি ব্যর্থমতোমাস্ত্বসুখায় তে ॥ ৪৬ ॥
অসত্যা চিত্তকলনা ইন্দ্রজাললতা ইব।
বিজ্ঞানমাত্রমেবেহ ব্রাহ্মমঙ্গং বিজৃম্ভিতম্ ॥ ৪৭ ॥
নরামরজগদ্রূপৈর্ব্রাহ্মী শক্তিরুদেত্যলম্।
সামুদ্রকণকল্লোলজালৈর্ব্বেলেব বল্গতি ॥ ৪৮ ॥

যস্ত নরঃ স এব পাতা উচ্যতে ন পাত্রম্ ॥ ৪১ ॥

চিনোতি ভোক্তৃভোগ্যকরণোপকরণাদিভাবেন স্বপ্ন ইব সঞ্চিনোতি। ভবচ্ছব্দস্ত সর্ব্বনাম্নো নপুংসকে ভবদিতি রূপম্ ॥ ৪২ ॥

বোধয়তি চিদাভাসব্যাপ্ত্যা স্ফোরয়তি যুক্তৈশ্চৈতদিত্যাহ বোধনীয়া ইতি॥৪৩

অতএব বোধসত্তাধীনস্তবনামরূপাভ্যামাত্মলাভ ইত্যাহ আত্মেতি ॥ ৪৪ ॥

তথাচাত্মৈব স্বাজ্ঞানাত্বমিব সম্পন্নঃ স্বজ্ঞানাৎ স্বভাবান্ মুচ্যত ইত্যাহ এবমিতি। বিগলিতং ভাবে ক্তঃ ॥ ৪৫ ॥

তদাত্মৈবাহমিতি তাদাত্ম্যাধ্যাসোমাস্তু। অসুখায় জন্মাদিদুঃখায় ॥ ৪৬ ॥

ব্রাহ্মং অঙ্গং স্বরূপম্ ॥ ৪৭ ॥

শক্তিশ্চিচ্ছক্তিসম্বলিতা মায়া অতএব বেলেব ॥ ৪৮ ॥

চিন্ময়শ্চেদ্ভবে মূঢ় তত্তস্মাৎ পরমাৎ পদাৎ।
নিত্যমব্যতিরিক্তং ত্বং কিমন্যৎ পরিশোচসি ॥ ৪৯ ॥
সর্ব্বগং সর্ব্বভাবস্থং সর্ব্বরূপং হি তৎপদম্।
তৎপ্রাপ্তৌ সর্ব্বমেবাঙ্গ প্রাপ্তং ভবতি সর্ব্বদা ॥ ৫০ ॥
ন ত্বমস্তি ন দেহোঽস্তি ব্রহ্মাস্তীহ মহৎ স্ফুরৎ।
অহং ত্বমিতি নিস্পন্দে স্ফুরত্যার্ত্তির্হি কস্য কা ॥ ৫১ ॥
আত্মা চেৎ ত্বং তদাত্মৈব সর্ব্বগোঽস্তীহ নেতরঃ।
আত্মনোঽন্যজ্জড়ত্বং চেৎ তত্ত্বং নাস্ত্যস্তি তদ্বপুঃ ॥ ৫২ ॥
আত্মৈব সর্ব্বং ত্রিজগত্তদন্যত্তু ন কিঞ্চন।
তত্ত্বং কিঞ্চিত্ত্বমাত্মান্যং যদি তত্ত্বং ন কিঞ্চন ॥ ৫৩ ॥
অহং ত্বিদমহন্তন্ম ইতি ব্যর্থং কিমীহসে।
অসদ্বপুঃ কিং স্ফুরতি শশশৃঙ্গেণ কোঽহতঃ ॥ ৫৪ ॥
তৃতীয়া কলনা নাস্তি চিজ্জড়াংশেতরা শঠ।

হে মূঢ় ত্বং আত্মত্ববোধাৎ চিন্ময়শ্চেৎ ভবেস্তর্হি চিত্তোভেদকারণা-ভাবাৎ পরমাৎ পদান্নিত্যমব্যতিরিক্ত এব ॥ ৪৯ ॥

তদা অপ্রাপ্তবিষয়াভাবাদনুশোকোনির্ব্বিষয়ো ন সম্ভাব্য ইত্যাশয়েনাহ সর্ব্বগমিতি। সর্ব্বেষতীতানাগতভাবেষপি স্থিতং কালকৃতপরিচ্ছেদশূন্যমিতি যাবৎ ॥ ৫০ ॥

তদা ত্বং পৃথঙ্নাস্তি। ছান্দসঃ পুরুষব্যত্যয়ঃ। অহং ত্বমিত্যাভাসো-নিস্পন্দে আত্মনি স্ফুরতি অতঃ কস্য কা বা আর্ত্তিঃ ॥ ৫১ ॥

উক্তকমদ্বয়ং পুনঃ স্পষ্টমাহ আত্মেতি ॥ ৫২ ॥

ত্বৎ তস্মাৎ যদি ত্বং কিঞ্চিদাত্মান্তৎ যদি ভবসি তদা কিঞ্চন তত্ত্বং পরমার্থরূপং নেত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

অহং তু ইদং বালশরীরম্। অহং তৎ বৃদ্ধশরীরম্। তৎ বালশরীর-সম্বন্ধিক্রীড়োপকরণাদিবৃদ্ধশরীরসম্বন্ধিপুত্রপৌত্রাদি চ মে মম ইতি ব্যর্থং কিমীহসে। ন হ্যাত্মভূতস্য শরীরতা বাস্তবীত্যসদ্বপুঃ কিং স্ফুরতীত্যর্থঃ ॥৫৪॥

তর্হি চিদচিদ্ব্যতিরিক্তং তৃতীয়ং স্বরূপমহং কিং ন স্যাং তত্রাহ তৃতী-

ছায়াতপনয়োর্ম্মধ্যে তৃতীয়ে বান্নুরঞ্জনা ॥ ৫৫ ॥
সত্যাবলোকনাজ্জাতে চিত্তজাড্যদৃশোঃ ক্ষয়ে।
সম্পদ্যতে যত্তু তজ্জং স্বসম্বেদনমাত্রকম্ ॥ ৫৬ ॥
তেন মূঢ় ন কর্ত্তৃত্বং ন ভোক্তৃত্বং তবাপি হি।
তদেবাসি পরং ব্রহ্ম ত্যজ মৌর্খ্যং ভবাত্মবান্ ॥ ৫৭ ॥
কেবলং জ্ঞত্ববিষয়মুপদেশার্থসিদ্ধয়ে।
ত্বয়া করণভূতেন করোত্যাত্মেতি কথ্যতে ॥ ৫৮ ॥
অসৎস্বরূপং করণং জড়ং নিরবলম্বনম্।
নিঃস্পন্দনং ন স্পন্দেত কর্ত্তৃসম্বোধনং বিনা ॥ ৫৯ ॥
অকর্ত্তুঃ করণস্যাস্য শক্তিঃ কাচিন্ন বিদ্যতে।

য়েতি। যথা জগতি চ্ছায়াতপান্তরানুরঞ্জনা সর্ব্ববস্তুষন্ত্যেব তৃতীয়া বিধা নাস্তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

তর্হ্যহং তত্ত্বতঃ কিং স্বরূপমিতি চেৎ চরমসাক্ষাৎকারবৃত্ত্যা অবিদ্যয়া সহ ত্বদীয়জাড্যস্য ত্বদন্তর্গতচিদাভাসস্য চ ক্ষয়ে চরমসাক্ষাৎকারবৃত্ত্যাবিভূ‘তং যৎ স্বপ্রকাশপূর্ণাত্মরূপং তদেব ত্বমিত্যাহ সত্যেতি। তজ্জং তস্মাৎ সত্যাবলোকনাদাবিভূ‘তম্ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

যদ্যহমাত্মৈব তর্হি মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদিশ্রুতিষু মম আত্মোপকরণত্বং কথমুক্তং তত্রাহ কেবলমিতি। ...দশায়ামেবাত্মশাস্ত্রাচার্য্যকৃতানাং তত্ত্বমসীত্যাদ্যুপদেশানাং প্রয়োজনসিদ্ধয়ে ...ত্বেন কল্পিতেন ত্বয়া কেবলং শুদ্ধং স্বতত্ত্বং জ্ঞত্বং চরমসাক্ষাৎকার-...বিষয়ং করোতি। যথা স্বমুখতত্ত্বং দিদৃক্ষুর্দ্দর্পণোপাধ্যধিরূঢ়েন স্বমুখেনৈব করণেন মুখং পশ্যতি তদ্বদিতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥

যদি ত্বং করণস্বভাবমেব স্বং মন্যসে তর্হি তব চলনেপি স্বতঃ সামর্থ্যং নাস্তীতি কর্ত্তৃত্বাভিমানস্তব বৃথৈবেত্যেতদুপপাদয়তি অসৎস্বরূপমিত্যাদিনা। নিঃস্পন্দনং স্বতঃস্পন্দনশক্তিরহিতম্। কর্ত্তৃসম্বোধনং চৈতন্যকৃতং কর্ত্তব্যার্থ-প্রকাশম্ ॥ ৫৯ ॥

অকর্ত্তুঃ কর্ত্রনধিষ্ঠিতস্য ॥ ৬০ ॥

দাত্রস্য লাবকাভাবে কর্তুং কিমিব শক্ততা ॥ ৬০ ॥
খড়্গপ্রহারবিচ্ছেদ ক্রিয়ায়াং পুংসি শক্ততা।
ন খড়্গে সুজড়ে চিত্ত সর্ব্বাঙ্গেষ্বপি শক্ততা ॥ ৬১ ॥
তস্মান্মাসি সখে কর্তৃ মা ব্যর্থং দুঃখভাগ্ ভব।
পরার্থং ক্লেশিতা মূর্খ প্রাকৃতেষু ন শোভতে ॥ ৬২ ॥
ঈশ্বরোনেদৃশঃ শোচ্যো যত্ত্বয়া সদৃশো ভবেৎ।
ন চ তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ॥ ৬৩ ॥
গর্ব্বাত্তূপকরোম্যেনমিতি কেবলমল্পধীঃ।
ক্লিশ্যতে বসতাং ত্বর্থো ন কিঞ্চিদুপযুজ্যতে ॥ ৬৪ ॥
কর্তুর্ভোগেশ্বরস্যৈব মর্থে চেদনুবর্ত্তসে।
তদস্য কাচিন্নেচ্ছেহ তৃপ্তত্বাৎ সর্ব্বদৈব হি ॥ ৬৫ ॥
অকৃত্রিমাবভাসেন সর্ব্বগেন চিদাত্মনা।
একেনৈবেদমাপূর্ণং কল্পনৈবাস্তি নেতরা ॥ ৬৬ ॥

সর্ব্বাঙ্গেষু আমূলাগ্রং সর্ব্বাবয়বেষু সর্ব্বেষঙ্গেষু উপকরণেষু সৎস্বপীতি বা ॥ ৬১ ॥

প্রাকৃতেষু পামরতুল্যেষু প্রকৃতিকার্য্যেষু। আত্মনস্তু শোভত এব ॥৬২॥

নন্বীশ্বর এব মোহাজ্জীবতাং প্রাপ্তঃ অশনায়াদিনা পীড্যমানঃ কথং ময়োপেক্ষণীয় ইতি তদর্থং সর্ব্বপ্রযত্নৈর্ঘটমানমহং তন্ন শোচামীতি চেৎ তত্রাহ ঈশ্বর ইতি। যত্ত্বয়া সদৃশঃ স এব ত্বয়া শোচ্যঃ ঈশ্বরস্তু নেদৃশ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

গর্ব্বাৎ কার্য্যকারণসঙ্ঘাতাভিমানাদেনমাত্মানমুপকরোমীতি ভ্রান্ত্যা ত্বয়া অল্পা পরিচ্ছিন্না ধীর্ব্বুদ্ধিঃ ক্লিশ্যতে পীড্যতে। সঙ্ঘাতে বসতাং পঞ্চপ্রাণ-মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়াণাং সর্ব্বেষামচেতনত্বাৎ ভোগৈর্নার্থ ইতি ন কিঞ্চিৎ কস্যচিদুপযুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

অতঃ পরিশেষাদীশ্বরস্যার্থে তৎপ্রবৃত্তির্ব্বাচ্যা তত্র তূক্তমেবোত্তরমিত্যাহ কর্তুরিতি ॥ ৬৫ ॥

কুতস্তস্য নেচ্ছেতি চেৎ পূর্ণত্বাদদ্বয়ত্বাচ্চেত্যাহ অকৃত্রিমেতি ॥ ৬৬ ॥

একানেকাবভাসেন সমস্তেন তদাত্মনা।
আত্মন্যেবান্তরাত্মান্তঃ ক্রিয়তে কিং কিমিষ্যতে ॥ ৬৭ ॥
ত্বাদৃশস্য তু দৃষ্ট্যৈব ক্ষুব্ধতা জায়তে মুধা।
আলোক্য রাজমহিষীং যূনোমদময়ীং তথা ॥ ৬৮ ॥
আত্মনা সহ সম্বন্ধং চেতঃ কর্ত্রসি সুন্দর।
কিন্তু নাস্যাসি সম্বন্ধি কুসুমস্য যথাফলম্ ॥ ৬৯ ॥
দ্বিতীয়েন সমং যৈষা তত্তাবস্তবনৈকতা।
সা সম্বন্ধগতিঃ প্রোক্তা প্রাগ্ দ্বিত্বাদধুনৈকতা ॥ ৭০ ॥
নানাপ্রকাররচনা নানারূপক্রিয়োন্মুখী।
সুখদুঃখদশাহেতুর্ভবাম্নৈকবিধা স্মৃতা ॥ ৭১ ॥

সর্ব্বস্য জগতঃ স্বাত্মনি তেনৈব কল্পিতত্বেনাপ্রাপ্তত্বাভাবাদপি তত্র তস্য নেচ্ছেত্যাহ একেতি। আত্মনা আত্মন্যেবাবিদ্যকেন একানেকাবভাসেন তৎ জগদ্রূপং ক্রিয়তে তত্র কিং কিমলভ্যং যদিষ্যতে॥ ৬৭ ॥

যদি সর্ব্বমীশ্বরস্বং তর্হি তত্র কথং মমেচ্ছা তত্রাহ ত্বাদৃশস্যেতি। মূর্খস্যেত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

তর্হি তেনেশ্বরেণৈব সম্বধ্য তদনুগ্রহাৎ ভোগান্ লপ্স্যামি তত্রাহ আত্মনেতি। আত্মসম্বন্ধেচ্ছায়া রমণীয়ত্বাৎ সুন্দরেতি। অস্যাত্মনঃ সম্বন্ধি সম্বন্ধযোগ্যং নাসি। যথা কুসুমাদুৎপন্নমপি ফলং কুসুমবহির্ম্মুখত্বাৎ তৎসৌগন্ধ্যাদ্যুপভোগসম্বন্ধযোগ্যং ন ভবতি তদভিবৃদ্ধৌ কুসুমস্যৈব তিরোভাবাৎ তদ্বত্ত্বমপীত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

সম্বন্ধযোগ্যতামুপপাদয়িতুং মুখ্যসম্বন্ধলক্ষণমাহ দ্বিতীয়েনেতি। একস্য দ্বিতীয়েন সমং একতরক্রিয়য়া উভয়ক্রিয়য়া চ মিলনাৎ তস্য পূর্ব্বস্য তাবস্তবনমপরান্তর্ভাবস্তেন একতা বা সা সম্বন্ধগতিঃ সম্বন্ধস্য ফলতোলক্ষণমিত্যর্থঃ। তদেব সংক্ষিপ্যাযাহ প্রাগিতি ॥ ৭০ ॥

তাদৃশ্যে চ মুখ্যে সম্বন্ধে ভবান্ অহেতুঃ। যতস্তব স্বতোনৈকবিধা কার্য্যতশ্চ নানাপ্রকাররচনা নানারূপবিহিতনিষিদ্ধক্রিয়োন্মুখী সুখদুঃখদশা অা সমস্তাৎ স্মৃতা প্রসিদ্ধেত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

সম্বন্ধঃ সময়োর্দ্দৃষ্টস্তথার্দ্ধসময়োরপি।
ন বিলক্ষণয়োশ্চান্যস্তস্মিন্ সতি জগত্রয়ে॥ ৭২॥
দ্রব্যান্তরগুণা দ্রব্যাণ্যাশ্রয়ন্তি বহূন্যলম্।
সম্বিদশ্চ্যবনং দুঃখং সম্বিদো মাচ্যুতোভব॥ ৭৩॥
এতাবতৈকধ্যানেন নিত্যধ্যানোথবাত্মদৃক্।
অভাবে দুঃখদস্যান্তর্দৃশা দৃশ্যস্য বস্তুনঃ॥ ৭৪॥
সঙ্কল্পোন্মুখতাং বিদ্ধি দুঃখদাং সম্বিদশ্চ্যুতিম্।
জড়েষূপলভূতেষু মনোদেহেন্দ্রিয়াদিষু॥ ৭৫॥

সময়োঃ ক্ষীরয়োঃ। অর্দ্ধসময়োঃ ক্ষীরনীরয়োঃ। বিলক্ষণয়োর্ব্বারিবহ্ন্যোরিবাত্যন্তবিরুদ্ধয়োঃ। যতস্তস্মিন্ বিরুদ্ধসন্নিপাতে সতি অন্যস্য একতরস্য নাশ এব দৃষ্টো ন সম্বন্ধাবস্থানমিত্যর্থঃ॥ ৭২॥

নমু শব্দস্পর্শরূপাদিবিরুদ্ধগুণবতামপি সূক্ষ্মভূতানাং পঞ্চীকরণেন সম্বন্ধবৎ মম আত্মসম্বন্ধঃ কিং ন স্যাৎ তত্রাহ দ্রব্যান্তরেতি। তত্র ন পরস্পরবিরুদ্ধতা যতোদ্রব্যান্তরগুণা অপি পরস্পরমেলনে পঞ্চীকৃতদ্রব্যাণ্যাশ্রয়ন্তি। তথাচাহুঃ "শব্দৈকগুণমাকাশং শব্দস্পর্শগুণোমরুৎ। শব্দস্পর্শরূপগুণৈস্ত্রিগুণস্তেজ উচ্যতে। শব্দস্পর্শরূপরস গুণৈরাপশ্চতুর্গুণাঃ। শব্দস্পর্শরূপরস গন্ধৈঃ পঞ্চগুণা মহী" তি। ইহ তু সম্বিজ্জাড্যয়োর্ব্বিরোধাজ্জড়াৎ ত্বত্তঃ সম্বিদশ্চ্যবনং চেৎ সাধকাভাবাজ্জড়াংশোন সিদ্ধ্যত্যোবেতি ত্বদসিদ্ধিপ্রসঙ্গদুঃখম্ সম্বিদঃ সকাশাৎ তব চ্যবনং চেৎ ত্বয়া স্বনাশার্থমেবাত্মসম্বন্ধোঽপেক্ষিতঃ স্যাৎ অত আত্মসম্বন্ধমপেক্ষমাণ উভয়থাপি ত্বং সম্বিদঃ সকাশাৎ মা চ্যুতোভবেত্যর্থঃ॥ ৭৩॥

অথবা অন্তর্দৃশা সম্বিদা দুঃখদস্য দৃশ্যস্য স্বদাদের্ব্বস্তুনঃ অভাবে নাশে সতি নির্দ্দুঃখনিরতিশয়ানন্দাত্মমাত্রপরিশেষঃ। এতাবতা চেৎ সন্তুষ্যসি তদা একাগ্রেণ ধ্যানেন নিত্যধ্যানশ্চিরমবিচ্ছিন্নসমাধিঃ সন্ আত্মদৃগাত্মদর্শী ভবেত্যর্থঃ॥ ৭৪॥

সমাধাবেব তব সুখং ন তু সঙ্কল্পোন্মুখত্বে যতঃ সঙ্কল্পৈর্নির্ঝরোদকং শিলাসু চ্যুতমিব দেহাদিষু চ্যুতা সম্বিদিন্দ্রিয়দ্বারৈর্ব্বহুধা বিভজ্যমানা বিশী-

কীদৃশী কর্ত্তৃতা চিত্ত পুষ্পং ব্যোম্নি কথং ভবেৎ ।
নিরস্তকলনাপঙ্কে মননধ্বংসরূপিণি ॥ ৭৬ ॥
ন চৈবাত্মনি কর্ত্তৃত্বং সম্ভবত্যম্বরাঙ্গবৎ ।
অয়ং কেবলমাত্মৈব নানানানাতয়াত্মনি ॥ ৭৭ ॥
স্ফুরত্যব্ধিরিবাম্ভোভিঃ ফেনবুদ্বুদবীচিভিঃ ।
আভাসমাত্রে সর্ব্বস্মিন্ স্ফুরত্যস্মিংশ্চিদাত্মনি ॥ ৭৮ ॥
দ্বিতীয়া নাস্তি কলনা তপ্তাঙ্গার ইবাম্বুধৌ ।
কলনারহিতে দেবে দেহে মনসি বা জড়ে ॥ ৭৯ ॥
সম্বিৎসম্বেদ্যনির্ম্মুক্তা সারং সুন্দর নেতরৎ ।
ইদমন্যদিদং নান্যচ্ছুভং বাশুভমেব চ ॥ ৮০ ॥
ইত্যসংকল্পনা নাস্তি যথা নভসি কাননম্ ।
সম্বেদ্যরহিতং সম্বিন্মাত্রমেবেদমাততম্ ॥ ৮১ ॥
তত্রায়মহমন্যোয়মিত্যসংকলনা কথম্ ।
অনাদিমতি নীরূপে সর্ব্বগে বিততাত্মনি ।
আরোপয়েৎ কঃ কলনা মৃগ্বেদং ব্যোম্নি কোলিখেৎ॥৮২॥

র্য্যন্ত ইবেতি তদেব দুঃখমিত্যাহ সঙ্কল্পেতি ॥ ৭৫ ॥

নম্নু নাহং সঙ্কল্পয়ামি কিন্ত্বাত্মৈব কর্ত্তৃতাস্বভাবাৎ সঙ্কল্পয়তীতি চেৎ নৈতদিত্যাহ কীদৃশীত্যাদিনা ॥ ৭৬ ॥

ত্বৎকল্পিতয়া নানানানাতয়া আত্মা কেবলং স্ফুরত্যেব ন কল্পয়তীত্যর্থঃ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥

যথা অম্বুধৌ তপ্তাঙ্গারোনাস্তি তদ্বৎ। এবমাত্মদেবে কলনারহিতে সতি দেহে মনসি চ জড়ে সতি বিবেকদৃশা ইদমন্যদিদমশুভমিদং নান্যদিদং শুভমিত্যাদ্যসংকল্পনাকল্পকাভাবাদেব নাস্তীতি সম্বেদ্যরহিতা সম্বিদেব সা নেতরদিতি সিদ্ধমিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ সম্বেদ্যেতি ॥ ৮১ ॥

ঋগ্বেদগ্রহণং লেখ্যমাত্রোপলক্ষণম্ ॥ ৮২ ॥

নিত্যোদিতে সকলবস্তুপদার্থসারে
সম্বিৎস্থিতে ভরিতনির্ভরভূরিদিক্কম্।
আত্মন্যসত্যমিব সাধু গতেঽমলত্বাৎ
ক্ষীণৌ সুখাসুখলবৌ মম বৈ স মোহঃ ॥ ৮৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে ইন্দ্রিয়ানুশাসনযোগোপদেশো নাম
দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮২ ॥

হে চিত্ত ত্বয়া অমলত্বাৎ স্বনৈর্ম্মল্যাৎ সকলেষু বস্তুত্বেন প্রসিদ্ধেষু পদেষ্বর্থেষু চ সারভূতে সম্বিন্মাত্রস্বভাবস্থিতে আত্মনি ভরিতনির্ভরভূরিদিক্কং যথা স্যাৎ তথা সাধু অসন্দিগ্ধাপরোক্ষতয়া গতে অবগতে সতি মম সুখাসুখলবৌ অসত্যমিব মৃগতৃষ্ণোদকরজ্জুসর্পশুক্তিরজতাদিকমিব ক্ষীণৌ যতঃ বৈ ইতি নিশ্চয়েন স প্রাক্তনসুখদুঃখপ্রত্যয়োমোহোভ্রান্তিরেব ন যথার্থ ইত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ভূয়োমুনিবরো ধীরো ধিয়া ধবলমেধয়া ।
স্বমিন্দ্রিয়গণং গুপ্তো বোধয়ামাস সাধ্বিদম্ ॥ ১ ॥
তস্যেন্দ্রিয়গণস্যার্থে শৃণু বক্ষ্যামি তে স্ফুটম্ ।
শ্রুত্বা তদ্ভাবনামেত্য পরাং নির্দ্দুঃখতাং ব্রজ ॥ ২ ॥
ভবতামাত্মসত্তৈষা দুঃখায়ৈবান্তদায়িনী ।
অসত্যামাত্মনঃসত্তাং তদ্ভবন্তস্ত্যজন্ত্বিতি ॥ ৩ ॥
মদীয়েনোপদেশেন সত্তৈষা ভবতাং ক্ষয়ম্ ।
গতৈবেতি স্ফুটং মন্যে যূয়ং হ্যজ্ঞানসম্ভবাঃ ॥ ৪ ॥
স্বসত্তাস্ফুটতাং যাতি দুঃখায় তব চিত্তক ।
তপ্তকাঞ্চনরুল্লাসোদাহায়ৈব স্বপার্শ্বয়োঃ ॥ ৫ ॥

সমস্তদোষানর্থাপ্তিশ্চিত্তেন্দ্রিয়গণে সতি ।
সমস্তগুণসৌখ্যাপ্তিস্তদসত্ত্বেত্র কীর্ত্ত্যতে ॥ ১ ॥

ধবলা শুদ্ধা মেধা ধারণা যস্যাস্তথাবিধয়া ধিয়া । গুপ্তোরহঃস্থঃ ॥ ১ ॥

ইন্দ্রিয়গণস্যার্থে তৎ তেন কৃতং রহসি প্রবোধনং তে স্ফুটং বক্ষ্যামি ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্রিয়াদিগণাঃ ভবতামেষা অবিচারদৃশা প্রসিদ্ধা আত্মসত্তা স্বীয়া বিদ্যমানতা জীবনকালে বহুতরানর্থদুঃখায়ৈব তদূর্দ্ধং চান্তদায়িনী পুনঃপুনর্মৃত্যুনরকাদিদায়িনী তৎ তস্মাদিতি প্রাগ্দর্শিতবিচারেণ তামাত্মনঃ অসত্যাং সত্তাং ত্যজন্তু ॥ ৩ ॥

মদীয়েন প্রাক্কৃতেনাত্মতত্ত্বোপদেশেন হি যতো যূয়মজ্ঞানসম্ভবাঃ । উপদেশেনাজ্ঞানেন নষ্টেন সত্তাং নশ্যাপেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ইদানীং চিত্তং প্রত্যপি তথৈবাহ স্বসত্ত্বেপি । তপ্তকাঞ্চনমিব জ্বলন্ রৌতি ধ্বনতীতি তপ্তকাঞ্চনরুৎ অগ্নিস্তস্মিন্ লাসঃ ক্রীড়া বালানাং পক্ষিণাং

পশ্য ত্বয়ি সতি ভ্রান্ত জলকল্লোলসঙ্কুলাঃ।
বিশন্তি কালজলধিং সংসারসরিতাং গণাঃ ॥ ৬ ॥
পতন্ত্যহমহমিকা বিহিতান্যোন্যচিন্তিতাঃ।
কুতোপি দুঃখাবলয়ো ধারা আসারগা ইব ॥ ৭ ॥
পরিস্ফুরত্যপর্য্যন্তা হৃদয়োন্মূলনোদ্যতা।
আক্রন্দকারিণী ক্রূরা ভাবাভাববিষূচিকা ॥ ৮ ॥
কাসশ্বাসরণদ্ভৃঙ্গা কলেবরজরদ্দ্রুমে।
বিকসত্যমলোদ্যোতা জরামরণমঞ্জরী ॥ ৯ ॥
কল্লোলব্যালবলিতে শরীরশ্বভ্রকোটরে।
ঘননীহারখে স্বান্তশ্চিন্তা চপলমর্কটী ॥ ১০ ॥
লোভনাঢ্যারটৎপক্ষী তীক্ষ্ণয়া দ্বন্দ্বতুণ্ডয়া।
কায়জীর্ণদ্রুমাদস্মাদ্গুণখণ্ডং নিকৃন্ততি ॥ ১১ ॥
হৃদয়াবকরং কীর্ণমিতশ্চেতশ্চ কর্কশঃ।

বা পার্শ্বয়োর্দ্দাহায়ৈব ॥ ৫ ॥

চিত্তেন্দ্রিয়গণসত্তাপ্রযুক্তামনর্থপরম্পরাং দর্শয়তি পশ্যেত্যাদিনা। জড়য়োরভেদাজ্জড়ানাং মূর্খানাং রাগদ্বেষাদিকল্লোলৈঃ সঙ্কুলাঃ ॥ ৬ ॥

অহমহমিকাঃ পরস্পরাহঙ্কারাস্তাভির্ব্বিহিতান্যন্যোন্যবধপরাজয়পীড়নাদিচিন্তনানি যাসু তাঃ ॥ ৭ ॥

ভাবাভাবৌ সম্পদ্বিপদৌ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

কল্লোলৈর্ম্মনোরথতরঙ্গৈর্ব্যালৈর্ব্বলিতে শরীরশ্বভ্রকোটরে হৃদয়ে। ঘননীহারাণি নিবিড়জাড্যানি খানীন্দ্রিয়চ্ছিদ্রদ্বারাণি যস্য। চিন্তালক্ষণা চপলা জালরচনব্যগ্রা মর্কটী উর্ণনাভিকীটিকা ভ্রমতীতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

লোভলক্ষণৈর্নাট্যৈঃ স্ববিলাসৈরারটন্ কূজন্ পক্ষী তীক্ষ্ণয়া সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বলক্ষণয়া তুণ্ডয়া গুণখণ্ডং শান্তিদান্তিধর্ম্মাদিফলপুষ্পলক্ষণং গুণসমূহং নিকৃন্ততি ॥ ১১ ॥

কামলক্ষণঃ কুক্কুটো রাগাদিবাসনা কীর্ণং হৃদয়ং মনস্তল্লক্ষণং অবকরং

অপবিত্রো দুরাচারঃ কুরুতে কামকুক্কুটঃ ॥ ১২ ॥
মহত্যাং মোহযামিন্যামুল্বণো জ্ঞানকৌশিকঃ।
শ্মশান ইব বেতালঃ পরিবল্গতি হৃদ্দ্রুমে ॥ ১৩ ॥
এতাশ্চান্যাশ্চ বহ্ব্যোপি ত্বয়ীন্দ্রিয়গণে সতি।
পিশাচ্য ইব শর্ব্বর্য্যাং প্রবল্গন্ত্যশুভশ্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥
ত্বয়ি ত্বসতি হে সাধো সর্ব্বা এব শুভশ্রিয়ঃ।
প্রভাত ইব পদ্মিন্যঃ সালোকং বিলসন্ত্যলম্ ॥ ১৫ ॥
প্রশান্তমোহমিহিকং রাজতে হৃদয়াম্বরম্।
নির্ম্মলালোকবলিতং নীরজস্কতরান্তরম্ ॥ ১৬ ॥
অশঙ্কিতনভঃকোশ পতিতা কুলপূরবৎ।
নাপতন্তি বিকল্পৌঘা শ্চিরং বৈকল্যকারিণঃ ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বস্যাহ্লাদনী শান্তা মৈত্রী পরমপাবনী।
অভ্যুদেতি হৃদোহৃদ্যা স্নুতরোরিব মঞ্জরী ॥ ১৮ ॥
অন্তশ্ছিদ্রবর্ত্তী জাড্যযুক্তা যুক্তগুণা স্বয়ম্।

উৎকরং কুরুতে পুনঃপুনঃ পদাভ্যাং বিকিরতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অজ্ঞানং ভ্রান্তিজ্ঞানং তল্লক্ষণঃ কৌশিকঃ উলূকঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

ইদানীং চিত্তেন্দ্রিয়গণ সত্ত্বে সর্ব্বগুণসম্পত্তিং দর্শয়তি ত্বয়ীত্যাদিনা। অসত্ত্বে সাধুরেবেতি তথা সম্বোধনম্। শুভশ্রিয়ো বক্ষ্যমাণগুণশ্রিয়ঃ। সালোকঃ বিবেকালোকসহিতং যথাস্যাৎ তথা। প্রভাতপক্ষেপি যথাযোগং যোজ্যম্। এবমগ্রেঽপি ॥ ১৫ ॥

হৃদয়াম্বরং হার্দ্দং ব্রহ্ম নীরজস্কতরমত্যন্তাপগতরজোগুণমান্তরং মনো যস্মিন্ ॥ ১৬ ॥

অশঙ্কিতং নিঃশঙ্কমেব নভঃকোশে পতিতা নির্গতা বায়ুাদিনা আকুলাশ্চ যে আসারপূরাস্তদ্বৎ বৈকল্যকারিণো বিক্ষেপহেতবো বিকল্পৌঘা নাপতন্তি ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

অন্তশ্ছিদ্রমপূর্ণতা। জাড্যযুক্তেষু মূর্খেষ্বেব আযুক্তা উপযোজিতা বিদ্যা-

চিন্তা শোষমুপাযাতি হিমদগ্ধেব পদ্মিনী ॥ ১৯ ॥
আলোকঃ স্ফুটতামন্তরায়াত্যজ্ঞানসংক্ষয়ে।
প্রশাম্যত্যম্বুদে ব্যোম্নি শরদীবার্কমণ্ডলম্ ॥ ২০ ॥
প্রসন্নং স্ফারগাম্ভীর্য্যমক্ষুব্ধমপরাহতম্।
হৃদয়ং সমতামেতি শান্তবাত ইবার্ণবঃ ॥ ২১ ॥
অমৃতাপুরপূর্ণেন নিত্যানন্দময়েন চ।
স্থীয়তে পুরুষেণান্তঃশীতেন শশিনা যথা ॥ ২২ ॥
সম্বিদঃ স্ফুটতামন্তরায়ান্ত্যজ্ঞানসংক্ষয়ে।
সম্বিদংশৈকবিশ্রান্তং সমগ্রং সচরাচরম্ ॥ ২৩ ।
ভাব্যতে ভরিতাকারং বপুরানন্দমন্থরম্।
ন ভবত্যসুসঙ্গানামাশাপাশবিধায়িনাম্ ॥ ২৪ ॥
দগ্ধানামিব পর্ণানাং রসানাং পুনরাগতিঃ।
পুংসাং ক্ষপিতসংসার জরাজন্মমহাধ্বনাম্ ॥ ২৫ ॥

কোমলাদিগুণা যয়া। পদ্মিনীপক্ষে স্পষ্টম্ ॥ ১৯ ॥

অন্তঃ আলোকঃ স্বীয়জ্ঞানপ্রকাশঃ। স্ফুটতাং প্রকটতাম্ ॥ ২০ ॥

অপরাহতং বৈষম্যহেতুভিরপরিভূতং হৃদয়ং মনঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

সম্বিদ আত্মাকারবৃত্তয়ঃ স্ফুটতাং পূর্ণত্বাপাদকং বিকাশং যান্তি প্রাপ্নু-বন্তি। তেন চ সচরাচরং সমগ্রং জগৎ বাধিতং সৎ সম্বিদংশৈকবিশ্রান্তং ভবতীতি শেষঃ ॥ ২৩ ॥

বপুঃ আত্মস্বরূপং ভরিতাকারং পূর্ণং ভাব্যতেঽনুভূয়তে ন তু আশা-পাশবিধায়িনাং অসুসঙ্গানাং প্রাণসম্বদ্ধানাং দেহাদীনাং পক্ষে ভবতীত্যর্থঃ। অথবা বপুঃ শরীরমানন্দাবির্ভাবমন্থরং সদমৃতপ্রাশনেনেব ভরিতাকারং ভাব্যতে ন ত্বন্নপানাদ্যাশাপাশবিধায়িনা মসুসঙ্গানাং প্রাণাদ্যাসঙ্গপাপ্মনাং পক্ষে ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

যথা তরোর্দ্দাবদগ্ধানাং পর্ণানাং পুনর্ব্বর্ষাসু পল্লবোদয়েন আগমো-ভবতি তদ্বৎ জ্ঞানাগ্নিক্ষপিতসংসারজরাজন্মোপলক্ষিতমহাধ্বনামপি পুংসাং রসানামারোগ্যতুষ্টিপুষ্টিকান্ত্যাদিগুণানাং পুনরাগমোভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

অপুনর্ভ্রমণায়াত্মক্রমে বিশ্রম্যতে চিরম্।
এবংপ্রায়াস্তথান্যাশ্চ ভবন্তি গুণসম্পদঃ ॥ ২৬ ॥
অসতি ত্বয়ি সর্ব্বাশিন্ সর্ব্বাশাক্ষয়সংক্ষয়ে।
পক্ষয়োরেতয়োশ্চিত্ত সত্তাসত্তাস্বরূপয়োঃ ॥ ২৭ ॥
যেনৈব পশ্যসি শ্রেয়স্তমেবাঙ্গীকুরু ক্ষণম্।
স্বাত্মভাবস্তব সুখং মন্যে মানবতাং বর ॥ ২৮ ॥
তমেব ভাবয়াভাবং সুখত্যাগোহি মূঢ়তা।
যদি ত্বস্তি ভবেৎ সত্যমন্তর্ভাবিতচেতনম্ ॥ ২৯ ॥
জীবতস্তত্তবাত্যন্ত মভাবং ক ইবেচ্ছতি।
কিন্তু নাস্ত্যসি সত্যেন বদামি তব সুন্দর ॥ ৩০ ॥
তেন মিথ্যৈব জীবামীত্যাশয়া মা সুখীভব।
পূর্ব্বমেবাসি নাস্ত্যেব যাবদ্ভ্রান্ত্যা ত্বদস্তিতা ॥ ৩১ ॥

নিরতিশয়ানন্দাত্মনি পুনরাবৃত্তিরহিতা বিশ্রান্তিরেব সর্ব্বগুণসীমা তদা মুষঙ্গিকা অন্যে গুণাস্ত্বনন্তা ন বর্ণয়িতুং শক্যা ইত্যাশয়েনোপসংহরতি অপুনরিতি ॥ ২৬ ॥

এতয়োরত্যন্তাত্মভাবেন স্থিতিরাত্যন্তিকনৈরাত্ম্যস্বীকারোবেত্যেতয়োঃ পক্ষয়োর্মধ্যে ॥ ২৭ ॥

তত্র প্রথমপক্ষো বরীয়ানিত্যাহ স্বাত্মেতি ॥ ২৮ ॥

অভাবং ভাবান্তরশূন্যম্। নমু কিমর্থমন্তর্ভাবিতচেতনপূর্ব্বসিদ্ধমনোরূপেনৈব জীবনং মম নেচ্ছসি কিমর্থং বা মমাত্যন্তমভাবমিবেচ্ছসি তত্রাহ যদীত্যাদিনা। হে চিত্ত তব অন্তর্ভাবিতচেতনং যৎ প্রসিদ্ধং রূপমস্তি তৎ যদি সত্যং ভবেৎ তৎ তর্হি তেন রূপেণ জীবতস্তবাভাবং ক ইচ্ছতি কিন্তু ত্বং তেন রূপেণ নাস্ত্যসি অসদসি। অহং সত্যেন শ্রুতিশাস্ত্রানুভবাদিনা বিচার্য্য বদামি নাপাতদর্শনেনেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

এতদত্যন্তাত্মভাবেনাবস্থানং তবাপি হিতমিত্যাহ তেনেতি। পূর্ব্বং প্রাথমকল্পিকমেবাসি যাবৎ যতঃ ॥ ৩১ ॥

সৈবেদানীং বিচারেণ ভৃশং ক্ষয়মুপাগতা।
এতাবদেব তে রূপং সাধো যদবিচারণম্ ॥ ৩২ ॥
বিচারে বিহিতে সম্যক্ সমরূপং সমং স্থিতম্।
অবিচারাৎ প্রজাতং ত্বমনালোকাত্তমোযথা ॥ ৩৩ ॥
বিচারেণোপশান্তং ত্বমালোকেন তমোথবা।
এতাবন্তং সখে কালং বভূবাল্পবিবেকিতা ॥ ৩৪ ॥
তবানেনাভিপীনত্বমভূদ্দুঃখৈককারণম্।
মোহসঙ্কল্পমাত্রেণ বালবেতালবদ্ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥
দ্বন্দ্বং চাদ্যন্তসঙ্কল্পক্ষীণং ক্ষয়ি ভবস্থিতম্।
ইদানীমুদিতং নিত্যং স্বপ্রাগ্রূপে ক্ষয়ং গতে ॥ ৩৬ ॥
বিবেকস্য প্রসাদেন বিবেকায় নমোনমঃ।
বহুধাপি প্রবুদ্ধস্ত্বং চিত্তকাপ্যনুবোধিতঃ ॥ ৩৭ ॥
চিত্ততায়াং প্রনষ্টায়াং স্থিতস্ত্বং পরমেশ্বরঃ।
প্রাক্স্বরূপবিলাসস্তে শ্রেয়সে স্থিতিমাগতঃ ॥ ৩৮ ॥

সৈব ভ্রান্তিঃ ॥ ৩২ ॥

সমরূপং সন্মাত্ররূপং সমং বিক্ষেপবৈষম্যশূন্যং স্থিতম্। অনালোকাৎ প্রকাশাভাবাৎ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

অনেন অল্পবিবেকত্বেন হেতুনা। নম্বসতঃ পীনত্বং কথং ভবেৎতত্রাহ মোহেতি ॥ ৩৫ ॥

পীনত্বং তৎপ্রযুক্তং সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বঞ্চ অভূদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। যতঃ স্রষ্টুরাদ্যন্তসঙ্কল্পেন সকল্পকাল এব ক্ষীণমতঃ ক্ষয়ীতি দ্বন্দ্ববিশেষণম্। যত্তু বিবেকস্য প্রসাদেন ইদানীং জ্ঞানোদয়কালে আবিদ্যকে স্বপ্রাগ্রূপে ক্ষয়ং গতে সতি নিত্যমনাদ্যন্তমাত্মরূপমুদিতং তস্মৈ বিবেকায় নমোনম ইতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

হে চিত্তক ত্বং স্বতোপি বহুধা প্রবুদ্ধঃ শাস্ত্রেণাপ্যনুবোধিতঃ ॥ ৩৭ ॥

প্রাগপি ত্বং পরমেশ্বরঃ স্থিতঃ সম্প্রত্যপি প্রবোধতস্তে স্বরূপবিলাসঃ

সমস্তবাসনোন্মুক্তঃ সম্প্রত্যসি মহেশ্বরঃ।
যস্যাবিবেকাদুৎপত্তিঃ স বিবেকাদ্বিনশ্যতি ॥ ৩৯ ॥
প্রকাশেন প্রয়াত্যন্তমনালোকোভবত্তমঃ।
অনিচ্ছতোপি তে সাধো বিচারে স্থিতিমাগতে ॥ ৪০ ॥
সর্ব্বতোয়মুপাযাতো বিনাশঃ সুখসিদ্ধয়ে।
তস্মান্নাস্ত্যসি নির্ণীতমিতি সিদ্ধান্তযুক্তিভিঃ ॥ ৪১ ॥
চিত্তেন্দ্রিয়েশ্বর স্বস্তি ভবতে ত্বং তমাগতঃ।
নিত্যং পূর্ব্বমভূতায় নাস্তি রূপায় সম্প্রতি ॥ ৪২ ॥
ভবিষ্যতে চ নোদর্কং স্বমনঃ স্বস্তি তেস্তিতি।
পরিনির্ব্বামি শান্তোস্মি দিষ্ট্যাস্মি বিগতজ্বরঃ ॥ ৪৩ ॥
স্বাত্মন্যেবাবতিষ্ঠেহং তুর্য্যরূপপদে স্থিতঃ।
অতোনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব সংসারে চিত্তমস্থিতি ॥ ৪৪ ॥
আত্মা ত্বস্ত্বেব চাস্ত্বেব যস্মাদন্যত্র বিদ্যতে।
অয়মাত্মাহমেবাসৌ নাস্ত্যন্যন্মদৃতে ক্বচিৎ ॥ ৪৫ ॥
স্ফুরচ্চিদেব বোধাত্মা সর্ব্বত্রাহং স্থিতঃ সদা।
অয়মাত্মেতি কলনা মন্যে নোনির্ম্মলান্তরে ॥ ৪৬ ॥
প্রতিযোগিব্যবচ্ছেদ কলনৈকস্য বৈ কুতঃ।
অহং তেনায়মাত্মেতি কলনামনুদাহরন্।

স্থিতিমাগত ইতি মহেশ্বর এবেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

বিশ্বেতি পাঠে হে ইন্দ্রিয়েশ্বর সিদ্ধান্তযুক্তিভিঃ ইতি বিত্বা স্বরূপং লব্ধা অস্তং সংসারপারমাগতোভবতে তুভ্যং স্বস্তি অস্তু। মনসঃ কালত্রয়েপ্য-সত্ত্বমাহ নিত্যমিতি ॥ ৪২ ॥

চিত্তাসত্ত্বৈব পরমপুরুষার্থসিদ্ধিং দর্শয়তি পরিনির্ব্বামীত্যাদিনা॥৪৩॥৪৪॥৪৫

শুদ্ধচিদেকরসে অয়মাত্মেতি কলনাপি যত্র দুর্ল্লভা তত্র দূরেঽন্যকলনে-ত্যাশয়েনাহ অয়মিতি ॥ ৪৬ ॥

অতএব তদ্বাচামবিষয় ইত্যাহ অহমিতি। অনুদাহরন্ অনভিলপন্॥৪৭॥

মৌনি স্বাত্মনি তিষ্ঠামি তরঙ্গ ইব বারিণি ॥ ৪৭ ॥

সংশান্তবাসনমনাশ্রিতচেতনাং
শমপ্রাণসঞ্চরণমস্তমিতাংশদোষম্।
সম্বেদ্যবর্জ্জিতমুপেত্য সুসম্বিদংশং
শাম্যামি মৌনমহমেব নিরীহমন্তঃ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে চিত্তসত্তাবিচারযোগোপদেশো নাম
ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৩ ॥

অহং অন্তঃ স্বহৃদি সম্বেদ্যেন জড়াংশেন বর্জ্জিতং তৎকারণাবিদ্যাঞ্চ অপি বাধাৎ সংশান্তবাসনং চিদাভাসস্যাপি পৃথগনবস্থানাদনাশ্রিতচেতনাংশং তদধীনক্রিয়াশক্তেরপ্যুপরমাদপ্রাণসঞ্চরণং ভেদকাভাবাদেব অস্তমিতাংশভেদং সমমেকরসং চিদংশং চিন্মাত্রলক্ষণং জগদ্বাধপরিশিষ্টাংশং উপেত্য নিরীহং নির্ম্মনোশ্চেষ্টং মৌনং নির্ব্বাগ্ব্যাপারঞ্চ শাম্যামি বিশ্রান্তোস্মীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৩ ॥
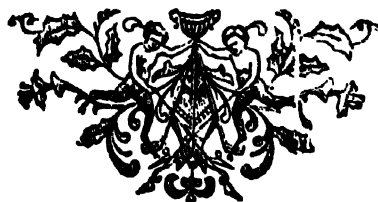
চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ

—(*)—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি নির্ণীয় স মুনির্ব্বীতহব্যোবিবাসনঃ।
আসীৎ সমাধাবচলো বিন্ধ্যকন্দরকোটরে ॥ ১ ॥
অপরিস্পন্দিতাশেষসম্বিদানন্দসুন্দরঃ।
স্বভাবস্থস্থগতমনাঃ স্তিমিতাম্ভোধিশোভনঃ ॥ ২ ॥
অন্তরেব শশামাস্য ক্রমেণ প্রাণসন্ততিঃ।
জ্বালাজালপরিস্পন্দো দগ্ধেন্ধন ইবানলে ॥ ৩ ॥
অনন্তর্নিষ্ঠতাং যাতে বাহ্যার্থে চাপ্যসংস্থিতে।
শেষেস্তর্লব্ধসংস্থানে তস্যা স্ফুরিতপক্ষ্মণী ॥ ৪ ॥
ঘ্রাণপ্রান্তগতালোল্ল সমালোকে ইবেক্ষণে।
অর্দ্ধকুট্মলিতৈঃ পদ্মৈঃ শ্রিয়মাযযতুঃ সমাম্ ॥ ৫ ॥
সমকায়শিরোগ্রীব স্থানকঃ স মহামতিঃ।
আসীচ্ছিলাদিবোৎকীর্ণশ্চিত্রার্পিত ইবাথ বা ॥ ৬ ॥

সমাধির্ব্বীতহব্যস্য ধরাবিবরসংস্থিতিঃ।
হৃদি বিদ্যাধরেন্দ্রস্বগণস্বাদ্যাপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

ইতি উক্তপ্রকারেণ নির্ণীয় নিশ্চিত্য ॥ ১ ॥

অপরিস্পন্দিতো যঃ অশেষঃ পূর্ণঃ স্বপ্রকাশসম্বিদ্রূপ আনন্দস্তদ্রূপঃ সন্ সুন্দরঃ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

তস্যার্দ্ধোন্মীলিতে অক্ষিণী বর্ণয়তি অনন্তরিতি দ্বাভ্যাম্। নাত্যন্তমন্তর্নিষ্ঠতাং নিমীলনং যাতে। শেষে উন্মীলিতাংশাতিরিক্তাংশে ॥ ৪ ॥

ঘ্রাণপ্রান্তোনাসাগ্রং তত্র গতঃ প্রসৃতঃ অমাদম্রঃ সম উভয়তস্তুল্য আলোকঃ প্রকাশোয়য়োস্তে ইব লক্ষ্যমাণে ঈক্ষণে চক্ষুষী ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

তথাভিতিষ্ঠতস্তস্য সম্বৎসরশতত্রয়ম্।
কোটরে বিন্ধ্যকচ্ছস্য যথাবর্দ্ধমুহূর্ত্তবৎ ॥ ৭ ॥
এতাবন্তমসৌ কালং নাবুধ্যত কিলাত্মবান্।
জীবন্মুক্ততয়া ধ্যানী ন চ তত্যাজ তাং তনুম্ ॥ ৮ ॥
তাবৎ কালং স সুভগো ন প্রাবুধ্যত যোগবিৎ।
উদারৈরম্বুদারাবৈরাসারভরঘর্ঘরৈঃ ॥ ৯ ॥
পর্য্যন্তমণ্ডলাধীশ মৃগয়ানতবৃংহিতৈঃ।
পক্ষিবানরনির্হ্রাদৈর্ম্মাতঙ্গাস্ফোটনিঃস্বনৈঃ ॥ ১০ ॥
সিংহসংরম্ভরটিতৈর্নির্ঝরারাবসীৎকৃতৈঃ।
বিষমাশনিসম্পাতৈর্জ্জনকোলাহলৈর্ঘনৈঃ ॥ ১১ ॥
প্রমত্তশরভাস্ফোটৈর্ভূকম্পতটঘট্টনৈঃ।
বনদাহধমধ্বানৈর্জ্জলৌঘাহতিবল্গনৈঃ ॥ ১২ ॥
মহোপলতটাঘাতৈর্ধরণীতলমৃজ্জলৈঃ।
জলৌঘান্দোলনায়াতৈস্তাপৈরনলকর্কশৈঃ ॥ ১৩ ॥
কেবলং বহতি স্বৈরং কালে গলিতকারণম্।
পরিযান্তীষু বর্ষাসু লহরীম্বিব বারিণি ॥ ১৪ ॥

কচ্ছস্য নির্ঝরসন্নিহিতদেশস্য ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

আসারভরাণাং বর্ষনির্ঝরধারাসম্পাতানাং ঘর্ঘরৈঃ স্বনৈরপি ॥ ৯ ॥

পর্য্যন্তবাসিনাং মণ্ডলাধীশানাং সামন্তানাং মৃগয়াসু আনতানামাগতানাং গজানাং বৃংহিতৈর্গর্জ্জিতৈঃ। সর্ব্বত্র অপি শব্দো যোজ্যঃ ॥ ১০ ॥

সিংহানাং সংরম্ভরটিতৈঃ সক্রোধগর্জ্জনৈঃ ॥ ১১ ॥

ভূকম্পেন বিশীর্ণানাং তটানাং গিরিবপ্রাণাং ঘট্টনৈরাস্ফালনৈঃ। বনদাহেষু ধমৈরগ্নিসংযোগৈস্তৎপ্রযুক্তধ্বানৈশ্চ। জলস্য ওঘৈরাহতয় আস্ফালনানি বল্গনানি চ তৈরপি ॥ ১২ ॥

ধরণীতলাৎ প্রসৃতৈর্ম্মৃৎপঙ্কিলজলৈঃ। অনলবৎ কর্কশৈস্তাপৈর্গ্রীষ্মাদিতাপৈরপি ন প্রাবুধ্যতেতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্ ॥ ১৩ ॥

স্বল্পেনৈব হি কালেন তস্মিন্ পর্ব্বতকন্দরে।
প্রাবৃড়োঘবিনুন্নেন পঙ্কেণোর্ব্বীতলে কৃতঃ ॥ ১৫ ॥
তত্রাসাববসৎ ভূমৌ কোটরে সঙ্কটোদরে।
পঙ্কসম্পীড়িতস্কন্ধঃ পর্ব্বতেষু শিলা যথা ॥ ১৬ ॥
শতত্রয়ে স বর্ষাণামথ যাতে স্বয়ং প্রভুঃ।
ব্যবুধ্যতাত্মরূপাত্মা ধরাকোটরপীড়িতঃ ॥ ১৭ ॥
সম্বিদেবাস্য তং দেহং জগ্রাহোর্ব্বীনিপীড়িতম্।
তনুঃ প্রাণময়স্পন্দঃ প্রাণসংসরণং বিনা ॥ ১৮ ॥
উৎপত্তিপ্রৌঢ়িমাসাদ্য কলনা হৃদয়ান্তরে।
স্বমনোরূপিণী তস্য হৃদ্যেবানুবভূব সা ॥ ১৯ ॥
কৈলাসকাননে কান্তে কদম্বস্য তরোস্তলে।
মুনিত্বং শতমব্দানাং জীবন্মুক্তাত্মনির্ম্মলম্ ॥ ২০ ॥
বিদ্যাধরত্বং বর্ষাণাং শতমাধিবিবর্জ্জিতম্ ॥

গলিতকারণং নিষ্প্রয়োজনং কালে বহতি সতি অসৌ প্রাবৃড়োঘবিনুন্নেন পঙ্কেন উপর্য্যুপরিপ্রচীয়মানেন অল্পেনৈব কালেন উর্ব্বীতলে ধরণীবিবরে ভূগর্ভে কৃতঃ প্রবেশিত ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

সম্পীড়িতঃ সংশ্লিষ্টঃ স্কন্ধোযস্যেত্যর্থঃ। ন হি তস্য সমাধিসুখনিমগ্নস্য পীড়াস্তি ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

এবং সঙ্কটস্থস্য কথং জীবনমভূৎ তত্রাহ সম্বিদেবেতি। জীবনাদৃষ্টলিঙ্গদেহপ্রতিবিম্বিতা সম্বিদেবাস্য তদ্দেহং জগ্রাহ পালিতবতী। প্রাণময়ঃ প্রাণবৃত্তিরূপঃ স্পন্দস্তু ন জগ্রাহ যতস্তনুঃ সূক্ষ্মঃ। প্রাণসংসরণাভাবাদিত্যর্থঃ॥১৮॥

বর্ষশতত্রয়ানন্তরং তস্য যৎ বৃত্তং তদাহ উৎপত্তীতি। অথ তস্য কলনা জীবসম্বিৎ প্রারব্ধশেষভোগায় হৃদয়ান্তর উৎপত্ত্যা উন্মেষক্রমেণ প্রৌঢ়িং স্থৌল্যমাসাদ্য স্বমনোরূপিণী ভূত্বা বক্ষ্যমাণং সর্ব্বং কল্পনয়া হৃদ্যেব অনুবভূব অনুভূতবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

যদনুবভূব তদেবাহ কৈলাসেত্যাদিনা ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রত্বং দেবরাজত্বম্ ॥ ২১ ॥

যুগপঞ্চকমিন্দ্রত্বং প্রণতং সুরচারণৈঃ ॥ ২১ ॥

রাম উবাচ।

শক্রত্বাদিষু তেষ্বস্য প্রতিভাসেষু ভো মুনে।
নিয়মোঽনিয়মশ্চৈব দিক্কালনিয়তেঃ কথম্ ॥ ২২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সর্ব্বাত্মিকৈষা চিচ্ছক্তির্যত্রোদেতি যথা যথা।
তথা তত্রাশু ভবতি তথাত্মৈকস্বভাবতঃ ॥ ২৩ ॥
যথা যত্র যদা বুদ্ধৌ নিয়মঃ স তদা স্থিতঃ।
দেশকালাদিনিয়মক্রমাণাং তন্ময়াত্মতা ॥ ২৪ ॥
তেন নানাবিধান্যেষ জগন্তি পরিদৃষ্টবান্।
হৃদি সম্বেদনাকাশে বীতহব্যোবিবাসনঃ ॥ ২৫ ॥
সম্যগ্ বোধবতামেষা বাসনৈব ন বাসনা।

কৈলাসকাননে ইত্যাদির্দিঙ্নিয়মোযুগপঞ্চকমিত্যাদিঃ কালনিয়মঃ অল্পকাল এব হৃদয়প্রদেশ এব তদনুভবাদনিয়মশ্চ কথমুপপদ্যতে দিক্কালনিয়তেরন্যথাকর্ত্তুমশক্যত্বাদিতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ২২ ॥

অসার্ব্বাত্ম্যেন জ্ঞাতায়াং চিতি অল্পয়োরপি দেশকালয়োর্ব্বিস্তৃতদেশকালান্তরকল্পনাঽসামর্থ্যে ভবত্যেব নিয়তিবিরোধো ন তু সর্ব্বাত্মিকায়াং সর্ব্বশক্তিসম্পন্নায়াং পরিজ্ঞাতায়ামিত্যাশয়েন পরিহরতি সর্ব্বাত্মিকেতি। তাদৃশাত্মৈকস্বভাবত্বাদনুভবিতৃচিত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

স্ববুদ্ধ্যা অনুভূয়মানয়োরেব দেশকালয়োঃ সঙ্কোচবৈপুল্যনিয়মানিয়মৌ বিরুদ্ধৌ নানমুভূয়মানেন সহ অনুভূয়মানস্য তৌ। অল্পতরনাড়ীকুহরেঽল্পকালে বিস্তৃতদেশকালস্বপ্নানুভবদর্শনাদিত্যাশয়েনাহ যথেতি। যত্র যদা বুদ্ধৌ যথা অনুভবস্তদা তথা নিয়মঃ স্থিত ইত্যর্থঃ। তন্ময়াত্মতা বুদ্ধিময়াত্মন্যধ্যস্ততা যত ইত্যর্থঃ। তন্ময়াত্মনামিতি পাঠে হেতুগর্ভং বিশেষণম্ ॥ ২৪ ॥

তেনোক্তহেতুদ্বয়েন ॥ ২৫ ॥

বীজশক্তিনাশাৎ দগ্ধস্য উপলভ্যমানত্বাদদগ্ধস্য ভর্জ্জিতস্যেতি যাবৎ ॥২৬॥

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধা দগ্ধস্য কৈব বীজস্য বীজতা ॥ ২৬ ॥
কল্পমেকং গণত্বং স চন্দ্রমৌলেশ্চকার হ।
সমস্তবিদ্যানিপুণং ত্রিকালামলদর্শনম্ ॥ ২৭ ॥
যো যাদৃগ্দৃঢ়সংস্কারঃ স তং পশ্যতি তাদৃশম্।
জীবন্মুক্ততয়ৈবৈতদ্বীতহব্যোঽনুভূতবান্ ॥ ২৮ ॥

রাম উবাচ।

এবংস্থিতে মুনিশ্রেষ্ঠ জীবন্মুক্তমতেরপি।
বন্ধমোক্ষদৃশঃ সন্তি বীতহব্যাত্মনোযথা ॥ ২৯ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যথাস্থিতমিদং বিশ্বং শান্তমাকাশনির্ম্মলম্।
ব্রহ্মৈব জীবন্মুক্তানাং বন্ধমোক্ষদৃশঃ কুতঃ ॥ ৩০ ॥
এতৎ সম্বিন্নভোভাতি যত্র যত্র যথা যথা।
তত্র তত্র তথা তাবৎ তাবত্তদ্বিন্দতে ততম্ ॥ ৩১ ॥
তেনানুভূতানি বহূন্যনুভূয়ন্ত এব চ।
জগন্তি সর্ব্বাত্মতয়া ব্রহ্মরূপেণ রাঘব ॥ ৩২ ॥
ধরাকোটরনির্ম্মগ্নবীতহব্যচিদাত্মস্থ।

শঙ্কাং সমাধায় প্রস্তুতমেব বর্ণয়তি কল্পমিত্যাদিনা। গণত্বং গাণপত্যম্ ॥২৭॥

জীবন্মুক্তস্যাপি তস্য ভোজকপ্রারব্ধকর্ম্মোদ্বোধিতদৃঢ়সংস্কার এব দেহভোগাদিবৈচিত্র্যপ্রতিভাসে হেতুরিত্যাহ য ইতি ॥ ২৮ ॥

রামশঙ্কা স্পষ্টা ॥ ২৯ ॥

দগ্ধপটন্যায়েনাসতঃ প্রারব্ধশেষেণ প্রতিভাসো বাধিতানুবৃত্তিমাত্রং ন বন্ধ ইত্যাশয়েন পরিহরতি যথাস্থিতমিত্যাদিনা ॥ ৩০ ॥

বিন্দতে লভত ইব ॥ ৩১ ॥

ঈশ্বরস্যাস্মদীয়জগৎপ্রতিভাসবৎ বা তস্য বিনৈব বন্ধং তৎপ্রতিভাস ইত্যাশয়েনাহ তেনেতি ॥ ৩২ ॥

বীতহব্যস্বহৃপলক্ষিতচৈতন্যস্যৈবাস্মদাদিসর্ব্বাত্মত্বাৎ সর্ব্বজন্তূনাং জগদনু-

জগৎসু তেম্বসংখ্যেষু নীরূপেষু মহাত্মসু ॥ ৩৩ ॥
যঃ শক্রোনববুদ্ধাত্মা সোদ্য দীনেষু পার্থিবঃ।
কর্ত্তুং প্রবৃত্তো মৃগয়াং ক্ষণেস্মিন্নপি কাননে ॥ ৩৪ ॥
যো হংসোনববুদ্ধাত্মা পাদ্মে পৈতামহেভবৎ।
স্থিতঃ স এব দাশেন্দ্রঃ কৈলাসবনকুঞ্জকে ॥ ৩৫ ॥
যো রাজানববুদ্ধাত্মা ভূমেঃ সৌরাষ্ট্রমণ্ডলে।
স এষোদ্য স্থিতোস্থ্রাণাং গ্রামে বহুলপাদপে ॥ ৩৬ ॥

রাম ববাচ।

মানসঃ কিল সর্গোসৌ বীতহব্যস্য তত্র যে।
দেহিনোভ্রান্তিমাত্রং চেৎ তদ্দেহাকারিণঃ কথম্ ॥ ৩৭ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যদি ভ্রান্ত্যেকমাত্রাত্ম বীতহব্যস্য তজ্জগৎ।
তদিদং নাম তে রাম কিং ভূয়ঃ পরিভাসতে ॥ ৩৮ ॥
ইদমপ্যঙ্গ চিন্মাত্রং মনোমাত্রভ্রমোপমম্।

ভবোপি তস্যৈবেত্যপি সুবচমিত্যাশয়েনাহ ধরেত্যাদিনা। নীরূপেষু নিঃস্বরূপেষু প্রতিভাসতো মহাত্মসু বিশালতমেষু জগৎসু ভুবনেষু যঃ শক্রোহভূৎ সোহদ্য দীনেষু দেশবিশেষেষু। দীনানাং নিবসো জনপদ ইত্যর্থে জাতস্য তদ্ধিতস্য জনপদে লুবিতি লুপি যুক্তবদ্ভাবাৎ বহুবচনম্ ॥৩৩॥৩৪॥

পৈতামহে পাদ্মে কল্পে বীতহব্যস্য গাণপত্যকালে কৈলাসবনকুঞ্জকে তৎক্রীড়াহংসো যোহভবৎ স এব ইদানীং দাশেন্দ্রো নিষাদরাজো ভূত্বা স্থিতোস্তীত্যন্বয়ঃ। এবমগ্রেপি ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

গুরূক্তেঃ সর্ব্বাত্মতাভিপ্রায়মপ্রতিপদ্যমানান্ জনাংস্তচ্ছঙ্কোদ্‌ঘাটনেন গুরুমুখেন বোধয়িষ্যন্ রামঃ পৃচ্ছতি মানস ইতি। তদ্দেহাকারিণঃ শক্রহংসাদিদেহাকারিণঃ সচেতনাঃ কথমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বস্যাপি জগতো মনঃকার্য্যত্বস্য চ ভ্রান্তিমাত্রত্বস্য বহুশ উক্তত্বাৎ তুল্যত্বে যদিদং নাম তে প্রসিদ্ধং জগৎ কিং কথং স চেতনৈর্যুক্তং প্রতিভাসত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

তদপি ব্যোমচিন্মাত্রং মনোমাত্রং ভ্রমোপমম্ ॥ ৩৯ ॥
বস্তুতস্তু ন তদ্রাম জগন্নৈবং ন চেতরৎ।
তথাপি ন জগৎসত্তা ব্রহ্মেদং ভাতি কেবলম্ ॥ ৪০ ॥
ভাবি ভূতং ভবিষ্যচ্চ তথেদঞ্চ তথেতরৎ।
জগৎ সর্ব্বমিদং দৃশ্যং সম্বিন্মাত্রমনোময়ম্ ॥ ৪১ ॥
এবংরূপমিদং যাবন্ন পরিজ্ঞাতমীদৃশম্।
বজ্রসারদৃঢ়ং তাবৎ জ্ঞাতং সৎ পরমাম্বরম্ ॥ ৪২ ॥
অজ্ঞানাম্মন এবেদমিত্থং সম্প্রবিজৃম্ভতে।
প্রত্যুল্লাসবিলাসাভ্যাং জলমম্বুনিধাবিব ॥ ৪৩ ॥

যথাস্থিতেনৈব চিদম্বরেণ
স্বচিত্তমেবৈতি মনোভিধানম্।
স্ফারং কৃতং তেন জগচ্চ দৃশ্য
মেবং ততং নৈব ততঞ্চ কিঞ্চিৎ ॥ ৪৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে বীতহব্যমনোজগদ্বর্ণনং নাম চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৪ ॥

দ্বয়োঃ সাম্যমেব দর্শয়তি ইদমিতি ॥ ৩৯ ॥

এবমেতজ্জগৎসদৃশং ন। ইতরদেতদ্বিলক্ষণঞ্চ ন। সালক্ষণ্যবৈলক্ষণ্যয়োঃ প্রতিযোগিসিদ্ধিমন্তরেণাযোগাদিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

সম্বিন্মাত্রত্বেনাবশিষ্টং যন্মনস্তদেব তন্ময়ম্ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

প্রত্যুল্লাস উৎপত্তির্ব্বিলাসোবৃদ্ধ্যাদিপরিণামস্তাভ্যাম্ ॥ ৪৩ ॥

উক্তমর্থং সংক্ষিপ্যাহ যথাস্থিতেনেতি। অবিকৃতেনৈব চিদাকাশস্বভাবেন মায়য়া কিঞ্চিচ্চেতয়দিবাত্মানং কল্পয়চ্চিত্তং সত্ত্বৈব পুনঃ পুনর্ম্মননান্মনোভিধানমেতি তেন চ স্ফারং জগৎ সম্পন্নমিতি এবং দৃশ্যং জগৎ ততম্। পরমার্থতস্তু কিঞ্চিদপি নৈব ততমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ।

—○()○—

রাম উবাচ ।

অথ কিং বীতহব্যঃ স্বং স্থিতং তস্মিন্ ধরোদরে ।
কথমুদ্ধৃতবান্ দেহং স সম্পন্নশ্চ কিং কথম্ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অনন্তরমনন্তাত্ম-বীতহব্যাভিধং মনঃ ।
স্বমেবাত্মচমৎকারমাত্রং সমববুদ্ধবান্ ॥ ২ ॥
শার্ব্বস্যাস্য গণস্যাভূৎ প্রাগ্ জ্যোতিঃ স্মরণে স্বয়ম্ ।
ইচ্ছা কদাচিৎ সকল প্রাগ্ জন্মালোকনোন্মুখী ॥ ৩ ॥
অশেষান্ স দদর্শাথ নষ্টানষ্টান্ স্বদেহকান্ ।
অনষ্টানাং ততো মধ্যাৎ তত্তৎকোটরসংস্থিতম্ ॥ ৪ ॥
যদৃচ্ছয়ৈব প্রোদ্ধর্ত্তুং দেহং তস্যাভবন্মতিঃ ।
অপশ্যত্তত্তথা তত্র পঙ্কে কীটমিব স্থিতম্ ॥ ৫ ॥
শরীরং বীতহব্যাখ্যং ধরাকোটরপীড়িতম্ ।

মুনেঃ পিঙ্গলমাবিশ্য সমুদ্ধারস্তনোরিহ ।
জীবন্মুক্তস্থিতিশ্চাস্যঃ সমাধিশ্চোপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

সমুদ্ধারস্য তৎপ্রকারস্য তদুত্তরচর্য্যায়া বিদেহমুক্তপরিশিষ্টতদ্রূপস্য চ চতুর্ভিঃ কিংবৃত্তৈঃ ক্রমাৎ প্রশ্নঃ ॥ ১ ॥

অনন্তাত্ম অপরিচ্ছিন্নব্রহ্মাকারং সমববুদ্ধবান্ সমাধাবিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

প্রাক্তনং জ্যোতিশ্চিদাত্মা তস্য স্মরণে ধ্যানকালে ॥ ৩ ॥

নষ্টানষ্টান্ কাংশ্চিন্নষ্টান্ কাংশ্চিদনষ্টান্ । তত্তদনষ্টদেহহৃদয়কোটরে জীবটোপাখ্যানবক্ষ্যমাণন্যায়েন স্বকল্পনয়ৈব সংস্থিতং বীতহব্যদেহমিত্যর্থঃ ॥৪।৫॥

প্রাবৃষ ওঘেন পূরেণ উপনীতং কিঞ্চিদ্দূরং প্রবাহিতম্ । পৃষ্ঠস্থেত্যাত্মা

প্রাবৃড়োঘোপনীতং তৎ পৃষ্ঠস্থপঙ্কমণ্ডলম্ ॥ ৬ ॥
তৃণজালাবকীর্ণত্বগ্ দেহপৃষ্ঠম্মদং তথা।
এতদ্দৃষ্ট্বা মহাতেজা ধরাবিবরযন্ত্রিতম্ ॥ ৭ ॥
ভূয়োপি চিন্তয়ামাস ধিয়া পরমবোধয়া।
সর্ব্বসম্পীড়িতাঙ্গত্বাৎ কায়োমে প্রাণবায়ুভিঃ ॥ ৮ ॥
মুক্তশ্চলিতমাকর্ত্তুং শক্নোতি ন মনাগপি।
তজ্জ্ঞাত্বা প্রবিশাম্যাশু দেহমেবং বিবস্বতঃ ॥ ৯ ॥
তদীয়ঃ পিঙ্গলোদেহমুদ্ধরিষ্যতি মে ততঃ।
অথবা কিং মমৈতেন শাম্যাম্যহমবিঘ্নতঃ ॥ ১০ ॥
নির্ব্বামি স্বং পদং যামি কোর্থোমে দেহলীলয়া।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা রীতহব্যোমহামতে ॥ ১১ ॥
তূষ্ণীং স্থিত্বা ক্ষণং ভূয়শ্চিন্তয়ামাস ভূতলে।
উপাদেয়োহি দেহস্য ন মে ত্যাগো ন সংশ্রয়ঃ ॥ ১২ ॥
যাদৃশো দেহসন্ত্যাগ স্তাদৃশো দেহসংশ্রয়ঃ।
তৎ যাবদস্তি দেহোয়ং ন যাবদণুতাং গতঃ ॥ ১৩ ॥

অধোমুখতয়া পতিতমিত্যপি গম্যতে ॥ ৬ ॥

তৃণানাং কাশাদীনাং জালৈরবকীর্ণানি বদ্ধাস্ত্বগ্‌দেহপৃষ্ঠমৃদা যস্য। দেহপদেন তদবয়বা লক্ষ্যন্তে ॥ ৭ ॥

প্রাণবায়ুভিস্তৎসঞ্চারৈরিতি যাবৎ ॥ ৮ ॥

আকর্ত্তুমীষদপি কর্ত্তুম্। ক্রিয়ামনাক্রান্তচ্ছক্তিমনাক্রমিতি ন পৌনরুক্ত্যম্। তৎ তস্মাৎ তদুদ্ধারার্থমুপায়ং জ্ঞাত্বা। এবং পরকায়প্রবেশযোগপ্রকারেণ ॥ ৯ ॥

তদীয়স্তৎসেবকঃ পিঙ্গলাখ্যোগণস্তদাজ্ঞয়া উদ্ধরিষ্যতি। তস্য চিন্তান্তরমাহ অথবেতি। এতেন দেহেন শাম্যামি বিদেহমুক্তেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

ত্যাগঃ সংশ্রয়ো বা নোপাদেয়ো নাপেক্ষণীয়োবিশেষাভাবাৎ ॥ ১২ ॥

তদেবাহ যাদৃশ ইতি। অণুতাং ধূলীভাবম্ ॥ ১৩ ॥

তাবদেনমুপারুহ্য কিঞ্চিৎ প্রবিহরাম্যহম্।
পিঙ্গলেন শরীরং স্বমুদ্ধর্ত্তুং তাপনং বপুঃ ॥ ১৪ ॥
প্রবিশামি নভঃ সংস্থং মুকুরং প্রতিবিম্ববৎ।
ইত্যসৌ মুনিরাদিত্যং বিবেশানিলরূপধৃক্ ॥ ১৫ ॥
পুর্য্যষ্টকবপুর্ভূত্বা ভস্ত্রা স্বমিব চানলঃ।
ভগবান্ মুনিরপ্যেনং হৃদ্গতং মুনিনায়কম্ ॥ ১৬ ॥
দৃষ্ট্বাসৌ চিন্তয়ন্ কার্য্যং পৌর্ব্বাপর্য্যমুদারধীঃ।
বিন্ধ্যভূধরভূকোশমন্তর্ম্মুনিকলেবরম্ ॥ ১৭ ॥
তৃণোপলপরিচ্ছন্নং দদর্শ গতসম্বিদম্।
ঋষেশ্চিকীর্ষিতং জ্ঞাত্বা ভানুর্গগনমধ্যগঃ ॥ ১৮ ॥
ধরাতোমুনিমুদ্ধর্ত্তুমাদিদেশাগ্রগংগণম্।
বীতহব্যমুনেঃ সম্বিৎ সা পুর্য্যষ্টকরূপিণী ॥ ১৯ ॥
রবিং বাতময়ী পূজ্যং প্রণনামাশু চেতসা।
ভানুনাপ্যভ্যনুজ্ঞাতো মানপূর্ব্বকমগ্রগম্ ॥ ২০ ॥
বিবেশ পিঙ্গলাকারং বিন্ধ্যকন্দরগামিনম্।

পিঙ্গলেন পিঙ্গলদ্বারা উদ্ধর্ত্তুম্। তাপনং সৌরং বপুঃ প্রবিশামি ॥১৪॥

অনিলরূপধৃক্ সূক্ষ্মীভূত ইতি যাবৎ ॥ ১৫ ॥

পুর্য্যষ্টকং প্রাগ্ব্যাখ্যাতং লিঙ্গশরীরং তদ্বপুঃ ভস্ত্রাখ্যং চর্ম্মপেশ্যাকাশম্। মুনির্ম্মননশীলো ভগবান্ সূর্য্যো হৃদ্গতং হৃদি প্রবিষ্টং তং মুনিনায়কং দৃষ্ট্বা তস্য কার্য্যং তৎপৌর্ব্বাপর্য্যং চ দৃষ্ট্বা বিন্ধ্যভূধরকোশগতং গতসম্বিদং মৃত-প্রায়ং মুনিকলেবরং দদর্শেতি ব্যবহিতেনান্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

ততো রবিঃ কিং চকার তদাহ ঋষেরিতি ॥ ১৮ ॥

মুনিং মুনিশরীরম্। গণং পিঙ্গলাখ্যম্। সূর্য্যহৃৎপ্রবিষ্টা মুনেঃ সম্বিৎ কিং চকার তদাহ বীতহব্যেতি ॥ ১৯ ॥

স মুনির্ভানুনা হৃদ্যেব বহুমানপূর্ব্বকমভ্যনুজ্ঞাতঃ সন্ স্বকার্য্যার্থং প্রস্থিতং পিঙ্গলস্য আকারং শরীরং বিবেশ ॥ ২০ ॥

পিঙ্গলোসৌ নভস্ত্যক্ত্বা কুঞ্জকুঞ্জরসুন্দরম্ ॥ ২১ ॥
প্রাপ বিন্ধ্যবনং প্রাবৃণ্মত্তাভ্রাম্বরভাসুরম্।
উদ্দধার ধরাকোশান্নখনিকৃষ্টভূতলঃ ॥ ২২ ॥
কলেবরং মুনেঃ পঙ্কাৎ মৃণালমিব সারসঃ।
মৌনং পুর্য্যষ্টকমথ স্বং বিবেশ কলেবরম্ ॥ ২৩ ॥
নভস্তলপরিভ্রান্তো বিহঙ্গম ইবালয়ম্।
প্রণেমতুর্মিথোমূর্ত্ত বীতহব্যনভশ্চরৌ ॥ ২৪ ॥
বভূবতুঃ স্বকার্য্যৈকতৎপরৌ তেজসাং নিধী।
জগাম পিঙ্গলো ব্যোম মুনিশ্চ বিমলং সরঃ ॥ ২৫ ॥
তারকাকারকুমুদং সূর্য্যাংশুকবদাকৃতি।
বীতহব্যোনগস্ত্রাশু সরস্যুস্তিন্নপঙ্কজে ॥ ২৬ ॥
পঙ্কপল্বললীলান্তে বনে কলভকো যথা।
তত্র স্নাত্বা জপং কৃত্বা পূজয়িত্বা দিবাকরম্।
মনোভূষিতয়া তন্বা পূর্ব্ববৎ পুনরাবভৌ ॥ ২৭ ॥

কুঞ্জৈর্লতাগৃহৈঃ কুঞ্জরৈশ্চ সুন্দরম্ ॥ ২১ ॥

প্রাবৃষি মত্তান্যভ্রাণি যস্মিংস্তথাবিধমম্বরমিব। তৎপক্ষে কুঞ্জৈঃ কুঞ্জরৈরিব চ সুন্দরমিতি যোজ্যম্। নখৈর্নিকৃষ্টং খাতং ঘনিতং ভূতলং যেন তথাবিধঃ পিঙ্গলঃ ॥ ২২ ॥

মুনেঃ সম্বন্ধি মৌনং পুর্য্যষ্টকং পিঙ্গলদেহাৎ স্বং কলেবরং বিবেশ ॥২৩॥

আলয়ং স্বনীড়ম্। মূর্ত্তঃ প্রাপ্তমূর্ত্তির্ব্বীতহব্যশ্চ নভশ্চরপিঙ্গলশ্চ মিথঃ অন্যোন্যং প্রণেমতুঃ ॥ ২৪ ॥

সরঃ স্নানার্থম্ ॥ ২৫ ॥

সূর্য্যেণ অংশুকবতী পীতরক্তাম্বরালঙ্কৃতেব আকৃতির্যস্য বালার্করাগরঞ্জিতোদকমিতি যাবৎ ॥ ২৬ ॥

পঙ্কযুক্তেষু পল্বলেষু। লীলায়া অন্তে অবসানে। মনোভূষিতয়া মননাদিব্যবহারবত্যা ॥ ২৭ ॥

মৈত্র্যা তয়া সমতয়া পরয়া চ শান্ত্যা
সংপ্রজ্ঞয়া মুদিতয়া কৃপয়া শ্রিয়া চ।
যুক্তো মুনিঃ সকলসঙ্গবিমুক্তচেতা
বিন্ধ্যে সরিত্তটগতোদিনমেব রেমে ॥ ২৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে বীতহব্যসমাধিযোগোপদেশো নাম
পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৫ ॥

দিনং দিনমাত্রমেব রেমে ন চিরম্। সমাধিপ্রচ্যুতস্তত্থাবিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ

—০()০—
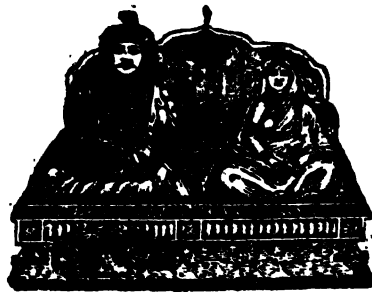
বশিষ্ঠ উবাচ।

দিনান্তে স সমাধাতুং পুনরেব মনোমুনিঃ।
বিবেশ কাঞ্চিৎ বিততাং বিজ্ঞাতাং বিন্ধ্যকন্দরাম্ ॥ ১

তদেবাত্মানুসন্ধানমত্যজন্ সমমিন্দ্রিয়ৈঃ।
চেতসা কলয়ামাস দৃষ্টলোকপরাবরঃ ॥ ২ ॥

পূর্ব্বমেবেন্দ্রিয়গণো ময়া পরিহৃতঃ স্ফুটম্।
ইদানীং চিন্তয়ানার্থঃ পুনর্ব্বিততয়া মম ॥ ৩ ॥

অস্তি নাস্তীতি কলনাং ভংক্ত্বা মৃদ্বীং লতামিব।
শেষস্তু বদ্ধসংস্থানস্তিষ্ঠাম্যচলশৃঙ্গবৎ ॥ ৪ ॥

উদিতোস্তংগত ইব স্বস্তঙ্গত ইবোদিতঃ।
সমঃ সমরসাভাস স্তিষ্ঠামি স্বচ্ছতাং গতঃ ॥ ৫ ॥

প্রবুদ্ধোপি সুষুপ্তস্থঃ সুষুপ্তস্থঃ প্রবুদ্ধবৎ।

পুনঃ সমাধিঃ ষড্রাত্রং জীবন্মুক্তস্থিতিশ্চিরম্।
রাগাদিভ্যোঽখিলির্ম্মুক্তো সমাধিশ্চাস্য বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

বিজ্ঞাতাং প্রাক্ পরিচিতাম্ ॥ ১ ॥

দৃষ্টোলোকে পরঃ সারঃ অবরঃ অসারশ্চয়েন ॥ ২ ॥

যং কলয়ামাস তদাহ পূর্ব্বমিত্যাদিনা ॥ ৩ ॥

অস্তি নাস্তীতি দ্বিবিধাং দৃশ্যকলনাম্। শেষমবশিষ্টং তদুভয়সাক্ষি-চিন্মাত্রমবলম্ব্যেতি শেষঃ। বদ্ধসংস্থানঃ সমকায়শিরোগ্রীবোদৃঢ়াসনশ্চ ॥ ৪ ॥

উদিতো জীবন্নপ্যস্তংগতোমৃত ইবাজ্ঞদৃশা তত্ত্বদৃশা তু তদ্বিপরীতঃ। সম-রসাভাস একরসচিন্মাত্ররূপঃ ॥ ৫ ॥

তুর্য্যমালম্ব্য কায়ান্তস্তিষ্ঠামি সুস্তিতস্থিতিঃ ॥ ৬ ॥
স্থিতঃ স্থাণুরিবৈকান্তে স্বান্তা তে সর্ব্বতঃ স্থিতে।
সত্বসামান্যসাম্যে হি তিষ্ঠাম্যপগতাময়ঃ ॥ ৭ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য স ধ্যানে পুনস্তস্থৌ দিনানি ষট্।
ততঃ প্রবোধমাপন্নঃ ক্ষণসুপ্ত ইবাধ্বগঃ ॥ ৮ ॥
ততঃ সিদ্ধঃ স ভগবান্ বীতহব্যোমহাতপাঃ।
বিজহার চিরং কালং জীবন্মুক্ততয়া তদা ॥ ৯ ॥
বস্তু নাভিননন্দাসৌ নিনিন্দ ন কদাচন।
ন জগাম তথোদ্বেগং ন চ হর্ষমবাপসঃ ॥ ১০ ॥
গচ্ছতস্তিষ্ঠতশ্চৈব তস্যৈবমভবদ্ধৃদি।
বিনোদায় বিচিত্রস্য কথা স্বমনসা সহ ॥ ১১ ॥
অব্যয়েন্দ্রিয়বর্গেশ মনঃ শমবতা ত্বয়া।
পশ্যানন্দ সুখং কীদৃগবিধমাসাদিতং ততম্॥ ১২ ॥
এষৈবাবিরতং তস্মান্নীরাগৈব দশা ত্বয়া।

প্রবুদ্ধো জাগ্রদপি সুষুপ্তস্থো দ্বৈতজালমপশ্যন্। এবং সুষুপ্তোপি স্বস্বরূপস্ফুটানুভবাৎ প্রবুদ্ধবৎ তুর্য্যং স্থূলসূক্ষ্মকারণনির্ম্মুক্তং পদম্ ॥ ৬ ॥

স্বান্তস্যান্তে পারভূতে নির্ম্মনসে সর্ব্বতঃ স্থিতে পূর্ণে সত্তাসামান্যলক্ষণে পরমসাম্যে ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

সিদ্ধোব্যুত্থানেপি সমাহিতস্থিতিঃ ॥ ৯ ॥

নাভিননন্দ গুণদৃশা ন নিনিন্দ দোষদৃশা ॥ ১০ ॥

কথা বক্ষ্যমাণবিচারলক্ষণা। বাধিতানুবৃত্তস্বমনসা সহ ॥ ১১ ॥

অব্যয়স্য বিষয়োপভোগপ্রযুক্তসামর্থ্যব্যয়রহিতস্যেন্দ্রিয়বর্গস্য ঈশ স্বামিন্ হে মনঃ আনন্দয়ত্যাহ্লাদয়তি সর্ব্বং জগদিত্যানন্দং তথাবিধং সুখং নিরতিশয়ানন্দরূপং সুশোভনং খং আকাশমিতি বা ॥ ১২ ॥

ত্বয়া অগ্রেপি এষৈব নীরাগৈব দশা অবলম্ব্যা। দ্বাবেবকারাববধারণদার্ঢ্যায় ॥ ১৩ ॥

অবলম্ব্যাপরিত্যাজ্যং চাপলং চলতাম্বর ॥ ১৩ ॥
ভো ভো ইন্দ্রিয়চৌরা হে হতাশাহতনামকাঃ ।
যুষ্মাকং নায়মাত্মাস্তি ন ভবন্তস্তথাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥
ব্রজতাং বো বিনাশাংশমাশা বো বিফলীকৃতাঃ ।
ন সমর্থাঃ সমাক্রান্তৌ ভবন্তো ভঙ্গুরাশ্রয়াঃ ॥ ১৫ ॥
বয়মাত্মেতি যৈষা বো বভূব কিল বাসনা ।
তত্ত্ববিস্মৃতিজাতা হি দৃষ্টরজ্জুভুজঙ্গবৎ ॥ ১৬ ॥
অনাত্মন্যাত্মতা সৈষা সৈষা বস্তুন্যবস্তুতা ।
অবিচারেণ বৈ জাতা বিচারেণ ক্ষয়ং গতা ॥ ১৭ ॥
ভবন্তোন্যে বয়ঞ্চান্যে ব্রহ্মান্যৎ কর্ত্তৃতাপরা ।
অন্যোভোক্তান্য আদত্তে কোদোষঃ কস্য কীদৃশঃ ॥ ১৮ ॥
বনেভ্যোদারুসঞ্জাতং রজ্জবোবেণুচর্ম্মণঃ ।
বাসী চায়ঃফলান্যেব তক্ষা গ্রাসার্থমুদ্যতঃ ॥ ১৯ ॥

হে হতাশা ইতি আশানাং পৃথক্ সম্বোধনম্। অয়ং ময়ানুভূয়মান আত্মা যুষ্মাকং নাস্তি ॥ ১৪ ॥

এবং সদাত্মসম্বন্ধাভাবাদ্ধঃ স্বরূপমবশিষ্টং বিনাশাংশং অসদ্রূপকং ব্রজতাম্ সমাক্রান্তৌ মমেতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥

প্রাক্তর্হ্যস্মাকং ত্বৎসমাক্রান্তৌ কুতঃ সামর্থ্যমভূদিতি চেদাত্মতাদাত্ম্যাদ্ধ্যাসবলাদিত্যাহ বয়মিতি ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

এবং বিবেকদর্শনে কস্যাপি ভবৎপ্রযুক্তদোষসম্বন্ধোপি নাস্ত্যেবেত্যাহ ভবন্ত ইতি। ভবন্তঃ করণভূতাঃ। বয়মভিমন্তারঃ। ব্রহ্ম অদ্বয়ম্। কর্ত্তৃতা প্রাণপ্রযুক্তক্রিয়ানিমিত্ততা। ভোক্তা চিদাভাসঃ। আদত্তে মনঃ ॥ ১৮ ॥

এবং চেৎ কথং ব্যবহারকার্য্যনিষ্পত্তিরিতি চেৎ কাকতালীয়ন্যায়াদিতি গৃহদৃষ্টান্তেনাহ বনেভ্য ইত্যাদিনা। বেণুত্বচা কাষ্ঠভারবন্ধনম্। বাসী প্রসিদ্ধা। চকারাৎ কুঠারটঙ্কিকাদয়ঃ অয়সঃ ফলানি প্রয়োজনানি লোহকৃতদারুভরণপ্রযুক্তানীতি যাবৎ। এবং তক্ষা স্বগ্রাসার্থমুদ্যতোন গৃহসিদ্ধয়ে ॥ ১৯ ॥

ইত্থং যথেহ সামগ্র্যা স্বশক্তিস্থপদার্থয়া।
সম্পন্নাঃ কাকতালীয়া দৃঢ়া বরগৃহাকৃতিঃ ॥ ২০ ॥
সম্পন্না কাকতালীয়াৎ স্বশক্তিনিয়তেন্দ্রিয়াঃ।
তথৈব কলিকা লোলং কেব কস্যাত্র খণ্ডনা ॥ ২১ ॥
বিস্মৃতির্ব্বিস্মৃতা দূরং স্মৃতিঃ স্ফুটমনুস্মৃতা।
সৎসঞ্জাতমসচ্চাসৎ ক্ষতং ক্ষীণং স্থিতং স্থিতম্ ॥ ২২ ॥
এবং বিধেন ভগবান্ বিচারেণ মহাতপাঃ।
সোতিষ্ঠন্মুনিশার্দ্দূলো বহূন্ বর্ষগণানিহ ॥ ২৩ ॥
অপুনর্ভবনায়ৈব যত্র চিন্তাস্তমাগতা।
মূঢ়তা চ সুদূরস্থা তত্রাসাববসৎ সদা ॥ ২৪ ॥
যথাভূতপদার্থৌঘদর্শনোত্থমনর্থকম্।
ধ্যানাশ্বাসনমালম্ব্য সোবসৎ সুখগঃ সদা ॥ ২৫ ॥
হেয়াদেয়সমাসঙ্গত্যাগাদানদৃশোঃ ক্ষয়ে।
বীতহব্যমুনেরাসীদিচ্ছানিচ্ছাতিগং মনঃ ॥ ২৬ ॥

এবঞ্চ ভিন্নপ্রয়োজনৈঃ ক্রিয়াকারকৈরর্থান্নিপদ্যমানা গৃহাকৃতিঃ কাকতালীয়ন্যায়াদেবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তথা ইহাপি কার্য্যকরণসঙ্ঘাতে দর্শনশ্রবণবচনাদানাদিফলকস্বস্বশক্তিভির্নিয়তানি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি যাসাং তথাবিধা ব্যবহারকার্য্যকলিকাঃ কাকতালীয়াৎ এব লোলং চলং যথাস্যাৎ তথা সম্পন্নাঃ। তত্র কস্য কেব খণ্ডনা ক্ষতিরস্তি ন কাচিৎ কস্যচিদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

বিস্মৃতিরবিদ্যা। স্মৃতিরাত্মবিদ্যা। তৎফলমাহ সদিতি ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

অস্তং নাশমাগতা। তত্র তস্মিন্ পূর্ণানন্দস্বপ্রকাশপদে ॥ ২৪ ॥

যথাস্থিতে বস্তুনি কদাচিৎ ভ্রান্ত্যা বিচিত্রপদার্থৌঘদর্শনাদুত্থং প্রসক্তমনর্থকং ব্যর্থমেব্যানাশ্বাসং বারয়িতুং পুনঃ পুনর্ধ্যানাশ্বাসনমালম্ব্যেত্যর্থঃ ॥২৫॥

তস্য প্রারব্ধশেষক্ষয়ে কীদৃশং মন আসীত্তদাহ হেয়েতি। হানযোগ্যানামাদানযোগ্যানাঞ্চ বিষয়াণাং সমাসঙ্গে প্রাপ্তাবপি হানাদানদৃশোঃ ক্ষয়ে॥২৬॥

বিদেহকেবলীভাবে সীমান্তে জন্মকর্ম্মণাম্ ।
সংসারসঙ্গসন্ত্যাগ-রসাসবনবেচ্ছয়া ॥ ২৭ ॥
বিবেশ স তয়ৈবান্তে সহ্যাদ্রৌ হেমকন্দরম্ ।
অপুনঃ সঙ্গমায়াশু জগজ্জালমবেক্ষ্য সঃ ॥ ২৮ ॥
বদ্ধপদ্মাসনঃ স্থিত্বা তত্রোবাচাত্মনাত্মনি ।
রাগ নীরাগতাং গচ্ছ দ্বেষ নির্দ্বেষতাং ব্রজ ॥ ২৯ ॥
ভবদ্ভ্যাং সুচিরং কালমিহ প্রক্রীড়িতং ময়া ।
ভোগা নমোস্তু যুষ্মভ্যং জন্মকোটিশতান্যহম্ ॥ ৩০ ॥
ভবদ্ভির্লালিতোলোকে লালকৈরিব বালকঃ ।
ইমামপি পরাং পুণ্যাং নির্ব্বাণপদবীমহম্ ॥ ৩১ ॥
যেন বিস্মারিতস্তস্মৈ সুখায়াস্তু নমোনমঃ ।
ত্বদুত্তপ্তেন হে দুঃখ ময়াত্মান্বিষ্ট আদরাৎ ॥ ৩২ ॥
তস্মাত্ত্বদুপদিষ্টোয়ং মার্গোমম নমোস্তু তে ।
ত্বৎপ্রসাদেন লব্ধেয়ং শীতলা পদবী ময়া ॥ ৩৩ ॥
দুঃখনাম্নে দুঃখতত্ত্ব সুখদাত্মন্নমোস্তু তে ।
কল্যাণমস্তু তে মিত্র সংসারাসারজীবিত ॥ ৩৪ ॥

প্রতিভাসমাত্রেণাপি স্থিতস্য দেহাদিসংসারসঙ্গস্য সন্ত্যাগে পরিশিষ্যমাণে ব্রহ্মরসমকরন্দেন চেচ্ছয়া উৎকণ্ঠয়া বিবেশেতি পরেণাম্বয়ঃ । সন্ত্যাগে বাঞ্ছা-মাপাতিশায়িনীমিতি পাঠে তু স্পষ্টম্ ॥ ২৭ ॥

তয়া বাঞ্ছয়া ॥ ২৮ ॥

সহজশত্রুষু রাগদ্বেষাদিষ্বপি নির্দ্দেষতাং মৈত্রীঞ্চ ভাবয়ন্ গন্তুকাম ইব হিতমুপদিশন্ প্রণম্য তানামন্ত্রয়তে রাগেত্যাদিনা ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

সুখায় বিষয়সুখলবায় । ত্বয়া উত্তপ্তেন, সন্তাপিতেন ময়া ॥ ৩২ ॥

তস্মাৎ গুরুণেব ত্বয়া উপদিষ্টোয়ং বিবেকমার্গঃ ॥ ৩৩ ॥

হে দুঃখস্য তত্ত্বভূত সুখদ আত্মন্! ইদানীং জ্ঞানজননোপকারিণং

দেহ স্থিতিরিয়ং যাবো বয়মাত্মীয়মাস্পদম্।
প্রয়োজনানাং জন্তূনামহোনু বিষমা গতিঃ ॥ ৩৫ ॥
দেহেনাপি বিযুজ্যেহং ভূত্বা জন্মশতান্যপি।
মিত্রকায় ময়া যত্ত্বং ত্যজ্যসে চিরবান্ধবঃ ॥ ৩৬ ॥
ত্বয়ৈবাত্মন্যুপানীতা সাত্মজ্ঞানবশাৎ ক্ষতিঃ।
অধিগম্যাত্মবিজ্ঞানমাত্মনাশঃ কৃতস্ত্বয়া ॥ ৩৭ ॥
দেহ নান্যেন ভগ্নোসি ত্বয়ৈবৈতদুপাসিতম্।
একাকিন্যাপি শুষ্যন্ত্যা প্রশান্তে ময়ি দীনয়া ॥ ৩৮ ॥
ত্বয়া দুঃখং ন কর্ত্তব্যং মাতস্তৃষ্ণে ব্রজাম্যহম্।
ক্ষন্তব্যাঃ কাম ভগবন্ বিপরীতাপরাধজাঃ ॥ ৩৯ ॥
দোষা উপশমৈকান্তং ব্রজাম্যাদিশ মঙ্গলম্।
চিরাচ্চিরায় চেদানীমম্ব তৃষ্ণে কিলাবয়োঃ ॥ ৪০ ॥

দেহং প্রার্থ্যামন্ত্রয়তি কল্যাণমিত্যাদিনা ॥ ৩৪ ॥

হে দেহ ইয়মাবয়োর্ব্বিযুক্তিস্থিতিরনাদিনিয়তিস্বভাবঃ। সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা ইতিন্যায়াদিতি ভাবঃ। জন্তূনাং প্রাণিনাং সম্বন্ধিনাং প্রয়োজনানাং স্বার্থানামিয়ং গতিঃ রীতির্ব্বিষমা। যান্নিপ্সয়া অত্যন্তমিত্রস্বজনানপি বিহায় পুরুষা ধাবন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

তদেব স্পষ্টাপ্যুপস্থিতমিত্যাহ দেহেনাপীতি ॥ ৩৬ ॥

নায়ং মমাপরাধস্ত্বয়া স্বনাশার্থমেব মদুপকারঃ কৃত ইত্যনুশোচন্নিবাহ ত্বয়ৈবেতি ॥ ৩৭ ॥

এতৎ ত্বয়ৈবোপাসিতমনুষ্ঠিতম্। ইদানীং তৃষ্ণাং প্রার্থয়তে। একাকিন্যেতি ॥ ৩৮ ॥

তজ্জয়ার্থং ত্বদ্বিপরীতবৈরাগ্যসেবনাদ্যপরাধজা মদ্দোষাঃ ॥ ৩৯ ॥

উপশমৈকান্তং আত্যন্তিকোপশমম্। আদিশ আশাস্ব। পুনরাবৃত্ত্যা তৃষ্ণামুখদর্শনপ্রসক্তিং বারয়ন্নাহ চিরাদিতি। চিরাদপি চিরায় শাশ্বত ইতি যাবৎ। ইদানীং আরভ্যেতি শেষঃ ॥ ৪০ ॥

বিয়োগোযোগদোষেণ প্রণামোয়ং স পশ্চিমঃ।
নমঃ সুকৃতদেবায় ভবতেস্তু ত্বয়া পুরা ॥ ৪১ ॥
নরকেভ্যঃ সমুত্তার্য্য স্বর্গেহমভিযোজিতঃ।
কুকার্য্যক্ষেত্ররূঢ়ায় নরকস্কন্ধবাহিনে ॥ ৪২ ॥
শাসনাপুষ্পভারায় নমোদুষ্কৃতশাখিনে।
যেন সার্দ্ধং চিরং বহ্ব্যো ভুক্তাঃ প্রাকৃতযোনয়ঃ ॥ ৪৩ ॥
অদ্য প্রভৃত্যদৃশ্যায় তস্মৈ মোহাত্মনে নমঃ।
প্রধ্বনদ্বংশমধুর বচসে পত্রবাসসে ॥ ৪৪ ॥
নমোগুহাতপস্বিন্যৈ বয়স্যায়ৈ সমাধিষু।
সংসারাধ্বনি খিন্নস্য ত্বং মমাশ্বাসকারণম্ ॥ ৪৫ ॥
আসীর্ব্বয়স্যা সুস্নিগ্ধা সর্ব্বলোভাপহারিণী।
সর্ব্বসঙ্কটখিন্নেন দোষেভ্যোদ্রবতা ময়া ॥ ৪৬ ॥
ত্বমেকা শোকনাশার্থমাশ্রিতা পরমা সখী।
সঙ্কটাবটকুঞ্জেষু হস্তালম্বনদায়িনে ॥ ৪৭ ॥

সুকৃতং পুণ্যং তল্লক্ষণায় দেবায় ॥ ৪১ ॥

কুকার্য্যং নিষিদ্ধাচরণং তল্লক্ষণে ক্ষেত্রে ভূমৌ রূঢ়ায়। নরকলক্ষণানাং স্কন্ধানাং বৃহচ্ছাখানাং বহনশীলায় ॥ ৪২ ॥

শাসনাঃ যাতনা এব পুষ্পভারো যস্য ॥ ৪৩ ॥

প্রধ্বনদ্ভির্ব্বংশৈঃ কীচকৈর্ম্মধুরবচসে শীর্ণপত্রাণ্যেব বাসাংসি যস্যাস্তথা-বিধায়ৈ গুহালক্ষণায়ৈ তপস্বিন্যৈ ॥ ৪৪ ॥

আশ্বাসকারণমিত্যজহল্লিঙ্গং গুহাবিশেষণম্ ॥ ৪৫ ॥

সুস্নিগ্ধা অত্যন্তস্নেহবতী বয়স্যা আসীঃ অভূঃ। পূর্ণাত্মবিশ্রান্তিদানেন সর্ব্বলোভাপহারিণী। দোষেভ্যঃ সমাধিবিঘ্নেভ্যঃ ॥ ৪৬ ॥

ইদানীং দণ্ডকাষ্ঠগুণান্ বর্ণয়ংস্তং নমস্যতি সঙ্কটেতি। সঙ্কটেষু সর্পাদি-ভয়েষু বিষমপ্রদেশেষু চ। তথা অবটেষু গর্ত্তেষু কুঞ্জেষু চ হস্তস্য আল-ম্বনদায়িনে ॥ ৪৭ ॥

বার্দ্ধকৈককান্তসুহৃদে দণ্ডকাষ্ঠায় তে নমঃ।
অস্থিপঞ্জরমাত্মীয়ং তথা রক্তান্ত্রতন্তুকম্ ॥ ৪৮ ॥
এতাবন্মাত্রসারৈকং গৃহীত্বা গচ্ছ দেহক।
পয়ঃক্ষোভপ্রকারেভ্যঃ স্নানেভ্যোপি নমোস্তু তে ॥ ৪৯ ॥
নমোস্তু ব্যবহারেভ্যঃ সংস্থিতিভ্যোনমোস্তু তে।
এতে ভবন্তঃ সহজাঃ প্রাক্তনাঃ সুহৃদোময়া ॥ ৫০ ॥
ক্রমেণাদ্যোৎকৃতাঃ প্রাণাঃ স্বস্তি বোস্তু ব্রজাম্যহম্।
ভবদ্ভিঃ সহ চিত্রাসু ময়া বহ্বীষু যোনিষু ॥ ৫১ ॥
বিশ্রান্তং গিরিকুঞ্জেষু শ্রান্তং লোকান্তরেষু চ।
ক্রীড়িতং পুরপীঠান্তরুষিতং পর্ব্বতেষু চ ॥ ৫২ ॥
স্থিতং কার্য্যবিলাসেষু প্রস্থিতং বিবিধাধ্বসু।
ন তদস্তি জগৎকোষে ভবদ্ভিঃ সহ যন্ময়া ॥ ৫৩ ॥
ন কৃতং ন হৃতং যাতং ন দত্তং নাবলম্বিতম্।
ইদানীং স্বাং দিশং যাস্ত ভবন্তোযাম্যহং প্রিয়াঃ ॥ ৫৪ ॥

ইদানীং দেহভাগং সর্ব্বং দেহায় নিবেদয়তি অস্থীতি ॥ ৪৮ ॥

এতাবন্মাত্রমেব সারং তত্ত্বং যস্য তথাবিধমেকং স্বমসাধারণভাগং গৃহীত্বা গচ্ছ স্বাঃ প্রকৃতীঃ। হে দেহক পয়সোজলস্য ত্বদীয়মলদৌর্গন্ধ্যস্বেদাদিনা দূষণাৎ যে ক্ষোভা অপরাধাস্তদীয়প্রকারভেদরূপেভ্যস্তে স্নানেভ্যঃ শুচিত্বসম্পাদনোপায়েভ্যোপি নমোস্তু ॥ ৪৯ ॥

তথা ভোজনশয়নাভ্যঞ্জনালঙ্করণাদিব্যবহারেভ্যস্তৎসামগ্রীসম্পাদনায়েতস্ততোধাবনলক্ষণাভ্যস্তে সংস্থিতিভ্যশ্চ নমোস্তু। হে প্রাণাঃ সহজাঃ সুহৃদোময়া অদ্য সুহৃদাং নমস্কারক্রমেণ এতে ভবন্তোপি উৎকৃতা উৎকৃষ্টাঃ কৃতাঃ নমস্কৃতা ইতি যাবৎ ॥ ৫০ ॥

প্রাক্তনসুহৃত্ত্বমেব বর্ণয়তি ভবদ্ভিরিতি ॥ ৫১ ॥

পুরাণাং পীঠানাং সিদ্ধক্ষেত্রাণামন্তঃ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

ন কৃতং ন হৃতং ন দত্তঞ্চ হস্তাভ্যাম্। ন যাতং পদ্ভ্যাম্। নাব-

সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তাঃ সর্ব্বে সংসারবর্ত্মনি ॥ ৫৫ ॥
অয়ং চাক্ষুষ আলোকো বিশত্বাদিত্যমণ্ডলম্।
বিশন্তু বনপুষ্পাণি সৌগন্ধ্যানন্দসম্বিদঃ ॥ ৫৬ ॥
প্রাণানিলস্তথা স্পন্দং বিশত্বদ্য প্রভঞ্জনম্।
বিশন্ত্বাকাশকুহরং শব্দশ্রবণশক্তয়ঃ ॥ ৫৭ ॥
ইন্দুমণ্ডলমায়াতু রসনা রসশক্তয়ঃ।
নির্ম্মন্দর ইবাম্ভোধির্গতার্ক ইব বাসরঃ ॥ ৫৮ ॥
শরদীব ঘনঃ স্বৈরং প্রাপ্তঃ কল্পান্তসর্গবৎ।
ওঙ্কারান্তেস্তমননং প্রশাম্যাম্যাত্মনাত্মনি।
দগ্ধেন্ধন ইবার্চ্চিষ্মান্নিঃস্নেহ ইব দীপকঃ ॥ ৫৯ ॥

লম্বিতং মনসা চ। ভবন্তঃ স্বাং দিশং প্রকৃতিং যান্তু। অহং ব্রহ্ম যামি। হে প্রিয়াঃ ॥ ৫৪ ॥

কিমর্থমস্মান্ প্রকৃতিষু বিলাপয়সি কার্য্যকরণসঙ্ঘাতাত্মনৈব স্থিত্বা ভোগ্যানিচয়ানেব পূর্ব্ববৎ কুতোন প্রাপ্স্যামস্তত্রাহ সর্ব্বে ইতি হে সর্ব্বে প্রাণাদয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ইদানীং প্রত্যেকমিন্দ্রিয়াদীনাং প্রাপ্তব্যাঃ প্রকৃতীর্বিভজ্য দর্শয়তি অয়মিত্যাদিনা। সৌগন্ধ্যানন্দসম্বিৎপদেন তৎকরণং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং লক্ষ্যতে। বনপুষ্পপদেন চ গন্ধমাত্রলায়া পৃথিবী ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

এবমিন্দুমণ্ডলপদেনাপোগ্রাহ্যা ইতি ক্রমেণ গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠামিতি শ্রুতিপ্রদর্শিতদিশা সর্ব্বে স্বাং স্বাং প্রকৃতিং যান্ত্বিত্যর্থঃ। এবং যুস্মাসু উপাধিভূতেষু গতেষু ভবৎপ্রতিবিম্বিতচিদাভাসাত্মা জীবভূতোহমপি স্ববিম্বভূতে প্রণবার্দ্ধমাত্রালক্ষ্যে ব্রহ্মাত্মনি প্রশাম্যামীত্যাহ নির্ম্মন্দর ইত্যাদিনা ॥ ৫৮ ॥

স্বং ঈরয়তি জনয়তীতি স্বৈরং স্বোপাদানং বিলয়েন প্রাপ্তোঘন ইব কল্পান্তে প্রলয়কালে সর্গবৎ প্রপঞ্চ ইব চ। স্বমননং সুষ্ঠু অমননমাত্যন্তিকমনঃশান্তির্যথা স্যাৎ তথা ॥ ৫৯ ॥

ব্যপগতাখিলকার্য্যপরম্পরঃ
সকলদৃশ্যদশাতিগতস্থিতিঃ ।
প্রণবশান্ত্যনুসংস্থিতিশান্তধী
র্বিগতমোহমলোঽয়মহং স্থিতঃ ॥ ৬০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে ইন্দ্রিয়বর্গনিরাকরণোপদেশো নাম ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৬ ॥

দীর্ঘোচ্চারিতস্য প্রণবস্য ব্রহ্মরন্ধ্রে শান্তিমনুস্থিত্যা শান্তা ব্রহ্মাকারতামাত্রপ্রাপ্ত্যা উপরতা ধীর্যস্য। তত এব বিগতপ্রারব্ধপ্রতিবন্ধশিষ্টাবিদ্যালেশমলা ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ।

—○()•()○—

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং কলিতবানন্তঃ প্রশান্তমননৈষণঃ।
শনৈরুচ্চারয়ংস্তারং প্রণবং প্রাপ্তভূমিকঃ ॥ ১ ॥
মাত্রাদিপাদভেদেন প্রণবং সংস্মরন্ যতিঃ।
অধ্যারোপাপবাদেন স্বরূপং শুদ্ধমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরান্ ভাগান্ স্থূলান্ সূক্ষ্মতরানপি।
ত্রৈলোক্যসম্ভবাংস্ত্যক্ত্বা সঙ্কল্পাকল্পকল্পিতান্ ॥ ৩ ॥
তিষ্ঠন্নক্ষুভিতাকার শ্চিন্তামণিরিবাত্মনি।

যেন ক্রমেণ সম্প্রাপ্তো বীতহব্যোবিদেহতাম্।
প্রণবাস্তং সমালম্ব্য স ক্রমোত্র নিরূপ্যতে ॥ ১ ॥

এবং বক্ষ্যমাণক্রমেণ তাবদত্যুচ্চৈঃ স্বরং প্রণবং শনৈর্দৈর্ঘ্যাপাদনেনো-চ্চারয়ন্ সন্ মননৈষণা প্রশান্তিক্রমেণ প্রাপ্তষষ্ঠসপ্তমভূমিকোভূত্বা অন্তঃ স্বহৃদি ব্রহ্ম কলিতবান্ প্রাপ্তবান্ ॥ ১ ॥

যতিঃ সংন্যাসী বীতহব্যঃ। " ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব" ইতি মাণ্ডুক্যশ্রুতিদর্শিতক্রমেণ অকারোকারমকারাখ্যমাত্রাভিরর্দ্ধমাত্রয়া চ কল্পিতেন স্থূলসূক্ষ্মাব্যাকৃততুরীয়লক্ষণপাদভেদেন প্রণবং সংস্মরন্ সন্ পঞ্চীকরণোক্তেন বিরাট্‌হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতলক্ষণানাং পাদানাং তুর্য্যে প্রথমং " জাগরিতস্থানোবহিঃপ্রজ্ঞ " ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তদিশা অধ্যারোপেণ " নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘন" মিত্যাদ্য-পবাদেন চ স্থূলসূক্ষ্মকারণরূপানপি সবাহ্যাভ্যন্তরান্ ভাগাংস্ত্যক্ত্বা শুদ্ধমব্যয়ং-স্বরূপং দৃষ্ট্বা প্রপঞ্চোপশমং " শিবং শান্তমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা

সম্পূর্ণ ইব শীতাংশুর্ব্বিশ্রান্ত ইব মন্দরঃ ॥ ৪ ॥
কুম্ভকারগৃহে চক্রং সংরোধিত ইব ভ্রমাৎ।
অম্ভোধিরিব সম্পূর্ণ স্তিমিতস্ফারনির্ম্মলঃ ॥ ৫ ॥
শান্ততেজস্তমঃপুঞ্জং বিগতার্কেন্দুতারকম্।
অধূমাভ্ররজঃ স্বচ্ছমনন্তং শরদীব খম্ ॥ ৬ ॥
সহ প্রণবপর্য্যন্ত দীর্ঘনিঃস্বনতন্তুনা।
জহাবিন্দ্রিয়তন্মাত্রজালং গন্ধমিবানিলঃ ॥ ৭ ॥
ততো জহৌ তমোমাত্রং প্রতিভাতমিবাম্বরে।
উত্তিষ্ঠৎ প্রস্ফুরদ্রূপং প্রাজ্ঞঃ কোপলবং যথা ॥ ৮ ॥
প্রতিভাতং ততস্তেজোনিমেষার্দ্ধং বিচার্য্য সঃ।
জহৌ বভূব চ তদা ন তমো ন প্রকাশকম্ ॥ ৯ ॥
তামবস্থামথাসাদ্য মনসা তন্মনস্তৃণম্।
মনাগপি প্রস্ফুরিতং নিমিষার্দ্ধাদশাতয়ৎ ॥ ১০ ॥
ততোঽঙ্গ সম্বিদং স্বস্থাং প্রতিভাসমুপাগতাম্।
সদ্যোজাতশিশুজ্ঞান সমানকলনামলম্ ॥ ১১ ॥

স বিজ্ঞেয়" ইতিশ্রুত্যুক্তে তুর্য্যে তত্রাত্মনি তিষ্ঠন্ সন্ প্রণবপর্য্যন্তং দীর্ঘনিঃস্বনতন্তুনা সহ ইন্দ্রিয়তন্মাত্রজালং জহাবিতি যত্নেন সম্বন্ধঃ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ভ্রমাৎ ভ্রমণাৎ সংরোধিতে সতি কুম্ভকারগৃহে চক্রমিবাক্ষুভিতাকারঃ ॥ ৫ ॥

তেজস্তমসোর্যুগপচ্ছান্ত্যপ্রসিদ্ধেরভূতোপমেয়ম্ ॥ ৬ ॥

প্রণবস্য পর্য্যন্তোগ্রভাগস্তল্লক্ষণেন দীর্ঘনিঃস্বনতন্তুনা সহ জহাবিত্যাদি-সর্ব্বঃ স্থূলসূক্ষ্মেতরানপি ত্যক্ত্বেত্যস্তৈব প্রপঞ্চঃ ॥ ৭ ॥

তত উত্তিষ্ঠৎ সাক্ষিণা প্রস্ফুরদ্রূপং তমোমাত্রম্ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

তাং তমঃ প্রকাশশূন্যামবস্থামাসাদ্য তৎকল্পনাহেতুং মনস্তৃণং অশাতয়ৎ ছিন্নবান্ ॥ ১০ ॥

অঙ্গেতি সম্বোধনে। প্রতিভাসং নিবাতদীপবৎ স্ফুটপ্রকাশতামালম্ব্য তামপি কলনাং তৎপ্ররোহাৎ প্রাগেব নিমেষার্দ্ধার্দ্ধভাগেন কালেন জহৌ।

নিমেষার্দ্ধার্দ্ধভাগেন কালেন কলনাং প্রভুঃ।
জহৌ চিতশ্চেত্যদশাং স্পন্দশক্তিমিবানিলঃ ॥ ১২ ॥
পশ্যন্তীপদমাসাদ্য সত্তামাত্রাত্মকং ততঃ।
প্রসুপ্তপদমালম্ব্য তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥ ১৩ ॥
ততঃ সুষুপ্তসংস্থানং স্থিত্বা স্থিত্বা বিভুর্মনাক্।
সুষুপ্তে স্থৈর্য্যমাসাদ্য তুর্য্যরূপমুপাযযৌ ॥ ১৪ ॥
নিরানন্দোপি সানন্দঃ সচ্চাসচ্চাপি তত্র সঃ।
আসীন্ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিত্তৎ প্রকাশস্তিমিরং যথা ॥ ১৫ ॥
অচিন্ময়ং চিন্ময়ঞ্চ নেতি নেতি যদুচ্যতে।
ততস্তৎসম্বভূবাসৌ যদ্গিরামপ্যগোচরঃ ॥ ১৬ ॥
তদসৌ সুসমং স্ফারং পদং পরমপাবনম্।
সর্ব্বভাবান্তরগতমভূৎ সর্ব্ববিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৭ ॥
যচ্ছূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাম্বরম্।

স এব চিতশ্চেত্যদশাত্যাগ ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

অনয়া রীত্যা সাক্ষিমাত্রপরিশেষলক্ষণং পশ্যন্তীপদমাসাদ্য তদেব বিম্নাদিবাধপরিশিষ্টসত্তামাত্রাত্মকং কারণতত্ত্বমিতি তত্ত্বাবস্থিতিলক্ষণং সুষুপ্তপদমালম্ব্যেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

এতে এব ষষ্ঠসপ্তমভূমিকে সদেহাবস্থে ততঃ সাক্ষিসদৈকরস্যে নিরতিশয়াখণ্ডানন্দাবির্ভাবাৎ প্রারব্ধশেষেণ সহ আত্যন্তিকপ্রতিভাসনাশে বিদেহকৈবল্যাবাপ্তিং দর্শয়তি তুর্য্যরূপমিতি ॥ ১৪ ॥

ততঃ কিমাসীদিতি চতুর্থপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ নিরানন্দ ইত্যাদিনা। বিষয়ানন্দশূন্যোপি স্বরূপেণৈব সানন্দঃ। স্বাতিরিক্তসত্তাশূন্যোপি সদ্রূপ ইত্যেবং সর্ব্বং যোজ্যম্। যথা নক্তংদৃশাং তিমিরমেব প্রকাশস্তদ্বৎ ॥ ১৫ ॥

চেত্যাভাবাদচিন্ময়ং স্বতশ্চিদেব চিন্ময়ম্ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

সর্ব্ববাদিভির্নানাবিকল্পৈঃ স্বস্বসিদ্ধান্ততয়া বিকল্পিতমপি তদেবেত্যাহ যদিত্যাদিনা ॥ ১৮ ॥

বিজ্ঞানমাত্রং বিজ্ঞানবিদাং যদমলং পদম্ ॥ ১৮ ॥
পুরুষঃ সাঙ্খ্যদৃষ্টীনামীশ্বরোযোগবাদিনাম্ ।
শিবঃ শশিকলাঙ্কানাং কালঃ কালৈকবাদিনাম্ ॥ ১৯ ॥
আত্মাত্মনস্তদ্বিদুষাং নৈরাত্ম্যং তাদৃশাত্মনাম্ ।
মধ্যং মাধ্যমিকানাঞ্চ সর্ব্বং সুসমচেতসাম্ ॥ ২০ ॥
যৎ সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তো যৎ সর্ব্বহৃদয়ানুগম্ ।
যৎ সর্ব্বং সর্ব্বগং সার্ব্বং যত্তত্তৎ সদসৌ স্থিতঃ ॥ ২১ ॥
যদনুত্তমনিঃস্পন্দং দীপ্যতে তেজসামপি ।
স্বানুভূতৈকমাত্রং যৎ যত্তত্তৎ সদসৌ স্থিতঃ ॥ ২২ ॥
যদেকঞ্চাপ্যনেকঞ্চ সাঞ্জনঞ্চ নিরঞ্জনম্ ।
যৎ সর্ব্বঞ্চাপ্যসর্ব্বঞ্চ যত্তত্তৎ সদসৌ স্থিতঃ ॥ ২৩ ॥

অজমজরমনাদ্যনেকমেকং
পদমমলং সকলঞ্চ নিষ্কলঞ্চ ।

শশিকলাঙ্কানাং শৈবানাম্। শিবমতস্থানামিতি পাঠেপি স এবার্থঃ ॥১৯॥
তৎ আত্মনো বিদুষামাত্মা। ন লোকেতি নিষেধবিষয়ে ষষ্ঠী ছান্দসী। নৈরাত্ম্যং ক্ষণিকবিজ্ঞানসন্তানঃ। স হি স্থায়িত্বেন ভাসমানো নাস্ত্যেবেতি নৈরাত্ম্যম্। তাদৃশাত্মনাং সৌত্রান্তিকবৈভাষিকাণাম্। মাধ্যমিকানাং চিদ-চিন্মধ্যমশূন্যমাত্রং তত্ত্বমিতি বাদিনাম্। সুসমচেতসাং জীবন্মুক্তানাং সর্ব্বং নিরবশেষপূর্ণম্। শূন্যবাদিভিক্ষপক্রম্য সর্ব্ববাদিভিক্ষপসংহারস্তয়োঃ পরি-চ্ছেদাপরিচ্ছেদবাদে পরমাবধিতা ইতরেষাস্তু আন্তরালিকমতানামুভয়মিশ্রণং তারতম্যবৈচিত্র্যেণোত্থানমিতি দ্যোতনায়েতি বোধ্যম্ ॥ ২০ ॥

সর্ব্বস্তু তত্ত্বং সার্ব্বং ঈদৃশং যৎ সৎ অসৌ তৎ সৎ তদ্রূপা স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যৎ অনুত্তমনিঃস্পন্দমত্যন্তনিষ্ক্রিয়ম্ । ব্যোম্যপি জন্মাদিক্রিয়াসত্বাৎ ততোপি কূটস্থমিত্যর্থঃ। তেজসামপি ভাসকতয়েতি শেষঃ। যৎ স্বানু-ভূত্যেকমাত্রং যৎ তৎ প্রসিদ্ধং সৎ তদসাবিতি প্রাগ্বৎ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

স্থিত ইতি স তদা নভঃস্বরূপা
দপি বিমলস্থিতিরীশ্বরঃ ক্ষণেন ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে বীতহব্যনির্ব্বাণোপদেশো নাম সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৭ ॥

স বীতহব্য ইতি উক্তক্রমেণ মুক্তদৃশা নভঃস্বরূপাদপি নির্ম্মলস্থিতিঃ সন্নজমজরমনাদ্যেকমমলং নিষ্কলং পদং ভূত্বা স্থিতঃ। বদ্ধদৃশা তু ক্ষণেন ঈশ্বরঃ সন্ স্বকার্য্যভেদৈরনেকং সকলঞ্চ ভূত্বা স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ ।

—০০*০০—
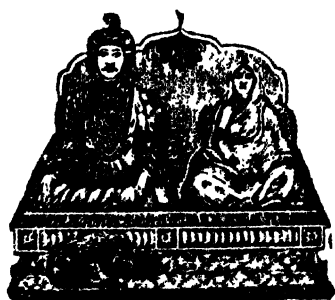
বশিষ্ঠ উবাচ ।

প্রাপ্য সংসৃতিসীমান্তং দুঃখাব্ধেঃ পারমাগতঃ ।
বীতহব্যঃ শশামৈবমপুনর্ম্মননে মুনিঃ ॥ ১ ॥
তস্মিংস্তথোপশান্তে হি পরাং নির্ব্বৃতিমাগতে ।
পয়ঃকণ ইবাম্ভোধৌ স্বে পদে পরিণামিনি ॥ ২ ॥
তথৈব তিষ্ঠন্নিঃস্পন্দঃ সকায়োম্লানিমাযযৌ ।
অন্তর্ব্বিরসতাং প্রাপ্য মার্গশীর্ষান্তপদ্মবৎ ॥ ৩ ॥
তস্য দেহক্রমান্তঃস্থং ত্যক্ত্বা হৃন্নীড়মাযযুঃ ।
প্রোড্ডীয় বিহগায়ন্তো যন্ত্রোন্মুক্তা ইবাসবঃ ॥ ৪ ॥

বীতহব্যে বিমুক্তে তৎ প্রাণানাং হৃদি সন্নয়ঃ ।
বর্ণ্যতে দেহসংশোষঃ কলানাং কারণে লয়ঃ ॥ ১ ॥

এবমুক্তরীত্যা অপুনর্ম্মননে আত্যন্তিকমনোনাশে সতি ॥ ১ ॥

পরিণামিতি পরিনিষ্ঠিতে সতি। অপরিণামিনীতি বা ছেদঃ ॥ ২ ॥

মার্গশীর্ষস্যান্তে হেমন্তে পদ্মবৎ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বদেহব্যাপিনাং প্রাণানাং হৃদ্যুপসংহারমাহ তস্যেতি। তস্য অসবঃ প্রাণা দেহক্রমস্যান্তঃস্থং তত্তন্নাড়ীস্থানং ত্যক্ত্বা হৃদম্বুজং নীড়ং প্রতি আযযুঃ। দেহক্রমান্তঃস্থং হৃন্নীড়ং ত্যক্ত্বা বহিরাযযুরিতি তু ন ব্যাখ্যেয়ম্। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতীত্যাদিশ্রুতিবিরোধাপত্তেঃ সর্ব্বকর্ম্মবাসনানাশেনোৎক্রমণে বীজপ্রয়োজনয়োরভাবাচ্চেতি। বিহগায়ন্তো বিহগবদাচরন্তঃ। লোহিতাদিত্বাৎ ক্যষ্। যন্ত্রেভ্য উন্মুক্তাঃ শিলা ইব ॥ ৪ ॥

ভূতেম্বেব প্রতিষ্ঠানি ভূতানি সকলান্যলম্ ।
মাংসাস্থিযন্ত্রদেহস্তু বনাবনিতলে বসৎ ॥ ৫ ॥
চিদর্ণবপ্রতিষ্ঠা চিৎ ধাতবো ধাতুষু স্থিতাঃ ।
স্বে স্বরূপে স্থিতং সর্ব্বং মুনাবুপশমং গতে ॥ ৬ ॥
এষা তে কথিতা রাম বিচারশতশালিনী ।
বিশ্রান্তির্বীতহব্যস্য প্রজ্ঞয়ৈনাং বিবেচয় ॥ ৭ ॥
এবং প্রকারয়া চার্ব্ব্যা স্ববিচারণয়েদ্ধয়া ।
তত্ত্বমালোক্য তৎসারমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাঘব ॥ ৮ ॥
যদেতদখিলং রাম ভবতে বর্ণিতং ময়া ।
যদিদং বর্ণয়াম্যদ্য বর্ণয়িষ্যামি যচ্চ বা ॥ ৯ ॥
ত্রিকালদর্শিনা নিত্যং চিরঞ্চ কিল জীবতা ।
বিচারিতঞ্চ দৃষ্টঞ্চ ময়া তদখিলং স্বয়ম্ ॥ ১০ ॥

ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসোভবন্তি তদাথা পেশস্কারী পেশসোমাত্রামুপাদায়েত্যাদিশ্রুত্যা তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতিপরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যামিতি বাদরায়ণোক্তন্যায়াচ্চ পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিতাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মসমবায্যপ্‌শব্দবাচ্যসোমাজ্যপয়ঃপ্রভৃতিভূতমাত্রাসহিতস্যৈব লিঙ্গস্য চন্দ্রমণ্ডলারূঢ়স্য ভোগান্তে আকাশাদিক্রমেণ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবপুরুষযোষিদনুপ্রবেশেন পুরুষাকারতাপ্রাপ্ত্যবগমাং তাসাং ভূতমাত্রাণাং কারণানুপ্রবেশমাহ ভূতেম্বেবেতি। সকলানি প্রাণাদিনামান্তষোড়শকলাসহিতানি। যস্তু পিতৃমাতৃমলজঃ স্থূলতরাংশঃ স তত্রৈব স্থিত ইত্যাহ মাংসেতি ॥ ৫ ॥

চিৎ লিঙ্গে বিম্বিতা জীবচিৎ স্ববিম্বভূতে চিদ্দর্পণে প্রবিষ্টৈব। ধাতবস্ত্বগসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রাণি। ধাতুষু স্বোপাদানেষু ॥ ৬ ॥

উপসংহরতি এষেতি ॥ ৭ ॥

চার্ব্ব্যা রমণীয়য়া। বোতো গুণবচনাদিতি ঙীষ্ ॥ ৮ ॥

ইদানীং ভগবান্ বশিষ্ঠঃ কৃপাতিশয়েনোক্তোচ্যমানবক্ষ্যমাণগ্রন্থস্য চিরায়ুর্ভিঃ সর্ব্বদর্শিভিরস্মদাদিভিঃ সর্ব্বপ্রকারৈরসকৃৎকৃতানাং বিচারাণাং লোকশাস্ত্রশ্রুতিভিরন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাঞ্চ পরীক্ষ্য ভূয়োভূয়োদর্শনস্য চ ঐকাত্ম্য-

তদেতামমলাং দৃষ্টিমবলম্ব্য মহামতে।
জ্ঞানমাসাদয় পরং জ্ঞানান্মুক্তির্হি লভ্যতে ॥ ১১ ॥
জ্ঞানান্নির্দ্দুঃখতামেতি জ্ঞানাদজ্ঞানসংক্ষয়ঃ।
জ্ঞানাদেব পরা সিদ্ধির্নান্যস্মাদ্রাম বস্তুতঃ ॥ ১২ ॥
জ্ঞানেন সকলামাশাং বিনিকৃত্য সমং ততঃ।
শাতিতাশেষচিন্তাদ্রির্ব্বীতহব্যোমুনীশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥
বীতহব্যাত্মিকা সম্বিৎ সঙ্কল্পজগতীতি সা।
অনুভূতবতী দৃশ্যমিদমেব চ তজ্জগৎ ॥ ১৪ ॥
বীতহব্যোমনোমাত্রং মনোহং ত্বমিবৈন্দ্রিয়ঃ।
মনোজগদিদং কৃৎস্নমন্যতানন্যতে তু কে ॥ ১৫ ॥
অধিগতপরমার্থঃ ক্ষীণরাগাদিদোষঃ
সকলমলবিকারোপাধিসঙ্গাদ্যপেতঃ।

দৃষ্টিমবলম্ব্য জ্ঞানপ্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তিরেব ফলং নাতঃ পরং পুরুষৈঃ সম্পাদ্যমস্তীতি নির্ণীতমিতি বিশ্বাসদার্ঢ্যায়াহ যদেতদিত্যাদিনা ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

শাতিতঃ খণ্ডিতঃ অশেষঃ সংস্কারশেষেণাপ্যনবশেষিতশ্চিন্তাদ্রির্যেন তথা-বিধোভূরিতি শেষঃ ॥ ১৩ ॥

নন্থ বীতহব্যেন স্বহৃদি সঙ্কল্পময়ং জগৎ তত্র গণত্বঞ্চানুভূতমিত্যুক্তং তজ্জগদন্তর্গতং সূর্য্যং প্রবিশ্য তত্রত্যাং পিঙ্গলদ্বারা এতজ্জগদ্রুপ্রতিষ্ঠস্বদে-হোদ্ধারঃ কথং কৃতঃ। ন হি স্বাপ্নকুদ্দালৈর্জ্জাগ্রন্নিধিখননং দৃষ্টমিতি রামাশংকাং লিঙ্গৈরালক্ষ্যাহ বীতহব্যেতি। সা বীতহব্যাত্মিকা সম্বিৎ স্ব-হৃদয়োপলক্ষিতে ব্রহ্মণি ইদমস্মদাদিসাধারণমেব দৃশ্যং স্বসঙ্কল্পজগতী ইত্যনু-ভূতবতী নাপূর্ব্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ইতশ্চ ইদমেব তজ্জগদিত্যাহ বীতহব্যইতি। ঐন্দ্রিয়ঃ অস্মদাদিচক্ষু-রাদিদৃশ্যোবীতহব্যোহস্মদীয়মনোমাত্রম্। যতোস্মন্মন এবাহমিব ত্বমিব ভাসতে। মন এবেদং কৃৎস্নং জগৎ তত্রান্যতানন্যতে কে। ন হি বন্ধ্যাভেদেন তৎপুত্রা ভিদ্যন্তে ন ভিদ্যন্তেবেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

চিরমনুস্মৃতমন্তঃ স্বং স্বভাবং বিবেকী
পদমমলমনন্তং প্রাপ্তবান্ শান্তশোকঃ ॥ ১৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে বীতহব্যবিশ্রান্তির্নামা-
ষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৮ ॥

এবং রামং সমাধায় প্রকৃতমেবার্থমাহ অধিগতেতি। সকলেভ্যোঽবিদ্যা-কামকর্ম্মাদিমলেভ্যস্তৎপ্রযুক্তেন্দ্রিয়বিকারেভ্যোদেহত্রয়োপাধিভ্যস্তৎপ্রযুক্তপ্রিয়-সঙ্গাদিভ্যশ্চাপেতোবিবেকী স বীতহব্যশ্চিরং চিত্তশুদ্ধ্যুপায়ানুষ্ঠানৈঃ শ্রবণ-মননিদিধ্যাসনসাক্ষাৎকারসমাধিভূমিকাভ্যাসৈরন্তঃস্বহৃদয়ানুভূতমনুসরণেনাভি-মুখীকৃতং স্বস্বভাবভূতমমলমনন্তং মোক্ষপদং প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৮ ॥

একোনবতিতমঃ সর্গঃ।

—০(*)০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

বীতহব্যবদাত্মানং নীত্বা বিদিতবেদ্যতাম্।
বীতরাগভয়োদ্বেগস্তিষ্ঠ রাঘব সর্ব্বদা ॥ ১ ॥
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি বিজহার যথাসুখম্।
বীতহব্যোবীতশোকস্তথা বিহর রাঘব ॥ ২ ॥
অন্যে চ রাজন্ মুনয়ো জ্ঞাতজ্ঞেয়া মহাধিয়ঃ।
যথা বসন্ স্বরাষ্ট্রে ত্বং তথৈবাস্ব মহামতে ॥ ৩ ॥
সুখদুঃখক্রমৈরাত্মা ন কদাচন গৃহ্যতে।
সর্ব্বগোপি মহাবাহো কিং মুধা পরিশোচসি ॥ ৪ ॥
বহবোবিদিতাত্মানো বিহরন্তীহ ভূতলে।
ন কেচন বশং যান্তি দুঃখস্যাঙ্গ ভবানিব ॥ ৫ ॥
স্বস্থো ভব ভবোদারঃ সমোভব সুখী ভব।
সর্ব্বগস্ত্বং ত্বমাত্মৈব তব নাস্তি পুনর্ভবঃ ॥ ৬ ॥
হর্ষামর্ষবিকারাণাং জীবন্মুক্তা ভবাদৃশা।
ন কেচন বশং যান্তি মৃগেন্দ্রাঃ শিখিনামিব ॥ ৭ ॥

অনিচ্ছাশান্তমোহানাং নভোগত্যাদিসিদ্ধিষু।
শ্বাপদাদ্যৈরধৃষ্যত্বং তত্ত্বনোশ্চাত্র কীর্ত্ত্যতে ॥ ১ ॥

আত্মানং স্বম্। নীবহ্যোর্হরতেশ্চেতি কাত্যায়নবচনাদ্দ্বিকর্ম্মতা ॥১॥২॥৩॥৪॥

অঙ্গেতি সম্বোধনম্ ॥ ৫ ॥

উদারঃ অন্তঃসর্ব্বত্যাগশীলঃ ॥ ৬ ॥

শিখিনাং ময়ূরাণাম্ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

রাম উবাচ।

অনেনৈব প্রসঙ্গেন সংশয়োয়ং মমোদিতঃ।
শরৎকাল ইবাম্ভোদং তং মে ত্বং তনুতাং নয় ॥ ৮ ॥
জীবন্মুক্তশরীরাণাং কথমাত্মবিদাম্বর।
শক্তয়োনেহ দৃশ্যন্তে আকাশগমনাদিকাঃ ॥ ৯ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

আকাশগমনাদীনি যান্যেতানি রঘূদ্বহ।
প্রমাণিতাঃ পদার্থানাং সহজাঃ খলু শক্তয়ঃ ॥ ১০ ॥
যদ্বিচিত্রং ক্রিয়াজালং দৃশ্যতে গম্যতে পুনঃ।
রাম বস্তুস্বভাবোসৌ ন তদাত্মবিদাং মতম্ ॥ ১১ ॥
অনাত্মবিদমুক্তোপি নভোবিহরণাদিকম্।
দ্রব্যকর্ম্মক্রিয়াকালশক্ত্যা প্রাপ্নোতি রাঘব ॥ ১২ ॥
নাত্মজ্ঞস্যৈষ বিষয় আত্মজ্ঞোহ্যাত্মবান্ স্বয়ম্।
আত্মনাত্মনি সংতৃপ্তো নাবিদ্যামনুধাবতি ॥ ১৩ ॥

শরীরাণামিত্যুক্তেঃ সতি প্রারব্ধে বীতহব্যস্য বিদ্যাধরাদিভোগ ইব মানস্যঃ সিদ্ধয়ঃ সম্ভবন্তোবেত্যাশয়ঃ ॥ ৯ ॥

প্রমাণিতাঃ প্রমাণৈরুপলব্ধাঃ। তা অগ্নেরূর্দ্ধজ্বলনমিব দেবযোনীনাং স্বভাবসিদ্ধাঃ ॥ ১০ ॥

নভোগমনাদিক্রিয়াজালং বস্তুস্বভাবস্তত্তদ্যোনিদেহস্বভাবঃ। মশকাদীনামপি নভোগতিশক্তিদর্শনাদিতি ভাবঃ। মতং বাঞ্ছিতম্ ॥ ১১ ॥

তর্হি মনুষ্যাণাং যোগসিদ্ধ্যা নভোগমনাদিপ্রাপ্তিঃ কথং তত্রাহ অনাত্মবিদিতি। মণ্যৌষধাদিদ্রব্যশক্ত্যা মন্ত্রশক্ত্যা যোগাভ্যাসাদিক্রিয়াশক্ত্যা তৎপরিপাককালশক্ত্যা চ কদাচিদেব প্রাপ্নোতি। দৃষ্টান্তার্থং বা কালগ্রহণম্। যথা পিপীলিকা গ্রীষ্মান্তকালশক্ত্যা পক্ষোদ্গমাৎ নভোগতিং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ ॥ ১২ ॥

এষ নভোগত্যাদির্ন বিষয়োঽভিলাষযোগ্যস্তুচ্ছত্বাৎ। আত্মবান্ লব্ধাত্মা।

যে কেচন জগদ্ভাবাস্তানবিদ্যাময়ান্ বিদুঃ।
কথং তেষু কিলাত্মজ্ঞস্ত্যক্তাবিদ্যোনিমজ্জতি ॥ ১৪ ॥
অবিদ্যামপি যে যুক্ত্যা সাধয়ন্তি সুখাত্মিকাম্।
তে হ্যবিদ্যাময়া এব ন ত্বাত্মজ্ঞাস্তথাক্রমাঃ ॥ ১৫ ॥
তত্ত্বজ্ঞোবাপ্যতত্ত্বজ্ঞো যঃ কালদ্রব্যকর্ম্মভিঃ।
যথাক্রমং প্রযততে তস্যোর্দ্ধত্বাদি সিধ্যতি ॥ ১৬ ॥
আত্মবানিহ সর্ব্বস্মাদতীতোবিগতৈষণঃ।
আত্মন্যেব হি সন্তুষ্টো ন করোতি ন চেহতে ॥ ১৭ ॥
ন তস্যার্থোনভোগত্যা ন সিদ্ধ্যা ন চ ভোগকৈঃ।
ন প্রভাবেণ নোমানৈর্নাশামরণজীবিতৈঃ ॥ ১৮ ॥
নিত্যতৃপ্তঃ প্রশান্তাত্মা বীতরাগবিবাসনঃ।
আকাশসদৃশাকারস্তত্ত্বজ্ঞ আত্মনি তিষ্ঠতি ॥ ১৯ ॥
অশঙ্কিতোপযাতেন দুঃখেন চ সুখেন চ।
তৃপ্যত্যপগতাসঙ্গো জীবেন মরণেন চ ॥ ২০ ॥
সমুদ্রঃ সরিতেবান্তঃ ক্রমসম্প্রাপ্তবস্তুনা।

অবিদ্যামাবিদ্যকং তুচ্ছফলম্ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

যুক্ত্যা যোগাভ্যাসাদিশ্রমসহস্রেণ। তথাক্রমাস্তথাবিধাঃ ॥ ১৫ ॥

তর্হি কিং তত্ত্বজ্ঞানাং তৎসম্পাদনশক্তির্নাস্ত্যেব নেত্যাহ তত্ত্বজ্ঞ ইতি। কালেন চিরকালপ্রযত্নেন দ্রব্যকর্ম্মভির্যথাশাস্ত্রোক্তক্রমং য এব প্রযততে তস্য ঊর্দ্ধত্বং নভোগতিস্তদাদি সিধ্যতি ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

প্রভাবেণ সর্ব্বাধিপত্যনিগ্রহানুগ্রহসামর্থ্যেন। মানৈঃ স্বোৎকর্ষখ্যাপন গর্ব্বৈঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

তৃপ্যতি স্বাভাবিকীং তৃপ্তিং ন জহাতি। জীবেন জীবনেন ॥ ২০ ॥

সমেন স্বানুকূলেন বিষমেণ প্রতিকূলেনাপি প্রারব্ধাক্রমসম্প্রাপ্তভোগ্য-বস্তুনা। সমুদ্রপক্ষে ওঘতৃণকাষ্ঠাদিবস্তুনা। অর্চ্চয়ন্ অখণ্ডাকারবৃত্তিপুষ্পৈঃ পূজয়ন্ ॥ ২১ ॥

সমেন বিষমেণাপি তিষ্ঠত্যাত্মানমর্চ্চয়ন্ ॥ ২১ ॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥
যস্তু বা ভাবিতাত্মাপি সিদ্ধিজালানি বাঞ্ছতি।
স সিদ্ধিসাধকৈর্দ্রব্যৈস্তানি সাধয়তি ক্রমাৎ ॥ ২৩ ॥
সিধ্যতীত্থমিদং যুক্ত্যেবেত্যয়ং নিয়তেঃ ক্রমঃ।
ত্র্যক্ষাদিভিঃ সুরবরৈর্ব্ব্যর্থীকর্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ২৪ ॥
স্বভাব এষ বস্তূনাং স্বতঃ সিদ্ধির্হি নান্যতঃ।
নিয়তিং ন জহাত্যেব শশাঙ্ক ইব শীততাম ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বজ্ঞোপি বহুজ্ঞোপি মাধবোপি হরোপি চ।
অন্যথা নিয়তিং কর্ত্তুং ন শক্তঃ কশ্চিদেব হি ॥ ২৬ ॥
দ্রব্যকালক্রিয়ামন্ত্রপ্রয়োগাণাং স্বভাবজাঃ।
এতাস্তাঃ শক্তয়ো রাম যদ্ব্যোমগমনাদিকম্ ॥ ২৭ ॥
যথা বিষাণি নিঘ্নন্তি মদয়ন্তি মধূনি চ।
বময়ন্তি চ শুক্তানি মদনানি ফলানি চ ॥ ২৮ ॥
তথা স্বভাববশতো দ্রব্যকালক্রিয়াক্রমাঃ।

অর্থব্যপাশ্রয়ঃ প্রয়োজনোপজীবনম্ ॥ ২২ ॥

অভাবিতাত্মা আত্মজ্ঞানলেশশূন্যাপি ॥ ২৩ ॥

মণিমন্ত্রাদিযুক্ত্যৈব আকাশগমনাদি ইত্থং সিধ্যতীতি তত্তচ্ছাস্ত্রপ্রসিদ্ধো- নিয়তেঃ ক্রমঃ তত্তন্নিয়তিকর্ত্তৃভিস্ত্র্যক্ষাদিভিরপি ব্যর্থীকর্ত্তুং ন শক্যতে ॥২৪॥

যাতু দেবাদীনাং স্বতঃখেচরত্বাদিসিদ্ধিরেষ বস্তুস্বভাবঃ। অতএব সা উৎপত্তিমারভ্য যাবজ্জীবং স্থায়িনীত্যাহ ন জহাত্যেবেতি ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

বিষঘ্নৌষধাদিদ্রব্যশক্তিবদেব মণিমন্ত্রাদিশক্তিরপি স্বস্বকার্য্যসমর্থেত্যাহ যথেতি। বিষঘ্নদ্রব্যমণিমন্ত্রাদিশক্তয়ো যথা বিষাণি নিঘ্নন্তি। মধূনি যথা মদয়ন্তি। যথা শুক্তানি মাক্ষিকমধূনি মদনফলানি বা স্বাদিতানি বময়ন্তি উদ্গিরণং কারয়ন্তি ॥ ২৮ ॥

নিয়তং সাধয়ন্ত্যাশু প্রয়োগং যুক্তিযোজিতাঃ ॥ ২৯ ॥
এতস্মাৎ সমতীতস্য ত্যক্তাবিদ্যস্য রাঘব।
আত্মজ্ঞানস্য নাস্ত্যত্র কর্তৃতাকর্তৃতানঘ ॥ ৩০ ॥
দ্রব্যদেশক্রিয়াকালযুক্তয়ঃ সাধুসম্বিদঃ।
পরমাত্মপদপ্রাপ্তৌ নোপকুর্ব্বন্তি কাশ্চন ॥ ৩১ ॥
যস্যেচ্ছা বিদ্যতে কাচিৎ স সিদ্ধিং সাধয়ত্যলম্।
আত্মজ্ঞস্য তু পূর্ণস্য নেচ্ছা সম্ভবতি কচিৎ ॥ ৩২ ॥
সর্ব্বেচ্ছাজালসংশান্তাবাত্মলাভোদয়ো হি যঃ।
তদ্বিরুদ্ধা কথং কস্মাদিচ্ছা সঞ্জায়তেঽনঘ ॥ ৩৩ ॥
যথোদেতি চ যস্যেচ্ছা স তয়া যততে তথা।
যথাকালং তদাপ্নোতি জ্ঞো বাপ্যজ্ঞতরোঽপি বা ॥ ৩৪ ॥
বীতহব্যেন যতিতং নো জ্ঞানেচ্ছেন কিঞ্চন।
জ্ঞানেচ্ছেনাশু যতিতং প্রোত্থিতোঽসৌ যথা বনে ॥৩৫॥

প্রযুজ্যত ইতি প্রয়োগং সিদ্ধিজাতং নিয়তমবশ্যং সাধয়ন্তি। যুক্তৈ-র্যোগাদিকুশলৈঃ পুরুষৈর্যোজিতাঃ প্রযুক্তাঃ ॥ ২৯ ॥

এতস্মাৎ দ্রব্যকালক্রিয়াক্রমলক্ষণাদবিদ্যাবিষয়াৎ সমতীতস্য ত্যক্তাবিদ্যস্য বাধিতাজ্ঞানস্য আত্মজ্ঞানস্য, অত্র নভোগমনাদিসিদ্ধিজাতে কর্তৃতা কারণতা, অকর্তৃতা বিরোধিতা বা নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

যথা আত্মজ্ঞানস্য ক্রিয়াফলে অনুপযোগস্তথাজ্ঞানফলে দ্রব্যদেশক্রিয়াদে-রপ্যনুপযোগ ইত্যাহ দ্রব্যেতি। সাধুসম্বিদস্তত্ত্বজ্ঞানস্য ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

কুতোন সম্ভবতি, তত্রাহ সর্ব্বেতি ॥ ৩৩ ॥

নিরিচ্ছোপি তত্ত্ববিৎ কৌতুকাৎ যততে চেৎ, তস্য তবত্যেব সিদ্ধয় ইত্যাশয়েনাহ যথেতি ॥ ৩৪ ॥

বীতহব্যস্য তর্হি সিদ্ধয়ঃ কুতোন জাতাস্তত্রাহ বীতহব্যেনেতি। সিদ্ধী-চ্ছয়া নো যতিতম্। তৎ কুতস্তত্রাহ জ্ঞানেচ্ছেনেতি। জ্ঞানেচ্ছয়া ইত-রেচ্ছাপ্রতিবন্ধাদিত্যর্থঃ। জ্ঞানেচ্ছয়া তু তেন যতিতমেব যথা অসৌ বনে

এবং কালক্রিয়াকর্ম্মদ্রব্যযুক্তিস্বভাবজাঃ।
যথেচ্ছমেব সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ স্বাঃ ক্রমার্জ্জিতাঃ ॥ ৩৬ ॥
যাঃ ফলাবলয়ো যেন সম্প্রাপ্তাঃ সিদ্ধিনামিকাঃ।
তাস্তেনাধিগতা রাম নিজাৎ প্রযতনক্রমাৎ ॥ ৩৭ ॥
মহতাং নিত্যতৃপ্তানাং তজ্জ্ঞানাং ভাবিতাত্মনাম্।
ঈহিতং সম্প্রয়াতানাং নোপকুর্ব্বন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

রাম উবাচ।

অয়ং মে সংশয়ো ব্রহ্মন্ বীতহব্যস্থ সা তনুঃ।
ক্রব্যাদৈর্ন কথং ভুক্তা কথং ক্লিন্না ন ভূতলে ॥ ৩৯ ॥
তদৈব বীতহব্যোঽসৌ কথং বনগতঃ প্রভো।
বিদেহমুক্ততাং শীঘ্রং যথাবদিতি মে বদ ॥ ৪০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যা সম্বিদ্বলিতা সাধো বাসনামলতন্তুনা।
সুখদুঃখদশাদাহভাগিনী ভবতীহ সা ॥ ৪১ ॥
নির্ম্মুক্তবাসনা শুদ্ধসম্বিন্মাত্রময়ী তু সা।

জ্ঞানাভ্যাসায় প্রোত্থিত উদ্যুক্ত ইতি প্রাক্‌বর্ণিতমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ৩৬ ॥

সিদ্ধিবিষয়ে জ্ঞানবিষয়ে বা অনুপরতস্থ প্রযত্নস্থাবশ্যফলবত্তা মুমুক্ষুব্যবহারপ্রকরণে বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতেত্যাহ যাঃ ফলেতি। বচ্ছন্দো বীপ্সিতো দ্রষ্টব্যঃ। সম্প্রাপ্তা দৃশ্যন্ত ইতি শেষঃ ॥ ৩৭ ॥

ঈহিতং সর্ব্বাভিলষিতং পরমপ্রেমাস্পদমাত্মসুখমিতি যাবৎ ॥ ৩৮ ॥

ক্লিন্না পঙ্কাদিক্লেদাদ্ বিশীর্ণেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

তদা ভূপ্রবেশকালে এব। ইতি এতৎ প্রশ্নদ্বয়োত্তরং যথাবৎ বদ ॥ ৪০ ॥

তত্র প্রথমপ্রশ্নস্তোত্তরং বক্তুং ভূমিকাং রচয়তি যেতি। যা অজ্ঞসম্বিদেহাহম্ভাববাসনারূপেণ রাগাদিমলদূষিতেন তন্তুনা বলিতা দৃঢ়ং বেষ্টিতা ভবতি, সৈব দেহচ্ছেদভেদাদিপ্রযুক্তসুখদুঃখদশালক্ষণদাহভাগিনীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

সা জীবন্মুক্ততনুর্ব্বাধিতত্বাদধিষ্ঠানশুদ্ধসম্বিন্মাত্রময়ী তিষ্ঠতি। তত্র সম্বি-

তনুস্তিষ্ঠতি তচ্ছেদে শঙ্কা নেহ হি কেচন ॥ ৪২ ॥
শৃণু যুক্ত্যা কয়া যোগী তনুচ্ছেদাদিবিভ্রমৈঃ।
নাক্রম্যতে মহাবাহো বহুবর্ষশতৈরপি ॥ ৪৩ ॥
চেতঃ পদার্থে পততি যস্মিন্ যস্মিন্ যদা যদা।
তন্ময়ং তত্তবত্যাশু তস্মিংস্তস্মিংস্তদা তদা ॥ ৪৪ ॥
তথা দৃষ্টারি হি মনো বিকারমুপগচ্ছতি।
দৃষ্টমিত্রং সুহৃদ্যত্বং স্বয়মিত্যনুভূয়তে ॥ ৪৫ ॥
রাগদ্বেষবিহীনে তু পথিকে পাদপে গিরৌ।
ভবত্যরাগদ্বেষঞ্চ স্বয়মিত্যনুভূয়তে ॥ ৪৬ ॥
মৃষ্টে লৌল্যমুপাদত্তে দুর্ভোজ্যে যাতি নিস্পৃহম্।
বৈরস্যং যাতি কটুনি স্বয়মিত্যনুভূয়তে ॥ ৪৭ ॥
সমসম্বিদ্বিলাসাঢ্যে যদ্যদা ষতিদেহকে।

স্মাত্রস্য চ্ছেদে কেপি ক্রব্যাদাদয়োন শক্তাঃ, অচ্ছেদ্যোয়মদাহ্যোয়মক্লেদ্যো-শোষ্যঃ এব চেতি ভগবদ্বচনাদিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

উপপত্ত্যান্তরং বক্তুং প্রতিজানীতে শৃণ্বিতি ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

তথাহীতি সম্বন্ধঃ। দৃষ্টঃ অরির্দ্বেষ্টা যেন তথাবিধং মনঃ অরিদ্বেষ-প্রতিবিম্বমিব দ্বেষাদিবিকারমুপগচ্ছতি। দৃষ্টমিত্রন্তু মনস্তদীয়হৃদয়প্রীতিপ্রতি-বিম্বমিব সুষ্ঠু হৃদ্যত্বমুপগচ্ছতি, ইত্যয়মর্থঃ সর্ব্বৈঃ স্বয়ং প্রত্যক্ষমনুভূয়ত-ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

অতএব একস্য রাগদ্বেষশূন্যত্বে অন্যস্যাপি ন দৃশ্যত ইত্যাহ রাগেতি। পথিকে উদাসীনপুরুষে পাদপে গিরৌ চ বিষয়ে মনঃ অরাগদ্বেষং ভব-তীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

এবমচেতনেষু ভোজ্যাদিষপি প্রীত্যপ্রীত্যৌদাসীন্যানি তদ্গতগুণদোষ-তদুভয়াভাবপ্রতিবিম্বনাদেব মনসি প্রসিদ্ধানিত্যাশয়েনাহ মৃষ্টে ইতি। দু-র্ভোজ্যে নীরসে নিস্পৃহং স্পৃহাভাবম্। অর্থাভাবেঽপ্যায়ীভাবে হ্রস্বঃ বৈরস্য-ভাবস্যাপ্যুপলক্ষণমেতৎ ॥ ৪৭ ॥

হিংস্রচেতঃ পতত্যাশু সমতামেতি তত্তদা ॥ ৪৮ ॥
সমসঙ্গবিমুক্তত্বাচ্ছেদাদৌ ন প্রবর্ত্ততে ।
পান্থো ব্যর্থং পথি গ্রামে যথা গ্রামীণকর্ম্মণি ॥৪৯॥
যোগিদেহসমীপাত্তু গত্বা প্রাপ্নোতি হিংস্রতাম্ ।
যদ্যস্তবতি তত্রাশু তথারূপং ন সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥
ইতি হিংস্রৈর্ম্মৃগব্যাঘ্রসিংহকীটসরীসৃপৈঃ ।
ন চ্ছিন্না বীতহব্যস্য তনুর্ভূতলশালিনী ॥ ৫১ ॥
সর্ব্বত্র বিদ্যতে সম্বিৎকাষ্ঠলোষ্ট্রোপলাদিকে ।
সত্তাসামান্যরূপেণ সংস্থিতা মূকবালবৎ ॥ ৫২ ॥
পোপ্লূয়মানা তরলা কেবলং পরিদৃশ্যতে ।
তন্বী পুর্য্যষ্টকেষ্বেব প্রতিবিম্বজলেষ্বিব ॥ ৫৩ ॥

অস্ত্বেবং প্রকৃতে কিং তত্তস্তত্রাহ সমেতি । সমো রাগদ্বেষবৈষম্যশূন্যোঽয়ঃ সম্বিদ্বিলাসস্তেন আঢ্যো সম্পন্নতমে যতিদেহকে যোগিশরীরে যৎ হিংস্রাণাং ক্রব্যাদানাং চেতো যদা পততি তৎ তদা আশু তৎকালমেব যোগিসম্বিৎ সমতাপ্রতিবিম্বনাদিব সমতামেতি । অতোন তৎকৃতহিংসাপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ । তথাচাহিংসাপ্রতিষ্ঠাং প্রস্তুত্য পতঞ্জলিনোক্তং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগ ইতি ॥৪৮॥

হিংস্রোঽপি সমস্য সমদর্শিনোযতেঃ সঙ্গেন দ্বেষাদিভ্যোবিমুক্তত্বাৎ কস্যাপি চ্ছেদনাদৌ ন প্রবর্ত্ততে । যথা গ্রামীণকর্ম্মণি গ্রামসন্নিহিতবনলতাচ্ছেদাদৌ পান্থো ন প্রবর্ত্ততে, তদ্বৎ ॥ ৪৯ ॥

যোগিদেহসমীপাদন্যত্র গত্বা তত্র দোষাদিযুক্তং যৎ যজ্জন্তুজাতং ভবতি তত্তদনুরূপাং হিংস্রতাং প্রাপ্নোতি ॥ ৫০ ॥

ইতি এতস্মাৎ কারণদ্বয়াৎ ॥ ৫১ ॥

কথং ক্রিয়া ন ভূতলে ইতি প্রশ্নস্যোত্তরমাহ সর্ব্বত্রেত্যাদিনা ॥ ৫২ ॥

তর্হি পুর্য্যষ্টকেষ্বেব কথং তদুপলম্ভস্তত্রাহ পোপ্লূয়মানেতি । প্লবমানেব তরলা পরিণামসহস্রবিষমা তন্বী পরিচ্ছিন্না চ সা পরিদৃশ্যতে । অসমাহিতচিত্তৈরিতি শেষঃ ॥ ৫৩ ॥

তেন ভূজলবায়ুগ্নিসম্বিত্ত্যা সমরূপয়া।
নির্ব্বিকারং তনুর্নীতা বীতহব্যস্য রাঘব ॥ ৫৪ ॥
অন্যচ্চ শৃণু মে রাম স্পন্দো নাশস্য কারণম্।
বিকারঃ স চ চিত্তোত্থো বাতজো বা জগৎস্থিতৌ ॥ ৫৫ ॥
প্রাণানাং প্রাণনং স্পন্দস্তচ্ছান্তৌ তে দৃষৎসমাঃ।
যতঃ স্থিতা ধারণয়া তেনানষ্টাস্য সা তনুঃ ॥ ৫৬ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরং স্পন্দশ্চিত্তজো বাতজোঽথবা।
ন যস্য বিদ্যতে তস্য দূরস্থৌ প্রকৃতি-ক্ষয়ৌ ॥ ৫৭ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরে শান্তে স্পন্দে তত্ত্ববিদাম্বর।
ধাতবঃ সংস্থিতিং দেহে ন ত্যজন্তি কদাচন ॥ ৫৮ ॥
সংশান্তে দেহপ্রস্পন্দে চিত্তবাতময়ে তথা।
ধাতবো মৈরবং স্থৈর্য্যং যান্তি সংস্তম্ভিতাত্মকাঃ ॥ ৫৯ ॥
তথাচ দৃশ্যতে লোকে স্পন্দশান্তৌ দৃঢ়া স্থিতিঃ।
দারুণামিব ধীরাণাং শবাঙ্গানামচোপতা ॥ ৬০ ॥

তেন বীতহব্যস্য পূর্য্যষ্টকেন তত্ত্ববোধসমাধিভ্যাং সমরূপয়া অবিষম-স্বভাবং নীতয়া ভূজলাদিসম্বিত্ত্যা তনুর্নির্ব্বিকারং সর্ব্ববিকারশূন্যব্রহ্মভাবং নীতা অতোন বিকারং গতেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্যৎ যুক্ত্যন্তরমপি শৃণু। তদেবাহ স্পন্দ ইত্যাদিনা। জগৎস্থিতৌ লোকব্যবহারে প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

তে প্রাণা দেহে দৃষৎসমা দৃঢ়ীভূতা যতো হেতোঃ স্থিতাস্তেন হেতুনা ॥ ৫৬ ॥

বাহ্যো হস্তপাদাদিরাভ্যন্তরঃ প্রাণাদিস্তৎসহিতে দেহে। প্রকৃতির্বৃদ্ধ্যাদিঃ, ক্ষয়ঃ অপক্ষয়াদিশ্চ ॥ ৫৭ ॥

ধাতবস্ত্বগাদয়ঃ। সংস্থিতিং পূর্ব্বাবস্থাম্ ॥ ৫৮ ॥

মৈরবং মেরুসম্বন্ধি মেরুতুল্যমিতি যাবৎ ॥ ৫৯ ॥

স্পন্দয়তীতি স্পন্দঃ প্রাণস্তচ্ছান্তৌ। শবাঙ্গানাঞ্চ অচোপতা অকম্পতা। চুপমন্দায়াং গতৌ ভাবে ষঞ্ ॥ ৬০ ॥

ইতি বর্ষসহস্রাণি দেহা জগতি যোগিনাম্ ।
ন ক্লিদ্যন্তে ন ভিদ্যন্তে মগ্নবজ্জলদা ইব ॥ ৬১ ॥
তদৈব বীতহব্যোঽসৌ শৃণু কিং নোপশান্তবান্ ।
দেহমুৎস্বজ্য তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞাতজ্ঞেয়বতাম্বরঃ ॥ ৬২ ॥
যে হি বিজ্ঞাতবিজ্ঞেয়া বীতরাগা মহাধিয়ঃ ।
বিচ্ছিন্নগ্রন্থয়ঃ সর্ব্বে তে স্বতন্ত্রাস্তনৌ স্থিতাঃ ॥ ৬৩ ॥
দৈবং বাপি চ কর্ম্মাণি প্রাক্তনান্যৈহিকানি চ ।
বাসনা বা ন তেষাং তৎ চেতোনিয়ময়স্ত্যলম্ ॥ ৬৪ ॥
তেন তত্ত্ববিদাং তাত কাকতালীয়বন্মনঃ ।
যদ্‌যস্তাবয়তি ক্ষিপ্রং তত্তদাশু করোত্যলম্ ॥ ৬৫ ॥
কাকতালীয়যোগেন বীতহব্যস্য সম্বিদা ।
সাম্প্রতং জীবিতং বুদ্ধং তদেবাশু স্থিরীকৃতম্ ॥ ৬৬ ॥
যদা তু তস্য প্রতিভা বিদেহোন্মুক্ততাং গতা ।
তদা বিদেহমুক্তোঽভূদসৌ স্বাতন্ত্র্যসংস্থিতিঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি অনয়া যুক্ত্যা । জলদা ইব ন ক্লিদ্যন্তে ভূমগ্নশিলাবন্ন ভিদ্যন্তে ইতি ব্যুৎক্রমেণান্বয়ঃ ॥ ৬১ ॥

চরমপ্রশ্নমনূদ্যোত্তরমাহ তদৈবেত্যাদিনা . জ্ঞাতং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম যৈস্তপায়ৈ-রুদ্বতাং পরিজ্ঞাতাত্মবতাং বা ॥ ৬২ ॥

স্বতন্ত্রা অপরাধীনাঃ । ত[illegible] ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে, আত্মা হ্যেষাং স ভবতীতি শ্রুতেঃ ॥ ৬৩ ॥

স্বাতন্ত্র্যমেবোপপাদয়তি দৈবমিতি । প্রাক্তনকর্ম্মফলপ্রদানোন্মুখ ঈশ্বরো-দৈবং কর্ম্মপ্রাধান্যবাদে কর্ম্মাণি চ তেষাং প্রারব্ধশেষভোগায় প্রবৃত্তং চেতো ন নিয়ময়ন্তি নান্যথা প্রবর্ত্তয়িতুমীশতে ॥ ৬৪ ॥

কাকতালীয়বদাকস্মিকং প্রারব্ধোপনীতং যদ্যজ্জীবনং মরণং বা ॥৬৫॥৬৬॥

যদা তু প্রারব্ধসমাপ্তৌ প্রতিভা সংবিদ্‌গতা ভাবিতবতী ॥ ৬৭ ॥

বিগতবাসনমাশু বিপাশতা-
মুপগতং মন আত্মতয়োদিতম্।
যদভিবাঞ্ছতি তদ্ভবতি ক্ষণাৎ
সকলশক্তিময়ো হি মহেশ্বরঃ ॥৬৮॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উপশমপ্রকরণে সদ্বিলাসবিচারযোগোপদেশোনামোন
নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৯ ॥

উক্তমেব সংক্ষিপ্যোপসংহরতি বিগতেতি। বিপাশতামুপগতমতএব বাস্ত-বাত্মস্বভাবেনোদিতং মনস্তদুপাধির্জীব এব হি যস্মাৎ সকলশক্তিময়ো মহে-শ্বরঃ শিব এব স্বয়ং জাত ইত্যর্থঃ। তথাচাহুঃ তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবে তু তণ্ডুলঃ। পাশবদ্ধঃ সদা জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিব ইতি ॥৬৮॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
একোননবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৯ ॥

নবতিতমঃ সর্গঃ ।

—০()০—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

যদা হস্তংগতপ্রায়ং জাতং চিত্তং বিচারতঃ ।
তদাহি বীতহব্যস্য জাতা মৈত্র্যাদয়ো গুণাঃ ॥ ১ ॥

রাম উবাচ ।

বিচারাভ্যুদয়াচ্চিত্ত-স্বরূপেঽস্তর্হিতে মুনেঃ ।
মৈত্র্যাদয়ো গুণা জাতা ইত্যুক্তং কিং ত্বয়া প্রভো ॥ ২ ॥
ব্রহ্মণ্যস্তঙ্গতে চিত্তে কস্য মৈত্র্যাদয়ো গুণাঃ ।
ক্ব বা পরিস্ফুরন্তীতি বদ মে বদতাম্বর ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

দ্বিবিধশ্চিত্তনাশোঽস্তি সরূপোঽরূপ এব চ ।
জীবন্মুক্তঃ সরূপঃ স্যাদরূপোঽদেহমুক্তিজঃ ॥ ৪ ॥

মৈত্র্যাদিগুণসম্পন্নস্তথা নিষ্ফলতাং গতঃ ।
দ্বিবিধশ্চিত্তনাশোঽত্র বিস্তরেণোপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

অস্তঙ্গতপ্রায়ং ভর্জ্জিতবীজবদঙ্কুরশক্ত্যা অস্তং গতং প্রতিভাসতস্তু নাস্তং-গতমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ইতি ত্বয়া কিং কিমতিপ্রায়মুক্তম্ ॥ ২ ॥

অস্তঙ্গতে বাধিতে সতি। কস্য কিং বাধিতস্য উত অধিষ্ঠানস্য ক্ব বা কিঞ্চিদাভাসে উত বিশ্বচিতি স্ফুরন্তি। ন হি বাধিতায়া মৃগতৃষ্ণানদ্যা মরুভূমের্ব্বা শৈত্যমাধুর্য্যপাবনত্বাদয়োগুণাঃ সম্ভবন্তি ন বা তদ্ভাসকং কিঞ্চিদস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩॥

সরূপঃ স্ফটিকভিত্তিগতস্য প্রতিবিম্বে পুরুষান্তরভ্রমাভাসবৎ প্রতিভাসমান-তদ্রূপসহিতস্তদ্রহিতশ্চ ॥ ৪॥ ৫ ॥

চিত্তসত্ত্বেহ দুঃখায় চিত্তনাশঃ সুখায় তু।
চিত্তসত্তাং ক্ষয়ং নীত্বা চিত্তং নাশমুপানয়েৎ ॥ ৫ ॥
তামসৈর্ব্বাসনাজালৈর্ব্ব্যাপ্তং যজ্জন্মকারণম্।
বিদ্যমানং মনোবিদ্ধি তদ্দুঃখায়ৈব কেবলম্ ॥ ৬ ॥
প্রাক্তনং গুণসম্ভারং মমেতি বহু মন্যতে।
যত্তু চিত্তমতত্ত্বজ্ঞং দুঃখিতং জীব উচ্যতে ॥ ৭ ॥
বিদ্যমানং মনো যাবত্তাবদ্দুঃখক্ষয়ঃ কুতঃ।
মনস্যস্তং গতে জন্তোঃ সংসারোঽস্তমুপাগতঃ ॥ ৮ ॥
দুঃখমূলমবষ্টব্ধমস্মিন্নেব বিনিশ্চলম্।
বিদ্যমানং মনো বিদ্ধি দুঃখবৃক্ষবনাঙ্কুরম্ ॥ ৯ ॥

রাম উবাচ।

নষ্টং কস্য মনো ব্রহ্মন্ নষ্টং বা কীদৃশং ভবেৎ।
কীদৃশশ্চাস্য নাশঃ স্যাৎ সত্তা নাশস্য কীদৃশী ॥ ১০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

চেতসঃ কথিতা সত্তা ময়া রঘুকুলোদ্বহ।
অস্য নাশমিদানীং ত্বং শৃণু প্রশ্নবিদাম্বর ॥ ১১ ॥

চিত্তস্য সত্তা তর্হি কীদৃশী, তামাহ তামসৈরিতি। তামসৈঃ অবাধিতাজ্ঞানপ্রভবৈঃ ॥ ৬ ॥

প্রাক্তনমনাদ্যধ্যাসসিদ্ধং দেহেন্দ্রিয়বিষয়াদেগুর্ণসম্ভারং ধর্ম্মজাতমাত্মসংসর্গাধ্যাসান্মমেত্যভিমন্যতে ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

অস্মিন্ অজ্ঞজন্তাবেব বাসনা প্ররোহজালৈরবষ্টব্ধং দৃঢ়প্রতিষ্ঠিতং বিদ্যমানং মনো দুঃখতরোর্ম্মূলং বিদ্ধি। দুঃখবৃক্ষবনস্য অঙ্কুরাঃ প্ররোহা যস্মাৎ তথাবিধম্ ॥ ৯ ॥

নাশস্য অভাবতাং গতস্য সত্তা বিদ্যমানতা ব্যবহারক্ষমতা কীদৃশী কিংলক্ষণা ॥ ১০ ॥

কথিতা তামসৈর্ব্বাসনাজালৈরিত্যাদিগ্রন্থেন ॥ ১১ ॥

সুখদুঃখদশা ধীরং সাম্যান্ন প্রোদ্ধরন্তি যম্ ।
নিঃশ্বাসা ইব শৈলেন্দ্রং চিত্তং তস্য মৃতং বিদুঃ ॥ ১২ ॥
অয়ং সোঽহময়ং নাহমিতি চিন্তা নরোত্তমম্ ।
খর্ব্বীকরোতি যং নান্তর্নষ্টং তস্য মনো বিদুঃ ॥ ১৩ ॥
আপৎকার্পণ্যমুৎসাহো মদোমান্দ্যং মহোৎসবঃ ।
যং নয়ন্তি ন বৈরূপ্যং তস্য নষ্টং বিদুর্ম্মনঃ ॥ ১৪ ॥
এষ সাধো মনোনাশো নষ্টং চেহ মনো ভবেৎ ।
চিত্তনাশদশা চৈষা জীবন্মুক্তস্য বিদ্যতে ॥ ১৫ ॥
মনস্তাং মূঢ়তাং বিদ্ধি যদা নশ্যতি সানঘ ।
চিত্তনাশাভিধানং হি তদা সত্ত্বমুদেত্যলম্ ॥ ১৬ ॥
তস্য সত্ত্ববিলাসস্য চিত্তনাশস্য রাঘব ।
জীবন্মুক্তস্বভাবস্য কৈশ্চিচ্চিত্তাভিধা কৃতা ॥ ১৭ ॥
মৈত্র্যাদিভিগুর্ণৈর্যুক্তং ভবত্যুত্তমবাসনম্ ।
ভূয়োজন্মাবিনির্ম্মুক্তং জীবন্মুক্তমনোঽনঘ ॥ ১৮ ॥
ব্যাপ্তং বাসনয়া যৎ স্যাৎ ভূয়োজননযুক্তয়া ।

যং ধীরং বাহ্যা আভ্যন্তরা বা সুখদশাঃ সাম্যাৎ সমস্বভাবপূর্ণানন্দৈক-রসস্বাত্মপ্রতিষ্ঠায়াঃ সকাশাৎ প্রোদ্ধরন্তি ন চালয়ন্তি তস্য চিত্তং মৃতং নষ্টং বিদুঃ ॥ ১২ ॥

অয়ং সপ্তবিতস্তিমিতোদেহঃ স প্রসিদ্ধোঽহম্ । অয়ং তদতিরিক্তঃ সর্ব্বো নাহম্ । ইতি চিন্তা ভাবনা যং ন খর্ব্বীকরোতি ন পরিচ্ছিন্নত্তীতি যাবৎ ॥ ১৩ ॥

বৈরূপ্যং মুখবৈবর্ণ্যম্ ॥ ১৪ ॥

লক্ষণোক্তিমুপসংহরতি এষ ইতি ॥ ১৫ ॥

মনস্তাং পরমার্থতাভ্রান্ত্যা দৃশ্যমননযোগ্যতাম্ । সত্ত্বং শুদ্ধসৎস্বভাবত্বম্ ॥ ১৬ ॥

কৈশ্চিৎ তত্ত্বব্যবহারাভাসদর্শিভিঃ ॥ ১৭ ॥

তদেব সত্ত্বং জীবন্মুক্তমনো মৈত্র্যাদিভিগুর্ণৈর্যুক্তং ভবতি ॥ ১৮ ॥

জীবন্মুক্তমনঃসত্তা রাম তৎ সত্ত্বমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥
সম্প্রত্যেবানুভূতত্বাৎ সত্ত্বাপ্ত্যা তত্ত্বসংযুতঃ।
সরূপোঽসৌ মনোনাশো জীবন্মুক্তস্য বিদ্যতে ॥ ২০ ॥
মৈত্র্যাদয়োঽথ মুদিতাঃ শশাঙ্ক ইব দীপ্তয়ঃ।
জীবন্মুক্তমনোনাশে সর্ব্বদা সর্ব্বথা স্থিতাঃ ॥ ২১ ॥
জীবন্মুক্তমনোনাশে সত্ত্বনাম্নি হিমালয়ে।
বসন্ত ইব মঞ্জর্য্যঃ স্ফুরন্তি গুণসম্পদঃ ॥ ২২ ॥
অরূপস্তু মনোনাশো যো ময়োক্তোরঘূদ্বহ।
বিদেহমুক্ত এবাসৌ বিদ্যতে নিষ্কলাত্মকঃ ॥ ২৩ ॥
সমগ্রাগ্র্যগুণাধারমপি সত্ত্বং প্রলীয়তে।
বিদেহমুক্তে বিমলে পদে পরমপাবনে ॥ ২৪ ॥
বিদেহমুক্তবিষয়ে তস্মিন্ সত্ত্বক্ষয়াত্মকে।
চিত্তনাশে বিরূপাখ্যে ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে ॥ ২৫ ॥
ন গুণা নাগুণাস্তত্র ন শ্রীর্নাশ্রীর্ন লোলতা।

বাসনয়া ব্রাহ্মাকারবাসনয়া। সত্ত্বনাম্না ব্যবহ্রিয়তে ॥ ১৯ ॥

সম্প্রতি ব্যুত্থানকালে। প্রতিভাসতোঽনুভূতত্বাৎ সরূপঃ সাকার ইব সত্ত্বস্য সন্মাত্রস্বভাবস্যাপ্ত্যা প্রাপ্ত্যা চ তত্ত্বসংযুতোদেহাদিপরিচ্ছেদমস্পৃশন্মন-নীয়াভাবান্মনোনাশশ্চাসাবিত্যর্থঃ। অনেন সত্তানাশস্য কীদৃশীতি প্রশ্নাংশঃ সমাহিতঃ ॥ ২০ ॥

অতএব মৈত্র্যাদিগুণা অপি প্রতিভাসতস্তত্রোপপন্ন ইত্যাহ মৈত্র্যাদয় ইতি। মুদিতাঃ প্রসন্নাঃ ॥ ২১ ॥

হিমস্য সন্তোষশৈত্যস্য আলয়ে ॥ ২২ ॥

দ্বিতীয়ং মনোনাশং দর্শয়তি অরূপস্ত্বিতি ॥ ২৩ ॥

সত্ত্বং প্রাতিভাসিকং মনঃ ॥ ২৪ ॥

ন কিঞ্চিদপি দৃশ্যম্। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমেতিশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ন চোদয়ো নাস্তময়ো ন হর্ষামর্ষসম্বিদঃ॥ ২৬ ॥
ন তেজো ন তমঃ কিঞ্চিন্ন সন্ধ্যাদি নরাত্রয়ঃ।
ন দিশো ন চ বাকাশো নাধো নানর্থরূপতা ॥ ২৭ ॥
ন বাসনা ন রচনা নেহানীহে ন রঞ্জনা।
ন সত্তা নাপি বাসত্তা ন চ সাধ্যং হি তৎ পদম্॥ ২৮ ॥
অতমস্তেজসা ব্যোম্না বিতারেন্দ্বর্কবায়ুনা।
তৎ সমং শরদচ্ছেন নিঃসন্ধ্যেনারজস্ত্বিষা॥ ২৯ ॥
যে হি পারং গতা বুদ্ধেঃ সংসারাচরণস্য চ।
তেষাং তদাস্পদং স্ফারং পবনানামিবাম্বরম্ ॥ ৩০ ।

সংশান্তদুঃখমজড়াত্মকমেব সুপ্ত-
মানন্দমন্থরমপেতরজস্তমো যৎ।
আকাশকোশতনবো তনবো মহান্ত-
স্তস্মিন্ পদে গলিতচিত্তলবা বসন্তি ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে চিত্তোপদেশবিচারযোগোপদেশো নাম নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯০ ॥

উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি ন গুণা ইত্যাদিনা॥ ২৬॥ ২৭॥
সত্তা ভাবঃ। অসত্তা অভাবঃ॥ ২৮॥
রজোভিস্ত্বিষা সূর্য্যজ্যোতিষা চ রহিতেন॥ ২৯॥
আস্পদং প্রতিষ্ঠা ॥ ৩০ ॥
অজড়াত্মকমেব সৎ সুপ্তমিবোন্মেষাদিক্রিয়ারহিতম্। অতনবো বিদেহমুক্তাঃ। তস্মিন্ পদে গলিতঃ প্রাতিভাসিকচিত্তলবোপি যেষাং তথাবিধাঃ সন্তস্তস্মিন্ পদে বসন্তি। অপুনরাবৃত্ত্যা স্থিরীভবন্তীত্যর্থঃ॥ ৩১॥
ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে নবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯০॥

একনবতিতমঃ সর্গঃ।

—○(*)○—

রাম উবাচ।

পরমাকাশকোশাদ্রিরূঢ়লোকান্তরদ্রুমম্।
তারকাপুষ্পশবলং দেবাসুরবিহঙ্গমম্ ॥ ১ ॥
বিদ্যুন্মঞ্জরীতোপান্ত নীলনীরদপল্লবম্।
সর্ব্বর্ত্তুরম্যচন্দ্রার্ক-গণরম্যকদন্তুরম্ ॥ ২ ॥
সপ্তাব্ধিবাপীবলিতং সরিচ্ছতমনোহরম্।
চতুর্দ্দশবিধানন্ত-ভূতজাতোপজীবিতম্ ॥ ৩ ॥
জগৎকাননমাক্রম্য স্থিতায়াঃ কৃতজালকম্।
ব্রহ্মন্ সংসৃতিমৃদ্বীকা-লতায়া বিততাকৃতেঃ ॥ ৪ ॥

সংসৃতিব্রততেৰ্ব্বীজং শরীরং তস্য মানসম্।
প্রাণস্পন্দো বাসনা চ তদ্বীজে ইতি বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

ব্রহ্মণ্যধ্যস্তে চতুর্দ্দশভুবনাকারে জগতি প্রসৃতায়া জীবসংসরণলতায়া বীজপরম্পরাবধিমূলোচ্ছেদোপায়জিজ্ঞাসয়া প্রষ্টুকামো রামঃ প্রথমং জগৎ বনত্বেন বর্ণয়তি পরমেত্যাদিনা। পরমাকাশকোষস্য নির্ব্বিশেষব্রহ্মণোঽন্ত্রিখদবরোধকত্বাদদ্রৌ অব্যাকৃতে রূঢ়ানি লোকান্তরাণি বিচিত্রভুবনব্রহ্মাণ্ডভেদা এব দ্রুমা বৃক্ষা যস্মিন্। এবং তারকাপুষ্পশবলমিত্যাদিবিশেষণান্যপি বনরূপকোপপাদকানি ॥ ১ ॥

বিদ্যুদ্ভিস্মঞ্জরিতেষু সঞ্জাতমঞ্জরীকেষু দিক্‌শাখাগ্রেষু নীলাদিবর্ণা নীরদা মেঘা এব পল্লবাস্তাম্রহরিতাদিবর্ণপর্ণানি যস্মিন্। চন্দ্রার্কগ্রহগণলক্ষণৈরম্যকৈর্ব্বিকাসরমণীয়ৈঃ পুষ্পৈর্দন্তুরমুন্নতদন্তং প্রহসদিব স্থিতম্ ॥ ২ ॥

লোকভেদাচ্চতুর্দ্দশবিধৈঃ প্রত্যেকমনন্তৈর্ভূতজাতৈরুপজীবিতম্। ঈদৃশং জগৎকাননমাক্রম্য বাসনাপ্রতানৈঃ সর্ব্বতঃ সংবেষ্ট্য কৃতজালকং যথা স্যাৎ তথা স্থিতায়াঃ, সংসৃতির্জীবসংসরণং তল্লক্ষণা যা মৃদ্বীকা দ্রাক্ষা তল্লতায়াঃ॥৩।৪॥

জরামরণপর্ব্বায়াঃ সুখদুঃখফলাবলেঃ।
আরূঢ়মূলমালায়া মোহসেকজলাঞ্জলেঃ ॥ ৫ ॥
কিং বীজমথ বীজস্য তস্য কিং বীজমুচ্যতে।
অথ তস্যাপি কিং বীজং বীজং তস্যাপি কিং ভবেৎ॥ ৬ ॥
সর্ব্বমেতৎ সমাসেন পুনর্ব্বোধবিবৃদ্ধয়ে।
সিদ্ধয়ে জ্ঞানসারস্য বদ মে বদতাম্বর ॥ ৭ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

অন্তর্লীনঘনারম্ভ-শুভাশুভমহাঙ্কুরম্।
সংসৃতিব্রততের্ব্বীজং শরীরং বিদ্ধি রাঘব ॥ ৮ ॥
শাখাপ্রতানগহনা ফলপল্লবশালিনী।
তেনেয়ং ভবতি স্ফীতা শরদীব বসুন্ধরা ॥ ৯ ॥
ভাবাভাবদশাকোশং দুঃখরত্নসমুদ্গকম্।
বীজমস্য শরীরস্য চিত্তমাশাবশানুগম্ ॥ ১০ ॥
চিত্তাদিদমুদেত্যুচ্চৈঃ সদসচ্চাঙ্গজালকম্।
তথা চৈতৎ স্বয়ং স্বপ্নসম্ভ্রমেষ্বনুভূয়তে ॥ ১১ ॥

জরামরণান্যেব পর্ব্বাণি কাণ্ডগ্রন্থয়ো যস্যাঃ। পর্ব্বশব্দঃ অকারান্তোপি কচিদস্তি। মোহা এব সেকজলাঞ্জলয়ো যস্যাঃ ॥ ৫ ॥

বীজপরম্পরাচতুষ্টয়প্রশ্নঃ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

অন্তর্লিঙ্গদেহে লীনানি প্রচ্ছন্নানি ঘনারম্ভাণি বিচিত্রানন্তকার্য্যারম্ভকাণি শুভাশুভকর্ম্মাণ্যেব মহান্তঃ অঙ্কুরা যস্মিন্ ॥ ৮ ॥

ইয়ং সংসৃতিব্রততিস্তেন তাদৃশশরীরেণ স্ফীতা অভিবৃদ্ধা ভবতি। বসুন্ধরা শস্যসম্পদেতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

তস্য কিং বীজমুচ্যতে ইতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ ভাবেতি। ভাবোবিভবোপচয়ঃ। অভাবস্তদপক্ষয়ঃ। আশায়াঃ বশং সদনুগং ভৃত্যভূতম্ ॥ ১০ ॥

সৎ বর্ত্তমানমসদতীতানাগতঞ্চ অঙ্গজালকং শরীরজাতম্। চিত্তাচ্ছরীরোদ্ভবে স্বাপ্নানুভবং প্রমাণয়তি তথা চৈতদিতি ॥ ১১ ॥

যথা গন্ধর্ব্বসঙ্কল্পাৎ পুরমেবং হি চেতসঃ।
সবাতায়নমাকারভাস্বরং জায়তে বপুঃ ॥ ১২ ॥
যদিদং কিঞ্চিদাভোগি জাগতং দৃশ্যতাং গতম্।
রূপং তচ্চেতসঃ স্ফারং ঘটাদিত্বং মৃদো যথা ॥ ১৩ ॥
দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য বৃত্তিব্রতবিধারিণঃ।
একং প্রাণপরিস্পন্দো দ্বিতীয়ং দৃঢ়ভাবনা ॥ ১৪ ॥
যদা প্রস্পন্দতে প্রাণো নাড়ীসংস্পর্শনোদ্যতঃ।
তদা সম্বেদনময়ং চিত্তমাশু প্রজায়তে ॥ ১৫ ॥
যদা ন স্পন্দতে প্রাণঃ শিরাসরণিকোটরে।
অসম্বিত্তিবশাত্তেন চিত্তমন্তর্ন জায়তে ॥ ১৬ ॥
প্রাণস্পন্দনমেবেদং চিত্তদ্বারেণ দৃশ্যতে।
জগন্নামাগতং ব্যোম্নি নীলত্বাদিবদীদৃশম্ ॥ ১৭ ॥
প্রাণস্পন্দনসুপ্তা চ তচ্ছান্তিঃ শান্তিরুচ্যতে।
প্রাণসংস্পন্দনাৎ সম্বিদ্ যাতি বীটেব চোদিতা ॥ ১৮ ॥

যথা গন্ধর্ব্বাণাং মুমূর্ষোরুৎপাতপ্রদর্শনসঙ্কল্পাৎ চেতসঃ সকাশাদেব পুরং জায়তে, তদ্বৎ বপুঃ শরীরমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ, নাত্রাসম্ভাবনা যুক্তা, সর্ব্বস্য জগতো হৈরণ্যগর্ভমনোবিকারমাত্রত্বস্য সর্ব্বশ্রুতিপুরাণপ্রসিদ্ধত্বাদিত্যাহ যদিদমিতি ॥ ১৩ ॥

অথ তস্যাপি কিং বীজমিতি তৃতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ দ্বে ইতি। দৃঢ়া-ভাবনা বাসনা ॥ ১৪ ॥

আদ্যমুপপাদয়তি যদেতি। সম্বেদনময়ং চিদ্বিকারপ্রায়ম্ ॥ ১৫ ॥

শিরাসরণয়ো দ্বাসপ্ততিসহস্রনাড়ীমার্গাস্তেষাং কোটরে ছিদ্রে। অসম্বিত্তি-র্ব্বাহ্যসম্বেদনসংস্কারানুদ্বোধস্তদ্বশাৎ ॥ ১৬ ॥

হৈরণ্যগর্ভচিত্তো জগদাকারভাবোপি সমষ্টিপ্রাণস্পন্দনপ্রযুক্ত এবেতি স্বচিত্তস্পন্দদৃষ্টান্তেন লক্ষ্যত ইত্যাহ প্রাণেতি। দৃশ্যতে লক্ষ্যতে ॥ ১৭ ॥

এবং সমষ্টিপ্রাণস্পন্দনবিষয়ে সুপ্তা উপরতা তস্যাশ্চিতঃ শান্তির্নিষ্ক্রিয়ত্বৈব শান্তির্জ্জগৎপ্রলয়োমোক্ষো বা উচ্যত ইত্যর্থঃ। বীটা কন্দুকঃ। চোদিতা

সম্বিৎ স্ফুরতি দেহেষু প্রাণস্পন্দপ্রবোধিতা।
চক্রাবর্ত্তৈরঙ্গণেষু বীটেব করতাড়িতা ॥ ১৯ ॥
সতী সর্ব্বগতা সম্বিৎ প্রাণস্পন্দেন বোধ্যতে।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরাকারা গন্ধলেখেব বায়ুনা ॥ ২০ ॥
সম্বিৎসংরোধনে শ্রেয়ঃ পরমং বিদ্ধি রাঘব।
কারণাক্রমণং যত্র ক্ষোভস্তত্র ন বিদ্যতে ॥ ২১ ॥
সম্বিৎসমুদিতৈবাশু যাতি সম্বেদ্যমাদরাৎ।
সম্বেদনাদনন্তানি ততো দুঃখানি চেতসঃ ॥ ২২ ॥
সংসুপ্তান্তরবোধায় সম্বিৎ সন্তিষ্ঠতে যদা।
লব্ধং ভবতি লব্ধব্যং তদা তদমলং পদম্ ॥ ২৩ ॥
তস্মাৎ প্রাণপরিস্পন্দৈর্ব্বাসনাচোদনৈস্তথা।
নোচেৎ সম্বিদমুচ্ছূনাং করোষি তদজোভবান্ ॥ ২৪ ॥
সম্বিদুচ্ছূনতা চিত্তং বিদ্ধি তেনেদমাততম্।

করাভিহতা ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

সম্বিদঃ সংরোধনমবিক্ষিপ্ততা। শ্রেয়োমোক্ষঃ, ক্ষোভকারণস্য প্রাণস্পন্দস্য আক্রমণং প্রাণায়ামাভ্যাসেন নাশঃ ॥ ২১ ॥

কিমর্থং সংরোধঃ সম্বিদশ্চিদ্রূপাকারেণ সম্ভবে কো দোষস্তত্রাহ সম্বিদিতি। সম্বেদ্যং বাহ্যবিষয়ং প্রতি আদরাৎ রাগাৎ যাতি, ততশ্চ তদুপভোগসম্বেদনাদনন্তানি দুঃখানীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

যদা তু বাহ্যবিষয়ে সংসুপ্তপ্রায়া সতী আন্তরস্যাত্মনো বোধায় সন্তিষ্ঠতে উদ্‌বুদ্ধা ভবতি তদেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

প্রাণপরিস্পন্দৈর্ব্বাসনানাং চোদনৈরাগাতিশয়েনোদ্ভাবনৈশ্চ সম্বিদমুচ্ছূনাং মূঢ়া যথা কুর্ব্বন্তি তথা ন করোষি চেৎ। অথবা পরিরত্র বর্জ্জনে। প্রাণানাং পরিস্পন্দৈঃ স্পন্দবর্জ্জনৈর্ব্বাসনানাং চোদনৈরপনোদনৈশ্চ সম্বিদং নোচ্ছূনামুচ্ছূনতাপ্রযুক্তমনস্তাপত্তিশূন্যাং করোষি চেৎ, তৎ তর্হি ভবানজোজন্মাদিসর্ব্ববিক্রিয়াশূন্যো মুক্ত এবাসীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

আলূনাঃ খণ্ডিতা বিশীর্ণা জর্জ্জরিতাশ্চ জনজীবকা যেন ॥ ২৫ ॥

অনর্থজালমালূন বিশীর্ণজনজীবকম্ ॥ ২৫ ॥
যোগিনশ্চিত্তশান্ত্যর্থং কুর্ব্বন্তি প্রাণরোধনম্।
প্রাণায়ামৈস্তথা ধ্যানৈঃ প্রয়োগৈর্যুক্তিকল্পিতৈঃ ॥ ২৬ ॥
চিত্তোপশান্তিফলদং পরমং সাম্যকারণম্।
সুভগং সম্বিদঃ স্বাস্থ্যং প্রাণসংরোধনং বিদুঃ ॥ ২৭ ॥
জ্ঞানবন্তিঃ প্রকটিতামনুভূতাঞ্চ রাঘব।
চিত্তস্যোৎপত্তিমপরাং বাসনাজীবিতাং শৃণু ॥ ২৮ ॥
দৃঢ়ভাবনয়া ত্যক্তপূর্ব্বাপরবিচারণম্।
যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৯ ॥
ভাবিতস্তীব্রসম্বেগাদাত্মনা যত্তদেব সঃ।
ভবত্যাশু মহাবাহো বিগতেতরসংস্মৃতিঃ ॥ ৩০ ॥
তাদৃগ্রূপোহি পুরুষো বাসনাবিবশীকৃতঃ।
যৎ পশ্যতি তদেতৎ তৎ সদ্বস্তিতি বিমুহ্যতি ॥ ৩১ ॥

যোগশাস্ত্রোক্তৈঃ সদ্গুরুসম্প্রদায়াদিসিদ্ধযুক্তিকল্পিতৈস্তদুপায়াভ্যাসপ্রয়োগৈঃ ॥ ২৬ ॥

প্রাণসংরোধনমেব ফলাভেদরূপেণ প্রশংসতি চিত্তেতি ॥ ২৭ ॥

চিত্তস্য বীজান্তরং বর্ণয়িতুং প্রতিজানীতে জ্ঞানবন্তিরিতি। প্রকটিতাং সম্যগুপদিষ্টাং স্বয়ং চানুভূতাম্। বাসনাভিরাজীবিতামুজ্জীবিতাম্ ॥ ২৮ ॥

তত্রাদৌ বাসনাস্বরূপমাহ দৃঢ়েতি। প্রাক্তন্যা দৃঢ়ভাবনয়া দেহাদিপদার্থানামহংমমেত্যাদিরূপসংস্কারাত্মনা যদাদানং তচ্চেৎ ত্যক্তপূর্ব্বাপরবিচারণং ভবতি তদা সা বাসয়তি দেহাদিভাবেনাত্মানং ভাবয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা বাসনা প্রকীর্ত্তিতেত্যর্থঃ। তথাচ পূর্ব্বাপরবিচারবতাং জীবন্মুক্তানাং দেহাদিসংস্কারো ন বাসনা বিরোধিবিচারাস্কন্দিতত্বেন তেষাং দেহাদিভাবেন বাসয়িতুমশক্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

অজ্ঞানতস্তু বিরোধাভাবাৎ তীব্রসম্বেগভাবনাদার্ঢ্যেন দেহাদিভাবে বাসয়িতুং শক্নোত্যেবেত্যাশয়েনাহ ভাবিত ইতি ॥ ৩০ ॥

সা দেহাদাবাত্মতামিব বাহ্যার্থে সত্তামপি দর্শয়তীত্যাহ তাদৃগিতি।

বাসনাবেগবৈবশ্যাৎ স্বরূপং প্রজহাতি তৎ।
ভ্রান্তং পশ্যতি দুর্দৃষ্টিঃ সর্ব্বং মদবশাদিব ॥ ৩২ ॥
অসম্যগ্‌জ্ঞানবানেব ভবত্যাধিপরিপ্লুতঃ।
অন্তস্থয়া বাসনয়া বিষেণেব বশীকৃতঃ ॥ ৩৩ ॥
অসম্যগ্‌দর্শনং যস্মাদনাত্মন্যাত্মভাবনম্‌।
যদবস্তুনি বস্তুত্বং তচ্চিত্তং বিদ্ধি রাঘব ॥ ৩৪ ॥
দৃঢ়াভ্যাসপদার্থৈক বাসনাদতিচঞ্চলম্‌।
চিত্তং সঞ্জায়তে জন্ম জরামরণকারণম্‌ ॥ ৩৫ ॥
যদা ন বাস্যতে কিঞ্চিদ্ধেয়োপাদেয়রূপি যৎ।
স্থীয়তে সকলং ত্যক্ত্বা তদা চিত্তং ন জায়তে ॥ ৩৬ ॥
অবাসনত্বাৎ সততং যদা ন মনুতে মনঃ।
অমনস্তা তদোদেতি পরমোপশমপ্রদা ॥ ৩৭ ॥
যদা কিঞ্চিন্ন সম্বিত্তৌ স্ফুরত্যভ্রমিবাম্বরে।
তদা পদ্ম ইবাকাশে চিত্তমস্তর্ন জায়তে ॥ ৩৮ ॥
যদা ন ভাব্যতে ভাবঃ ক্বচিজ্জগতি বস্তুনি।
তদা হৃদম্বরে শূন্যে কথং চিত্তং প্রজায়তে ॥ ৩৯ ॥
এতাবন্মাত্রকং মন্যে রূপং চিত্তস্য রাঘব।

বসতীতি বস্তু। তদাত্মসত্তয়া বাসয়তীতি বাসনেতি ব্যুৎপত্তেস্তত্রাপি সত্ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

তৎ বাসনোপস্থাপিতং জগদ্রূপং সর্ব্বম্‌ ॥ ৩২ ॥

ত্যক্তপূর্ব্বাপরবিচারণমিত্যস্য ব্যাবর্ত্ত্যমাহ অসম্যগিত্যাদিনা ॥ ৩৩ ॥

সৈব চিতশ্চিত্তভাবেন বাসনাপ্রযুক্তা উৎপত্তিরিত্যাশয়েনাহ অসম্যগিতি ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

অতএব বাসনানাশাচ্চিতঃ স্বাস্থ্যলক্ষণা মুক্তিরিত্যাহ যদেতি। ন বাস্যতে ন সত্তাং প্রাপ্যতে ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

আকাশে পদ্মমিব অন্তঃ চিতি চিত্তং ন জায়তে ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

যস্তাবনং বস্তুনোস্তর্ব্বস্তুত্বেন রসেন চ ॥ ৪০ ॥
ন কিঞ্চিৎ কল্পনাযোগ্যং দৃশ্যং ভাবয়তস্ততঃ।
আকাশকোশস্বচ্ছস্য কুতশ্চিত্তোদয়োভবেৎ ॥ ৪১ ॥
যদভাবনমাস্থায় যদভাবস্য ভাবনম্।
যদ্ যথাবস্তুদর্শিত্বং তদচিত্তত্বমুচ্যতে ॥ ৪২ ॥
সর্ব্বমন্তঃ পরিত্যজ্য শীতলাশয়বর্ত্তি যৎ।
বৃত্তিস্থমপি তচ্চিত্তমসদ্রূপমুদাহৃতম্ ॥ ৪৩ ॥
বাসনায়া রসাধ্যানাৎ রাগো যস্য ন বিদ্যতে।
তস্য চিত্তমচিত্তত্বং গতং সত্ত্বং তদুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥
ঘনা ন বাসনা যস্য পুনর্জ্জননকারিণী।
জীবন্মুক্তঃ স সত্ত্বস্থশ্চক্রভ্রমবদাস্থিতঃ ॥ ৪৫ ॥
ভৃষ্টবীজোপমা যেষাং পুনর্জ্জননবর্জ্জিতা।
বাসনা রসনির্হীনা জীবন্মুক্তা হি তে স্থিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
সত্ত্বরূপপরিপ্রাপ্ত চিত্তাস্তে জ্ঞানপারগাঃ।

রসেন রাগেণ ॥ ৪০ ॥

কল্পনায়া যুক্তিভিঃ সমর্থনায়া অযোগ্যম্ ॥ ৪১ ॥

ইদানীমচিত্ততাং লক্ষয়তি যদিতি। অভাবনং বাহ্যার্থাস্মরণং নিরোধযোগমাস্থায় সর্ব্বদৃশ্যমার্জ্জনলক্ষণস্য অভাবস্য যৎ সম্পাদকং পরমার্থস্বদর্শনাবির্ভূতস্বরূপং তদিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

তর্হি জীবন্মুক্তানাং সবৃত্তিকে চিত্তে সতি কথমচিত্তত্বং তত্রাহ সর্ব্বমিতি। ন হি দগ্ধপটাভাসেন সপটত্বং বক্তুং শক্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

বিষয়রসানামাধ্যানপ্রযুক্তোরাগোরঞ্জনা। পটভস্মেব পরিশিষ্টমধিষ্ঠানং সত্বং তদুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

তর্হি জীবন্মুক্তঃ কথং ব্যবহারমাস্থিত ইতি চেৎ কৃতকার্য্যকুলালচক্রভ্রমবদিত্যাহ ঘনেতি ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

দেহান্তে প্রারব্ধক্ষয়ে। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে অথ

অচিত্তা ইতি কথ্যন্তে দেহান্তে ব্যোমরূপিণঃ ॥ ৪৭ ॥

দ্বে বীজে রাম চিত্তস্য প্রাণস্পন্দনবাসনে।
একস্মিংশ্চ তয়োঃ ক্ষীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপি নশ্যতঃ ॥ ৪৮ ॥

মিথঃ কারণমেতে হি বীজে জন্মনি চেতসঃ।
জলাঙ্গীকরণে রাম জলাশয়ঘটাবিব ॥ ৪৯ ॥

ঘনা ন বাসনা যস্য পুনর্জ্জননকারিণী।
বীজাঙ্কুরবদেতে হি সংস্থিতে তিলতৈলবৎ ॥ ৫০ ॥

অবিনাভাবিনী নিত্যং কালাকাঙ্ক্ষি ক্রমে তথা।
সর্ব্বমুৎপাদয়ত্যেতচ্চিত্তকঃ সম্বিদাত্মকঃ ॥ ৫১ ॥

যথা প্রাণেন্দ্রিয়ানন্দমানন্দপবনাবুভৌ।
চিত্তস্যোৎপাদিকে সার্দ্ধং যদেতে বাসনে তদা ॥ ৫২ ॥

সম্পংস্থে" ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

নন্থ বাসনাবীজনাশেপি বীজান্তরাচ্চিত্তোদয়ঃ কিং ন স্যাৎ তত্রাহ দ্বে ইতি ॥ ৪৮ ॥

চেতসোজন্মনি এতে মিথোমিলিতে কারণং নৈকৈকমিত্যর্থঃ। যথা ঘটাকাশেন জলাঙ্গীকরণে জলাশয়োঘটশ্চ মিলিতৌ কারণং নৈকৈকং তদ্বৎ॥৪৯

ঘনা বাসনা একৈব আ যস্য বলাৎকৃত্য পুনর্জ্জননকারিণী নেত্যর্থঃ।

বীজং তস্যাপি কিং ভবেদিতি চতুর্থপ্রশ্নস্যাপ্যুত্তরমনবস্থাং পরিহরন্নাহ বীজাঙ্কুরবদিতি। এতে প্রাণস্পন্দনবাসনে তিলেষু তৈলবৎ পরস্পরান্তঃস্থে তথা বীজাঙ্কুরন্যায়েন কালাকাংক্ষিক্রমে পরস্পরস্য কারণে ইতি পরেণান্বয়ঃ॥৫০

এবং চিত্তস্যাপি তত্তদ্বয়ং প্রতি ইন্দ্রিয়সুখদুঃখাদিকঞ্চ প্রতি কারণতাস্তীত্যাহ সর্ব্বমিতি ॥ ৫১ ॥

যথাক্রমং প্রথমং প্রাণং তত ইন্দ্রিয়াণি ততস্তৎপ্রযুক্তমানন্দমিতি সর্ব্বমিত্যর্থঃ। এবং পূর্ব্বোপভুক্তস্য বিষয়ানন্দস্য তাৎকালিকজীবনলক্ষণস্য পবনস্পন্দস্য চ বাসনাত্মনাপি চিত্তোৎপাদকত্বমস্তীত্যাহ আনন্দপবনাবিতি। যদা আনন্দপবনাবুভৌ বাসনে সম্পন্নে তদা সার্দ্ধং মিলিত্বা চিত্তস্যোৎপাদিকে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫২ ॥

আমোদপুষ্পবত্তৈল-তিলবচ্চ ব্যবস্থিতে।
বাসনাবশতঃ প্রাণস্পন্দস্তেন চ বাসনা ॥ ৫৩ ॥
জায়তে চিত্তবীজস্য তেন বীজাঙ্কুরক্রমঃ।
বাসনোৎপ্লবমানত্বাৎ সম্বিৎপ্রক্ষোভকর্ম্মণা ॥ ৫৪ ॥
প্রাণস্পন্দং বোধয়তি তেন চিত্তং প্রজায়তে।
প্রাণঃ স্পন্দনধর্ম্মিত্বাৎ স্পন্দতে স্পৃষ্টহৃদ্‌গুণঃ ॥ ৫৫ ॥
সম্বিদং বোধয়ংস্তেন চিত্তবালঃ প্রজায়তে।
এবং হি বাসনাপ্রাণস্পন্দৌ দ্বৌ তস্য কারণম্ ॥ ৫৬ ॥
তয়োরেকক্ষয়ে নাশো দ্বয়োশ্চিত্তস্য রাঘব।
সুখদুঃখমনঃস্পন্দং শারীরকবৃহৎফলম্ ॥ ৫৭ ॥
কার্য্যপল্লবিতাকারং কৃতিব্রততিবেষ্টিতম্।
তৃষ্ণাকৃষ্ণাহিবলিতং রাগরোগবকালয়ম্ ॥ ৫৮ ॥
অজ্ঞানমূলং সুদৃঢ়ং লীনেন্দ্রিয়বিহঙ্গমম্।
বাসনা ক্ষয়মানীতা চিত্তবৃক্ষং ক্ষণেন হি ॥ ৫৯ ॥
প্রপাতয়তি বাতৌঘঃ কালপক্কফলং যথা।

অতঃ পরস্পরাশ্রয়ত্বং পরস্পরহেতুত্বঞ্চানয়োরূপপন্নমিতি নানবস্থাদোষ-প্রসক্তিরিত্যাশয়েনোক্তমেব পুনরাহ আমোদেত্যাদি ॥ ৫৩ ॥

বীজাঙ্কুরক্রমোজায়তে উপপন্ন ইতি যাবৎ। উভয়োশ্চিত্তোৎপাদকত্ব-প্রকারং দর্শয়তি বাসনেতি ॥ ৫৪ ॥

স্পৃষ্টা যুয়া হৃদ্‌গুণা রাগাদিবাসনা যেন ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥

অতএব একস্মিংশ্চ তয়োঃ ক্ষীণে ইতি প্রাগুক্তমুপপন্নমিত্যাহ তয়োরিতি। দ্বয়োঃ তৎকার্য্যস্য চিত্তস্য চ নাশ ইত্যর্থঃ। চিত্তমেব বৃক্ষত্বেন বর্ণয়ংস্তস্য বাসনাক্ষয়াদুন্মূলনমাহ সুখেত্যাদিনা। সুখদুঃখাকুলং মননং মনস্তদেব স্পন্দো যস্য। শরীরমেব শারীরকম্ ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

ক্ষয়মানীতা বাসনা ঈদৃশং চিত্তবৃক্ষং ক্ষণেন প্রপাতয়তীতি পরেণান্বয়ঃ ॥৫৯

তদেব চিত্তং বাত্যারজঃপুঞ্জত্বেন রূপয়ংস্তস্য পবননিরোধাদিব প্রাণ-

পাণ্ডুরীকৃতসর্ব্বাংশং স্থগিতাখিলদর্শনম্ ॥ ৬০ ॥
বিলোলজলদাকারমজ্ঞানাবকরোত্থিতম্ ।
তৃষ্ণাতূলবব্যাপ্তং স্তম্ভাকৃতিশরীরকম্ ॥ ৬১ ॥
স্ফুরত্তন্তু তন্তু ক্ষুব্ধং সুখমুৎপ্লবনং প্রতি ।
অন্তঃস্থিতমহালোকমপশ্যৎ প্রবিলীয়তে ॥ ৬২ ॥
পবনস্পন্দরোধাচ্চ বাম চিত্তরজঃ ক্ষণাৎ ।
বাসনাপ্রাণপবনস্পন্দয়োরনয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৬৩ ॥
সম্বেদ্যং বীজমিত্যুক্তং স্ফুরতস্তৌ যতস্ততঃ ।
হৃদি সম্বেদ্যমাপ্যৈব প্রাণস্পন্দোথ বাসনা ॥ ৬৪ ॥
উদেতি তস্মাৎ সম্বেদ্যং কথিতং জীবমেতয়োঃ ।
সম্বেদ্যসম্পরিত্যাগাৎ প্রাণস্পন্দনবাসনে ॥ ৬৫ ॥
সমূলং নশ্যতঃ ক্ষিপ্রং মূলচ্ছেদাদিব দ্রুমঃ ।
সম্বিদং বিদ্ধি সম্বেদ্যং বীজং ধীরতয়া বিনা ॥ ৬৬ ॥

স্পন্দনিরোধাৎ প্রবিলয়ং দর্শয়তি পাণ্ডুরীকৃতেত্যাদিনা। পাণ্ডুরীকৃতে-ত্যাদিবিশেষণানি শ্লেষাদিনা উভয়ত্র যোজ্যানি। আশা দিশঃ উপচারাৎ তৃষ্ণাবস্তশ্চ। স্থগিতমাচ্ছাদিতমখিলদর্শনঃ পূর্ণচন্দ্ররূপং সর্ব্বজননেত্রং চ যেন ॥৬০

অবকর উৎকরঃ। স্তম্ভপ্রায়ং শরীরকং প্রসিদ্ধং বাত্যাসংস্থানঞ্চ যস্য ॥৬১॥

স্ফুরদ্ভিস্তন্তুতন্তুভিরল্পাল্পৈর্ব্বৃত্তিভেদৈর্ব্বাত্যাপোতৈশ্চ ক্ষুব্ধং সর্ব্বদিক্ষু উৎ-প্লবনং প্রতিসুখং অনায়াসদক্ষং অন্তঃস্থিতং মহালোকং ব্রহ্ম সৌরালোকঞ্চ অপশ্যৎ দ্রষ্টুমক্ষমং ঈদৃশং চিত্তবাত্যারজঃ পবনস্পন্দরোধাৎ ক্ষণাৎ প্রবি-লীয়ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৬২ ॥

বীজান্তরমপ্যাহ বাসনেতি ॥ ৬৩ ॥

সম্বেদ্যং প্রিয়াপ্রিয়ং শব্দাদি আপ্য স্মৃত্বা ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥

সম্বিদভেদভাবনমেব সম্বেদ্যপরিত্যাগ ইত্যাহ সম্বিদমিতি। তদেবোপ-পাদয়তি বীজমিত্যাদিনা। সম্বিদেব স্বীয়াং ধীরতাং পরিত্যজ্য সম্বেদ্যমিব সম্পন্নং সৎ চিত্তবীজম্ ॥ ৬৬ ॥

ন সম্ভবতি সম্বেদ্যং তৈলহীনস্তিলোযথা।
ন বহির্নান্তরে কিঞ্চিৎ সম্বেদ্যং বিদ্যতে পৃথক্ ॥ ৬৭ ॥
সংবিৎ স্ফুরন্তী সঙ্কল্পাৎ সংবেদ্যং পশ্যতি স্বতঃ।
স্বপ্নে যথাত্মমরণং তথা দেশান্তরস্থিতিঃ ॥ ৬৮ ॥
স্বচমৎকারযোগেন সংবেদ্যং সংবিদস্তথা।
স্ববেদনং স্বসঙ্কল্পাৎ সংবিদোযত্র বর্ত্ততে ॥ ৬৯ ॥
জগজ্জালমতোভাতি তদিদং রঘুনন্দন।
যথা বালস্য বেতালঃ স্বসঙ্কল্পোদ্ভবাদ্ভবেৎ ॥ ৭০ ॥
পুরুষত্বং যথা স্থাণোঃ সংবেদ্যং সংবিদস্তথা।
যথা চন্দ্রার্করশ্মীনাং দণ্ডতা রেণুতা তথা ॥ ৭১ ॥
যথা নৌস্থাচলস্পন্দঃ সংবেদ্যং সংবিদস্তথা।
এতন্মিথ্যা হি দুর্জ্ঞানং সম্যগ্জ্ঞানাৎ বিলীয়তে ॥ ৭২ ॥
রজ্জ্বামিব ভুজঙ্গত্বং দ্বীন্দুত্বং স্বীক্ষিতাদিব।
শুদ্ধৈব সংবিত্রিজগৎ সংবেদ্যং নান্যদস্ত্যলম্ ॥ ৭৩ ॥
ইত্যন্তর্নিশ্চয়োরূঢ়ঃ সম্যগ্জ্ঞানং বিদুর্ব্বুধাঃ।

ন হি সম্বিদং বিনা সম্বেদ্যং সম্ভবতি প্রসিধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

চার্থে তথাশব্দঃ। যথা স্বপ্নে আত্মনোমরণং দেশান্তরস্থিতিশ্চ স্বচমৎকারযোগেনৈব জাগ্রৎসম্বেদ্যমপি সম্বিদস্তথেত্যুত্তরত্রান্বয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

যত্র যস্যাং বিবেকদশায়াং স্বতত্ত্ববেদনং বর্ত্ততে তৎ স্বসম্বেদনমপি স্বসঙ্কল্পাদিজন্তং তথা স্বপ্নবদেব ন হৃদয়ে স্বসম্বেদনং স্ববিবেকবিচারাদয়োবা পরমার্থতঃ সম্ভবন্তীতি ॥ ৬৯ ॥

স্বসঙ্কল্পোদ্ভবাৎ ভ্রমাৎ ॥ ৭০ ॥

চন্দ্রার্করশ্মীনাং বাতায়নপ্রবিষ্টানাং দণ্ডাকারতা তদন্তরে ভ্রমত্রসরেণ্বাকারতা চ ভবেৎ তথা ॥ ৭১ ॥

দুর্জ্ঞানং ভ্রান্তিজ্ঞানম্। বিলীয়তে বাপ্যতে ॥ ৭২ ॥

স্বীক্ষিতান্নির্দ্দোষদর্শনাদিব। সম্যগ্জ্ঞানং তর্হি কীদৃশং তদাহ শুদ্ধৈবেতি॥৭৩

পূর্ব্বং দৃষ্টমদৃষ্টং বা যদস্যাঃ প্রতিভাসতে ॥ ৭৪ ॥
সংবিদস্তৎপ্রযত্নেন মার্জ্জনীয়ং বিজানতা।
তদমার্জ্জনমাত্রং হি মহাসংসারসঙ্গতম্ ॥ ৭৫ ॥
তৎপ্রমার্জ্জনমাত্রস্তু মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে।
সংবেদনমনন্তায় দুঃখায় জননাত্মনে ॥ ৭৬ ॥
অসংবিত্তিরজাড্যস্থা সুখায়াজননাত্মনে।
অজড়োগলিতানন্দস্ত্যক্তসংবেদনোভব।
অসংবেদ্যঃপ্রবুদ্ধাত্মা যৎ সত্বং তৎ রঘূদ্বহ ॥ ৭৭ ॥

রাম উবাচ।

অজড়শ্চাপ্যসংবিত্তিঃ কীদৃশোভবতি প্রভো।
অসংবিত্তৌ চ জাড্যং তৎ কথং বা বিনিবর্ত্ততে ॥ ৭৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যঃ সর্ব্বত্রানবস্থাস্থো বিশ্রান্তাস্থোন কুত্রচিৎ।
জীবোন বিন্দতে কিঞ্চিদসংবিদজড়োহি সঃ ॥ ৭৯ ॥

তেন সম্মার্জ্জনীয়ং যৎ তদ্দর্শয়তি পূর্ব্বমিতি ॥ ৭৪ ॥

মহতা সংসারেণ সঙ্গতং সম্বন্ধ আত্মনঃ ॥ ৭৫ ॥

সম্বেদনং বেদ্যদর্শনম্। জননাত্মনে জন্মাদিরূপায় দুঃখায় ॥ ৭৬ ॥

অসম্বিত্তির্ব্বেদ্যাদর্শনং অজাড্যে চিদেকরসস্বভাবে প্রতিষ্ঠিতা অজননাত্মনে নিত্যাত্মস্বরূপায় যতোভবতি অতস্ত্বমপি ত্যক্তসম্বেদনঃ সন্ অজড়ঃ গলিতজড়ভাবঃ একরসীভূতঃ ভব। পূর্ণানন্দোভবেত্যর্থঃ। যঃ অসম্বেদ্যোপি স্বতঃ প্রবুদ্ধ আত্মা স এব ত্বং ভবসি নান্যঃ ॥ ৭৭ ॥

জাড্যত্যাগে সম্বেদনপরিশেষঃ সম্বেদনত্যাগে জাড্যপরিশেষোবা অবশ্যম্ভাবীত্যজড়ঃ অসম্বিত্তিশ্চেতি বিরুদ্ধস্বভাবঃ একঃ কথং ভবতীতি প্রশ্নঃ। বিরোধমেব স্ফুটীকৃত্য দর্শয়তি অসম্বিত্তাবিতি ॥ ৭৮ ॥

সং সত্যতয়া বাহ্যার্থবেদনং সম্বিদিতি ব্যুৎপত্তের্ব্বাধিতার্থাভাসৈর্ব্ব্যবহারাভাসং দর্শয়ন্নপি জীবন্মুক্তজীবঃ সর্ব্বত্র বর্ত্তমানবিষয়ে অনবস্থিতাস্থঃ কুত্রচিৎ অতীতানাগতবিষয়ে চ বাসনাক্ষয়ান্ন বিশ্রান্তাস্থ ইতি ন কিঞ্চি-

সংবিত্তত্ত্বদৃশালম্বঃ স যস্যেহ ন বিদ্যতে।
সোঽসংবিদজড়ঃ প্রোক্তঃ কুর্ব্বন্ কার্য্যশতান্যপি ॥ ৮০ ॥
সংবেদ্যেন হৃদাকাশো মনাগপি ন লিপ্যতে।
যস্যাসাবজড়া সংবিজ্জীবন্মুক্তশ্চ কথ্যতে ॥ ৮১ ॥
যদা ন ভাব্যতে কিঞ্চিন্নির্ব্বাসনতয়াত্মনি।
বালমূকাদিবিজ্ঞানমিব চ স্থীয়তে স্থিরম্ ॥ ৮২ ॥
তদাজাড্যবিনির্ম্মুক্তমচ্ছবেদনমাততম্।
আশ্রিতং ভবতি প্রাজ্ঞো যস্মাদ্ভূয়ো ন লিপ্যতে ॥ ৮৩ ॥
সমস্তবাসনাত্যাগী নির্ব্বিকল্পসমাধিতঃ।
নীলত্বমিব খাৎ স্ফার আনন্দঃ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ৮৪ ॥
যোগিনস্তত্র তিষ্ঠন্তি সংবেদনমসংবিদঃ।
তন্ময়ত্বাদনাদ্যন্তং তদপ্যন্তর্ব্বিলীয়তে ॥ ৮৫ ॥
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নপি তেন স উচ্যতে।
অজড়োগলিতানন্দস্ত্যক্তসংবেদনঃ সুখী ॥ ৮৬ ॥

বেদ্যং বিন্দত ইতি তদংশে কাষ্ঠলোষ্টবদসম্বিদিত্যুচ্যতে। স্বতন্ত্র স্বপ্রকাশ-চিদেকরসপূর্ণত্বাদজড়শ্চেত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

[illegible]মিচ্ছব্দস্ত উক্তাং ব্যুৎপত্তিং দর্শয়ন্ ক্রমেব সমর্থয়তি সম্বিদিতি। বস্তু-দৃশা সত্তাববুদ্ধ্যা চিত্তোবাহ্যার্থালম্বনমেব সম্বিদিত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ। এতেন সর্ব্বত্রাসবস্থাস্ব ইতি পদস্য তাৎপর্য্যমুদ্‌ঘাটিতম্ ॥ ৮০ ॥

বিশ্রান্তাস্থোন কুত্রচিদিত্যস্যাপি অতীতবিষয়ে তাৎপর্য্যমুদ্‌ঘাটয়ংস্তদেবাহ সম্বেদ্যেনেতি। হৃদাকাশো বুদ্ধিঃ ॥ ৮১ ॥

অনাগতবিষয়েপি তস্য তমুদ্‌ঘাটয়তি যদেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥

শঙ্কাং সমাধায় প্রকৃতং সমর্থয়মাহ সমস্তেতি ॥ ৮৪ ॥

নম্বন্যাকারসম্বেদনাভাবেপি ব্রহ্মাকারবৃত্তিরূপং সম্বেদনং সমাধাবপি দুর্ব্বারমিতি কথমসম্বিত্ত্বং তত্রাহ তন্ময়ত্বাদিতি। অনাদ্যন্তমপরিচ্ছিন্নব্রহ্মাকারং তৎ সম্বেদনমপি স্বেদ্ধেন ব্রহ্মজ্যোতিষা বাধ্যমানং তদন্তরেব বিলীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য কষ্টয়া যত্নচেষ্টয়া ।
তর দুঃখাম্বুধেঃ পারমপারগুণসাগর ॥ ৮৭ ॥
যথা বীজাদ্বৃহদ্বৃক্ষো ব্যোম ব্যাপ্নোতি কালতঃ ।
তথৈবেদং স্বসঙ্কল্পাৎ সংবেদ্যমসদুত্থিতম্ ॥ ৮৮ ॥
যদা সঙ্কল্প্য সঙ্কল্প্য সংবিৎ স্বং বিন্দতে বপুঃ ।
তদাস্য জন্মজালস্য সৈব গচ্ছতি বীজতাম্ ॥ ৮৯ ॥
জনয়িত্বাত্মনাত্মানং মোহয়িত্বা পুনঃপুনঃ ।
স্বয়ং মোক্ষং নয়ত্যন্তঃ সংবিৎ স্বং বিদ্ধি রাঘব ॥ ৯০ ॥
যদেব ভাবয়ত্যেষা তদেব ভবতি ক্ষণাৎ ।
ন ভবদ্ভূমিকামুক্তা সমায়াতি চিরাদ্বপুঃ ॥ ৯১ ॥
দেবো নাসৌ সুরোরক্ষো যক্ষঃ কিং কিন্নরোজনঃ ।
আত্মৈবাদ্যবিলাসিন্যা জগন্নাট্যং প্রনৃত্যতি ॥ ৯২ ॥
বধ্বাত্মানং রুদিত্বা চ কোশকারকৃমির্যথা ।

কষ্টয়া প্রাণায়ামাদিশ্রমসাধ্যয়া ॥ ৮৭ ॥

চিদাত্মা স্বাত্মনঃ স্বয়মেব মিথ্যাভূতং বন্ধং মোক্ষং কল্পয়তীত্যাহ যথে-ত্যাদিনা ॥ ৮৮ ॥

কদা কথমুত্থিতং তদাহ যদেতি। সঙ্কল্প্য সঙ্কল্প্য পুনঃপুনঃ সঙ্কল্প্য কৃত্বা স্বং সাঙ্কল্পিকং বপুঃ স্বরূপং যদা বিন্দতে তদা ॥ ৮৯ ॥

অন্তঃ হৃদিস্থং আত্মতত্ত্বং বেত্তীতি বিৎ পশ্যৎ সৎ স্বয়ং স্বং মোক্ষং নয়তি। হীতি বিদ্বদনুভবপ্রসিদ্ধৌ ॥ ৯০ ॥

তর্হি ইদানীমেব সর্ব্বেষাং সম্বিৎ স্বাত্মভাবনয়া স্বস্বরূপং স্বৈরং কুতো নায়াতি তত্রাহ নেতি। ভবন্তীতি ভবন্তো রাগাদয়স্তদ্ভূমিকাভ্যঃ অমুক্তা সতী চিরাদপি স্বং বপুর্নায়াতি ॥ ৯১ ॥

অতএবাস্য দেবগন্ধর্ব্বাদয়ঃ কল্পিতবেশা ন বাস্তবা ইত্যাহ দেব ইতি। আদ্যয়া আদিসিদ্ধয়া বিলাসিন্যা স্বমায়য়া ॥ ৯২ ॥

যথা মায়াবী নটঃ আত্মানং বধ্নন্নিব মোচয়ন্নিব দর্শয়তি তদ্বদিত্যাহ বদ্ধেতি ॥ ৯৩ ॥

চিরাৎ কেবলতামেতি স্বয়ং সম্বিৎ স্বভাবতঃ ॥ ৯৩ ॥
জগজ্জলধিজালানাং সম্বিজ্জলমলং গতা।
এষৈবাপূর্ব্বদিক্‌চক্রং স্ফুরত্যদ্র্যাদিতাং গতা ॥ ৯৪ ॥
দ্যৌঃ ক্ষমা বায়ুরাকাশং পর্ব্বতাঃ সরিতোদিশঃ।
ইত্যস্যা বীচয়ঃ প্রোক্তাঃ সম্বিৎসলিলসন্ততেঃ ॥ ৯৫ ॥
সম্বিন্মাত্রং জগৎ সর্ব্বং দ্বিতীয়া নাস্তি কল্পনা।
ইত্যেব সম্যগ্‌জ্ঞানেন সম্বিৎ গচ্ছতি নান্যতাম্ ॥ ৯৬ ॥
যদা ন বিন্দতে কিঞ্চিৎ স্পন্দতে ন ন বেপতে।
স্বাত্মন্যেব স্থিতিং যাতি সম্বিন্নো লিপ্যতে তদা ॥ ৯৭ ॥
অথাস্যাঃ সম্বিদোরাম সন্মাত্রং বীজমুচ্যতে।
সম্বিন্মাত্রাদুদেত্যেষা প্রাকাশ্যমিব তেজসঃ ॥ ৯৮ ॥
দ্বে রূপে তত্র সত্তায়া একং নানাকৃতিস্থিতম্।
দ্বিতীয়মেকরূপন্তু বিভাগোয়ং তয়োঃ শৃণু ॥ ৯৯ ॥
ঘটতা পটতা চৈব স্বত্তা মত্তেতি কথ্যতে।

অলং পর্য্যাপ্তিং গতা সম্বিদেব জগজ্জলধিজালানাং জলম্। অপূর্ব্বং দিক্‌চক্রং দিঙ্মণ্ডলমপ্যেষৈব। অদ্র্যাদিতাং পর্ব্বতাদিভাবমেষৈব গতা ॥৯৪॥৯৫॥

নান্যতাং অনন্ততাং অদ্বয়তামিত্যর্থঃ ॥ ৯৬ ॥

কদাস্যাঃ সম্যগ্‌জ্ঞানং ভবতি তত্রাহ যদেতি। কিঞ্চিচ্চলনং স্পন্দঃ সম্যক্ কম্পনং বেপনমিতি ভেদঃ ॥ ৯৭ ॥

এবং পরিশোধ্য পরিশেষিতা সম্বিৎ অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বসম্বিদেবেতি শ্রোতৃণাং ভ্রান্তিং বারয়ন্নগ্নিবিস্ফুলিঙ্গন্যায়েন তদ্বীজভূতাং সন্মাত্ররূপাং ব্রহ্মসম্বিদং দর্শয়তি অথেতি। এষা প্রতিবিম্বসম্বিৎ বিম্বভূতাৎ সম্বিন্মাত্ররূপাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাদুদেতি। যথা সূর্য্যাদিতেজসঃ সকাশাৎ প্রকাশ এব প্রাকাশ্যং প্রভা উদেতি তদ্বৎ ॥ ৯৮ ॥

সন্মাত্রমিত্যুক্তে অর্থক্রিয়াসামর্থ্যলক্ষণং ঘটপটাদিনিষ্ঠং ব্যাবহারিকসত্ত্বমেব তদ্বীজং দর্শিতমিতি ভ্রান্তির্মা ভূদিতি তদ্বিলক্ষণং দর্শয়িতুং সত্তাদ্বৈবিধ্যমাহ দ্বে রূপে ইত্যাদিনা ॥ ৯৯ ॥

সত্তারূপবিভাগেন যত্তন্নানাকৃতিস্থিতম্ ॥ ১০০ ॥
বিভাগস্তু পরিত্যজ্য সত্তৈকাত্মতয়া ততম্ ।
সামান্যেনৈব সত্তায়া রূপমেকমুদাহৃতম্ ॥ ১০১ ॥
বিশেষং সম্পরিত্যজ্য সন্মাত্রং যদলেপকম্ ।
একরূপং মহারূপং সত্তায়াস্তৎ পদং বিদুঃ ॥ ১০২ ॥
রূপং নানাকৃতিত্বেন সত্তায়া ন কদাচন ।
অসত্ত্বেদ্যং সম্ভবতি তস্মাদেতদবস্তুকম্ ॥ ১০৩ ॥
একরূপস্তু যদ্রূপং সত্তায়া বিমলাত্মকম্ ।
ন কদাচন তদ্যাতি নাশং নাপি চ বিস্মৃতিম্ ॥ ১০৪ ॥
কালসত্তা কলাসত্তা বস্তুসত্তেয়মিত্যপি ।
বিভাগকলনাং ত্যক্ত্বা সন্মাত্রৈকপরোভব ॥ ৫ ॥
কালসত্তা স্বসত্তা চ প্রোন্মুক্তকলনা সতী ।

ঘটত্বপটত্বাদয়স্তত্তামত্তাদ্যুপাধয়শ্চার্থক্রিয়াভেদেষু স্বরূপযোগ্যতালক্ষণা ব্যাবহারিকসত্তা বিশেষা এবেত্যাশয়ঃ ॥ ১০০ ॥

সামান্যেন সর্ব্বজগদধিষ্ঠানতা লক্ষণেন সাধারণস্বভাবেনৈব ॥ ১০১ ॥

পদং বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১০২ ॥

ব্যাবহারিকসত্ত্বন্তু ন বাস্তবমিত্যাহ রূপমিতি। যতস্তৎ ঘটত্বাদিরূপ কপালচূর্ণধূল্যাদ্যবস্থাস্বসত্ত্বেদ্যং নানুবর্ত্তমানতয়া দৃশ্যতে অতঃ সত্যং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

সর্ব্বাবস্থানুগতং সদ্রূপং ন তথেত্যাহ একরূপমিতি। নাপি চ বিস্মৃতিমিত্যনেন তস্য সদা স্ফুরদ্রূপতয়া নিত্যচিদেকরসতা দর্শিতা ॥ ১০৪ ॥

অতীতানাগতেষস্তীতি ব্যবহারাদর্শনাৎ বর্ত্তমানকাল এব সর্ব্ববস্তুনাং সত্তেতি কেচিৎ। অবয়বানামেব পুঞ্জীভূয়াবয়ব্যাকারেণ স্ফুরণাৎ কলা অবয়বা এব পরমাণুরূপা জগৎসত্তেত্যপরে। অবয়বিষপ্যনুগতা সত্তা জাতিরূপাস্তীত্যপরে। এবমন্যেপ্যন্যথান্যথা স্বস্ববুদ্ধ্যনুসারেণ কল্পয়ন্তি তৈঃ কল্পিতাং বিভাগকলনামিত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

যদ্যপি সর্ব্বং জগদিব কালাদিসত্তাপ্যধ্যস্তভেদকলনাত্যাগে সন্মাত্রপরি-

যদ্যপ্যুত্তমসদ্রূপা তথাপ্যেষা ন বাস্তবী ॥ ১০৬ ॥
বিভাগকলনা যত্র বিভিন্নপদদায়িনী।
নানাতাকারণং দৃষ্টা তৎ কথং পাবনং ভবেৎ ॥ ১০৭ ॥
সত্তাসামান্যমেবৈকং ভাবয়ৎ সকলং বপুঃ।
পরিপূর্ণপরানন্দী তিষ্ঠাভরিতদিগ্‌ভরঃ ॥ ১০৮ ॥
সত্তাসামান্যমাত্রস্য যা কোটিঃ কোবিদেশ্বর।
সৈবাস্য বীজতাং যাতা তত এব প্রবর্ত্ততে ॥ ১০৯ ॥
সত্তাসামান্যপর্য্যন্তে যত্তৎ কলনয়োজ্‌ঝিতম্।
পদমাদ্যমনাদ্যন্তং তস্য বীজং ন বিদ্যতে ॥ ১১০ ॥
সত্তা লয়ং যাতি যত্র নির্ব্বিকারঞ্চ তিষ্ঠতি।
ভূয়োনাবর্ত্ততে দুঃখে তত্র লব্ধপদঃ পুমান্ ॥ ১১১ ॥
তদ্ধেতুঃ সর্ব্বহেতুনাং তস্য হেতুর্ন বিদ্যতে।
সংসারঃ সর্ব্বসারাণাং তস্মাৎ সারং ন বিদ্যতে ॥ ১১২ ॥
তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ।
ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ ॥ ১১৩ ॥
সর্ব্বে ভাবা ইমে তত্র স্বদন্তে স্বাদুবারিধেঃ।

সেবাদ্ভুতমলমেব তথাপি বিতর্করূপেণ বাধার্হত্বাম বাস্তবীত্যর্থঃ ॥১০৬॥১০৭॥

আ সমন্তাৎ ভরিতাঃ পূরিতা দিগ্ ভরা দিগন্তদাধেয়সর্ব্বপদার্থাশ্চ যেন সত্তাসামান্যরূপেণ তথাবিধঃ সন্ ॥ ১০৮ ॥

সামান্যমাত্রস্য কোটিঃ পরমাবধিভূতা যা সত্তা সৈব অস্য জগতঃ প্রতিবিম্বচিতশ্চ বীজতাং যাতা ॥ ১০৯ ॥

সত্তাসামান্যস্য সর্ব্বসত্তানাং পর্য্যন্তে পরাবধৌ ॥ ১১০ ॥

সত্তা সদ্রূপতাপি যত্র ধর্ম্মধর্ম্মিবিভাগ বিলয়াৎ লয়ং যাতি তত্র লব্ধপদো যো ভবতি স এব পুরুষার্থসাধনসমর্থত্বাৎ পুমান্। অন্যস্তু স্ত্রীপ্রায় ইতি ভাবঃ ॥ ১১১ ॥

তদেব পরমপুরুষার্থতাং প্রদর্শয়িতুং শংসতি তদিত্যাদিনা ॥ ১১২ ॥১১৩॥

ষড়্রসা ইব জিহ্বায়াঃ প্রকটত্বং প্রয়ান্তি চ ॥ ১১৪ ॥
তস্মাদচ্ছতরস্যাপি চিদাকাশস্য বৈ পদম্।
সর্ব্বেষাং স্বাদুজাতীনামলমাস্বাদনঞ্চ তৎ ॥ ১১৫ ॥
জায়ন্তে বর্ত্তন্তে চৈব বর্দ্ধন্তে স্পৃশ্যন্তেথ বা।
তিষ্ঠন্তি চ গলন্তীহ তত্রাঙ্গ জগতাং গণাঃ ॥ ১১৬ ॥
তত্তদ্‌গুরু গরিষ্ঠানাং তত্তল্লঘু লঘীয়সাম্।
তত্তৎ স্থূলং স্থবিষ্ঠানামণীয়স্তদণীয়সাম্ ॥ ১১৭ ॥
দবীয়সাং দবিষ্ঠং তদন্তিকানাং তদন্তিকম্।
কনীয়সাং কনীয়স্তৎ তজ্জ্যেষ্ঠং জ্যায়সামপি ॥ ১১৮ ॥
তেজসামপি তত্তেজস্তমসামপি তত্তমঃ।
বস্তূনামপি তদ্বস্তু দিশামপ্যঙ্গ দিক্ পরা ॥ ১১৯ ॥
তন্ন কিঞ্চিচ্চ কিঞ্চিচ্চ তত্তদস্তীব নাস্তি চ।

তত্র তস্মিন্ প্রত্যগ্রূপে অধ্যস্তত্বাৎ স্বদন্তে ইন্দ্রিয়প্রীতিং জনয়ন্তি। স্বাদুত্বাদিধেরানন্দসমুদ্রাৎ তস্মাদেব। প্রকটত্বং সত্তাং স্ফূর্ত্তিঞ্চ ॥ ১১৪ ॥

যস্মাদস্বাদুভূতা অপি বিষয়াস্তদ্‌যোগাৎ স্বদন্তে তস্মাৎ কারণাৎ তচ্চিদাকাশস্য পদং স্বরূপং সর্ব্বেষাং স্বাদুজাতীনামানন্দানাং প্রিয়াগ্রাঞ্চ মধ্যে অলমত্যন্তমাস্বাদনমানন্দরূপং প্রিয়তমঞ্চেত্যর্থঃ ॥ ১১৫ ॥

তস্মিন্নেব আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি ইতি শ্রুত্যুক্তজগজ্জন্মাদিস্বরূপত্বলক্ষণসমন্বয়ং দর্শয়তি জায়ন্তে ইতি। বর্ত্তন্তে অস্তি। স্পৃশ্যন্তে বিপরিণামেন। তিষ্ঠন্ত্যপক্ষয়োন্মুখাঃ। শ্রুতৌ জন্মাদিত্রয়গ্রহণং ষড়্ভাববিকারোপলক্ষণমিত্যাশয়ঃ ॥ ১১৬ ॥

গুরুলঘ্বাদিবৈচিত্র্যস্যাপি তদেব নির্ব্বাহকমিত্যাশয়েনাহ তত্তদিতি। দ্বিতীয়ান্তচ্ছব্দাঃ প্রসিদ্ধপরাঃ ॥ ১১৭ ॥

দবীয়সাং দূরতরাণাং দবিষ্ঠং দূরতমম্। দূরশব্দাদিষ্ঠেয়সুনোঃ স্থূলদূরেত্যাদিনা যণাদিপরলোপঃ পূর্ব্বস্য গুণশ্চ। এবং যুবাল্পয়োঃ কন্ প্রশস্যবৃদ্ধয়োর্জ্যাদেশঃ ॥ ১১৮ ॥ ১১৯ ॥

তত্তদৃশ্যমদৃশ্যঞ্চ তত্তদস্মি ন চাস্মি চ ॥ ১২০ ॥
রাম সর্ব্বপ্রযত্নেন তস্মিন্ পরমপাবনে।
পদে স্থিতিমুপাযাসি যথা কুরু তথানঘ ॥ ১২১ ॥
তদমলমজরং তদাত্মতত্ত্বং
তদবগতাবুপশান্তিমেতি চেতঃ।
অবগতবিততৈকতৎস্বরূপো
ভবভয়মুক্তপদোসি তচ্চিরায় ॥ ১২২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে সংসৃতিবীজবিচারযোগোপদেশোনামৈক নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯১ ॥

ন কিঞ্চিল্লোকপ্রসিদ্ধম্। কিঞ্চিদন্যতরমপি প্রসিদ্ধং তদেব। অতীব ভাবাত্মকম্। নাপ্যভাবাত্মকম্। অস্মি প্রত্যক্তয়া। ন চাস্মি অহন্তয়া দ্বিতীয়শ্চকারো মম ন মমেতি চানুক্তসমুচ্চয়ার্থঃ ॥ ১২০ ॥

যথা উপাযাসি। বর্ত্তমানসামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্। তথা কুরু ॥ ১২১॥

আত্মতত্ত্বং পারমার্থিকরূপং তদেব। তস্ত অবগতৌ সাক্ষাদনুভবে সতি চ তত্ত উপশান্তিং বাধমেতি অতত্ত্বং যদা অবগতবিততৈকতৎস্বরূপো-ভবসি তৎ তদৈব চিরায় অপুনরাবৃত্তয়ে ভবভয়মুক্তঃ পরমপদস্বরূপ এবা-সীত্যর্থঃ ॥ ১২২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ।

রাম উবাচ।

এতানি তানি প্রোক্তানি ত্বয়া বীজানি মানদ।
কতমস্য প্রয়োগেণ শীঘ্রং তৎ প্রাপ্যতে পদম্॥ ১॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এতেষাং দুঃখবীজানাং প্রোক্তং যদ্‌যন্ময়োত্তরম্।
তস্য তস্য প্রয়োগেণ শীঘ্রমাসাদ্যতে পদম্॥ ২॥
সত্তাসামান্যকোটিস্থে দ্রাগিত্যেব পদে যদি।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন বলাৎ সন্ত্যজ্য বাসনাম্॥ ৩॥
স্থিতিং বধ্নাসি তত্ত্বজ্ঞ ক্ষণমপ্যক্ষয়াত্মিকাম্।
ক্ষণেঽস্মিন্নেব তৎ সাধু পদমাসাদয়স্যলম্॥ ৪॥

ইহোক্তস্থিতিভেদেষু যত্নগৌরবলাঘবম্।
বাসনাদিক্ষয়জ্ঞানসহাভ্যাস উদীর্য্যতে॥ ১॥

এতানি তানি পূর্ব্বোক্তানি সংসৃতিব্রততের্দ্দেহাদীনি বীজানি ত্বয়োক্তানি তেষাং কতমস্য উপায়স্য প্রয়োগেণ নিবৃত্ত্যা পরমং পদং প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ। অথবা এতানি সন্নিহিতানি অথাস্যাঃ সম্বিদো রাম [illegible]ং বীজমুচ্যত ইত্যাদিনা যানি ভূমিকাভেদরূপাণি মোক্ষবীজানি ত্বয়োক্তানি তেষু কতমস্য প্রয়োগেণ আশ্রয়ণেন॥ ১॥

তত্র প্রথমব্যাখ্যানুসারেণোত্তরমাহ এতেষামিতি॥ ২॥

দ্বিতীয়ানুসারেণাপ্যাহ সত্তেত্যাদিনা। সত্তাসামান্যং শোধিততৎপদার্থস্য কোটিঃ পরা কাষ্ঠা তৎস্থে চিদ্রূপশোধিতত্বংপদার্থৈক্যেনাখণ্ডৈকরসে পদে স্থিতিং নিশ্চলতাং চিত্তস্য বধ্নাসি চেদিতি পরেণান্বয়ঃ॥ ৩॥

কিং তাবতৈব নেত্যাহ তত্ত্বজ্ঞেতি। তত্ত্বতঃ সাক্ষাৎকৃত্যেতি যাবৎ॥ ৪॥

সত্তাসামান্যরূপে বা করোষি স্থিতিমঙ্গ চেৎ।
তৎ কিং চিদধিকেনেহ যত্নেনাপ্নোষি তৎপদম্ ॥ ৫ ॥
সংবিত্তত্ত্বে কৃতধ্যানো যদি তিষ্ঠসি চানঘ।
তদ্‌যত্নেনাধিকেনোচ্চৈরাসাদয়সি তৎপদম্ ॥ ৬ ॥
সংবেদ্যে কেবলে ধ্যানং ন সম্ভবতি রাঘব।
সর্ব্বত্র সম্ভবাদস্যাঃ সংবিত্তেরেব সর্ব্বদা ॥ ৭ ॥
যচ্চিন্তয়সি যদ্‌যাসি যত্তিষ্ঠসি করোষি চ।
তত্র তত্র স্থিতা সংবিৎ সংবিদেব তদেব সা ॥ ৮ ॥
বাসনাসম্পরিত্যাগে যদি যত্নং করোষি চ।
তত্তে শিথিলতাং যান্তি সর্ব্বাধিব্যাধয়ঃ ক্ষণাৎ ॥ ৯ ॥
পূর্ব্বোক্তৈঃ প্রযত্নেভ্যো বিষমোয়ং হি সংস্মৃতঃ।
দুঃসাধ্যোবাসনাত্যাগঃ সুমেরূন্মূলনাদপি ॥ ১০ ॥
যাবদ্বিলীনং ন মনো ন তাবদ্বাসনাক্ষয়ঃ।
ন ক্ষীণা বাসনা যাবৎ চিত্তং তাবৎ ন শাম্যতি ॥ ১১ ॥

তত্রাশক্তাবর্ণাহ সত্তেতি। শোধিতে জগৎকারণতত্ত্বে ইত্যর্থঃ। কিঞ্চিদিতি। অখণ্ডৈক্যবোধে যত্নাপেক্ষণাদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

সম্বিত্তত্ত্বে শোধিতত্বংপদার্থে। সমানং পূর্ব্বেণ ॥ ৬ ॥

নন্থ শোধনেন সম্বিদংশস্য হানে সম্বেদ্যাংশস্যৈব ধ্যানমপ্যুপায়ঃ কিং ন স্যাদিতি চেদশক্যত্বাদিত্যাহ সম্বেদ্যে ইতি। সম্বেদ্যেভ্যঃ পুরঃ স্ফুরন্ত্যাঃ সম্বিদঃ পিধাতুমশক্যত্বাৎ তৎপিধানে সম্বেদ্যস্ফূর্ত্তেরেবাভাবেন তদ্ধ্যানাযোগাচ্চেতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

চিন্তনচিন্তনীয়াদীনাং সম্বিদধীনসিদ্ধিকত্বং দর্শয়তি যদিতি। যচ্চিন্তয়সি তৎ সম্বিদেব। যা চিন্তা সাপি সম্বিদেব। সম্বিত্তত্ত্বকত্বাৎ সর্ব্বস্যেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

উপায়ান্তরমাহ বাসনেতি। চকারান্মনোনাশে চ। তৎ তর্হি ॥ ৯ ॥

কিমসৌ পূর্ব্বোক্তেভ্যঃ সুগমো নেত্যাহ পূর্ব্বোক্তেভ্য ইতি ॥ ১০ ॥

অসুকরত্বমুপপাদয়িতুং পরম্পরাধীনতামাহ যাবদিতি ॥ ১১ ॥

যাবন্ন তত্ত্ববিজ্ঞানং তাবচ্চিত্তশমঃ কুতঃ।
যাবন্ন চিত্তোপশমো ন তাবত্তত্ত্ববেদনম্ ॥ ১২ ॥
যাবন্ন বাসনা নাশস্তাবত্তত্ত্বাগমঃ কুতঃ।
যাবন্ন তত্ত্বসম্প্রাপ্তির্ন তাবদ্বাসনাক্ষয়ঃ ॥ ১৩ ॥
তত্ত্বজ্ঞানং মনোনাশো বাসনাক্ষয় এব চ।
মিথঃ কারণতাং গত্বা দুঃসাধ্যানি স্থিতান্যতঃ ॥ ১৪ ॥
তস্মাৎ রাঘব যত্নেন পৌরুষেণ বিবেকিনা।
ভোগেচ্ছাং দূরতস্ত্যক্ত্বা ত্রয়মেতৎ সমাশ্রয়েৎ ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বথা তে সমং যাবন্ন স্বভ্যস্তা মুহুর্ম্মুহুঃ।
তাবন্ন পদসম্প্রাপ্তির্ভবত্যপি সমাশতৈঃ ॥ ১৬ ॥
বাসনাক্ষয়বিজ্ঞানমনোনাশা মহামতে।
সমকালং চিরাভ্যস্তা ভবন্তি ফলদা মুনে ॥ ১৭ ॥
একৈকশোনিষেব্যন্তে যদ্যেতে চিরমপ্যলম্।
তন্ন সিদ্ধিং প্রযচ্ছন্তি মন্ত্রাঃ সঙ্কীলিতা ইব ॥ ১৮ ॥
চিরকালোপরচিতা অপ্যেতে সুধিয়াপি চ।
একশঃ পরমভ্যেতুং ন শক্তাঃ সৈনিকা ইব ॥ ১৯ ॥
সমমুদ্যোগমানীতাঃ সন্ত এতে হি ধীমতা।

এবং তত্ত্বজ্ঞানেনাপি সহ পরস্পরাশ্রয়তা অনয়োরিত্যাহ যাবদিতি ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

কর্হি তৎসিদ্ধ্যুপায় ইতি চেৎ বৈরাগ্যপূর্ব্বকং সর্ব্বেষাং সমাভ্যাস ইত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ১৫ ॥

সমং যুগপৎ। সমাশতৈর্ব্বর্ষশতৈঃ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

সঙ্কীলিতা মূর্চ্ছামরণাদিমন্ত্রশাস্ত্রোক্তদোষৈঃ প্রতিবদ্ধাঃ ॥ ১৮ ॥

উপরচিতাঃ সেবাদিনা বশীকৃত্য স্বকার্য্যে উদ্‌যোজিতাঃ। পরং শত্রু-পরমাত্মানঞ্চ অভিমুখতয়া এতুং গন্তুম্। সৈনিকাঃ সেনা ভটা ইব ॥১৯॥

সংসারাব্ধিং নিকৃন্তন্তি জলান্যদ্রিতটানিব ॥ ২০ ॥
বাসনাক্ষয়বিজ্ঞানমনোনাশাঃ প্রযত্নতঃ।
সমং সেব্যাস্তব চিরং তেন তাত ন লিপ্যসে ॥ ২১ ॥
ত্রিভিরেতৈশ্চিরাভ্যস্তৈর্হৃদয়গ্রন্থয়োদৃঢ়াঃ।
নিঃশেষমেব ক্রট্যন্তি বিসচ্ছেদাদ্‌গুণা ইব ॥ ২২ ॥
জন্মান্তরশতাভ্যস্তা রাম সংসারসংস্থিতিঃ।
সা চিরাভ্যাসযোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে কচিৎ॥ ২৩ ॥
গচ্ছন্ শৃণ্বন স্পৃশন্ জিঘ্রন্ তিষ্ঠন্ জাগ্রৎ স্বপংস্তথা।
শ্রেয়সে পরমায়াস্য ত্রয়স্যাভ্যাসবান্ ভব ॥ ২৪ ॥
বাসনাসম্পরিত্যাগ-সমং প্রাণনিরোধনম্।
বিদুস্তত্ত্ববিদস্তস্মাৎ তদপ্যেবং সমাহরেৎ ॥ ২৫ ॥
বাসনাসম্পরিত্যাগাচ্চিত্তং গচ্ছত্যচিত্ততাম্।
প্রাণস্পন্দনিরোধাচ্চ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ২৬ ॥
প্রাণায়ামচিরাভ্যাসৈর্যুক্ত্যা চ গুরুদত্তয়া।
আসনাশনযোগেন প্রাণস্পন্দোনিরুধ্যতে ॥ ২৭ ॥
যথাভূতার্থদর্শিত্বাৎ বাসনা ন প্রবর্ত্ততে।

জলানি পূরাম্বনা মিলিতানি ॥ ২০ ॥

ন লিপ্যসে অলেপকে স্বভাবে স্থাস্যসি ॥ ২১ ॥

হৃদয়গ্রন্থয়ঃ অন্তঃকরণতদ্ধর্মতাদাত্ম্যসংসর্গাধ্যাসাঃ। ক্রট্যন্তি ছিদ্যন্তে। তন্তবইব ॥ ২২ ॥

সহ ত্রয়াণামপি চিরাভ্যাসঃ কিমর্থং তত্রাহ জন্মান্তরেতি। শতশব্দ আনন্ত্যে। সংসারসন্ততির্দ্বৈতবাসনা ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

ত্রিভিঃ সহ চতুর্থঃ প্রাণায়ামোপ্যভ্যসনীয় ইত্যাহ বাসনেতি। সমাহরেদভ্যসেৎ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

যোগাভ্যাসকুশলগুরূপদিষ্টযুক্ত্যা স্বস্তিকাদ্যাসনজয়েন হিতমিতমেধ্যাশনৈর্যমনিয়মাদিযোগেন চেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

আদাবন্তে চ বস্তূনামবিসম্বাদি যৎ স্থিতম্ ॥ ২৮ ॥
রূপং তদ্দর্শনং জ্ঞানং ক্ষীয়তে তেন বাসনা।
নিঃসঙ্গব্যবহারিত্বাৎ ভবভাবনবর্জ্জনাৎ ॥ ২৯ ॥
শরীরনাশদর্শিত্বাৎ বাসনা ন প্রবর্ত্ততে।
বাসনাবিভবে নষ্টে ন চিত্তং সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ৩০ ॥
সংশান্তে পবনস্পন্দে যথা পাংসুর্নভস্তলে।
যঃ প্রাণপবনস্পন্দ শ্চিত্তস্পন্দঃ স এব হি ॥ ৩১ ॥
তস্মাৎ জগতি জায়ন্তে পাংসবোবকরাদিব।
প্রাণস্পন্দজয়ে যত্নঃ কর্ত্তব্যো ধীমতোচ্চকৈঃ ॥ ৩২ ॥
উপবিশ্যোপবিশ্যৈকচিত্তকেন মুহুর্মুহুঃ।
অথৈবনং ক্রমং ত্যক্ত্বা চিত্তাক্রমণমেব চেৎ ॥ ৩৩ ॥
রোচতে তত্তদাপ্নোষি কালেন বহুনা পদম্।
ন শক্যতে মনো জেতুং বিনাযুক্তিমনিন্দিতাম্ ॥ ৩৪ ॥
অঙ্কুশেন বিনা মত্তং যথা দুষ্টং মতঙ্গজম্।
অধ্যাত্মবিদ্যাধিগমঃ সাধুসঙ্গম এব চ ॥ ৩৫ ॥
বাসনাসম্পরিত্যাগঃ প্রাণস্পন্দনিরোধনম্।

সর্ব্ববস্তূনামাদাবন্তে চকারান্মধ্যে চ অবিসম্বাদি অবিপ্রলম্ভি যৎ সম্যাত্মরূপং স্থিতং স এব যথাভূতার্থস্তদ্দর্শিত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

নিঃস[illegible] বহির্ম্মুখজনসঙ্গরহিতং নিঃসঙ্কল্পঞ্চ যথাপ্রাপ্তব্যবহারশীলত্বাৎ ভবভাবনা[illegible]ারিকমনোরথাস্তেষাং বর্জ্জনাৎ ॥ ২৯ ॥

বাসনালক্ষণে বিভবে ধনসঞ্চয়ে নষ্টে সতি লজ্জয়েব ন প্রবর্ত্ততে ॥ ৩০ ॥

পাংসোরিব চিত্তস্যাপি পবনাধীনস্পন্দত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

অবকরাৎ পাংসুরাশেরিব ॥ ৩২ ॥

হঠযোগাভ্যাসাশক্তৌ রাজযোগোঽভ্যসনীয় ইত্যাহ অথ বেতি ॥ ৩৩ ॥

বহুনেতি। দুর্দ্দান্তস্য চিত্তস্যাল্পকালাভ্যাসেন বশীকর্ত্তুমশক্যত্বাদিতি ভাবঃ। যুক্তিং অধ্যাত্মবিদ্যাসাধুসঙ্গসহিতং দর্শিতং দ্বিবিধং যোগং বিনা ॥ ৩৪ ॥

এতাস্তা যুক্তয়ঃ পুষ্টাঃ সন্তি চিত্তজয়ে কিল ॥ ৩৬ ॥
যাভিস্তজ্জীয়তে ক্ষিপ্রং ধারাভিরিব ভূরজঃ।
সতীষু যুক্তিষ্বেতাসু হঠান্নিয়ময়ন্তি যে ॥ ৩৭ ॥
চেতস্তে দীপমুৎসৃজ্য বিনিঘ্নন্তি তমোঞ্জনৈঃ।
বিমূঢ়াঃ কর্ত্তুমুদ্যুক্তা যে হঠাচ্চেতসোজয়ম্ ॥ ৩৮ ॥
তে নিবধ্নন্তি নাগেন্দ্রমুন্মত্তং বিসতন্তুভিঃ।
চিত্তং চিত্তস্য বাহ্যদূরং সংস্থিতং স্বশরীরকম্ ॥ ৩৯ ॥
সাধয়ন্তি সমুৎসৃজ্য যুক্তিং যে তান্ হঠান্ বিদুঃ।
ভয়াদ্ভয়মুপায়ান্তি ক্লেশাৎ ক্লেশং ব্রজন্তি তে ॥ ৪০ ॥
নির্বৃতিং নাধিগচ্ছন্তি দুর্ভগা ইব জন্তবঃ।
ভ্রমন্তি গিরিকূটেষু ফলপল্লবভোজনাঃ ॥ ৪১ ॥
মুগ্ধমুগ্ধধিয়ো ভীতা বরাকা হরিণা ইব।
মতিরালূনশীর্ণাঙ্গী তদীয়া পেলবাঙ্গিকা ॥ ৪২ ॥
ন কচিৎ যাতি বিশ্বাসং মৃগী গ্রামগতা যথা।
কল্লোলকলিতং চেতস্তেষাং জল ইবাহিতে ॥ ৪৩ ॥

তদেবাহ অধ্যাত্মেতি ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপি প্রাণসংরোধনং দুর্দান্তদমনোপায়ত্বাৎ হঠ এব তথাপি সচ্ছাস্ত্র-গুরূপদিষ্টমার্গরহিতোঽহন্তে চোপবেশনশয়নকায়শোষণমন্ত্রযন্ত্রশ্মশানসাধনাদি-সাহসরূপা হঠা অত্র নিবার্য্যন্ত ইতি বোধ্যম্ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

উক্তলক্ষণাং চতুর্ব্বিধাং যুক্তিং সমুৎসৃজ্য উপায়ান্তরেণ চিত্তং চিত্তসন্নি-হিতং শরীরং যে সাধয়ন্তি স্থিরীকর্ত্তুং যতন্তে তান্ পুরুষান্ হঠান্ বৃথাশ্রমান্ বিদুঃ সাম্প্রদায়িকা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

কিঞ্চ তেষাং সচ্ছাস্ত্রমার্গবিভ্রংশাদনর্থপরম্পরৈব ফলতি ন চিত্তাদিজয় ইত্যাহ ভয়াদিতি ॥ ৪০ ॥

নির্বৃতিং সম্যগ্ধৈর্য্যবিশ্রান্তিম্। দুর্ভগাঃ পাপিনো জন্তব ইব ॥৪১॥৪২॥

আ হহিতে ভয়স্থানে। অহিতে ইতি বা চ্ছেদঃ ॥ ৪৩ ॥

প্রোহ্যতে প্রপতদ্দূরং তৃণং গিরিনদীষ্বিব।
কালং যজ্ঞতপোদানতীর্থদেবার্চ্চনভ্রমৈঃ ॥ ৪৪ ॥
চিরমাধিশতোপেতাঃ ক্ষপয়ন্তি মৃগা ইব।
আত্মতত্ত্বং বিধিবশাৎ কদাচিৎ কেচিদেব তে ॥ ৪৫ ॥
দুঃখদোষশতা দগ্ধা বিন্দন্তি ন বিদন্তি বা।
আগমাপায়িনোঽনিত্যা নরকস্বর্গমানুষৈঃ ॥ ৪৬ ॥
পাতোৎপাতকরাকারাঃ ক্ষীয়ন্তে কন্দুকা ইব।
ইতোগচ্ছন্তি নরকং ততঃ স্বর্গমিহৈব চ ॥ ৪৭ ॥
আবৃত্তিভির্নিবর্ত্তন্তে সরসীব তরঙ্গকাঃ।
তস্মাদ্দৈতাং পরিত্যজ্য দুর্দ্দৃষ্টিং রঘুনন্দন ॥ ৪৮ ॥
শুদ্ধাং সম্বিদমাশ্রিত্য বীতরাগঃ স্থিরোভব।
জ্ঞানবানেব সুখবান্ জ্ঞানবানেব জীবতি।
জ্ঞানবানেব বলবাংস্তস্মাৎ জ্ঞানময়োভব ॥ ৪৯॥
সংবেদ্যবর্জ্জিতমনুত্তমমাদ্যমেকং
সংবিৎপদং বিকলনং কলয়ন্মহাত্মন্।

প্রোহ্যতে রাগাদিনা বলাৎ নীয়তে দূরম্। প্রপতদ্বিবরাদ্যুপাতিস্বভাবম্। নিশ্চিতমোক্ষফলকধর্ম্মমেঘাখ্যসমাধ্যভ্যাসং বিহায় বহুক্লেশারকলকসন্দিগ্ধ মোক্ষফলকযজ্ঞদানাদ্যনুষ্ঠানমপি ক্লেশমাত্রমিতি প্রকৃতপ্রসঙ্গেনৈবাহ কাল-মিত্যাদিনা। কালং চিরং ক্ষপয়ন্তীতি সম্বন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥

যতঃ দুঃখানাং রাগাদিদোষাণাঞ্চ শতৈরাদগ্ধাঃ অতো ন বিন্দন্তি বি-ন্দন্তি বা। অনিত্যা একত্রাস্থিরাঃ। নরকস্বর্গমানুষৈর্ভোগভেদৈর্নিমিত্তৈঃ পাতোৎপাতকরা আকারা দেহভেদা যেষাং তথাবিধা ভূত্বা ক্ষীয়ন্তে যম-পাদিনা পীড্যন্তে ॥ ৪৬ ॥

ইহৈব দংশমশকাদিজন্মাবৃত্তিভির্নিবর্ত্তন্তে পরিবর্ত্তন্তে ॥ ৪৭ ॥

এতাং বর্ণিতহঠাদিলক্ষণাম্ ॥ ৪৮ ॥

আশ্রিত্য জ্ঞাত্বা ॥ ৪৯ ॥

হৃদ্যেব তিষ্ঠ কলনারহিতঃ ক্রিয়াস্তু
কুর্ব্বন্ন কর্তৃপদমেত্যশমোদিতশ্রীঃ ॥ ৫০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে সংসৃতিনিরাকরণক্রমযোগোপদেশো নাম দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯২ ॥

বিকলনং নির্ব্বিকল্পং নির্ব্বাসনং নির্ব্বিকারঞ্চ কলনা চেতসো বাহ্যোন্মুখতা তদ্রহিত স্তন্নিরোধশীলঃ সন্ হৃদি হার্দ্দে ব্রহ্মণ্যেব তিষ্ঠ। ব্যুত্থানকালে তু যথোচিতাং ক্রিয়াং কুর্ব্বন্নপি আসঙ্গশমেন উদিতা শ্রীঃ প্রাগুক্তজীবন্মুক্তগুণসম্পদ্‌যস্য তথাবিধঃ সন্ অকর্তৃপদমেত্য তিষ্ঠেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ।

—০()•()০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

মনাগপি বিচারেণ চেতসঃ স্বস্য নিগ্রহঃ।
মনাগপি কৃতো যেন তেনাপ্তং জন্মনঃ ফলম্ ॥ ১ ॥
বিচারকণিকা যৈষা হৃদি স্ফুরতি পেলবা।
এষৈবাভ্যাসযোগেন প্রয়াতি শতশাখতাম্ ॥ ২ ॥
কিঞ্চিৎ প্রৌঢ়বিচারন্তু নরং বৈরাগ্যপূর্ব্বকম্।
সংশ্রয়ন্তি গুণাঃ শুদ্ধাঃ সরঃ পূর্ণমিবাণ্ডজাঃ ॥ ৩ ॥
সম্যগ্ বিচারিণং প্রাজ্ঞং যথাভূতাবলোকিনম্।
আসাদয়ন্ত্যপি স্ফারা নাবিদ্যাবিভবা ভৃশম্ ॥ ৪ ॥
কিং কুর্ব্বন্তীহ বিষয়া মানস্যো বৃত্তয়স্তথা।

বিচারপ্রৌঢ়িবৈরাগ্য সদ্গুণৈর্ব্বোধসংস্থিতৌ।
বিষয়ৈরপ্রধৃষ্যত্বাৎ বর্ণ্যতেত্র সমা স্থিতিঃ ॥ ১ ॥

তত্রাদাবল্পতরস্যাপি বিচারস্য চিত্তনিগ্রহস্য চ কৃচ্ছ্রোৎপাদনপ্রবর্ত্তনদ্বারা-ক্রমান্মোক্ষে পর্য্যবসানং ভবতীত্যাহ মনাগিতি। জন্মনঃ ফলমিত্যনেন বিচারশূন্যস্য জন্মৈব নিষ্ফলমিতি ধ্বনিতম্ ॥ ১ ॥

তস্য জন্মসাফল্যোপযোগিতামুপপাদয়তি বিচারেত্যাদিনা। বিচারকল্প-বৃক্ষস্য কণিকা অঙ্কুরঃ ॥ ২ ॥

গুণাঃ প্রাগুক্তশমদমাদয়ঃ। অণ্ডজাঃ পক্ষিণো মৎস্যাশ্চ ॥ ৩ ॥

যথাভূতং যথার্থমাত্মতত্ত্বমবলোকয়িতুং শীলমস্য। স্ফারাঃ প্রচয়প্রকর্ষাত্ত্যাং-খ্যাতা অপি হৈরণ্যগর্ভপদান্তা অবিদ্যাকার্য্যভূতা বিভবা নাসাদয়ন্তি ন প্রলোভয়ন্তি ॥ ৪ ॥

কিং কুর্ব্বন্তি কং বিকারং জনয়ন্তি। নির্ব্বিকারাত্মভূতত্বাৎ তস্যেতি ভাবঃ॥৫

আধয়োব্যাধয়োবাপি সম্যগ্ দর্শনসম্মতেঃ ॥ ৫ ॥
ক ভ্রমৎপবনাপূরাস্তড়িৎপটলপাটলাঃ।
পুষ্করাবর্ত্তজলদা গৃহীতা বালমুষ্টিভিঃ ॥ ৬ ॥
ক নভোমধ্যসংস্থেন্দুর্ম্মুগ্ধৈর্ম্মণিসমুদ্গকৈঃ।
মুগ্ধয়াঙ্গনয়া বদ্ধো মুগ্ধেন্দীবরশঙ্কয়া ॥ ৭ ॥
ক কটপ্রোচ্চলদ্ভৃঙ্গমণ্ডলোৎপলশেখরাঃ।
মুগ্ধস্ত্রীশ্বাসমধুরৈর্ম্মশকৈর্ম্মথিতা গজাঃ ॥ ৮ ॥
কেভমুক্তাফলোল্লাস লসৎসন্নখপঞ্জরাঃ।
সিংহাঃ সমরসংরব্ধা হরিণৈঃ প্রবিমর্দ্দিতাঃ ॥ ৯ ॥
ক বিষোল্লাসনির্য্যাস দগ্ধোন্নতবনদ্রুমাঃ।
ক্ষুধিতাজগরাঃ ক্ষুদ্রৈর্নিগীর্ণা বালদর্দ্দুরৈঃ ॥ ১০ ॥

তৎপ্রলোভনাসামর্থ্যমেবান্যোক্তিভির্দ্রঢ়য়তি কেত্যাদিনা। পুষ্করাবর্ত্তাখ্যাঃ প্রলয়জলদা বালমুষ্টিভিঃ ক গৃহীতাঃ ॥ ৬ ॥

মুগ্ধৈর্ব্বিকাশরম্যৈ রিন্দীবরৈঃ স্বনেত্রশোভাপরাভবশঙ্কয়া তদ্বিকাশহেতুর্নভোমধ্যসংস্থেন্দুর্ম্মণিময়ৈঃ সমুদ্গকৈঃ সম্পুটকৈঃ ক বদ্ধঃ ॥ ৭ ॥

কটেভ্যো গণ্ডস্থলেভ্যঃ প্রোচ্চলন্তি ভৃঙ্গমণ্ডলান্যেবোৎপলসাদৃশ্যাদুৎপলানি শেখরেষু যেষাং তথাবিধা গজা মুগ্ধস্ত্রীশ্বাসৈরপি পরাণুদ্যমানত্বাৎ তেম্বপি মধুরৈঃ সৌম্যৈর্নির্ব্বীর্য্যৈরিতি যাবৎ। মশকৈঃ ক মথিতা নিহতাঃ। মুগ্ধস্ত্রীভিঃ শ্বাসেন গজবধায় প্রেরণাৎ বা মধুরৈরুৎসাহরম্যৈঃ ॥ ৮ ॥

ইভানাং স্ববিদারিতগজানাং মুক্তাফলসম্বন্ধিভিরুল্লাসৈঃ কান্তিভির্লসন্তো নখরপঞ্জরা যেষাম্ ॥ ৯ ॥

বিষস্যোল্লাস উপচয় স্তৎপ্রযুক্তৈর্নির্য্যাসপ্রায়ৈর্ব্বিষবিন্দুভির্দ্দগ্ধা উন্নতা বনদ্রুমা যৈঃ। অথবা সৃক্কিদেশাৎ স্বদেহে মুহুঃ প্রসৃতার্দ্ধশুষ্কবিষোল্লাসা এব নির্য্যাসা যেষাং তথাবিধাঃ শ্যামত্বাদুত্থিতত্বাচ্চ দগ্ধশাখখর্জ্জূরদ্রুমপ্রায়াঃ। দেশবিশেষে দ্রুমবদুত্থিতা মনুষ্যবৎ কুজন্তঃ শ্যামা অজগরবিশেষা বৃক্ষভ্রান্ত্যা সমীপগতান্মনুষ্যাদীন্ পরিবৃত্তেন ব্যাত্তেন মুখেন ঝটিতি গ্রসন্তীতি প্রসিদ্ধম্। বালদর্দ্দুরৈঃ ক্ষুদ্রভেকৈঃ ॥ ১০ ॥

ক প্রাপ্তভূমিকো ধীরো জ্ঞাতজ্ঞেয়ো বিবেকবান্।
আক্রান্তঃ কিল বিক্রান্তোবিষয়েন্দ্রিয়দস্যুভিঃ ॥ ১১ ॥
বিচারধিয়মপ্রৌঢ়াং হরন্তি বিষয়ারয়ঃ।
প্রচণ্ডপবনা মৃদ্বীং কৃত্তবৃন্তাং লতামিব ॥ ১২ ॥
ন বিবেকলবং প্রৌঢ়ং ভঙ্‌ক্তুং শক্তা দুরাশয়াঃ।
কল্পক্ষোভমহাধীরং শৈলং মন্দানিলা ইব ॥ ১৩ ॥
অগৃহীতমহীপীঠং বিচারকুসুমদ্রুমম্।
চিন্তাবাত্যা বিধুন্বন্তি নাস্থিরস্থিতিসুস্থিতম্ ॥ ১৪ ॥
গচ্ছতস্তিষ্ঠতোবাপি জাগ্রতঃ স্বপতোপি বা।
ন বিচারময়ং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্যতে ॥ ১৫ ॥
কিমিদং স্যাৎ জগৎ কিং স্যাৎ দেহমিত্যনিশং শনৈঃ।
বিচারয়াধ্যাত্মদৃশা স্বয়ং বা সজ্জনৈঃ সহ ॥ ১৬ ॥
অন্ধকারহরেণাশু বিচারেণ পরং পদম্।

প্রাপ্তচতুর্থপঞ্চমাদিভূমিকঃ। বিক্রান্তঃ উত্তরভূমিকাজয়ে উদ্‌যুক্তঃ॥১১॥

তৎপূর্ব্বভূমিকাস্বেবাপক্কচিত্তানাং বিঘ্নপ্রসক্তির্নোত্তরত্রেত্যাহ বিচারেতি। কৃত্তবৃন্তাং চ্ছিন্নপ্রতানবর্ত্তীম্ ॥ ১২ ॥

দুষ্টা আশয়াঃ রাগাদিবৃত্তয়ো ভঙ্‌ক্তুং বিনাশয়িতুং ন শক্তাঃ। যথা অবান্তরকল্পক্ষোভেষু মহীধরং মের্ব্বাদিশৈলং ভঙ্‌ক্তুং মন্দানিলা ন শক্তা তদ্বৎ ॥ ১৩ ॥

ন গৃহীতং মহৎ পীঠং মূলবন্ধনং যেন [illegible]ম্। বিচারাঃ কাদাচিৎকা আর্ত্তব কুসুমপ্রায়া এব ন তু ফলিতা স্তথাবিধদ্রুমপ্রায়ম্ ॥ ১৪ ॥

অতএব বিচারবিচ্ছিত্তিকালে প্রমাদাদ্রাগাদিমৃত্যুনাহসৌ গ্রস্ত ইত্যাশয়েনাহ গচ্ছতইতি। যস্য যদা তদা অসৌ মৃত ইতি যোজ্যম্। তথাচোক্তং লৈঙ্গে। "সা হানি স্তন্মহচ্ছিদ্রং সান্ধতা সা চ মূকতা। যৎ ক্ষণং বা মুহূর্ত্তং বা শিবমেকং ন চিন্তয়ে"দিতি ॥ ১৫ ॥

স্বয়মেক একান্তে বা সজ্জনৈর্গুরুসতীর্থাদিভিঃ সহ বা ॥ ১৬ ॥

বিচারস্য ফলাবশ্যম্ভাবমাহ অন্ধকারেতি। প্রমাদান্ধকারহরেণ ॥ ১৭ ॥

দৃশ্যতে বিমলং বস্তু প্রদীপেনেব ভাস্বতা ॥ ১৭ ॥
জ্ঞানেন সর্ব্বদুঃখানাং বিনাশ উপজায়তে।
কৃতালোকবিলাসেন তমসামিব ভানুনা ॥ ১৮ ॥
জ্ঞানে প্রকটতাং যাতে জ্ঞেয়ং স্বয়মুদেত্যলম্।
রবাবভ্যুদিতে ভূমাবালোক ইব নির্ম্মলঃ ॥ ১৯ ॥
যেন শাস্ত্রবিচারেণ ব্রহ্মতত্ত্বং প্রবুধ্যতে।
তজ্জ্ঞানমুচ্যতে জ্ঞেয়াদভিন্নমিব সংস্থিতম্ ॥ ২০ ॥
বিচারোত্থাত্মবিজ্ঞানং জ্ঞানমঙ্গবিদুর্ব্বুধাঃ।
জ্ঞেয়ং তস্যান্তরেবাস্তি মাধুর্য্যং পয়সো যথা ॥ ২১ ॥
সম্যগ্ জ্ঞানসমালোকঃ পুমান্ জ্ঞেয়ময়ঃ স্বয়ম্।
ভবত্যাপীতমৈরেয়ঃ সদা মদময়ো যথা ॥ ২২ ॥
সমং স্বরূপমমলং জ্ঞেয়ং ব্রহ্মপরং বিদুঃ।
জ্ঞানাভিগমমাত্রেণ তৎ স্বয়ং সম্প্রসীদতি ॥ ২৩ ॥
জ্ঞানবানুদিতানন্দো ন কচিৎ পরিমজ্জতি।
জীবন্মুক্তোগতাসঙ্গঃ সম্রাডাত্মেব তিষ্ঠতি ॥ ২৪ ॥
জ্ঞানবান্ হৃদ্যশব্দেষু বীণাবংশরবাদিষু।
কামিন্যাঃ কান্তগীতেষু সম্ভোগমলিনেষু চ ॥ ২৫ ॥
বসন্তমদমত্তানাং ষট্পদানাং স্বনেষু চ।

জ্ঞানফলে দ্বে আহ জ্ঞানে নেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

জ্ঞানলক্ষণমাহ যে নেতি। জ্ঞেয়ব্রহ্মাকারত্বাত্তেদবাধরূপত্বাচ্চাভিন্নমিব-সংস্থিতং দৃঢ়প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

সদা জ্ঞেয়ময়ঃ অনুভূয়মানব্রহ্মানন্দপ্রচুরঃ ॥ ২২ ॥

সম্প্রসীদতি নিরস্তাবিদ্যা তৎকার্য্যপঙ্কং ভবতি ॥ ২৩ ॥

সম্রাট্ রাজাধিরাজস্তদাত্মেব পূর্ণমনোরথঃ ॥ ২৪ ॥

তস্য রাগিজনস্পৃহনীয়েষু ভাবেষনাসঙ্গং প্রপঞ্চয়তি জ্ঞানবানিত্যাদিনা। সর্ব্বেষাং সপ্তম্যন্তানাং রতিং ন নিবধ্নাতীতি ব্যবহিতেনান্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥

প্রাবৃট্ প্রসরপুষ্পেষু জলদস্তনিতেষু চ ॥ ২৬ ॥
উদ্ভাণ্ডবশিখণ্ডেষু কেকাকলরবেষু চ।
রণিতাম্ভোদখণ্ডেষু সারসক্কণিতেষু চ ॥ ২৭ ॥
কর্ত্তর্য্যাদিকরান্তেষু গম্ভীরমুরজেষু চ।
ততাবনদ্ধসুষির চিত্রবাদ্যস্বনেষু চ ॥ ২৮ ॥
কেষু চিৎ ন নিবধ্নাতি রূক্ষেষু মধুরেষু চ।
রণিতেষু রতিং রাম পদ্মেষ্বিব নিশাকরঃ ॥ ২৯ ॥
জ্ঞানবান্ বালকদলীস্তম্ভপল্লবপালিষু।
সুরগন্ধর্ব্বকন্যাঙ্গলতানন্দনকেলিষু ॥ ৩০ ॥
কেষু ক্বচিৎ ন বধ্নাতি স্বায়ত্তেষ্বপ্যসক্তধীঃ।
রাম স্পর্শরতিং ধীরো হংসো মরুমহীষ্বিব ॥ ৩১ ॥
জ্ঞানবান্ পিণ্ডখর্জ্জুরকদম্বপনসাদিষু।
মৃদ্বীকোর্ব্বারুকাক্ষোটবিম্বজম্বীরজাতিষু ॥ ৩২ ॥
মদিরামধুমৈরেয় মাধ্বীকাসবভূমিষু।
দধিক্ষীরঘৃতামিক্ষা নবনীতৌদনাদিষু ॥ ৩৩ ॥

প্রাবৃট্ প্রসরপ্রযুক্তপুষ্পেষু ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

কর্ত্তরীসূচীশলাকাসূত্রকণ্টককরান্তোপায়বাদনীয়েষু বাদ্যভেদেষু। ত-ন্ত্রীতি স্তত: বীণাদি চর্ম্মণা অবনদ্ধং মুরজাদি সুষিরমন্তশ্ছিদ্রং বংশাদি চিত্রং পরিশেষাদ্ঘনং কাংস্যতালাদি চ যদ্বাদ্যং তৎস্বনেষু চ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

বালকদলীস্তম্ভানাং পল্লবপংক্তয়োযত্র। সুরগন্ধর্ব্বকন্যানামিবাঙ্গানি অব-য়বা যাসাং তথাবিধলতাশালিনন্দনে কেলিষু ক্রীড়াসু। তাসামঙ্গলতাভি-র্নন্দনেকেলিষু বা ॥ ৩০ ॥

স্পর্শরতিং ভোগেচ্ছাম্ ॥ ৩১ ॥

পিণ্ডখর্জ্জুরাদয়ঃ ফলজাতিভেদাঃ ॥ ৩২ ॥

মদিরাদয়ো মদ্যজাতিভেদাঃ। তপ্তে পয়সি দধিসেকাৎ পিণ্ডীভূতং দ্রব্যমামিক্ষা ॥ ৩৩ ॥

মড্রসেষু বিচিত্রেষু লেহ্যপেয়বিলাসিষু।
ফলেম্বন্যেষু মূলেষু শাকেম্বপ্যামিষেষু চ ॥ ৩৪ ॥
কেষু চিন্নানুবধ্নাতি তৃপ্তমূর্ত্তিরসক্তধীঃ।
আস্বাদনরতির্ব্বিপ্রঃ স্বশরীরলবেম্বিব ॥ ৩৫ ॥
জ্ঞানবান্যমচন্দ্রেন্দ্ররুদ্রার্কানিলসদ্মসু।
মেরুমন্দরকৈলাস সহ্যদর্দ্দুরসানুষু ॥ ৩৬ ॥
কৌশেয়দলজালেষু চন্দ্রবিম্বফলাদিষু।
কল্পপাদপকুঞ্জেষু দেহশোভাবিলাসিষু ॥ ৩৭ ॥
রত্নকাঞ্চনকুড্যেষু মুক্তামণিময়েষু চ।
তিলোত্তমোর্ব্বশীরম্ভা মেনকাঙ্গলতাসু চ ॥ ৩৮ ॥
কেষুচিৎ দর্শনং শ্রীমান্ নাভিবাঞ্ছত্যসক্তধীঃ।
পরিপূর্ণমনা মানী মৌনী শক্রষু চাচলঃ ॥ ৩৯ ॥
জ্ঞানবান্ কুন্দমন্দারকহ্লারকমলাদিষু।
কুমুদোৎপলপুন্নাগ কেতক্যগুরুজাতিষু ॥ ৪০ ॥
কদম্বচূতজম্বাম্র কিংশুকাশোকশাখিষু।
জপাতিমুক্তসৌবীর বিম্বপাটলজাতিষু ॥ ৪১ ॥
চন্দনাগুরুকর্পূর লাক্ষামৃগমদেষু চ।

আমিষেষু মাংসেষু ॥ ৩৪ ॥

স্বশরীরলবেষু স্বমাংসখণ্ডেম্বিব ॥ ৩৫ ॥

দিক্পালপংক্তিপাঠাৎ রুদ্র ঈশানঃ ॥ ৩৬ ॥

কৌশেয়ানিব মৃদুস্নিগ্ধানি দলজালানি পল্লবসমূহা যেম্বিতি প্রাক্তনস্যাপু বিশেষণম্। দেহশোভয়া দিব্যশরীরসম্পত্ত্যা বিলসনশীলেষু ॥ ৩৭ ॥

কুড্যপদেন তদবয়বিনো গৃহা লক্ষ্যন্তে ॥ ৩৮ ॥

অচলঃ দ্বেষাদ্যপ্রকম্প্যঃ ॥ ৩৯ ॥

কুন্দাদিষু পুষ্পজাতিষু ॥ ৪০ ॥

কদম্বাদিবৃক্ষজাতিষু। জপাদিগুল্মবল্লীজাতিষু ॥ ৪১ ॥

কাশ্মীরজলবঙ্গৈলা কঙ্কোলতগরাদিষু ॥ ৪২ ॥
কেষুচিৎ ন নিবধ্নাতি সৌগন্ধ্যরতিমেকধীঃ।
সমবুদ্ধিরবিক্ষোভো মদ্যামোদেম্বিব দ্বিজঃ ॥ ৪৩ ॥
অব্ধৌ গুড়্গুড়ারাবে প্রতিশ্রুত্যস্বনে গিরৌ।
নিনাদে চ মৃগেন্দ্রাণাং ন ক্ষুভ্যতি মনাগপি ॥ ৪৪ ॥
দ্বিষদ্ভেরীনিনাদেন পটহারণিতেন চ।
কটকোদণ্ডঘোষেণ ন বিভেতি মনাগপি ॥ ৪৫ ॥
মত্তবারণবৃংহাসু বেতালকলনাসু চ।
পিশাচরক্ষঃক্ষ্বেড়াসু মনাগপি ন কম্পতে ॥ ৪৬ ॥
অশনিস্বনঘোষেণ নগস্ফোটরবেণ চ।
ঐরাবণনিনাদেন সম্যগ্ধ্যানী ন কম্পতে ॥ ৪৭ ॥
বহৎক্রকচকাষেণ সিতাসিদলনেন চ।
শরাশনিনিপাতেন কম্পতে ন স্বরূপতঃ ॥ ৪৮ ॥
নানন্দমেত্যুপবনে ন খেদমুপগচ্ছতি।
ন খেদমেতি মরুষু নানন্দমুপগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥
পূতাঙ্গারসমাকল্প সৈকতেম্বপি ধন্বসু।

চন্দনাদিম্বঙ্গরাগভেদেষু। লাক্ষা অলক্তকরসঃ ॥ ৪২ ॥

দ্বিজোমদ্যামোদেম্বিব রতিং ন নিবধ্নাতি। প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ সমবুদ্ধিঃ। অপ্রিয়েম্ববিক্ষোভশ্চ। এবং ভয়হেতুধ্বনিভ্যস্তস্য ভয়ং ন জায়ত ইত্যাহ অব্ধাবিত্যাদিনা। প্রতিশ্রুৎ প্রতিধ্বনি স্তদ্রূপে থস্বনে আকাশজশব্দে ॥৪৩॥৪৪

পটহ আণুবরাখ্যোবাদ্যবিশেষঃ ॥ ৪৫ ॥

মত্তবারণানাং বৃংহাসু গর্জ্জিতেষু। বৃংহের্গুরোশ্চ হল ইত্যপ্রত্যয়ঃ। বেতালানাং কলনাসু কলহাদিধ্বনিষু। পিশাচরক্ষসাং ক্ষ্বেড়াসু সিংহনাদেষু॥৪৬

ঐরাবণ ঐরাবত স্তস্য নিনাদেন ॥ ৪৭ ॥

বহত শ্চলতঃ ক্রকচস্য কাষেণ ঘর্ষণেন। স্বরূপতঃ স্বরূপস্থিতিলক্ষণাৎ সমাধের্ন কম্পতে ন চলতীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

পুষ্পপ্রকরসংছন্ন মৃদুশার্দ্দূলভূমিষু ॥ ৫০ ॥
ক্ষুরধারাসু তীক্ষ্ণাসু শয্যাসু চ নবোৎপলৈঃ।
উন্নতাচলদেশেষু কূপকোশতলেষু চ ॥ ৫১ ॥
শিলাস্বর্কাংশুরূক্ষাসু মৃদ্বীষু ললনাসু চ।
সম্পৎস্বাপৎসু চোগ্রাসু রমণেষূৎসবেষু চ ॥ ৫২ ॥
বিহরন্নপি নোদ্বেগী নানন্দমুপগচ্ছতি।
অন্তর্ম্মুক্তমনা নিত্যং কর্ম্মকর্ত্তেব তিষ্ঠতি ॥ ৫৩ ॥
অয়ঃসঙ্কুচিতাঙ্গাসু নরকারণ্যভূমিষু।
পরস্পরেরিতানন্তকুন্ততোমরোবৃষ্টিষু ॥ ৫৪ ॥
ন বিভেতি ন বাদত্তে বৈবশ্যং ন চ দীনতাম্।
সমঃ স্বস্থমনা মৌনী ধীরস্তিষ্ঠতি শৈলবৎ ॥ ৫৫ ।
অপবিত্রমপথ্যঞ্চ বিষসিক্তং মলাদ্যপি।
ভুঙ্ক্ত্বা জরয়তি ক্ষিপ্রং ক্লিন্নং নষ্টঞ্চ মৃষ্টবৎ ॥ ৫৬ ॥
বিম্বপ্রতিবিষাকল্কক্ষীরেক্ষুসলিলান্ধসাম্।

পূতৈর্ভস্মাপসরণেনোজ্জ্বলিতৈরঙ্গারৈঃ সমানি অকল্লান্তসহ্যানি সৈকতানি যেষু তথাবিধেষু ধন্বসু মরুদেশেষু ॥ ৫০ ॥

কূপকোশস্য কূপোদরস্য তলেষধোভূমিষু ॥ ৫১ ॥

অর্কাংশুরূক্ষাসু প্রতপ্তাসু কঠিনাসু চ। রমণেষু ক্রীড়নেষু ॥ ৫২ ॥

ভারবহনাদিকর্ম্মকর্ত্তা শ্রান্তঃ পুরুষো ভারোত্তারণ ইবান্তর্ম্মুখমনা বিশ্রান্তিসুখমনুভবন্নুদাসীনস্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

অয়োযন্ত্রৈঃ সঙ্কুচিতাঙ্গাসু মাণ্ডব্যস্যেব প্রারব্ধশেষোপনীতাসু নরকারণ্যভূমিষু ॥ ৫৪ ॥

বৈবশ্যং ব্যাকুলতাম্ ॥ ৫৫ ॥

মলাদি গোময়াদ্যপি। ক্লিন্নং সার্দ্রীভূতম্। নষ্টং গতরসমপি। মৃষ্টং পরিষ্কৃতমন্নং তদ্বৎ ॥ ৫৬ ॥

সদ্যোবুদ্ধিহরত্বেন প্রসিদ্ধস্য বিম্বফলস্য প্রতিবিষাণাং বিষপ্রায়াণামা-

অসক্তবুদ্ধিস্তত্ত্বজ্ঞো ভবত্যাস্বাদনে সমঃ ॥ ৫৭ ॥
মৈরেয়মদিরাক্ষীর রক্তমেদোরসাসবৈঃ।
রক্ষাস্থিতৃণকেশাস্তৈর্ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি ॥ ৫৮ ॥
জীবিতস্যাপি হর্ত্তারং দাতারং চৈকরূপয়া।
দৃশা প্রসাদমাধুর্য্য-শালিন্যা পরিপশ্যতি ॥ ৫৯ ॥
স্থিরাস্থির শরীরেষু রম্যারম্যেষু বস্তুষু।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা সদা সমতয়েদ্ধয়া ॥ ৬০ ॥
মুক্তাস্থত্বাদনাস্থেয়রূপত্বাৎ জগতঃ স্থিতৌ।
নূনং বিদিতবেদ্যত্বাৎ নীরাগত্বাৎ স্বচেতসঃ ॥ ৬১ ॥
ন কস্যচিৎ নো কদাচিদক্ষস্য বিষয়স্থিতৌ।
দদাতি প্রসরং সাধু-রাধিপ্রোজ্ঝিতয়া ধিয়া ॥ ৬২ ॥
অতত্ত্বজ্ঞমবিশ্রান্ত মলব্ধাত্মানমস্থিতিম্ ।
নিগিরন্তীন্দ্রিয়াণ্যাশু হরিণা ইব পল্লবম্ ॥ ৬৩ ॥
উহ্যমানং ভবাম্ভোধৌ বাসনাবীচিবেল্লিতম্।
নিগিরন্তীন্দ্রিয়গ্রাহা মহাক্রন্দপরায়ণম্ ॥ ৬৪ ॥

ক্কানাং সর্ব্বতঃ কষায়াণাং ক্ষীরস্থেক্ষোঃ সলিলস্য অন্ধস ওদনস্য চ আস্বাদনে হবিষমঃ সমস্তুল্যচিত্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

রক্ষঃপিশাচাদিষ্বপি জীবন্মুক্তানাং সম্ভবাৎ তৎসাধারণ্যেনাহ মৈরেয়েতি॥৫৮

তস্য শত্রুমিত্রয়োরপি সমদৃষ্টিমাহ জীবিতস্যেতি। জীবিতস্য দাতারমিত্যপি সম্বন্ধঃ ॥ ৫৯ ॥

স্থিরেষু চিরস্থায়িষু দেবাদিশরীরেষস্থিরেষু মর্ত্ত্যাদিশরীরেষু চ। রম্যারম্যেষু তদ্ভোগ্যবস্তুষু চ সমতয়া ইদ্ধয়া দীপ্তয়া ॥ ৬০ ॥

চেতসো নীরাগত্বাৎ বিদিতবেদ্যত্বাচ্চ হেতোর্জ্জগতঃ স্থিতৌ মুক্তাস্থত্বাৎ বিষয়াণাঞ্চ মিথ্যাত্বেন আস্থায়া মযোগ্যরূপত্বাচ্চ অক্ষস্য বিষয়স্থিতৌ প্রসরং সদা বিচাররসসেবনাৎ কদাচিদপি ন দদাতি। কস্য চিদপি ন দদাতীতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥

কিং তর্হি ইন্দ্রিয়াণি নিগিরন্তি তমাহ অতত্ত্বজ্ঞমিতি দ্বাভ্যাম্ ॥৬৩॥৬৪॥

বিচারিণং ভব্যপদং বিশ্রান্তধিয়মাত্মনি ।
ন হরন্তি বিকল্পৌঘা জলৌঘা ইব পর্ব্বতম্ ॥ ৬৫ ॥
সর্ব্বসঙ্কল্পসীমান্তে বিশ্রান্তা যে পরে পদে ।
তেষাং লব্ধস্বরূপাণাং মেরুরেব তৃণায়তে ॥ ৬৬ ॥
জগজ্জরতৃণলবো বিষঞ্চামৃতমেব চ ।
ক্ষণঃ কল্পসহস্রঞ্চ সমমাততচেতসাম্ ॥ ৬৭ ॥
সম্বিন্মাত্রং জগদিতি মত্বা মুদিতবুদ্ধয়ঃ ।
সম্বিন্ময়ত্বাদন্তঃস্থ জগৎকা বিহরন্ত্যমী ॥ ৬৮ ॥
সম্বিন্মাত্রপরিস্পন্দে জাগতে বস্তুপঞ্জরে ।
কিং হেয়ং কিমুপাদেয় মিহ তত্ত্ববিদাং মতম্॥ ৬৯ ॥
সম্বিদেবেদমখিলং ভ্রান্তিমন্যাং ত্যজানঘ ।
সম্বিন্ময়বপুঃ স্ফারং কিং জহাতি কিমীহ তে ॥ ৭০ ॥
যদেতজ্জায়তে ভূমের্ভবিষ্যৎপল্লবাঙ্কুরম্ ।
তৎসম্বিদেব প্রথতে তথা তত্ত্বাঙ্কুরস্থিতম্ ॥ ৭১ ॥
আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেপি তস্য চ ।
কঞ্চিৎ কাললবং দৃষ্টা সত্তাসৌ সম্বিদোভ্রমঃ ॥ ৭২ ॥

লোভাদিবিকল্পা অপ্যাত্মজ্ঞং ন চালয়ন্তীত্যাহ বিচারিণ মিত্যাদিনা ॥৬৫॥৬৬

আততচেতসাং পূর্ণাত্মাকারবিস্তৃতচিত্তানাম্ ॥ ৬৭ ॥

সর্ব্বত্র জগত আন্তরপ্রত্যগাত্মত্বদর্শনাদন্তঃস্থজগৎকাঃ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯॥

ঈহতে ইচ্ছতি উপাদত্তে ইতি যাবৎ ॥ ৭০ ॥

অতীতে স্পৃহায়া অদর্শনাদজ্ঞহরিণস্পৃহণীয়ং বর্ত্তমানং ভূমেঃ সকাশাৎ যৎ পল্লবাঙ্কুরপ্রায়ং বিষয়জাতং জায়তে যচ্চ ভবিষ্যৎ তৎ সর্ব্বং তত্ত্বজ্ঞদৃশা যথা সম্বিদেব প্রথতে তথা বিয়দাদিতত্ত্বাঙ্কুরমিব স্থিতং শব্দস্পর্শাদিবিষয়া-ন্তরমপীত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

উক্তার্থসিদ্ধৌ যুক্তিমাহ আদাবিতি। চকারস্ত্বর্থে। তত্র বর্ত্তমানে মধ্যে কঞ্চিৎ কাললবং দৃষ্টা সত্তা সম্বিদোভ্রম এবেত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥

ইতি মত্বা ধিয়ং ত্যক্ত্বা ভাবাভাবানুপাতিনীম্ ।
নিঃসঙ্গসন্বিস্তারূপো ভবভাবান্তমাগতঃ ॥ ৭৩ ॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।
কর্ম্ম কুর্ব্বন্ন কুর্ব্বন্ বা নিঃসঙ্গঃ সন্ন লিপ্যতে ॥ ৭৪ ॥
গতসঙ্গেন মনসা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ।
সুখদুঃখৈর্ম্মহাবাহো মনোরথদশাস্বির ॥ ৭৫ ॥
গতসঙ্গাং মতিং কুর্ব্বন্ কুর্ব্বন্নপ্যঙ্গযষ্টিভিঃ ।
ন লিপ্যতে সুখৈর্দ্দুঃখৈর্ম্মনোরথদশাস্বিব ॥ ৭৬ ॥
গতসঙ্গমনা দৃষ্ট্যা পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ।
এতদন্যস্থচিত্তত্বাৎ বালেনাপ্যনুভূয়তে ॥ ৭৭ ॥
গতসঙ্গমনা জন্তুঃ পশ্যন্নেব ন পশ্যতি ।
ন শৃণোত্যপি শৃণ্বংশ্চ ন স্পৃশত্যপি চ স্পৃশন্ ॥ ৭৮ ॥
ন জিঘ্রত্যপি সংজিঘ্রন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি ।
পদার্থে চ পতত্যেব বলাৎ পততি নাপ্যয়ম্ ॥ ৭৯ ॥
দেশান্তরস্থচেতোভিরেতদাত্মগৃহস্থিতৈঃ ।

ইতি উক্তমর্থং মত্বা মননেন দৃঢ়ীকৃত্য ভাবাভাববিকল্পানুপাতিনীং ধিয়ং ত্যক্ত্বা ॥ ৭৩ ॥

কেবলৈরাসঙ্গদোষশূন্যৈঃ। কুর্ব্বন্ ব্যুত্থানকালে। অকুর্ব্বন্ সমাধিকালে॥৭৪

মনোরথদশাসু মনোরাজ্যবিভবেষু নষ্টেষনষ্টেষু বা যথা সুখদুঃখৈর্ন লিপ্যতে তদ্বৎ ॥ ৭৫ ॥

অকর্ত্রভোক্ত্রাত্মদর্শনেন মতিং গতসঙ্গাং কুর্ব্বন্। অঙ্গযষ্টিভিঃ শরীরাদ্যুপকরণৈঃ কুর্ব্বন্ ব্যবহরন্নপি ॥ ৭৬ ॥

অন্যস্থচিত্তত্বাদিতি। অন্যত্রাসক্তচিত্তত্বাৎ পশ্যন্নপি ন পশ্যতীত্যেতদ্বালেনাপি শব্দাদয়শ্চ সর্ব্বৈরনুভূয়ত ইত্যর্থঃ। "অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষ"মিতি শ্রুতিরপ্যত্র সম্বাদিনীতি ভাবঃ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥

উন্মিষন্নেত্রে উন্মীলয়ন্নপি নিমিষন্নন্মীলয়ন্নেব। এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গণে চ পদার্থে স্বস্ববিষয়ে সংস্কারবলাৎ পততাপি সতি অয়ং ন পততি ॥৭৯॥

অপ্রৌঢ়মতিভিঃ সাধু মূর্খৈরপ্যনুভূয়তে ॥ ৮০ ॥
সঙ্গঃ কারণমর্থানাং সঙ্গঃ সংসারকারণম্।
সঙ্গঃ কারণমাশানাং সঙ্গঃ কারণমাপদম্ ॥ ৮১ ॥
সঙ্গত্যাগং বিদুর্মোক্ষং সঙ্গত্যাগাদজন্মতা।
সঙ্গং ত্যজ ত্বং ভাবানাং জীবন্মুক্তোভবানঘ ॥ ৮২ ॥

রাম উবাচ।

সর্ব্বসংশয়নীহার শরন্মারুত হে মুনে।
সঙ্গঃ কিমুচ্যতে ব্রূহি সমাসেন মম প্রভো ॥ ৮৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ভাবাভাবে পদার্থানাং হর্ষামর্ষবিকারদা।
মলিনা বাসনা যৈষা সা সঙ্গ ইতি কথ্যতে ॥ ৮৪ ॥
জীবন্মুক্তশরীরাণামপুনর্জ্জন্মকারিণী।
মুক্তা হর্ষবিষাদাভ্যাং শুদ্ধা ভবতি বাসনা ॥ ৮৫ ॥
তামসঙ্গাভিধং বিদ্ধি যাবৎ দেহঞ্চ ভাবিনী।
তয়া যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম ন তৎ বন্ধায় বৈ পুনঃ ॥ ৮৬ ॥
অজীবন্মুক্তরূপাণাং দীনানাং মূঢ়চেতসাম্।

এতৎ পশ্যতোপ্যদর্শনাদিদেশান্তরস্থচেতোভিরন্যত্র গতমানসৈঃ রাত্মনঃ স্বস্য গৃহে স্থিতৈঃ মূর্খৈঃ পামরৈ রপ্রৌঢ়মতিভির্ব্বালপশ্বাদিভিশ্চ সাধু সম্যগনুভূয়ত ইতি নাত্র বিবাদ ইত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

তথাচ সংসক্তিপূর্ব্বকং পদার্থদর্শনমেব বন্ধহেতুর্নাসংসক্তচিত্তস্যেত্যাশয়েনাহ সঙ্গ ইতি ॥ ৮১ ॥

মোক্ষং বর্ত্তমানদেহাদিসম্বন্ধনিবৃত্তিঃ। অজন্মতা ভাবিদেহাদিবন্ধনিবারণমিতি ভেদঃ ॥ ৮২ ॥

কিমিতি সামান্যে নপুংসকম্। প্রশ্নঃ স্পষ্টঃ ॥ ৮৩ ॥

ইষ্টানিষ্টপদার্থানাং ভাবাভাবে সংযোগে বিয়োগে চ হর্ষামর্ষবিকারদা রাগাদিবাসনৈব সঙ্গ ইতি কথ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥

যুক্তা হর্ষবিষাদাভ্যাং বন্ধনী বাসনা ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥
সৈবোক্তা সঙ্গশব্দেন পুনর্জ্জননকারিণী।
তয়া যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎ বন্ধায়ৈব কেবলম্ ॥ ৮৮
এবং রূপং পরিত্যজ্য সঙ্গং স্বাত্মবিকারদম্।
যদি তিষ্ঠসি নির্ব্ব্যগ্রঃ কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যসে ॥ ৮৯ ॥
হর্ষামর্ষবিষাদাভ্যাং যদি গচ্ছসি নান্যতাম্।
বীতরাগভয়ক্রোধ স্তদসঙ্গোসি রাঘব ॥ ৯০ ॥
দুঃখৈর্ন গ্লানিমায়াসি যদি হৃষ্যসি নো সুখৈঃ।
আশাবৈবশ্যমুৎসৃজ্য তদসঙ্গোসি রাঘব ॥ ৯১ ॥
বিহরন্ ব্যবহারেষু সুখদুঃখদশাসু চ।
ন বিমুঞ্চসি সৎসাম্যং তদসঙ্গোসি রাঘব ॥ ৯২
সংবেদ্যো যদি চৈবাত্মা বেদিতে লক্ষ্যতে সমঃ
যথাপ্রাপ্তানুবর্ত্তী চ তদসঙ্গোসি রাঘব ॥ ৯৩ ॥
অসঙ্গতামনায়াসাজ্জীবন্মুক্তস্থিতিং স্থিরাম্।
অবলম্ব্য সমঃ স্বস্থো বীতরাগোভবানঘ ॥ ৯৪।
জীবন্মুক্তমতির্ম্মৌনী নিগৃহীতেন্দ্রিয়গ্রহঃ।
অমানমদমাৎসর্য্যমার্য্যস্তিষ্ঠতি বিজ্বরম্ ॥ ৯৫ ॥
সদা সমগ্রেপি হি বস্তুজালে

যাবদ্দেহং প্রারব্ধশেষক্ষয়পর্য্যন্তম্ ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥

নির্ব্ব্যগ্রঃ স্বস্থঃ ॥ ৮৯ ॥

সমাহারদ্বন্দ্বগর্ভেতরেতরযোগদ্বন্দ্ববিবক্ষণাৎ হর্ষামর্ষবিষাদাভ্যামিতি বচনম্। অন্যতাং বৈরূপ্যম্ ॥ ৯০ ॥

আশায়া বৈবশ্যং পারবশ্যম্ ॥ ৯১ ॥

সৎসাম্যং ব্রহ্মৈকরস্যং ন বিমুঞ্চসি যদীত্যনুষঙ্গঃ ॥ ৯২ ॥

আত্মা চিত্তস্বভাবঃ ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥

নিগৃহীতাঃ ইন্দ্রিয়লক্ষণা গৃহ্ণন্তীতি গ্রহাঃ পাশা যেন ॥ ৯৫ ॥

সমাশয়োপ্যন্তরদীনসত্বঃ।
ব্যাপারমাত্রাৎ সহজাৎ ক্রমস্থাৎ
ন কিঞ্চিদপ্যন্যদসৌ করোতি ॥ ৯৬ ॥
যদেব কিঞ্চিৎ প্রকৃতং ক্রমস্থং
কর্ত্তব্যমাত্মীয়মসৌ তদেব।
সংসর্গসম্বন্ধবিহীনয়ৈব
কুর্ব্বন্ন খেদং রমতে ধিয়ান্তঃ ॥ ৯৭ ॥
অথাপদং প্রাপ্য সুসম্পদং বা
মহামতিঃ স্বপ্রকৃতং স্বভাবম্।
জহাতি নো মন্দরবেল্লিতোপি
শৌক্ল্যং যথা ক্ষীরময়াম্বুরাশি ॥ ৯৮ ॥
সম্প্রাপ্য সাম্রাজ্যমথাপদং বা
সরীসৃপত্বং সুরনাথতাং বা।
তিষ্ঠত্যখেদোদয়মস্তহর্ষং
ক্ষয়োদয়েষ্বিন্দুরিবৈকরূপঃ ॥ ৯৯ ॥

ভোগবিক্ষেপাদিহেতৌ বস্তুজালে সদা সমগ্রে প্রচুরতরে সত্যপি সমাশয়ঃ। অন্তর্ব্বহিরপ্যদীনং স্পৃহাযাচ্ঞাদিদৈন্যবর্জ্জিতং সত্বং যস্য। স্ববর্ণা-শ্রমোচিতসহজক্রমস্থাদ্ব্যাপারমাত্রাদন্যৎ কিঞ্চিদপ্যসৌ ন করোতি ॥ ৯৬ ॥

সংসর্গঃ ক্রিয়াভিনিবেশঃ সম্বন্ধঃ ফলাভিলাষস্তদ্বিহীনয়ৈব ধিয়া অন্তঃ-স্বাত্মনি রমতে ॥ ৯৭ ॥

স্বং স্বীয়ং প্রকৃতং পূর্ব্বসিদ্ধংশান্তি দান্তি প্রসাদসমদর্শনাদিস্বভাবং নো জহাতি। যথা মন্দরেণ বেল্লিতো মথিতোপি ক্ষীরময়াম্বুরাশিঃ সহজং শৌক্ল্যং ন জহাতি তদ্বৎ ॥ ৯৮ ॥

আপদং দারিদ্র্যাদি। সরীসৃপত্বং ভুজঙ্গাদিযোনিম্। অখেদোদয়ং অস্তহর্ষং চেতি স্থিতিক্রিয়াবিশেষণে। ক্ষয়োদয়েষু কলনামুপচয়াপচয়কালেষু উদয়াস্তময়কালেষু বা ॥ ৯৯ ॥

নিরস্তসংরম্ভ মপাস্তভেদং
প্রশান্তনানাফলবল্গুবেষম্।
বিচারয়াত্মানমদীন সত্ত্বো
যথা ভবস্যুত্তমকার্য্যনিষ্ঠঃ ॥ ১০০ ॥
তয়োদিতপ্রসর বিলাস শুদ্ধয়া
গতজ্বরং পদমবলম্বয়ামলম্।
ধিয়েদ্ধয়া পুনরিহ জন্মবন্ধনৈ
র্ন বধ্যসে সমধিগতাত্মদৃশ্যয়া ॥ ১০১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে দ্বাত্রিংশৎ-
সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বালকাণ্ডে মোক্ষোপায়ে উপশম-
প্রকরণে সমদর্শনং নাম
ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৩ ॥
উপশমপ্রকরণং সম্পূর্ণম্।

দর্শিতলক্ষণজীবন্মুক্তিসু স্ব প্রাপ্তৌ রাগদ্বেষভেদবাসনাক্ষয়াভ্যাসসহিত আত্ম-বিচার এবোপায় ইতি তমেব রামায়োপদিশন্নুপসংহরতি নিরস্তেতি। সংরম্ভঃ ক্রোধঃ। ত্রীণ্যপি ক্রিয়াবিশেষণানি। যথা যেন বিচারেণ উত্তম-কার্য্যমবশ্যসম্পাদ্যং চরমপুরুষার্থ স্তন্নিষ্ঠো ভবসি তথা বিচারয়েত্যর্থঃ ॥১০০॥

তয়া বিচারণয়া উদিতপ্রসরস্থ সমাধের্ব্বিলাসেন সর্ব্ববাসনাক্ষয়াৎ শুদ্ধয়া সমধিগতমাত্মরূপং দৃশ্য মবশ্যদ্রষ্টব্যং বস্তু যয়া তথাবিধয়া অতএব অবিদ্যা তৎকার্য্যদাহক্ষমতয়া ইদ্ধয়া দীপ্তয়া ধিয়া গতজ্বরং নির্দুঃখ নিরতি-শয়ানন্দরূপং পরমপদমবলম্বয় অধ্যাস্ব। তদবলম্বনে পুনরাবৃত্তিশঙ্কাবারণা-য়াহ পুনরিহেতি। তস্মাৎ তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণৈবাবিদ্যাতৎকার্য্য সর্ব্বানর্থো-পশমনান্নিত্যানিরতিশয়ানন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠেতি সিদ্ধম্ ॥ ১০১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশমপ্রকরণে
ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৩ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যশ্রীসর্ব্বজ্ঞসরস্বতীপূজ্যপাদশিষ্য-
শ্রীরামচন্দ্রসরস্বতীপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীগঙ্গাধরেন্দ্রসরস্বত্যাখ্যভিক্ষোঃ
শিষ্যেণ শ্রীমদানন্দবোধেন্দ্রসরস্বত্যাখ্য ভিক্ষুণা বিরচিতে
বাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উপশম-
প্রকরণং সমাপ্তম্।
উপশমপ্রকরণং সম্পূর্ণম্।

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ।

উপশমপ্রকরণ

প্রথম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! স্থিতিপ্রকরণ বলা হইয়াছে, সম্প্রতি নির্ব্বাণ-কারী উপশম প্রকরণ বলি, শ্রবণ কর[১]। মহামুনি বাল্মীকি ভরদ্বাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভরদ্বাজ! অসংখ্য তারকাপরিপূর্ণ শরদাকাশের ন্যায় সুষমা যুক্ত সেই সভায় ভগবান্ বশিষ্ঠ ঐরূপ কহিলে, শ্রবণার্থী পার্থিবগণ শ্রবণ মানসে নির্ব্বাক অবস্থায় স্থিত হইলে, সেই সভা নির্ব্বাত নিস্পন্দ কমলবনশালী সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল[২।৩]। আরও দেখা গেল, তখন বশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণে বিলাসিনী রমণীগণেরও মদ, মোহ ও বল প্রশান্ত হইয়াছে এবং তরুকোটরে বায়সগণের লীন হওয়ার ন্যায় তাহাদের করকমলস্থ হংসায়মান চারু চামর সকল যেন নিলীন হইয়াছে সুতরাং তাহাদের অঙ্গস্থ অলঙ্কারের শব্দও বিবর্জ্জিত। অর্থাৎ তাহারা যেন চিত্র লিখিতের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে এবং জ্ঞান-পিপাসু রাজগণও নাসিকা পার্শ্বে তর্জ্জনী স্থাপন পূর্ব্বক তদ্গত চিত্তে বিচারপরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন[৪।৬]। যেমন সূর্য্যোদয়ে পঙ্কজ বিকাসমান হয় তাহার ন্যায় রামচন্দ্রও বদনশোভায় বিকাসমান হইয়াছেন এবং বিচারপরায়ণ সারণ প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গও মর্কটসম চঞ্চল চিত্তকে সর্ব্বভোগ হইতে আহরণ পূর্ব্বক বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণে নিয়োজিত করিয়াছেন[৭।৮]।

সুশিক্ষিত লক্ষণের আত্মারূপ চন্দ্রও বশিষ্ঠোপদেশ শ্রবণে মেঘ নির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় অত্যন্ত নির্ম্মল হইয়াছে[১০]। শত্রুঘ্নও ইন্দ্রিয়শত্রু দলন করিয়া পূর্ণ আনন্দ অনুভব করিতেছেন, সুমিত্রনামক মন্ত্রীও মনের সহিত মিত্রতায় সুখী এবং অন্যান্য মুনিগণ ও রাজগণ উল্লাসিতচিত্ত হইয়াছেন। কিয়ংক্ষণ পরে সেই সভায় সমুদ্রনিস্বনের ন্যায় ও কল্পান্ত-কালীন মেঘনিনাদের ন্যায় গম্ভীরতর মধ্যাহ্নকালীন শঙ্খনিনাদ সমুত্থিত হইল। সেই মহাশঙ্খের মহানিস্বনে জলদনাদ দ্বারা কোকিলধ্বনির তিরোধানের ন্যায় মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের বাক্য তিরোধান প্রাপ্ত হইল[১১।১২], মহর্ষিও তৎশ্রবণে আপনার বাক্য উপসংহার করিলেন[১৩]। মুহূর্ত্তকাল সেইরূপে অবস্থান করিয়া সেই নিবৃত্তকোলাহল সভায় রামচন্দ্রকে বলিলেন, হে রামচন্দ্র! আজ্ এই পর্য্যন্ত বক্তব্য বর্ণন শেষ করিলাম; কল্য বক্তব্যান্তর বলিব[১৭।১৮]। দ্বিজাতিগণের মধ্যাহ্নকালীন কর্ত্তব্যকর্ম্ম—যাহা নিয়ম শাস্ত্রে পাওয়া যায়—তাহা অবমাননা বা অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। হে সৌম্যদর্শন রাম! তুমিও উঠ। উঠিয়া স্নান, দান ও অর্চ্চনাদি সৎ ক্রিয়া সমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও[১৯।২০]।

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে ঐরূপ বলিয়া গাত্রোত্থান করিলে রাজা দশরথ ও তৎসহ সভাস্থ জনগণ সকলেই সমুত্থিত হইলেন[২১]। তাঁহাদিগের উত্থানকালে সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি মন্দবাতসমাক্রান্ত নলিনীর ন্যায় বিকম্পিত হইয়াছিলেন। নিক্রমণত্বরা বশতঃ তাঁহাদিগের যে পরস্পর অঙ্গসংঘট্টন সংঘটন হইয়াছিল ও অঙ্গস্থ রত্নরাজির অরুণ প্রভার শোভা বিস্তৃত হইয়াছিল, সে শোভা সন্ধ্যাকালীন অস্তাচল শোভার অনুকার করিয়াছিল[২২।২৩]। অঙ্গদ সমূহের অরুণবর্ণে মাল্যবিভ্রান্ত ভৃঙ্গগণ পরস্পর সমাহত হইয়া ইতস্ততঃ নিপতিত ও ঘুম্‌ঘুম্ ধ্বনি সহকারে উড্ডীন হইয়াছিল। মুকুটরত্নের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হওয়ায় গগনমণ্ডলে ও জনগণের অঙ্গাবৃত রত্ন বসনে ইন্দ্রধনুর শোভা উৎপাদন করিয়াছিল[২৪।২৫]। অথবা ঐ সময়ে সেই সভা বনলেখার সুষমা বিস্তার করিতেছিল। চামরধারিণী কমনীয়া কান্তাগণ তদ্‌বনের লতা, তাহাদের কর সকল পল্লব, করশাখা সকল দল, তাহাদের বিধৃত চামর সকল মঞ্জরী[২৬]। অপিচ প্রভাসমন্বিত কটক (হস্তাভরণ) সমূহের প্রভা দ্বারা নভোমণ্ডল আরক্তীকৃত হইয়াছিল। সেই সভারূপ দিঙ্মণ্ডলে সমুড্ডীন কর্পূরকণারূপ শুভ্র নীহারপটলী ঘনীভূত

হইয়া শারদ অম্বুদের ন্যায় ইতস্ততঃ প্রসৃত ও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল[২৭।২৮]। জনগণের বিলোল মস্তক সমূহে অবস্থিত মণিসমূহের প্রান্তভাগ হইতে যে প্রভাপুঞ্জ বিনির্গত হইতেছিল, তদ্দ্বারা অম্বর মণ্ডল পাটলীকৃত হওয়াতে বোধ হইয়াছিল, যেন অকস্মাৎ কার্য্যসংহারিণী অকালসন্ধ্যা সমুপস্থিত হইয়াছে। রত্নরূপ তারকারাজির অংশুদ্বারা সভ্যগণের মুখরূপ পদ্মরাজি যেন মলিনীকৃত এবং নূপুররূপ সারসগণের ধ্বনি যেন কলকল রবে বিস্তৃত ও সমুত্থিত হইতে লাগিল। রাজন্যশতসমাকুলা সেই সভা বর্ণিত প্রকারে সমুত্থিত হইলে তাহা ভূতভৃংশতসমাকুলা ভূতসন্ততি-সম্পূর্ণা নূতনা সৃষ্টির ন্যায় প্রতীয়মানা হইয়াছিল।

অনন্তর বীচিজালবিবলিত অম্বুনিধির ন্যায় নানালঙ্কারভূষিত ভূপালগণ নৃপতি দশরথকে প্রণাম করিয়া সেই সভাস্থল হইতে বহির্গত হইলেন। তখন সুমন্ত্র ও ব্রহ্মবিজ্ঞানকোবিদ মন্ত্রিগণ বশিষ্ঠকে ও তদনন্তর নৃপতিকে প্রণাম করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। বামদেব ও বিশ্বামিত্রাদি মুনিগণ বশিষ্ঠের সম্মুখে অবস্থান করতঃ তদীয় অনুজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন[২৯।৩৪]।

অনন্তর রাজা দশরথ মুনিবৃন্দকে যথাবিধি পূজা করিয়া সেই সভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনার্থ গমন করিলেন[৩৫]। পরে বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী মুনিগণ বনে, ব্যোমচরগণ ব্যোমমণ্ডলে ও নগরবাসিগণ নগরে প্রস্থান করিলেন[৩৬]। হে ভরদ্বাজ! এই দিবস মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের সহিত বশিষ্ঠভবনে রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন[৩৭]।

ভগবান্ বশিষ্ঠ দ্বিজগণ, পথিকগণ, মুনিগণ, রামাদি দশরথাত্মজগণ ও অন্যান্য জনগণে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বলোকনমস্কৃত দেবগণ পরিবৃত ব্রহ্মার ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সেই প্রদেশ হইতে পদাবনত দশরথাত্মজ রামাদি ও নভশ্চর, ধরণীচর এবং নগরবাসী জনগণদিগকে যথাক্রমে পরিহারাদি করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করতঃ পঞ্চযজ্ঞাদি দ্বিজজনোচিত বাসরক্রিয়া সমাধা করিলেন[৩৮।৪১]।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ

বাল্মীকি বলিলেন, শশিপ্রভ রাজতনয়গণ স্ব স্ব গৃহে গমন পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ সমাধা করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, রামচন্দ্র, নৃপতিগণ, মুনিগণ ও দ্বিজগণ আপন আপন গৃহে ও কমলকহ্লারাদিযুক্ত জলাশয় প্রদেশে গমন করতঃ স্নান ও আহ্নিক কার্য্য সমাধা করিলেন। পরে ব্রাহ্মণগণকে হিরণ্য, শয্যা, আসন, উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও বস্ত্র সমূহ দান করিলেন। দেবালয়ে গমন করতঃ ঈশান প্রভৃতি দেবতার অর্চ্চনা করিলেন[১।৪]। তদনন্তর পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ্ ও বন্ধুগণের সহিত সমবেত হইয়া বিধি বিধান ক্রমে ভোজন কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। এইরূপে দিবা অতিবাহিত হইলে, পরে সায়ংকালও তৎকালোচিত কার্য্যে অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যোপাসনা, অঘমর্ষণমন্ত্র জপ, পবিত্র স্তোত্র পাঠ ও মনোহর গাথা সমুদায় গান করা হইল। ক্রমে শোকহারিণী বিভাবরী পূর্ব্বদিক্ শ্যামীকৃত করিয়া জগৎ আক্রম করিল। তখন রামাদি দশরথতনয়গণ চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নোপরি বিরাজ করেন তাহার ন্যায় সুবিস্তীর্ণ ইন্দুরশ্মিসম কুসুম শয়নে (শয্যায়) অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[৫।১১]। রামচন্দ্র ব্যতিরেকে অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট সেই বিভাবরী মুহূর্ত্তকালের ন্যায় অতিবাহিত হইল। কিন্তু করভ যেমন স্বীয় মাতা করিণীর চিন্তায় বিনিদ্রিত থাকে, তদ্রূপ, রামচন্দ্র ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের সেই মধুরোদার বচনাবলী চিন্তা করতঃই যেন সেই রজনী নিদ্রার বশবর্ত্তী না হইয়া অতিবাহিত করিতে লাগিলেন[১২।১৩]।

তাঁহার চিন্তার বিষয় এইরূপ—সংসার ভ্রমণ কি? এই সমস্ত জনগণ ও অন্যান্য জীবগণ কি নিমিত্ত গত ও প্রত্যাগত হইতেছে? এরূপ মায়াজাল কোথা হইতে সমুত্থিত হইল? কেনই বা এ সকল প্রবর্ত্তিত ও কি প্রকারেই বা নিবর্ত্তিত হয়[১৪।১৫]? মায়া বিনিবৃত্ত হইলে বা হওয়ার গুণ কি? দোষই বা কি? আকাশ অপেক্ষা বিস্তীর্ণ পরমাত্মায় এরূপ সঙ্কোচভাব প্রাপ্তি কি কারণে ও কি প্রকারে সংঘটন হইয়াছে[১৬]?

ভগবান্ মুনি মনোনাশ, ইন্দ্রিয় জয়, আত্মবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যাহা বলিলেন, তাহাই বা কি? আত্মাই জীব, চিত্ত, মন ও মায়া প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়া এই মিথ্যা সংসার বিস্তার করিতেছেন, এ কথার প্রকৃত মর্ম্ম কি? এ সমস্তই মনোরূপ তন্তুতে গ্রথিত, সুতরাং এ সকলের সহিত মনোরূপ তন্তু ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে দুঃখের উপশম হয়, সুতরাং মনস্তন্তুর বিনাশ করাই এই দুঃখপ্রদ ব্যাধির উত্তম চিকিৎসা; ইহা সত্য কি না[১৭।১৯]? হংস যেমন ক্ষীরমিশ্রিত সলিল হইতে ক্ষীরভাগ পৃথক্ করে, তাহার ন্যায় আমি কিরূপে আমার বুদ্ধিরূপ বক-পক্ষীকে ভোগাভ্রপটল হইতে পৃথক্ করিব[২০]? অহো! কি সঙ্কট! এখনও আমরা ভোগ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। অথচ ভোগ ত্যাগ ব্যতীত বিপদুদ্ধারের অন্য উপায় নাই[২১]। এক দিকে দেখিতেছি, পরম প্রয়োজনীয় বা পরম প্রাপ্তব্য আত্মতত্ত্ব মন ব্যতীত নহে। আবার অন্য দিকে দেখিতেছি, সেই মনই এই সকল বিষয় দর্শনের কারণ। অজ্ঞানপ্রভব যক্ষ যেমন শিশুগণের দুরপনেয়; তাহার ন্যায় আমাদের মনঃও আমাদের সেইরূপ দুরপনেয়[২২]। আমার মন যে কবে পরমা শান্তি প্রাপ্তে সংসারভ্রমরহিত হইবে; কবেই বা লব্ধদয়িতা বালার ন্যায় চিন্তা রহিত হইবে? এবং কত দিনে আমার শান্তমতি উদিত হইবে এবং কত দিনেই বা আমার মন সংরম্ভশূন্য, বিগতকৌতুক, নিষ্পাপ ও পরম পাবন হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না[২৩।২৪]? আমি যে কত দিনে শশাঙ্ক অপেক্ষাও সুশীতল পরম পদে বিশ্রাম লাভ করতঃ জগৎ ভ্রমণ করিব তাহা জানিতে পারিতেছি না! কত দিনে আমার মন কল্পিতরূপ পরিহার পূর্ব্বক আত্মায় লীন হইয়া সলিলে তরঙ্গের ন্যায় উপশান্ত হইবে[২৫।২৬]? কত দিনে আমি গতজ্বর হইয়া তৃষ্ণারূপ তরঙ্গসমাকুল আশামকর বিরাজিত সংসারজলধি উত্তীর্ণ হইব? কত দিনে আমি সর্ব্বশোক বিস্মৃত হইব এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী ও বিচক্ষণ হইয়া মুমুক্ষুগণের উপ-শমরূপ পবিত্র পদবী প্রাপ্ত হইব[২৭।২৮]? যাহার প্রতাপে আমার অঙ্গ অত্যন্ত সন্তাপিত ও ধাতু সকল ভয়াবহ হইয়াছে, কত দিনে আমার সেই সংসারজ্বর নাশ প্রাপ্ত হইবে[২৯]? হে বুদ্ধে! তুমি কত দিনে গতব্যথ হইয়া নির্ব্বাত দীপলেখার ন্যায় স্থির ভাব প্রাপ্ত হইবে?

এবং অন্ধকার বিনাশ করতঃ সুপ্রকাশ হইবে[৩০]? কত দিনে আমার দুশ্চেষ্ট দগ্ধ ইন্দ্রিয়গণ গরুড়পক্ষীর সাগর সন্তরণের ন্যায় দুঃখরাশি সন্তরণ দ্বারা উত্তীর্ণ হইবে[৩১]? আমি যে মূঢ় হইয়া পুত্র ধনাদির অভাবে রোদন করি, তাহার প্রধান কারণ দেহের প্রতি আত্মভ্রম। সে ভ্রম আমার কবে শরন্মেঘমণ্ডলের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইবে[৩২]? আমার যে বুদ্ধি, পারিজাতবনোদ্যানে সঞ্চরণ করিত সে বুদ্ধিকে আমি কবে তৃণতুল্য তুচ্ছ বোধ করিব এবং যাহা প্রকৃত আত্মপদ তাহা প্রাপ্ত হইব[৩৩]? অহে মন! বল, তুমি কত দিনে বীতরাগিগণপ্রোক্ত নির্ম্মল জ্ঞান দৃষ্টি অবলম্বন করিবে তাহা আমায় বল[৩৪]? দুঃখরূপ অজগরগণের ভক্ষ্য হইয়া যেন আমাকে আর হা তাত! হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা পুত্র! বলিয়া রোদন করিতে না হয়[৩৫]। হে বুদ্ধে! তুমি আমার ভগিনী, অতএব ভ্রাতার প্রার্থনা পূর্ণ কর। তুমি মোক্ষের নিমিত্ত বশিষ্ঠদেবের বাক্যনিচয় বিচার কর[৩৬]। আমি প্রীতি সহকারে তোমার চরণে নিপতিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ভবোচ্ছেদরূপ ভূতি লাভের নিমিত্ত সুস্থির হও[৩৭]। হে মতে! বশিষ্ঠপ্রোক্ত দৃষ্টান্ত সুলভ বিজ্ঞানগর্ভ ও সমতাপ্রদ বৈরাগ্য, মুমুক্ষু, উৎপত্তি ও স্থিতিপ্রকরণ যথাবৎ স্মরণ ও বিচার কর। সাতিশয় নৈপুণ্যসহকারে শত বার বিচার কর, করিয়া যাহা লব্ধ হয় তাহা অবলম্বন কর। যদ্দ্বারা মতি সুপ্রসন্না না হয়, শত বার বিচারেও যদি মতি সুপ্রসন্না না হয়, তাহা হইলে সে বিচার নিষ্ফল। অতএব মতির প্রসন্নতাই বিচার কার্য্যের সার বা ফল[৩৮]।[৪০]।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

——(*)(○)(*)——

বশিষ্ঠ বলিলেন, কমল যেমন সূর্য্যোদয়ের আকাঙ্ক্ষায় রাত্রি যাপন করে তাহার ন্যায় রঘুকুল পাবন রাম ঐরূপ বিস্তৃত ও উদার চিন্তায় রজনী অতিবাহিত করিলেন১। ক্রমে দিঙ্মণ্ডল ঈষৎ কপিলবর্ণ ও পূর্ব্বদিক্ অরুণবর্ণ ও নভোমণ্ডল বিরলতারক হইল। এই সময়ে শ্রীমান্ রাঘব প্রভাতকালীন দিবাকরের সহিত শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের সদনে গমন করিলেন। দূর হইতে সেই আত্মপরায়ণ মুনিপ্রবরকে ধ্যানসংস্থিত দর্শন করিলেন এবং নতকন্ধর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন২।৫। অনন্তর যাবৎ অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট ও মুখমণ্ডল সুব্যক্ত না হইল, তাবৎ তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত তত্রত্য প্রাঙ্গনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন৬। পরে অমরগণের ব্রহ্মলোকে আগমনের ন্যায় রাজগণ, রাজপুত্রগণ, ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণ নিঃশব্দে সেই বশিষ্ঠাশ্রমে আগমন করিতে লাগিলেন৭। তৎকালে বশিষ্ঠভবন মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রথাদির দ্বারা পরিপূর্ণ হইল ও রাজধানীর ন্যায় শোভমান হইল৮। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ বশিষ্ঠ সমাধি হইতে বিরত হইলেন এবং সমাগত দিগকে প্রিয়বচনাদি শিষ্টাচার পরম্পরা দ্বারা পরিতুষ্ট ও প্রণত জনগণকে সাদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা যেমন সুরগণ সমভিব্যাহারে শক্রপুরে গমন করেন তাহার ন্যায় ভগবান্ বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য মুনিগণ সহ রথারোহণে দশরথ ভবনে গমন করিলেন৯।১১। যেমন যুথপরিবৃত রাজহংস অব্জিনী সমীপে গমন করে, তাহার ন্যায় সেই রমণীয় দাশরথী সভার সমীপবর্ত্তী হইলেন। এ দিকে মহারাজ দশরথ সিংহাসন ত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর তিন পদ অগ্র গমন করতঃ বশিষ্ঠাদি মুনিগণের সম্বর্দ্ধনা করিলেন১২।১৩। পরে দশরথ প্রভৃতি ভূপালগণ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ, ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, সুমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রিগণ, সৌম্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজপুত্রগণ, শুভ প্রভৃতি

মন্ত্রিপুত্রগণ, অমাত্যগণ, প্রজাগণ, ব্যালব প্রভৃতি ভৃত্যগণ এবং অন্যান্য মান্য পৌরগণ সকলে সমবেত হইয়া সভায় প্রবেশ ও উপবেশনার্থ স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন[১৪।১৩]। তাঁহারা স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিলে, সভার কলকল ধ্বনি প্রশান্ত হইল। বন্দিগণ মৌনাবলম্বন করিল। সভাগণ পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসায় বিরত হইল। অম্ভোজকোটর হইতে বিনির্গত পরাগ সভাস্থলে প্রসৃত হইতে লাগিল। রাজন্যবর্গের গ্রীবাস্থ মুক্তাদাম চঞ্চলভাবে বিচলিত হইতে লাগিল। পুরস্ত্রীবর্গ বাতায়ন পথে ও সুকোমল পুষ্পদামসমাকীর্ণ পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া সভা অভিমুখে দৃষ্টি স্থাপন করিল। সুশুভ্রচামর-ধারিণীগণ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিত হইল। তত্রস্থ রত্নসমূহে, বিশেষতঃ মুক্তাশ্রেণীতে অর্করশ্মি অনুরঞ্জিত হওয়ায় কুসুম শ্রেণীর শোভা প্রভাসিত হইল। ভ্রমরকুল সূর্য্যরশ্মিভ্রমে তত্রত্য বিকীর্ণ পুষ্পসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নভোমণ্ডলে মেঘের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। ঈদৃশ অবসরে বশিষ্ঠদেব পুনর্ব্বার কথায় উদ্যত হইলেন এবং সেই সজ্জনসমাকুল জনগণ সকলেই বশিষ্ঠবদননিঃসৃত পূর্ব্বোক্ত পবিত্র ও গম্ভীরার্থ বিস্ময়কর মৃদুপদাক্ষর বচনপরম্পরার বিষয় পরস্পর বলা বলি করিতে লাগিলেন[১৭।২৪]। নানা দিক্, পুর, ও নানা বন হইতে সিদ্ধ, বিদ্যাধর, আর্য্য, মুনি ও বিপ্রগণ সমাগত হইয়া বশিষ্ঠদেবকে মৌনভাবে প্রণাম করতঃ নিঃশব্দে সভা প্রবেশ করতঃ মৃদুস্বরে গৌরবযুক্ত বাক্যে পরস্পর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বশিষ্ঠদেবের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। বিকসিত রক্তোৎপলকোশনিমগ্ন অলিজালের গাত্রস্থিত মকরন্দ-সুবর্ণ পরাগরাগে রঞ্জিত হইয়া সমীরণ গৃহপ্রান্তস্থিত ঘণ্টার টঙ্কারধ্বনিরূপ গীতদ্বারা গৃহোৎপন্ন গীতকে পরাভব করতঃ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। চন্দনামোদমিশ্র অগরুতগরের নির্য্যাসধূমদ্বারা কুসুমদামের উদ্দাম গন্ধ ও চঞ্চল কুসুমরাজিদ্বারা অভ্রমণ্ডল সুবাসিত হইল[২৫।২৭]।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

বাল্মিকি বলিলেন, রাজা দশরথ মেঘগম্ভীর নিস্বনে মুনিনায়ক বশিষ্ঠকে সম্বোধন পূর্ব্বক সুশ্রাব্য পদ বিন্যাস সহকারে বক্ষ্যমাণ বচনাবলি বলিতে লাগিলেন[১]। বলিলেন, হে ভগবন্! গত দিবস আপনি যে আমাদের হিতার্থে বাক্যপরম্পরা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আপনি ত তজ্জনিত ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন? গত দিবসোক্ত আপনার বাক্য পরম্পরা অতীব আনন্দদায়ক, তৎশ্রবণে আমরা যার পর নাই, সমাশ্বাসিত হইয়াছি[২।৩]। যেমন চন্দ্রকিরণ সুশীতল ও অন্ধকারের নাশক, আপনার নির্ম্মল বাক্যসন্দর্ভ তদপেক্ষা অধিক সুশীতল অর্থাৎ অন্তস্তাপের ও অজ্ঞানান্ধকারের নাশক[৪]। মহাত্মা দিগের শোভন পদবিন্যাসযুক্ত উপদেশ বাক্য সমূহ অপূর্ব্ব আনন্দের জনক ও প্রবলতর মোহের নাশক[৫]। যাহাদের নিকট হইতে আত্মরত্ন অবলোকনের দীপস্বরূপ যুক্তিসমুপেত সদুক্তিলতা উৎপন্ন হয় সেই সকল সুজনরূপ বৃক্ষ আমাদের নিত্য বন্দনীয়[৬]। যেমন হিমাংশুর রশ্মি অন্ধকার প্রমার্জ্জন করে, তাহার ন্যায় সজ্জন দিগের উক্তি জনসমূহের যে কোন দুশ্চেষ্টা ও দুরাচার থাকুক্ সে সমস্তই বিদূরিত করে[৭]। হে মহর্ষে! শরৎকাল আগতে অম্বুদমণ্ডল অল্পে অল্পে সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। তাহার ন্যায় আপনার উক্তি আমাদের সংসারনিগড় ও তৃষ্ণা প্রভৃতিকে অল্পে অল্পে প্রক্ষীণ করিয়া থাকে[৮]। যেমন জন্মান্ধগণ রসাঞ্জনানীতদৃষ্টি হইয়া সুবর্ণান্বেষণে সক্ষম হয় তাহার ন্যায় আজ্ আমরা নিষ্পাপ হইয়া পরমাত্মদর্শনে সমর্থ হইয়াছি[৯]। * হে মুনে! আপনার উক্তিরূপ শরতের উদয়ে আমাদের হৃদয়স্থিত সংসারবাসনা নাম্নী মিহিকা এক্ষণে তিরোধান প্রাপ্ত হইয়াছে[১০]। হে মহর্ষে! আপনার উদার বাক্যে আমরা যেরূপ অনুপম

* রসাঞ্জনানীত। রস শব্দের অর্থ এক পক্ষে ব্রহ্ম, অপর পক্ষে পারদসিদ্ধযোগী দিগের কৃত ঔষধ বিশেষ। সেই ঔষধের অঞ্জন অন্ধকেও চক্ষুষ্মান্ করে এবং ব্রহ্মরসের আস্বাদনরূপ অঞ্জনে ব্রহ্ম দেখিবার উপযুক্ত হয়।

২

আনন্দ লাভ করিয়াছি, অসংখ্য মন্দারকুসুমের মঞ্জরী বা অমৃতসাগরের তরঙ্গ আমাদিগের অন্তঃকরণকে সেরূপ আহ্লাদিত করিতে সমর্থ নহে[১১]। রাজা দশরথ বশিষ্ঠদেবকে এইরূপ বলিয়া রামের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ বলিলেন, রাঘব! যে দিন মহাজনসপর্য্যাদ্বারা অতিবাহিত হয়, সেই দিনই আলোকিত; অবশিষ্ট অন্ধকারাবৃত। হে রাজীবলোচন রাম! মহর্ষি এক্ষণে প্রসন্ন আছেন, তুমি মহর্ষিকে পুনর্ব্বার প্রকৃত বিষয় জিজ্ঞাসা কর[১২।১৩]।

বাল্মিকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহারাজ দশরথ ঐরূপ কহিলে, উদারাত্মা ভগবান্ মহর্ষি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের অভিমুখীন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাঘব! মদুক্ত বাক্যের পূর্ব্বাপর বিচারিত সদর্থ বা তাৎপর্য্যার্থ ত তোমার স্মরণ আছে? হে অরিমর্দ্দন! উৎপত্তি সত্ত্বাদিগুণভেদে বিচিত্র, এ কথা ত তোমার মনে আছে[১৪।১৬]? মায়াযোগে ব্রহ্মের জগৎরূপে অবস্থিতি, এবং তিনি সর্ব্বময় ও অসর্ব্বময়, নিষ্প্রপঞ্চ, ও সপ্রপঞ্চ, সৎ, ও অসৎ, স্থূল ও সূক্ষ্ম, সত্য ও অসত্য, বিভাগানুসারে পূর্ব্বকথিত এই সকল বিষয় ত তোমার স্মৃতি পথে উদিত আছে? আমি যে পুনঃ পুনঃ তোমার নিকট পরমাত্মার সর্ব্ব, অসর্ব্ব, সৎ ও অসৎ রূপের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহা তুমি বিদিত আছ ত? হে সাধুবাদভাজন! হে সাধো! এই বিশ্ব সেই বিশ্বেশ ঈশ্বর হইতে সমুদিত হইয়াছে, এ কথা কি তোমার স্মরণ আছে[১৭।১৮]? অবিদ্যার চঞ্চল, বিস্তৃত ও ভঙ্গুর রূপের কথা যাহা কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহা ত তোমার সম্যক্ স্মরণ আছে[১৯]? নরগণ চিত্ত ব্যতিরেকে অন্য কিছু নহে, ইহা লক্ষণাদি বিচার দ্বারা তোমার নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছি, সেই সাধুবাক্য তুমি ত বিস্মৃত হও নাই[২০]? তুমি পূর্ব্ব রাত্রে যে সকল বাক্যার্থের বিচার করিয়াছিলে, তাহা ত তোমার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছে[২১]? পুনঃ পুনঃ পরিমার্জ্জিত করিলেও অর্থাবধারণে অসমর্থ পুরুষাধম দিগের অতিমলিন হৃদয় দর্পণে প্রয়োজন ফল প্রতিফলিত হয় না। বিশালবক্ষঃ ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে মুক্তা মালার ন্যায় তুমিই শুদ্ধিশালী বিবেক বাক্যের ভাজন[২২।২৩]।

বাল্মিকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! কমলাসনতনয় মহাতেজস্বী মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, হে

সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ হে ভগবন্! আমি আপনার বাক্যের প্রভাব সম্যক্ অবগত হইয়াছি। আমি বিনিদ্র হইয়া আপনার কথিত বাক্য রাশির মর্ম্মার্থ চিন্তা করিয়াছি[২৪।২৬]। হে প্রভো! আমি বুঝিয়াছি, ভবান্ধকার নাশের নিমিত্তই আপনার মুখরূপ দিবাকর কর্ত্তৃক বাক্যরূপ রশ্মিপটল বিস্তৃত হইয়াছে। হে অদীনাত্মন্! আমি রমণীয় পবিত্র অতীত বৃত্তান্ত সমুদায় সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি[২৭।২৮]। কোন্ সিদ্ধ ব্যক্তি আপনার হিতজনক, পবিত্র ও সর্ব্বপ্রকার আনন্দসাধক অনুশাসন অবনত মস্তকে গ্রহণ না করেন[২৯]? আমরা আপনার প্রসাদে শারদীয় দিবসের ন্যায় সংসাররূপ মেঘাবরণ নিরাকৃত করতঃ স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার পবিত্র অনুশাসন আপাতমধুর ও উত্তর কালে মোক্ষ ফলপ্রদ[৩০।৩১]। আপনার বাক্যরূপ সুশুভ্র কল্পপাদপকুসুম, কি দেবাদি ও কি সর্পাদি, সকলেরই আনন্দজনক। অতএব উহা আমাদিগের শুভ ফলপ্রদ হউক। মহর্ষে! আপনি শাস্ত্র ও বিচাররূপ হংসাদি পক্ষীর দ্বারা সুশোভিত, বিততব্রত, সর্ব্বপাপবিনাশন, পুণ্যরূপ জলরাশির একমাত্র মহাহ্রদ। অতএব হে প্রভো! সম্প্রতি আপনি আমাকে আপনার উপদেশ বাক্যরূপ প্রবাহ দ্বারা পুনঃ পবিত্র করুন[৩২।৩৩]।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে সৌম্য! উত্তমসিদ্ধান্তযুক্ত, সুশ্রব্য ও হিতজনক উপশমপ্রকরণ বলি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[১]। হে রামচন্দ্র! এই যে সুদীর্ঘা সংসারী মায়া, ইহা রাজস ও তামস জন্তুর দ্বারা বিধৃত হইতেছে[২]। কিন্তু যাহারা তোমার ন্যায় গুণসম্পন্ন, সেই সকল ধীর ও সাত্ত্বিক জন্মবান্ পুরুষ সর্পের নির্ম্মোক পরিত্যাগের ন্যায় দেহ অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন[৩]। হে সাধো! যাহারা সত্ত্বজন্ম বা রাজসসাত্ত্বিক, সেই সকল প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এই জগতের পূর্ব্বাপর ভাব বিচার করিয়া থাকেন[৪]। শাস্ত্র, সজ্জন ও সংকার্য্য সেবনে যাহাদের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারাই প্রদীপতুল্য নির্ম্মলা বুদ্ধি (প্রদীপ যেমন বস্তুপ্রকাশক, তাহার ন্যায় বস্তুপ্রকাশিকা বুদ্ধি) প্রাপ্ত হন[৫]। যাবৎ জনগণ আত্মবিচারদ্বারা জ্ঞেয় আত্মাকে অবগত হইতে না পারে, তাবৎ তাহার প্রাপ্তি অসম্ভব[৬]। হে রঘুনন্দন! প্রজ্ঞাবান্, নীতিবিশারদ ও ধীর রাজসসাত্ত্বিক জন্মবান্ দিগের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ[৭]। হে প্রাজ্ঞ! তুমি এই সংসারে কি সত্য ও কি অসত্য, তাহা অবলোকন করিতে ও সত্যপরায়ণ হইতে সমর্থ[৮]। যাহা আদিতেও নাই ও অন্তেও নাই তাহার আবার সত্যতা কি? পরন্তু যাহা আদি ও অন্ত এই উভয় কালে বিদ্যমান, তাহাই সত্য; অবশিষ্ট অসত্য[৯]। যে বস্তু আদ্যন্তে অসৎ, তাহাতে যাহার মন অনুরক্ত হয়, সেই মুগ্ধ জন্তুর মনে বিবেক জন্মিবার সম্ভাবনা কি[১০]? সংসারে মনই জাত, মনই বর্দ্ধিত এবং সম্যক্‌দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে মনই বিমুক্ত হইয়া থাকে[১১]।

রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! ভুবনত্রয় মধ্যে মনই যে জরামরণভাজন, তাহা আমি পরিজ্ঞাত হইয়াছি[১২]। এক্ষণে সংসারোত্তরণের উপায় কি, তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার হৃদয়ান্ধকার বিনষ্ট করুন[১৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সৎশাস্ত্রের অনুশীলন (সৎশাস্ত্র=অধ্যাত্মশাস্ত্র), সজ্জনের সংসর্গ ও বৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান, এই সকল দ্বারা মন জ্ঞানপ্রাপ্তিযোগ্য বিশুদ্ধিতা প্রাপ্ত হয়[১৪]। ঐ সকল দ্বারা চিত্ত

যদি অভিমানবিহীন হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই বৈরাগ্যোদয় হইবে। বৈরাগ্যোদয় হইলেই তখন জ্ঞানগুরু গুরুর অনুগমন করা বিধেয়[১৫]। তদনন্তর তদুপদিষ্ট কালে ও নিয়মে সগুণ ঈশ্বরের ধ্যানার্চ্চনাদিতে রত থাকিতে হয়। তৎপরে কাহার বা শীঘ্র এবং কাহার বা কিছু বিলম্বে সেই প্রার্থনীয় পরম পদ লব্ধ হইয়া থাকে। শীতল চন্দ্রচন্দ্রিকান্বিত আকাশ যদ্রূপ নির্ম্মল তদ্রূপ বিচারান্বিত হৃদয় বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল সুতরাং আত্মদর্শনে সমর্থ[১৬।১৭]। জনগণ যাবৎ বুদ্ধিরূপ ভেলকদ্বারা বিচাররূপ তট প্রাপ্ত না হয় তাবৎ ভবরূপ মহাসাগরে তৃণের ন্যায় বাহিত হইতে থাকে[১৮]। বালুকা যেমন সলিলের মালিন্য অধঃপাতিত করে তাহার ন্যায় বিচারপরিজ্ঞাত আত্মতত্ত্বও জনগণের বুদ্ধির দোষ ও সমুদায় আধি (মনের মালিন্য) অধঃপাতিত করে[১৯]। স্বর্ণকার যখন জানে—ইহা সুবর্ণ, ইহা সুবর্ণ নহে কিন্তু অন্য বস্তু, তখন আর তাহার সুবর্ণ বিষয়ে কোন প্রকার মোহ থাকে না। তদ্রূপ, যে ব্যক্তি বিচার দ্বারা আত্মা ও অনাত্মা বিজ্ঞাত হইয়াছে, আত্মবিষয়ে তাহার আর কোন প্রকার মোহ থাকে না[২০]। অজ্ঞাততত্ত্ব পুরুষের মনই মুগ্ধ হয়, জ্ঞাততত্ত্ব পুরুষের মূঢ়তা থাকে না[২১।২২]। হে জনগণ! আত্ম-অজ্ঞানতাই তোমাদিগের দুঃখের কারণ এবং আত্মবিজ্ঞানই তোমাদের অনন্ত সুখের ও দুঃখোপশমের উপায়[২৩]। তোমরা এই দেহের সহিত একলোল হইয়া (মিশিয়া গিয়া) আত্মহারা হইয়াছ। তাই বলিতেছি, তোমরা ঐ মিশ্রণ হইতে আত্মাকে ব্যক্ত বা পৃথক্ করিয়া শীঘ্র স্বস্থ হও, বিলম্ব করিও না[২৪]। অহে মানবগণ! যেমন কলঙ্কের সহিত হেমের সম্বন্ধ নাই, তাহার ন্যায় পরমাত্মার সহিত দেহের অল্পমাত্রও সম্বন্ধ নাই[২৫]। যেরূপ পদ্মাধার মহাসলিল ও পদ্মপত্রস্থিত সলিলবিন্দু অভেদ হইলেও পদ্মপত্ররূপ উপাধি তদুভয়ের ভিন্নতা বোধ জন্মায়, তদ্রূপ, ব্রহ্ম ও শরীরী (জীব) বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও অন্তঃকরণরূপ উপাধি ভেদভ্রম উৎপাদন করতঃ তিনি ব্রহ্ম, আমি জীব, ইত্যাদিবিধ ভেদানুভব জন্মাইতেছে। আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, কিন্তু কেহই আমার ঐ হিত কথা শুনিতেছে না। আবার বলিতেছি, জড়ধর্ম্মী মন যতদিন কূপকচ্ছপের ন্যায় আত্মবিচারে বিমুখ হইয়া ভোগমার্গে অবস্থিতি করিবে তত দিন ইন্দু ও বহ্নি প্রভৃতি সর্ব্বতেজের সহিত দ্বাদশ সূর্য্যের দ্বারাও এই ঘোর

সংসারতিমির কদাচ বিনষ্ট হইবে না[২৭।২৮]। মন আত্মবিচার দ্বারা প্রবুদ্ধ হইলেই এই সংসারতিমির সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় পলায়ন করিবে। মন যদি উত্তম বোধ প্রাপ্তির নিমিত্ত যোগরূপ তত্ত্ব অবলম্বন করে, তাহা হইলে এই মিথ্যা ভববোধ হইতে উৎকৃষ্ট প্রবোধযুক্ত-আত্মজ্ঞান লাভ করিবে। ভব অর্থাৎ সংসারই অনন্ত দুঃখপ্রদ[২৯।৩০]। যেরূপ কমল অম্বুরাশির সহিত বসতি করিলেও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, তদ্রূপ, আত্মাও দেহের সহিত একযোগে থাকিলেও তাহাতে সংশ্লিষ্ট বা লিপ্ত নহেন। হেমের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্দ্দম যেমন পৃথক্ স্থিতি প্রাপ্ত হয়, কদাচ হেমের স্বরূপে পরিণত হয় না, তদ্রূপ এই জড় দেহও কদাচ আত্মায় পরিণতি প্রাপ্ত হয় না। আত্মাতে যে সুখদুঃখের অনুভব, তাহাও অধ্যাস বশতঃ সুতরাং অসত্য। দেহী বা সর্ব্বাতীত আত্মা সুখদুঃখ অনুভব করেন না। উহা অজ্ঞানীরাই অনুভব করিয়া থাকে। অজ্ঞানতা বিনষ্ট হইলে কাহাকেও উহা অনুভব করিতে হয় না[৩১।৩৪]। হে রাঘব! এই জগতে কাহারও কিছুমাত্র সুখ বা দুঃখ নাই। সমস্তই আত্মময়, এইরূপ অবধারণ বা অবলোকন করিবে। জলে তরঙ্গভ্রমের ন্যায় আত্মায় এই বিতত সৃষ্টির ভ্রম অথবা আকাশে পিচ্ছভ্রমের ন্যায় ভ্রান্তিমাত্রদ্বারা এই বিশ্ব পরিদৃশ্যমান হইতেছে। মণি যেমন অকারণ স্বীয় তেজোময়ী কান্তি প্রসারিত করে, তদ্রূপ, আত্মাও ঈদৃশী সৃষ্টি বিস্তৃত করিয়া থাকেন। হে সুমতে! দ্বৈত বা অদ্বৈত, এই দুইটী কল্পনাও বস্তুতঃ কিছুই নহে। কারণ উহা আভাসমাত্র[৩৫।৩৮]; দ্বৈত ও একত্ব, এ সকল আত্ম-অজ্ঞানের প্রভাবেই প্রতীয়মান হয়। ফলতঃ কেবল একত্বই সার অথবা সত্য। সুতরাং মনে রাখিতে হইবে, জগৎ ব্রহ্মময়। একমাত্র আত্মাই এই বিততরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। হে রাঘব! আমি অন্য, ইহা অন্য, এ জ্ঞান ভ্রান্তি-বিশেষ। তাই বলিতেছি, তুমি ঐরূপ ভ্রান্তি বা ভেদজ্ঞান (ভ্রান্তি) পরিত্যাগ কর। পরমাত্মায় যে দ্বৈত কল্পনা, তাহা জলে লহরী কল্পনার ন্যায় মিথ্যা[৩৯।৪০]। যেমন বহ্নিতে হিমের লেশও নাই, তেমনি, একাদ্বয় পরমাত্মায় বাস্তবতঃ দ্বিতীয় পদার্থ নাই[৪১]। হে রাঘব! যাহা আপনার স্বরূপ, তাহা পরোক্ষ জ্ঞানে বিজ্ঞাত হইয়া সাক্ষাৎকারার্থ আপনাকে সদা তদ্ভাবে ভাবিত (অর্থাৎ নিদিধ্যাসন) করা কর্ত্তব্য। তাহা করিলে

মায়া-কৌটিল্য-মালিন্য-রহিত পরমাত্মা প্রথমান অর্থাৎ যথাযথরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইবেন। আত্মা তাদৃক্ প্রকারে প্রথমান হইলেই বিশ্রান্তি লাভ হয়[৪২]। হে রামভদ্র! আত্মায় শোক, মোহ, জন্ম, জরা, কিছুই নাই। যাহা আছে তাহাই আছে; অর্থাৎ পূর্ব্বেও সেরূপ, পরেও সেইরূপ এবং মধ্যেও সেইরূপ জানিবে। তুমি তাদৃক্ রূপে অবস্থিতি করতঃ বিজ্বর হও[৪৩]। তুমি নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, যোগক্ষেমরহিত, আত্মবান্ এবং বিশোক ও বিজ্বর হও। * হে রাঘব! তুমি সর্ব্বত্র সমদর্শী, স্বস্থ, স্থিরমতি মুনির ন্যায় শান্তশোক, মৌন, উৎকৃষ্ট মণির ন্যায় স্বচ্ছ ও বিজ্বর হও। তুমি স্বাধীনচিত্ত, শান্তসঙ্কল্প, শান্তধী, বিজিতাশয় ও বিজ্বর হও। তুমি বীতরাগ, নিরায়াস, বিমল, বীতকল্মষ ও আদান প্রদান বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজ্বর হও[৪৪।৪৭]। তুমি বিশ্বাতীত পদ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণার্ণবের ন্যায় অক্ষুব্ধভাবে অবস্থিতি করতঃ বিজ্বর হও[৪৮]। তুমি বিকল্পজাল হইতে নির্ম্মুক্ত ও মায়াজালবিবর্জ্জিত হও এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করতঃ বিজ্বর হও[৪৯]। হে আত্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ রাঘব! তুমি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ও ধরাধরপ্রধান মেরুর ন্যায় ধীর হইয়া বিজ্বর হও[৫০]। তুমি আপনাতে আপনার দ্বারা পরিপূর্ণ অর্ণবের ন্যায় হইয়া পূর্ণেন্দুবিম্বের ন্যায় আনন্দ ভজনা কর। (ফলিতার্থ—অপরিচ্ছিন্ন ও অভাব বোধ বর্জ্জিত হইয়া একরূপে থাক। তদ্রূপ হওয়াকেই জীবন্মুক্তি ফল বলা যায় এবং উক্ত অবস্থাই পূর্ণানন্দাবস্থা।)[৫১।৫২]।

হে রাঘব! এই স্বরচিত বিশ্বপ্রপঞ্চ অসত্য। যাহা অসত্য, তত্ত্বজ্ঞগণ তাহার অনুধাবনা করেন না। তুমি তত্ত্বজ্ঞ, শান্তকলন ও নিরাময় হইয়াছ সুতরাং তুমি শান্তশোকও হইয়াছ। তুমি গুণরাশির দ্বারা নিখিল রাজা ও প্রজা অনুরঞ্জন করিয়াছ। তুমি এই বৈধ রূপে পরিপ্রাপ্ত পিতৃরাজ্য সমদৃষ্টিদ্বারা পরিপালন কর, পরন্তু ইহার প্রতি অনুরক্ত হওয়া অথবা ইহার প্রতি বিরক্ত হওয়া দুএর কিছুই হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। অর্থাৎ তুমি সর্ব্বাতীত হইয়া থাক[৫৩।৫৪]।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

---

* নির্দ্বন্দ্ব=শীতোষ্ণাদির দ্বারা শারীর বিক্ষেপ বিরহিত। নিত্যসত্ত্বস্থ=রজস্তমঃ দ্বারা মানস বিক্ষেপ রহিত। যোগক্ষেমরহিত=লাভালাভ চিন্তা বর্জ্জিত। আত্মবান্ =ব্রহ্মাকারা মনের বৃত্তি বিশিষ্ট হওয়া। সুতরাং শোকাদি দুর্দ্দশা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া। এইরূপ হওয়াকে জীবন্মুক্তিপদ প্রাপ্তি বলা যায়।

ষষ্ঠ সর্গ।

——()(•)()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি, মাত্র সন্নিধান দ্বারা নিখিল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি, ইত্যাকার বোধ অবলম্বনে কার্য্যবান্ হইলে সেই কার্য্যের দ্বারা বাসনা (সংস্কার) জন্মে না। যিনি বাসনাবর্জ্জিত অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান-বিহীন হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, আমার বিবেচনায় তিনি মুক্ত[১]। কোন কোন ব্যক্তি দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়াও নিরাসঙ্গক্রিয়ায় রত থাকিতে পারে না। তাহারা মোহের প্রেরণায় কামপরতন্ত্র হইয়া কাম্য কর্ম্মই করে। করিয়া পুনঃ পুনঃ স্বর্গ ও নরক ভোগ বা অনুভব করে[২]। কেহ কেহ সৎকর্ম্মে বিরত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে রত হইয়া নরক হইতে নরকান্তর, দুঃখ হইতে দুঃখান্তর ও ভয় হইতে ভয়ান্তর প্রাপ্ত হয়[৩]। কেহ কেহ বাসনাতন্তুনিবদ্ধ হইয়া স্বকর্ম্মানুসারে তির্য্যক্ হইতে স্থাবর ও স্থাবর হইতে তির্য্যক্ দেহ প্রাপ্ত হয়[৪]। আবার কোন কোন বিচারিতমনা আত্মজ্ঞ ও ধন্য পুরুষ সংসারনিগড় ছেদন পূর্ব্বক সেই উৎকৃষ্ট পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[৫]। যাহারা কতিপয় জন্ম ভোগ করিয়াই মুক্ত হন তাঁহাদিগের জন্ম রাজসসাত্ত্বিক। তাঁহারা জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ণিমা শশাঙ্কের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও প্রাবৃট্কালীন কুটজের ন্যায় সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। (সৌভাগ্য=সাধন সমূহ। কুটজ পক্ষে শোভা বা সৌন্দর্য্য)। যিনি ঐরূপ জন্ম প্রাপ্ত হন, বিমলা ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাতেই বেণুতে মুক্তার ন্যায় আবির্ভূত হয়[৭।৮]। যেমন অঙ্গনাগণ সর্ব্বদা অন্তঃপুরে অবস্থান করে, তদ্রূপ, আর্য্যতা, হৃদ্যতা, মৈত্রী, সৌম্যতা, করুণা ও প্রাজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্গুণ তাঁহারই অন্তরে অনুক্ষণ অবস্থান করে[৯]। যে ব্যক্তি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলের প্রতি লক্ষ্য না করে ও তজ্জনিত হর্ষ শোক অনুভব না করে, দিবসে অন্ধকারের ন্যায় ও শরৎকালে মেঘমণ্ডলের ন্যায় গুণ সমুদায় (সত্ত্বাদি গুণ) তাহাতেই শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহাদেরই সেই সেই মালিন্য দূরীভূত হয়[১০।১১]। যেমন মধুরধ্বনিযুক্ত বেণু বনস্থ মৃগগণের অভিলষণীয়, তদ্রূপ, সদাচার পরায়ণ

ব্যক্তি জনগণের বাঞ্ছনীয়। যাহাদের সাত্বিক জন্ম হয় গুণশ্রী সমুদায় তাহাদেরই অনুগমন করে। পরে তিনি গুণসম্ভূত হইয়া গুরুর অনুগামী হন এবং স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা আত্মাকে বিবেক পথে নিয়োজিত করেন। বিবেকবৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি স্বীয় গুণশালী চিত্তের দ্বারা আত্মাকে অনাময় ও আনন্দময় দেবরূপে অবলোকন করিতে পারক হন (অধিকার প্রাপ্ত হন)[১২।১৩]। অনন্তর সেই শান্তচেতা সাত্বিক পুরুষ বিচার সহকারে প্রবোধ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রথমতঃ মনকে আন্তর পুরুষের (আন্তর পুরুষ=শরীরস্থ আত্মা।) মননে নিয়োজিত করেন। গুণবান্ নর যেমন গুণহীনকে প্রবোধিত করেন তদ্রূপ সাত্বিক ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ মনকেই প্রবোধিত করেন। সাত্বিকজন্মবান্ মানব প্রযত্ন সহকারে জীবন্মুক্ত গুরুর সেবা করিয়া স্বীয় নির্ম্মলা বুদ্ধির দ্বারা চিত্তের অন্তর্গত প্রত্যগাত্মরূপ রত্নের বিচার করতঃ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হন[১৩।১৮]।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।

—০()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজীবলোচন! অদ্য তোমার নিকট দেহিগণের সামান্ত ক্রিয়াক্রম কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর বিশেষ ক্রম কহিতেছি, শ্রবণ কর[১]। এই সংসারসংরম্ভে জন্মবান্ দেহধারী দিগের অপবর্গজনক ক্রমদ্বয় আছে। তন্মধ্যে গুরূপদিষ্ট অনুষ্ঠানদ্বারা ক্রমশঃ এক বা বহু জন্মে সিদ্ধিপ্রদ একটী ক্রমের বিষয় পূর্ব্বে উদাহৃত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় ক্রম—যে ক্রমে অল্পব্যুৎপন্ন ব্যক্তিরা স্বয়ং স্ববুদ্ধির দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন—সেই দ্বিতীয় ক্রমের বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[২।৪]। অতর্কিতভাবে আকাশ হইতে ফল পতনের অনুরূপ সহসা জ্ঞান প্রাপ্তির যে ক্রম আছে, সেই ক্রমের বৃত্তান্ত তোমার জ্ঞান পরিপোষণের জন্য বর্ণন করিব। হে রামচন্দ্র! হে সুভগ! চরমজন্মা মহানুভাব শুভাশুভমুক্ত সাত্ত্বিক মহাপুরুষেরা উত্তম জন্ম প্রাপ্তে যেরূপে অতর্কিতভাবে ফলপতনের দৃষ্টান্তে বিবেক ফল অনুভব করেন—বক্ষ্যমাণ বৃত্তান্তে তাহাই সুব্যক্ত হইবে[৫।৬]।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিদেহনগরে জনক নামে এক মহাধীসম্পন্ন বীর্য্য-শালী মহীপাল ছিলেন। তাঁহার আপদ্ সমুদায় অস্তগত ও সম্পদ্ সমুদায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল[১]। তিনি অর্থিগণের কল্পবৃক্ষ, মিত্ররূপ পদ্মের দিবাকর, বন্ধুরূপ কুসুমের বসন্ত, নারীবৃন্দের মকরকেতন, দ্বিজরূপ কৈরবের শীতাংশু, শত্রুরূপ মহাতিমিরের ভাস্কর ও সৌজন্যরূপ রত্নের জলধিস্বরূপ ছিলেন। এই মহীপাল ভূতলে বিষ্ণুর ন্যায় অবস্থিতি করিতেন[২।৩]। ইনি একদা বসন্তকালে বিবিধ পুষ্পোপশোভিত ও কোকিলাদি পক্ষিগণে পরিকূজিত কোন এক রমণীয় উপবনে গমন পূর্ব্বক স্বীয় অনুচরবর্গকে দূরে স্থাপিত করিয়া একাকী বাসবের ন্যায় সেই নন্দন-বনতুল্য পরম রমণীয় বনে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। সেই সময়ে তত্রত্য কোন এক তমাল বন প্রদেশে সিদ্ধগণের গাথা তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। হে কমলপত্রাক্ষ! যাহা শ্রবণ মাত্রেই পরমাত্মভাবনা সমুপস্থিত হয়, আমি তোমার নিকট সেই শৈলকন্দরচারী বিবিক্তবাসী সিদ্ধগণের মনোহর গীতগাথা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[৪।৮]।

কতিপয় সিদ্ধ বলিতেছেন—দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের যোগ হইলে বুদ্ধি যে দৃশ্যাকারতা প্রাপ্ত হয়, সেই দৃশ্যাকার বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত বা প্রতিফলিত যে আনন্দরূপ আত্মতত্ত্ব, আমরা সমাহিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার অন্তঃকরণ চাঞ্চল্য নিরাস করতঃ সেই আত্মতত্ত্বের উপাসনা করি। অর্থাৎ ভূমাত্মানন্দ অনুভব করি[৯]। *

* চক্ষুরাদির দ্বারা বিনির্গত অন্তঃকরণ বৃত্তিতে যে আত্মচৈতন্য অনুরঞ্জিত হয় তাহা এতৎ শাস্ত্রের দ্রষ্টা। উক্ত প্রকারে দৃশ্যে অন্তঃকরণ সংযোগ হওয়ার পর অন্তঃকরণে দৃশ্যের আকার অঙ্কিত হয়। তাহা এতৎ শাস্ত্রে দর্শন ও জ্ঞান। নির্ব্বিকল্প সমাধি হইলে অন্তঃকরণ স্থির হয়, তখন কোনও বৃত্তি থাকে না। সুতরাং তখন আত্মার প্রকৃত রূপ স্থির থাকে, কোন কিছুতে প্রচ্ছাদিত বা অনুরঞ্জিত হয় না। তৎকালের সেই অনাবৃত অবস্থাই প্রকৃত আত্মতত্ত্ব।

তৎ শ্রবণে অন্য সিদ্ধগণ বলিলেন, দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, এই ত্রিপুটী ও তৎসংস্কার, সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া উক্ত চতুষ্টয়ের সাক্ষীস্বরূপ যে আত্মা (শুদ্ধ বা নির্ব্বিশেষ চৈতন্য), আমরা তাহারই উপাসনা করি, অর্থাৎ সমাধিযোগে নিরন্তর অনুভব করি[১০]। *

অনন্তর অপর সিদ্ধগণ বলিলেন, অস্তি—আছে, নাস্তি—নাই, যাহা এই দুই পক্ষের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ উক্ত উভয় পক্ষের সাক্ষী, এবং যাহা প্রকাশ্যমাত্রের প্রকাশক, আমরা সেই আত্মার উপাসনা করি[১১]। †

অন্যে কহিল—যাহা সর্ব্বাধার, সর্ব্বস্বামী, সমুদায়ের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, সচ্চিদানন্দাদি ভাবের নির্ব্বাহক, মায়ার দ্বারা জগদ্ব্যবহার নিষ্পাদক ও সর্ব্বাত্মক, সেই পরমার্থ সত্য ব্রহ্মের সহিত আমরা অভিন্ন অর্থাৎ আমরা তদ্ভাবাপন্ন হইয়া আছি[১২]।

অপরে কহিল—যাহা অকারাদি হ-কারান্ত শব্দের অর্থাৎ অহং এই শব্দের (পদের) লক্ষ্য স্থান, অশেষ জগতের আকার যাহা ছাড়া নহে, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই যাহাতে ভাসমান, এবং প্রত্যেক ব্যবহারে যাহা উচ্চারিত বা প্রকটিত হয়, সেই অহং, যে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের উপাধি, আমরা সেই উপাধি পরিত্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করি। অর্থাৎ নিরন্তর ভাবনা করি[১৩]।

অন্যে কহিলেন, যে ব্যক্তি হৃদ্পদ্মস্থ ঈশানকে অর্থাৎ নিয়ন্তাকে অন্তর্যামী পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবের অনুগত হয়, সেই ব্যক্তি স্বহস্তস্থিত কৌস্তুভ মণি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য রত্ন বাঞ্ছা করে[১৪]।

অপর সিদ্ধ কহিলেন, যাহার দ্বারা বাসনারূপা বিষবল্লী সমূলে বিলূনা হয়, সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলে সেই ঈশানকে লাভ করা যায়[১৫]।

অন্যে কহিলেন, যে দুর্ম্মতি বিষয়ের বৈরস্য জ্ঞাত হইয়াও তাহার কামনা করে, সেই ব্যক্তি নরগর্দ্দভ[১৬]।

---

* ইঁহারা অপেক্ষাকৃত সহজে আত্মানুভব বর্ণন করিতেছেন। জ্ঞান, জ্ঞেয়বস্তু, জ্ঞান-কর্ত্তা, এই তিনেরই প্রকাশক ও অস্তিত্বসাধক চেতনা পদার্থই আত্মা।

† ইঁহারা আরও সরল পথে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। ইঁহারা বুঝাইতেছেন যে, যে পদার্থ বা বস্তু অস্তি ও নাস্তি এই পক্ষদ্বয় বুঝিতেছে বা প্রকাশ করিতেছে সেই সর্ব্বসাক্ষী পরম বস্তুই আত্মা।

অগ্নে কহিলেন, ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত হনন করেন, তদ্রূপ, বিবেক দণ্ডে অজস্র সমুত্থিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিহনন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বাহ্য ও আন্তর উভয় বৃত্তি প্রশান্ত করিয়া পরম পবিত্র উপশম সুখ আহরণ করা কর্ত্তব্য। যে হেতু, তাদৃশ উপশম সুখ লাভ করিতে পারিলে চিত্ত প্রশমিত হয় এবং পরে সেই প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি অচিরাৎ স্বীয় পারমার্থিক উৎকৃষ্ট স্থিতি প্রাপ্ত হয়১৭।১৮। *

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

সাধন কথা বলিয়াছেন। ঋষির মতে আত্মা অজড় অর্থাৎ চেতনা পদার্থ। তাহা নির্গুণ, নিরাকার ও ব্যাপী পদার্থ। আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী বা পরিপূর্ণ, তাহার ন্যায় চেতনা সর্ব্বব্যাপী ও পরিপূর্ণ। আকাশ যেমন বাহিরে আছে, দৃশ্য পদার্থের মধ্যেও আছে, তাহার ন্যায় চেতনাও শরীরে ও শরীরের বাহিরে আছে সুতরাং তাহা এক অখণ্ড দণ্ডায়মান বস্তু। তদ্ভিন্ন আর সমস্ত পদার্থই পরিচ্ছিন্ন। আকাশ অপরিচ্ছিন্ন সত্য; পরন্তু আত্মার নিকট পরিচ্ছিন্ন। আকাশ বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন হইলেও ব্যবহারে অপরিচ্ছিন্ন। আকাশ প্রকৃত নিরাধার না হইলেও ব্যবহারে নিরাধার। পণ্ডিতেরা সেই অপরিচ্ছিন্নতা ও অনাধারতা গ্রহণ করিয়া শিষ্য দিগকে আত্মা বুঝাইয়া থাকেন। তাই বলা হইয়াছে, যে, অন্য বস্তু পরিচ্ছিন্ন, পরন্তু আকাশ অপরিচ্ছিন্ন। সেইরূপ, আকাশের আধার নাই, পরন্তু আকাশই সর্ব্বাধার। এতদ্দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ণতা বিধায় আত্মা আকাশের ন্যায় নিরাধার পরন্তু অপূর্ণতা বিধায় পদার্থান্তর সাধার। পদার্থান্তরের কথা দূরে থাকুক, আত্মা আকাশেরও আধার। এতাদৃশ আত্মা শরীররূপ উপাধিতে অভিব্যক্ত, অন্যত্র অব্যক্ত। শরীরে অভিব্যক্ত বলা যায় বটে; পরন্তু তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অভিব্যক্ত নহে। শরীরে বুদ্ধি প্রভৃতি নানা ক্রিয়ার ও গুণের উদ্ভব আছে। সে সকলের সঙ্গে তিনি মিশিয়া থাকেন। অথবা তদ্দ্বারা প্রচ্ছন্নভাব প্রাপ্ত হন। সুতরাং তাহার প্রকৃত স্বরূপ সুব্যক্ত হয় না। যদি শরীরের সেই সকল ক্রিয়া ও গুণ উদ্রিক্ত না হয় অর্থাৎ স্থগিত থাকে, তাহা হইলে অবশ্য তদ্দশায় আত্মার স্বরূপ অনাবৃত ও প্রথমান থাকে। তৎকালের সেই প্রথমানতাই মোক্ষ ও আত্মলাভ। তাদৃশ মোক্ষের বা আত্মলাভের উপায় বিবেক, বৈরাগ্য ও চিত্তবৃত্তিবিনাশ।

নবম সর্গ।

——()○()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহীপতি ঐ সিদ্ধগীতা * শ্রবণ করিয়া রণধ্বনি শ্রবণে ভীরুগণের বিষাদ প্রাপ্তির ন্যায় সহসা বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। যেমন সরিৎ সমূহ তীরবর্ত্তী বৃক্ষগণের আশ্রয় লাভ করিয়াও অর্ণবের প্রতি ধাবিত হয়, তাহার ন্যায় তিনি পরিবারগণে পরিবৃত থাকিয়াও গৃহ গমনার্থ নিতান্ত সমুৎসুক হইলেন১।২। পরে স্বীয় পরিবারগণকে স্ব স্ব আলয়ে রাখিয়া একাকী সূর্য্যদেবের উদয়াচলারোহণের ন্যায় স্বীয় প্রাসাদোপরি আরোহণ করিলেন এবং দেহাদি পদার্থের ক্ষণভঙ্গুরতা আলোচনা করতঃ নিতান্ত চঞ্চল হইয়া বক্ষ্যমাণরূপে পরিতাপ করিতে লাগিলেন৩।৪।

হা! কি কষ্ট! আমি এই অতি কঠোর কষ্টপ্রদ ভঙ্গুর লোকদশায় নিপতিত থাকিয়া পাষাণের ন্যায় লুণ্ঠিত হইতেছি৫। কাল অনন্ত, আমার জীবন তাহার অতি ক্ষুদ্র অংশ। তাহাতেই আমার আশা? ধিক্ আমাকে! অহো! আমি কি অধম ও চেতনাবিহীন৬! আমার জীবন যাপনের জন্য রাজত্ব অতি যৎসামান্য ও তুচ্ছ। আমি যদি ভাবিদুঃখপ্রতিকার চেষ্টা না করিয়া অবোধের মত অবস্থান করি, তাহা হইলে এই রাজ্যে আমার কি হইবে? আমি দেহমাত্র নহি। আমি অনাদি ও অনন্ত, মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত এই ভঙ্গুর দেহকে আমি আমিত্বে গ্রহণ করিয়া বালক যেমন চিত্রিত চন্দ্র দেখিয়া হাস্য করে, তাহার ন্যায় আমি ক্ষণধ্বংসী দেহাদিতে সুখ দর্শন করিতেছি৭।৮। আমি কি কোন ঐন্দ্রজালিক কর্ত্তৃক মুগ্ধ হইয়াছি? তাহা না হইলে আমার এত পরিমুগ্ধতা কেন৯? জগতে এমন কিছু নাই—যাহা সত্য, রম্য, অপরিচ্ছিন্ন ও অজন্য। সমস্তই অসত্য, অরম্য, অনুদার ও জন্য।

* গীতাশব্দের অক্ষরার্থ গানযোগ্য; পরন্তু তাৎপর্য্যার্থ স্মার্ত্ত উপনিষদ্। যেমন প্রসিদ্ধ উপনিষদ্ সকল বেদের উপনিষদ্, তেমনি, গীতা সকল স্মৃতির উপনিষদ্। উপনিষদ্ শব্দের অর্থ—রহস্য বা গুপ্তবিদ্যা।

সুতরাং আমার মতি কিসে বিশ্রাম করিবে? কি পাইয়া শান্ত হইবে[১০]? তাহা দূর দেশেও নাই। যাহাকে দূর বলা যায় তাহাও আমার মনোমধ্যে। অতএব, দূরনিকটাদি কল্পনাও অন্তঃস্থ এবং সে সমস্তই অসত্য। কাল্পনিক বলিয়া অসত্য। সুতরাং আত্মতত্ত্বের বাহিরে যে কোন ভাবনা, যে কোন চিন্তা, সে সমস্তই আমার পরিত্যাজ্য[১১]। লোক সকল যে সুখ ভোগের নিমিত্ত প্রবৃত্ত আছে, আমি দেখিতেছি, তাহা কেবল জন্মমরণাদি দুঃখেরই কারণ। তাহাতে সুখের প্রত্যাশা কি[১২]? প্রতিবৎসর, প্রতিমাস, প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণ যাহা ভোগ করিতে হয় তাহা সুখ নহে, সুখগন্ধি দুঃখ সুতরাং তাহা দুঃখই, সুখ নহে[১৩]। কি মূর্খতা! আমার এই রাজ্যাদি যে ক্ষণস্থায়ী ও নষ্টপ্রায়, আমি তাহা ক্ষণকালও চিন্তা করি না। এই সংসারে এমন পদ কিছুই নাই যাহাতে সজ্জনের স্থিতি হইতে পারে[১৪]। রে হতচিত্ত! মহৎ গণের মস্তকোপরিস্থিত ব্রহ্মাদি দেবগণও যখন অধঃপতিত হইতেছেন তখন তোমার এই সামান্য মহত্ত্বে আস্থা কেন[১৫]? আমি রজ্জু নাই অথচ বদ্ধ, পঙ্ক নাই অথচ কলঙ্কিত, এবং উপরিস্থ হইয়াও নিপতিত হইতেছি[১৬]। এরূপ কলঙ্কিত যে, সংস্বভাব হইতে পরিচ্যুত হইয়াছি। আমার বুদ্ধি আছে, তবে যে কেন আমার এরূপ মোহ জন্মিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ভাস্করের সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ[১৭]? আমার এই মহাভোগ কি? এই সমস্ত বন্ধুবান্ধবগণই বা কি? আমি কেবল ভূতশঙ্কিত বালকের ন্যায় মিথ্যা ব্যাকুলিত হইতেছি[১৮]। আমি নিজেই জরামরণের প্রিয়সখী উদ্বেগকারিণী সাংসারিক আস্থাকে বাঁধিয়া রাখিতেছি[১৯]। সংসার যাক্ আর থাকুক, ইহার প্রতি আমার আর আগ্রহ বা আস্থা নাই। আমি বেশ্ বুঝিয়াছি, ইহা জলবুদ্বুদের ন্যায় মিথ্যা[২০]। পৃথু প্রভৃতি চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের সেই সেই মহা ঐশ্বর্য্য, মহাভোগ ও বন্ধুবান্ধব, সমস্তই আমার স্মরণ হইতেছে। এখন আর আমার বর্ত্তমান বিভবে আস্থা কি? মহীপালদিগের প্রাক্তন অতুল সম্পত্তি ও ব্রহ্মার প্রাক্তন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এখন কোথায়? যখন পূর্ব্ব ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হইয়াছে তখন আর আমার এই সামান্য ঐশ্বর্য্যে বিশ্বাস কি[২১।২২]? বুদ্বুদ যেমন বারি রাশিতে জন্মিয়াই লয় প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় লক্ষ লক্ষ ইন্দ্র জন্মিয়া লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব, হে বৎস! জীবনের প্রতি যে

তোমার সমাদর তাহা তুমি পরিত্যাগ কর। নচেৎ সাধুগণ উপহাস্য করিবেন[২৩]। কোটি কোটি ব্রহ্মা, অনন্ত স্বর্গ ও অসংখ্য প্রাণিগণ পাংশুর ন্যায় অহরহ গত হইয়াছে ও হইবে। তুমি কেন জীবনের প্রতি এত শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছ? জীবিতশ্রদ্ধা সংসার রাত্রির দুঃস্বপ্ন। তাহার প্রতি যদি তুমি আস্থা রাখ ত তোমাকে ধিক্[২৪,২৫]। আমি, তিনি, উনি, এ সকল কল্পনামাত্র সুতরাং অসৎ। আমি "আমি" এই অহঙ্কারপিশাচের গ্রাসগত হইয়া বৃথা অজ্ঞজনের ন্যায় মুগ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিতেছি[২৬]। শত শত ও লক্ষ লক্ষ দিনযামিনী গমনাগমন করিতেছে। তন্মধ্যে অবিনাশী সত্তাযুক্ত একটী দিনও দেখিলাম না। একটী রাত্রিও নয়নপথে সমুপস্থিত হইল না। ক্ষণে ক্ষণে আয়ুঃ বিনষ্ট হইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না। ওহে আস্থে! তোমার এত বৃদ্ধি কেন? তুমি কি দেখিতেছ না? যাহারা জগতের ঈশ্বর—শিব বিষ্ণু প্রভৃতি—তাহারা কালকাপালিকের ক্রীড়া কন্দুক[২৭,২৯]? সরোবরে সবসিক্তের ন্যায় জনগণের কেবল ভোগেরই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। পরন্তু আত্মদৃষ্টির অল্পমাত্রও স্ফুরণ হইতেছে না[৩০]! অহো! কি কষ্ট! আমি কষ্ট হইতে কষ্টতর ও দুঃখ হইতে অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতেছি, তথাপি বিরক্ত হইতেছি না। অতএব অবমাশয় আমাকে ধিক্[৩১]. আমি এতাবৎ কাল যে যে বস্তুতে অনুরক্ত ছিলাম, যাহা যাহা রমণীয় বোধ করিতাম, সে সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব, সংসারে এমন আর কি আছে—যাহাকে আমি উত্তম বলিতে পারি[৩২]? প্রথমে হউক, মধ্যে হউক, অথবা শেষে হউক, যাহা যাহা মনোরম ভাবিয়াছি সে সমস্তই অপবিত্র। কেননা তাহারা সকলেই বিনাশ দোষে দূষিত[৩৩]। মানবেরা যে যে পদার্থে আস্থা স্থাপন করে সে সমস্তই জন্মবিনাশাদি দোষে দুষ্ট[৩৪]। জড়াকার জনগণ উত্তরোত্তর দিন দিন অধিক পাপদশা, ক্রূরদশা ও দুঃখময়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়[৩৫]। জীবেরা বাল্যকালে অজ্ঞান কর্ত্তৃক হতপ্রায় থাকে, পরে যৌবন কালে মদন কর্ত্তৃক বিনষ্টচিত্ত হইয়া অবস্থান করে, তদনন্তর বৃদ্ধকালে অশেষচিন্তায় নিপীড়িত হইয়া তনু পরিত্যাগ করে। অতএব জড়প্রকৃতি মানবগণ কবে কি করিবে[৩৬]? কেন যে তাহারা এই আগমাপায়ী ও বিরস অনন্তদুর্দ্দশাদূষিত অসার সংসারকে সারময় দর্শন করে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না[৩৭]। রাজসূয় ও অশ্বমেধ

প্রভৃতি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও কদাচ কল্পান্তকালাধিক স্বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায় না[৩৮]। তেমন স্বর্গই বা কোথায়? পাতাল, ভূমি ও প্রদেশান্তর, যে স্থানই বল, এমন স্থান দেখা যায় না—যে স্থানে ভ্রমের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না[৩৯]। নিজ চিত্তরূপ গর্ত্তের সর্পরূপ আধিকে ও শরীররূপ বৃক্ষের পল্লবরূপ ব্যাধিকে কোথায় থাকিয়া কি দিয়া নিবারণ করা যায়? যাহা বর্ত্তমানে আছে তাহার নাশ হইবে। যাহা এখন রমণীয়, পরে তাহা অরম্য হইবে। এবং যাহা বর্ত্তমানে সুখ, তাহারই মস্তকে দুঃখ। অতএব আমি কাহার আশ্রয় লইব[৪০।৪১]? প্রাকৃত ক্ষুদ্র জীব সকল অজস্র জন্মিতেছে ও মরিতেছে। এই পৃথিবী তাহাদেরই দ্বারা পূর্ণ। সাধু সজ্জন দুর্লভ। নীলোৎপলনয়না ভ্রমরনয়না প্রেমভূষণা বিলাসিনীরা কেবল হাস্যেরই আস্পদ[৪২।৪৩]। যাহাদের নিমেষে ও উন্মেষে জগতের প্রলয় ও উদয় হইতেছে, সেই সমস্ত ধন্য পুরুষেরাও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। তখন আর মাদৃশ মূঢ়গণের কথাই বা কি? গণনাই বা কি? রম্য হইতেও রম্যতর ও স্থির হইতেও সুস্থিরতর আছে, পরন্তু সমস্তই চিন্তার আস্পদ। পদার্থশ্রীর বাসনায় প্রয়োজন কি? বিচিত্র সম্পদ্ সকল চিত্তসম্মত ও মহারম্ভযুক্ত এবং বিচিত্র আপদ্ সমুদয়ও চিত্তসম্মত ও মহারম্ভযুক্ত[৪৪,৪৬] জগতের এতাদৃশী স্থিতি কাকতালীয়-ন্যায়ে সম্পন্ন হইয়াছে ও হইতেছে সুতরাং তাহাতে হেয়োপাদেয়কল্পনা ব্যর্থ ও মূর্খকৃত[৪৭।৪৯]। অর্থাৎ যাহারা ভোগলম্পট—তাহারাই ইহ জগতে হেয় ও উপাদেয় অন্বেষণ করে এবং কল্পনা করে। পতঙ্গ যেমন বহ্নিশিখায় অনুরক্ত হয় তাহার ন্যায় আমিও বৃথা আত্মনাশক পদার্থে অনুরক্ত হইতেছি। দেশ, কাল, বস্তু, এ সকল যাহা[illegible] পরিচ্ছিন্ন করে ও যাহা তাপত্রয়ে প্রতপ্ত হয়, তাদৃশ সুখনামক বোধের প্রতি আমি কি জন্য অনুরক্ত হইতেছি? বরং রৌরবাগ্নি মধ্যে অবস্থান করা ভাল ত সুখদুঃখপরিবর্ত্তিত সংসারে অবস্থান করা ভাল নহে। *

---

* অভিপ্রায় এই যে, নিরন্তর দুঃখভোগ ঘটনা হইলে ক্রমে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায় এবং অভ্যাসের প্রভাবে তাহা স্বভাবগত ও সহ্য হইয়া যায়। কিন্তু সংসারে সেরূপে দুঃখ ভোগ হয় না। সংসারের সুখ দুঃখমিশ্র। পরন্তু সুখানুভব শেষ না হইতে না হইতে দুঃখ আগমন করে সুতরাং সে রূপের দুঃখ অনভ্যস্ত বিধায় নিতান্ত অসহনীয়। এ সকল রহস্যকথা পরপংক্তিতেও সুব্যক্ত হইয়াছে।

পণ্ডিতগণ বলেন যে, দুঃখের চরম সীমা সংসার। দেহ তন্মধ্যপাতী। সুতরাং সুখের সম্ভাবনা কি[০০।৫২]? এই সংসার অকৃত্রিম মহাদুঃখ। যাহারা এতন্মধ্যে অবস্থান করে তাহাদের নিকট তদন্তর্গত ক্ষুদ্র দুঃখ সকল সহনীয় বিধায় মধুর হয় অর্থাৎ সুখ বলিয়া গণ্য হয়। (যেমন খড়্গাঘাতের নিকট বেত্রাঘাত সুখ)[৫৩]। সহস্র সহস্র শাখাঙ্কুরাদি সম্পন্ন ফলপল্লবশালী এই সংসারবৃক্ষের মূল মন এবং তাহাও আবার সঙ্কল্পময়। অতএব, আমি সঙ্কল্পের উপশম দ্বারা এই সংসার বৃক্ষের মূল এরূপে বিনষ্ট করিব যাহাতে ইহা সর্ব্বাবয়বে শুষ্ক হইয়া যায়[৫৪।৫৬]। (মানস সঙ্কল্প সকল অঙ্কুর, দেহাদি শাখা, আত্মা ইহাতে শাখাঙ্কুরাদি-সমষ্টিধারী অবয়বী, অর্থাৎ বৃক্ষস্থানীয়। সুখ দুঃখ তাহার ফল এবং অনুরাগ ও লোভ প্রভৃতি তাহার পল্লব।) অদ্য আমি এই আকার-মাত্ররম্য মনোমর্কটের বৃত্তি জানিতে পারিয়াছি, অতঃপর ইহাতে আর আমি রত নহি[৫৭]। আমি বহুকাল পর্য্যন্ত শত শত আশাপাশে বদ্ধ ও পতন উৎপতন আপদে জড়িত থাকিয়া তাদৃশী সংসারবৃত্তি ভোগ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি। বহু কাল পরে আজ্ আমি বিশ্রাম লাভ করিব[৫৮]। অহো! আমি এ কাল পর্য্যন্ত শত শত বার "মরিলাম" "হত হইলাম" "বিনষ্ট হইলাম" বলিয়া রোদন করিয়াছি, অদ্য হইতে আর আমায় রোদন করিতে হইবে না[৫৯]। আজ্ আমি আত্মচোর মনকে চিনিয়াছি, দেখিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্যও বুঝিয়াছি। আজ্ আমার আনন্দের দিন। আজ্ আমি মনোনামধারী আত্মচোরকে নিহত করিব— যে আমার আত্মরত্ন অপহরণ করিয়াছিল[৬০]! এতকাল আমার মনোরূপ মুক্তাফল অবিদ্ধ ছিল, এক্ষণে বিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং এতকাল পরে তাহা গুণসংযোগের উপযুক্ত হইয়াছে[৬১]। এতকাল পরে আজ্ বিবেক তপনের তাপে আমার মনোরূপ তুষারপিণ্ড চিরকালের নিমিত্ত দ্রবত্ব প্রাপ্ত হইবে[৬২]। আমি আজ্ বিবিধ প্রকারে সিদ্ধ ও উত্তমরূপে প্রবোধিত হইয়াছি। অতএব, এখন আমি পরমানন্দসাধন পরমাত্মার অনুগমন করিব[৬৩]। আজ্ হইতে আমি আমার হারা ধন আত্মরূপ মণিকে একান্তে অবস্থাপিত করতঃ দেখিতে থাকিব ও সুখে অবস্থান করিব। হে বিবেক! আমি তোমারই প্রসাদে আজ্ বলপূর্ব্বক অহংকারময় মনকে বিনাশ করিতে পারক হইয়াছি, সে নিমিত্ত তোমাকে নমস্কার করি[৬৪।৬৫]।

নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশম সর্গ।

—()○()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ জনক ঐরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় জনৈক প্রতিহারী তদীয় পুরে প্রবেশ করতঃ কহিল, হে দেব! ভবদীয় ভূজস্তম্ভে বসুধামণ্ডল সুখে বিশ্রাম করিতেছে। এক্ষণে দিবসোচিত ব্যাপার সম্পাদনার্থ গাত্রোত্থাপন করুন[১।২]। হে দেব! ভবদীয় স্নানভূমিতে স্ত্রীগণ কর্পূরকুঙ্কুমাদিবাসিত জলে পরিপূর্ণ সলিল ঘট সমুদয় সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন[৩]। স্নানমণ্ডপ সুসজ্জিত ও অপর যাহা যাহা প্রয়োজনীয় তাহা তাহাও আয়োজিত হইয়াছে। চামর রথ অশ্ব হস্তী প্রভৃতি সমস্তই সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়াছে[৪।৫]। দেবার্চ্চন গৃহ পুষ্পাদির ও পল্লবাদির দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জীকৃত হইয়াছে[৬]। হে দেব! অঘমর্ষণ-মন্ত্রজপকারী দ্বিজগণ আপনার প্রতীক্ষায় স্নানভূমিতে অবস্থান করিতে-ছেন[৭]। হে প্রভো! চামরধারিণীগণ চামরহস্তে অবস্থান ও কান্তাগণ আপনার সুশীতল ভোজনভূমি সজ্জীকৃত করিয়াছেন। সত্বর গাত্রোত্থাপন করুন, ভবাদৃশ মহাজনগণ বৃথা কালাতিপাত করেন না[৮।৯]।

প্রতিহারপতি ঐরূপ কহিলেও রাজা পূর্ব্ববৎ বিচিত্রা সংসারস্থিতি চিন্তা করিতে লাগিলেন[১০]। রাজত্ব কি? তাহাতে সুখ কি? আমার এই ক্ষণভঙ্গুর রাজ্যে প্রয়োজন নাই[১১]। আমি এই সংসার নামক মায়িক আড়ম্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্তবারিধির ন্যায় একান্তে অব স্থান করিব[১২]। এ সকল অসৎকল্প ও বৃথা ভোগের বিজৃম্ভণ, সুতরা এ সকল পরিত্যাগ করিয়া আমি নিরুপাধি সুখে অবস্থান করিব[১৩]। অহে চিত্ত! তুমি ভোগাভ্যাসরূপ কুভ্রান্তি পরিত্যাগ কর। তুমি যে যে অবস্থায় বা যখন যখন এই ভ্রম দর্শন করিবে তখন তখনই তুমি পরম দুঃখ প্রাপ্ত হইবে[১৪]। অরে চিত্ত! বার বার বহুবার ভোগাস্বাদে প্রবৃত্ত হইলেও তুমি তৃপ্তি লাভ করিবে না। সেই জন্যই বলিতেছি, তুচ্ছ ভোগচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যাহা অকৃত্রিম তৃপ্তি, তাহারই জন্য তুমি তদভিমুখী হও[১৫]।

ভূপতি ঐরূপ চিন্তা করিয়া কিয়ৎকাল শান্তচিত্ত হইলেন এবং চিত্রলিখিতের ন্যায় মৌনী হইয়া রহিলেন[১৭,১৮]। রাজচিত্তজ্ঞ প্রতিহারী গৌরব ও ভয় প্রযুক্ত তৎকালে আর কোন কথাই বলিতে পারিল না[১৯]। অনন্তর ভূপতি জনক কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন, সংসারে এমন উপাদেয় কি আছে, আমি যত্নপূর্ব্বক যাহার সাধনা করিতে পারি? এমন অবিনাশী বস্তু কি আছে, যাহাতে আমি আস্থা নিবদ্ধ করিতে পারি[২০]? আমার কার্য্যপরতায় প্রয়োজন কি? নিষ্ক্রিয়তায়ই বা প্রয়োজন কি? জগতে বিনাশবর্জ্জিত কিছুই নাই। আমার এই দেহ—যাহা মিথ্যা উদয় লাভ করিয়াছে—ইহা সচল হউক আর নিশ্চল হউক—তাহাতে শুদ্ধচিৎস্বরূপ আমার ক্ষতি কি? আমি আর অপ্রাপ্ত বস্তুর বাঞ্ছা বা প্রাপ্ত বস্তুর পরিত্যাগ করিব না। আমি স্বস্থ হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করিব। আমার যাহা আছে, তাহাই থাকুক, আমি আর তাহা পরিত্যাগ করিব না[২১-২৬]। আমা কর্ত্তৃক কোন কিছু কৃতও হয় না, অকৃতও হয় না। ক্রিয়ার দ্বারাই হউক আর অক্রিয়ার দ্বারাই হউক, আমি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা সমস্ত, অবশিষ্ট সমস্তই অনাময়। আমি কার্য্য করি বা না করি, আমা কর্ত্তৃক কার্য্য কৃত হউক বা না হউক, আমার কোন কিছুতে স্পৃহা নাই—তাহাকে আমি উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? আমার দেহ স্পন্দিত ও উত্থিত হইয়া যথোপস্থিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে করুক। কর্ম্মকৃত ফল সমুদয়ে মনোবৃত্তি প্রশান্ত হইলেই নরগণের সে কর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া গণনীয় হয় না। পুরুষের অন্তরস্থ নিশ্চয়ই কর্ম্মফল প্রেরণ করে। অতএব, আমি আমার বুদ্ধিকে অনাময় পদে উন্নয়ন করিয়া অন্তরস্থ অবারতাকে পরিত্যাগ করিব[২৭,৩০]।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ।

—⊂()*()⊃—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজর্ষি জনক মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করতঃ অনাসক্তচিত্ত (নিষ্কামী) হইয়া উপস্থিত কার্য্য নির্ব্বাহার্থ গাত্রোত্থাপন করিলেন[১]। ইহা ইষ্ট, ইহা অনিষ্ট, এরূপ বিচার বা চিন্তা না করিয়া সুষুপ্তের ন্যায় নির্ব্বাসন চিত্তে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন[২]। তদ্দিবসীয় কার্য্য ঐরূপে সম্পন্ন করিয়া সমাগত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি দিগকে যথাগত স্থানে গমনের আদেশ দিলেন এবং শর্ব্বরী আগতে পুনর্ব্বার ধ্যানপরায়ণ হইলেন[৩]। মন সমাধিনিমগ্ন হওয়ায় বিষয়চিন্তা হইতে বিরাম প্রাপ্ত হইল। শর্ব্বরী অতিবাহিত হইলে পুনঃ প্রবুদ্ধ হইলেন এবং পুনর্ব্বার স্বচিত্তকে বক্ষ্যমাণ প্রকারে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৪]।

অরে চিত্ত! এই চঞ্চলস্বভাব সংসার আত্মার সুখের উপকরণ নহে; তুমি শমতা প্রাপ্ত হও। তুমি শান্ত হইলেই আত্মা সারতম সুখ প্রাপ্ত হইবেন[৫]। তুমি যে যে বিকল্পের সঙ্কল্প করিবে, তোমার সেই সঙ্কল্পে (চিন্তায়) তাহা তাহাই স্ফীত হইবে[৬]। বৃক্ষ যেমন শতশাখান্বিত হয়, তদ্রূপ তুমিও একমাত্র ভোগেচ্ছায় অনন্ত ক্লেশ প্রাপ্ত হইবে[৭]। বস্তুতঃই চিন্তার বিলাসসকল জন্মাদি অনন্ত সংসার সৃষ্টির কারণ। অতএব, তুমি শীঘ্র বিবিধ চিন্তাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া উপশম প্রাপ্ত হও[৮]। শান্তি সুখের সহিত সংসার সুখের তুলনা করিয়া দেখ, যদি ইহাতে (সংসারসুখে) কিঞ্চিৎ সার প্রাপ্ত হও, তবে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিও[৯]। দৃশ্যদর্শনলালসা অসার। ইহার প্রতি যে আস্থা তাহা পরিত্যাগ কর, করিয়া স্বচ্ছন্দে বিহরণ কর। ইহার প্রতি আস্থাও করিও না, অনাস্থাও করিও না, উদাসীন ভাবে থাক[১০]। এই দৃশ্য সৎ হউক, আর অসৎ হউক, উদিত হউক আর অস্তমিত হউক, হে সাধো! তুমি ইহার গুণাগুণে বিকৃত হইও না[১১]। দৃশ্যের সহিত তোমার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। অবিদ্যমান বস্তুর সহিত আবার সম্বন্ধ কি[১২]? তুমি অসৎ, তোমার এই দৃশ্যও অসৎ, সুতরাং অসদ্বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ অসম্ভব।

যদি এমন ভাব যে, যাহা দোষ তাহা অসৎ, যাহা দৃশ্য তাহা অসৎ, কিন্তু আমি সৎ, তাহা ভাবিলেও সদসতের সম্বন্ধ ভ্রান্তির ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে। মৃতের ও জীবিতের সম্বন্ধ যদ্রূপ, সদসতের সম্বন্ধও তদ্রূপ[১৩।১৪]। অরে চিত্ত! যদি তুমি ও দৃশ্য উভয়ই সন্ময় হও, তাহা হইলেও হর্ষবিষাদের প্রসক্তি নাই[১৫]। তাই তোমাকে বার বার বলিতেছি, তুমি বিষাদরূপ মহা আধি হইতে পরিমুক্ত হইয়া মৌনরূপ সৎ ও নির্ব্বিকল্প আত্মা অবলম্বন কর। দৃশ্যের মধ্যে এমন কিছু নাই যদবলম্বনে তুমি পরিপূর্ণ হইতে পার। অতএব, ঈদৃশ অমঙ্গলাবহ অবষ্টম্ভকে পরিত্যাগ করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। যেমন কন্দুক, যেমন অলাত, তাহার ন্যায় বৃথা চঞ্চল ও প্রজ্বলিত হইও না। মোহের বশ্য হইয়া অধোগামী হইও না। তোমাকে আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি বৈরাগ্যবলে ধীরতা অবলম্বন ও চঞ্চলতা পরিত্যাগ কর[১৬।১৮]।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, জনক রাজা ঐরূপ বিচার করতঃ শান্তবুদ্ধি ও মোহবিহীন হইয়া স্বরাজ্যের কার্য্য নিচয় অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন[১]। কোন প্রকার আনন্দ উৎসব উপস্থিত হইলে তদীয় মন উল্লাসযুক্ত হইত না এবং নিরানন্দ ঘটনাতেও তদীয় মন বিক্ষুব্ধ হইত না। তিনি সদা সর্ব্বদা সুষুপ্তের ন্যায় আসক্তি বিধুর থাকিতেন[২]। তদবধি তিনি আর দৃশ্য বিষয়ের গ্রহণ করিতেন না (আমার বলিয়া মনে করিতেন না), অথবা অগ্রহণও করিতেন না, দুএর কিছুই করিতেন না, সুতরাং নিঃশঙ্ক হইয়া যথোপস্থিত ব্যবহারে উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিতেন[৩]। অবিশ্রান্ত বৈরাগ্যের দ্বারা তিনি শীঘ্রই নির্ম্মল সনাতন পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুনঃ আর কলঙ্কিত হন নাই[৪]। অবিরত বিবেকানুসন্ধানে তাঁহার জ্ঞান সম্যক্ বিমল হইয়াছিল[৫]। তাঁহার হৃদয়াকাশে চিৎসূর্য্য মেঘমুক্ত ভাস্করের ন্যায় বিগতাময় হইয়াছিল[৬]। সমস্ত ভাবকেই তিনি আত্মতত্ত্ব চিৎশক্তিতে অবস্থিত দর্শন করিতেন এবং স্বয়ং অনন্তাত্মা ও সর্ব্বভূতাত্ম-কোবিদ হইয়াছিলেন[৭]। তদবধি তিনি প্রহৃষ্ট বা দুঃখিত হইতেন না। অথচ সর্ব্বদাই কার্য্যানুষ্ঠানে রত থাকিতেন। সর্ব্বত্র সমতাপ্রাপ্ত, লোকপারাবারজ্ঞ, জ্ঞানবৃদ্ধ ও সর্ব্বকালদর্শী হইয়া স্বীয় বিদেহ রাজ্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন। হর্ষ ও বিষাদ প্রভৃতি তাঁহাকে পরিতাপিত করিতে পারিত না[৮।১০]। মন থাকিলেই তাহাতে গুণদোষাদি থাকে সত্য; পরন্তু তদ্দ্বারা তিনি বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেন না[১১]। রাজ্যসমুত্থিত অর্থে ও অনর্থে সন্তোষ বা ম্লান হইতেন না। সুতরাং তিনি কোন কিছু করিলেও করিতেন না বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণ তিনি সর্ব্বক্ষণই অন্তশ্চৈতন্যে অবস্থান করিতেন[১২]। সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থান করাতে তাঁহার চিত্ত হইতে সমুদায় বিষয়ভাবনা বিগলিত হইয়াছিল[১৩]। তিনি ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের চিন্তা না করিয়া প্রফুল্লভাবে বর্ত্তমান কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতেন[১৪]।

হে রামচন্দ্র! ভূপতি জনক ঐরূপ বিচার দ্বারাই প্রাপ্য বস্তু পাইয়াছিলেন, অন্য কোনরূপ চেষ্টায় নহে[১৫]। তাই তোমাকে বলিতেছি, যত দিন না সিদ্ধান্ত লাভ কর, অর্থাৎ বিবেক বিচারের চরম প্রান্ত দেখিতে পাও, তত দিন বিচার করিবে[১৬]। বিচারনির্ম্মলহৃদয় সাধুদিগের সংসর্গে যাহা লাভ করিতে পারা যায়, শাস্ত্রালোচনা ও পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতির দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব, বিচাররূপ উৎকৃষ্ট পদবী যে স্বীয় সৎসঙ্গদায়িনী বুদ্ধি উদ্ভাবন করে সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। তদ্দ্বারা যে পদ পাওয়া যায় সে পদ কোন প্রকার পুণ্যকার্য্যে পাওয়া যায় না। পুণ্যকার্য্য সে ফল প্রদান করিতে সমর্থ নহে। প্রজ্ঞারূপিণী অতিসুন্দরী নিজ সখীর দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়—ক্রিয়ায় সে ফল পাওয়া যায় না। যাঁহার অগ্রে (সম্মুখে) দৃষ্টাগ্রে বিচারবতী প্রজ্ঞা প্রজ্বলিত থাকে, সে কখনই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে নিমগ্ন হয় না[১৭,১৯]। রাম! প্রজ্ঞারূপ তরণী ব্যতীত দুঃখকল্লোলসঙ্কুল অপার বিপৎসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই[২০]। যেমন অত্যল্প সমীরণে অসার তৃণরাশি বাহিত হয়, তাহার ন্যায় প্রজ্ঞাবিহীন মানবেরা অল্পমাত্র আপদে অবসন্ন হইয়া থাকে[২১]। প্রজ্ঞাবান্ মনুষ্য সহায়হীন বা শাস্ত্রশূন্য হইলেও স্বীয় জ্ঞানবলে এই ভবার্ণব পার হইতে পারেন। কিন্তু দুষ্প্রজ্ঞ মানব সসহায় ও সশাস্ত্র হইলেও কার্য্য শেষ করিতে পারেন না, অধিকন্তু মূলবিনাশী হন[২২,২৩]। সৎশাস্ত্রের আলোচনা ও সাধুসঙ্গ দ্বারা প্রজ্ঞা পরিবর্দ্ধিতা হইলে তবে তাহা অনাময় পদ প্রাপ্তির কারণ হইবে[২৪]। অতএব, জনগণ ব্যাহার্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত যেরূপ যত্নবান্ হয়, প্রজ্ঞাবর্দ্ধনের নিমিত্ত তাহাদের সেইরূপ যত্নবান্ হওয়া উচিত[২৫,২৬]। প্রজ্ঞা যদি মন্দ বা কলুষিত হয়, তবে তুমি জানিবে যে, তাহাই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের সীমা, দুরবস্থার ও আপদের কোষ, এবং সংসার বৃক্ষের বীজ। অতএব, যাহাতে প্রজ্ঞার মন্দতা বিনষ্ট হয় অগ্রে তাহাই করা কর্ত্তব্য[২৭]। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই রাজ্য ত্রয়ের দ্বারা যাহা যাহা পাওয়া যায়, একমাত্র প্রজ্ঞারূপ ভাণ্ডারে তৎসমুদায়ই বিদ্যমান আছে[২৮]। দান, তীর্থ, তপস্যা, কেহই প্রজ্ঞার ন্যায় ভবসাগর উত্তীর্ণ করিতে পারে না[২৯]। জগতে যদি কেহ কোনপ্রকার দৈবী সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহা তিনি

প্রজ্ঞার দ্বারাই লাভ করিয়াছেন। প্রজ্ঞাই পুণ্যলতার উত্তম ফল এবং সেই প্রজ্ঞা ফলই উত্তম সুস্বাদু[১০]। আরও দেখ, প্রজ্ঞাবলে বারণগণ প্রবলপরাক্রম সিংহাদি জন্তুকে ছিন্ন ভিন্ন ও জম্বুকগণ সিংহকেও জয় করিতে সমর্থ হয়[১১]। প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি সামান্য কুলোদ্ভব হইলেও ভূপত্ব ও স্বর্গাপবর্গ লাভ করিতে পারে[১২]। প্রজ্ঞা চিন্তামণিসদৃশী। ইহা বিবেকিগণের হৃৎকোষস্থ হইয়া কল্পলতার ন্যায় ফল প্রদান করে। ভব্য নর প্রজ্ঞার দ্বারা সংসার সমুদ্রের পার গমন করে কিন্তু অধম নর প্রজ্ঞার অভাবে তাহা পারে না। শিক্ষিত ব্যক্তিই নৌকার দ্বারা নদী পার হয়, অশিক্ষিত ব্যক্তি তাহা পারে না। প্রজ্ঞা সম্যক্ প্রকারে বিবেক বৈরাগ্যাদি সন্মার্গে নিয়োজিতা হইলে নৌবিদ্যাশিক্ষিত ধীবরের ন্যায় অনায়াসে জনগণকে সংসারসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ করে, আর রাগ-দ্বেষাদি অসন্মার্গে নিয়োজিত হইলে জনগণকে বিবিধ আপদে নিক্ষিপ্ত করে। ইহ জগতে প্রজ্ঞার দ্বারাই বস্তুনিষ্ঠ গুণ দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপ্রজ্ঞ ব্যক্তি আপদ্ বা সম্পদ্ দর্শনে কদাচ সমর্থ হয় না। সূর্য্যের আচ্ছাদনকারী মেঘ যেমন বায়ুর দ্বারা প্রবাধিত ও বিতাড়িত হয়, তদ্রূপ, প্রজ্ঞার দ্বারাই আত্মজ্ঞানবিরোধী জড়ত্ব অপনীত হইয়া থাকে। হে রাঘব! যদ্রূপ কৃষকেরা ধান্যাদি ফলের প্রত্যাশায় ভূমিকর্ষণ করে, তদ্রূপ, উত্তম পদলাভে সমুৎসুক ব্যক্তিরা প্রজ্ঞারই লালন করিয়া থাকেন[৩১।৪০]।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ।

—(*) (*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! জনক যেমন আপনা আপনি আত্মবিচারে নির্ব্বিঘ্নে তত্ত্বজ্ঞদিগের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার ন্যায় তুমিও আত্ম-বিচার দ্বারা বিদিতবেদ্য দিগের পদ প্রাপ্ত হও[১]। যাহারা রাজস-সাত্ত্বিক জন্মবান্ ও প্রাজ্ঞ, তাহারা জনকের ন্যায় আপনা আপনি আত্মবিচার করিয়া প্রাপ্য পদ প্রাপ্ত হন[২]। যাবং না আত্ম আপনা আপনি প্রসন্ন হন, তাবং ইন্দ্রিয়াখ্য অরি বিজিত হয় না[৩]। সেই পরাবর সর্ব্বগ দেবদেব পরমাত্মা স্বয়ং দৃষ্ট হইলে সর্ব্বপ্রকার দুঃখদৃষ্টি দূরীভূত হয়[৪]। পরাবর আত্মার দর্শন মাত্রেই মোহ বীজের মুষ্টি, ও আপদ্ সমূহের বৃষ্টি স্বরূপ কুদৃষ্টি পরিক্ষীণ হইয়া থাকে[৫]। হে রাঘব! তুমি জনকের ন্যায় আপনাতে সর্ব্বদা জগৎপত্তির অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্মাত্ম-ভাব স্থাপন করিয়া (ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন, এইরূপ অনুভব করিয়া) পরম পুরুষার্থরূপিণী লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হও[৬]। তুমি জনকের ন্যায় আত্মবিচারপরায়ণ ও জগচ্চাঞ্চল্যদর্শী হইলে অবশ্যই তোমার আত্মা প্রসন্ন হইবেন[৭]। দেখ, কি কর্ম্মকাণ্ড, কি ধন, কি বান্ধব, কেহই ভবভীত মানবের শরণ্য নহে। একমাত্র আত্মবিচাররূপ প্রযত্নই তাহা-দের শরণ্য অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা[৮]। হে তাত! যাহারা দৈবভক্ত, কৃত্যাদি ভক্ত, (কৃত্যাদি=ক্রিয়া প্রভৃতি) ও কুবিকল্প পরায়ণ, তাহাদের মতি ভাল নহে। সেজন্য তাহাদের মতির (বুদ্ধির) অনুগামী হওয়া উচিত নহে[৯]। যার পর নাই উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া উপদেশানুযায়ী বুদ্ধির দ্বারা আত্মাবলোকন করিতে পারিলেই সংসারজলধি উত্তীর্ণ হওয়া যায়[১০]। বৎস! আমি তোমার নিকট জ্ঞানপ্রাপ্তির সোপানস্বরূপিণী সুখদায়িনী ও অজ্ঞানতরুনাশিনী জনকাখ্যায়িকা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তুমি সদ্বুদ্ধিশালী জনকের ন্যায় আত্মাকে অবলোকন করিতে পারিলে, আমি সফল মনোরথ হই। যাহারা স্বয়ং আত্মাবলোকনে সমর্থ, তাহাদেরই দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মা প্রাতঃকালীন অম্বুজের ন্যায় বিকসিত হয়[১১।১২]।

হে রাঘব! যেমন সূর্য্যকিরণে হিমের দ্রবত্ব জন্মে তাহার ন্যায় বিচার দ্বারা সংসারকল্পনা বিলীন হইয়া যায়[১৩]। অহম্ভাবরূপ নিশা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বগত-আত্ম-দর্শন-রূপ আলোক স্বয়ংই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে[১৪]। অহম্ভাবই সর্ব্বব্যাপী আত্মার সঙ্কোচক, তাহার পরিক্ষয় হইলে কেননা তাঁহার অনন্তভুবনব্যাপিনী বিস্তৃতি উপস্থিত হইবে? যেমন জনক কর্ত্তৃক অহঙ্কার বাসনা পরিত্যক্ত হইয়াছিল, হে সবুদ্ধে! তদ্রূপ, তুমিও বিচারদ্বারা উহা পরিত্যাগ কর। অহঙ্কাররূপ মেঘ ক্ষীণ ও চিৎস্বরূপ আকাশ নির্ম্মল হইলে পরমাত্মরূপ ভাস্কর নিশ্চই প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হইবে[১৫।১৭]। অহম্ভাবই ঘোর অন্ধকার। উহা শমতা প্রাপ্ত হইলে প্রকাশ অবশ্যই উপজাত বা উপচিত হইবে[১৮]। আমি নাই, অন্যেও নাই, এইরূপ ভাবনার দ্বারা মন উপশম প্রাপ্ত হইলে তখন আর কে বিষয়ে নিমজ্জিত হইবে[১৯]? অতএব হে রাঘব! হেয়োপাদেয় বুদ্ধিকেই তুমি বন্ধন বলিয়া জানিবে[২০]। সেই কারণে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি হেয়োপাদেয় দৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বচ্ছ হও[২১]। যাহারা ইহা হেয়, তাহা উপাদেয়, এ ব্যবস্থায় অবস্থান করে না, তাহারা কখনও কুত্রাপি কোন কিছু প্রার্থনা করে না এবং কোন কিছুর প্রতি বিদ্বিষ্টও হয় না[২২]। যাবৎ না চিত্ত হইতে হেয়োপাদেয়বুদ্ধিরূপ কলঙ্ক দূরীভূত হয় তাবৎ যেমন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চন্দ্রিকার অপ্রকাশ, তাহার ন্যায়, হৃদয়ে পরব্রহ্মের নিরঙ্কুশ প্রতিভা অপ্রতিভাত থাকে[২৩]। এ সকল অবস্তু, এইরূপ ভাবনার দ্বারা যাঁহার মনশ্চাঞ্চল্য (ভেদবুদ্ধি) দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহারই মন পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারে[২৪]। যে পুরুষে লাভালাভবিলাসিনী ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে তাহাতে বৈরাগ্যভাসিনী স্বচ্ছ সমতার সম্ভাবনা কি[২৫]? একই ব্রহ্মতত্ত্বে আবার নানাত্ব, অনানাত্ব, যুক্তত্ব, অযুক্তত্ব কি[২৬]? যে চিত্তরূপ পাদপে ইহা আমার প্রতিকূল ও ইহা আমার অপ্রতিকূল, এতদ্বিধ মনোবৃত্তিরূপিণী দুইটী মর্কটী বাস করিতেছে সে চিত্তের আবার স্বচ্ছতা কোথায়[২৭]? অতএব, যদি হেয়োপাদেয় বুদ্ধি না থাকে তাহা হইলে সেই জ্ঞানিপুরুষে নিরাশতা, নির্ভয়তা, নিত্যতা, নিরীহতা, সমতা, সৌম্যতা, জ্ঞানিতা, নিষ্ক্রিয়তা, নির্ব্বিকল্পতা, ধৃতি, মৈত্রী, সুমতি, তুষ্টি, মৃদুত্ব ও মৃদুভাষিত্ব, এই সকল উত্তম গুণ বীজশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে থাকে[২৮।২৯]। কৃষক লোকেরা যেমন

নিম্নে ধাবমান সলিলরাশিকে সেতুর দ্বারা প্রত্যাবৃত্ত করে তাহার ন্যায় বুদ্ধিমান্ পুরুষ নিম্নে অর্থাৎ বিষয়ে ধাবমান চিত্তকে বলপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত করিবেন[৩০]। এই মহোপকারী উপদেশের অনুগামী হইয়া তুমি শয়নে ভোজনে উপবেশনে গমনে, অধিক কি বলিব, সর্ব্বদাই এই সকল বাহ্য বস্তু পরিত্যাগ করতঃ সর্ব্বান্তর পরমাত্মার বিচার বা চিন্তা কর[৩১]। এই যে তৃষ্ণারূপ অমা নিশায়, মোহশৈবালে আবিল্ সংসাররূপ বারি রাশিতে চিন্তারূপ তন্তুর দ্বারা নির্ম্মিত বাসনালক্ষণ জাল বিস্তৃত রহিয়াছে এ জাল তুমি মদুপদিষ্ট জ্ঞানলক্ষণ শস্ত্রের দ্বারা ছেদন কর[৩২,৩৩]। হে ভব্য! তুমি ধীরতা সহকারে এই সংসার বৃক্ষের মূল বাসনাযুক্ত অন্তঃ-তাকে বিনাশ কর[৩৪]। বৃক্ষাবয়বসংযুক্ত (বৃক্ষাবয়ব=কাষ্ঠ। কুঠারের বাঁট।) কুঠার দ্বারা লোক যেমন বৃক্ষকে ছেদন করে তাহার ন্যায় তুমিও মনের দ্বারা মনকে ছেদন করতঃ সেই পরম পাবন পদ লাভ করিয়া সুস্থির হও[৩৫]। তুমি বাসনাবিনাশরূপ বিস্মরণ দ্বারা ভবিষ্যৎ মনোবৃত্তিকেও বিনষ্ট করিতে পার। তাই বলিতেছি, তুমি মনের দ্বারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মনোবৃত্তি বিনাশ করিয়া ছিন্নসংসার হও[৩৬]। যদি এক বারও সংসার বিস্মৃত হইতে পার তাহা হইলে নিশ্চয়ই মোহ আর সংসারাঙ্কুর প্রসব করিবে না। অথবা চিত্ত বিচ্ছিন্ন হইলেও আর সংসারাঙ্কুর জন্মাইবে না। তুমি শয়নে ভোজনে উপবেশনে সর্ব্বদা "এ সকল অসৎ" এইরূপ নিশ্চয় করতঃ এ সকলের আস্থা অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারিবে। হে রামচন্দ্র! তুমি সাম্য (সমদৃষ্টি) অব-লম্বন করতঃ প্রাপ্ত বস্তুর আহরণ ও অপ্রাপ্ত বস্তুর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বিহরণ কর[৩৭-৩৯]। দেখ, মহাদেব ক্ষিত্যাদি মূর্ত্তি ধারণ করেন, অথচ তাহা শুদ্ধ চৈতন্য দৃষ্টিতে নহে। * তোমারও যদি শুদ্ধ চৈতন্য দৃষ্টি হয়

---

* শিবের ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, যজমান, চন্দ্র ও সূর্য্য, এই আট মূর্ত্তি। এতদনুসারে তাঁহার নাম—শর্ব্ব, ভব, রুদ্র, উগ্র, ভীম, পশুপতি; মহাদেব ও ঈশান। মহাপ্রলয়ে ঐ সকল মূর্ত্তি থাকে না অর্থাৎ শিব (ব্রহ্ম) ঐ সকল মূর্ত্তি ধারণ করেন না অর্থাৎ সংহার করেন। কারণ এই যে, তিনি তখন আপনার বিশুদ্ধ চিন্মাত্রভাবে থাকেন। শিব ও ব্রহ্ম একই অর্থের শব্দ। অতএব, ব্রহ্মকে বা শিবকে মায়াবিশিষ্ট বলিয়া জানিলে তিনি তাদৃশ সাধকের নিকট সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তি-বিশিষ্ট ও মায়াতীত বলিয়া জানিলে সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তিরহিত বলিয়া প্রকটিত হন।

তাহা হইলে দেখিবে ও বুঝিবে, তুমিই বেত্তা, তুমিই অজ, তুমিই আত্মা ও তুমিই মহেশ্বর। কেননা, তুমিই অপ্রচ্যুতস্বভাব হইয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছ[৪০।৪১]। পরমার্থ চিন্তার দ্বারা যাহার অন্য ভাবনা (ভেদ বুদ্ধি) পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাকে হর্ষ, অমর্ষ ও বিষাদ জনিত-দোষ আক্রমণ করিতে পারে না[৪২]। যিনি রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্ত, লোষ্ট্রে, প্রস্তরে ও কাঞ্চনে সমজ্ঞানী, এবং যিনি সংসার বাসনা পরিত্যাগী, তিনিই মুক্ত[৪৩]। সেই মুক্তধী যোগী ভোজন, দান, হনন প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন্ আর না করুন্ তাঁহার তাহাতে সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান[৪৪]। যিনি ইষ্টানিষ্ট ভাবনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাপ্ত কার্য্যে (উপস্থিত কার্য্যে) কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া প্রবর্ত্তিত হন, তিনি কদাচ তৎকার্য্যে অভিভূত হন না[৪৫]। হে মহামতে! মন ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করতঃ সমস্ত বস্তুতে চিৎসত্তা ব্যতীত অন্য সত্তা নাই, এইরূপ নিশ্চয়যুক্ত হইলে সমতা প্রাপ্ত হয়। যেমন কোন মার্জ্জার স্বয়ং মাংস আহরণে অসমর্থ হইয়া আত্মভরণার্থ মাংসের নিমিত্ত মৃগপতির অনুগমন করে, তদ্রূপ, মনও স্বভাবতঃ অক্ষম হইয়া আত্মসিদ্ধির নিমিত্ত চিত্তত্ত্বের অনুধাবন করিয়া থাকে[৪৬।৪৭]। যেমন সিংহের বীর্য্যে মাংস লাভ করিবার জন্য শৃগালাদি ক্ষুদ্র পশুরা সিংহের অনুগামী হয়, তাহার ন্যায় মনও মৃতকল্প (নিষ্ক্রিয়) চিৎশক্তির প্রভাবে দৃশ্য লাভ করে বলিয়া তাঁহার অনুগামী হয়[৪৮]। মন অসৎ, পরন্তু চিতের প্রকাশে জীবিতপ্রায় অর্থাৎ সতের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। তাই সে এই নানাভাব ভাবনা করিতে সমর্থ হয়। সে জড় হইয়াও চিৎপ্রদীপের প্রভায় স্পন্দিত হইতে থাকে। চেতনাবল ব্যতীত শবতুল্য মনের স্পন্দতা কোথায়? তাই শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণ, চিত্তাবাপন্না স্পন্দশক্তিকে কলনা ও চিত্ত এই দুই নাম প্রদান করিয়াছেন[৪৯।৫০]। ফলতঃ চিৎফণীর ফুৎকাররূপ যে অসন্ময়ী স্পন্দশক্তি, তাহাই কলনা এবং এই কলনা "আমি চিৎ" এইরূপ নিশ্চয় দ্বারা চিত্ত, এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়[৫২]। অতএব, যে চিৎ চেত্য-রহিত সেই চিৎ-ই সনাতন ব্রহ্ম কিন্তু যাহা চেত্যসম্পন্ন তাহা কলনা বা কল্পনা। কল্পনা সতের ন্যায় সমুপস্থিত হইলেও বাস্তব কল্পে অসৎ। সেই কলনানাম্নী সঙ্কল্পবিধায়িনী হেয়োপাদেয়ধর্ম্মিণী চিৎ স্বয়ং স্বশক্তি-প্রভাবে জগৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, এবং যাবৎ প্রবোধিতা না হয়, তাবৎ

স্বরূপ অববোধে (জ্ঞানে) সমর্থ হয় না[৫৩,৫৭]। সেইজন্য শাস্ত্রবিচার, বৈরাগ্যাভ্যাস ও ইন্দ্রিয় বিজয়াদির দ্বারা উক্ত কল্পনাকে প্রবোধিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য[৫৮]। কল্পনা, বিজ্ঞান (প্রগাঢ় ধ্যান) ও শমদমাদি সাধন দ্বারা প্রবোধিতা হইলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্যথা জগদ্ভাবে ভ্রমণ করে[৫৯]। ব্যামোহ মদে মত্ত ও বিষয়গর্ত্তে লুণ্ঠিত ও আত্মজ্ঞানে প্রসুপ্ত অর্থাৎ হতচেতন কল্পনাকে অর্থাৎ চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিবেক। না করিলে সে সতত্তই এই দেহাভ্যন্তরে প্রতিভাত হইতে থাকিবে[৬০,৬১]। যেমন পুষ্পে গন্ধশক্তি বিরাজ করে তাহার ন্যায় কল্পনাও জীবের অন্তরে সর্ব্বদা অবস্থান করে। শরীর না থাকিলেও তাহার স্বভাব বা স্বধর্ম্ম এই যে, সে স্বকীয় চৈতন্যের সাহায্যে সঙ্কল্পের দ্বারা যাহা যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ তুচ্ছ তাহাই বিজ্ঞাত হয়। হে রামচন্দ্র! যেমন পৃথিবী আতপ দ্বারা প্রফুল্ল হয় তাহার ন্যায় কল্পনাও পরব্রহ্মের সাহায্যে জ্ঞান-ধর্ম্মিণী হয়। যেরূপ শিলাময়ী কন্যা শতবার প্রবোধিতা হইলেও জীবনাভাবে নৃত্য করিতে সমর্থা হয় না, সেইরূপ, এই জড়রূপিণী কল্পনাও পরমালোক ব্যতিরেকে প্রবোধিতা হয় না[৬২,৬৩]। চিত্রলিখিত যুদ্ধ কি কখন ঘর্ঘর রব করে? মনঃকল্পিত চন্দ্রকিরণে কি কখন ওষধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে[৬৩]? রুধিরাক্ত মৃত দেহ কি কখন প্রধাবিত হয়? বনস্থ প্রস্তরখণ্ড কি কখন মধুর স্বরে গান করে[৬৭]? সন্ধ্যাসূর্য্য কি নিশান্ধকার ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হয়? ব্যোমকানন কি কখন ছায়া বিস্তার করে? মৃগতৃষ্ণা নদী কি কখন দূরে প্রবাহিতা হয়[৬৮,৬৯]? অতএব, মধ্যাহ্নমরীচিকাস্থ মৃগতৃষ্ণা নদী যদ্রূপ, উক্ত কল্পনাও তদ্রূপ[৭০]। এই যে স্পন্দনাদি ক্রিয়া, যাহা মনের অনুভাব্য, তাহা শরীরমধ্যস্থ প্রাণাকারে অবস্থিত বায়ুভূতেরই প্রভাব[৭১]। যাহাদের সম্বিদ্ সঙ্কল্পদ্বারা আক্রান্তা না হয়, তাঁহাদের সম্বিদ্‌ই পারমার্থিকী প্রজ্ঞা[৭২]। "আমি" "তুমি" "ইহা" "তাহা" ইত্যাদি কল্পনার দ্বারা কলুষিত যে চিত্তত্ব ও স্পন্দাত্মক প্রাণতত্ত্ব তদুভয়ের সংমেলনের নামই জীব[৭৩]। ধী, চিত্ত, জীব, এ সকল সঙ্কল্পেরই কল্পিত সংজ্ঞামাত্র। সুতরাং মন, মতি, বুদ্ধি, শরীর, এ সকলের পারমার্থিকী অস্তিতা নাই। যাহা আত্মা তাহাই সর্ব্বদা ও সর্ব্বাবস্থায় আছে, অন্য কিছু নাই[৭৪,৭৫]। অধিক কি বলিব, আত্মাই এই জগৎ এবং আত্মাই কাল ও তৎসমুদায়ের ক্রম। এই

আত্মা আকাশ অপেক্ষাও স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম[৭৬]। আত্মা নিতান্ত স্বচ্ছ বলিয়া তদাধারে যে অসতের প্রতিভাস (বিভ্রম বা কল্পনার প্রতিফলন) হয় তাহাও সংবিদ্রূপী। এবং সম্বিৎরূপী অর্থাৎ চৈতন্যব্যাপ্ত বলিয়া সেই অসৎও সৎ বলিয়া গণ্য হয়। সেই সর্ব্বপদাতীত আত্মা স্বনিষ্ঠ চিৎশক্তির প্রভাবে আপনা আপনি প্রকটীকৃত হন, অন্য কোন উপায়ে তাঁহার প্রাকট্য বা উপলব্ধি হয় না[৭৭]। আত্মা স্বকীয় অনুভূতি স্বভাবে পরিদৃষ্ট হন, মনের দ্বারা নহে। যেমন অন্ধকার দ্বারা আলোক দর্শনের সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ, জড়স্বভাব মনের দ্বারা আত্মদর্শনের সম্ভাবনা নাই। অন্ধকার আলোকের নিকটস্থ হইতে না হইতেই সে নিজে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ অজ্ঞানপ্রভব মনও আত্মদর্শন করিতে গিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়। কাযেই বলিতে হয়, মন আত্মার দ্রষ্টা নহে[৭৮]। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, যখন বা যে অবস্থায় নিতান্ত স্বচ্ছ আত্মা-রূপ সংবিৎ বাহ্য বিষয়ের কল্পক (কল্পনার কারণ) হইয়া সে সকলের প্রকাশক রূপে আবির্ভূত হয় তখন বা সে অবস্থায় পারমার্থিক আত্ম-রূপের বিস্মরণ প্রযুক্ত চিত্তজন্মা বাহ্যবিষয় সকল মনের গোচর হইয়া থাকে[৭৯]। আরও বিশদ কথা এই যে, সঙ্কল্পের উদয় প্রযুক্ত সম্বিদ্ আত্মবিস্মৃত হওয়াতেই চিত্ত আবির্ভূত হইয়া স্বকল্পিত বিষয় সকল সন্দর্শন করিতে থাকে। অতএব, পুরুষের বা আত্মার সঙ্কল্পময়তাই চিত্ত ও বন্ধন এবং তাহার অসঙ্কল্প অবস্থাই অচিত্ত ও মোক্ষ[৮০]। সংসার উৎপত্তির প্রধান কারণ চিত্ত কথিত প্রকারে জন্ম গ্রহণ করে। যাহা বলা হইল সেই প্রণালীতেই চিত্তের ও চিতের জন্ম বা উৎপত্তি হয় বলা যায়। আরও বিশদ ব্যাখ্যা এই যে, আত্মা যে সংকল্পোন্মুখ হইলে আপনার চিৎস্বভাবতার ব্যতিক্রমে পরিদৃষ্ট হন, তাহাই আমাদের মতে চিতের বা চিত্তের জন্ম। তিনি নিজ নির্ব্বিকল্পস্বভাব হইতে প্রচ্যুত, সুতরাং কলঙ্কী এবং সেই কারণেই তাঁহার কলনা অর্থাৎ কাল্পনিকী উৎপত্তি হয়[৮১।৮২]। * হে রাম! প্রাণশক্তি নিরুদ্ধ হইলে মন বিলীন হয়। কেন হয়? না মন ও প্রাণ মূলতঃ একই বস্তু[৮৩]। যেমন দ্রব্য

* কোন পুরুষ যদি আপনাকে স্ত্রী বলিয়া জানে, তাহা হইলে সে কিছু কাল পরে আপনাতে স্ত্রীর কোন না কোন কিছু লক্ষণ দেখিতে পাইবে। এইরূপ নারীও

গেলে তাহার ছায়াও যায়, বিম্ব গেলে প্রতিবিম্বও যায়, সেইরূপ, প্রাণের নিরোধে মনেরও নিরোধ হইয়া থাকে। জীব সকল স্বীয় অন্তরস্থ প্রাণ স্পন্দন ও বেদন দ্বারা হৃদয় মধ্যেই দূরপ্রদেশ অনুভব করে[৮৪]। ইহারও দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, স্পন্দশক্তি ও অনুভবশক্তি এই দুএর সংযোগে মনের জন্ম বা আবির্ভাব। অতএব, প্রাণায়ামের অভ্যাস, বাসনের ক্ষয় অর্থাৎ বহুবিষয়িণী চিত্তবৃত্তির নিরোধ ও পরমার্থের অবরোধ, এই সকলের দ্বারা প্রাণ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে[৮৫]। বরং প্রস্তরে প্রজ্বলনশক্তি থাকা সম্ভব ত মনের স্পন্দন ও অনুভবসামর্থ্য থাকা সম্ভব নহে[৮৬]। চঞ্চলস্বভাব মরুৎশক্তিরূপ প্রাণকে স্পন্দশক্তি বলা যায়, তাহাও জড়। আত্মার যে স্বচ্ছ চিৎশক্তি তাহা সর্বগা ও সর্বকাল-স্থায়িনী। ঈদৃশী চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি হইতে মন প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং মন মিথ্যাসমুৎপন্ন ও মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ[৮৭,৮৮]। এই মিথ্যাজ্ঞানরূপ মনই অবিদ্যা ও মায়া নামে উদাহৃত হয়। এই মন পরম অজ্ঞানস্বরূপী ও সংসারবিষ উদ্গীরণকারী[৮৯]। যদি চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি একযোগ হইয়া সঙ্কল্প কল্পনা না করে, তাহা হইলে এই দৃশ্য সমূহের সমস্তই পরিক্ষীণ হইয়া যায়, সুতরাং ভবভয়ও থাকে না[৯০]। প্রাণবায়ুর যে স্পন্দশক্তি, তাহা যখন চিৎ বা চেতনা কর্তৃক চেতিত (অর্থাৎ চেতনা-কার প্রাপ্ত) হয় তখন তাহা সঙ্কল্পময় ও চিত্তাপ্রাপ্ত হয়। অতএব এক অখণ্ড চিৎই যখন চিত্তার পরমার্থ মূল হইল, তখন এই চিত্তা যে নিতান্ত অসৎ তাহাতে আর সন্দেহ কি[৯১,৯২]? যাহার অস্তিত্ব, স্থিতিত্ব, বা উৎপত্তিত্ব চিৎশক্তির অধীন, তাহার বাধ বা খণ্ডন অন্য কোন কিছুর দ্বারা সম্ভবে না। কে অখণ্ড শক্তি ইন্দ্রের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে[৯৩]? এ স্থলে বলা বা উপদেশ এই যে, মন কোন পৃথক্ বা স্বতঃ সিদ্ধ পদার্থ নহে। তাহা চিৎও নহে, জড়ও নহে, তাহার সিদ্ধিও সত্যরূপা নহে। উহা যৎকিঞ্চিৎ তুচ্ছ অনির্বাচ্য পদার্থ। অপর যুক্তি এই যে, সম্বন্ধী না থাকিলে সম্বন্ধও থাকে না। অথচ বিনা সম্বন্ধে কোন কিছু সিদ্ধ হয় না। এই যুক্তি পথ অবলম্বন

পুরুষ ভাবে ভাবিত হইলে আপনাতে পুরুষের লক্ষণ (গোঁফ দাড়ি) দেখিতে পায়। পরন্তু তাহা দীর্ঘকাল পরে।

করতঃ ভাবিয়া দেখ, মন কি? এবং তাহার উৎপত্তিই বা কিংবিধ[৯৪]?
* চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি উভয়ের একতায় বা মেলনে মন, এ কথা যুক্তি সম্মত নহে। কেননা, একতা বা মেলন পক্ষ দুএর সাধ্য অর্থাৎ তাহাতে দুএর মধ্যে একের অপহার (বিলোপ বা লুকান) অঙ্গীকার করিতে হয়। যখন চিতের ও স্পন্দের দুএর কাহার অপলাপ (বিলোপ) সম্ভবে না, তখন অবশ্যই অভিহিত পক্ষ (চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি এক হইয়া যাওয়ায় মন, এই কথা) সঙ্গত নহে। হয় হস্তী প্রভৃতির অপহার হইলে কিম্বা রাজার সঙ্গ পরিত্যক্ত হইলে কি সেনাত্ব থাকে[৯৫]? অতএব, হে রামচন্দ্র! দুষ্টস্বভাব (দোষোৎপন্ন) চিত্ত তত্ত্বতঃ কোথাও বিদ্যমান নাই। যখন তত্ত্বজ্ঞান জন্মে তখনই উহার নাস্তিত্ব নিশ্চয় হয়, তৎপূর্ব্বে নহে[৯৬]। হে অনঘ! অনর্থের মূল ও মিথ্যা সমুদিত মন পরমার্থতঃ না থাকিলেও তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে বিশেষ অনর্থপ্রদ[৯৭]।

হে মহামতে! হে অনঘ! যেহেতু মন সঙ্কল্পসমুৎপন্ন, সেই হেতু আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি অন্তরে কোন কিছুর সঙ্কল্প করিও না[৯৮]। হে মুনে! (মননশীল!) সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা তোমার হৃদয়মরুভূমিস্থ অজ্ঞানসম্ভূতা কল্পনারূপিণী মৃগতৃষ্ণিকা প্রশমিতা হউক[৯৯]। মন জড়ত্ব ও নিঃস্বরূপত্ব এই দুই কারণে সর্ব্বদাই মৃত। সে যে মৃত হইয়াও অন্যকে মারিতেছে ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে[১০০]! যাহার আকার নাই, আত্মা নাই, আধার নাই, দেহ নাই, তাহারই কর্ত্তৃক সমুদয় ভক্ষিত হইতেছে, ইহাই বিচিত্রা মৌর্খ্য-বাগুরা[১০১]। নিরাকার অনাত্মা ও সর্ব্বসামগ্রবিহীন মন কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, সে নীলোৎপল দলঘাতেও বিদলিত (ভগ্নমস্তক) মস্তক হইতে পারে[১০২]। যে ব্যক্তি জড় অন্ধ ও মূক মন কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেই মূঢ় শীতলতাপূর্ণ চন্দ্রকিরণেও দগ্ধ হয়[১০৩]। লোক সকল বিদ্যমান হইয়াও অবিদ্যমান মনের দ্বারা অভিভূত হইতেছে ইহা সামান্য মুগ্ধতার নিদর্শন নহে[১০৪]। যে মিথ্যা সঙ্কল্পজন্মা, এবং যাহার স্থিতিও মিথ্যা, অন্বেষণে যাহাকে পাওয়া যায় না, তাহার আবার শক্তি কি[১০৫]? অহো! জনগণ অতি

* ভাবার্থ এই যে, জড় স্বতঃসিদ্ধ নহে, তাহার সত্তাদি সমস্তই অন্যের অর্থাৎ চিতের বা চেতনার অধীন। কাযেই তাহাকে চেতনারই অন্তর্গত করিয়া বিদিত হইতে হয়।

লোলস্বভাব মিথ্যা চিত্তের দ্বারা অভিভূত হইতেছে। যে মূর্খ হয়, আপদ্ সকল তাহাকেই অন্বেষণ করিয়া লয়। তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তে কাহারও ব্যাঘাত দিবার শক্তি নাই। কারণ এই যে, মূর্খতা হইতেই অজ্ঞানের সাহায্যে এই কুদৃষ্টি সমুৎপন্না হইয়াছে[১০৬।১০৭]। হা ধিক্! আহা কষ্ট! এই সৃষ্টি মনোদেহাদি বুদ্ধির সাহায্যে মূর্খগণেরই বশীভূত রহিয়াছে। এই প্রসিদ্ধ জীব সকল মূর্খতা কর্ত্তৃক নিরন্তর পীড্যমান হইতেছে অথচ অসৎ পথ ছাড়িতেছে না। অধিকন্তু দুঃখপ্রদ সৃষ্টিরই অনুবর্ত্তন করিতেছে[১০৮]। কিন্তু আমি দেখিতেছি, মনের এই মৌর্খময়ী সৃষ্টি অতি পেলবা (অবিচার মাত্র সিদ্ধা)। বারি যেমন স্বজনিত প্রবাহ তরঙ্গাদির দ্বারা পিষ্যমান হইয়া ক্রম ক্রমে কণায় কণায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া বিশীর্ণ হয় তাহার ন্যায় জীবেরাও আপনার মূর্খতায় দিন দিন হীন হইয়া পড়িতেছে[১০৯]। জলরাশি প্রবাহতরঙ্গাদির দ্বারা পেষিত হইয়া কণায় কণায় শীর্ণ হইতেছে। যে স্থানে আবর্ত্ত, সেই স্থানটাকে যেন কৃষ্ণবর্ণ পেষণ যন্ত্র দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে দেখা যায়। যে স্থানে জলের কম্পন, সে স্থানটাকে যেন পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল চ্যুত কিরণে মুগ্ধ হইয়া উন্মত্তপ্রায় হইতে দেখা যায়। ইত্যাদি ভ্রান্তি যদ্রূপ, সৃষ্টিভ্রান্তিও তদ্রূপ[১১০]। শত্রুর কটাক্ষরূপ রজ্জুতে বদ্ধ হওয়া ও মনোরথ সৃষ্ট সেনার দ্বারা অভিভূত হওয়া যদ্রূপ, অসৎ মনঃকর্ত্তৃক বিনষ্ট হওয়া তদ্রূপ[১১১]। যে ব্যক্তি অবিদ্যমান বা অত্যন্ত অসৎ পেলব (বিচারমাত্রের বিনাশ্য) মনকে বিনষ্ট করিতে না পারে সে উপদেশের পাত্র নহে। যাহা কোথাও নাই, তেমন মন যাহাকে বিনষ্ট করে, সে কৃপণের ন্যায় কল্পিত ধান্যের কারণে বিনষ্ট হয়। অসৎকল্প মনকে ও মূর্খকল্পিত সৃষ্টিকে যে বশীভূত করিতে না পারে সে কিরূপে উপদেশের পাত্র হইবে[১১২।১১৩]? তাহার প্রজ্ঞা বিষয় সমূহে নিরূঢ়া হইয়া রহিয়াছে, সে জন্য সে মনোনিগ্রহাদি কষ্টজনক বিষয়ে সম্পূর্ণ অক্ষম সুতরাং উপদেশ বাক্যের সূক্ষ্মার্থ বিচারে অসমর্থ হেতু উপদেশের নিতান্ত অযোগ্য[১১৪]। উহারা বীণাযন্ত্রের মধুর ধ্বনি শ্রবণেও ভীত হয়। অধিক কি, সুষুপ্ত বন্ধুর বদনচ্ছবি সন্দর্শনেও ভীত হইয়া পলায়ন করে[১১৫]। মনোনিগ্রহ দূরে থাকুক, অধিকন্তু উহারা স্বীয় অসৎ মনঃকর্ত্তৃক বিবশীকৃত হয়[১১৬]। উহারা স্বীয়

হৃদয়গত চিত্ত কর্তৃক ভোগবিষয়ে বিবশীকৃত ও বিষম সন্তপ্ত হয় এবং বিবেক পরিশূন্য হইয়া সত্য বিস্মৃত হয়। ঈদৃশী ব্যক্তি বুদ্ধিবিপর্য্যয় কারণে ও মোহের প্রচ্ছাদনে সত্য বিস্মৃত হইয়া বৃথা অজ্ঞান গহ্বরে নিমগ্ন হইয়া থাকে[১১]।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।
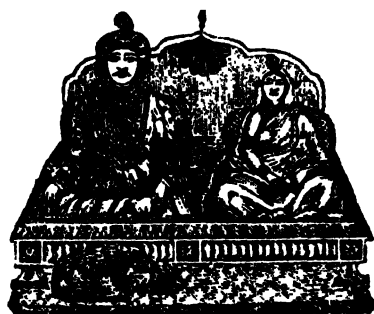
চতুর্দ্দশ সর্গ।

—(*)::(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মানদ! জনগণ সংসার সাগরের কল্লোলে নিরন্তর উহ্যমান হইতেছে অথচ পণ্ডিতগণের নিকট বৈরাগ্য প্রাপ্তির উপায় প্রশ্ন না করিয়া মূকের ন্যায় বৃথা অবস্থিতি করিতেছে। কেন? তাহা আমি এই শাস্ত্রে বর্ণন করিব। ইহাতে যে সকল বিচারোক্তি বিন্যস্ত আছে সে সমস্তই আত্মলাভের উত্তম উপায়[১।২]। যে ব্যক্তি চক্ষুষ্মান্ অথচ দুরদৃষ্ট বশতঃ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, কোন্ দুর্ম্মতি তাহাকে বিচিত্র মঞ্জরীপূর্ণ পুষ্পকানন প্রদর্শন করায়[৩]? কোন্ নির্ব্বুদ্ধি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ঘর্ঘরঘ্রাণ পুরুষকে আমোদ বিষয়ে নিয়োজিত করিতে উদ্যোগী হয়? কোন্ মন্দধী মদিরাঘূর্ণিতলোচন বিপর্য্যস্তেন্দ্রিয় উন্মত্ত ব্যক্তিকে ধর্ম্মসাক্ষিত্বে প্রমাণীকৃত করে[৪।৫]? কোন্ মূঢ়ধী শ্মশানস্থ মৃত দেহকে শত শত বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে? তাহা করে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, পণ্ডিতগণ মূর্খকে শাসন করেন না। আশারূপ বিলস্থ মনোরূপ সর্প মূক ও অন্ধ। যে লোক তাহাকে জয় করিতে অক্ষম, সে কিরূপে তত্ত্বোপদেশের পাত্র হইবে[৬।৭]? যে দুর্ব্বুদ্ধি স্বীয় মনোরূপ সর্পকে জয় করিতে না পারে, সে ভোগরূপ বিষগ্রস্ত হইয়া অচিরাৎ বিষমূর্চ্ছা প্রাপ্তে মৃত্যুগ্রস্ত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু রাম! তুমি ইহাও অবগত হইবে যে, মনোজয় বিবেকীর অশক্য নহে। যাহার বস্তুতা বা সত্তা কোনও কালেও নাই, তাহা ত চিরবিজিত? নিকটে থাকিলেও তাহা তাঁহাদের দূরে ও অপ্রাপ্ত[৮।৯]। যাঁহারা ঐ রহস্য জানেন তাঁহারা দেখেন—বা জানেন—মনের কোন কৃত্য নাই। (কার্য্ প্রয়োজন নাই)। প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও আত্মা, এই তিনের দ্বারাই অর্থজ্ঞান নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। (প্রাণের প্রেরিত ইন্দ্রিয়গণ অর্থ গ্রহণ করে, সাক্ষী চৈতন্য সে সকলকে প্রকাশ করে।) যাঁহারা তদ্রূপ জ্ঞানী, তাঁহাদের নিকট মন অতিতুচ্ছ[১০]। প্রাণ, ইন্দ্রিয়, আত্মা, এই তিনের মিলিত শক্তিই সমস্ত ব্যবহারের নিষ্পাদক। তজ্জন্য মন আছে বলিবার ও ভাবিবার প্রয়োজন কি? যাহাই হউক,

সমস্তই সেই সর্ব্বশক্তি পরমাত্মার অংশ, তদতিরিক্ত পৃথক্ কোন শক্তি নাই[১১।১২]। এমন ভাবিওনা যে মন না থাকে না থাকুক্, জীব ও চিত্ত আছে। বিবেকীর দৃষ্টিতে তাহাও নাই। জগৎ যে জীব জীব করিয়া অন্ধ, তাহা কি? তাহাও আত্মাতিরিক্ত নহে, ইহা জানিবে[১৩]। হে রামচন্দ্র! নিজ কল্পিত মনের দ্বারা দগ্ধদৃষ্টি জনগণের দুঃখপরম্পরা দেখিয়া আমার মতি নিতান্ত করুণাক্রান্ত ও মূঢ়ের ন্যায় পরিতপ্ত হইতেছে[১৪]। মূর্খেরা যে কিসের জন্য খেদ প্রাপ্ত হয় বলিতে পারি না। গর্দ্দভেরা যেমন দুঃখ ভোগ করিতেই জন্মে তাহার ন্যায় মূর্খেরাও বৃথা দুঃখ ভোগ করিতে ভূতলে জন্ম গ্রহণ করে[১৫]। নির্ব্বুদ্ধি মূঢ়গণ সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় নিরন্তর কেবল বিনাশের নিমিত্তই জড়দেহে আবির্ভূত হইতেছে। দেখ পশুহিংসকগণ প্রত্যহ প্রতিদেশে কত শত জীব সংহার করিতেছে কে তাহার জন্য খেদ করে[১৬।১৭]? অনিল অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ দংশ মশক বিনাশ করিতেছে, পুলিন্দাদি জনগণ লক্ষ লক্ষ মৃগ বিনাশ করিতেছে, মৎস্যদেশবাসীরা ভক্ষণার্থ অসংখ্য জলচর ধ্বংস করিতেছে, অতএব বিনাশে পরিবেদনা কি[১৮।২০]? আরও দেখ, মক্ষিকাগণ ক্ষুধিত হইয়া অণুকণার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুকডিম্ব ভক্ষণ করিতেছে, কোষকার কীট আবার ক্ষুধিত হইয়া সেই সমুদয় মক্ষিকাদি ভোজন করিতেছে, দংশগণ আবার সেই মক্ষিকাকে, দর্দ্দুরগণ সেই দংশগণকে, সর্প দর্দ্দুরগণকে, পক্ষিগণ সেই সর্পগণকে, বভ্রুগণ সেই পক্ষিগণকে, মার্জ্জারগণ সেই বভ্রুগণকে, কুকুরগণ মার্জ্জারগণকে, ঋক্ষগণ কুকুরগণকে, ব্যাঘ্র ঋক্ষগণকে, সিংহ ব্যাঘ্রগণকে ও শরভ * আবার সেই সিংহগণকে ভক্ষণ করিতেছে। শরভগণ গর্জ্জনশীল মেঘগণকে পরাভব করিবার নিমিত্ত আকাশে উৎপতিত হইয়া শিলাতলে নিপতিত ও মৃত্যুগ্রস্ত হয়। সেই মেঘ বায়ুকর্তৃক বিদ্রাবিত, সেই বায়ু গিরিকুল কর্তৃক রুদ্ধ, সেই গিরিসমূহ বজ্রদ্বারা নিষ্পেষিত, সেই বজ্র ইন্দ্র কর্তৃক বশীকৃত, ইন্দ্রও বিষ্ণু কর্তৃক বিবশীকৃত হয়। সেই বিষ্ণু আবার প্রয়ো-

---

* শরভ—এক প্রকার অষ্টপদযুক্ত জন্তু। এ জন্তু এখন নাই। ইহাদের বংশ এখন লোপ প্রাপ্ত। আধুনিক জুয়ালজিষ্টগণ বলেন, ভূগর্ভে এক প্রকার অষ্টপদ পশুর বা জন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে সে কঙ্কাল দৃষ্টে তাঁহারা অনুমান করেন, পুরাতন যুগে ঐ জন্তুর অত্যন্ত প্রচার ছিল।

জন বশতঃ এই সমুদয় সুখ দুঃখ দশাগ্রস্ত জরামরণ পালিত জন্তুভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতির আকারে অবতীর্ণ হন[২১।২৬]। সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, বৃহৎকায় জন্তুসকল গাত্রলগ্ন ক্ষুদ্র কীটের উপ-জীব্য হইতেছে।

জীবরূপ বন এইরূপে অনারত বিশীর্ণ হইতেছে এবং মোহ বশতঃ ভক্ষিত ও রক্ষিত হইতেছে। অজস্র জাত ও বিনষ্ট হইতেছে। জল-কোষে মৎস্য, জলহস্তী ও মকর প্রভৃতি, ভূমিগর্ভে বৃশ্চিকাদি কীটগণ, এবং অন্তরীক্ষেও এক প্রকার পক্ষী ও বনোদ্দেশে ব্যাঘ্রমৃগাদি পশুগণ জন্মিতেছে ও মরিতেছে[২৭।৩১]। * প্রাণিগণের অঙ্গে কৃমি ও যুক প্রভৃতি জন্মে। কাষ্ঠে ঘুণ এবং প্রস্তরেও অঘনাদি নামক কীট, ভেক ও ঘুণ জন্মে। বিষ্ঠাতেও নানা কীট জন্মগ্রহণ করে[৩২।৩৩]। অধিক কি বলিব, পত্র ফল পুষ্প প্রভৃতিতেও নানা জীব জন্ম মরণ অনুভব করিতেছে। সুতরাং জীবের জন্ম মরণ অসংখ্যেয়। ঐরূপ জন্ম মরণ অজস্র প্রবাহে চলিতেছে, তন্মধ্যগতদিগের তাদৃশ সুখ অথবা তাদৃশ দুঃখ দেখিয়া সুখী অথবা দুঃখী হওয়া অনুচিত, উপেক্ষা বা ঔদাসীন্য অবলম্বন করাই উচিত[৩৪।৩৫]। যদ্রূপ বৃক্ষের পত্র উৎপন্ন ও বিশীর্ণ হয় তদ্রূপ ভূত-সঙ্ঘও সর্ব্বদা উৎপন্ন ও লয় প্রাপ্ত হয়[৩৬]। এমন অনেক লোক আছে যাহারা দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া দুর্ম্মতিদিগকে উপদেশ দান দিতে অপরাঙ্মুখ। পরন্তু তাঁহাদের সেরূপ দয়ার্দ্রতা ব্যর্থ। দয়াবান্ হইয়া কুবুদ্ধিদিগের দুঃখ নিবারণে প্রবৃত্ত হওয়া আর স্ব মস্তকোপরি ধার্য্যমান ছত্রের দ্বারা নিখিল আকাশ ছায়াযুক্ত করিতে যাওয়া সমান[৩৭]। পাশবধর্ম্মী পাষণ্ড মনুষ্য উপদেশ্য নহে। তাহাদিগকে উপদেশ কথা বলা আর বনস্থ স্থাণুদিগকে উপদেশ কথা বলা সমান[৩৮]। পশুদিগের সহিত তাহাদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। পশুগণ রজ্জুদ্বারা আকৃষ্ট হয়, কুবুদ্ধিরাও বিষয়-লম্পট মনঃ কর্ত্তৃক সমাকৃষ্ট হয়[৩৯]। স্ববিক্ষেপ পঙ্কে মগ্ন ও স্ববিনাশে প্রবৃত্ত মূর্খ দিগের দুঃখ দুর্দ্দশা সন্দর্শন করিয়া পাষাণখণ্ডও রোদন

* অন্তরীক্ষ—আকাশ। এক শ্রেণীর পক্ষী আছে তাহারা নিরন্তর আকাশে পরিভ্রমণ করে ও আকাশেই প্রসব করে। প্রসূত অণ্ড ভূপতিত না হইতে তন্মধ্য হইতে শাবক নির্গত ও তাহাদের তৎক্ষণাৎ পক্ষোদ্ভব হয়।

করে[৪০]। যাহারা আপনার চিত্ত জয় করে নাই বুদ্ধিমান্ লোক তাহাদিগের সেই সর্ব্বপ্রকার দুঃখকে ও সার্ব্বকালিক দুর্দ্দশাকে সমস্ত পৃথিবীর ধূলি প্রমার্জ্জন যদ্রূপ অশক্য তদ্রূপ অশক্য মনে করেন[৪১]।

হে রঘুনন্দন! যাহারা স্বচিত্ত জয় করিয়াছে, বশীভূত করিয়াছে, তাহাদিগেরই দুঃখ সুবিচার্য্য অর্থাৎ উপদেশাদির দ্বারা অনায়াস নাশ্য। অতএব, হে সাধো! যাঁহারা জ্ঞেয় তত্ত্ব অবগত আছেন তাঁহারা তাঁহাদিগেরই দুঃখ প্রমার্জ্জনার্থ প্রবৃত্তিমান্ হইয়া থাকেন[৪২]। হে মহাবাহু রামচন্দ্র! প্রসঙ্গাগত কথা ত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত পূর্ব্বকথা পুনঃ বলিতেছি, প্রণিহিত হও।

মন নাই, ইহা স্থির করিয়া কল্পনা পরিত্যাগ কর। না করিলে উহা তোমাকে বেতালের স্থায় অভিভূত করিবে[৪৩]। যাবৎ তুমি আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া মূঢ়ের স্থায় অবস্থান করিবে তাবৎ মনোরূপ সর্প তোমার অন্তরে অসত্য হইলেও সত্যবৎ বিরাজমান থাকিবে[৪৪]। হে অরিন্দম্! সঙ্কল্প দ্বারাই চিত্ত পরিবর্দ্ধিত হয়, এ রহস্ত তুমি জ্ঞাত হইয়াছ। সুতরাং এখন তুমি শীঘ্র সঙ্কল্প পরিতাগ করিতে পারক[৪৫]। যদি তুমি দৃশ্য আশ্রয় কর, তাহা হইলে সচিত্ত হইয়া চিত্ত কর্ত্তৃক বদ্ধ হইবে এবং পরিত্যাগ করিতে পারিলে অচিত্ত হইয়া অচিরাৎ মোক্ষ লাভে সমর্থ হইবে[৪৬]। চিত্তের আশ্রয় গ্রহণই বন্ধন ও তাহার পরিত্যাগই মোক্ষ[৪৭]। তুমি "আমি কিছু নহি, এ সকল কিছু নহে, সমস্তই মায়িক," এইরূপ ধ্যান করতঃ অনন্ত হৃদয়াকাশসঙ্কাশ হৃদয়েশ্বর আত্মায় অচলের স্থায় অবস্থান কর[৪৮]। হে রামচন্দ্র! তুমি দ্বৈত বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ দ্রষ্টৃ, দৃশ্য ও দর্শন এ সকলের অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া স্বীয় আত্মাকে ভাবনা করতঃ সুস্থির হও[৪৯]। স্বাদ্যও নাই, স্বাদকও নাই, অনুভবের অতীত যে স্বাদ, তাহারই ধ্যান করতঃ আত্মময় হও[৫০।৫১]। হে রাঘব! যাহা অনুভবেরও অনুভবিতা (জ্ঞানের দ্রষ্টা বা সাক্ষী। যাহার দ্বারা "আমি জানিয়াছি" এইরূপ বোধ সমাপ্তি, শেষ সীমা, পূর্ণতা, বা তৃপ্তি প্রকাশপ্রাপ্ত হয় তাহা) অবলম্বন করিয়া তুমি নিরাবলম্ব হও। ভাবনা বিহীন হও, ভাবাভাব দশা সমুত্তীর্ণ হও, আত্মভাবনাপর ও আত্মস্থ হও[৫২।৫৩]। তুমি যদি মদুপদিষ্ট আত্মস্থিতি পরিত্যাগ করিয়া চেত্য ভাবনায় অবস্থান কর তাহা হইলে নিশ্চিত

তুমি অতিদুঃখদায়িনী চিত্ততা দশা প্রাপ্ত হইবে[২৩]। হৃদয় গর্ত্তে আত্মারূপ সিংহ চিত্তরূপ শৃখলে বদ্ধ আছে, তুমি শীঘ্র সেই সিংহকে ঈদৃশী জ্ঞান যোগ দ্বারা চিত্তরূপ শৃঙ্খল ভগ্ন করতঃ মুক্ত কর[২৪]। তুমি যখন যখনই পরমাত্মদশা ত্যাগ করিয়া চেত্যের অনুসরণ করিবে তখন তখনই তুমি সঙ্কল্পের প্রভাবে চেত্য দর্শনই করিবে। হে অঙ্গ! চিত্ত যখন পূর্ব্ব সঙ্কল্পের বলে দৃশ্য দর্শনে উন্মুখ হয় চিৎ তখন যেন অধিকতর উজ্জ্বল ও স্থূল হয়। পরন্তু যদি তৎসঙ্গে তাহার আত্মব্যতিরিক্ততা বোধ উদিত না থাকে, তাহা হইলে আর মনন জন্মে না। মননবিশিষ্টতাই মনের জন্ম এবং তাহাই দুঃখের কারণ। কিন্তু যদি আত্মাতিরিক্ত সত্তার বোধ পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে ক্রম ক্রমে মনন পরিত্যাগ হওয়ায় মনের ক্ষয় হইয়া যায়[২৫।২৭]। "এ সমস্তই আত্মা" এইরূপ সম্বিদ্ সমুদিত হইলে তখন চিত্তই বা কি, চেত্যই বা কি, আর চেতনাই বা কি[২৮]? আমি জীব, যাবৎ এই ভাবের উদয় তাবৎ চিত্তের অবস্থিতি। যাবৎ চিত্তের অবস্থিতি তাবৎ দুঃখের বিস্তার[২৯]। আমি ব্রহ্মই, জীব আমার অতিরিক্ত নহে, এই ভাবের উদয় পরিষ্কাররূপে স্থায়ী হইলে চিত্তের উপশম বা বিনাশ হয়। চিত্তের উপশমই পরম সুখ[৩০]। হে রাঘব! আত্মাই এই সমুদায় জগৎ, এইরূপ নিশ্চয়াত্মক বোধ জন্মিলে চিত্তের অস্তিতা বিলুপ্ত হয়[৩১]। যেমন সূর্য্যের প্রকাশে অন্ধকারের বিলোপ, তাহার ন্যায় "আত্মাই এই সমস্ত" এই সত্য জ্ঞানের উদয়ে মনের বিলোপ[৩২]। যত দিন শরীরে মনোরূপ সর্প, তত দিনই ভয়। যোগবলে তাহাকে উৎসারিত করিলে ভয়ের অবসর কোথায়[৩৩]? চিত্তবেতালকে তুমি মিথ্যাজ্ঞান সমুত্থিত জানিয়া সম্যক্‌জ্ঞানরূপ মহামন্ত্রদ্বারা শীঘ্র বিনষ্ট কর[৩৪]। চিত্তযক্ষ যদি দেহ গৃহ হইতে পলায়ন করে তাহা হইলে নিরুদ্বেগ থাকিবে। তুমি "আমি নীরাগ, বাহ্যসুখসাধনোপার্জ্জনশূন্য, নিরাধি, নিরুপদ্রব হইয়াছি" এইরূপ বিবেচনা করতঃ অনুদ্বেগ হইয়া আত্মাতে অবস্থান কর। তাহা হইলে তোমার চিত্তসত্তা বিগলিত হইবে। তখন তুমি পরম পদেচ্ছু হইয়া পরম পদেই অবস্থান করিতে পারিবে। তখন তোমার কোনও ভয় থাকিবে না[৩৫।৩৬]।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ।

—০()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! বর্ণিত প্রকার চিত্তসত্তাই সংসারের বীজ, জীববন্ধনের বাগুরা ও অতি অপাবনী। আত্মা তাহারই অনুসারী হওয়ায় স্বীয় ব্রহ্মত্ব বিলুপ্ত করিয়া অতি মলিন জ্ঞানের অধীন হইয়াছেন এবং চিত্তেরই পরিকল্পিত দেহাদিতে অহম্ভাব স্থাপন করতঃ চিত্তগত রাগদ্বেষাদি মলে মলিন হইয়াছেন[১।২]। তাহাতেই মহামোহপ্রদায়িনী ভয়ঙ্করী তৃষ্ণারূপা বিষ-লতা পরিবর্দ্ধিতা হইয়া মূর্চ্ছা প্রদান করিতেছে[৩]। বর্ষাকালের অন্ধকারময়ী রজনী যেমন নির্ব্বিকার আকাশে অসংখ্য বিকার প্রদর্শন করায় তাহার ন্যায় তৃষ্ণাও নির্ব্বিকার আত্মায় অসংখ্য ভাবের আবির্ভাব করায়[৪]। কল্পাগ্নিশিখার অত্যুগ্র দাহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে এরূপ ব্যক্তি আছে (হরিহরাদি) কিন্তু তৃষ্ণাগ্নিদাহের যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে এরূপ ব্যক্তি কৈ? অর্থাৎ নাই[৫]। তৃষ্ণারূপ অসি অতিতীক্ষ্ণ, অতিদীর্ঘ ও অতিভয়ানক। এ অসি নিজ আশ্রয়কেই ছেদন করে এবং পরিণামে অতিশয়িত ক্লেশপ্রদ হয়[৬]। রাম! যে কিছু দুরন্ত দুঃখ সমস্তই তৃষ্ণা বল্লীর ফল[৭]। এই তৃষ্ণা বনকুক্কুরী। এ মনুষ্যের মনোরূপ গর্ত্তে বসতি করতঃ অদৃশ্য ভাবে তাহাদের অস্থি পর্য্যন্ত ভক্ষণ করে[৮।৯]। তৃষ্ণা বর্ষাকালের নদীর ন্যায় কখন উল্লাসযুক্তা কখন বা স্তব্ধপ্রায়া থাকে এবং কখন মলিনা, কখন শীতলা ও কখন বা প্রস্তর ও কাষ্ঠাদি বহন করে। (স্পৃহা চরিতার্থ হইলে তাহা শীতলা বলা যায়। স্পৃহাই মানুষকে কার্য্যে পরিচালিত করে, সেইজন্য বলা যায়— স্পৃহা কাষ্ঠাদি বহন করে।) তৃষ্ণায় অভিভূত হইলে দীন হয়, হীন হয়, হতজ্ঞান ও হততেজ হয়, মুগ্ধ হয়, রোদন করে, পতিত হয়। যিনি এই তৃষ্ণারূপিণী কৃষ্ণসর্পীর গর্ত্তে প্রবেশ না করিয়াছেন, তাঁহারই হৃদয়রন্ধ্রগত প্রাণবায়ু স্বস্থ। যে স্থানে এই তৃষ্ণারূপা কৃষ্ণা নিশা অস্তগত হইয়াছে, সেই স্থানেই পুণ্যরূপ চন্দ্র দিন দিন প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকে[১১।১২]। যে পুরুষরূপ বৃক্ষে তৃষ্ণারূপ ঘুণ লাগে নাই, সেই পুরুষবৃক্ষই পুণ্যপুষ্পে

সুশোভিত হয়[১৩]। যাহাদের বিবেক দৃষ্টি নাই তাহাদের নিকট তৃষ্ণা নদীর ন্যায় প্রবাহিতা হইতে থাকে[১৪]। এই সমস্ত লোক তৃষ্ণার দ্বারাই সূত্রবদ্ধ পতত্রির ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রান্ত, বিশীর্ণ ও সংহার দশা প্রাপ্ত হইতেছে[১৫]। তৃষ্ণা কুঠারের ন্যায় ধর্ম্মতরুর ও জ্ঞানবৃক্ষের মূল ছেদন করে। তৃষ্ণার অনুগামী হইয়া লোক হরিণ শাবকের ন্যায় গর্ত্তে নিপতিত হইতেছে[১৬।১৭]। লোক ভূতাবেশে তত শীর্ণ হয় না, তৃষ্ণায় যত জীর্ণ হয়[১৮]। অমঙ্গলভূতা তৃষ্ণার দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুও বামনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[১৯]। দেবভোগ্য সুখকণা বিষয়ক তৃষ্ণায় রজ্জু বদ্ধের ন্যায় থাকিয়া সূর্য্যদেবও প্রতিদিন নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছেন। বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, শৈল অচল ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে ও ধরিত্রী ত্রৈলোক্য ধারণ করিতেছে। যেমন সর্পকে দূরে পরিহার করে তাহার ন্যায় তৃষ্ণাকে পরিহার করিবেক[২০।২২]। যে ব্যক্তি তৃষ্ণারজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হয়, সে কদাচ মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। বরং রজ্জুবন্ধন মুক্তি করা যায় ত তৃষ্ণাবন্ধন মোচন করা যায় না। অতএব, হে রাঘব! তুমি সঙ্কল্প বর্জ্জন পূর্ব্বক সত্বর তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ কর। সঙ্কল্পরহিত মনের অবিদ্যমানতা যুক্তির দ্বারাও নির্ণীত হইয়াছে। অতএব সঙ্কল্প দ্বারা মন বিনষ্ট হইলে তৃষ্ণা কিরূপে ও কোথায় বিদ্যমান থাকিবে? হে রামচন্দ্র! তুমি যখন এই দুঃখপ্রদর্শিনী অনাত্মভাবনা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে, তখনই তত্ত্বজ্ঞ মধ্যে গণনীয় হইবে। হে ভব্য! তুমি অনহংভাবরূপ শলাকার দ্বারা অপুণ্য (অমঙ্গলদায়ক) অহংভাবকে বিদ্ধ ও বিশীর্ণ করতঃ ব্রহ্মে অবস্থান কর[২৩।২৭]।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ।

——()○()——

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনার বাক্য স্বভাবগম্ভীর অর্থাৎ নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। কারণ এই যে, আমাকে আপনি অহঙ্কারতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন, কিন্তু হে প্রভো! অহঙ্কার ত্যাগ করিতে হইলে আমার এই দেহ নামক সন্নিবেশকেও (সাজান আকৃতিকেও) ত্যাগ করিতে হইবে[১।২]। কেননা, অহঙ্কারই এই দেহকে শিফার (বৃক্ষের শিকড়ের) বৃক্ষ ধারণের ন্যায় ধারণ করিতেছে। সুতরাং অহঙ্কার ক্ষয় হইলেই ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় এই দেহ অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে[৩।৪]। অতএব আমি ভবদ্বচনে এইরূপ সন্দিহান হইতেছি যে, ঐ আদেশ কিরূপে সমঞ্জস হইতে পারে। হে মুনে! হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! অহঙ্কার ত্যাগ ও জীবিত থাকা এই উভয় যে প্রকারে সাধ্য হইতে পারে তাহা আমাকে উপদেশ করুন[৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! রাজীবলোচন! অহঙ্কার ত্যাগ দ্বিবিধ। এক ধ্যেয় নামক, অপর জ্ঞেয় নামক[৬]। আমি দেহেন্দ্রিয়াদির সমষ্টি, এই সমষ্টি বা এই সংঘাত আমার, ইহা পান ভোজনাদির দ্বারা নিষ্পন্ন, এবং এই সকল পদার্থ আমার জীবন অর্থাৎ স্বরূপ নিষ্পত্তির কারণ, সেই জন্য আমি এ সকল ব্যতীত কোনও কিছু করিতে পারি না, এবং এ সকলও আমা ব্যতিরেকে অবস্থিত থাকিতে পারে না[৭], অন্তঃস্থ এইরূপ নিশ্চয়ের (বুদ্ধির) সত্যাসত্য বিচারান্তে যে সংঘাত ভাবের অসত্যতা ও চিদ্রূপের সত্যতা প্রতীত হয়, এবং তদনুসারে যে আমি এ সকল নহি, এবং এ সকলও আমার নহে, ইত্যাকার অবধারণ জন্মে, এবং তাহার দৃঢ়তায় যে দেহাদিবিষয়ক অহং পরিত্যক্ত হয়, আমি তোমাকে সেই ভাবনাপরিপাকজাত অহং পরিত্যাগের কথা বলিয়াছি[৮]। পণ্ডিতগণ তাদৃশ অহঙ্কার পরিত্যাগকে ধ্যেয়অহংত্যাগ সংজ্ঞা দিয়াছেন। (ধ্যানের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় বলিয়া ধ্যেয়)[৯]। জ্ঞেয় নামক অহং ত্যাগের কথাও বলি, শ্রবণ কর। সর্ব্বত্র ব্রহ্ম বুদ্ধি জন্মিবার পর যে অহং মমতার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই অহংপরিত্যাগ দেহত্যাগান্তে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক

জ্ঞেয় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। (ইহা জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় বলিয়া জ্ঞেয়)[১০]। * যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কারময়ী বাসনা পরিহার পূর্ব্বক মাত্র লোক যাত্রা নির্ব্বাহার্থ দেহধারণাদি ব্যবহারে অবস্থিতি করেন, সেই ব্যক্তিকে আমরা ধ্যেয়বাসনাত্যাগী ও জীবন্মুক্ত বলি[১১]। যিনি মূল অজ্ঞান সহ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া শমতা প্রাপ্ত হন তাঁহাকে আমরা জ্ঞেয়বাসনাত্যাগী মুক্ত পুরুষ বলি। ঐরূপ মুক্ততা জ্ঞেয়ত্যাগময় অর্থাৎ চিন্মাত্রপ্রধান। মহাত্মা জনকাদি ধ্যেয়বাসনাত্যাগী ও জীবন্মুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের বাসনা জ্ঞানবাধিত হইয়াছিল[১২।১৩]। যাঁহারা জ্ঞেয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন, সেই সকল বিদেহমুক্ত পুরুষ পরাবর ব্রহ্মে অবস্থিতি করিতেছেন[১৪]। হে রাঘব! উক্ত উভয় প্রকার ত্যাগই সমান ও মুক্তিপদে অবস্থিত এবং উক্ত উভয়বিধ অহংত্যাগীরা ব্রহ্মপ্রাপ্ত ও গতজ্বর[১৫]। যে অনবরত সুখ দুঃখে নিপতিত হইয়াও হৃষ্ট বা ম্লান হয় না, তিনি মুক্ত[১৬।১৮]। যিনি ইচ্ছা দ্বেষ বিহীন হইয়া সুষুপ্তের ন্যায় ব্যবহার করেন, তিনিও মুক্ত বলিয়া কথিত[১৯]। এই দেহের প্রতি যাহার অহংমম বুদ্ধি নাই, ইহা হেয় ও ইহা উপাদেয়, এ বুদ্ধিও যাহার তিরোহিত হইয়াছে, তিনি জীবন্মুক্ত[২০]। যাহার অন্তঃকরণ হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, ক্রোধ, কাম ও কার্পণ্য প্রভৃতিতে আক্রান্ত না হয়, সে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত[২১]। যে পুরুষ সুষুপ্তের ন্যায় প্রশমিতভাববৃত্তি হইয়া (প্রশমিতভাববৃত্তি=আত্মাতিরিক্ত পদার্থের প্রতি তুচ্ছতা বোধ) অবস্থিতি করেন এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বদা হৃষ্ট থাকেন, তিনি জীবন্মুক্ত[২২]।

বাল্মীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এই পর্য্যন্ত কথা কহিলে দিবাবসান হইল। তখন সভ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে যথাযথ অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিলেন এবং সায়ংকালকর্ত্তব্য সন্ধ্যোপাসনাদি কার্য্য সাধনার্থ যথাগত স্থানে গমন করিলেন। পরে নিশা অবসান হইলে রবিকিরণের সহিত পুনর্ব্বার আপন আপন স্থানে আগমন করিলেন[২৩]।

একাদশ দিবস।

* তাৎপর্য্য এই যে, প্রথম অবস্থার অহংত্যাগ ও দ্বিতীয় অবস্থার অহংত্যাগ, উভয় অহং পরিত্যাগই অহংএর অভাব নহে। অর্থাৎ ঐ কথায় জড় পদার্থের ন্যায় হইবার উপদেশ করা হয় নাই; পরন্তু অহং বৃত্তিকে অজ্ঞানের অবস্থা বিশেষ এবং তাহার অবলম্বনকে ব্রহ্মের অনতিরিক্ত মাত্র বলা হইয়াছে।

সপ্তদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যাঁহারা বিদেহমুক্ত তাঁহারা বাক্যাতীত। (অর্থাৎ তাঁহারা একরূপ একরস নিরতিশয় ও স্বপ্রকাশভূমানন্দ মাত্রে অবশেষিত হন, সুতরাং তাঁহারা গুণগুণিভাব না থাকায় তাহাদের সে অবস্থা গুণাতীত। বর্ণনার অতীত। আরও বিশদ কথা—তাঁহাদের সে অবস্থা বুঝাইবার উপযুক্ত শব্দ বা কথা নাই) অতএব, যাঁহারা জীবন্মুক্ত, তাঁহাদেরই কথা বলি, শ্রবণ কর[১]। যিনি বিষয়াস্বাদ গ্রহণে অনুৎসাহিত অর্থাৎ বাঞ্ছা বিরহিত হইয়া প্রাপ্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি জীবন্মুক্ত[২]। জীবগণ যে সংসারসত্যতা বোধে বহিঃ পদার্থে (রূপরসাদি বিষয়ে) বদ্ধমনোরথ হইয়া অবস্থান করে, আচার্য্যগণ বলেন, তাহাই তাহাদের বন্ধন ও সুদৃঢ় সংসার শৃঙ্খল[৩]। ভোগ্যবর্গ মিথ্যা ও অনর্থমূল, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যাহারা অন্তর হইতে ভোগসঙ্কল্প দূরী-ভূত করিয়াছে, অথচ লোকদৃষ্টিতে ব্যবহার পরায়ণ, তাহাদের সেই শরীরমাত্রাশ্রিত বাসনা বা ভাব তাহাদের জীবন্মুক্ততার সাক্ষী বা লক্ষণ[৪]। হে রাঘব! বিষয়-ব্যসন-যুক্ত তৃষ্ণাই বন্ধন এবং সর্ব্ববিষয়বাসননির্ম্মুক্ত তৃষ্ণাই মুক্তি[৫]। বিষয় প্রাপ্তির পূর্ব্বে বা বিষয়ভোগ সময়ে অথবা বিষয় বিনাশের পরে অনুরাগের বা দুঃখের উদয় হয় না, ইহা পণ্ডিতগণের মতে জীবন্মুক্ততার লক্ষণ[৬]। আমার ইহা হউক, তাহা হউক, ইহা আমার, তাহা আমার, অন্তরে যে ঐরূপ ঐরূপ ভাবনা, তাহাই তৃষ্ণা-নামের নামী অর্থাৎ তৃষ্ণা শব্দের অর্থ। হে মহামতে! সেই তৃষ্ণাকেই তুমি সংসার বন্ধনের শৃঙ্খল বলিয়া জানিবে[৭]। যিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি পরমোদার, মহামনা ও পরম পদ প্রাপ্ত। অতএব, হে রঘুনাথ! তুমি বন্ধ, মোক্ষ, আশা, নিরাশা, সুখ ও দুঃখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের ন্যায় অবস্থিত থাক[৮।৯]। তুমি আত্মাকে অজর ও অমর বিবেচনা করিয়া জরামরণ শঙ্কায় কলুষিত ও কাতর হইও না[১০]। এই সকল দৃশ্যের কিছুই তোমার নহে। এমন কি

তুমিও তোমার নহ। সেই পরমার্থ সত্য ব্যতীত যে কিছু, সমস্তই তুচ্ছ ও মিথ্যা। তুমিই এ সকলের অতীত ও পরমার্থ সত্য[১১]। অসৎ স্বরূপে সমুদিত এই বিশ্ব থাকুক আর না থাকুক, তাহাতে তোমার কি? তুমি যে সকলের অতীত সুতরাং তোমার আবার তৃষ্ণা কি[১২]? হে রামচন্দ্র! বিচারশীল পুরুষের মনে চারি প্রকার নিশ্চয় সমুদিত হইয়া থাকে[১৩]। তন্মধ্যে, আপাদমস্তক আমি পিতৃমাতৃ বিনির্ম্মিত, এই এক নিশ্চয়। মিথ্যাজ্ঞানবিধায় এ নিশ্চয় বন্ধনের কারণ[১৪]। আমি দেহেন্দ্রিয়াদি সমুদায় পদার্থেরই অতীত, কেশাগ্র অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম, এই এক নিশ্চয়। এই দ্বিতীয় নিশ্চয় সাধুগণের হৃদয়ে মোক্ষের নিমিত্তই উদিত হয়[১৫]। হে রঘুপতে! আমিই এই জগজ্জালস্থ পদার্থ সমূহের অক্ষয় আত্মা; সুতরাং আমিই সমস্ত এবং আমিই একমাত্র অক্ষর অব্যয়। এই এক নিশ্চয়। এই তৃতীয় নিশ্চয় মোক্ষের পরম কারণ[১৬]। আমি অথবা জগৎ সমস্তই সদা ব্যোমসদৃশ নিরাকার। এই এক নিশ্চয়। এই চতুর্থ নিশ্চয় মোক্ষ সিদ্ধির সাক্ষাৎ কারণ[১৭]। * এই চারি প্রকার নিশ্চয়ের মধ্যে প্রথম প্রকার বন্ধের কারণ এবং বিশুদ্ধ ভাবনাসম্ভূত অবশিষ্ট তিন প্রকার মোক্ষের উপযোগী[১৮।১৯]। হে বুদ্ধিমন্! যদি তোমার "আমিই সর্ব্বাত্মা" ইত্যাকার নিশ্চয় সুদৃঢ় হয়, তাহা হইলে তোমার বুদ্ধি আর কখন জন্মমরণাদি বিষাদে অভিভূত হইবে না[২০]। আত্মার মহিমা তির্য্যক্, উর্দ্ধ ও অধঃ, সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; এইরূপ নিশ্চয়বান্ ব্যক্তি বদ্ধ থাকে না[২১]। শূন্যবাদীরা যাহাকে শূন্য বলে, অন্যে তাহাকেই প্রকৃতি, মায়া, বিজ্ঞান ও ব্রহ্ম বলেন এবং তিনিই শিব, পুরুষ ও আত্মা, এ কথাও বলেন[২২]। এ সমস্তই সদা সৎ। সদা সৎ পরমাত্মায় কোনও সময়ে দ্বিত্বাদি নাই এবং তাঁহাতে ভেদাভেদ ঘটনাও নাই। সমুদায় জগৎ পরমার্থভূত স্বরূপ-দৃষ্টিতে

---

* আমি ব্যোমের ন্যায় অর্থাৎ আকাশের ন্যায় অমূর্ত্ত, এক ও মহান্ ব্যাপী পদার্থ। অহং, এই, এবং আমি, তাহারই আধ্যাত্মিক পরিচ্ছেদ অর্থাৎ আত্ম-ক্ষুদ্রতার কারণ। এবং জগৎ, এই ভাব তাঁহার বাহ্যিক পরিচ্ছেদ অর্থাৎ ঐ ভাবও অসীম আত্মাকে সসীম করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং জগদ্ভাবও তাঁহাতে উপাধি বিশেষ। উপরিউক্ত চতুর্থ নিশ্চয় যাহাদের জন্মে তাহাদের জ্ঞান এইরূপে স্থিরতা প্রাপ্ত হয় যে, দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা। এক দৃক্‌তত্ত্বই সত্য এবং তাহাই আমি।

পরিব্যাপ্ত, কিন্তু ভ্রান্তিদৃষ্টিতে তাহা নহে[২৩]। যেমন অগাধ সমুদ্র পাতাল পর্য্যন্ত জলে পরিপূর্ণ, তাহার ন্যায় আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎও আত্মায় পরিপূর্ণ[২৪]। সমুদায় অম্বুনিধিই জল, তরঙ্গাদি কিছুই নহে। তদ্রূপ সত্যই নিত্য বিদ্যমান, কুত্রাপি অসত্য বিদ্যমান নাই[২৫]। যেমন কটক, কেয়ূর ও নূপুরাদি কাঞ্চন হইতে ভিন্ন নহে, তেমনি, তরু তৃণ প্রভৃতিও আত্মা হইতে ভিন্ন নহে[২৬]। জগন্নির্ম্মাণ-লীলা প্রসঙ্গে দ্বৈতাদ্বৈত প্রকট হইলেও পরমাত্মময়ী অদ্বৈতশক্তি বিজৃম্ভিত হইতেছে[২৭]। অতএব হে রঘুনাথ! আত্মীয় বা পরকীয় কার্য্য বিনষ্ট হউক আর বর্দ্ধিত হউক তুমি সে সমুদায়ের নিমিত্ত সুখ দুঃখ ভাগী হইও না[২৮]। তুমি সত্তাদ্বৈতময় হইয়াও ব্যবহার কালে ভাবাদ্বৈত অবলম্বন করিবে এবং কর্ম্মাদ্বৈত অনাদর পূর্ব্বক দ্বৈতাদ্বৈতময় হইবে[২৯]। * তুমি এই উৎপাত পরিপূর্ণ অতিভীষণ ভবভূমিতে ভাবভাবনারূপ বাত্যার দ্বারা নিপতিত হইও না। (ভাবভাবনা=দৃশ্যসত্যতা বুদ্ধি)[৩০]। দ্বৈতের পরমার্থ সত্তা অসম্ভব। কারণ এই যে, তাহা চিন্ময় অর্থাৎ চৈতন্যাশ্রিত অবিদ্যার পরিণাম বিশেষ। সুতরাং তাহা কল্পিত। আত্মা একত্বযোগী নহে। অর্থাৎ এক বলিলে যেমন একত্ব সংখ্যাযুক্ত বস্তু বুঝায়, আত্মা সেরূপ একত্বসংখ্যান্বিত নহে। অতএব, একত্বরহিতই অদ্বৈত। যাহা স্বতঃ সিদ্ধ ও সন্মাত্র, তাহাই তোমার স্বরূপ ও তাহাই ব্রহ্ম[৩১]। হে মহাত্মন্! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, আমি ও তুমি এই দুই বিভাগের মধ্যে যাহা আমি-বিভাগে তাহা নাই অর্থাৎ তাহা মিথ্যা। অবশিষ্ট তুমি-বিভাগ, তাহাতে এই সমুদায় জগৎ বিনিবিষ্ট। (যাহা আমা ছাড়া, তাহাই তুমি কথার অর্থ। জগতের প্রত্যেক পদার্থকে তুমি বলা যায়। সুতরাং সমুদায় জগৎ তুমি এই বিভাগের অন্তর্গত) তুমি-বিভাগে অবস্থিত যে জগৎ তাহাও নাই। অর্থাৎ তাহাও মিথ্যা।

* সত্তাদ্বৈত অর্থাৎ ব্রহ্মাদ্বৈত। এই অদ্বৈতই পারমার্থিক। ভাবাদ্বৈত অর্থাৎ ভাবনার দ্বারা অদ্বৈত বা অদ্বৈত ভাবনায় সিদ্ধ হওয়া। ব্যবহার কালেও ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু নাই, এইরূপ ভাবিয়া ব্যবহার করা। কর্ম্মাদ্বৈত অর্থাৎ কর্ম্মকালীন অদ্বৈত। কর্ম্মকালেও কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া এ সকল নাই ভাবিবেক। অর্থাৎ ঐ কর্ত্তা প্রভৃতির প্রতি অল্প পরিমাণে আস্থা রাখিবেক। তাহা না রাখিলে কর্ম্ম হইবে না। ভাবার্থ— কর্ম্মকালে কিঞ্চিৎ দ্বৈত অঙ্গীকার করিবে। তাহাতে দোষ হইবে না।

তবে আছে কি? আছে, কেবলমাত্র এক নির্ব্বিকার বিজ্ঞান। তাহাই এ সকল। যখন তোমার উক্ত নির্ব্বিকার বিজ্ঞানতত্ত্ব প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হইবে তখনই বুঝিবে যে, সদা ও সর্ব্বত্র শান্ত পরমাত্মাই বিদ্যমান, পরন্তু জগদ্ভাব সদা অসৎ বা অবিদ্যমান[৩২।৩৩]। আমি আশির্ব্বাদ করি, তোমার অন্তরে যেন বক্ষ্যমাণবিধ নিশ্চয় (অবধারণ) জন্মে। সূর্য্য চন্দ্রাদি প্রকাশক পদার্থদিগেরও প্রকাশক, অজর, অমর, অজ, অনাদি, অচিন্ত্য, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, কারণরহিত, জীবশক্তির জীবন, প্রাণের প্রাণ, কলনাবর্জ্জিত, কারণের কারণ, সদা সমুদিত, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্ব-প্রকার অনুভবের বীজ, স্বাত্মভাবে উপদেশ্য, * আনন্দৈকরস, ঈদৃশ চিৎপ্রকাশ ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছু নাই। তুমি, আমি, জগৎ, সমস্তই সেই চিৎপ্রকাশ ব্রহ্ম[৩৪]।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* স্বাত্মভাবে উপদেশ্য অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সৎ ব্রহ্ম, এখনও সেই সৎ ব্রহ্ম, সুতরাং তুমি সেই সৎ ব্রহ্ম, ইত্যাদি প্রকারে উপদেশ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে ঐ কথা লিখিত আছে। উদ্দালক ঋষি শ্বেতকেতুকে দশ বার ঐরূপে ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ ।

—০()*()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো! যাহারা সমাহিতমনা ও কাম লোভাদি কুদৃষ্টির দ্বারা হতচিত্ত নহে, যাহাদের আহার বিহার লীলাস্বরূপ, সেই সকল মহাত্মাদিগের বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[১]। জীবন্মুক্ত মুনিগণ এই সংসারে বিচরণ করিলেও আদি মধ্য ও অন্ত বিরস জাগতী গতি উপহাস করতঃ বিহার করিয়া থাকেন[২]। তাঁহারা সমুচিত কার্য্যে রত, শত্রু মিত্রের প্রতি সমদৃষ্টি ও পূর্ব্বোক্ত ধ্যেয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন[৩]। তাঁহারা উদ্বেগবিহীন হন, কাহার অপ্রিয়কারী নহেন এবং বিবেকবলে দৃষ্টাত্মা হইয়া প্রবোধরূপ উপবনে অবস্থিতি করেন[৪]। যিনি সর্ব্বাতীত পদ অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল হন, উদ্বেগ ও অল্পসন্তোষ রহিত হন, তাঁহাকে কদাচ সংসারে অবসন্ন হইতে হয় না[৫]। এই সকল মহাত্মারা শত্রুর ও মিত্রের প্রতি সমভাবে দয়াদাক্ষিণ্যাদি প্রকাশ করেন ও গুরুপ্রভৃতির প্রতি সমুচিত ব্যবহার করেন অথচ সংসারে অবসন্ন হন না[৬]। যাঁহারা অভিনন্দন, দ্বেষ, শোক, ও আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সতত মিতভাষী ও আবশ্যক কার্য্যে অলসশূন্য হন কদাচ তাঁহারা সংসারে অবসন্ন হন না[৭]। তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইলে প্রকৃত উত্তর প্রদান করেন ও জিজ্ঞাসিত না হইলে স্থাণুর ন্যায় অবস্থিতি করেন। যাঁহারা সতত ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে বিমুক্ত থাকেন, তাঁহারা কদাচ সংসারে অবসন্ন হন না। যিনি সকলের প্রিয় ও হিত কথা বলেন, জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উৎকৃষ্ট সমাধান করেন এবং সকল ভূতের অভিপ্রায় জ্ঞাত হন, তিনি কদাচ সংসারে অবসন্ন হন না[৮।৯]। ইহা যুক্ত, ইহা অযুক্ত, এইরূপ বিবেচনাশীল ব্যক্তিই স্বীয় করস্থিত বিল্বফলের ন্যায় লোকদৃষ্টান্ত সকল উত্তমরূপে অবগত হইতে পারেন[১০]। ইহারা পরম পদে অধিরূঢ় হইয়া হাস্য সহকারে সুশীতল বুদ্ধির দ্বারা এই ভঙ্গুর জগৎ নিরীক্ষণ করেন মাত্র[১১]।

হে রাঘব! তোমার নিকট আমি জিতচিত্ত ও পরাবরদর্শী মহাত্মাদিগের স্বভাবের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। আমরা ভোগকর্দ্দমনিমগ্ন অজিতচিত্ত মূর্খদিগের অভিমত বিষয় কথনে সমর্থ নহি[১২।১৩]। সেই সকল মূর্খগণের নরকাগ্নিশিখাস্বরূপিণী নারী ও বিবিধ অনর্থের মূলীভূত ধনই অভিলষিত বস্তু[১৪]। তাহাদিগের মদমাৎসর্য্য প্রভৃতি নানা আচারময় ফলাভিসন্ধিযুক্ত কর্ম্ম সমুদয় সুখদুঃখদ্বারা পরিপূর্ণ। আমরা তাহাদিগের কর্ম্মের গতি বলিতে সমর্থ নহি[১৫।১৬]। অতএব হে রাঘব! তুমি জীবন্মুক্তদিগের ন্যায় স্বস্থ হইয়া পূর্ণ দৃষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি কর[১৭]। হে রাঘব! তুমি অন্তরে আশাপরিত্যাগী, বীতরাগ ও বাসনাবিহীন হইয়া বাহিরে সমুদায় আচারের অনুষ্ঠান কর[১৮]। হে রাঘব! তুমি বাহিরে উদার, মনোজ্ঞাচার ও কর্ম্মীদিগের কর্ম্মের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্তরে সর্ব্বপরিত্যাগী হইয়া বিহার কর[১৯]। হে রাঘব! যাহা অতুচ্ছ পরম পদ, তুমি অন্তরে তাহাই অবলম্বন করতঃ লোক মধ্যে বিহার কর[২০]। হে রাঘব! তুমি অন্তরে নৈরাশ্য ও বাহিরে আশা যুক্তের ন্যায় হইয়া এবং বাহিরে সন্তপ্তের ন্যায় ও অন্তরে শীতল হইয়া লোকমধ্যে বিহরণ কর[২১]। হে রাঘব! তুমি বাহিরে অর্থাৎ লোকদৃষ্টিতে কৃত্রিম আড়ম্বর সম্পন্ন ও অন্তরে আড়ম্বর বর্জ্জিত এবং বাহিরে কর্ত্তা ও অন্তরে অকর্ত্তা হইয়া বিচরণ কর[২২]। হে রাঘব! তুমি বহিঃ পদার্থের ও অন্তঃ পদার্থের সারাসার ও সারাসারের তারতম্য বিদিত হইয়াছ। এক্ষণে তুমি যথা জ্ঞানে ও স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতে পারগ[২৩]। তুমি কৃত্রিম উল্লাস ও হর্ষ, এবং কৃত্রিম উদ্বেগ ও নিন্দা, কৃত্রিম কার্য্যাড়ম্বর প্রদর্শন করতঃ লোকব্যবহারে অবস্থিত হও[২৪]। হে রাঘব! তুমি অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্বস্তমতি, ও আকাশ-শোভন নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় হইয়া লোক সমাজে অবস্থান কর[২৫]। হে রাঘব! তুমি শত শত আশাপাশ হইতে বিমুক্ত, সর্ব্ববৃত্তিতে সমদর্শী ও বর্ণাশ্রমোচিত কার্য্যে অবস্থিত থাক[২৬]। হে রাঘব! দেহী দিগের বাস্তব বন্ধ বা মোক্ষ নাই। যাহা দেখিতেছ সমস্তই ইন্দ্রজাল ও পরিবর্ত্তনশীল সংসার[২৭]। যেমন তীব্র আতপে সলিলরাশি দৃষ্ট হয় তাহার ন্যায় ভ্রান্তির মহিমায় জগৎ দৃষ্ট হইতেছে[২৮]। অবদ্ধ স্বভাব, এক, একরূপ ও সর্ব্বত্রাবস্থিত আত্মার আবার বন্ধন কি? অতএব, যাহার বন্ধন নাই

তাহার আবার মোক্ষই বা কি[২৯]? এই সংসারভ্রান্তি কেবল অতত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান হইলে ইহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবেক। রজ্জু জ্ঞানের উদয় হইলে তখন কি আর তাহাতে সর্প জ্ঞান স্থিতি লাভ করে[৩০]? তুমি তত্ত্ব বিদিত হইয়াছ, অহঙ্কারশূন্য হইয়াছ, এক্ষণে তুমি নির্ম্মল ব্যোমের ন্যায় অবস্থিতি কর[৩১]। তুমি এই সংসারের দ্রষ্টা মাত্র, তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি সুহৃদ্ ও বান্ধব প্রভৃতির মমতা পরিত্যাগ কর। যাহাদের স্বরূপ শূন্য অর্থাৎ যাহারা ইন্দ্রজাল কল্পনার ন্যায় কল্পিত বা মায়াবিরচিত, তাহাদের জন্য চিন্তা কেন[৩২]? আমি যে প্রণালী বলিলাম, সেই প্রণালীতে বাসনা পরিত্যাগী হইলে বুঝিতে পারিবে, তুমি এ সকল হইতে ভিন্ন ও এ সকলের সাক্ষীর ন্যায় দ্রষ্টা মাত্র। বাসনা পরিত্যাগের পূর্ব্বে যাহা পাইবে বা দেখিবে সে সমস্তই অসত্য[৩৩]। ভোগ, বন্ধু, জগদ্ভাব ও শুভাশুভ কর্ম্ম, কিছুরই সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই। তবে কেন তুমি ঐ সকলের নিমিত্ত অনুশোচনা করিবে[৩৪]? একমাত্র আত্মতত্ত্বই আমি, যদি তোমার ঐরূপ বুদ্ধি জন্মে তাহা হইলে তোমার আর জগত্ত্রয়ও থাকিবে না। কারণ এই যে, ভয়ের সহিত তোমার সম্বন্ধ নাই[৩৫]। তোমার বন্ধুরা তোমার নিমিত্ত শোক করে করুক, তাহাদের সুখ দুঃখের সহিত তোমার সম্পর্ক পর্য্যন্তও নাই। অথবা তুমি যাহাদের জন্য শোক করিবে তাহাদের সহিত তোমার আদৌ সম্বন্ধ নাই। যখন সমস্তই অসৎ তখন অবশ্য সম্বন্ধও অসৎ[৩৬]। যদি তুমি বুঝিয়া থাক যে, আমি পূর্ব্বজন্মে ছিলাম, ভবিষ্যৎ জন্মেও থাকিব, এবং বর্ত্তমান জন্মেও আছি, তাহা হইলে তোমার সেই সেই জন্মের বান্ধব দিগের জন্য শোক করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা তুমি কর না। না কর কেন[৩৭।৩৮]? যদি এমন বুঝিয়া থাক যে, আমি এ জন্মের এক, অন্য জন্মের অন্য, তাহা হইলেও তোমার শোক করা অনুচিত। কেননা, সে পক্ষে স্থায়ী বস্তু না থাকায় শোকের কারণের অভাব[৩৯]। যদি এমন বুঝিয়া থাক যে, আমি এই হইয়াছি, আর হইব না, দেহ নাশের সঙ্গেই বিনষ্ট হইব, তাহা হইলে ত আদৌ শোক করিতে পার না। যখন কেহই থাকিবে না তখন আর কাহার বা কি জন্য শোক[৪০]? অতএব হে রাঘব! প্রকৃতির কার্য্যভূত জগতের ক্রমে (প্রণালীতে) সুখ দুঃখ দুএর কিছুই

করা কর্ত্তব্য নহে, বরং মুদিতা (অনুমোদনাত্মক হর্ষ) ও যথোপস্থিত কার্য্যের অনুগমন করা কর্ত্তব্য[১১]। হে রামচন্দ্র! তুমি অনুভব করিও না, দুঃখকেও অবসর দিও না, সমান নিশ্চল, নিষ্কম্প ভাবে থাক। পরমাত্মা সর্ব্বগামী, অর্থাৎ সর্ব্বত্রাবস্থিত, এই নিশ্চয় করিয়া সাম্য আশ্রয় কর[১২]। তুমি অনন্ত সৎস্বরূপ, ও আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত, মহান্ ও স্বপ্রকাশ। জ্বালা কোটরে যেরূপ অন্ধকার অবস্থিতি করিতে পারে না, তদ্রূপ তোমাতেও দুঃখাদি অবস্থিতি করিতে পারে না[১৩]। তুমি জগৎ পদার্থ সমূহের হারসূত্র স্বরূপ। অর্থাৎ তোমাতেই এ সমস্ত গ্রথিত রহিয়াছে। যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই দেখে, সংসার আছে, এবং লোক সকল জন্মিতেছে ও মরিতেছে! হে রামচন্দ্র! যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাহারা সংসারের স্থিতি দেখে না। তুমিও জ্ঞানী, তাই তোমাকে বলি, সুখী হও[১৪]।[১৫]। কষ্টই এই সংসারের স্বরূপ, তাহা অজ্ঞান বশতঃ বৃদ্ধি পায়। হে সদ্বুদ্ধিশালিন্! তুমি অজ্ঞান নহ, প্রত্যুত জ্ঞানবান্[১৬]। ভ্রমের আবার রূপ কি? ভ্রান্তিই ভ্রমের রূপ। যেমন স্বপ্নের রূপ স্বপ্ন, তাহার ন্যায় ভ্রমেরও রূপ ভ্রম (মিথ্যা প্রতীতি)[১৭]। রাম! জগৎ নিস্তত্ত্ব হইলেও মূলে ব্রহ্মতত্ত্ব থাকায় সৎ বলিয়া প্রতীত হয়। এরূপ ভাব হওয়া অর্থাৎ এতদ্রূপ জগতের এতদ্রূপে প্রকাশ হওয়াও সেই সর্ব্বশক্তি পরমাত্মার অন্যতম শক্তি[১৮]। তাই আমি বলিতেছি, কে কাহার বন্ধু? কেই বা কাহার শত্রু? সকলেই সকলের সব[১৯]। যেমন জলে সততই তরঙ্গ ব্যক্ত ও অব্যক্ত হইতেছে, তেমনি, জগৎও অবিশ্রান্ত গমনে যাইতেছে ও আসিতেছে[২০]। কখন অধঃ উর্দ্ধ হইতেছে, আবার উর্দ্ধও কখন অধঃ হইতেছে। বস্তুতঃ এই সকল সংসার চক্রের অধঃ উর্দ্ধ নাই। কখন স্বর্গবাসী নরকে ও কখন বা নরকবাসী স্বর্গে যাইতেছে। দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তর গমনের ন্যায় জীব এক যোনি হইতে অন্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে[২১]।[২২]। ধীর কৃপণ হইতেছে, আবার কৃপণও ধীর হইতেছে। ভূত সকল অসংখ্য প্রকারের উৎপতন নিপতনে বিচলিত হইতেছে[২৩]। যেমন অগ্নিতে হিমের কণামাত্রও পাওয়া যায় না, তেমনি, ইহাতে এমন কোনও কিছু পাওয়া যায় না —যাহা একরূপ, স্থির ও সন্তাপ পরিশূন্য[২৪]। মহাভাগ ও বান্ধব কতিপয় দিনের জন্য[২৫]। হে বাহুশালিন্ রাম! আত্মীয়তা, পরতা, অন্যত্ব,

তুমিত্ব, আমিত্ব, এ সমস্তই দ্বিচন্দ্র ভ্রমের ন্যায় মিথ্যা[৫৬]। ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এই আমি, ঐ তুমি, এ মিথ্যা প্রতীতি তোমা হইতে বিগলিত হউক[৫৭]। তুমি ব্যবহারে থাক ক্ষতি নাই, কিন্তু যেন তোমার তদ্রূপ দৃষ্টি ছিন্নমূল হইয়া থাকে[৫৮]। এই সংসার পথে বিচরণ কর, ক্ষতি নাই। কিন্তু দেখিও, যেন তুমি বাসনাভারে শ্রান্ত ক্লান্ত হইও না[৫৯]। তোমার যেমন যেমন বাসনা নাশক বিচার উদিত হইবে তেমনি তেমনি বাসনা ক্ষয় হইতে থাকিবে[৬০]। ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এ গণনা লঘুচেতা দিগের। পরন্ত যাহারা উদার, তাহাদের কুত্রাপি ঐরূপ জ্ঞান, আচরণ ও বিভাগ গণনা নাই[৬১]। এমন কিছু নাই, যাহাতে আমি নহি, এমন কিছু নাই, যাহা আমার নহে। ধীরগণ এইরূপ বুদ্ধিরই সাহায্যে বিগতাবরণ অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা যে আচ্ছন্নতা, সে আচ্ছন্নতা পরিবর্জ্জিত হন[৬২]।

হে রাঘব! বহুশত জন্ম দ্বারা বদ্ধমূল ভ্রমযুক্ত জগতে বন্ধু এবং অবন্ধু এইরূপ দর্শন হইয়া থাকে, বস্তুত এই ত্রিভুবন বন্ধুবিহীন হইলেও ভ্রমদৃষ্টিদ্বারাই চিরবন্ধু স্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। হে রাঘব! সমুদায় ভূতই তোমার বন্ধু অথচ অত্যন্ত অসংযুক্ত[৬৩।৬৪]।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনবিংশ সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই বিষয়ে তোমার নিকট ভাগীরথী তীরস্থিত মুনিপুত্রদ্বয়ের এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এতৎ প্রসঙ্গে আমার সেই আশ্চর্য্য পুণ্যজনক মুনিপুত্রসংবাদ নামক ইতিহাস স্মৃতিপথারূঢ় হইয়াছে[১।২]।

এই জম্বূদ্বীপের কোন এক প্রদেশে গিরিসমূহমধ্যে বনসমূহে পরিবৃত মহেন্দ্র নামক এক অতি উন্নত পর্ব্বত আছে[৩]। তত্রত্য কল্পদ্রুম সোদর দ্রুম রাজির ছায়ায় মুনি ও কিন্নর প্রভৃতি বিশ্রান্তি লাভ করিয়া থাকেন। সেই পর্ব্বতের বিস্তৃত শৃঙ্গসমূহ আপন ঔন্নত্যের দ্বারা অকাশকেও পরাভূত করিতেছে[৪]। যখন শৃঙ্গকন্দরচারিমুনিগণ সামবেদ গান করেন, তখন বোধ হয়, যেন ব্রহ্মলোকে সাম ধ্বনি শুনা যাইতেছে। নীলবর্ণ মেঘমণ্ডল সেই শৃঙ্গস্থিত লতাকুঞ্জে সংলগ্ন হইয়া কেশের ন্যায় শোভা বিস্তার করে[৫।৬]। এই পর্ব্বতের তটপ্রদেশে শরভ পশুর বিজৃম্ভণ যেন কল্পান্ত মেঘের গর্জ্জনকে উপহাস করে। এই পর্ব্বতের এক বিশেষ শৃঙ্গের কোন বিস্তৃত প্রদেশস্থিত রত্নসানুতে মুনিগণের স্নানপানার্থ ভগবতী আকাশগঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন। তত্রস্থ সেই ত্রিপথগামিনী ভাগিরথীর তীরে বিকসিত দ্রুমে পরিপূর্ণ সুমেরুতটসদৃশ কনপ্রভ এক প্রদেশ (স্থান বিশেষ) আছে। তথায় পরমাত্মবোধসম্পন্ন উদারধী মূর্ত্তিমান্ তপঃস্বরূপ দীর্ঘতপা নামক এক মুনি বাস করিতেন। যেমন বৃহস্পতির পুত্র কচ, তাহার ন্যায় সেই মুনির পুণ্য ও পাবন নামে দুই পুত্র ছিল[৭।১২]। মহর্ষি দীর্ঘতপা ঐ পুত্রদ্বয় ও এক ভার্য্যার সহিত তত্রস্থ ফলপাদপসম্পন্না দেবনদীর তীরে পরম সুখে বাস করিতেন[১৩]। কিয়ৎকাল পরে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র পুণ্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন এবং কনিষ্ঠপুত্র পাবন অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ হইলেন। অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ অর্থাৎ তাঁহার মূর্খত্ব মাত্র দূরীভূত হইল। পাবন অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ বশতঃ পরম বস্তু অপ্রাপ্তি নিবন্ধন দোলায়মানচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[১৪।১৫]। ক্রমে এক শত

বৎসর জীর্ণ হইলে দীর্ঘতপা মুনির আয়ুঃ শেষ হইল এবং তদীয় দেহ-লতাও জীর্ণ হইল। অনন্তর তিনি ভারবাহীর ভার পরিত্যাগের ন্যায় সেই গিরিগুহামধ্যে বৃত্তান্তশতপূর্ণ জীর্ণ শীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিলেন [১৬।১৮]। রাম! পুষ্প বিনষ্ট হইলে তাহার গন্ধ যেমন আকাশ আশ্রয় করে তাহার ন্যায় তিনিও দেহ বিনাশে চিদাস্পদ পরম পদ আশ্রয় করিলেন (ব্রহ্মপদে লীন হইলেন)[১৯]। অতঃপর তদীয় ভার্য্যা মুনি-বরের দেহ প্রাণবিবর্জ্জিত দর্শন করতঃ নালবিহীন পঙ্কজের ন্যায় বিলু-ণ্ঠিত হইতে লাগিলেন এবং ভ্রমরী যেমন পদ্মকে পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় তিনিও আপনার চিরসমাশ্রিত দেহ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ভর্ত্তাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট যোগদ্বারা রোগজরাদিগ্লানিরহিত স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলে, উডুপতি চন্দ্র অস্তগমন করিলে যেমন গগনকোষস্থ তৎপ্রভা জনগণের অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহার ন্যায় সেই মুনিভার্য্যাও আজ্ ভর্ত্তৃ-অনুগমনের পর জনগণের অদৃশ্যা হইলেন[২০।২২]। অনন্তর পুণ্য, শোকাদির বশবর্ত্তী না হইয়া সেই মৃত পিতামাতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ পাবন, শোকোপহত-চিত্ত জ্যেষ্ঠের ন্যায় ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থ হইয়া কাননবীথিতে বিলাপ করতঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন[২৩।২৪]। পরে উদারমতি পুণ্য পিতামাতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বিপিনে আগমন করিলেন এবং পাবনকে সাতিশয় শোকাক্রান্ত দেখিয়া উপদেশ কথা সকল বলিতে লাগিলেন[২৫]।

বলিতে লাগিলেন, হে পুত্র! * যে শোক অন্ধতার প্রধান কারণ, তাহাকে কি নিমিত্ত তুমি প্রশ্রয় দিয়া বিবৃদ্ধ করিতেছ? যদ্রূপ বর্ষা-কালের মেঘ পদ্মকে জলধারা বহন করায়, তদ্রূপ শোকও তোমার নেত্র পদ্মকে বাষ্পধারা বহন করাইতেছে[২৬]। তোমার পিতা মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন। তিনি তোমার মাতার সহিত মোক্ষ নামক পরমাত্মপদে গমন করি-য়াছেন[২৭]। সেই পরমাত্মপদ সমুদায় জননধর্ম্মী জন্তুর উৎপত্তির, স্থিতির ও লয়ের মূল ও আধার এবং বিজিতাত্মা (তত্ত্বজ্ঞানী) দিগের স্বরূপ। অতএব তুমি স্বভাবপ্রাপ্ত পিতার জন্য শোক করিতেছ কেন[২৮]? ইনি

---

* জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য। পুণ্য সেই ভাবে পাবনকে পুত্র সম্বোধন করিয়াছেন।

মাতা, ইনি পিতা, এই সাংসারিক ভাব মোহ হইতেই জন্মে। সুতরাং যাহা বস্তুতঃ শোকস্থান নহে, মোহপ্রযুক্ত তুমি তাহার জন্য শোক আরোপ করিয়া লইতেছ[২৯]। তিনি তোমার মাতা নহেন, এবং তিনিও তোমার পিতা নহেন, তুমিও তাঁহাদিগের পুত্র নহ। যদি জন্ম উপ-লক্ষিত পুত্রতার কথা বল, তবে, ভাবিয়া দেখ, তাঁহাদিগের ত্বদ্বিধ পুত্র অসংখ্য[৩০]। তোমার এই যেমন পিতৃমাতৃ বিয়োগ হইল, এরূপ পিতৃমাতৃ বিয়োগ অসংখ্য বার হইয়া গিয়াছে[৩১]। তাঁহাদেরও তুমিমাত্র পুত্র নহ। তাহাদেরও তোমার ন্যায় অসংখ্য পুত্র অতীত, জন্মিয়া মৃত, হই-য়াছে। অন্য নরেরও এইরূপ বহুপুত্র ও বহু পিতামাতা গত হই-য়াছে[৩২]। আমাদিগের পিতা মাতার এমন লক্ষ লক্ষ পুত্র অতীত হই-য়াছে ইহা নিশ্চয় জানিবে[৩৩]। প্রত্যেক ঋতুতে মহাতরুর ফলের ন্যায় জন্তুগণের জন্মে জন্মে মিত্র ও বান্ধব আগমন ও গমন করিয়া থাকে (হয় আর যায়)[৩৪]। হে সুত! যদি মাতা, পিতা ও পুত্রাদির নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে অতীত সহস্র সহস্র মাতা পিতার নিমিত্ত কি জন্য শোক না কর[৩৫]? হে মহাভাগ! এই জগৎপ্রপঞ্চ ভ্রান্তির মহিমায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে অর্থাৎ ইহা কেবল মোহের কল্পনা। বস্তুতঃ ইহাতে মিত্র, সুহৃদ্ ও বান্ধবাদি নাই[৩৬]। হে ভ্রাতঃ! যেমন চিরপ্রতপ্ত মহামরুতে জলবিন্দু থাকিতে পারে না, তদ্রূপ, পরমার্থ দৃষ্টিতে কোন কিছুর নাশ নাই[৩৭]। হে ভ্রাতঃ! ঐ যে ছত্রচামরচঞ্চলা রাজলক্ষ্মী, যাহা পরিদৃশ্যমান হইতেছে, উহা স্বপ্ন বিশেষ। উহা তিন বা পাঁচ দিনের জন্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে[৩৮]। হে পুত্র! এক্ষণে তুমি পারমার্থিকী দৃষ্টি অবলম্বনে সত্য বিচার করিয়া অন্তঃকরণ হইতে ভ্রান্তি পরিত্যাগ কর। ইনি গত, ইনি মৃত, এরূপ কুদৃষ্টি স্বীয় সঙ্কল্পজনিত উপতাপ হইতে সমুত্থিত হইয়া থাকে। অজ্ঞানরূপ আতপে উপতপ্ত অতিবিস্তীর্ণ আত্মরূপ মরুভূমিতে স্বীয় বাসনারূপ মরীচিবারি শুভাশুভ তরঙ্গ সহকারে অনন্ত আকারে প্রস্ফুরিত হইতেছে মাত্র[৩৯]।[৪১]।

একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশ সর্গ।

—○•○—

পুণ্য কহিলেন, ভ্রাতঃ! পিতাই বা কে? মাতাই বা কে? মিত্রই বা কে? এবং বান্ধবই বা কে? বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে—সমস্তই কল্পনাময় বিভ্রমে সমুত্থাপিত[১]। ফলতঃ বন্ধু, মিত্র, পুত্র ও স্নেহ, দ্বেষ, মোহ, অবস্থা ও আময়, এ সকল কেবল নামে বিস্তৃত। অর্থাৎ ঐ ঐ নামের নামী বস্তু নাই। ভাবিয়া দেখ, বন্ধুভাবে ভাবিত হইলেই বন্ধু, শত্রুরূপে ভাবিত হইলেই শত্রু। সুতরাং পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে—সংসারস্থিতি কেবল ভাবমূলক ও বিষমিশ্র অমৃতের অনুরূপা[২।৩]। একাত্ময় আত্মার আবার ইনি বন্ধু ইনি শত্রু কি[৪]? হে পুত্র! এই রক্ত, মাংস ও অস্থি প্রভৃতির সংঘাত রূপ দেহের মধ্যে আমি কে, তাহা বিচার করিয়া দেখ[৫]। পরমার্থ দৃষ্টিতে তুমি আমি, এ সকল নাই। পুণ্যই বল, আর পাবনই বল, সমস্তই দেহাত্মবিভ্রমের প্রথা (প্রসিদ্ধি)[৬]। তোমার আবার পিতা কে? সুহৃদ্‌ই কে? মাতাই কে? পরই বা কে? বল দেখি, অনন্ত বিলাস আকাশের আবার আত্মীয় ও পর কি[৭]? যদি তুমি একটা কিছু থাক, তবে তাহারই জন্ম জন্মান্তর ঘটনা কথা বলিতে পার। সে পক্ষে আমি বলি—তবে তুমি সেই সেই জন্মের বান্ধবের ও বিভবের জন্য শোক প্রকাশ কর না কেন? হে পুত্র! পূর্ব্বজন্মে তোমার বনস্থলীতে বহুবিধ পুষ্প ও মৃগাদি ছিল, তুমি তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করিতেছ না কেন[৮।৯]? পূর্ব্বে তোমার পদ্মশালিনী তটিনীতে অনেক হংস বান্ধব ছিল, তুমি তাহাদের নিমিত্ত শোক করিতেছ না কেন[১০]? পূর্ব্বে বিচিত্র বনভূমে বৃক্ষবন্ধু ছিল, তুমি তাহাদের নিমিত্ত শোক করিতেছ না কেন[১১]? পূর্ব্বে উন্নত শৈলকন্দরে বহুতর সিংহ বান্ধব ছিল, তুমি তাহাদের নিমিত্ত শোক করিতেছ না কেন[১২]? পূর্ব্বে সাম্ভোজসরোবরে তোমার অনেক মৎস্য বন্ধু ছিল, তুমি তাহাদের নিমিত্ত শোক করিতেছ না কেন[১৩]? তুমি দশার্ণদেশে কপিল নামে বানর, তুখার দেশে

রাজপুত্র, পুণ্ড্রদেশে বনবায়স, হৈহয় দেশে মাতঙ্গ, ত্রিগর্ত্তে গর্দ্দভ, শাল-দেশে কুক্কুর, সরলবৃক্ষে পক্ষী, বিন্ধ্যপর্ব্বতে পিপ্পলবৃক্ষ, মহাবটে ঘুণ-কীট ও মন্দরে কুক্কুট, পরে মন্দরপর্ব্বতগুহায় বিপ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে[১৫।১৬]। অপিচ, পূর্ব্বে কোশলদেশে ব্রাহ্মণ হইয়া বঙ্গদেশে তিত্তির ও পুনঃ তুখার দেশে অশ্ব হইয়াছিলে। পরে অধ্বর প্রদেশে (অথবা যজ্ঞভূমে) ব্রাহ্মণ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে[১৭]। যে তুমি পূর্ব্বে তাল বৃক্ষের মূল মধ্যে কীট ও উডুম্বর ফল মধ্যে মশক ও বিন্ধ্যবনে বক হইয়াছিলে, সেই তুমি এক্ষণে আমার অনুজ[১৮]। যে তুমি হিমা-লয়কন্দরে ভূর্জ্জপত্রের মধ্যে ছয়মাস পিপীলিক হইয়া অবস্থান করিয়াছিলে সেই তুমি এক্ষণে আমার অনুজ[১৯]। পূর্ব্বে যে তুমি এতদ্দেশসীমান্তে কুগ্রামে গোময়রাশিতে সার্দ্ধসংবৎসর [illegible]রূপে অবস্থিতি করিয়াছিলে, সেই তুমি এক্ষণে আমার অনুজ[২০]। পূর্ব্বে যে তুমি বনবাসিনী পুলিন্দীর স্তনপীঠে পদ্মে ষট্পদের ন্যায় নিলীন থাকিতে (অর্থাৎ পুলিন্দ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল) সেই তুমি এক্ষণে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা[২১]।

হে পুত্রক! তুমি পূর্ব্বে জম্বুদ্বীপে অন্যান্য বহুযোনিতে বহু শত সহস্র বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে[২২]। বৎস! আমি তত্ত্বজ্ঞান বিশোধিত সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা তোমার ও আমার প্রাক্তন বাসনাক্রম সকল (জন্ম-পরম্পরা) দর্শন করিতেছি[২৩]। অদ্য সমুদিত জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা আমারও অতীত জন্মপরম্পরা স্মৃতিপথে সমুদিত হইতেছে[২৪]। আমি ত্রিগর্ত্তে শুক, সরিত্তটে ভেক, পরে বনমধ্যে ক্ষুদ্রপক্ষিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সম্প্রতি এই কাননে এতৎ জন্ম গ্রহণ করিয়াছি[২৫]। আমিও বিন্ধ্যাচলে পুলিন্দ, বঙ্গে বৃক্ষ এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতে উষ্ট্র জন্ম ভোগ করিয়া এই কাননে ব্রাহ্মণকুলে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছি[২৬]। হে পুত্র! পূর্ব্বে যে আমি হিমপর্ব্বতে চাতক, পৌণ্ড্রমণ্ডলে রাজা ও সহ্যপর্ব্বতে ব্যাঘ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই আমি এক্ষণে তোমার অগ্রজ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি[২৭]। যে দশবর্ষ গৃধ্র, পঞ্চমাস গ্রাহ (জলজন্তু) এবং শত বৎসর সিংহজন্ম ভোগ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি আজ্ তোমার অগ্রজ ভ্রাতা[২৮]। বৎস! আমি অক্ষুগ্রামে চকোর ও শ্রীপর্ব্বতে আচার্য্য-পুত্র ও তুখার দেশে মাণ্ডলিক হইয়াছিলাম। সে কথা আজ্ আমি তোমাকে বলিলাম[২৯]। আমার পূর্ব্বজন্মের বিবিধাচারচেষ্টিত

সংসারপরম্পরা সমস্তই স্মরণ হইতেছে[৩০]। আমারও শত শত বান্ধব, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও সুহৃদ্ অতীত হইয়াছে; একণে আমি সেই প্রাক্তন কোন্ বন্ধুর নিমিত্ত শোক করিব? কোন্ বন্ধুর নিমিত্তই বা অতিশয় ক্রন্দন করিব? জগতের গতিই এইরূপ, সুতরাং সমস্তই অশোচ্য[৩১।৩২]। হে পুত্র! যেমন বৃক্ষের পত্র অসংখ্য ও সে সকল উৎপন্ন, শীর্ণ, নিপতিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে সেইরূপ সংসারী জীবেরও অসংখ্য পিতা মাতা ভ্রাতা ও বন্ধু অতীত হইতেছে আবার আসিতেছে[৩৩]। তাহাতে যে সুখ দুঃখ আছে তাহার প্রমাণ কি? সেইজন্য বলিতেছি, আইস, আমরা শোক হর্ষাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থ অবস্থায় থাকি[৩৪]। গতিকোবিদগণ অহম্ভাবসম্বলিত প্রপঞ্চভাবনা পরিত্যাগ করিয়া যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, আইস, আমরাও সেই গতি প্রাপ্ত হই[৩৫]। ভ্রাতঃ! ভবভাবনাবিমুক্ত হইয়া অব্যগ্রভাবে সেই জরামরণবর্জ্জিত আত্মার স্মরণ কর, বিমূঢ় হইও না[৩৬।৩৭]।

বৎস! তোমার দুঃখ নাই, জন্ম নাই, মাতা নাই ও পিতা নাই। হে সদ্বুদ্ধে! তুমি যে আত্মা সেই আত্মাই আছ, অন্য কিছু নহ[৩৮]। এই সংসারযাত্রায় অজ্ঞ নরেরাই নানা অভিনয় প্রদর্শন করে ও রসভাবসমন্বিত হয়[৩৯]। কিন্তু যাহারা মধ্যস্থ বা উদাসীন অর্থাৎ যাহারা কেবল দর্শক মাত্র, তাহারা স্বস্থ থাকিয়া যখন যাহা উপস্থিত হয় তখন তাহা দেখে মাত্র, তাহাতে হৃষ্ট বা তুষ্ট হয় না[৪০]। নিশাগমে দীপ যেমন আলোকের কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা, সেইরূপ, লোকস্থিতি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞগণও অকর্ত্তা[৪১]। কার্য্য সকল আত্মাতে অধ্যস্ত, এবং আত্মাই সে অধ্যাসের কর্ত্তা, এ কথা সত্য; পরন্তু তত্ত্বজ্ঞগণ তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন না। কেননা তাঁহারা জানেন, অধ্যস্ত মাত্রেই মিথ্যা[৪২]। হে পুত্র! ইচ্ছাকলঙ্কবিবর্জ্জিত ও মননশীল আত্মার (বুদ্ধির) দ্বারা স্বস্বভাব আত্মার (পরমাত্মার) সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সংসার ভ্রম পরিত্যাগ করতঃ পরিতোষ প্রাপ্ত হও[৪৩]।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশ সর্গ।

—()○()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, তখন পাবন পুণ্য কর্ত্তৃক অভিহিত প্রকারে প্রবোধিত হইলে, যেমন প্রভাত কালে ভূতল প্রকাশ প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় তদীয় বোধ (জ্ঞান) সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইল[১]। পরে তাঁহারা উভয়ে পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়া স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে সেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন[২]। তৎপরে যথাকালে দেহ পরিত্যাগ করতঃ নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইলেন। দীপ যেমন তৈল দগ্ধ করিয়া নির্ব্বাপিত হয় তাহার ন্যায় তাঁহারাও প্রারব্ধ ভোগ শেষ করিয়া নির্ব্বাপিত হইলেন[৩]। হে অনঘ! পূর্ব্বভুক্ত দেহের সুহৃদ্ ও বন্ধু অসংখ্য, কে কবে সে সকলের গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিয়াছে[৪]? হে রঘুনন্দন! তাই আমি তোমাকে বলিতেছি, অনন্ত শোকাদি দুঃখের মূলীভূত বিষয় বৃদ্ধি করা উচিত নহে; হ্রাস করাই উচিত[৫]। যেমন ইন্ধন দ্বারা পাবকের বৃদ্ধি হয় ও ইন্ধন অভাবে তাহার অভাব হয়, তাহার ন্যায় চিন্তার দ্বারা চিন্তা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং অচিন্তার দ্বারা তাহা বিনষ্ট হয়[৬]। রাম! তুমি ধ্যেয়ত্যাগরূপ রথে সমারূঢ় হইয়া সকরুণ ও উদার দৃষ্টিতে দুঃখমগ্ন লোক অবলোকন করণার্থ উত্থিত হও[৭]। হে মহাবাহো! তাহারই নাম ব্রাহ্মী স্থিতি, তাহাই শুদ্ধ স্বচ্ছ ও বিগতাময়। তাহা প্রাপ্ত হইলে বিমূঢ় ব্যক্তির মোহ অপগত হয়[৮]। বিবেকরূপ সুহৃদ্ ও পরমার্থবুদ্ধিরূপিণী সখী সহ বিচরণ করিলে জনগণের সংসার সঙ্কটে বিমুগ্ধ হইতে হয় না। আপনার ধীরতা ব্যতীত আর কেহ সঙ্কটত্রাতা নহে[৯]। অতএব, আপদ বিঘাতার্থ বৈরাগ্য, শাস্ত্র ও মহত্বাদি গুণ আহরণ করতঃ যত্নপূর্ব্বক মনকে উন্নত করিবেক[১০।১১]। মহত্বাদিগুণে উন্নীত মনের দ্বারা যে ফল লব্ধ হয়, ত্রিভুবনের ঈশ্বরত্ব বা বহুযত্নসংগৃহীত রত্নপূর্ণ কোষ দ্বারা সে ফল পাওয়া যায় না[১২]। যাহারা উত্তম মধ্যম অধম মধ্যে জন্মপরম্পরা ভোগ করতঃ জগৎকুক্ষি মধ্যে পরিভ্রমণ করে, তাহা-

দের মন সদা সন্তপ্ত থাকে[১৩]। মনের পূর্ণতা (মন যখন কিছুই চাহে না তখনই মনের পূর্ণতা) হইলে এই জগৎ তখন সুধাপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। যাহার পদদ্বয় চর্ম্মপাদুকায় আবৃত, তাহার সম্বন্ধে সমস্ত ভূপ্রদেশ চর্ম্মাবৃত[১৪]। মন বৈরাগ্যদ্বারাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, আশার দ্বারা নহে। আশা তাহাকে রিক্তই করে, পূর্ণ করে না[১৫]। যাহার চিত্ত আশার বশ্য, তাহাদের হৃদয় অগস্ত্যপীত সমুদ্রের ন্যায় শূন্য কোটর (জলশূন্য সমুদ্রের ন্যায় ভয়াবহ ও বৃথা গভীর)[১৬]। যাহার চিত্তরূপ বৃক্ষে তৃষ্ণা মর্কটী লম্ফ ঝম্প না করে, তাহারই হৃদয়বন মহৎ। যাহাদের চিত্ত স্পৃহাশূন্য, তাহাদের নিকট ত্রিজগৎ পদ্মবীজের ন্যায় ক্ষুদ্র, যোজন সমূহ গোষ্পদ এবং মহাকল্প নিমেষার্দ্ধ[১৭।১৮]। নিস্পৃহ মনে যেরূপ শীতলতা (নিস্তাপ বা আহ্লাদ) বিরাজ করে, কদলীত্বকে, হিমাংশুতে বা হিমাচলে তাদৃশী শীতলতা নাই[১৯]। যে শোভা বা যেরূপ কমনীয়তা নিস্পৃহ মনে বিরাজ করে সে শোভা সে কমনীয়তা পূর্ণচন্দ্রে, সমুদ্রে ও কমনীয় লক্ষ্মীবদনেও নাই[২০]। আশাপিশাচী নরগণের অন্তরকে যেরূপ দূষিত করে, মেঘলেখা চন্দ্রকে ও কজ্জলরেখা সুধাধবলিত গৃহভিত্তিকে সেরূপ দূষিত করে না[২১]। চিত্তরূপ বৃক্ষের আশারূপ শাখার দ্বারা সমুদয় দিক্‌তট সমাচ্ছন্ন হয়। সেই শাখা ছিন্ন হইলে চিত্তরূপ মহাদ্রুম স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। চিত্ততরু যখন তৃষ্ণাশাখাবিহীন হইয়া স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ একরূপে অবস্থিতি করে, ধীরতা তখন শতশাখা হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে[২২।২৩]। হে রাম! যখন চিত্ত অনস্তমিতধৈর্য্যদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তখন সেই পদ পাওয়া যায়—যে পদের আর বিনাশ নাই[২৪]। যদি তুমি বিশুদ্ধাশয় হও, আর আশা নাম্নী চিত্তবৃত্তিকে অঙ্কুরিত হইতে না দাও, তাহা হইলে তোমার আর ভয় কি[২৫]? তোমার চিত্ত যখন বৃত্তিবিহীন প্রযুক্ত অচিত্ত হইবে তখনই তুমি মোক্ষনাম্নী সুবিস্তীর্ণা সত্তায় স্থিত হইবে[২৬]। তৃষ্ণারূপিণী উলূকী যদি তোমার চিত্তগৃহে বাস করে তাহা হইলে তোমার অমঙ্গল দিন দিন বৃদ্ধিই পাইবে[২৭]। যাহাকে চিন্তন বা চিন্তা বলা যায়, তাহাকে আমরা মনোবৃত্তি বলি এবং আশাও বলি। তুমি সেই আশারূপা চিত্তবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হও[২৮]। যে যে বৃত্তিতে জীবিত থাকে তাহার সে বৃত্তি বিনষ্ট

হইলে অবশ্যই সে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। তাই বলিতেছি, তুমি চিত্তকে বিনাশ করিবার জন্ত তাহার বৃত্তি বিনাশ কর[১৩]। হে মহানুভাব! তুমি সমুদায় এষণা (ইচ্ছা বা আশা) প্রশমিত কর, করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্ত হও। কু আশারূপ বন্ধনরজ্জু ছিন্ন হইলে কেনা মুক্ত হয়[১৪]?

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ সর্গ।

—○()*()○—
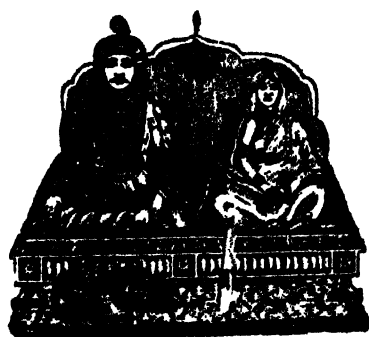
বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুবংশরূপ আকাশের পূর্ণচন্দ্র! আমি তোমাকে উদ্ধারের অন্য উপায় বলি, শ্রবণ কর। যেরূপ মহারাজ বলি আত্মসমুদিত বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আশীর্ব্বাদ করি, তুমিও তদ্রূপে জ্ঞান প্রাপ্ত হও[১]।

বশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণে রাম বলিলেন, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদে প্রাপ্তব্য বিষয় প্রাপ্ত ও অমল পদে বিশ্রান্ত হইয়াছি। শরৎকালের আকাশ যেমন মেঘমুক্ত হয় তাহার ন্যায় আমার হৃদয়াকাশ তৃষ্ণাবিমুক্ত হইয়াছে[২।৩]। আমি এখন সায়ংকালীন জ্যোৎস্নায় পরিপূর্ণ উড়ুরাজের ন্যায় স্বস্থ, সুশীতল ও আনন্দময় হইয়াছি[৪]। পরন্তু আপনার বচনাবলি শ্রবণে আমার তৃপ্তির অন্ত হইতেছে না। অতএব হে বিভো! আমার বোধ বৃদ্ধির নিমিত্ত বলিরাজার বিজ্ঞান প্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করুন। আমি জানি, সাধুগণ অবনত শিষ্যকে উপদেশ বাক্য বলিতে ক্লেশ বোধ করেন না[৫.৬]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট বলির সেই উত্তম বৃত্তান্ত বর্ণন করি, তাহা শুনিলে তুমি শাশ্বত তত্ত্ববোধ প্রাপ্ত হইবে[৭]।

এই জগৎকোশের কোন এক দিকে ভূমির অধোভাগে পাতাল নামে এক বিখ্যাত লোক আছে[৮]। এই পাতাললোকের কোন কোন প্রদেশ ক্ষীরোদসমুদ্রজাতা ও অমৃতনির্ম্মিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীগণে পরিসেবিত এবং উহার কোন স্থান উদ্দামরব ও লোলজিহ্ব সহস্রফণ ফণিগণে আকীর্ণ[৯।১০]। কোন স্থানে সুমেরুতুল্য বৃহদাকার দানবগণ, এবং কোন প্রদেশে গর্জ্জনকারী দিগ্‌দন্তিগণ স্তম্ভের গৃহচ্ছদ ধারণের ন্যায় উপরিতন ভূ-বিভাগ বহন করিতেছে। কোন প্রদেশে নারকী জীবের স্বকৃত কর্ম্ম ফলের দুর্গন্ধময় প্রতিভাস, এবং কোন প্রদেশ অধোলোক হইতে পৃথিবীর উপরিতন মণ্ডল পর্য্যন্ত সুমেরু প্রভৃতি মহাগিরির

শিফাতুল্য (শিফা=শিকড়) পাদ সমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং কোন কোন প্রদেশ সঙ্কুচিত বিবরতুল্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতালাবয়ব (পাতালের অংশ বিশেষ) দ্বারা সুসঙ্কট[১১।১৪]। * যাঁহার পাদপদ্মরজঃ সুরাসুর-গণের মস্তকে সর্ব্বদা অবস্থান করে, সেই ভগবান্ কপিলদেব কর্তৃক কোন স্থান পবিত্রিত হইতেছে এবং কোন স্থানে অসুররমণী পরি-পূজিত ভগবান্ হাটকেশ † অবস্থান করিতেছেন। বিরোচন পুত্র বলি ঈদৃশ পাতাললোকের মহাপরাক্রান্ত রাজা[১৫।১৭]। সুররাজ ইন্দ্র ইহার পাদসম্বাহন বাঞ্ছা করেন। অধিক কি বলিব, ভূতগণের পালন কর্ত্তা ভগবান্ হরি স্বয়ং ইহার রক্ষক[১৮।১৯]। ইনি কুপিত হইলে তদীয় কল্পাগ্নিসদৃশপ্রতাপের উগ্র প্রভাবে সপ্ত সমুদ্রও শোষ প্রাপ্ত হইত[২০।২১]। যেমন ময়ূরের শব্দে সর্পদিগের হৃদয় নাড়ী শুষ্ক হয় তাহার ন্যায় ইহার নাম শুনিলে ঐরাবতের গণ্ড শুষ্ক হইয়া যাইত। (গণ্ড অর্থাৎ মদস্রাব স্থান)। তদীয় যজ্ঞধূমজাত বারিদ গণের বারি-বর্ষণে সপ্ত সমুদ্র পরিপূরিত করতঃ ব্রহ্মাণ্ডবিবরস্থ জনগণের রক্ষা করিত[২২]। তাঁহার কোপদৃষ্টির প্রভাবে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ফলভারাবনত লতার ন্যায় নত হইয়াছিল[২৩]। এই বলি ভুবনভূষণ ইন্দ্রাদিদেবগণকে

* পৌরাণিক বর্ণনা অনুসারেও পাতাল ভূছিদ্র অর্থাৎ পৃথিবীর অন্তর্ব্বর্ত্তী বৃহৎ বিবর বা বহুযোজনব্যাপী অবকাশময় স্থান বিশেষ (ফাঁক)। সর্ব্বদিকে মৃত্তিকাবরণ, মধ্যে ফাঁক, এইরূপ এক একটী পৃথিবীর মধ্যগত স্থানের নাম পাতাল। এরূপ পাতাল উপর্য্যুপরি সাতটী। এবম্বিধ পাতাল সপ্তকের প্রত্যেক পাতালে অর্থাৎ প্রত্যেক বহুযোজনব্যাপী ফাঁকের মধ্যে মধ্যে স্তম্ভের (পিল্‌পার) ন্যায় পদার্থ আছে, সে গুলি দিগ্‌গজ নামে প্রসিদ্ধ। লৌহশলাকায় ৭টী অপূপ (চিতি পিঠা) পর পর সাজাইয়া বিদ্ধ করিলে যেরূপ সংস্থান হয়, সুমেরু প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতের শিকড়ে উক্ত সপ্ত পাতাল পর পর সেইরূপে গ্রথিত হইয়া আছে। তাহাতে সেই সেই বৃহৎ বিবরের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র বিবর থাকা সম্ভটন হইয়া আছে। সর্ব্ব নিম্ন ছিদ্রে নরক ও নারকী জীবের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণকারেরা বলেন, এই সপ্ত পাতাল পৃথিবীর মধ্যে বটে, পরন্তু সর্ব্বত্র নহে। পৃথিবীর যে প্রদেশে জম্বুদ্বীপ বা জম্বুখণ্ড, তাহারই মধ্যবিভাগে অবস্থিত। পৃথিবী সপ্তদ্বীপা। অন্যান্য দ্বীপের অধো-ভাগে পাতাল নাই। সে সকল দ্বীপ নীরেট।

† পুরাণে ইহা স্বর্ণলিঙ্গাত্মা শিব বলিয়া প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ সুবর্ণময় শিবলিঙ্গ।

পরাজিত করিয়া দশ কোটি বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন[২৫]। উক্ত প্রকারে সেই দানবপতি বলি দেবদানবগণের গমনাগমনযুক্ত তাদৃশ পাতাল-লোকে আবর্ত্তনশীল বহুযুগ পর্য্যন্ত ত্রৈলোক্য ভোগে অতিবর্ত্তিত করিলেন। পরে সহসা বিষয় ভোগে উদ্বেগ প্রাপ্ত হইলেন। একদা তিনি রত্ননির্ম্মিত হর্ম্ম্যের বাতায়ন প্রদেশে উপবিষ্ট হইয়া মনে মনে সংসারগতি চিন্তা করিতে লাগিলেন[২৬।২৭] অহো! আমি আর কত কাল এরূপ অক্ষুণ্ণশক্তি থাকিয়া সাম্রাজ্য ভোগ করিব এবং আর কত কালই বা বিহার করিব[২৮]। এই অদ্ভুত সাম্রাজ্য ভোগে আমার কি হইতেছে[২৯]? এই ভোগ যদিও আপাত মধুর, কিন্তু অবশ্যই ইহা ক্ষয়শীল, অতএব ইহাতে সুখ কি[৩০]? পুনঃ পুনঃ দিনের উৎপত্তি ও শর্ব্বরীর সংস্থিতি এবং পুনঃ পুনঃ শয়ন ভোজন প্রভৃতি কর্ম্ম, ভাবিয়া দেখিলে পরিতোষের বিষয় নহে, প্রত্যুত লজ্জারই বিষয়[৩১]। কাল্ কান্তালিঙ্গন, আজ্ও আবার কান্তালিঙ্গন। কাল্ ভোগ ও ভোজন, আজ্ আবার সেই ভোগ ও সেই ভোজন। একি অদ্ভুত শিশুক্রীড়া! যাহারা মহৎ, অবশ্যই ইহা তাহাদের লজ্জাজনক[৩২]। প্রতিদিবস একই প্রকার ভুক্তবিরস ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতে হয়, বুদ্ধিমান্ লোক ইহাতে লজ্জিত না হয় কেন[৩৩]? আবার দিন, আবার রাত্রি, আবার কার্য্যপরম্পরার অনুষ্ঠান, এ কি অদ্ভুত বিড়ম্বনা! বুদ্ধিমান্ লোক বুঝিয়াও বুঝে না[৩৪]। জল যেমন উর্ম্মিত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার নিরূর্ম্মি হয়, তেমনি এই সমস্ত জনগণও পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ারত হইতেছে[৩৫]। জনগণের এরূপ সংসারচেষ্টা উন্মত্ত-চেষ্টার অনুরূপ ও বাললীলার ন্যায় উপহাস জনক[৩৬]। নিত্য নিত্য কৃতকার্য্যের অনুষ্ঠানে ফল কি? এমন কার্য্য কি আছে, যাহার অনুষ্ঠান করিলে পুনর্ব্বার আর কর্ম্ম করিতে হয় না[৩৭]? উপহাস জনক এই মহাড়ম্বর আর কত কাল? এবং ইহাতে লাভই বা কি[৩৮]? এই বস্তুশূন্য অর্থাৎ নিরর্থক শিশুক্রীড়ার ন্যায় ক্রীড়া কেবল দুঃখপরম্পরার নিমিত্তই অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহার অনুষ্ঠানে কোনও প্রকার উৎকৃষ্ট ফল দেখিতে পাই না[৩৯।৪০]। ইহাতে অতি যৎসামান্য ও ক্ষণিক বিষয় সুখ ব্যতীত অন্য কিছু নাই। অতএব, নিরতিশয় সুখ কোথায় ও কিসে আছে, এক্ষণে তাহাই আমার অনুসন্ধানীয়[৪১]।

হে রাঘব! মহারাজ বলি আপনা আপনি ঐরূপ চিন্তা করতঃ ধ্যাননিরত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, ওঃ আমার স্মরণ হইয়াছে[১২]। পূর্ব্বে আমার আত্মতত্ত্বজ্ঞ পিতা বিরোচনকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে মহামতে! যাহাতে সর্ব্ব প্রকার দুঃখ ও সাংসারিক সর্ব্ব প্রকার সুখের শান্তি বিদ্যমান আছে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা যাহাকে সংসার সীমার অন্তস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এরূপ বস্তু কি? হে তাত! কোন্ বস্তুতে মোহ প্রশমিত হয়, কোন্ বস্তু সর্ব্ব প্রকার বাসনার অতীত, কোন্ বস্তু পুনরুৎপত্তিরহিত ও কাহাতেই বা চিরবিশ্রান্তি লাভ করিতে পারা যায়[১৩।১৪]। অপিচ, কি প্রাপ্ত হইলে পুরুষগণ এই দেহে সকল সুখ লাভ অপেক্ষা সমধিক তৃপ্তি লাভ করেন[১৫।১৬]? এবং কোন্ বস্তু দর্শন করিলে দর্শনের সম্যক্ তৃপ্তি হয়? এই সমস্ত ভোগপরম্পরা সুখাবহ নহে, ইহা শিশুগণকেও ক্রুদ্ধ ও মনোমোহে নিপাতিত করে। হে তাত! যাহা সুন্দর আনন্দজনক ও যাহাতে অবস্থিত হইলে আমি বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারি, তাহাই আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[১৮]। আমার পিতা এই প্রশ্ন শ্রবণ করতঃ নিশাকর করস্পর্শে বিগুণিত সৌন্দর্য্য অমৃতরসসম্পূর্ণ কল্পতরুতলে উপবিষ্ট হইয়া মদীয় অজ্ঞানভ্রম নিবারণার্থ যে জরামরণ নিবারণ মধুর বচনাবলি বিন্যাস সহকারে বলিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মৃতিপথে সমাগত হইয়াছে[১৯]।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

-○()○()○-

বিরোচন আমাকে সস্নেহ সম্বোধনে বলিয়াছিলেন, হে পুত্র! এক অতি বিস্তীর্ণ দেশ আছে—যাহাতে এমন বহুসহস্র ত্রৈলোক্য পর্য্যাপ্ত হয় (অর্থাৎ স্থিতি প্রাপ্ত হইতে পারে)[১]। তথায় সাগর, পর্ব্বত, বন, তীর্থ, নদী, সরোবর, পৃথিবী, পবন, চন্দ্র, সূর্য্য, লোকেশ ব্রহ্মা, দেব, দানব, ভূত, যক্ষ, রাক্ষস, গুল্ম, বনশ্রী, কাষ্ঠ, তৃণ, ভূত, স্থাবর, জঙ্গম, জল, অনল, দিক্, ঊর্দ্ধ, অধঃ, স্বর্গ, আতপ, কিছুই নাই। আমি তুমি, এমন কি, হরিহর প্রভৃতিও নাই[২।৫]। সেই দেশে এক মাত্র রাজা আছেন—তিনি মহান্, মহাদ্যুতি, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বগ ও সর্ব্বময়[৬]। (এই পর্য্যন্ত গ্রন্থ সন্দর্ভে পরমাত্মাকে রূপক বর্ণনায় রাজা বলা হইয়াছে)। এই রাজা এক মন্ত্রী কল্পনা করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রী সমস্ত মন্ত্রণায় দক্ষ, অঘটন ঘটনে এবং ঘটন অঘটনে সমর্থ[৭]। সে নিজে কোন কিছু ভোগ করিতে পারে না ও জানে না। যে কিছু করে—সমস্তই রাজার নিমিত্ত এবং যাহা কিছু জানে—সমস্তই রাজার সাহায্যে। এই মন্ত্রীই সেই মহীপতির সর্ব্বকার্য্যের এক মাত্র কর্ত্তা। রাজা সর্ব্বক্ষণই একান্তে অবস্থান করেন[৮।৯]। (রূপক বর্ণনায় মনকে মন্ত্রী বলা হইয়াছে)।

বলি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামতে! আধিব্যাধিবিনির্ম্মুক্ত সে দেশ কি? বা কোথায়? কি প্রকারেরই বা সে দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কোন্ ব্যক্তি সে দেশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আমাকে বলুন। আর সেই রাজাই বা কে? মন্ত্রীই বা কে? তাহা আমাকে ব্যক্ত করিয়া বলুন। যে আমরা অবলীলাক্রমে সমস্ত জগৎ বিশীর্ণ করিতে সমর্থ হই, আমরা তাঁহাকে জয় করিতে পারি না, এরূপ বলবান্ মন্ত্রী কে? আমরা তাঁহাকে জয় করিতে পারি না, তাহার কারণ কি? মর্ম্মই বা কি? এই সকল বিষয় বিষদরূপে কীর্ত্তন করিয়া আমার হৃদয়াকাশস্থ সংশয়রূপ অম্বুদমণ্ডল তিরোহিত করুন[১০।১২]।

বিরোচন বলিলেন, পুত্র! লক্ষ লক্ষ দেব ও অসুর সমবেত হই-য়াও সেই বলবান্ মন্ত্রীকে আক্রমণ করিতে পারে না। সে যদি ইন্দ্র, যম, কুবের, অমর বা কোন অসুর হইত তাহা হইলে তুমি তাহাকে জয় করিতে পারিতে[১৩।১৪]। প্রস্তরে উৎপলাঘাত করিলে প্রস্তরের কিছুই হয় না, অধিকন্তু উৎপলই শীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহার ন্যায়, সেই মন্ত্রিপুরুষে অসি, মুষল, প্রাস, বজ্র, চক্র, গদা প্রভৃতি বিফলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১৫]। সে অস্ত্রশস্ত্রাদির বধ্য ও সৈনিকগণের গ্রাহ্য নহে বলিয়া সমুদায় দেবাসুর তাহার বশ্য[১৬]। যেমন প্রলয়বায়ু সুমেরু প্রভৃতি নিপাতিত করে তাহার ন্যায় সেই মন্ত্রীই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি মহাসুর দিগকে বশীভূত করিয়া বিষ্ণুর দ্বারা বিনি-পাতিত করিয়াছিল[১৭]। নারায়ণাদি দেবগণ সকল লোকেরই জ্ঞানো-পদেষ্টা, পরন্তু সেই মন্ত্রী তাঁহাদিগকেও ভৃগুশাপাদি নিমিত্ত উপস্থিত করিয়া গর্ভরূপ গর্ত্তে নিবেশিত করিয়াছিল[১৮]। পঞ্চশর স্মর তাহারই প্রসাদে এই লোকত্রয় সগর্ব্বে আক্রমণ করতঃ সম্রাটের ন্যায় বিরাজ করিতেছে[১৯]। যাহার আকৃতি অতি কদর্য্য, যাহার প্রভাবে সুর ও অসুর সকলেই অস্বাধীন বা অধৈর্য্য, সেই গুণহীন দুর্ম্মতি ক্রোধ সেই মন্ত্রিবরের প্রসাদেই সগর্ব্বে বিহার করে[২০]। সহস্র সহস্র দেবাসুরগণের যে পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম হইয়াছে তাহাও সেই মন্ত্রীর ক্রীড়া[২১]। হে পুত্র! সেই মন্ত্রী যদি তাহার সেই প্রভু কর্ত্তৃক বিজিত হয়, তবেই সে সুজেয়; নচেৎ সে অচলোপম[২২]। যে কালে তাহার সেই প্রভুর ইচ্ছা হয় যে আমি আমার মন্ত্রীকে জয় করিব সেই কালে সে সেই প্রভু কর্ত্তৃক অতি যৎসামান্য যত্নে (অর্থাৎ জ্ঞান মাত্রে) জিত হইয়া থাকে[২৩]। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই তিন লোকে যত বলবান্ আছে, উক্ত মন্ত্রী সে সমস্তেরই মল্ল অর্থাৎ জেতা। এই যে তিন্ জগৎ, এ সমস্তই তাহার নিকট ম্রিয়মান। তোমার যদি তাদৃশ মন্ত্রীকে জয় করিবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই তুমি তদপেক্ষা অধিক পরাক্রমী[২৪]। উক্ত মন্ত্রীরূপ সূর্য্য উদিত হইলে এই ত্রৈলোক্যরূপ পদ্মসরোবর বিকাশপ্রাপ্ত ও অস্তগত হইলে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে[২৫]। হে সুব্রত! যদি তুমি একমাত্র ব্যামোহ বিহীন (ব্যামোহ বিহীন বুদ্ধি=বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের আবির্ভাব যুক্ত জ্ঞান) বুদ্ধির দ্বারা উক্ত মন্ত্রীকে

জয় করিতে পার, তাহা হইলে তুমি ধীরপদবাচ্য হইতে পার[১৬]। উক্ত মন্ত্রীকে জয় করিতে পারিলেই সমুদয় অজেয় লোক জয় করিতে পারা যায়। তোমার লোকত্রয় জয় আর উক্ত মন্ত্রীর জয় সমান কথা নহে। যদি উক্ত মন্ত্রী অজিত থাকে তাহা হইলে তোমার সমুদায় জয় বৃথা। অতএব হে পুত্র! যদি তোমার মৃত্যুঞ্জয়রূপ সিদ্ধি ও শাশ্বত সুখ লাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে কষ্টচেষ্টার দ্বারাও উক্ত মন্ত্রীকে জয় করিবার জন্য যত্নশীল হও। উক্ত অতিবলশালী মন্ত্রী কর্ত্তৃক সুর, দানব, নাগ, যক্ষ, নর, মহোরগ ও কিন্নর এতং সমবেত এই ত্রিজগৎ বিবশীকৃত হইয়া রহিয়াছে[১৭।১৯]

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ সর্গ

:():

বলি কহিলেন, কোন্ উপায়ে উক্ত মহাবল মন্ত্রীকে জয় করিতে পারা যায় এবং সেই মহাবীর্য্যশালী মন্ত্রীই বা কে? তাহা আমাকে শীঘ্র বলুন[১]। বিরোচন বলিলেন, হে তনয়! সেই অজেয় ভাবে অবস্থিত মন্ত্রীকে যে প্রকারে জয় করিতে পারা যায়, তাহা বলি, শ্রবণ কর[২]। হে পুত্র! যদি তুমি তাহাকে যুক্তির দ্বারা গ্রহণ করিতে পার তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইবে। কিন্তু যুক্তি ত্যাগ করিলে সে তোমাকে উদ্ধত আশীবিষের ন্যায় দগ্ধ করিবে[৩]। যাঁহারা তাহাকে অপত্যনির্বিশেষে লালন করিয়া অবশেষে যুক্তির দ্বারা নিয়মিত করিতে থাকেন, (নিয়মিত=নিয়মে রাখা। নিয়ম=মধ্যে মধ্যে অল্প বিষয় প্রদান করা ও অধিক সময় বিষয়ের প্রতি দোষার্পণ করতঃ বিষয় হইতে বিমুখ হওয়া,) তাঁহারা তদীয় প্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সেই রাজার দর্শন লাভ করিয়া তৎপদ প্রাপ্ত হন[৪]। পূর্ব্বোক্ত রাজা দৃষ্ট হইলেই মন্ত্রী বশীভূত ও মন্ত্রীকে আক্রম করিতে পারিলেই রাজা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন[৫,৬]। রাজা যদি অদর্শন গোচরে থাকেন, তাহা হইলে সেই দুর্মন্ত্রী অত্যন্ত দুঃখ ফল প্রদান করে এবং মন্ত্রী যদি নির্জ্জিত না হয় তাহা হইলে রাজাও দুর্লভদর্শন হইয়া থাকেন[৭]। সেইজন্য, একই সময়ে রাজদর্শনের ও মন্ত্রী-জয়ের চেষ্টা অভ্যস্ত করিতে হইবে[৮]। হে পুত্র! যদি তুমি পুরুষকার ও উৎকৃষ্ট অভ্যাস দ্বারা অল্পে অল্পে উক্ত উভয় কার্য্য সম্পাদন করিতে পার তাহা হইলে তুমি অনায়াসে সেই শুভ দেশ প্রাপ্ত হইতে পারিবে[৯]। উক্ত উভয় অভ্যস্ত হইয়া যখন ফল প্রসব করিবে তখন তুমি সেই দেশে যাইবে এবং সে দেশে গেলে তখন আর তোমার অল্পমাত্রও শোক থাকিবে না[১০]। সে দেশে এমন সকল সাধু বাস করেন যাঁহা-দের আয়াস নাই, যাঁহাদের অন্তর নিত্য প্রমুদিত, এবং সংসার উপশম প্রাপ্ত[১১]। হে পুত্র! সে কোন্ দেশ তাহাও বলি, শ্রবণ কর। পুত্র! দেশ নাম দিয়া যাহার কথা বলিয়াছি, তাহা সমস্ত দুঃখবিনাশন মোক্ষ।

আর রাজা নাম দিয়া যাহাকে বলিয়াছি, তিনি ভগবান্ সর্ব্বপদাতীত আত্মা। হে মহামতে! তিনি যে মন্ত্রী কল্পনা করিয়াছেন সে মন্ত্রী মন[১২।১৩]। যেমন মৃত্তিকাপিণ্ড ঘটভাবে ও ধূম মেঘরূপে পরিণত হয় তেমনি উক্ত মন এই বিশ্বাকারে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব, উক্ত মন বিজিত হইলে সমস্তই জিত হয় সত্য; পরন্তু সে অতিশয় দুর্জ্জয়। তাহাকে জয় করিতে হইলে একমাত্র যুক্তি অবলম্বন করা আবশ্যক[১৪।১৫]।

বলি কহিলেন, পিতঃ! যে যুক্তিতে মন পরাজিত হয়, তাহা আমাকে বলুন। বিরোচন কহিলেন, পুত্র! বিষয়ের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শনই মনোজয়ের উৎকৃষ্ট যুক্তি[১৬।১৭]। উক্ত যুক্তি অবলম্বন করিলে মনোরূপ উন্মত্ত মাতঙ্গ ঝটিতি অবনত হয়, কিন্তু অভ্যাস ব্যতিরেকে কদাচ অনাস্থা প্রবর্ত্তিত হয় না, স্থিতি লাভও করে না। হে পুত্র! ঐ যুক্তি দুষ্প্রাপ্যও বটে, সুপ্রাপ্যও বটে। অভ্যস্ত না হইলে দুষ্প্রাপ্য, অভ্যস্ত হইলে সুপ্রাপ্য[১৮।১৯]। হে তনয়! উক্ত যুক্তি ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা দৃঢ়া হইলে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বিষয়ের প্রতি অরতি অর্থাৎ নিস্পৃহতা দিন দিন প্রকট প্রাপ্ত হইতে থাকে[২০]। আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও বিনা অভ্যাসে উহা উপার্জ্জিত হয় না[২১]। এই সংসার গর্ত্ত মধ্যে দেহীরা তত-কাল দুঃখে পরিভ্রমণ করে যতকাল বিষয়ারতি প্রাপ্ত না হয়[২২]। এ পর্য্যন্ত কোনও ব্যক্তি বিনা অভ্যাসে বিষয়ারতি লাভ করিতে পারেন নাই[২৩]। অতএব, দেহধারী দিগের কর্ত্তব্য—তাহারা পূর্ব্বোক্ত ধ্যেয়ত্যাগী হইয়া অজস্র অভ্যাস করতঃ ভোগারতিকে বিবৃদ্ধি করিতে থাকিবেন[২৪]। হে পুত্র! পুরুষকার অর্থাৎ দৃঢ়তর শাস্ত্রোক্ত প্রযত্ন (চেষ্টা) ব্যতীত শুভ লাভের সম্ভাবনা নাই[২৫]। লোকে যে দৈবের কথা বলে তাহা অন্য কোন মূর্ত্তিমান্ পদার্থ নহে। যাহার নাম ভবিতব্য, যাহার নাম নিয়তি, তাহাই দৈব শব্দের অভিধেয়। উক্ত দৈবও পুরুষার্জ্জিত। যাহা যাহার যে সময়ে সম্পন্ন হয়, হর্ষ বা অমর্ষ বিনাকারণে অথবা অদৃষ্ট কারণে উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থলে লোকে দৈব শব্দের উল্লেখ করিয়া থাকে। দৈব নিয়তিরই রূপ বিশেষ এবং তাহাও পুরুষকারের ফল। পুরুষকার প্রয়োগ পূর্ব্বক পুরুষ যাহা সঙ্কল্প করে, দৃঢ়তা জন্মিলে প্রায় তাহা তাহাই হইয়া থাকে, ইহা প্রায়ই লোক মধ্যে দৃষ্ট হয়[২৬।২৯]। অমুক কর্ম্মের অমুক ফল, ইত্যাদি নিয়মের নাম নিয়তি। তাহাও মনোজন্মা। অতএব,

মনই সর্ব্ব বিষয়ের কর্ত্তা। মন সুদৃঢ় সঙ্কল্পে যাহা কল্পনা করে তাহা নিয়তি নামে গণ্য হইয়া যোগ্য কালে সেই সেই ফলে পরিণত হয়। এতদনুসারে স্থির হয় যে, চিত্তই কর্ম্মনিয়তির ও ফলনিয়তির যোজক। হে রাঘবেন্দ্র! আমাদের বিবেচনায় চিত্তই জীব, তাহা এই জগৎকোষে আকাশে বায়ুর প্রস্ফুরণের ন্যায় স্ফুরিত রহিয়াছে। তাহারই উপার্জ্জিত নিয়তি তাহাকে বিহিত কর্ম্ম করায় এবং কখন বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম করায়[৩১]। [৩২]। অতএব, যাবৎ মন তাবৎ দৈবই বল আর নিয়তিই বল, বিদ্যমান থাকে। হে সাধো! মন অস্তমিত হইলে তখন আর কি নিয়তি কি দৈব সমস্তই অস্তমিত হয়।

যে সকল জীব ইহ লোকে কর্ম্মজ্ঞানাধিকারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, সে সকল জীবের সঙ্কল্প অব্যাহত। তাহারা স্বাধীন পুরুষকার অবলম্বনে বৈরাগ্যাদি আহরণ করতঃ ব্রহ্মাত্মভাবেই নিমগ্ন থাকে। হে পুত্র! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, ইহ লোকে পুরুষকার ব্যতীত অন্য কিছু নাই[৩৩।৩৪]। অতএব, অত্যুৎকৃষ্ট পুরুষকারের (শাস্ত্রোক্ত যত্নের) আশ্রয়ে থাকিয়া ভোগের প্রতি অনাস্থা অর্জ্জন করিবে। যাবৎ না ভোগের প্রতি অনাস্থা জন্মে তাবৎ পরমা শান্তি লাভ হয় না। মোহদায়িনী বিষয়রতি যতকাল থাকিবেক ততকালই সংসারদোলায় দোলায়িত হইবে। হে পুত্র! অভ্যাস ব্যতীত দুঃখদায়িনী ভোগদুরাশার নিবৃত্তি হয় না[৩৭।৩৮]।

বলি বলিলেন, হে অসুরেশ্বর! সেই ভোগবৈরাগ্য যেরূপে স্থিতি লাভ করে তাহা আমাকে বলুন[৩১]। বিরোচন বলিলেন, দানবরাজ! কেবল মাত্র আত্মদর্শন দ্বারা উহা নিরূঢ় ও স্থায়ী হইয়া থাকে। আত্মদৃষ্টি লতা স্থানীয়া, তাহা মোক্ষ ও ভোগবৈরাগ্য, এই দ্বিবিধ ফল প্রদান করে[৪২]। যেমন পদ্মগর্ভে শোভা অবস্থিতি করে তাহার ন্যায় আত্মসাক্ষাৎকারে উত্তম বিষয়বিরতি অবস্থিতি করে[৪৩]। অতএব হে মহামতে! তুমি স্বীয় প্রজ্ঞা পরিচালিত বিচার দ্বারা আত্মতত্ত্ব সন্দর্শন করতঃ বিষয় বিরতি প্রাপ্ত হও[৪৪]। অব্যুৎপন্ন চিত্তকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার দুই ভাগ ভোগাদিতে, এক ভাগ শাস্ত্রাদি শ্রবণে ও অপর এক ভাগ গুরুশুশ্রূষাদ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অধিক ব্যুৎপত্তি জন্মিলে এক ভাগ ভোগ দ্বারা, দুই ভাগ গুরুশুশ্রূষাদ্বারা ও

এক ভাগ শাস্ত্রার্থচিন্তন দ্বারা পূর্ণ করিবে। যখন ব্যুৎপন্ন হইবে তখন দুই ভাগ শাস্ত্র ও বৈরাগ্যাভ্যাস এবং অপর দুই ভাগ ধ্যান ও গুরু-পূজার দ্বারা পূর্ণ করিবে[৪৬,৪৭]। ক্রমে সাধুতা প্রাপ্ত ও জ্ঞানকথা শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র হইবে। ধীরে ধীরে চিত্ত বালককে যুক্তিপূর্ণ পবিত্র কথা শ্রবণ করাইবে এবং শাস্ত্রার্থের দিকে পরিণামিত ও সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করিতে থাকিবে[৪৮,৪৯]। ঐরূপ করিলে চিত্ত দুরাগ্রহ পরিত্যাগ করিবে, উৎকৃষ্ট জ্ঞানে পরিণত হইবে এবং স্ফটিক মণির ন্যায় শুভ্র স্বচ্ছ হইয়া বিরাজ করিবে[৫০]। এই অবস্থায় ভোগ কি? ভোক্তা কে? দেহ কি? সমস্ত তত্ত্বই দৃষ্ট হয়[৫১]। অতএব হে পুত্র! তুমি ইহাই মনে রাখিবে যে প্রজ্ঞাবিচারে পরায়ণ হইয়া ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শমতা ও আত্মদৃষ্টি গ্রহণ করিবে[৫২]। পরমাত্মা দর্শন তৃষ্ণানাশের মূল এবং তৃষ্ণানাশ পরমাত্মদর্শনের বীজ। যেমন দীপ ও দশা (পলিতা) পরস্পর পরস্পরের সহায়, তাহার ন্যায়, ঐ দুই দৃষ্টি পরস্পর পরস্পরের সহায়[৫৩]। ভোগাস্বাদ বিনষ্ট ও পরাৎপর দেবের দর্শন হইলে অনন্ত ও নিত্য বিশ্রাম উদিত হয়। আত্মবিশ্রান্তি ব্যতীত জীবের নিবৃত্তি লাভের ও প্রবৃত্তি বিনাশের সম্ভাবনা নাই[৫৪,৫৫]। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থপর্য্যটন, কিছুতেই নিবৃত্তি বা অনন্ত সুখ লাভ হয় না এবং বিনা আত্মজ্ঞানে ভোগবিরতিও হয় না। যদি নিজের সঙ্কল্পযত্ন না থাকে তবে কোনও যুক্তি আত্মদর্শনে সমর্থ হয় না[৫৬,৫৭]। হে পুত্র! প্রযত্ন বিশেষ অবলম্বন ব্যতীত শ্রেয়োলাভ ও ভোগত্যাগ জনিত পরমার্থ বিজ্ঞান এবং ব্রহ্মপদ বিশ্রান্তি ব্যতীত পরম সুখ লব্ধ হয় না[৫৮,৫৯]। সেইজন্য বলিতেছি—তোমার মতি যাহাতে সেই পরম কারণে নিবিষ্ট হয় তাহা কর। তুমি পুরুষকার অবলম্বনে দৈবকে বিদূরিত কর[৬০]। পণ্ডিতগণ বলেন, ভোগই মোক্ষ দ্বারের অর্গল; সেই জন্য তাঁহারা ভোগের নিন্দা করেন। ভোগ অতি গর্হিত পদার্থ, এতদ্রূপা বুদ্ধি স্থির হইলে বিচারপ্রবৃত্তি জন্মে। ভোগগর্হণায় বিচার, আবার বিচারে ভোগগর্হণা, পরস্পর পরস্পরের অভাব পূরণ করে। যেমন সমুদ্র ও মেঘ। ভোগগর্হা, বিচার ও আত্মানুসন্ধান, এই তিন্ সমবেত হইলে অর্থসিদ্ধি হয়। প্রথমে পুরুষকার অবলম্বনে দৈবকে পরাভূত করতঃ ভোগে অরুচি উৎপাদন করিবেক, তথা দেশ, আচার

ও বান্ধবগণের অবিরোধে ও মতে ধন উপার্জ্জন করিবেক। পরে সেই ধন দ্বারা দ্রব্য ও সদ্গুণশালী বান্ধব অর্জ্জন করিবেক[৬৭।৬৮]। তাহাদের সংসর্গে ভোগগর্হার প্রবৃত্তি, তৎপরে বিচার, তৎপরে শাস্ত্রার্থ-বোধযোগ্য জ্ঞান, তৎপরে শাস্ত্রার্থের অবধারণ, তৎপরে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি। যখন তুমি বিষয়বৈরাগ্যবান্ হইবে সেই কালে বিচারের ফল পরম পদ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। সেই ব্রহ্ম পদ প্রাপ্তিই অতিপবিত্র সর্ব্ববিশ্রান্তি[৬৯.৭০]। ব্রহ্ম পদে বিশ্রান্ত হইলে তখন আর কল্পনাপঙ্কে ও দুঃখে নিপতিত হইবে না। হে শুদ্ধস্বভাব! হে ব্রহ্ম! তোমাকে আমার নমস্কার হউক[৭১]। * বৈধরূপে ধন উপার্জ্জন, অল্প পরিমাণে ধনের নিন্দা, ধনের দ্বারা সাধু সজ্জন সংগ্রহ, তৎ সংসর্গে ধনের অবহেলা, তৎপরে বিচার, তৎপরে আত্মলাভ[৭২]।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* চিত্ত সহজে বশ্য হয় না এবং বৈরাগ্যও সহজে হয় না। অতিকষ্টে ও অল্পে অল্পে অভ্যাস বিশেষ দ্বারা ঐ দুই বিষয় আয়ত্ত করিতে হয়। তাহারই ক্রম বা প্রণালী "চিত্তস্য ভাগো দ্বৌ" ইত্যাদি শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভোগের দ্বারা চিত্তের দুই ভাগ, শাস্ত্র চর্চ্চার দ্বারা এক ভাগ এবং গুরুসেবার দ্বারা এক ভাগ, এ কথার তাৎপর্য্য—প্রথমে দিবসের একার্দ্ধ মাত্র দেহ রক্ষার উপযোগী চেষ্টা করিবেক। অপরার্দ্ধের অর্দ্ধেক শাস্ত্রানুশীলনে ও অর্দ্ধেক গুরু সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহার সেবাদিতে মন নিবিষ্ট রাখিবেক। তাহাতে অনেক প্রশ্ন ও সন্দেহ ভঞ্জন হইবার সম্ভাবনা। ক্রমে দিবসের চারিভাগের এক ভাগ দেহ রক্ষার উপযোগী চেষ্টা, দুই ভাগ গুরুসেবায় ও এক ভাগ শাস্ত্রার্থ চিন্তা। তৎপরে দিবসের দুই ভাগ শাস্ত্রার্থ দর্শনে ও বৈরাগ্যে ও দুই ভাগ ধ্যানে ও গুরুসেবায় চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিবেক। এ অবস্থায় দেহযাত্রা নির্ব্বাহের দিকে দৃষ্টি রাখিবেক না, তাহা যথোপস্থিত নিয়মে সম্পন্ন হইবেক। এই অবস্থা যখন স্থায়ী বা অবিচাল্য হয় তখনই জীব শ্রবণাধিকারী অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের যোগ্য পাত্র হয়, পরে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ জ্ঞানী হইয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকারান্তে জীবন্মুক্তি রূপ স্থিতি লাভ করে। বিরোচন এইরূপ বলিয়া শুদ্ধস্বভাব আত্মার স্মরণ করিয়া তদুদ্দেশে নমস্কার করিলেন এবং তাদৃশ চিত্তকে ব্রহ্ম বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

-০()০()০-

বলি পিতৃসকাশে শ্রুত ঐরূপ ঐরূপ পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে বিচারজ্ঞ পিতা আমাকে যে সকল কথা বলিয়া ছিলেন, ভাগ্যক্রমে সেই সকল কথা আজ্ আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইয়াছে এবং ভাগ্যক্রমেই আজ্ আমি উৎকৃষ্ট প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছি[১]। এত দিন পরে আজ্ আমার ভোগস্পৃহা সম্পূর্ণরূপে বিনিবৃত্ত হইল। এত দিন পরে আজ্ আমি সুন্দর, স্বচ্ছ ও অমৃতশীতল শান্তি সুখ প্রাপ্ত হইলাম[২]। এত দিন আমি পুনঃ পুনঃ আশার অনুগমন, ধন আহরণ ও কাম্যার প্রার্থনা পূরণ করিয়া বৃথা কষ্ট পাইয়াছি[৩]। অহো! শান্তি স্থান কি রম্য ও কি সুশীতল! এস্থানে আগমন করিলে সমুদায় সুখ দুঃখ অন্তর্হিত হইয়া যায়। এখন আমি সমান অর্থাৎ এক রসে অবস্থিত সুতরাং শান্তি ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত। চিত্ত চন্দ্রার্পিত হইলে যেরূপ হৃষ্ট হয়, আজ্ আমার চিত্ত তদপেক্ষা অধিক হৃষ্ট হইতেছে[৪।৫]। বিভব অর্জ্জন করিতে মনকে দেশে দেশে পাঠাইতে হয়, তাহার প্রতি বল প্রয়োগ করিতে হয়, কত উৎকণ্ঠা সহ্য করিতে হয়, কত ক্ষোভ অনুভব করিতে হয়, সুতরাং বিভব অর্জ্জন সুখ নহে, প্রত্যুত দুঃখই[৬]। ইতিপূর্ব্বে আমি যে স্ত্রীর অঙ্গে অঙ্গযোজনা ও মাংসের দ্বারা মাংস পীড়ন করিয়া প্রীত হইতাম, তাহা আমার মোহ ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৭]। পণ্ডিতগণ যাহার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন, সেই উৎকৃষ্ট বৈভব আমি দৃষ্ট ও স্ববশীভূত করিয়াছি, অব্যাহত রাজ্যভোগাদি ভোগ করিয়াছি, সমুদায় প্রাণীকে স্বসামর্থ্যে নত করাইয়াছি, তাহাতে আমার কি সুখ হইয়াছে? যাহা সুখ, শাশ্বত সুখ, তাহা সংসারে নাই তাহা সংসারের অতীত[৮]। সংসারে আজ্ যে ভোগ, কাল্ও সেই ভোগ। আজ্ যে কার্য্য, কাল্ও সেই কার্য্য। সুতরাং কি ঐহিক কি পারত্রিক, কোনও ভোগের সারতা ও চমৎকারিতা নাই। সমস্তই চর্ব্বিতচর্ব্বণ মাত্র[৯]। অতএব, আজ্ হইতে আমি সমস্ত পরিহার করিয়া আপনি আপনায়

বুদ্ধি মাত্র অবলম্বনে স্বস্থ থাকিব[১০]। পাতাল, ভূতল, স্বর্গ, কুত্রাপি সাধবং সুখ নাই। স্ত্রী বল, রত্ন বল, সমস্তই অসার, তুচ্ছ এবং সমস্তই কালের ভক্ষ্য[১১]। এত কাল আমি যে তুচ্ছ জগৎ রাজ্যের জন্য অমর দিগের প্রতি বৈরাচরণ করিয়াছি, তাহা আমার মূর্খতা ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১২]। মনের বিনির্ম্মিত জগৎ অজ্ঞ লোকের পক্ষে ব্যাধিবিশেষ। ইহার পরিত্যাগে মহাত্মাদিগের ক্ষতিই বা কি? অনু-রাগই বা কি[১৩]? অহো! কি কষ্ট! এত কাল আমি অজ্ঞানান্ধ ছিলাম! যাহা অনর্থ—তাহাকেই আমি অর্থ মনে করিয়া সেবা করি-য়াছি[১৪]। আমি অজ্ঞানান্ধ হইয়া কি না করিয়াছি? যাহা করায় আমি এখন অনুতপ্ত[১৫]। যাহাই হউক, গত বিষয়ের চিন্তায় প্রয়ো-জন নাই, যাহা বর্ত্তমান, তাহারই চিন্তা আবশ্যক। পুরুষকার বর্ত্ত-মান চিকিৎসাতেই সফল হইয়া থাকে[১৬]। আজ আমি অপরিমিতা-কার ও সর্ব্বকারণ আত্মায় (ব্রহ্মে) আত্ম অভেদে অবস্থান করায় সর্ব্বত্র সুখ পূর্ণ দেখিতেছি[১৭]। আমি অদ্যই অজ্ঞান শান্তির নিমিত্ত কুলগুরু উশনসকে অর্থাৎ শুক্রাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিব—এই প্রপঞ্চ চক্র কি? আমি কে? এবং কি উপায়ে অহং-জ্ঞান-জ্ঞেয় জীবতত্ত্ব ও তদতীত পরমাত্মতত্ত্ব জানা যায়[১৮]? অপিচ, আমি এই মুহূর্ত্তেই প্রভু ও প্রসন্ন-স্বভাব শুক্রকে চিন্তা করিব এবং চিন্তার দ্বারা আহ্বান করিব। অন-ন্তর তাঁহার উপদিষ্ট অনন্ত বিভবে (আত্মায়) অবস্থান করিব। যাঁহারা মহান্, তাঁহাদের উপদেশ বিফল হইবার নহে; প্রত্যুত অক্ষয় ফলের হেতু হইয়া থাকে[১৯]।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাবলশালী বলি ঐরূপ চিন্তা করিয়া অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে আকাশবাসী ভগবান্ ভার্গবের ধ্যান করিতে লাগিলেন[১]। কিছু ক্ষণ পরে প্রভু শুক্র বলিকে গুরুপ্রার্থী জানিয়া আপন দেহকে বলির সেই রত্নবাতায়ন সমীপে উপনামিত (আনয়ন) করিলেন[২]। তখন বলি গুরুদেহপ্রভায় পরিমৃষ্ট হইয়া প্রভাত কালের অম্বুজের ন্যায় প্রবুদ্ধ অর্থাৎ হৃষ্ট হইলেন[৩।৪]। এবং রত্নাসন প্রদান, পাদবন্দন ও মন্দারকুসুম সমূহে তাঁহার পূজা করিলেন[৫]। ভগবান্ শুক্র বলি প্রদত্ত রত্নাসনে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে, বলি কহিলেন[৬], ভগবন্! যেমন সূর্য্যরশ্মি জনগণকে কার্য্যে নিযুক্ত করে, তদ্রূপ, ভবদীয় অঙ্গপ্রভা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে নিয়োজিত করিতেছে[৭]। হে প্রভো! আমি মোহপ্রদ ভোগে নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছি। যে তত্ত্ব মহামোহাপহারী, এক্ষণে আমি সেই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি[৮]। হে তত্ত্বজ্ঞ! হে গুরো! এই ভোগজাল কি, আমি কে, আপনি কে, এবং এই সমস্ত জনগণই বা কি? এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত তত্ত্ব সত্বর আমাকে উপদেশ করুন[৯]।

শুক্র বলিলেন, দৈত্যরাজ! আমি গগনমার্গে সঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত আছি, এ সময়ে সবিস্তরে বলিতে পারি না। সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর[১০]।

চিৎই আছে, এ সমস্ত চিন্ময় ও চিৎ। তুমি চিৎ, আমি চিৎ, সমস্ত লোকই চিৎ[১১]। যদি তোমার মদুক্ত বাক্যে শ্রদ্ধা, অর্থাৎ বিশ্বাস থাকে এবং যদি তুমি বিবেকী হও, তাহা হইলে তুমি ঐ নিশ্চয়ে সর্ব্বাত্মক বা সর্ব্বপ্রাপ্ত (ব্রহ্মপ্রাপ্ত) হইবে। অন্যথা আমি বহু বলিলেও সে সকল ভস্মে আহুতি প্রক্ষেপের ন্যায় বৃথা হইবে[১২]। চিৎ ও চেত্য উভয়ের সম্বলন (চিৎপদার্থে কল্পনার উদয়) হওয়াই বন্ধ এবং চেত্যনির্ম্মুক্ত (কল্পনাহীন) চিৎ হওয়াই মোক্ষ। কেননা, চেত্যাকারবিমুক্ত চিৎই পরমাত্মা। এই তিন্ কথা সর্ব্ব সিদ্ধান্তের সার[১৩]। যদি তুমি

ঐরূপ নিশ্চয় বা অবধারণ করিয়া আপনাকে দর্শন কর, তাহা হইলে আপনা আপনি আপনাতে অনন্ত পদ প্রাপ্ত হইবে[১৪]। গগনকোষে সপ্তর্ষিগণ অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আমি তথায় গমন করিব; দেবগণের কোন কার্য্য সাধনার্থ তথায় কিছু কাল আমাকে বাস অর্থাৎ অবস্থান করিতে হইবে[১৫]। দৈত্যরাজ! যত কাল দেহ থাকে তত কাল মুক্ত পুরুষেরাও কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না[১৬]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! জলরাশি যেমন প্রবলবেগে গ্রাহগণাকুলিত সমুদ্র প্রবেশ করে, তাহার ন্যায়, মহামতি ভার্গব ঐ কথা বলিতে বলিতে গ্রহগণমণ্ডিত নভোমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন[১৭]।

ষড়্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।
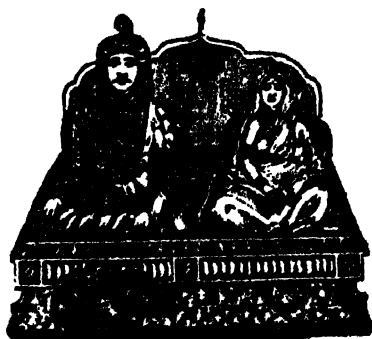
সপ্তবিংশ সর্গ।

—()○()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ভৃগুতনয় শুক্র আকাশে গমন করিলে, ধীমান্ বলি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শুক্র যাহা কহিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত। যাহা অহং শব্দের লক্ষ্য তাহাও চিৎ, যাহা লোক-শব্দের বোধ্য তাহাও চিৎ, দিক্ সমুদায়ও চিৎ এবং ক্রিয়া-কলাপও চিৎ[১।২]। কি বহিঃ কি অভ্যন্তর সমস্তই চিৎ। চিদ্ব্যতিরেকে দ্বিতীয় বস্তু কুত্রাপি নাই[৩]। চিৎ যদি "ঐ আদিত্য" ইত্যাকারে বিষয় অর্থাৎ প্রকাশ বা ব্যক্ত না করিত তাহা হইলে আদিত্যের সহিত অন্ধকারের কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিত না। চিৎ যদি "এই পৃথিবী" এইরূপে ইহাকে চেত্য (চিতের বিষয় বা প্রকাশ্য) না করিত তাহা হইলে এই পৃথিবীর পৃথিবীত্ব থাকিত না[৪।৫]। চিৎ যদি "এই দিক্ অর্থাৎ ইহা পূর্ব্ব ও ইহা পশ্চিম" ইত্যাদিপ্রকারে চেতিত (চেতনার দ্বারা প্রকাশ) না করে, তাহা হইলে কি দিকের দিক্ত্ব থাকে? চিৎ যদি "ইহা পর্ব্বত" এইরূপে উদিত বা প্রকটিত না হয় তাহা হইলে কে বলিতে পারে যে পর্ব্বত আছে? চিৎ যদি জগৎকে "এই জগৎ" এইরূপে অভিব্যক্ত না করে তাহা হইলে জগৎ কোথায় থাকে? চিৎ আকাশাদির আকারে উদিত না হইলে আকাশাদিরও অস্তিতা অসিদ্ধ হয়। এই পর্ব্বতাকার দেহও চিতের অনধিষ্ঠানে অপ্রসিদ্ধ হয়[৬।৮]। ইন্দ্রিয়, শরীর, মন, ইচ্ছা, বাঞ্ছা বা চেষ্টা, সমস্তই চিৎ। অন্তরেও চিৎ, বাহিরেও চিৎ, কার্য্য গুণ ক্রিয়া, উৎপত্তি স্থিতি লয়, সমস্তই চিৎ[৯]। ভোগেচ্ছা ও ভোগ, সমস্তই চিতের দ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছে। শরীর কিছু করে না[১০]। চিৎ যদি কিছুই কল্পনা না করে, তাহা হইলে কিছুই উপলব্ধি হয় না। অতএব, এরূপ তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর কাষ্ঠলোষ্ট্রসম শরীরে প্রয়োজন কি? এই অশেষ জগতে আমি একমাত্র চেতনাত্মা[১১]। আকাশে, আকাশস্থ সূর্য্যাদিতে, ভূত সমূহে, সুরবৃন্দে, অসুর সমূহে, স্থাবর ও অস্থাবর পদার্থে, সর্ব্বত্র চিদ্রূপী

আমিই বিদ্যমান। দ্বিতীয়ভাব চিত্তেরই কল্পিত, সুতরাং তাহা অসত্য। যখন দ্বিভাব পরমার্থতঃ অসম্ভব, তখন আর শত্রুই বা কে? মিত্রই বা কে[১২।১৩]? "বলি" এই নামটী শরীরের, আমার নহে। অর্থাৎ চিতের নহে। সুতরাং ইহার ছেদ ভেদে চিতের ক্ষতি কি[১৪]? চিৎ-ই দ্বেষাদি রূপে উদিত হইয়া দ্বেষাদি আখ্যা ধারণ করে। ভাব অভাব সমস্তই ঐরূপ। সুতরাং সে সমস্তকে চিৎ বৈ আর কি বলিতে পারি[১৫]? উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখিলাম, ত্রিভুবনে চিতের অতিরিক্ত বা চিৎ ছাড়া কিছু নাই[১৬]। দ্বেষ, রাগ, মন, মনোবৃত্তি, কিছুই নাই। শুদ্ধস্বভাব চিতের আবার বিবিধত্ব কি[১৭]? আমি সর্ব্বগ, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, আনন্দময়, বিকল্পকল্পনাতীত, দ্বিতীয়বর্জ্জিত চিদাত্মা[১৮]। "চিৎ" এই নামটী শব্দমাত্র ও কল্পিত। কেননা চিৎ স্বভাবতঃ নির্নাম পদার্থ। তবে, চিতের শক্তি সর্ব্বগামিনী, সে ভাবে তিনি শব্দাত্মিকাও বটে[১৯]। আমি দৃশ্যদর্শননির্ম্মুক্ত অমলরূপবান্ নিত্যোদিত, নিরাভাস, দ্রষ্টা পরমেশ্বর[২০]। চিতের স্বরূপ নিরাকার। তবে তাহাতে যে কল্পিত আকার প্রকট হয় তাহা আভাস মাত্র। অর্থাৎ যেমন জলে চন্দ্রবিম্বের আকার প্রকট হয় তাহার ন্যায়। (যে হেতু জীবত্বাদিভাব কল্পিত ও প্রতিবিম্বস্থানীয়, সেই হেতু সে সকল মিথ্যা বা অবাস্তব)। অতএব, চেত্যানুরঞ্জনারহিত সুতরাং বিমুক্ত ও কেবল ভারূপী চিৎ যাহা আমার স্বরূপ—তাহার জয় হউক[২১।২২]। হে প্রত্যগাত্মন্! চেতনরূপিন্! হে চিৎ! তোমাকে নমস্কার। সমস্তবস্তুপ্রকাশক চেত্যবিমুক্ত চিৎস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তুমিই আমি সুতরাং আমাকেও নমস্কার। আমি অচেত্য, সৎ, চিন্মাত্র, মহৎ, আকাশবৎ অনন্ত, অণু হইতেও সূক্ষ্ম[২৩।২৪]। সুখ দুঃখাদি দশা (অবস্থা) জ্ঞানের জ্ঞাতা ও চেতনের চেতয়িতা আমাকে স্পর্শও করে না। জগৎ পদার্থের কি শক্তি যে আমাকে পরিচ্ছিন্ন করে? করে করুক, পরন্তু আমি দেখিতেছি, সে সকল মদ্ব্যতিরিক্ত নহে[২৫।২৭]। আদান প্রদান ধনাদি সমস্তই পরিচ্ছিন্নস্বভাব। তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আমি সর্ব্বকালবর্ত্তী সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বব্যাপী[২৮।২৯]। তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে আমি চেত্যভাবাক্রান্ত ছিলাম বটে,; পরন্তু তাহা ভ্রমেরই মহিমা। চিৎ যখন একিকা, অর্থাৎ অদ্বিতীয়া, তখন ভ্রমাত্মক সঙ্কল্প বিকল্প উদিত হইয়া তাহার কি করিবে[৩০]? অতএব, আমি এ

সমস্ত লয় করিয়া পরম পবিত্র পরমাত্মায় উপশান্ত হই। পরম কোবিদ বলি এইরূপ চিন্তা করতঃ ওঁকারস্থ অকারাদি মাত্রাত্রয় ত্যাগ করিয়া অর্দ্ধমাত্রায় মৌন (অর্দ্ধমাত্রা শব্দের প্রতিপাদ্য তুরীয় ব্রহ্ম। মৌন অর্থাৎ সমাহিত) হইলেন। তখন তিনি সঙ্কল্প ও কল্পনাশূন্য শঙ্কা-বিহীন ত্রিপুটী লীন সুতরাং নির্ম্মল ও শান্তবাত দীপের ন্যায় নিস্পন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। * বলি এবম্প্রকারে শান্তচিত্ত হইয়া সেই রত্ন-বাতায়নে বহুক্ষণ প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তির ন্যায় নির্ম্মল ও নিস্পন্দ ভাবে অতিবাহিত করিলেন[৩১,৩৪]। শরৎকালের আকাশ যেমন মেঘাভাবে নির্ম্মল হয় তাহার ন্যায় এষণাত্যাগী বলি (এষণা=ইচ্ছা প্রভৃতি) মনো-দোষের অভাবে যৎপরোনাস্তি নির্ম্মল সত্তায় বিরাজ করিতে লাগিলেন[৩৫]।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

* অ উ ম্=ওম্। ম্ এই হসন্ত চিহ্নের পরিবর্ত্তে ঁ এইরূপ চিহ্ন দিয়া অর্দ্ধ-মাত্রা বুঝান হয়। অর্দ্ধমাত্রা একটা বর্ণের সঙ্গে ব্যতীত স্বতন্ত্র উচ্চারণ করা যায় না। ব্রহ্মও উপাধিযোগ ব্যতীত পৃথক্ ভাবে উপদিশ্যমান্ হন না। অতএব ঐ অর্দ্ধমাত্রার দ্বারা তুরীয় ব্রহ্ম সঙ্কেতিত হন। উচ্চারণের বা ধ্বনির বিরাম বা লয় স্থান অর্দ্ধমাত্রা এবং জাগ্রতাদি অবস্থার বিরাম বা অতীত স্থান তুরীয় ব্রহ্ম।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

—⊂()•()⊃—

বশিষ্ঠ বলিলেন, দানবেন্দ্র বলি উক্ত প্রকারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইলে তদীয় অনুচরগণ সেই স্ফটিকনির্ম্মিত রত্নখচিত সৌধে আগমন করিল১। ডিম্ভ প্রভৃতি বিজ্ঞ মন্ত্রী, কুমুদ প্রভৃতি সামন্ত, সুরাদি রাজা, বৃত্রাদি সেনাপতি, হয়গ্রীবাদি সৈন্য, চক্রজাদি বান্ধব, লড্ডুকাদি সুহৃদ্, বল্মুকাদি পালকগণ এবং উপায়নহস্ত কুবের, যম, ইন্দ্র প্রভৃতি সুরগণ, যক্ষ, বিদ্যাধর, নাগ প্রভৃতি দেবযোনিগণ, চামরধারিণী রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি বরাঙ্গনাগণ ও ত্রৈলোক্যোদরবাসী সিদ্ধগণ ও অন্যান্য সাগরবাসী, নদীবাসী, শৈলবাসী ভূতগণ নানা দিক্ বিদিক্ হইতে সেবাবসরাকাঙ্ক্ষী হইয়া বলির সেই কর্পূরধবল সুন্দর গৃহে আগমন করিলেন২।০। দানবেন্দ্রগণ কিরীট অবনত করিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে পরমাদরে সেই ধ্যানমৌন সমাধিস্থ চিত্রার্পিত পুত্তলিকাপ্রায় অচল নিশ্চেষ্ট দানবেন্দ্র বলিকে প্রণাম করিল পরন্তু তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল। তাঁহার তদবস্থা দর্শন করিয়া উদাসীনগণ বিস্ময়ে, তত্ত্ববিদ্গণ আনন্দে ও অনভিজ্ঞগণ ভয়ে অভিভূত হইয়া জড়ীভূত হইতে লাগিল১।৮। তখন মন্ত্রিগণ "কি করা কর্ত্তব্য" "ইনি এ কি দুর্ব্বোধ্য দশা প্রাপ্ত হইলেন" এইরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে সর্ব্ববিদ্ কুলগুরু ভার্গবের স্মরণ করিলেন৯। ভাস্বরবপু ভার্গব চিন্তিত হইবামাত্র কল্পিত গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন১০। (কল্পিত গন্ধর্ব্বনগর=ভ্রান্তি দৃষ্ট নগরাকার আকাশ। তাহা যেমন মনোবৃত্তির উত্থান মাত্রে দেখা যায় বিলম্ব হয় না, তেমনি অবিলম্বে অসুর গুরু শুক্র অসুর দিগকে দেখা দিলেন।) অনন্তর তিনি অসুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কিয়ৎ কাল বিশ্রাম করতঃ ধ্যানমৌনস্থ দানবেশ্বর বলিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি বিতরণ পূর্ব্বক তিনি দেখিলেন, দানবরাজ বলি ক্ষীণ-সংসারভ্রম হইয়াছেন। পরে তিনি হাস্য সহকারে সেই সভাস্থ জন

সমূহকে অমৃতময় বাক্যে বলিলেন[১১।১৩], হে সভ্যগণ! এই ভগবান্ বলি অত্যন্ত আত্মবিচারদ্বারা সিদ্ধ হইয়া নির্ম্মল পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে দানবসত্তমগণ! ইনি এক্ষণে এই স্থানে এইরূপেই অবস্থান করতঃ অনাময় পদ সন্দর্শন ও আত্মাতে অবস্থান করুন। হে দানবগণ! ইনি এক্ষণে বিশ্রান্ত, ক্ষীণচিত্ত, বিগতভ্রম ও বিমুক্ত হইয়াছেন। নানা সম্ভ্রম-দায়িনী যামিনী পরিক্ষীণ হইলে যেমন সূর্য্যের আলোক প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার ন্যায়, সমস্ত সম্ভ্রম সংশান্ত হওয়ায় ইঁহাতে পরমালোক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অঙ্কুর যেমন কাল প্রাপ্তে বীজ হইতে নির্গত হয়, তাহার ন্যায়, ইনি উপযুক্ত কালে আপনা আপনি প্রবুদ্ধ হইবেন[১৪।১৮]। অত-এব হে দানবনায়কগণ! তোমরা সকলে আপন আপন অধিকারানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিতে থাক। ইনি সহস্রবর্ষ অতীত হইলে সমাধি হইতে সমুত্থিত হইবেন।

অসুরগুরু ভার্গব এই বলিয়া গমন করিলে, দৈত্যগণ চিন্তাপরায়ণ হইয়া প্রাপ্যাবস্থাক্রমে বৈরোচনী সভা সংস্থাপন পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন নরগণ ভূতলে, গ্রহগণ নভোমণ্ডলে, ত্রিদশগণ ত্রিবিষ্টপে, বনচরগণ বনে ও নভশ্চরগণ আকাশে এবং অন্যান্য সমাগত সকলে যথাগত স্থানে গমন করিলেন[১৯।২২]।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

—(•)○(•)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বলি দৈবপরিমাণের সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে দেবদুন্দুভিনির্ঘোষ (দেবদুন্দুভি=স্বর্গীয় বাদ্যবিশেষ) উপলক্ষ্যে প্রবুদ্ধ হইলেন[১]। সূর্য্য উদিত হইলে পদ্মসরোবরের যদ্রূপ শোভা হয়, বলি প্রবুদ্ধ হইলে, তদীয় নগর সেইরূপ শোভা ধারণ করিল[২]। যাবৎ দানবগণ তাঁহার সমীপবর্ত্তী না হইয়াছিল, প্রবুদ্ধ হইয়া তাবৎ তিনি সেই সমাধি স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন[৩]।

অহো! পারমার্থিকী পদবী (পথ) কি সুশীতল। আমি এই পদবীতে ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া পরমা বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম[৪]। আমি এই পদবী অবলম্বন করিয়া বিশ্রান্তিলাভই করিব। প্রাপ্তির পথে যাইব না। উপভুক্ত বাহ্য ঐশ্বর্য্যে আমার প্রয়োজন কি? সমাধিসম্ভূত আনন্দরাশি যেরূপ আমার অন্তঃকরণকে সন্তোষ প্রদান করে, চন্দ্রবিম্বও আমার অন্তঃকরণকে তদ্রূপ আনন্দিত করিতে পারে না[৫-৬]।

তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার বিশ্রান্তিলাভ ইচ্ছা করিলে, অম্বুদমণ্ডল যেমন চন্দ্রকে বেষ্টন করে, তাহার ন্যায়, দৈত্যগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল[৭]। মহাত্মা বলি তাহা দেখিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমার চিৎ ক্ষীণবিকল্প হইয়াছে। এখন এমন কি উপাদেয় আছে, আমার মন পুনর্ব্বার যাহার অনুপাতী হইতে পারে? আমার মন পরমসত্তা প্রাপ্ত হইয়াছে, মৌর্খতা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে আমি বুঝিয়াছি যে, বন্ধ বা মোক্ষ দুএর কিছুই নাই। এখন আর আমার ধ্যানে প্রয়োজন কি? ধ্যানশূন্য হইবারই বা প্রয়োজন কি? আমি এখন গতজ্বর হইয়া যথাগত ধ্যান, অধ্যান, ভোগ, অভোগ, সমস্তই সম্পাদন করতঃ সর্ব্বত্র সমভাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিব। আমার পরম তত্ত্বেও বাঞ্ছা নাই, জগৎস্থিতিতেও বাঞ্ছা নাই, ধ্যান প্রভৃতি কার্য্যেও প্রবৃত্তি নাই এবং বিভবেও ইচ্ছা নাই[৮-১১]। আমি মৃত নহি, জীবিত নহি, সৎ নহি, অসৎও নহি। আমি সর্ব্বত্র সমভাবে বা একরূপে নিত্যকাল অবস্থান করিতেছি। ঈশ্বরও আমি,

সুতরাং নমস্কারও আমাকে। আমার রাজকার্য্যাদি কিছুতেই প্রয়োজন নাই। রাজলক্ষ্মী গমন করিতে ইচ্ছা করেন, গমন করুন। আমারও কিছু নহে, আমিও কিছুর নহি। আমার কোন কিছু কর্ত্তব্য নাই। যখন আমার কর্ত্তৃত্বে আস্থা নাই, তখন আমার রাজকর্ম্মেও আগ্রহ নাই। কার্য্যসম্পাদন ও অসম্পাদন আমার পক্ষে উভয়ই সমান। এখন যথোপস্থিত কার্য্যে অবস্থান আমার পক্ষে দুষ্কর সুকর কিছুই নহে[১৭।১৮]।

জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য পূর্ণাত্মা বলি এইরূপ নির্ণয় করিয়া দিবাকরের পদ্মিনীদর্শনের ন্যায় সেই অসুর সভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই সভায় তদীয় কটাক্ষপাতমাত্রে দনুজগণ অবনতমস্তক হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন[১৯।২০]।

দানবেন্দ্র বলি এই দিবস হইতে ধ্যেয়ত্যাগময়াত্মা (ধ্যেয়ত্যাগ কি তাহা বলা হইয়াছে।) সবিকল্প মনোদ্বারা রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। পূজাদ্বারা ব্রাহ্মণ, দেব ও গুরুগণকে, সম্মানদ্বারা সুহৃদ্, বন্ধু, সামন্ত ও সজ্জনগণকে, অর্থদ্বারা ভৃত্য ও অর্থিগণকে, বিচিত্র বিভবদ্বারা পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন[২১।২৩]। এইরূপে কিছুকাল রাজ্য শাসন করতঃ একদা তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলেন[২৪]। পরে তিনি শুক্রাদি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের সাহায্যে এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞে দেব ও ঋষিগণ পূজিত ও নিখিল ভুবন তর্পিত হইয়াছিল[২৫]। সিদ্ধিপ্রদ মাধব বলি ভোগপ্রার্থী নহে জানিয়া তাঁহার বাঞ্ছিত সুসিদ্ধ করিতে তদীয় মহামখে (অশ্বমেধযজ্ঞে) গমন করিয়াছিলেন। এবং ভোগকামুক স্ববয়োজ্যেষ্ঠ (কশ্যপপুত্র ইন্দ্র কশ্যপ-পুত্র বামনের অনেক পূর্ব্বে জন্মিয়া ছিলেন) ইন্দ্রকে এই অশেষ ভুবন প্রদান করিবার জন্য মায়াবলে ত্রিবিক্রম * হইয়াছিলেন। ভগবান্ হরি সেই প্রকার কৌশলে বলিকে পাতালকুহরে প্রেরণ ও ইন্দ্রকে ভুবন প্রদান করেন। বলি অদ্যাপি তথায় জীবন্মুক্ত অবস্থায় ধ্যানপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। পুনঃ ইন্দ্র হইবার প্রারব্ধ (অদৃষ্ট) থাকায় বলি নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইতেছেন না, জীবন্মুক্ত অবস্থায় আপদে সম্পদ

* ত্রিবিক্রম—পদত্রয়ে লোকত্রয় আক্রম। নাভি দেশ হইতে এক পদ আবির্ভূত, হইয়াছিল, তাহা লইয়া ত্রিপদ গণনা করা হয়। উক্ত পদত্রয়ে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই তিন্ লোক স্পর্শ বা আক্রম করায় তাঁহাকে ত্রিবিক্রম বলা হয়।

সম দৃষ্টি করতঃ অবস্থিতি করিতেছেন[২৯,৩০]। সুখ বা দুঃখ তাঁহার প্রজ্ঞাকে অভিভূত করিতে পারে না[৩১]। জীবদ্দেহে থাকিলে সহস্র সহস্র ভাব অভাব দৃষ্ট হয়, পরন্তু সে সমস্তই মনের বিলাস। বলি এই রহস্য বিজ্ঞাত হইয়া ভোগবিরত ছিলেন[৩২]। দশ কোটী বর্ষ জগত্রয় শাসনান্তে বলির মন ভোগবিরত ও ক্রমে উপশান্ত হইয়াছিল[৩৩]। বলি জীবৎ জীবগণের সহস্র সহস্র ভাব অভাব দর্শন করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি ভোগ বিষয়ে বিরতি ও পরম উপশম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই পাতাল কোটরে ভোগস্পৃহা বর্জ্জন পূর্ব্বক নিত্য আত্মারাম ও পরিপূর্ণ মানসে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন[৩৪,৩৫]। এই বলি পুনর্ব্বার ইন্দ্রত্ব পদে আরূঢ় হইয়া ত্রিজগৎ শাসন করিয়াছিলেন, পরন্তু তাহাতে তাঁহার পরিতোষ এবং পুনঃ স্বপদ ভ্রংশে তাঁহার অপরিতোষ উভয় কিছুই হয় নাই[৩৬,৩৭]। তিনি স্বীয় অন্তরে আমি নিত্যনিরঞ্জন, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বভাবে মুদিতাশয় হইয়া অবস্থান করিতেন[৩৮]।

বৎস! আমি তোমার নিকট বলির বিজ্ঞান প্রাপ্তি বিষয় বর্ণন করিলাম। তুমিও বলির ন্যায় জ্ঞান আহরণ করিয়া উন্নত হও[৩৯]। বলির ন্যায় বিবেক অবলম্বনে "আমি নিত্য, আমার ক্ষয়োদয় নাই" এইরূপ নিশ্চয় করতঃ পুরুষকার দ্বারা অদ্বৈত পদ প্রাপ্ত হও[৪০]। অসুররাজ বলি দশকোটি বর্ষ ত্রিজগৎ শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তাহার বৈরাগ্যই অনুভূত হইয়াছিল। অতএব তুমিও বিরস ভোগকে হেয়জ্ঞান করিয়া আনন্দময় সত্য পদ গ্রহণ কর[৪১,৪২]। তোমার মন যখন যে পদার্থে বালবৎ নিপতিত হইবে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে তথা হইতে আহ্বান পূর্ব্বক তত্ত্বে নিযুক্ত করিবে। দৃশ্য দৃষ্টি নানাকার ও নানা বিকার জনক। সেজন্য এ সকলকে কমনীয় দৃষ্টিতে দেখিবে না। ঐরূপ করিতে করিতে তোমার উন্মত্ত মন অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া সে সমুদয় পদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ংই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেক, তাহাতে তুমি পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে[৪৩]। মন যখন ঐহিক পারত্রিক ভোগে ও লোকযাত্রায় অত্যন্ত ধাবমান হইবে তখন তাহাকে হৃদয় কোটরে বদ্ধ করিয়া রাখিবে[৪৪]। তুমি চিদ্রূপ সূর্য্য, তোমার স্থিতি সর্ব্ব জগতে, তোমার আবার আত্মীয় পর কি? তুমি বৃথা মুগ্ধ হইও না[৪৫]। হে মহাভুজ! তুমি অনন্ত ও পুরুষোত্তম। তুমি নিজেই মায়িক বিবিধ

পদার্থের আকারে বিরাজিত হইতেছ[৩৬]। এই স্থাবর জঙ্গম জগৎ তোমাতেই প্রোত[৩৭]। তুমি জন্মবান্ নহ, মরণধর্ম্মীও নহ। তুমি অজ ও পূর্ণ পুরুষ। তুমি বিশুদ্ধ চেতনা। জন্ম মরণাদি ভ্রম; তাহা যেন তোমার না হয়। সমুদায় জন্ম নামক রোগের বলাবল বিচার করিয়া তৃষ্ণা পরিত্যাগ কর[৩৮।৩৯]। তুমিই আছ, তাই তোমাতে সংসারস্বপ্ন দৃষ্ট হইতেছে[৪০]। তুমি বৃথা বিষাদ পরিত্যাগ কর। দুঃখানুভব ও সুখচেষ্টা বস্তুতঃ তোমাতে নহে। তুমি শুদ্ধ, চেতনা, সর্ব্ববস্তুর আত্মা ও অবভাসক[৪১]। তুমি প্রথমে ইষ্টকে অনিষ্ট ও অনিষ্টকে ইষ্ট জ্ঞান করিতে শিখিবে। অভ্যস্ত হইলে উক্ত উভয় পরিত্যাগ করিবে। ঐরূপ করিলে ইষ্টানিষ্ট পরিত্যাগ সহজ হইবে। ইষ্টানিষ্ট ত্যাগে সাম্য দৃষ্টির উদয় হয়। তাহা স্থায়ী হইলে জীব জন্মরহিত হয়[৪২।৪৩]। মন যে যে প্রদেশে নিমগ্ন হইবে সেই সেই প্রদেশ হইতে তাহাকে বলপূর্ব্বক প্রত্যাহরণ করিবে। করিয়া বুদ্ধি তত্ত্বে নিমগ্ন করিবে। এইরূপ করিতে শিখিলে অর্থাৎ উহা অভ্যস্ত হইলে তখন তুমি মনোরূপ মত্ত হস্তীকে নিবদ্ধ রাখিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিবে[৪৪।৪৫]। যাহারা দেহকে সত্য জ্ঞান করে, যাহাদিগের আশয় মিথ্যা দৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, তুমি সেই সমস্ত সঙ্কল্পবিক্রীত মূঢ়গণের সমতা প্রাপ্ত হইও না[৪৬]। বৎস! আত্মতত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে বিবেকবৈরাগ্যাদির অভাবই মূর্খতা ও তদ্বচনে আস্থা স্থাপন করাও মূর্খতা। এই মূর্খতাই অধিক দুঃখদ[৪৭]। অতএব তুমি হৃদয়াম্বরে সমুদিত অবিবেকরূপ মেঘমণ্ডলকে বিবেক পবনদ্বারা আশু দূরীভূত কর[৪৮]। যাবৎ তুমি আত্মবলোকনার্থ আত্মপ্রযত্ন অবলম্বন না করিবে, তাবৎ তোমার যথোচিত বিচার সমুদিত হইবে না। আত্মা যাবৎ না বিচার সমুথিত জ্ঞানে পরিদৃষ্ট হন, তাবৎ বেদ বেদান্ত প্রভৃতি দৃষ্টি তাঁহাকে কদাচ বিরাজমান করিতে পারে না[৪৯।৫০]।

বৎস রাম! তুমি এক্ষণে আত্মপ্রসাদে অবস্থান পূর্ব্বক আমার বাক্যে পরম বোধ প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার অন্তর হইতে সর্ব্বসম্ভ্রম বিগলিত হওয়াতে তুমি শান্ত ও বিগতজ্বর হইয়াছ। তুমি এখন যাহা গ্রহণ, যাহা বিনষ্ট ও যাহা ভোগ করিতেছ, তৎসমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল অনাদি অক্ষয় ব্রহ্মের ন্যায় অবস্থান কর[৫১।৫২]।

উনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশ সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! বিজ্ঞান প্রণালী আরও বলি, শ্রবণ কর। অর্থাৎ দৈত্যপতি প্রহ্লাদ যেরূপে আত্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাও কীর্ত্তন করি, প্রণিহিত হও[১]।

পাতালকুহরে সুরাসুরবিদ্রাবণ নারায়ণবিক্রম হিরণ্যকশিপু নামে এক অসুরেন্দ্র বাস করিতেন[২]। তিনি স্বীয় পরাক্রমে ইন্দ্রের ত্রিজগৎ হরণ করতঃ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের একেশ্বর হইয়াছিলেন[৩,৪]। সেই অসুরেশ্বর কিছুকাল এই বিশাল রাজ্যভোগে অতিবাহিত করিলে তাঁহার কতকগুলি পুত্রসন্তান হইল[৫]। তাহারা বয়সে বালক হইলেও তেজে সূর্য্য অপেক্ষাও তেজীয়ান্। এমন কি তাহারা যেন শৈশবেই সূর্য্যের ন্যায় ব্যোমাক্রমণ বিলাসী। হিরণ্যকশিপুর ঈদৃশ পুত্রেরা (দশ পুত্র) তদীয় গৃহে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইলে প্রহ্লাদ নামা তদীয় পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন[৬]। মণিসমূহমধ্যে কৌস্তুভ মণির ন্যায় তদীয় সমস্তপুত্ররত্নের মধ্যে প্রহ্লাদ নামক পুত্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ ও সাধুস্বভাব ছিলেন[৭]। দৈত্যেশ্বর সেই সর্ব্বগুণভূষিত পুত্ররত্নে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বসৌন্দর্য্যযুক্ত বসন্তকালের ন্যায় পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই পুত্রসহায়সম্পন্ন বলকোষসমন্বিত ষষ্টিবর্ষবয়স্ক দৈত্য-রাজ মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় * মদোদ্ধত হইয়া দেবগণকে পুনঃ পুনঃ উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যেন্দুপ্রমুখ সুরগণ সেই কল্পান্তসূর্য্যসদৃশ অসুররাজের প্রচণ্ড আক্রমণজনিত তাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া তদীয় বিনাশ কামনায় ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

* ষষ্টিবর্ষ বয়স হইলে মাতঙ্গের অর্থাৎ হস্তীর গণ্ডদ্বয় হইতে মদ (এক প্রকার জলবৎ পদার্থ) ক্ষরিত হইতে থাকে। তখন তাহারা উন্মত্তপ্রায় হয়। হস্তী যেমন উন্মত্ত হইয়া দেশবাসী দিগের উৎপীড়ন করে, তাহার ন্যায় হিরণ্যকশিপু সুরগণের উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন।

যাঁহারা মহাত্মা, তাঁহারাও দুর্ব্বৃত্ত লোকের পুনঃ পুনঃ দুষ্ক্রিয়া ক্ষমা করিতে পারেন না। সুতরাং অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহারা ভগবান্ মাধবের নিকট হিরণ্যকশিপুর বধ প্রার্থনা করিলেন[৮।১২]। মাধব হিরণ্যকশিপুর প্রত্যহ নূতন নূতন দুষ্ক্রিয়া অবগত হইয়া কোপে প্রজ্বলিত হইলেন, এবং তদীয় বিনাশের নিমিত্ত অবিলম্বে ভীষণ নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তদীয় ঘর্ঘর রবে ও জৃম্ভণে ত্রিজগৎ প্রলয় বিধ্বস্তের ন্যায় হইল। দিগ্‌দন্তিদন্তাকার নখর সমূহের ধ্বনি যেন বজ্র নিষ্পেষ উত্থাপিত করিল। স্থির বিদ্যুৎসম দন্তের প্রভায় দিঙ্মণ্ডল প্রজ্বলিত প্রায় হইল। সমস্ত দিক্‌কোটরে তদীয় কর্ণকুণ্ডল অলাতবৎ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল[১৩।১৪]। ইহার উদর যেন সমুদায় কুলপর্ব্বতের পীঠভূমি (অর্থাৎ বৃহৎ পিণ্ডাকার)। ইহার বাহু পরিবর্ত্তন ব্রহ্মাণ্ড খর্পরের কম্পজনক[১৫]। ইহার বদন ও উদর হইতে বিনিক্রান্ত বায়ু পর্ব্বতশ্রেণী বিকম্পিত করিতে লাগিল এবং নেত্র হইতে ত্রিজগৎদহনক্ষম কল্লাগ্নিসদৃশ অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল[১৬]। তাহার সটার আন্দোলনে ভাস্কর দেব বিচলিত হইলেন এবং তদীয় লোমকূপ হইতে বহ্নিকণা নিঃসৃত ও পুঞ্জীভূত হইয়া পর্ব্বতাকার হইল এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে পট্টিশ প্রাস প্রভৃতি অস্ত্র সমুদায় উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ইহার উদ্যোগ বা আড়ম্বর যেন কুলাচল উৎপাটন পূর্ব্বক মহাকুণ্ড সমূহ প্রস্তুত করিতে উদ্যত[১৭]।

মাধব এবম্বিধ নরসিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মহাসুর হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিলেন এবং তাহার পুরবাসী অসুরগণকে নেত্রসম্ভূত ক্রোধাগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ করিলেন[১৯।২০]। এই নৃসিংহরূপ মারুত বেগবান্ হইলে জগৎ একার্ণবাকুল জগতের ন্যায় হইয়াছিল এবং অন্যান্য দানবগণ মশকের ন্যায় তদীয় ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল। অনেক দানব ভয়ে পলায়নপর হইয়াছিল[২১।২২]। মাধব এইরূপে সেই পাতালতলে সমস্ত দৈত্যগণ বিনষ্ট ও বিদ্রাবিত ও সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সেই সুরবিপদ্‌নাশন ভগবান্ বিষ্ণু উক্ত প্রকারে সুরারিপতিকে রবিসুতসদনে প্রেরণ করিয়া দেবগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং দেবগণ কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। অসুর-

নায়কগণ দৈত্যরাজ বিহনে হা হতোস্মি করিয়াছিল। হতাবশিষ্ট অসুরেরা স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াছিল। প্রহ্লাদ পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া হিমক্লিষ্ট অম্বুরুহের ন্যায় পরম গ্লানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কিয়ৎকাল বিলাপ করিয়া অবশেষে মৃত বন্ধুবান্ধব গণের ও স্বীয় পিতার সময়োচিত ঔর্দ্ধদেহিক সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শোকসন্তপ্ত বন্ধুবান্ধবগণকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক আশ্বস্ত করিয়াছিলেন[২৩,২৮]।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশ সর্গ।

—(*)○(*)—
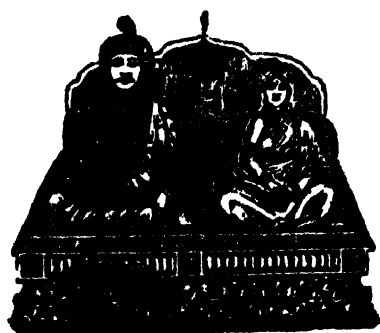
বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর দুঃখকাতর প্রহ্লাদ সেই অসুরশূন্য পাতাল-কুহরে একাকী অবস্থান করতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন[১], হায়! যখনই অসুরাঙ্কুর তীক্ষ্ণাগ্র হইয়া সমুদিত হয়, তখনই হরিরূপ শাখামৃগ উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে[২]। যেমন হিমাচলশিরে পদ্মের চিরাবস্থান অসম্ভব, তাহার ন্যায় এই পাতাল প্রদেশে প্রতাপশালী অসুরগণের স্থায়িতা অসম্ভব[৩]। যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ উৎপন্নবিনাশী, তাহার ন্যায় অসুরেরাও উৎপন্নবিনাশী। ইহাদের উত্থান স্থায়ী হয় না। পরক্ষণেই ইহাদের পতন দৃষ্ট হয়[৪]। কি খেদের ও কি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাজ্যাদি বাহ্য সম্পদরূপ আলোক ও উৎসাহ হর্ষ প্রসাদ সুখ ও বিভ্রান্তিরূপ আভ্যন্তর সম্পদরূপ আলোক প্রবর্ত্তিত হইতে না হইতে তদপহারক অদ্ভুত তিমির প্রৌঢ়িতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ শত্রুস্থানীয় দেবতাদের জয় হয়[৫]। নিশীথে কমল বন ম্লান, কমলগণের হৃদয় অন্ধকারে পূর্ণ, তাহাদের পত্র (পাবড়ি) সকল সঙ্কুচিত হয়। তাহার ন্যায় সুহৃদ্‌রূপ পদ্ম খেদ প্রাপ্ত, তাহাদের হৃদয় দুঃখান্ধকারে পরিপূর্ণ, এবং সম্পদ্‌রূপ পত্র (পাবড়ি) সংকুচিত[৬]। পিতার পাদ সেবক অত্যন্ত নিকৃষ্ট সুরগণ যে তাহার বিষয় অধিকার করে তাহা মৃগগণের মহাবন অধিকারের অনুরূপ। গ্রীষ্ম প্রতাপে দগ্ধকল যেমন শ্রীহীন ও অশোভনীয়, তাহার ন্যায় নিরুদ্যম, শ্রীহীন ও ভীতমনা বান্ধব অশোভনীয়[৭।৮]। হা! অসুরবীরদিগের গৃহ ধূলিধূসরিত ও মরকতমণিভূষিত সমুজ্জ্বল অসুরগৃহ সকল ভগ্ন ও নবজাত তৃণাঙ্কুরে সমাবৃত হইল[৯।১০]। অহো বিধির অসাধ্য কিছুই নাই! যাহারা সুমেরু দর্শনে সক্ষম, তাহারাও দেবতাদের ন্যায় দীন হীন হইল[১১]। গ্রামগত মৃগীরা যেমন পত্র শব্দেও ভীত হয় তাহার ন্যায় আজ অসুরবধূগণ পত্র শব্দেও ভীত হইয়া স্রস্তবস্ত্রাভরণ হইতেছে[১২]। যে সকল দিব্য বৃক্ষ আসুরীদিগের কর্ণ ভূষার্থ রত্নগুচ্ছ প্রসব করিত সে সকল বৃক্ষ আজ্ নরসিংহ করে শূন্য হইয়াছে[১৩]।

যে কল্পপাদপ পিতৃদেব কর্ত্তৃক আহৃত হইয়াছিল সেই কল্পপাদপ পুনর্ব্বার নন্দনে আরোপিত হইয়াছে[১৪]। যাঁহারা মন্দারমালাবিভূষিতা সুরবধূগণকে বলপূর্ব্বক বন্দীকৃত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগেরই পুরস্ত্রীগণ সেই সমস্ত সুরগণ কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছে[১৫]। আমার মনে হইতেছে যে, শৈলসানু হইতে নদী নিস্রাবের ন্যায় সুরহস্তী দিগের গণ্ড হইতে মদস্রাব আরব্ধ হইয়াছে এবং আমাদের মত্ত হস্তীর গণ্ডস্থ মদশুষ্ক হইয়া মরুভূমি সম হইয়াছে[১৬।১৭]। পারিজাতগন্ধবাহী সুখস্পর্শ অনিল আজ্ দানবগণের দুর্লভ[১৮]। দানবদিগের অন্তঃপুরযোগ্য দেব গন্ধর্ব্ব বধূরা আজ্ সুমেরু পর্ব্বতে (স্বর্গে) স্থিতি লাভ করিল[১৯]। অধিক কষ্ট এই যে, সুরবধূরা আজ্ অসুরবধূদিগের শুষ্কপদ্মসম নীরস বিলাসকে (অঙ্গপরিচালনকে) উপহাস করিতেছে। বিশেষ কষ্টের বিষয় এই যে, যাহারা যে চামরে পিতাকে বীজিত করিত আজ্ তাহারাই সেই চামরে সহস্রনয়নকে বীজিত করিতেছে[২০।২১]। আমাদের এই যে দুর্দ্দশা, এ দুর্দ্দশা কেবল মাত্র সেই এক মহাপ্রভাব হরি হইতে[২২]। তাঁহারই ভুজবলছায়ায় বিশ্রাম করায় সুরগণ তাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়। তাহারা শৌরীর শৌর্য্যের আশ্রিত থাকে বলিয়াই আমাদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয়[২৩।২৪]। সেই জন্যই অসুরবধূদিগের মুখপদ্মে হিম বর্ষণ হইয়া থাকে[২৫]। অসুরেরা এই জগৎরূপ গৃহ শীর্ণ ভিন্ন করিতে না পারে, এই জানিয়াই যেন হরি ইহার বিধারক স্তম্ভ হইয়া আছেন[২৬]। যেমন ক্ষীরোদার্ণবনিমগ্ন মন্দরাচল একমাত্র কচ্ছপ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিল, তদ্রূপ এই অসুররণার্ণবে নিমগ্ন সুরগণ একমাত্র হরি কর্ত্তৃকই বিধৃত অর্থাৎ পরিরক্ষিত হয়। অতএব, হরিই সুরগণের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা[২৭]। পিতৃ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অসুরেরা উক্ত হরি কর্ত্তৃকই নিপাতিত হইয়াছেন[২৮]। কেবল হরিই একমাত্র * অসুর বল সংহারের দাবানল এবং দেবতাদের কার্য্য গুরু। হরি বিষম অর্থাৎ নিতান্ত দুর্জ্জের[২৯]। হরি দৈত্য দোর্দ্দণ্ডের পরশু, তদবলম্বনেই সহস্রাক্ষ দানবদিগকে পরাভূত করেন[৩০]। ইনি আয়ুধ প্রহারে পরাভূত হন না। এবং অস্ত্র প্রয়োগে বিদীর্ণ হন না। এতদীয় শরীর বজ্র অপেক্ষাও সুদৃঢ়। আমার পিতামহের সহিত যুদ্ধ করিয়া শৌরি এরূপ সমর কৌশলে অভ্যস্ত হইয়াছেন যে, পর্ব্বত নিক্ষেপেও পরাভব প্রাপ্ত হন না[৩১।৩২]।

পূর্ব্বে সেই সেই মহারণে যে ভীত হয় নাই সে যে এখন ভীত হইবে, তাহা কখনই নহে[৩৩]। আমার মনে হইতেছে, হরির আক্রমণে অর্থাৎ হরিকে বশীভূত করিবার এক মাত্র উপায় আছে, অন্য উপায় নাই[৩৪]। কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত জনগণের গত্যন্তর নাই[৩৫]। লোকত্রয় মধ্যে তাঁহার অধিক (তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যতীত) নাই এবং তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল কারণ[৩৬]। অত-এব, আমি এই নিমেষ হইতে অজ নারায়ণকে সর্ব্বভাবে প্রপন্ন (প্রাপ্ত বা শরণাগত) হইলাম। আমিই সমুদায় দেশ, কাল ও বস্তুতে নারায়ণময়[৩৭]।

তদীয় "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র সর্ব্বার্থসাধক। যেমন আকাশ হইতে মারুতের অপগমন হয় না, তাহার ন্যায় আমার হৃদয় হইতে উক্ত মন্ত্রের অপগতি হইবে না[৩৮]। * অতঃপর তিনি বলিয়া উঠিলেন, ও দেখিতে পাইলেন, সাক্ষাতে আকাশ হরি, দিক্ সকল হরি, পৃথি-বীও হরি, জগৎ-ই হরি এবং আমিও ইদানীং অপ্রমেয় বিষ্ণুময়[৩৯]। †

* প্রহ্লাদ সর্ব্বভাবে হরি প্রতিপত্তির সঙ্কল্প করিলেন। অর্থাৎ সর্ব্বদা হরি সাধ-নের প্রতিজ্ঞা করিলেন। দেশ বিশেষে কাল বিশেষে বস্তু বিশেষে হরি দর্শন করা তাঁহার সঙ্কল্পবহির্ভূত। অর্থাৎ হরি এক শরীর ধারী দেবতা, তিনি পূজা গৃহেই আছেন। অথবা অন্য স্থানে ছিলেন। বা আছেন, পূজা কালে আসিবেন, এরূপ পরিচ্ছিন্ন বা ক্ষুদ্র ভাবের হরি দর্শন বাঞ্ছা করেন না। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব বস্তুতে তিনি হরি দর্শন করিবেন। এমন কি তিনি আপনাকেও হরিরূপে দেখিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা। উক্ত প্রতিজ্ঞা পরিপালনের একমাত্র উপায় বা অবলম্বন সর্ব্বদা মন্ত্র জপ। সেইজন্য শ্রুত্যুক্ত অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু প্রণবটী ছাড়িয়া দিলেন। কারণ এই যে, শুদ্ধ দেশ অর্থাৎ স্থানে শুচি হইয়া সপ্রণব মন্ত্র জপ করাই বিধেয়। প্রণবযুক্ত মন্ত্র শুচি অশুচি সর্ব্ব সময়ে জপ করার শাস্ত্র নাই। অথচ তাঁহার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্বস্থানে জপ করা। তাই তিনি প্রণব বর্জ্জিত নমো নারায়ণায় মন্ত্র জপিবার সঙ্কল্প করিলেন। সে জপ মানস জপ। সঙ্কল্পের পর-ক্ষণেই তাঁহার জপারম্ভ এবং জপারম্ভ মাত্রেই তাঁহার সর্ব্বত্র হরি দর্শন আত্ম-অভেদে আবির্ভূত হইয়াছিল।

† বিষ্ণুময় শব্দের অর্থ—ভাবনাবলে বিষ্ণুপ্রায় বিষ্ণু সদৃশ হওয়া। যে নিরন্তর যাহা ভাবে সে যোগ্যকালে তাহাই বা তৎপ্রায় হয়। অর্থাৎ তাহার অন্তরে তদ্বস্তুমাত্র প্রতিফলিত হইতে থাকে। কোন কোন সময়ে কোন কোন কামুকের

এই স্থানে বলা আবশ্যক—"প্রহ্লাদ" যে সেব্যসেবক ভাব ত্যাগ করিয়া বিষ্ণ্বৈত জ্ঞানে আপনাকেও বিষ্ণুত্বে আরোপিত করিলেন, ইহা অশাস্ত্রীয় নহে। শাস্ত্রের আদেশ—"দেবতা হইয়া দেবতার পূজা করিবেক" "বিষ্ণু হইয়া বিষ্ণুপূজা করিবেক" "শিব হইয়া শিবপূজা করিবেক" ইত্যাদি। * অবিষ্ণু অর্থাৎ বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণুপূজা করিলে বিষ্ণু পূজার প্রধান ফল মোক্ষ, তদ্‌ভাগী হওয়া যায় না। সুতরাং বিষ্ণু হইয়া বিষ্ণুপূজা করা বিধেয়। তাই প্রহ্লাদ আপনিও বিষ্ণুভাবে ভাবিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই আমি বিষ্ণু[১০]। যে প্রহ্লাদ সেই হরি। সুতরাং আমি হরি; আমা হইতে পৃথক্ হরি নাই। আমি সর্ব্বত্র সর্ব্ব পদার্থে অবস্থিত[১১]। প্রহ্লাদ অন্তরে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আপনাতে হরির বাহন ও আয়ুধ প্রভৃতির কল্পনা করিতে লাগিলেন। সুবর্ণ বর্ণ গরুড় আমার আসন। আমার ভুজপল্লবে শঙ্খ চক্র গদা প্রভৃতি আয়ুধ, আমার ভুজচতুষ্টয় কেয়ূরাদি অলঙ্কারে সুশোভিত, ক্ষীরোদসম্ভবা লক্ষ্মী আমার পার্শ্বদেশে চারু চামর হস্তে অবস্থান করিতেছেন[১২,১৩]। আমার অপর পার্শ্বে কীর্ত্তি, জগন্নির্ম্মাণকারিণী মায়া, ও লক্ষ্মীসখী জয়া বিরাজ করিতেছে[১৪,১৮]। শশী ও ভাস্কর আমার চক্ষুঃ। আমার দেহকান্তি উৎপলের ন্যায় বা নবজলধরের সদৃশ[১৯,২০]। আমার হস্তে পাঞ্চজন্য শঙ্খ[২১]। আমার নাভি কুহরে ও হস্তে পদ্ম, নাভিকুহররূপ পদ্মে ব্রহ্মা অবস্থিত[২২]। এই আমার দৈত্যদানবদলনী

মন বুদ্ধি অভিলষিত শ্রীমূর্ত্তিতে সর্ব্বদা ভাসমান হইতে থাকে। যেমন কাম জনিত ভাবনায় লোকে তন্ময় হয় তেমনি ভয়াদি জনিত ভাবনাতেও হয়। কাচপোকা কীটের স্পর্শে তৈলপায়িকা পতঙ্গের ভয় জনিত ভাবনায় তন্ময়তা ঘটনা হইতে দেখা যায়। প্রহ্লাদের পূর্ব্ব সাধন ছিল, তাই তাঁহার মন অতি অল্পকালের চিন্তায় হরিময় হইয়াছিল।

* "দেবোভূত্বা যজেদ্দেবং" "নাহবিষ্ণুঃ পূজয়েৎ বিষ্ণুং নাহশিবঃ পূজয়েচ্ছিবম্" পাঠকগণ অবশ্য দেখিয়াছেন, পূজা কালে পূজকগণ প্রথমে স্ব মস্তকে ফুল দেন, পরে পূজ্য দেবতাকে ফুল দেন। তাহার মর্ম্ম—প্রথমে আপনাতে মানসী পূজা, পরে বাহিরে বাহ্য পূজা। প্রথমে আত্মায় দেবতার আরোপ ও পূজা, পরে প্রতিমায় তাহার আরোপ ও পূজা। এ প্রণালী প্রত্যেক পূজায় বিহিত বা প্রত্যেক পূজা উপরোক্ত বিধানের অনুযায়ী।

শার্ঙ্গ ধনুঃ, আমি এই জঠরান্তরে অনন্ত জগৎ ধারণ করিতেছি[২৬]।[২৭]। এই আমার সুদর্শন চক্র, এই আমার কুঠারাস্ত্র, এই আমার গদা। পৃথিবী আমার চরণ, গগন আমার শির, জগত্রয় আমার শরীর, দিক্‌-সকল আমার কুক্ষি[২৮], আমি শঙ্খচক্রগদাধর গরুড়বাহন নীল মেঘদ্যুতি বিষ্ণু[২৯]। দুষ্টচেতাগণ আমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিতেছে। আমি পিতাম্বর গদাপাণি অচ্যুত[৩০]।[৩১]। আমি লোকত্রয় বিনাশে সক্ষম; অতঃপর কে আমার বিদ্বেষ্টা হইতে পারে[৩২]? আমার সম্মুখস্থ এই সকল সুর ও অসুর আমারই তেজে সৃষ্ট[৩৩]। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি, হর প্রভৃতি সুরগণ আমার স্তুতি করিতেছেন। আমি পরম মহিমাত্মা সর্ব্বদ্বন্দ্বপদাতীত, ত্রিভুবনমূর্ত্তি ও সকল ভয়ের অপহারক, অতএব আমাকে আমার নমস্কার[৩৪]।[৩৫]।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রহ্লাদ উক্তপ্রকার চিন্তার বা ভাবনারদ্বারা আপনার শরীরকে নারায়ণশরীররূপে কল্পনা করিয়া পুনর্ব্বার পূজার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন[১]। * আমি যে বৈষ্ণবী মূর্ত্তি চিন্তা করিতেছি ইহার অন্যথা করা হইবে না। কিন্তু আমার হৃদয়াবস্থিত মদ্রূপ বিষ্ণু যতক্ষণ প্রাণপ্রবাহ (শ্বাসপ্রশ্বাস) রূপ পুষ্পাঞ্জলির দ্বারা শরীর বহির্ভাগে আরোহিত হইয়া পূজিত হইবেন ততক্ষণ আমি ভিন্ন ব্যক্তির ন্যায় থাকিব। অর্থাৎ "আমি যেন অন্য এক বিষ্ণু" এই ভাবে থাকিব। তাহা হইলে বিষ্ণু আমার বহির্ভাগেও বৈনতেয়সমারূঢ়, শক্তিচতুষ্টয়সম্পন্ন, শঙ্খচক্রগদাপাণি, শ্যামলাঙ্গ, চতুর্ভুজ, চন্দ্রার্কনেত্র, শ্রীমান, পদ্মপাণি, বিশালাক্ষ, ও মহাদ্যুতি দেহধারী হইয়া অবস্থিত থাকিবেন, তাহা হইলে আমি প্রথমে মনোময় সর্ব্বসংরম্ভযুক্ত রম্য সপর্য্যাদ্বারা সপরিবার বিষ্ণু পূজা করিতে পারিব। পশ্চাৎ নানাবিধ বাহ্য বস্তুদ্বারা পূজা করিতে পারিব[২।৩]।

প্রহ্লাদ মনে মনে ঐরূপ স্থির করিয়া পূজার দ্রব্য সমুদায় কল্পনা করিয়া লক্ষ্মীপতি মাধবকে মনোদ্বারা পূজা করিলেন। রত্নপাত্রে চন্দনাদি বিলেপন, ধূপ, দীপ, বিচিত্র রত্নভূষণ মন্দারমালা, হেমাব্জরাজি, উৎপলনিকর, কল্পবৃক্ষলতাগুচ্ছ, রত্নস্তবকসমূহ, দিব্যবৃক্ষপল্লবসমূহ, নানা-

---

* অদ্বৈত দৃষ্টিতে পূজ্য পূজক ভেদ না থাকায় পূজা অসম্ভব হয়। অতএব সমাধি ব্যতীত অন্য অবস্থাতেও অদ্বৈত দৃষ্টি বজায় রাখা আবশ্যক। তাহা রাখিতে হইলে পূজা, ধ্যান, জপ, এ সকল অবশ্য অবলম্বনীয়। অর্থাৎ অদ্বৈত বিজ্ঞান সুপক্ক না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল ক্রিয়া আবশ্যক। তাই প্রহ্লাদ পূজাদি প্রক্রিয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সমাধি কালে অদ্বৈত, তাই সে সময়ে প্রসিদ্ধ পূজা থাকে না। তদ্ভিন্ন কালে তুমি আমি তিনি ইত্যাদি ভেদ বুদ্ধি থাকে, কাযেই আমি পূজক, তিনি পূজ্য, ইত্যাদি ভাব থাকায় পূজাদির ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হয়। তদ্বিধ দ্বৈতজ্ঞান কালেও সোঽহং জ্ঞানের অভ্যাস জন্য পূজাদি করা বিধেয়। তৎ প্রভাবে অর্থাৎ পূজাদির প্রভাবে ভেদ বুদ্ধি ক্রমে বিদূরিত হইতে থাকে এবং অদ্বৈত বুদ্ধি ঘনীভূত হইতে থাকে।

প্রকার কুসুম, আম্রপল্লব, কিংশুক, বিল্বপত্র, * তুলসী, গুগ্‌গুল্‌, দূর্ব্বা, কুঙ্কুম, নৈবেদ্য, তাম্বুল, দর্পণ, ছত্র, চামর, নীরাজনা, পুষ্পাঞ্জলি, প্রদক্ষিণ, নমস্কার প্রভৃতি ও সম্মানোপচার কল্পনার দ্বারা লক্ষ্মীকান্ত জনার্দ্দনকে পুনঃপুনঃ পূজা করিয়া সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। এবং উৎসাহ সহকারে নানাবিধ বাহ্য উপচার দ্বারা ভক্তিসহকারে প্রত্যহ হরি পূজা করিতে লাগিলেন[৭।১৯]।

প্রহ্লাদ হরি পূজায় প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় পুরস্থ দৈত্যগণ ক্রমে পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠিল। কারণ এই যে, রাজাই আচার ব্যবহার প্রচারের হেতু। অর্থাৎ রাজা যদাচারী, প্রজাদিগকেও প্রায় তদাচারী হইতে দেখা যায়[২০]। হে অরিসূদন! এই বৃত্তান্ত কালক্রমে দেবলোকে গমন করিল। দেবতাগণ শ্রবণ করিলেন, যে অসুরগণ বিষ্ণুদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম বৈষ্ণব হইয়াছে। শক্রাদি দেবগণ উক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, এ কি আশ্চর্য্য! যাহারা বিষ্ণুর চিরবিদ্বেষী, তাহারা অকস্মাৎ বৈষ্ণবী ভক্তি প্রাপ্ত হইল? কি আশ্চর্য্য!

দেবগণ ঐরূপে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষীরোদোদরে অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণুসমীপে গমন করিয়া সেই অপূর্ব্ব বিস্ময়কর দৈত্যবৃত্তান্ত তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলেন[২১।২২]। কহিলেন, হে ভগবন্‌! একি! যাহারা সর্ব্বদা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিত, এক্ষণে সেই সমস্ত দৈত্য ত্বন্ময় হইয়াছে। বোধ হয় ঐ ব্যাপার মায়া (কোন এক প্রকার ছল)। কেননা অতিদুর্ব্বৃত্ত দানবেরাই বা কোথায়? আর পশ্চাত্যজন্মলভ্য (পাশ্চাত্যজন্ম=চরম বা মোক্ষের উপযুক্ত জন্ম) জনার্দ্দনভক্তিই বা কোথায়? দৈত্যদিগের তদ্রূপ বিষ্ণুপরায়ণতা কোনও ক্রমে সম্ভব হইতে পারে না[২৫।২৬]। প্রথিত আছে, প্রাকৃত ব্যক্তি গুণশালী হইলে অকালপুষ্পের ন্যায় দুঃখ ও উদ্বেগ উভয়কেই উৎপাদন করে। তাই আমরা উদ্বিগ্ন হইয়াছি[২৭]। কাচের মধ্যস্থলে মহামূল্য মণি শোভা পায় না। জন্তু সকল যাদৃশ গুণযুক্ত, তাদৃশ গুণসম্পন্ন বস্তুতেই সংস্থিতি লাভ করাই উচিত এবং তাহাই হইয়া থাকে। অশ্বগণ সদৃশ হইলেও কুক্কুরগণ তাহাদিগের মধ্যে সন্তোষ ভাবে থাকিতে পারে না[২৮।২৯]।

* এই বাশিষ্ঠ শাস্ত্রের মতে এবং অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রের মতে বিষ্ণুকে বিল্বপত্র দেওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক বিষ্ণু সেবকেরা বিল্বপত্রের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনেন না।

বজ্রসূচী অঙ্গমধ্যে নিমগ্ন তাদৃশ দুঃখপ্রদ হয় না অসদৃশ ঘটনা যদ্রূপ দুঃখপ্রদ৩০। যাহা যে স্থলের উপযুক্ত, তাহাই সেই স্থলে শোভমান হয়। পদ্ম জলেই উৎপন্ন হয়, স্থলে নহে। অধম, হীনকর্ম্মরত, প্রাকৃতারস্ত, তুচ্ছ দানবগণই বা কোথায়? আর শাশ্বতী বৈষ্ণবী ভক্তিই বা কোথায়? হে দেবেশ! "কমলিনী উতপ্ত উষরভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে" এই নীচজনোক্তি যেরূপ কর্ণের সুখার্থ নহে, তদ্রূপ "দিতিসুতগণ মাধবে ভক্তিমান্ হইয়াছে," এই বাক্যও আমাদিগের সুখদায়ক নহে৩১।৩৩।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।
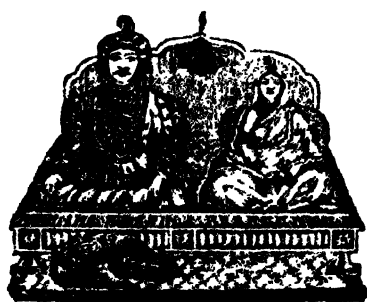
ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

—(✕(*)✕)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, দেবগণ দৈত্যগণের হরিভক্তিতে দুরভিসন্ধি থাকা বিবেচনায় শঙ্কিত ও প্রকুপিত হইয়া মাধবকে প্রাগুক্ত বাক্য সকল কহিলে, ভগবান্ জনার্দ্দন আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, হে বিবুধগণ! তোমরা বিষণ্ণ হইও না। প্রহ্লাদ সত্য সত্যই আমাতে ভক্তিমান্। প্রহ্লাদের এই শেষ জন্ম, সুতরাং সে মোক্ষলাভের উপযুক্ত[১।২]। যেমন দগ্ধ বীজে অঙ্কুর জন্মে না, তেমনি, প্রহ্লাদও আর গর্ভগামী হইবে না[৩]। ক্রান্তদর্শী (ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞানী) পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে, গুণবান্ যদি নির্গুণ হয় তবে তাহাই অনর্থের হেতু। কিন্তু নির্গুণের গুণবান্ হওয়া অনর্থের কারণ নহে। বুঝিতে হইবে যে, তাহা সিদ্ধিপ্রদ কর্ম্মের ক্রম। হে অমরোত্তমগণ! তোমরা স্ব স্ব বিচিত্র ভবনে গমন কর। প্রহ্লাদের ঐ গুণ তোমাদিগের অসুখের কারণ হইবে না[৪।৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবান্ ঐরূপ কহিয়া সেই ক্ষীরোদ লহরীমালায় অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণও বিষ্ণুর পূজা করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন[৬]। অতঃপর দেবতাগণ প্রহ্লাদের প্রতি প্রীত হইলেন। কারণ এই যে, মহদ্ব্যক্তিরা যাহা হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত না হন, তাঁহাদের মন তৎপ্রতি বিশ্বাসবান্ হইয়া থাকে[৭।৮]। এ দিকে ভক্তিমান্ প্রহ্লাদ প্রত্যহ কায়, মন ও বাক্য দ্বারা দেবদেব-জনার্দ্দনের পূজা করিতে লাগিলেন[৯]। উক্তপ্রকারে পূজারত থাকায় প্রহ্লাদের বিবেক আনন্দ ও বৈরাগ্য প্রভৃতি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল[১০]। তদীয় চিত্ত ক্রমে ভোগানন্দ বা বিষয়ানন্দ পরিত্যাগ করিল। এখন তাঁহার মন আর জনাকীর্ণ স্থান ভাল বাসে না এবং কমনীয়া কান্তা প্রভৃতিতে সস্পৃহ হয় না[১১]। শাস্ত্রকথা ব্যতীত অন্ত কোন বিষয়ে তাঁহার মন প্রধাবিত হয় না। তিনি অশাস্ত্রীয় লোকব্যবহারে ও সভা সমিতি উৎসবে ও কৌতুক দর্শনাদি বিষয়ে বিরত হইলেন[১২]। এত দূর অগ্রসর হইয়াও তাঁহার চিত্ত ভোগকল্পনা রূপ রোগ হইতে বিমুক্ত না

হওয়ায় সময়ে সময়ে দোলায়মান হইতে লাগিল। ক্ষীরোদমন্দিরস্থ অন্তর্যামী সকলের আনন্দকারী ভগবান্ বিষ্ণু প্রহ্লাদের সেইরূপ চিত্ত-স্থিতি অবগত হইয়া তদীয় পাতাল কুহরস্থ পূজাগৃহে প্রবেশ করতঃ প্রহ্লাদের সম্মুখীন হইলেন[১৩।১৬]।

দৈত্যেন্দ্র প্রহ্লাদ পুণ্ডরীকাক্ষের আবির্ভাব জ্ঞাত হইয়া পরম সমাদরে ও দ্বিগুণ উপচারে তাঁহার পূজা করিলেন[১৭]। বাঞ্ছাসিদ্ধিকারী হরি ইষ্টদেব পূজাগৃহে ও প্রত্যক্ষে অবস্থিত, ইহা দেখিয়া প্রহ্লাদের হর্ষের আর সীমা রহিল না। তিনি যথাযোগ্য প্রীতিকর বাক্যে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন[১৮]। প্রহ্লাদ বলিতে লাগিলেন, যিনি আপনিই আপনার অন্তরস্থ ভুবনত্রয়কে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, যিনি বাহিরের ও অন্তরের কলঙ্ক বা তমঃ বিনাশ করেন, যিনি সূর্য্যাদি অপেক্ষাও অধিক প্রকাশশীল অর্থাৎ স্বয়ম্প্রকাশরূপী, যিনি অনন্তশরণ জীবের রক্ষাকর্ত্তা বা ত্রাণ কর্ত্তা, সেই অজ ঈশ ঈশ্বর অচ্যুত হরিকে শরণাগত আমি প্রণাম করি[১৯]। যাঁহার কান্তি ইন্দীবরের ও নীল মণির সহিত তুলিত ও নির্ম্মল শারদ আকাশের সহিত উপমিত হয়, যদীয় দেহের আভা ভ্রমরাদির দেহের আভা অপেক্ষা অনেক গুণ উৎকৃষ্ট, আমি সেই পদ্মহস্ত চক্রপাণি গদাধরের শরণাগত[২০]। যাঁহার অঙ্গসকল নিতান্ত কোমল, যাঁহার শঙ্খ শ্বেত শতদলপদ্মের কোরক সদৃশ, যাঁহার নাভিপদ্মে বিরিঞ্চিরূপ ভ্রমর বেদরূপ গুণ্ গুণ্ ধ্বনি করেন, যিনি ভক্তহৃদয়পদ্মে বাস করেন, আমি তাঁহার শরণাগত[২১]। যাঁহার শুক্লবর্ণনখররাজি তারকাগণের ন্যায় সমুজ্জ্বল, যাঁহার বদন-চন্দ্র সর্ব্বদা হাস্যপ্রভায় প্রদীপ্ত, কৌস্তভমণির উজ্জ্বলকান্তি যাঁহার হৃদয়ে মন্দাকিনীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে, আমি সেই শরদাকাশতুল্য কান্তিমান্ বিষ্ণুর শরণাগত[২২]। যিনি অজাত ও অবর্দ্ধনশীল, যাঁহাতে সৃষ্টিপরম্পরা সন্নিবিষ্ট, যিনি সত্ত্বাদি মায়াগুণদ্বারা অনন্ত কল্যাণগুণবিশিষ্ট দেহ প্রকাশ করেন, যিনি অতিবিরূপ (রূপ রহিত) হইলেও বালকস্বরূপী; যে বালক প্রলয়কালে বটপত্রশায়ী, আমি সেই বালকরূপী বিষ্ণুর শরণাগত[২৩]। যিনি বিকশিত পদ্মরেণুর ন্যায় গৌরবর্ণ, যাঁহার অঙ্কে কমলাদেবী বিরাজিতা, যাঁহার বসন সায়ংকালীন দিবাকরের ন্যায় অরুণবর্ণ, আমি সেই কনকরুচি ভাস্বর ও সুন্দর বিষ্ণুর শরণাগত[২৪]। যিনি দানবরূপ নলি-

নীর তুষার, সুররূপ নলিনীর সূর্য্য, পদ্মজরূপ নলিনীর মহান্ জলাশয়, হৃদয়রূপ নলিনীর হৃদয়, ত্রিভুবনরূপ নলিনীর শ্বেতারবিন্দ ও যিনি মোহান্ধকার বিনাশের উৎকৃষ্ট প্রদীপ, যিনি স্বয়ং অজড় হইয়াও জড়-রূপে ভাসমান ও অজড় চিদাত্মতত্ব, আমি সেই জগদার্ত্তিহর হরির শরণাগত[২২]।[২৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রহ্লাদ অসুরনাশন শ্রীনিষণ্ণাঙ্গ কুবলয়দলশ্যাম হরিকে এই প্রকার বাক্যসমূহ দ্বারা স্তব ও অভ্যর্চ্চনা করিলে, ভগবান্ তাঁহার প্রতি সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন এবং জলদ যেমন গম্ভীরনিঃস্বনে ময়ূরকে আশ্বাসিত করে, তদ্রূপ, তাঁহাকে গম্ভীরনিঃস্বনে বক্ষ্যমাণ বাক্যে আশ্বাসিত করিলেন[২৭]।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

—○()•()○—

ভগবান্ বলিলেন, হে গুণনিধে! হে দৈত্যকুলের অমূল্যরত্ন! এক্ষণে তুমি স্বীয় জন্মদুঃখশান্তির নিমিত্ত অভিলষিত বর গ্রহণ কর[১]। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে সঙ্কল্পফলপ্রদ! হে ভগবন্! হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! হে বিভো! আপনি যাহা উত্তম বিবেচনা করেন তাহাই আমার প্রতি আদেশ করুন। অর্থাৎ আপনিই বিচার করিয়া আমার উপযুক্ত বর প্রদান করুন[২]। ভগবান্ বিষ্ণু প্রহ্লাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, আত্মতত্ত্ব বিচারোৎপন্ন ব্রহ্মাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার (আমার আত্মা ব্রহ্ম, এরূপ অসন্দিগ্ধ বোধ) ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আত্যন্তিক কার্পণ্য নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। * অতএব, প্রহ্লাদকে তদনুরূপ বর দেওয়াই কর্ত্তব্য। পরে বলিলেন, হে অনঘ! তোমার আত্যন্তিক অনর্থনিবর্ত্তক ও নিরতিশয় আনন্দ লাভের কারণীভূত বিচার—যে বিচারে তোমার ব্রহ্মে বিশ্রাম হয়—সেই বিচার উপস্থিত হউক[৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন পয়োনিধির লহরী নির্ঘোষ করণান্তে বিলীন হইয়া যায় তাহার ন্যায় ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যেন্দ্রকে ঐরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন[৪]। দেবদেব বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে প্রহ্লাদ মণিরত্নপুরস্কৃত শেষ কুসুমাঞ্জলি তদুদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন[৫]। পরে সেই উৎকৃষ্ট

* আমি ছাড়া সমস্তই ব্রহ্ম, এ বোধ হইলেও "আমি ব্রহ্ম নহি, ব্রহ্ম বহির্ভূত" এ বোধ থাকিতে "সর্ব্বং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যের ও তজ্জনিত বোধের বাধ হয় সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান অপূর্ণ থাকে। পূর্ণতা ব্যতীত অভয় পদ লব্ধ হয় না এবং পূর্ণতা অদ্বৈত ব্যতীত দ্বৈতে সিদ্ধ হয় না। দ্বৈতে সেব্য সেবক, পতি পত্নী প্রভৃতি ভাব বিরাজ করে। তাদৃশ ভাবে ও উপাসনায় যাহা লব্ধ হয় তাহা পরিচ্ছিন্নতা কারণে স্বর্গবিশেষ, মোক্ষ নহে। কারণ এই যে, তল্লব্ধ পদ অভয় নহে। ভগবানের নিত্য পার্ষদ জয় বিজয় প্রভৃতিরও শাপ গ্রস্ত হইয়া দানবাদি জন্ম ভোগ করিতে হইয়াছে। অতএব, অদ্বৈত ব্যতীত দ্বৈতে অভয়পদপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ নাই, ইহা বশিষ্ঠের অভিপ্রেত।

আসনে পদ্মাসন নিবদ্ধ করিয়া কিয়ৎকাল স্তোত্র পাঠ করতঃ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন[৬], সংসারক্লেশবিনাশন দেবদেব আমাকে আত্মবিচারপরায়ণ হইতে আদেশ করিলেন, অতএব এক্ষণে আমি আত্মার বিচারই করিব[৭]। আমি এই যে ভুবনাড়ম্বরে আছি ও কথা কহিতেছি, গমন করিতেছি, অবস্থান করিতেছি, যত্নসহকারে দ্রব্যাদি আহরণ করিতেছি, এ আমি কে বা কি[৮]? তৃণপর্ব্বতসঙ্কুল জগৎ আমি নহি; কেননা ইহা আমার বাহিরে প্রতিভাত হইতেছে[৯]। এই যে দেহ, ইহাও আমি নহি। কারণ ইহা ছিল না, অভিনব বা উৎপন্ন পদার্থ, অচেতন, এবং বায়ু প্রবহনে ক্ষণকাল মাত্র প্রস্ফুরিত হয়, আবার নাশ প্রাপ্ত হয়[১০]। কর্ণদ্বারা গৃহীত যে শব্দ, তাহাও আমি নহি। কারণ উহা কর্ণ শুষ্কলি উপলক্ষে কল্পিত, শূন্য আকাশ সঞ্জাত, আকাশাকৃতিও অচেতন[১১]। ত্বগিন্দ্রিয়প্রাপ্য স্পর্শ, তাহাও আমি নহি। কারণ তাহা, উহা ক্ষণবিনাশী, ত্বঙ্মাত্রগ্রাহ্য ও অচেতন। যাহার অস্তিতা তুচ্ছ ও লোল, অল্পপ্রসর ও জিহ্বার অধীন, সেই তুচ্ছ, লোল, ক্ষণধ্বংসী ও অচেতন রস কি প্রকারে অহমাস্পদ হইবে[১২,১৩]? যাহার সিদ্ধি অর্থাৎ অস্তিতা অনিত্য দৃশ্য দ্রব্যের ও চক্ষুর অধীন, যাহা কেবল মাত্র দর্শকের উপভোগ জন্মাইয়া উপক্ষীণ হয়, অর্থাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহা অহমাস্পদ নহে। অর্থাৎ রূপও আমি নহি[১৪]। অন্ধ জড় ক্ষয়শীল নাসিকার দ্বারা পরিকল্পিত অনিয়তাকার গন্ধও আমি নহি[১৫]। এইরূপ, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ ও অহঙ্কার মন বুদ্ধি চিত্তাদি শব্দবাচ্য অন্তঃকরণও আমি নহি। যখন ঐ সকলের কিছুই আমি নহি তখন অবশ্যই পরিশেষ ন্যায়ে যে মমতাবিহীন, শান্ত, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত ও কল্পনাবর্জ্জিত শুদ্ধ চেতন নিত্য প্রাপ্ত আছে, সেই নিত্য প্রাপ্ত চেতনা নামক পদার্থই আমি[১৬]। আমি চেত্যাতীত, চিন্মাত্রবাহ্যাভ্যন্তরব্যাপী, কল্পনাবিহীন, সৎ ও সমস্ত বস্তুর প্রকাশক[১৭]। যেমন উত্তমালোক প্রদীপ বস্তু প্রকাশ করে তাহার ন্যায় আমি চেতনার দ্বারা এই সমস্ত লোক ও সূর্য্যাদি বস্তু প্রকাশ করিতেছি[১৮]। অহো! এত কাল পরে আজ্ আমি সত্য অবগত হইলাম। এ সমস্তই চিদাভাস মাত্র। অর্থাৎ চিদ্রূপ আত্মাতে ভ্রমবিশেষের বিম্ব কল্পনাবিশেষ[১৯]। যেমন সছিদ্র অপবরকের অন্তর্গত আলোক ছিদ্র পথে নিঃসৃত হইয়া ঘটাদি

বস্তু প্রকাশ করে তাহার ন্যায় দেহান্তঃ প্রবিষ্ট চেতনা বহিরাগত ইন্দ্রিয় বৃত্তির দ্বারা বাহ্য জগৎ প্রকাশ করিতেছে[২০]। যেমন প্রদীপ্তি-শালী বস্তুর দ্বারা বস্ত্রের শুক্লাদি বর্ণ প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় চেতনার দ্বারাই সমস্ত বস্তু প্রতিভাত হয় এবং নানা প্রকার ইন্দ্রিয় বৃত্তিও উক্ত চেতনার দ্বারা প্রকাশ প্রাপ্ত হয়[২১।২২]। মুকুর যেমন বস্তুপ্রতিবিম্বের আধার, তাহার ন্যায় এই চেতনাই দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদি সমস্ত অনুভবযোগ্য বস্তুর ও ভূতবর্গের আধার[২৩]। সেই বিকল্পবর্জ্জিত (অর্থাৎ একরূপ, এক বা অদ্বয়) চিদ্রূপের প্রসাদেই সূর্য্য উষ্ণ, চন্দ্র শীতল, অদ্রি স্থূল ও নিবিড় ও সলিল তরলভাব প্রাপ্ত হইয়াছে[২৪]। জগৎস্থিতির ও ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাদিরও আদি কারণ চেতনা, কিন্তু চেতনার কারণ নাই। যেমন গ্রীষ্মার্কতাপে সমুদায় বস্তুই প্রতপ্ত হয় তাহার ন্যায় এক নিত্য চেতন দ্বারাই পদার্থের পদার্থতা সিদ্ধ হয়[২৫-২৭]। আমি চিৎ, চেত্য, দৃশ্য, ও দ্রষ্টা প্রভৃতি কল্পনার অতীত (অর্থাৎ সর্ব্বত্রানুস্যূত এক অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড পদার্থ) স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা; অতএব আমাকেই আমার নমস্কার[২৮।২৯]। এক নির্ব্বিকল্প ভূতেশ মৎস্বরূপ চিদাত্মায় এই সমস্ত প্রবেশ ও অবস্থান করিতেছে[৩০]। এই অন্তরাত্মভাবে অবস্থিত চৈতন্য যাহা করে তাহাই কৃত হয়; যাহা না করে তাহা কৃত হয় না। সুতরাং অন্তঃস্থ চেতনা যাহা কল্পনা করে, যাহাতে আপনার অস্তিতা অর্পণ করে, তাহাই আছে বলিয়া গণ্য হয়[৩১।৩২]। ঘটপটাদি আকারে অবস্থিত এই সকল পদার্থ সুবৃহৎ দর্পণ স্থানীয় উক্ত চিদাকাশে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। (অর্থাৎ প্রতিবিম্বের ন্যায় মিথ্যা ভাবে দৃষ্ট হইতেছে)[৩৩]। এই চিদাত্মাই বৃদ্ধের বৃদ্ধতা ও ক্ষরিষ্ণুর ক্ষরশীলতা, সত্তে সত্তা ও অসত্তে অসত্তা সম্পাদন করিতেছে[৩৪]। এই চেতনা সকল ভূতের অদৃশ্য, অথচ বিগলিতমনাদিগের ইহা প্রাপ্য। বিগলিতচিত্ত আত্মবিদ্‌গণ ইহাকে নির্ম্মল ব্যোমের সমান সন্দর্শন করেন[৩৫]। এই এক চিদাত্মাই নানাপ্রকার চঞ্চরীক (ভ্রমর) যুক্ত অসংখ্য দৃশ্যমঞ্জরীর মহান্ বৃক্ষ[৩৬]। ইহা হইতেই পরিবর্ত্তনশীল সংসারের রচনা নিষ্পন্ন হইয়াছে[৩৭]। এই ত্রৈলোক্যোদরে যাহা যাহা আছে, কি ব্রহ্মা কি তৃণ, ইনিই সে সমুদায়ে এক বা অভিন্ন ও সে সকলেরই আত্মা ও প্রকাশক[৩৮]। সুতরাং আমাতেও অভিন্ন ও আমার (অহং

এই মূল মনোবৃত্তির) বা ব্যবহারিক আত্মার প্রকাশক। অতএব, আমি আদিরহিত অন্তবর্জ্জিত সর্ব্বগামী ও সর্ব্বাকৃতি এবং স্থাবর ও জঙ্গম সমুদায় পদার্থের অন্তরে স্বানুভূতিরূপে (আমি আমি ইত্যাকারে) অবস্থান করিতেছি[৩৯]। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময় আমারই এই সমস্ত (অসংখ্য) স্থাবরজঙ্গমাত্মক দেহ[৪০]। আমি যখন এক, স্বপ্রকাশ ও স্বানুভূতি স্বরূপ, তখন আমিই আধারভেদে বিবিধাঙ্গ ও সেই সেই অনুভূতিরূপে রাজমান। অর্থাৎ সে সকল অনুভূতিও আমি। অতএব, আমিই সর্ব্বদ্রষ্টা ও সহস্রকরলোচন[৪১]। আমি সুন্দর সূর্য্যদেহ দ্বারা নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতেছি ও বায়ুদেহদ্বারা সকল স্থানে অবস্থান করিতেছি[৪২]। এই যে সৌভাগ্যের প্রসিদ্ধ বিশ্রাম স্থান ও শঙ্খচক্রগদাধর নীলকান্তকান্তি বপুঃ, এ বপু আমারই বপু[৪৩]। আমিই এই বপুতে উৎপন্ন অর্থাৎ আবির্ভূত হইয়া পদ্মাসনগামী হইয়া থাকি[৪৪]। আমিই গৌরীর বদনপদ্মের ষট্পদস্বরূপ ত্রিনেত্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া থাকি[৪৫]। আমি স্ত্রী, পুরুষ, কুমার, কুমারী, জীর্ণ, যুবা, বালক ও জাত এবং অজাত এবং আমিই ইন্দ্ররূপে এই ত্রৈলোক্য পালন করিতেছি[৪৬।৪৭]। আমি তৃণ গুল্ম তরু ও লতা প্রভৃতিতে রসরূপে অবস্থান করি এবং আমিই বালকের ক্রীড়াপুত্তলিকা নির্ম্মাণের ন্যায় এই জগদাড়ম্বর পুনঃ পুনঃ কল্পনা করিয়া থাকি[৪৮।৪৯]। এই সমস্ত আমার এবং এ সকল আমা হইতে উৎপন্ন হইয়া আমাতেই অবস্থান পূর্ব্বক আমাতেই আমা কর্ত্তৃক বিলীন হয়। অতিবিস্তৃত ও যৎপরোনাস্তি স্বচ্ছ আদর্শস্থানীয় চিদ্রূপ আমাতে যখন যাহা প্রতিফলিত হয়, তখন তাহা আমাতেই উপস্থিত থাকে, অন্যথা তাহা থাকে না[৫০।৫১]। আমিই পুষ্পে সুগন্ধ, পত্র পুষ্পে ছবি, ছবিতে রূপ, রূপে অনুভব[৫২]। যে কিছু স্থাবর বা জঙ্গম দৃশ্য, সমস্তই আমি অর্থাৎ সমস্তই পরম চিৎ-তত্ত্ব[৫৩]। যেমন আদ্যা রসাত্মিকা শক্তি প্রসৃতা হইয়া সমস্ত তৃণ গুল্মাদিতে অবস্থান করে তাহার ন্যায় আমিই সমস্ত বস্তুতে অবস্থান করিতেছি[৫৪]। আমিই স্বেচ্ছামত সর্ব্বপদার্থের অন্তরে প্রাগুক্ত শক্তি অবলম্বনে সম্বিৎ বৈচিত্র্য বিস্তার করিতেছি। (ইহা কটু, ইহা কষায়, ইহা তিক্ত, ইত্যাদিবিধ জ্ঞানবৈচিত্র্য)[৫৫]। দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায়, জলে রসশক্তির ন্যায় ও সর্ব্বভূতে চিৎশক্তির ন্যায় আমিই সকলের অন্তরে

অবস্থান করিতেছি[৫৬]। যেমন অবনীতে তৃণ কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি, তেমনি, চিদ্রূপ আমাতে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই ত্রিকালস্থ জগৎ[৫৭]। আমি অপ্রার্থিত অশেষ জগৎ প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গদ্বারা অশেষ দিক্‌কুক্ষি পরিব্যাপ্ত করতঃ সর্ব্বসঙ্কোচবিভ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিরাট, সম্রাট্ ও একমাত্র কর্ত্তা স্বরূপে অবস্থান করিতেছি[৫৮]। আমার এই বিস্তৃত জগৎ রাজ্য অপূর্ব্ব ও অপ্রার্থিতরূপে প্রাপ্ত। ইহা অস্ত্রশস্ত্রাদির দ্বারা বিদলিত হয় না, বিনষ্ট হয় না, এবং ইহাতে ইন্দ্রেরও আধিপত্য নাই[৫৯]। কল্লান্ত-কালীন অর্ণবের একার্ণবত্ব প্রাপ্তির ন্যায় আমিই স্বয়ং আমাতে একাত্ম-ভাব প্রাপ্ত হইয়া বিততাত্মা হইয়াছি[৬০]। আমি আপনিই আপনার নিরতিশয়ানন্দরূপতার অন্ত পাইতেছি না। সর্প যেমন ক্ষীর সমুদ্র জলে সন্তরণ করিয়া তাহার অন্ত পায় না তাহার ন্যায়[৬১]। এই ব্রহ্মাণ্ড অতিক্ষুদ্র ও সঙ্কুচিত। যেমন বিল্বফলে হস্তীর সমাবেশ হয় না তাহার ন্যায় ইহাতে আমার সমাবেশ হইতেছে না[৬২]। বিরিঞ্চিভবনের (ব্রহ্ম-লোকের) পারে ও স্যাংখ্যাদি পরিকল্পিত তত্ত্বের উপরেও আমার স্বরূপ বিরাজ করিতেছে[৬৩]। আমি অসীম। তথাপি আমি ইতিপূর্ব্বে কেন যে "এই আমি" এইরূপ ভাবিতাম তাহা এখন অবক্তব্য। সেই ভাবনা বা কল্পনা নিরবলম্বনা। অর্থাৎ বস্তুশূন্য বিকল্পজ্ঞানতুল্য মিথ্যা। অপিচ ঐ অহং কল্পনাই আমাকে এত কাল পরিচ্ছিন্ন বা ক্ষুদ্র করিয়া রাখিয়া ছিল[৬৪]। "অহং, অয়ং, ভবান্" ইত্যাদি কল্পনা অন্যান্য কল্প-নার ন্যায় অলীক। বস্তুতঃ কি দেহ অদেহ মৃত ও জীবিত, সমস্তই অলীক[৬৫]। আমার পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ নিতান্ত মলিনবুদ্ধি ছিলেন। কেননা তাঁহারা এই উৎকৃষ্ট সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভব-ভূমিতে রত ছিলেন[৬৬]। এই ব্রহ্মবৃংহিত অর্থাৎ পরিপূর্ণ মহাদৃষ্টিই বা কোথায়? আর অনর্থশতসঙ্কুল মিথ্যা রাজত্বই বা কোথায়[৬৭]? যত প্রকার দৃষ্টি (অনুভব বা বোধ) থাকুক, তন্মধ্যে শুদ্ধা চিন্ময়ী দৃষ্টি অনন্তানন্দসম্ভোগিনী পরোপশমশালিনী ও জয়যুক্তা। অতএব স্বষ্ট্যন্তঃস্থ, চেত্যবর্জ্জিত, চিদাত্মা ও প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপ আমাকে আমার নমস্কার [৬৮।৬৯]। আমি অজাত, সংসারভ্রমশূন্য ও মহান্ আত্মা, আমার জয় হউক। আমিই একমাত্র জীবিত ও জয়যুক্ত। আমি এই উত্তম রমণীয় শাশ্বত বোধরূপ সাম্রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কদাচ অরণ্যরাজ্যে

দুঃখাদি বিভূতি সমুদায়ে রতি প্রাপ্ত হইব না[১০]।[১১]। যাহারা কেবল তুচ্ছতম কাষ্ঠ, জল, মৃত্তিকা ও প্রস্তরের জন্য ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছে সেই সকল অনাত্মজ্ঞ ক্ষুদ্র দানবকীট দিগকে ধিক্[১২]। দ্রব্যও অবিদ্যাত্মক, দেহও অবিদ্যাময়। অজ্ঞান পিতা অবিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার তর্পণ করিয়া কি করিলেন[১৩]। হিরণ্যকশিপু কিছু দিন এই ত্রৈলোক্য বিভব প্রাপ্ত হইয়া কশ্যপকুলোচিত পরম পুরুষার্থ ভোগ করিলেন না, ইহা কি আক্ষেপস্থানীয় নহে[১৪]? একমাত্র আত্মাই আনন্দ। শত শত জগৎ-রাজ্য সে আনন্দ উদ্বোধে সমর্থ নহে। যে ব্যক্তি এ আনন্দের স্বাদ না পাইয়াছে সে শত শত রাজ্য ভোগ করিলেও বলিতে পারি, সে অল্পমাত্রও আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করে নাই[১৫]। যে বাহিরে কিছুই পায় নাই অথচ অন্তরে এই পরমামৃত পানে পূর্ণান্তঃকরণ হইয়াছে, আমি বলিতে পারি, সে অখণ্ডিত সমস্ত সুখই প্রাপ্ত হইয়াছে[১৬]। মূঢ়বুদ্ধিরাই উক্ত পরম পদ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র সুখের আশায় প্রধাবিত হয়, পণ্ডিতগণ নহে। উষ্ট্রগণ ভিন্ন অন্য কোনও জন্তু সুলতা পরিত্যাগ করিয়া কণ্টক বনে গমন করে না[১৭]। কোন্ প্রাজ্ঞ এই পরমা দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া দুঃখদগ্ধ রাজ্যের কামনা করে? কোন্ অভিজ্ঞ ইক্ষু রস পরিত্যাগ করিয়া কটু বা নিম্ব রস পান করে[১৮]? আমার পিতৃপিতামহগণ নিতান্ত মূর্খ ছিলেন, তাই তাঁহারা আত্মদৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজ্যসঙ্কটে তৎ তাবৎ কাল বিলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন[১৯]। কোথায় প্রফুল্ল নন্দনবনস্থলী, আর কোথায় দগ্ধ মরুভূমি! কোথায় বোধ দৃষ্টি! আর কোথায় ভোগ বুদ্ধি[২০]! ত্রৈলোক্যে এমন রাজ্যই নাই যাহা তত্ত্বজ্ঞের বাঞ্ছিত হইতে পারে। কারণ—একমাত্র চিত্তত্ত্বে সমুদয় রাজ্যই বিদ্যমান রহিয়াছে[২১]। সর্ব্বব্যাপিনী নির্ব্বিকারস্বভাবা নির্ম্মলা চিতিশক্তিতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমস্তই অনায়াস লভ্য[২২]। তেজের প্রকাশকারিণী শক্তি তৈজসী শক্তি, চন্দ্রের অমৃতদায়িনী ঐন্দবী শক্তি, ব্রহ্মার মহতী ব্রাহ্মী শক্তি, ইন্দ্রের ত্রিলোকরাজতা শক্তি, শক্তির পূর্ণতাপ্রদায়িনী শৈবী শক্তি, জয়লক্ষ্মীর বর্দ্ধিনী বৈষ্ণবী শক্তি, মনের শীঘ্রগতিরূপা মানসী শক্তি, বলবতী বায়বী শক্তি, দাহকারিণী আগ্নেয়ী শক্তি, রসনির্বৃতিরূপিণী পাথসী (পাথস্=জল) শক্তি, মহাতপঃসিদ্ধিপ্রদা মৌনী (মুনিসম্বন্ধীয়া) শক্তি, বিদ্যারূপিণী বার্হস্পতী শক্তি, ব্যোমগতিরূপা বৈমানিকী শক্তি, স্থিরতা-

রূপিণী পার্ব্বতী (পর্ব্বতসম্বন্ধীয়া) শক্তি, গভীরতারূপিণী সামুদ্রী শক্তি, মহোন্নতিরূপা মৈরবী (মেরুসম্বন্ধীয়া) শক্তি, শান্তিরূপিণী সৌগতী শক্তি, (ঋতুসম্বন্ধীয়া) পুষ্পময়ী মাধবী (মাধব=বসন্ত) শক্তি, মদলোচনা মাদিনী (উন্মত্তাকারিণী) শক্তি, ঘননিনাদিনীরূপা বার্ষিকী (বর্ষাসম্বন্ধীয়া) শক্তি মায়াপ্রচুরা মায়ী (ময়=এক দানব) শক্তি, নিষ্কলঙ্কা নাভসী (নভস্=আকাশ) শক্তি, সুশীতলা তৌষারী (তুষার=বরফ) শক্তি, আতপতপ্তা নৈদাঘী (নিদাঘ=গ্রীষ্মকাল) শক্তি, এবং দেশকালক্রিয়াত্মিকা ত্রিকালোদরস্থিতা বিবিধা বিচিত্রা শক্তি স্বভাবতঃই পরম নির্ম্মল নির্ব্বিকার কলনাযুক্ত (সৃষ্ট্যুন্মুখী মায়ার উদ্রেক যুক্ত) চিদ্ব্রহ্ম হইতেই সমুত্থিত হইয়া থাকে[৮৩।৯০]। অতএব, সেই চিদাত্মাই চিত্তপরিকল্পিত শত শত বিভিন্ন পদার্থে প্রভাকরের প্রভার ন্যায় অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া বিভিন্ন রূপে আকারে ও নামে ব্যবহৃত হন[৯১]। যেমন প্রভাকরের প্রভা যে যে বস্তু স্পর্শ করে সেই সেই বস্তু তৎক্ষণাৎ প্রকাশমান হয়, সেইরূপ, উক্ত চিৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে চিত্তপরিকল্পিত সমুদায় পদার্থের প্রকাশক হন। এবং এই নানা অবস্থান্বিতা জগৎশ্রীও তদ্দ্বারা চেতিত হয়[৯২।৯৩]। প্রকাশ্য পদার্থেরই কল্পনানুসারী ভেদ আছে, পরন্তু সে ভেদে চিতের (চেতনার) অভিন্নতা বা একত্ব অথবা অপরিচ্ছিন্নত্ব বিনষ্ট হয় না। কারণ, কল্পনা অভাবে তাহার পূর্ণতা ও শুদ্ধতা স্পষ্টরূপেই প্রকাশমান হয়[৯৪।৯৫]। যত বার হউক, মধুর রস কিম্বা তিক্ত রস আস্বাদন করিবে তত বারই মধুর রস অথবা তিক্ত রস একই (চৈতন্যের) অনুভূতির গম্য হইবেক। সে সকল যুগপৎ আস্বাদন করিলেও সেই একই অনুভূতির (চৈতন্যের) গম্য বা বিষয় হয়। ইহাতে কি বুঝা যায়? বুঝা যায় যে, মধুর বা তিক্ত এই দুই বিষয় এক নহে; কিন্তু বিভিন্ন; পরন্তু যাহা অনুভূতি অর্থাৎ গ্রাহক চৈতন্য, তাহা অভিন্ন। অপিচ, সঙ্কল্প বা কল্পনা দ্বারা বিরচিত পদার্থ রাশি সংখ্যাগণনার অতীত; কিন্তু তৎসমুদায় পদার্থে অবগাহিত বা তৎ সমুদায়ের প্রকাশক চিৎ পদার্থের সত্তা ও রূপ এক বা একই প্রকার। যে হেতু প্রকাশ্য পদার্থরাশি অসংখ্য প্রকার; সেই হেতু পদার্থ রাশির ভেদ উপলক্ষ্যে মূঢ় দিগের দর্শনে একাত্মা চিতের ভেদ (ঔপাধিক ভেদ) ভ্রান্ত অনুভবে সমারূঢ় হইয়া থাকে। অতএব, যদি কল্পিত

ভেদ পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে আর দুঃখ শোক কি? সে সকল কোথায় থাকে[৯৬।৯৮]? চিত্ত যদি বিচার দ্বারা দৃশ্য বস্তুর অভাব গ্রহণ করে, তাহা হইলে অবশ্যই চিত্ত শোক মোহাদি পরিণাম হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। বিচার পরিস্কৃত চিত্ত যখন দৃশ্য জগতের অভাব অবধারণ করে, তখন সে পরমার্থ সৎ অদ্বৈত পরমানন্দ স্বরূপ আত্মার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়; সুতরাং তাহার ভবিষ্যৎ দুঃখপ্রদ বাসনাও প্রলুপ্ত হইয়া যায়[৯৯]। কালত্রয়ে ভেদ দর্শন করে না, এরূপ চেত্যবন্ধনশূন্য চিৎ বস্তু এক সুতরাং সমান অর্থাৎ বৈষম্যবর্জ্জিত। এই চিৎ বাক্যের অগম্য অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা উহার স্বরূপ বুঝান যায় না। যে হেতু কথায় বুঝান যায় না, সেই হেতু, যেন তাহা কোনও কালে নাই, এইরূপ মূঢ় প্রত্যয়ে (জ্ঞানে) সমারূঢ় হওয়ায় কখন কখন নাস্তিক সিদ্ধান্ত উদিত হইয়া থাকে[১০০।১০১]। উক্ত চিৎ আত্মা নামে ও ব্রহ্ম নামে পরিভাষিত। এবং কোন কোন শাস্ত্রে মোক্ষ নামেও অভিহিত হয়[১০২]। সর্ব্ব দুঃখের উপশমে মোক্ষ এবং সঙ্কল্প কল্পনায় জগৎ ও বন্ধন। বন্ধন কালে উক্ত সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ পারমার্থিক দৃষ্টি বা বিশুদ্ধ প্রকাশ প্রতিরুদ্ধ থাকে[১০৩]। ফলতঃ ইষ্টানিষ্টসঙ্কল্পময় মালিন্যের দ্বারাই উক্ত চিতের বন্ধন দশা ঘটিয়াছে। যেমন পাশবদ্ধা পক্ষিণী নভোমণ্ডলে উড্ডয়ন করিতে পারে না, তেমনি, এই চিৎ উক্ত দশায় আপনার সর্ব্বব্যাপিতা প্রথিত করিতে সমর্থা হয় না। আমার মূঢ়াশয় পিতামহগণ ভোগসুখার্থী ও হতাশয় হইয়াই ভাবাভাবরূপ অন্ধকূপে নিপতিত হইয়াছিলেন। হায়! হায়! ইচ্ছা দ্বেষ ও সুখ দুঃখাদি মোহ দ্বারা জীবগণ ধরাবিবরমগ্ন-কীটের দশা প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ এবং এই সকল জীবগণ যদি উক্ত তত্ত্ব জানিতেন ও জানিত তাহা হইলে কদাচ তাঁহারা ভোগসুখ নামক দুঃখের প্রার্থী হইয়া ভাবাভাবময় অন্ধকূপে নিপতিত হইতেন না[১০৪।১০৯]। এই ভূমণ্ডলে তাহারই জীবন সার্থক বা সেই ব্যক্তিই জীবিত, যাহার অন্তরে সত্য আত্মার অববোধ (জ্ঞান) রূপ মেঘ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান রূপ মেঘ উদিত হইয়া কল্পনারূপ মৃগতৃষ্ণিকা উপশম করিয়াছে[১১০]। সেই বিশুদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন চিতের নৈর্ম্মল্যের কথা কি বলিব! তাহার তুলনায় চন্দ্রের কিরণ মলিন[১১১]। আমি অবিচ্ছিন্ন চিৎ ও আত্মা। অতএব, হে

শোকাশোকমণে! হে দেব! হে আত্মন্! তোমাকেই আমি নমস্কার করি। আমি বহু কাল পরে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি ও জানিয়াছি[১১২]। তুমি বিচারে পরিজ্ঞাত, লব্ধ, ও চির কালের নিমিত্ত উদিত ও বিকল্প জাল হইতে উদ্ধৃত বা মুক্ত হইয়াছ। তুমি যাহা তাহাই আছ। সুতরাং তোমাকে নমস্কার[১১৩]। তুমিই আমি; এক ও অনন্ত। আমি তুমি অভিন্ন ও শিবময়। আমি তুমি অধিদেব ও পরমাত্মা, আমাকে তোমাকে নমস্কার[১১৪]। নির্ম্মেঘ আকাশে নির্ম্মল বস্ত্রের ন্যায় এই যে দেহাকাশে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত আনন্দময় ও নিরাধার পরমাত্মা আমি আপনারই স্বরূপে বিরাজ করিতেছি। অতএব, আমিই আমাকে নমস্কার করি[১১৫]।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

—(✕(*)✕)—
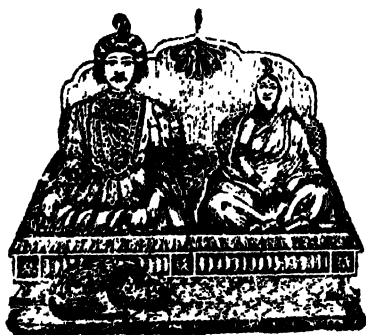
প্রহ্লাদ বলিলেন, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ওঁই ব্রহ্ম এবং ওঁই বিকার সমূহের অতীত নিত্য ও নির্ব্বিকার বস্তু। * জগতে যাহা কিছু, সে সমস্তই ওঁ বা আত্মা[১]। ওঁকারের বাচ্য আত্মা মেদ, অস্থি, মাংস ও রুধিরাদিময় শরীরের অতীত অথচ অন্তরস্থ। দীপ যেমন গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া আপনাকে ও গৃহস্থিত বস্তু সকলকে প্রকাশ করে তাহার ন্যায় চেতন আত্মাও এই শরীরকে, শরীরস্থ রক্ত মাংসাদিকে এবং শরীরবহির্ভাগে ঘটপটাদি ও সূর্য্যচন্দ্র প্রভৃতিকে প্রকাশ করিতেছেন[২]। অগ্নিকে উষ্ণ ও জলকে শীতল করিতেছেন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অনুভাব্য পদার্থ নিচয়কে সেই সেই স্বভাবে (যেমন পৃথিবীর স্বভাব কঠিনস্পর্শ ও বিচিত্র রূপ প্রভৃতি) সম্পন্ন করিয়া রাজার ন্যায় উপভোগ করিতেছেন[৩]। ইনি অবস্থিতি করিতেছেন অথচ উপবিষ্ট নহেন। (অবস্থিতি= নিশ্চল অবস্থায় থাকা)। গমন করিতেছেন আবার গমন করিতেছেন না। (বায়ু প্রভৃতিরূপে সদাগতি এবং মহাকাল রূপে গতিরহিত)। শান্ত স্বভাব অথচ ব্যবহারস্থ। তিনি কার্য্য করেন অথচ সে সকলে অলিপ্ত। ইনি পূর্ব্বে যেরূপ, এক্ষণেও সেইরূপ, পরেও সেইরূপ। ইহকালে যেরূপ, পরকালেও সেইরূপ, ইহ পর উভয় কালের সন্ধি স্থানেও সেই রূপ। (ইহ-পর উভয় কালের সন্ধি—মরণের পর জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত। এবং জাগ্রৎ স্বপ্নাদি অবস্থার সন্ধিস্থল বলিলেও বলা যায়) তথা বিহিতও ইনি, নিষিদ্ধও ইনি। ইনি সমুদায় পরিবৃত্তিতে সমান[৪।৫]। (পরিবৃত্তি=পরিবর্ত্তন)। আমি দেখিতেছি, ইনি সর্ব্বদা অভয়, এবং

---

* ব্রহ্মের নাম ওঁ। অর্থাৎ ব্রহ্মকে সম্বোধন করিতে, ডাকিতে ও ভাবিতে (ধ্যান করিতে) হইলে ওঁ এই নাম অবলম্বন করিতে হয়। ওঁ এটী নাম, ব্রহ্ম তাঁহার নামী। নাম ও নামী যখন অভেদ উপাসনায় এক হইয়া যায়, ভেদ জ্ঞান থাকে না, তখন ব্রহ্মের নাম হইলেও ওঁকারকে সর্ব্বময় ও সর্ব্বব্যাপী বলা যায়। প্রহ্লাদের তাহাই হইয়াছিল, তাই তিনি ওঁকারকেও সর্ব্বময় বলিলেন।

ইনিই অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়রূপে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত জগতের বিধান করিয়াছেন ও করিতে-ছেন[৬]। এই আত্মা বায়ুদেব অপেক্ষা অধিক স্পন্দনকারী, স্থাণু অপেক্ষা নিশ্চল এবং আকাশ অপেক্ষা নির্ম্মল[৭]। সারথি যেমন অশ্ব পরিচালন করে তাহার ন্যায় এই দেব সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়গণকে ও তদ-ধিপতি দেবতাদিগকে (যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিপতি দেবতা সূর্য্য) পরিচালিত করিতেছেন[৮]। যেমন কোন সম্রাট্ স্বপ্নাবস্থায় আপনাকে দুর্দ্দশাপন্ন অনুভব করে তাহার ন্যায় এই বিভু আত্মা সদা স্বাত্মতৃপ্ত ও স্বস্থ স্বভাব হইলেও অজ্ঞানপ্রবল অতিদুর্দ্দশাগ্রস্থ দেহরূপ গৃহে কর্ম্মরত হওয়ায় আপনাকে কর্ম্ম-কর্ত্তা বলিয়া ভাবিতেছেন এবং সে সকলের কল্পিত ফল ভোগও করিতেছেন[৯]। অতএব, আমি দেখি-তেছি, উক্ত দেবই আমাদের অন্বেষ্য, স্তত্য ও ধ্যাতব্য। কেননা উহারই প্রসাদে আমরা জন্ম মরণ সম্ভ্রম (সংসার ভ্রান্তি) হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারি[১০]। ইনি আমাদের অত্যন্ত সুলভ, সুজের ও আপ্ত বান্ধবের ন্যায় সুপ্রিয়। ইনিই সমুদায় জীবের দেহ পদ্মের মধ্যগত ভ্রমর; সুতরাং সুলভ[১১]। ইঁহাকে উচ্চৈঃ রবে ডাকিতে হয় না বা আহ্বান করিতে হয় না। কেননা ইঁহাকে আপনার দেহ-মধ্যেই পাওয়া যায়। প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক স্মরণ করিবা মাত্র ইনি অভিমুখীন হন[১২]। সর্ব্বসম্পত্তিশালী এই বিভুর সেবকেরা ধনেশ্বর দিগের সেবকের ন্যায় গর্ব্বিত ও বিস্মিত হন না[১৩]। যেমন পুষ্পে সৌগন্ধ, তিলে তৈল এবং রস্যমান পদার্থে রস বা স্বাদ থাকে, সেই-রূপে, এই দেব এই দেহে বিরাজ করিতেছেন[১৪]। যেমন পূর্ব্ব পরি-চিত ব্যক্তি কালব্যবধানের দোষে অর্থাৎ বহুকালের পর সম্মুখে সমাগত হইলে, তদীয় পুত্রাদি তাহাকে চিনিতে পারে না, সেইরূপ, এই আত্ম-দেব সর্ব্বদা আমাদের হৃদয়ে থাকিলেও আমরা তাঁহাকে দীর্ঘকালব্যাপী অজ্ঞান অন্ধকারের দোষে চিনিতে পারি না[১৫]। এই ঈশ্বর বিচার-পরিজ্ঞাত হইলে প্রিয়জনপ্রাপ্তি অপেক্ষা অধিক আনন্দিত হওয়া যায়[১৬]। এই আনন্দপ্রদ পরম বন্ধুর দর্শনে এরূপ জ্ঞান লাভ করা যায় যে, যে জ্ঞান জন্মমরণাদির অপহার করিতে সমর্থ[১৭]। তখন কামক্রোধাদি শত্রুগণ স্বয়ং ক্ষয়প্রাপ্ত ও আশাপাশ সকল সর্ব্বতোভাবে ছিন্ন হইয়া যায়[১৮]।

ইনি দৃষ্ট হইলে সমস্ত জগৎ দৃষ্ট হয়, শ্রুত হইলে সমুদায় শ্রোতব্য শ্রুত হয়, স্পৃষ্ট হইলে স্পৃষ্ট হয় এবং ইনি আছেন বলিয়াই এই জগৎ আছে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়[১৯]। ইনি সুপ্ত দিগকে জাগরিত করেন, অবিবেকী দিগকে বিবেক দান করেন, আর্ত্ত দিগকে ত্রাণ করেন এবং দেবো-পাসক দিগকে বর প্রদান করেন[২০]। ইনিই চৈতন্যরূপে সমস্ত পদার্থের বাহ্যে ও অভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। অপিচ, ইনিই জীব হইয়া জগতের স্থিতি বিধান করিতেছেন। ইহপরলোকে বিচরণ করিতেছেন, ভোগ বিলাসে বিরাজ করিতেছেন এবং উৎসবাদিতে শোভা পাইতে-ছেন[২১]। যেমন মরিচে তীক্ষ্ণতা অবস্থিত, তেমনি, ইনি সমুদায় দেহে আপনিই আপনার শান্তিতে অবস্থিত। ইনিই জীবের চেতনা এবং ইনিই জীবের কলনা। (ভূত ও ভবিষ্যৎ অনুসন্ধান যদ্দ্বারা নিষ্পন্ন হয় তাহার নাম চেতনা এবং বর্ত্তমান জ্ঞান যদ্দ্বারা সম্পন্ন হয় তাহার নাম কলনা।) উক্ত উভয় রূপে তিনি অন্তরে ও বাহিরে রহিয়াছেন এবং বিশেষ সত্তার পরিনিষ্ঠায় (সঙ্কলনে) যে সামান্য সত্তা, তদ্রূপেও তিনি জগৎ আড়ম্বরের মূলে রহিয়াছেন[২২।২৩]। আকাশের শূন্যতা, বায়ুর গতি, তেজের প্রকাশ, জলের রস, মৃত্তিকার কাঠিন্য, অগ্নির উষ্ণতা, চন্দ্রের শীতলতা, জগতের অস্তিতা, এ সমস্তই আত্মা। যেমন অঞ্জনে কৃষ্ণতা, হিমপিণ্ডে শৈত্য, পুষ্পে গন্ধ, তেমনি, এই দেহে দেহপতি আত্মা[২৪।২৬]। যেমন সর্ব্বগত কাল ও সত্তা নিত্য প্রকাশিত, তদ্রূপ, আত্মাও নিত্য প্রকাশিত। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপারে তথা মন-বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের ব্যাপারে বাহিরে ও অভ্যন্তরে যে কিছু প্রকাশিত, সে সমস্তই আত্মা অথবা আত্মার দ্বারা প্রকাশিত। আত্মাই প্রকাশস্বভাব। সেই এই আত্মাই মহাদেব এবং সর্ব্বদেবের প্রকাশক। অতএব, একমাত্র আমি—আত্মাই আছি, অপর কিছু নাই। আর সব আমার কল্পনা মাত্র। আমি এই সমুদয় কল্পনা করিলেও আমি পদ্মপত্রে জলের ন্যায় নির্লিপ্ত রহিয়াছি[২৭।২৯]। যেমন প্রস্তরের ভয় কম্পাদি নাই তেমনি আমারও ভয় কম্পাদি নাই। আমি অভয়। সুখ দুঃখাদি সমু-দায় দেহে আপতিত হউক বা না হউক, আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই[৩০]। জল অলাবুপাত্রাকাশের কি ক্ষতি করিবে? (অলাবুপাত্রাকাশ অর্থাৎ তন্মধ্যস্থ ফাঁক) তৈলাদি অতিক্রমকারী দীপের আবার বদ্ধতা

কোথায়[৩১]? সর্ব্ব পদার্থের অতীত আমি কিসে আবদ্ধ হইব? কামের সহিত, ইন্দ্রিয়ের সহিত ও ভাব অভাবের সহিত আমার সম্পর্ক কি? ব্যোম কি কথন কোন কিছুর দ্বারা বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়? মনঃও ব্যোমের ন্যায় অবদ্ধ স্বভাব। অতএব, শরীর শত খণ্ড হইলে তাহাতে অশরীরী আত্মার ক্ষতি কি? ক্লেশ কি[৩২।৩৩]? কুম্ভ ভগ্ন হইলে কুম্ভাকাশের কি ক্ষতি হয়? মন পিশাচের ন্যায় অদৃশ্য ও মিথ্যা সমুদিত; তাহার বিনাশে আমার ক্ষতি কি? যাহার সুখদুঃখময়ী বাসনা আছে তাহাই মন। তাহা অজ্ঞানকালেই ছিল, এখন আর তাহা নাই। আমি পূর্ব্বে যাহা ছিলাম এখন তাহাই হইয়াছি। এখন এক হইয়াছি এবং সুখ দুঃখাদির বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছি। কি আশ্চর্য্য! অপরে করে, অন্যে গ্রহণ করে, এবং অপরে সঙ্কটদশা অনুভব করে, অথচ আমি তজ্জন্য সুখ দুঃখ ভাগী হই[৩৪।৩৫]। অহো! ইহা কোন্ কুচক্রীর চক্র (পরিবর্ত্তনচাতুরী)? বুঝিয়াছি, উহা মূর্খতা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। প্রকৃতির দোষে দূষিত হইয়া আমরা ঐরূপ মিথ্যা সঙ্কটদশা দর্শন করিতেছি। কারণ, আমার ভোগ বাঞ্ছা নাই ও ভোগ বর্জ্জনের ইচ্ছাও নাই[৩৭।৩৮]। এখন যাহা আসিবার আসুক, যাইবার যাউক, হইবার হউক, সুখের স্পৃহাও নাই, দুঃখের উদ্বেগও নাই[৩৯]। সুখ ও দুঃখ উপস্থিত হউক বা না হউক, আমার তাহাতে ইষ্টানিষ্ট কি? দেহ থাকিলে বাসনার উদয়ও হয়, অস্তও হয়, আমি তাহাতে লিপ্ত নহি। এবং আমাতেও[৪০] সে সকল লিপ্ত নহে। আমি এ যাবৎ অজ্ঞান রিপু কর্ত্তৃক অভিভূত ছিলাম[৪০।৪১]। ঐ সকল রিপু আমার বিবেকরূপ ধন অপহরণ করিয়া আমাকে প্রতারিত করিয়া ছিল। এখন স্বয়ং সমুত্থিত বিষ্ণুর প্রসাদে আমি ঐ সকল কু চক্র বুঝিয়াছি। এখন আমি স্পষ্টই বুঝিয়াছি, আমার বিবেক ধন চোরিত হইয়াছিল। এক্ষণে এক মাত্র বিবেক দ্বারা আমার দেহতরুকোটর হইতে অহঙ্কার পিশাচ দূরীকৃত হইয়াছে। আমার এই দেহদ্রুম হইতে অহঙ্কার যক্ষ পলায়ন করিয়াছে। দরিদ্রতা দোষ ক্ষয় হইয়াছে, বিবেক ধনে ধনী হইয়াছি। যে কিছু জ্ঞাতব্য সমস্তই পরিজ্ঞাত হইয়াছি, যাহা দেখিবার তাহা দেখিয়াছি, প্রাপ্তব্য সকল পাইয়াছি। এখন আমিই পরমেশ্বর। ভাগ্য বশতঃই আজ্ আমার নিকট হইতে বিষয়রূপ সর্প দূরে পলায়ন করি-

য়াছে[৩৬।৩৭]। যে স্থানে মোহরূপ মিহিকা প্রশান্ত, আশারূপ মৃগতৃষ্ণিকা অপ্রবাহিত, দিক্ সকল নির্ম্মল, উপশম ক্রমাবলী শীতলছায়াযুক্ত, আমি সেই উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি। স্তুতি, নমস্কার, বিজ্ঞান, শম, দম ও নিয়ম দ্বারা আজ্ আমি ভগবান্ আত্মার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এখন আমার স্মরণ হইতেছে, আমি অহঙ্কারের অতীত[৩৮-৩৯]। এত কাল আমি সেই অহঙ্কার শত্রু কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয় সর্পের গর্ত্তে, মরণ স্থানের কুহরে, তৃষ্ণাকরঞ্জের কুঞ্জে, কামের কোলাহলে, বাসনার অরণ্যে, অন্ধকূপের উদরে, দুঃখদাবাগ্নির দাহ মধ্যে নিক্ষিপ্ত ছিলাম। পতন উৎপতন প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছি। বার বার মগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়াছি। আবির্ভাব ও তিরোভাব ভোগ করিয়াছি। অহো! এত কাল আমি আশা রজ্জুতে বৃথা বদ্ধ হইয়া ছিলাম[৪১।৪২]। অহঙ্কার পিশাচ আমাকে এত কাল ঘোর জঙ্গলে হতবীর্য্য করিয়া রাখিয়াছিল। এখন আমি নিজ ক্রিয়াশক্তির ও জ্ঞানশক্তির সাহায্যে সুপ্রসন্ন ভগবান্ বিষ্ণুর কৃপায় প্রবোধিত হইয়াছি। আমার অন্তরাত্মা প্রবুদ্ধ হইয়াছে। ভগবান্ ঈশান বোধগম্য হওয়াতে আমার অন্তরস্থ অহঙ্কার রাক্ষস পলায়ন করিয়াছে। এখন আর তাহাকে দেখিতে পাই না। যেমন সূর্য্যের উদয়ে তিমিরের পলায়ন, তেমনি, ভগবানের দর্শনে অহঙ্কারের পলায়ন। যেমন নির্ব্বাপিত দীপের গতি জানা যায় না, কোথায় যায় কি হয় তাহা বুঝা যায় না, সেইরূপ মনোবৃক্ষস্থ অহঙ্কার যক্ষ এখন কোথায় গিয়াছে কি হইয়াছে তাহা জানিতেছি না। যেমন সূর্য্যোদয়ে চোরের পলায়ন, সেইরূপ ঈশানের দর্শনে অহঙ্কার যক্ষের পলায়ন। পিশাচ (ভূত) নাই; তথাপি তাহা ভ্রান্তির দ্বারা উদিত হয়। সেইরূপ নিঃস্বরূপ বা মিথ্যা অহঙ্কারও ভ্রান্তির কল্পনায় উদিত হইয়াছিল[৫৫।৫৯]। সে এখন গিয়াছে, এখন আমি সর্পপরিত্যক্ত (সাপ ছিল, এখন সে বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে) বৃক্ষের ন্যায় নিরুপদ্রব। অহঙ্কার তস্কর আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এখন আমি সুখী ও নির্ব্বিক্ষেপ। যেমন জলবর্ষণে দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তাহার ন্যায় আমার অন্তঃস্থ আশামৃগতৃষ্ণিকা এখন নির্ব্বাপিত। এখন আমার মোহই বা কি? অমোহই বা কি? দুঃখ, আশা, আধি, নরক, স্বর্গ ও মোক্ষ ও বন্ধ প্রভৃতি ভ্রম এখন কোথায়? ঐ সকল কেবল অহঙ্কার দ্বারাই

প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। চিত্রক্রিয়া ভিত্তিতেই হয়, আকাশে নহে। অহ-
ঙ্কাররূপ পিত্তজ উন্মাদ দশাতেই ঐ সকল চমৎকার সংঘটিত হয়, স্বস্থ
দশায় নহে। মলিন বস্ত্রে কুঙ্কুম্ রাগের অনুরঞ্জনা হয় না[৬৩।৬৪]।
আমার চিত্তরূপ শরদাকাশ অহঙ্কারমেঘ ও তৃষ্ণারূপ আসার (অবিশ্রান্ত
জলবর্ষণ) বিবর্জ্জিত হইয়াছে, এখন আমি নির্ম্মল প্রকাশে শোভা পাই-
তেছি[৬৫]। হে আত্মন্! হে অহঙ্কারপঙ্কপরিশূন্য, সুপ্রসন্নান্তর, আনন্দরস-
ভরিত! পরমাত্মরূপ তোমাকে আজ্ নমস্কার[৬৬]। হে আত্মন্! হে ইন্দ্রিয়-
রূপ ঘোর জলদজাল রহিত, চিত্তরূপ বাড়বানল বর্জ্জিত ও আনন্দাব্ধিতুল্য
তোমাকে আজ্ নমস্কার[৬৭]। আমার অহঙ্কার মেঘ বিগলিত ও আশা-
রূপ দাবানল নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এখন আমি আনন্দে পরিপূর্ণ ও
পরম বিশ্রান্ত[৬৮]। আজ্ আমার আনন্দপদ্ম প্রফুল্ল হইয়াছে ও চিন্তারূপ
উর্ম্মী (তরঙ্গ) প্রশান্ত হইয়াছে। আজ্ আমার অন্তর দেব সরোবরের
সমান[৬৯]। হে হৃদ্‌পদ্মবাসিন্, সম্বিদাভাসপক্ষসম্পন্ন (অহং মম এই দুই
মিথ্যা জ্ঞান রূপ পাখা) ও প্রাণিগণের মানসহংস! হে প্রত্যগাত্মন্!
তোমাকে নমস্কার করি[৭০]। হে কল্পনাকলঙ্করহিত, পীযূষময় ও সদা
উদিতস্বভাব পরমাত্মরূপ পূর্ণ বস্তু! তোমার প্রতি আমার নমস্কার[৭১]।
হে নিত্যোদিত গতিবর্জ্জিত মহান্ধকারনাশিন্ সর্ব্বব্যাপিন্ অদৃশ্য চিৎসূর্য্য!
তোমার প্রতি আমার নমস্কার[৭২]। হে অতৈল চিৎপ্রদীপ! তুমি পরম
প্রেমের উদ্দীপক, বুদ্ধির প্রকাশক ও সর্ব্বপ্রকার স্বভাবের আধার বা
আশ্রয়, আমি তোমাকে নমস্কার করি[৭৩]। কৃষ্ণারস (ইস্পাত) সন্তপ্ত
লৌহকে ভগ্ন করে, পরন্তু আমি আজ্ শীতল (শমদমাদিপরিশাধিত)
মনের দ্বারা কামক্রোধাদি সন্তপ্ত মনকে ভগ্ন করিয়াছি[৭৪]। আমি
ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে অর্থাৎ শুদ্ধতার দ্বারা উহাদের অশুদ্ধতাকে,
মনের দ্বারা মনকে ও অহঙ্কার দ্বারা অহঙ্কারকে ছেদন করিয়া জয়যুক্ত
হইয়াছি[৭৫]। শ্রদ্ধার দ্বারা অশ্রদ্ধাকে, অতৃষ্ণার দ্বারা তৃষ্ণাকে ও প্রজ্ঞার
দ্বারা অপ্রজ্ঞাকে ছেদন ও নিষ্পেষণ করিয়া জ্ঞপ্তিস্বরূপ ও সত্যস্বরূপ
হইয়াছি, এ নিমিত্ত আমাকে আমার নমস্কার। মনের দ্বারা মন ছিন্ন
ও নিরহঙ্কার হওয়ায় এবং ব্রহ্মাহংভাবের দ্বারা দেহাহং ভাব বিগলিত
হওয়ায় আমি আজ্ কেবল, স্বচ্ছ ও স্বস্থ সদ্ভাবে স্থিতি করিতেছি[৭৬।৭৭]।
আজ্ আমার এই বপুঃ ভাবনাশূন্য নিরহঙ্কার নির্ম্মনস্ক কেবল ও বিশুদ্ধ

পরমাত্মায় পদ্মপত্রে জলের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে[৭৮]। ভক্তগণ যাঁহাদের অনুকম্পায় হেলাক্রমে (বিনা ক্লেশে) ঐশ্বর্য্য লাভ করে, আজ্ আমার তাঁহাদের অপেক্ষা অতিশয়িত নিবৃত্তি (নিরতিশয় সুখ বা বিশ্রান্তি) জন্মিয়াছে[৭৯]। মোহবেতাল প্রশান্ত, অহঙ্কার-রাক্ষস পলায়িত ও কু-আশা-পিশাচী পরিত্যক্ত হইয়াছে, এখন আমি বিজ্বর[৮০]। আমার এই দেহপিঞ্জরে দুরহঙ্কার পক্ষী ছিল, সে পক্ষী আজ্ তৃষ্ণারজ্জু ছিন্ন হওয়ায় কোথায় উড়িয়া গিয়াছে তাহা আর জানা যায় না[৮১]। এই দেহ বৃক্ষে যে অহম্ভাবরূপ বিহঙ্গ ছিল, অজ্ঞান কুলায় ভগ্ন হওয়ায় সে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে তাহা আর জানা যায় না[৮২]। কি সৌভাগ্য! ভয়রূপ সর্পের সহায় ও দুর্ব্বাসনা নিচয় যে আমার সমাধিতে ভস্মীভূত হইয়াছে ইহা আমার সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে[৮৩]? কি আশ্চর্য্য! এত কাল আমি কি হইয়া ছিলাম! কেন যে এত সুদৃঢ় অহঙ্কারে বদ্ধ ছিলাম তাহা আমি জানি না[৮৪]। আজ্ আমি তৃষ্ণারূপ ও অহঙ্কাররূপ মহামোহের আবরণ হইতে মুক্ত হইয়াছি, সুতরাং আজ্ আমি মহামতি[৮৫]। আজ্ আমি ভগবান্ আত্মাকে দর্শন করিতেছি সুতরাং প্রাপ্ত হইয়াছি। কেননা, তিনি আমার স্বীয় অনুভূতিতে নিয়োজিত রহিয়াছেন[৮৬]। আমার মন পরমাস্পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। মনন, ঐষণ, (অর্থাৎ নানা প্রকার ইচ্ছা) অহঙ্কৃতি, ভ্রম ও রাগরঞ্জন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম সমতায় অবস্থান করিতেছে। আমি সর্ব্বপ্রকার বিষয়রূপ মহাপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমার অন্তরস্থ সমাধিগত মহেশ্বর অক্ষয় এবং অদ্বয় চিৎ আমার অন্তরে স্থিরভাবে বিরাজ করিতেছেন। অহো ভাগ্য[৮৭।৮৮]!

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ।

—(≍(*)≍)—

প্রহ্লাদ বলিলেন, এত কালের পর ভাগ্য বশতঃই সর্ব্বপদাতীত আত্মা আজ্ আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছেন। হে ভগবন্! তোমাকে আমি পাইয়াছি। সে নিমিত্ত তোমাকে নমস্কার[১]। আমি তোমাকে আজ্ সম্যক্ দর্শন, অভিবন্দন ও সমাধিতে তোমার আনন্দ-রূপের আলিঙ্গন (অনুভব) করিতে সমর্থ হইয়াছি। হে ভগবন্! এই ত্রিভুবনে তোমার ন্যায় প্রিয় বন্ধু আর কে আছে[২]? হে মিত্র! যাবৎ তুমি সম্যক্ পরিজ্ঞাত ও প্রাপ্ত না হও তাবৎ বিনাশ, গমন, প্রদান ও বিলাস প্রভৃতি করিয়া থাক। তুমি পরিজ্ঞাত হইয়াছ, এখন তুমি কি বিনাশ করিবে? কোথায় গমন করিবে? এবং কি কার্য্যই বা করিবে[৩]? তুমি স্বসত্তায় অশেষ জগৎ পরিপূর্ণ করতঃ বিরাজিত ও সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছ, এখন তুমি কোথাও পলায়ন করিতে পার না। অহে প্রিয়! এখন তোমার গমনের স্থান কোথায়? হে বন্ধো! আমি ভাগ্য বলে তোমার দর্শন লাভ করিয়াছি। অজ্ঞান থাকায় এত দিন তুমি দূরে ছিলে, আজ্ অজ্ঞানের অভাবে সমীপস্থ হইয়াছ। (আত্যন্তিক অভেদ রূপ সামীপ্য প্রাপ্ত)[৪।৫]। তুমি নিত্যকৃতার্থ, অথচ তুমিই একমাত্র কর্ত্তা ও ভোক্তা এবং তুমিই সংসারের বৃন্ত (বোঁটা)। তুমি নিত্য ও বিশুদ্ধস্বভাব; তোমাকে নমস্কার[৬]। বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, এ সমস্তই তুমি, তোমাকে নমস্কার[৭]। ব্যবহার চক্ষে দেখিতে গেলে তোমায় আমায় ভেদ, পরন্তু পারমার্থিক দর্শনে ভেদ নাই। ব্যবহার দৃষ্টি কল্পনামূলক সুতরাং জলতরঙ্গবৎ অসত্য[৮]। তুমি অনন্ত; অথচ তুমি অনন্ত নভোমণ্ডলে অনন্ত বস্তুবৈচিত্র্য ও ভাবাভাব বিলাসাদির দ্বারা নিয়তির সহিত বিজৃম্ভিত হইতেছ। তুমিই দ্রষ্টা, তুমিই স্রষ্টা, তুমিই অসত্য স্বভাবে অবস্থিত ও সর্ব্বগ। অতএব, হে সর্ব্বভাবাত্মন্! তোমাকে নমস্কার[৯।১০]। এত কাল আমি জীবিতাপন্ন হইয়া জন্ম জন্ম দুঃখভোগ করিয়াছি, তোমারই নিয়মে (অর্থাৎ নিজের নিয়তির দ্বারা)

অসৎ পথে পতিত হইয়া দগ্ধপ্রায় হইয়াছি, এবং ঈশ্বরভাব হারাইয়া বহু কষ্ট পাইয়াছি। অপিচ, এই লোকত্রয়কে তোমা হইতে ভিন্ন ভাবে দেখিয়াছি। অথচ এ যাবৎ তাহাতে কিছুমাত্র প্রাপ্ত হই নাই[১১।১২]।

হে দেব! এই মৃণ্ময়, বারিময়, কাষ্ঠময় ও পাষাণময় জগতে তোমা ব্যতীত কিছুই নাই। এমন কিছু নাই যে তোমা ব্যতীত সেই পদার্থের প্রাপ্তিতে পুরুষেচ্ছা পূর্ণা হয়। হে দেব! বহু কালের পর আজ্ তোমাকে লাভ করিয়াছি, দর্শন করিয়াছি, প্রাপ্ত হইয়াছি, গ্রহণ করিয়াছি। (ধরিয়াছি)[১৩।১৪]। অহো! কি মূর্খতা, যিনি দর্শনরূপে চক্ষুর কনীনিকাস্থ (কনীনিকা=চক্ষুর মণি বা তারা) রশ্মিজালে আবৃত হইয়া আছেন, অথচ তিনি দৃষ্ট হন না[১৫]। যিনি ত্বক্ ও স্পর্শ শক্তিতে অবস্থিতি করিতেছেন তিনি কি না অনুভূতির গম্য হন না, ইহা সামান্ত বিস্ময়াবহ নহে! যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ে থাকিয়া শব্দশক্তি ও শব্দ গ্রহণ করিতেছেন, অঙ্গে পুলক উৎপাদন করিতেছেন, তিনি কেন দূরস্থের স্তায় থাকেন[১৬।১৭]? যিনি জিহ্বাগ্রে আছেন, জিহ্বালগ্ন দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করেন, তিনি যে অজ্ঞাত থাকেন ইহা সমধিক আশ্চর্য্য[১৮]! যিনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপ হস্তের দ্বারা পুষ্প গন্ধ গ্রহণ করতঃ স্বাশ্রয়ীভূত দেহ দেখিতেছেন তিনি ত করস্থই আছেন, তথাপি অবিজ্ঞাত। কেন যে তিনি অপ্রত্যক্ষ থাকেন তাহা জানি না[১৯]? যিনি বেদবেদান্তসিদ্ধান্তে, পুরাণে ও গীতিমালায় নিরন্তর গীত ও বিজ্ঞাত হইতেছেন, তিনি কেন জনগণের স্মৃতিপথাতীত হন? আমি আজ্ সৌভাগ্যবলেই সেই দেহপদ্মের ভ্রমর স্বরূপ ভগবান্‌কে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। হে বিশ্বভৃৎ! তুমি আমার অন্তরে আবির্ভূত হওয়ায় আমার অন্তর আজ্ ভোগাস্বাদে বিরত হইয়াছে। হে লোকনাথ! তুমি ঐ ভানুদেবেরও প্রকাশক বিমল দীপ এবং শীতকিরণ চন্দ্রও তোমার প্রভাবে শীতল[২০।২২]। তোমারই দ্বারা শৈল সকল গুরুভার, খেচর সকল বিধৃত, পৃথিবী স্থিরা এবং আকাশ অবকাশময়[২৩]। ভাগ্যক্রমেই তুমি সত্তাবাপন্ন এবং আমি [illegible]ভাবাপন্ন হইয়াছেন ও হইয়াছি। হে দেব! এক্ষণে আমিই তুমি এবং তুমিই আমি, আমাদের মধ্যে আর এখন প্রভেদ নাই[২৪]। "ত্বং ও অহং" তুমি ও আমি, এই দুইটী এখন পর্য্যায়শব্দ এবং তোমার অথবা আমার একপ্রকার রূপ মাত্র। অত-

এব, তৎসংযুক্ত তোমাকে আমাকে নমস্কার[২৫]। আমি অসীম ও অহং-পরিচ্ছেদ পরিশূন্য। আমি রূপাদিবিহীন আত্মা। সেই জন্য আমিই আমাকে নমস্কার করি[২৬] তুমি যে আমাতে আছ, এ কথার অর্থ—আপনিই আপনাতে আছ। তুমি সমরস, স্বচ্ছ, সর্ব্বব্যাপী ও দিক্-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন[২৭]। মন তোমা কর্তৃকই স্বকার্য্যে প্রেরিত হয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্পন্দন হয়, জীবনী শক্তি প্রকটিত হয় এবং প্রাণ ও অপান বায়ু বহমান হয়[২৮]। আশাপাশ চর্ম্মমাংসাস্থিময় দেহযন্ত্র বহন করে, এবং মন তাহার সারথ্য করে[২৯]। তুমি আমি চিন্ময়। আমরা কোন আশ্রয়ে নহি, অধিকন্তু সমস্তই আমাদের আশ্রিত। দেহ হউক বা না হউক, থাকুক বা যাউক, তাহাতে আমাদের যাওয়া আশা বা থাকা না থাকা হয় না বা নাই[৩০]। দীর্ঘকাল জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, বহুকাল পরে আত্মলাভ করিয়াছি, ও দীর্ঘকাল পরে আবার উপশম প্রাপ্ত হইয়াছি[৩১]। দীর্ঘকাল সংসার ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত ছিলাম, এক্ষণে বিশ্রাম লাভ করিয়াছি[৩২]। সর্ব্বাতীত অথচ সর্ব্বময় তোমাকে আমাকে নমস্কার। যাঁহারা তোমাকে এক বলিয়া উপদেশ করে সেই সকল গুরুদিগকে নমস্কার। পরমাত্মার সাক্ষিভাবকেও নমস্কার—যে হেতু নিখিল ভোগেও তাঁহাতে তৎসংক্রান্ত দোষ অদোষ কিছুই স্পৃষ্ট হয় না এবং এত আড়ম্বরেও তাঁহাতে কর্তৃক্রিয়া জন্মে না[৩৩।৩৪]। তুমি পুষ্পে সৌগন্ধের ন্যায়, ভস্ত্রায় অনিলের ন্যায়, এবং তিলে তৈলের ন্যায় অব-স্থিতি করিতেছ। হে দেব! তুমিই হনন করিতেছ, তুমিই গমন করি-তেছ, তুমিই দান ও হোম করিতেছ, তুমিই প্রকাশ পাইতেছ, তুমিই গ্রাস করিতেছ। তোমার মায়া অতীব বিচিত্র[৩৫]। হে ঈশ! আমিই সৃষ্টি কালে তোমা কর্তৃক উজ্জ্বলিত হইয়া জগৎ প্রকাশ করিয়া ও প্রলয় কালে তোমা কর্তৃক অন্তর্হিত হইয়া আসিতেছি[৩৬।৩৭]। হে দেব! তুমি পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম (দুর্লক্ষ্য) অথচ তোমারই অন্তরে এই বৃহৎ সংসার মণ্ডল অবস্থিত। এ সকল তোমারই অন্তরে ছিল, এখনও আছে, এবং পরেও থাকিবে। যেমন বট বীজে বট থাকে, তাহার ন্যায় তোমাতেই জগৎ থাকে। আকাশস্থ মেঘ যেমন অশ্ব, হস্তী ও রথা-দির আকারে পরিদৃশ্যমান হয়, তাহার ন্যায় তুমিও শত শত পদার্থের আকারে দৃষ্ট হইতেছ[৩৮।৩৯]। তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি বহুবিধ

মিথ্যা বিকার বাধিত কর (অর্থাৎ ঐ সকল ভ্রম দূর কর), প্রচুর আনন্দ রসে পরিভাবিত হও, ভাবাভাব হইতে বিমুক্ত হও, আর বদ্ধ থাকিও না[৩০]। অভিমান, কোপ ও ক্রূরতা প্রভৃতি কালুষ্য পরিত্যাগ কর। মহাত্মারা কদাচ প্রাকৃতিক গুণে (বিষয়সঙ্কটে) নিমজ্জিত হন না[৩১]। প্রাক্তন দীর্ঘ দৌরাত্ম্যদশা স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ আমি কে, কি ছিলাম, এই দুই বিষয়ের বিচার কর[৩২]। সে সকল দগ্ধ দিন গিয়াছে, সে সকল আড়ম্বর লুপ্ত হইয়াছে, যাহাতে তুমি চিন্তাজালে পরিবেষ্টিত ছিলে[৩৩]। এখন তুমি এই দেহনগরের সুবিচারজ্ঞ রাজা; তুমি এখন বিস্তৃত মনোরথে অবস্থান করিতেছ; এখন আর সুখদুঃখাদি তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে[৩৪]। তুমি ভোগরূপ শত্রুকে, মনোরূপ মাতঙ্গকে ও ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বকে জয় করিয়া, যার পর নাই বিশাল সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছ[৩৫]। তুমি অনন্ত ব্যোম মণ্ডলের পার প্রাপ্ত ও বাহ্যাভ্যন্তরের সূর্য্য[৩৬]। তুমি সর্ব্বদা সুপ্তস্বভাব; পরন্ত আবার আপন শক্তিতে প্রবুদ্ধ হও[৩৭]। ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ মক্ষিকাগণ যে সকল মধু আহরণ করে, সে সকল মধুর স্বাদ তুমি ইন্দ্রিয়রূপ বাতায়নে থাকিয়া গ্রহণ কর[৩৮]। তুমিই নিরোধাভ্যাসী যোগী দিগকে সুষুম্না পথ (ব্রহ্মরন্ধ্র=যে স্থান দিয়া যোগীরা শরীর ছাড়িয়া বহির্গত হয়) জ্ঞাত করাও[৩৯]। তুমিই দেহপুষ্পের সৌগন্ধ, দেহচন্দ্রের অমৃত, দেহবৃক্ষের রস ও দেহহিমপিণ্ডের শৈত্য[৪০]। যেমন দুগ্ধে ঘৃত, ঘৃতে স্নেহ; তেমনি তুমি শরীররূপ দুগ্ধে ঘৃত এবং তোমাতে চিন্ময়রূপ স্নেহ বিরাজ করিতেছে। কাষ্ঠে বহ্নির অবস্থান যদ্রূপ, এই শরীরে তোমার অবস্থান তদ্রূপ[৪১]। তুমিই অত্যুত্তম স্বাদ, তেজের প্রকাশক, পদার্থের অবগন্তা (বোধক) ও প্রভার অবভাসক[৪২]। তুমি বায়ুর স্পন্দন, মনোরূপ মাতঙ্গের মদ, প্রজ্ঞা-বহ্নির তীক্ষ্ণতা, উষ্ণতা ও প্রকাশক। তোমারই উপসংহারে (অর্থাৎ চৈতন্য সংযোগের অভাবে) তোমারই নাম নাস্তি হয় ও লয় প্রাপ্ত হয়। তথা মরণমূর্চ্ছায় ও সুষুপ্তিতে অহন্তা লুপ্ত থাকে। অপিচ, তোমারই উদয়ে দীপের ন্যায় সে সকল পুনরুদিত হয়। (ভাবার্থ—দেহান্তরে পুনরুদ্ভব অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয়)। যেমন সুবর্ণে কটক, কেয়ুর, অঙ্গদ ও বলয় প্রভৃতির অবস্থিতি, তাহার ন্যায় তোমাতে সংসারস্থ অন্তঃপদার্থের ও বহিঃপদার্থের স্থিতি[৪৩।৪৪]। তুমি লীলাপ্রযুক্ত আপনার দ্বারা আপনাকে

তুমি, আমি, তিনি, অমুক, প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ কর ও সেই সেই ভাবে স্থিতি কর[৫৬]। বায়ু মেঘ মণ্ডলকে ছোট বড় নানা আকারে খণ্ড খণ্ড করে; পশ্চাৎ সে সকলের কেহ হস্তীর আকারে, কেহ অশ্বের আকারে ও কেহ বা মনুষ্যাদির আকারে দৃষ্ট হয়। সেইরূপ, এক অখণ্ড তুমি স্বীয় অজ্ঞানের পরিচ্ছেদে ভূমির আকারে, জলের আকারে ও অন্যান্য ভূত ভৌতিকের আকারে দৃষ্ট হইতেছ। বহ্নির শিখাও হস্ত্যশ্বাদির আকারে দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ তুমিও বিবিধ সৃষ্টির আকারে দৃষ্ট হও[৫৭।৫৮]। তুমি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ মুক্তামালার অচ্ছিন্ন তন্তু এবং প্রাণিরূপ শস্যের ক্ষেত্র[৫৯]। যেমন মাংসস্থ বিবিধ অনভিব্যক্ত স্বাদ পাকদ্বারা অভিব্যক্ত হয় তেমনি তোমারই দ্বারা অবিদ্যাবীজস্থ বিবিধ সূক্ষ্ম পদার্থ সৃষ্টির আকারে অভিব্যক্ত হয়[৬০]। তুমি না থাকিলে—পদার্থশোভা থাকিলেও না থাকার ন্যায় হয়। বনিতার রূপ লাবণ্য কি অন্ধের নিকট আছে বলিয়া অবধারিত হয়[৬১]? যেমন মুকুরপ্রতিবিম্বিত মুখসৌন্দর্য্য কার্য্যকারী হয় না, অর্থাৎ কামশান্তির কারণ হয় না, তেমনি, বস্তু সমুদয় প্রতীয়মান হইলেও তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত কার্য্য সাধনে সক্ষম হয় না। এই দেহ তোমা ব্যতিরেকে কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির ন্যায় ক্ষিতিতলে বিলুণ্ঠিত হয়। বৃক্ষের ঔন্নত্য থাকিলেও রবি ব্যতীত অন্ধকারে তাহা আছে এ কথা কে বলিতে পারে? সুখ দুঃখের যে ক্রম তাহা তোমাকে পাইয়া বিনষ্ট হয়। আলোক পাইলে কি অন্ধকারের প্রভাব থাকে? না তেজ প্রাপ্তে হিমের প্রভাব থাকে[৬২।৬৪]? যেমন সূর্য্যের আলোকে শুক্লাদি বর্ণসমুদায় প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্রূপ, তোমারই আলোকে সুখদুঃখাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে[৬৫]। কিন্তু তোমাতে উৎপন্ন হইলেও সে সকলের সহিত তোমার সম্বন্ধ ক্ষণকালের নিমিত্ত। যেমন দীপদর্শন ক্ষণেই অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তেমনি, সুখ-দুঃখাদিও তোমা হইতে জন্ম গ্রহণ করে ও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ তোমাতে অবস্থান করিতে পারে না[৬৬]। তুমি উহাদিগকে অপ্রজ্ঞার দ্বারা দেখ বলিয়া আবির্ভূত হয়, আবার তুমিই উহাদিগকে প্রজ্ঞাচক্ষুর দ্বারা দেখ বলিয়া বিলীন হইয়া যায়[৬৭]। আময় (বিকার) বর্জ্জিত তোমাকে লক্ষ্য করিয়া সুখ দুঃখাদি জন্মে বটে; পরন্তু জন্মের পরেই আবার সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সকলের স্বভাব ভঙ্গুর,

সেই কারণে তাহারা উৎপত্তি ক্ষণ ব্যতীত অন্ত ক্ষণে থাকিতে পারে না। যেমন কলাত্মক কালের (নিমেষের লক্ষ ভাগের এক ভাগকে কলা বলে) স্থিতি নাই, সেইরূপ[৬৮।৬৯]। সুখদুঃখাদিভাবের যে স্ফুরণ তাহা গন্ধর্ব্বনগরের অনুরূপ। সে সকলের স্ফূর্ত্তিও তোমারই প্রসাদাৎ, এবং সে সকলের বিলয়ও তোমার নিজ তত্ত্ব সাক্ষাৎকার মূলক[৭০]। বস্তু সকল তোমারই অবলোকনক্ষণে উদ্ভূত, আবার তোমারই অনবলোকন ক্ষণে মৃত হয়। সুতরাং সুখদুঃখাদির গতি মৃত জাতের ও জাত মৃতের অনুরূপ[৭১]। যাহা ক্ষণভঙ্গুর বা অস্থির, কিরূপে তাহা কার্য্যকারী হইবে? কল্পিত উৎপলে কি কখন মালা গ্রথিত হয়? জাতনষ্ট বস্তু যদি কার্য্যকারী হইত তাহা হইলে এই সকল লোক বিদ্যুতের মালা গাঁথিয়া উপভোগ করিতে পারিত[৭২।৭৩]। এই যে সুখাদি, এ সকল তুমি বিবেকী জনের চিত্তে থাকিয়াও গ্রহণ করিতেছ অথচ নিজের সাম্যস্থিতি ত্যাগ করিতেছ না। অর্থাৎ তুমি বিবেকী অবিবেকী উভয়েরই চিত্তে আছ পরন্তু বিবেকীর চিত্তে এক ভাবে আছ, এবং অবিবেকীর চিত্তে অন্ত ভাবে আছ। বিবেকিচিত্তস্থ ভাব অবর্ণনীয়[৭৪।৭৫]।

হে দেব! তুমি নিশ্চেষ্ট, নিরবয়ব, ও অনহঙ্কৃত। এক ভাবে তুমি সৎ এবং অন্ত ভাবে তুমি অসৎ। (স্থূল দেহে সৎ এবং সূক্ষ্ম দেহে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিধায় অসৎ বা অসৎকল্প)। এরূপ হইয়াও তুমি কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিয়াছ। হে অতিবিস্তৃতাকার ও শান্তিপরায়ণ! তোমার জয় হউক। হে সর্ব্বশাস্ত্রাতীত ও সর্ব্বশাস্ত্রের আস্পদ! তোমার জয় হউক। হে জাত এবং হে অজাত! হে ক্ষয়শীল! এবং হে অক্ষয়! তোমার জয় হউক। হেভাবজয়িন্! হে অভাবজয়িন্! হে জয়স্বরূপ! হে দুর্জ্জয়স্বরূপ! তোমার জয় হউক[৭৬।৭৮]। তোমারই অবস্থানে আমি উপশম ও উল্লাস প্রাপ্ত এবং তোমারই অবস্থানে আমি স্থিত ও অধিগত। আজ্ আমি জয়ী, সুতরাং মৎস্বরূপ তোমাকে নমস্কার[৭৯]। আমি আজ্ বিগতজ্বর হইয়া পরম আত্মরূপে অবস্থান করিতেছি; অতএব আমাতে জন্মমরণাদি ও ভাবাভাব সমুদয় এবং বিপদ্, সম্পদ্, বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি কিছুই নাই। সুতরাং আমি এখন বিগতরাগরঞ্জন হইয়া পরম শাশত উপশম প্রাপ্ত হইয়াছি[৮০]।

ষট্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রহ্লাদ ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে আনন্দরসে মগ্ন ও নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইলেন[১]। তাঁহার দেহ প্রস্তর খোদিত অথবা চিত্রলিখিত পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ হইল[২]। মেরুর ন্যায় নিশ্চল অবস্থানে বহুবৎসর অতীত হইল[৩]। যেমন অকালের জলসেকে বীজ অঙ্কুরিত হয় না তাহার ন্যায় অনুচরবর্গের শত চেষ্টাতেও প্রহ্লাদের প্রবোধ জন্মিল না[৪]। একাবলম্বী প্রহ্লাদ সেই অসুর পুরে ঐরূপে অনধিক সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন[৫]। ব্রহ্মানন্দমগ্ন প্রহ্লাদ তখন পরিজনবর্গের দৃষ্টিতে নিরানন্দ মরণদশা প্রাপ্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন[৬]। ক্রমে সেই পাতাললোক অরাজকতায় পরিপূর্ণ হইল। বলবানেরা দুর্ব্বল দিগকে নিষ্পিড়িত করতঃ ধন লুণ্ঠনাদি অকার্য্য করিতে লাগিল[৭]। অসুরেন্দ্র হিরণ্যকশিপু লোকান্তর প্রাপ্ত, তদীয় পুত্র প্রহ্লাদ সমাধিগত, অন্য কোন দানবও শাসন কর্ত্তা রাজা হয় নাই; কাযেই অরাজকতা উপস্থিত[৮]। অন্যান্য অসুরগণ যৎপরোনাস্তি প্রয়াস স্বীকার করিয়াও প্রহ্লাদের সমাধিভঙ্গ করিতে পারিল না[৯]। সুতরাং তাহারা নিরুৎসাহ ও উদ্বিগ্ন হইয়া স্ব স্ব অভিমত স্থানে গমন করিল। এ দিকে দস্যুগণ পরমানন্দে সেই অরাজক দৈত্যপুরে স্ব স্ব কদাচারপরম্পরার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। তাহারা বলপূর্ব্বক অসুরপুরস্ত্রীগণের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া রত্নাদি অপহরণ ও লোকমর্য্যাদা অতিক্রম করিতে লাগিল। অবলাগণ কদাচারিগণ কর্ত্তৃক বিবিধ প্রকারে উৎপীড়িতা হইতে লাগিল। আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দন প্রভৃতির মহাশব্দ সমুত্থিত হইয়া পাতালকুহর পরিপূর্ণ করিল। অন্ত্যজ দস্যুগণ কর্ত্তৃক সেই দৈত্যপুর লক্ষ্মীহীন ও উচ্ছিন্ন প্রায় হইল। দস্যুগণ এইরূপে পরস্বাপহরণ ও জনবিনাশ প্রভৃতি বিবিধ পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে পুরবাসিগণের আর্ত্তনাদ, ক্রন্দনধ্বনি ও শোকধ্বনি সমুত্থিত হইয়া সেই অসুরপুরে যুগান্ত কালের ন্যায় তুমুল ব্যাপার উপস্থাপিত করিল। দেখিলে বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ কলিযুগ শেষদশায় আসিয়াছে[১০।১৮]।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর একদা ত্রিলোকপালক ক্ষীরোদশায়ী মধুসূদন শেষশয্যায় প্রাবৃট্ নিদ্রা * হইতে সমুত্থিত হইয়া দেবগণের মঙ্গলার্থ অন্তরে জাগতী গতি পরিদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১।২]। প্রথমতঃ স্বর্গের, তদনন্তর পৃথিবীর আচার ব্যবহার মানস অনুসন্ধানের গোচর করিলেন, পরে পাতালের ব্যবহার দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন[৩]। দেখিলেন, দেবারি প্রহ্লাদ সমাধিগত ও ইন্দ্রপুরে সম্পদ প্রৌঢ়িতা (স্বর্গের আধিপত্য বৃদ্ধি) প্রাপ্ত হইয়াছে[৪]। ক্ষিরোদার্ণববাসী শেষশয্যাশায়ী শঙ্খচক্রগদাপাণি বিষ্ণু ঐ প্রকার বিদিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই দৈত্যেন্দ্র প্রহ্লাদ পরম পদে বিশ্রান্ত হওয়াতে পাতাল লোক নায়কবিহীন হইয়া মহাকষ্ট দশায় নিপতিত হইয়াছে। ঐ দশা নিরাকৃত না হইলে আমার সৃষ্টি নির্দ্দৈত্য হইবার সম্ভাবনা। যদি দৈত্য জীবের অভাব হয় তাহা হইলে দেবগণ দৈত্যাভাবে জিগীষাশূন্য হইয়া দ্বেষাভাবে সাত্ত্বিকত্ব হেতু শমতা প্রাপ্ত ও ক্রমে মোক্ষাখ্য নির্দ্বন্দ্ব পরম পদে বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইবে। দেবগণ মুক্ত হইলে দৈববিঘ্নাদির অভাব প্রযুক্ত ভূতলেও যজ্ঞক্রিয়াদি উৎপন্ন হইবে না। তপোযজ্ঞাদি ক্রিয়ার উপশমে বা বিনাশে ভূলোকেরও উপশম অর্থাৎ বিনাশ হইবে। ভূলোকের উপশমে বা বিনাশে সংসারের বিরাম অবশ্যম্ভাবী। তাহাও আমার ইষ্ট নহে[৫।১১]। আমি "কল্প পর্য্যন্ত স্থায়ী হউক" এবম্বিধ কামনায় যাহা সৃজন করিয়াছি, দেখিতেছি, তাহা অসময়ে অর্থাৎ কল্প পর্য্যন্ত স্থায়ী না হইয়া মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে[১২]। যদি এরূপ অসময়ে ব্রহ্মাণ্ড ক্ষয় প্রাপ্ত হয় আর আমি এই অপারপর্য্যন্ত নভোমণ্ডলে

* প্রাবৃট্‌নিদ্রা অর্থাৎ বর্ষাকালীন শয়ন। হরিশয়ন আষাঢ় মাসে আরব্ধ হইয়া কার্ত্তিক মাসে সমাপ্ত হয়। আষাঢ়ের শয়ন একাদশী ও কার্ত্তিক মাসের উত্থান একাদশী, মধ্যগত ৪ মাস চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের অনুষ্ঠান কাল। এই ব্রত বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রশান্তবপু হইয়া স্বপদে স্থিতি প্রাপ্ত হই তাহা হইলে অবশ্যই আমি আমারই লীলার বিনাশকারী হইলাম। এবম্প্রকারে আপনিই আপনার লীলার ক্ষয়কারী হওয়া উচিত নহে। অথবা অসময়ে এরূপে জগতের উপশান্তি হওয়া শুভকরী নহে; কেননা, ইহাতে কিছুই শ্রেয়ো নাই। বরং যাহাতে দানবগণ জীবিত থাকে, তাহা করাই এক্ষণে শ্রেয়ঃ[১৩।১৫]। দৈত্যগণ জীবিত থাকিলে দেবগণও সোৎসাহী থাকিবেন, তাহাতে পৃথিবীতে তপোযজ্ঞাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত থাকিবেক। তদ্দ্বারা সংসারও যথাশৃঙ্খলে বিদ্যমান থাকিবে। নচেৎ সাংসারিক ক্রম (নিয়মাদি) নিশ্চিতই বিনষ্ট হইবেক[১৬]। অতএব, অদ্যই আমাকে পাতাল পুরে গমন করিয়া দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে প্রবোধিত ও দানবরাজ্যে পূর্ব্ববৎ সংস্থাপিত করিতে হইবেক[১৭]। যদি প্রহ্লাদ ব্যতীত অন্য কোন দানবকে দানবাধীশ করি, তাহা হইলে, প্রহ্লাদের অনুরূপে সে হয় ত দেবকার্য্য সমুদয় সাধন করিবে না। যাহাই হউক, প্রহ্লাদকেই রাজা করা বিধেয় হইয়াছে[১৮]। প্রহ্লাদের ইহ জন্মের দেহ অতিপবিত্র ও পাশ্চাত্য (অর্থাৎ শেষ দেহ)। অতএব, তদীয় দেহ আকল্প বিদ্যমান থাকুক[১৯]। আমি আজ্ এই মুহূর্ত্তেই সমাধিস্থ প্রহ্লাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া গভীর গর্জ্জনে তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিব। আমার গম্ভীর ধ্বনিতে প্রহ্লাদ প্রবুদ্ধ হইয়া অবশ্যই অসুররাজ্য প্রতিপালন করিবে। প্রহ্লাদ রাজকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইলে পূর্ব্ববৎ দেবাসুর দ্বন্দ্ব সমুত্থিত হইবে এবং তাহা হইলে আমার ক্রীড়া প্রচার বিচ্ছিন্ন হইবে না। এবং ব্রহ্মাণ্ডও বিনষ্ট হইবে না। যদিও এই সৃষ্টির ক্ষয় ও উদয় উভয়ই আমার পক্ষে সমান, তথাপি, যদি ইহা অন্য দ্বারা (অন্য=প্রহ্লাদ) যথাবৎ থাকে, অর্থাৎ আমার লীলার ও নিয়মের সাফল্য অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকে বা স্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাও আমার পক্ষে ভাল বৈ মন্দ নহে। যখন ইহা থাকিবে না (আমারই নিয়ম অনুসারে) তখন সেই না থাকাও আমার পক্ষে ভাল। যাহাই হউক, আমি এখনই পাতালতলে গমন পূর্ব্বক দস্যুসমাক্রান্ত ও ভীষণাচারসম্পন্ন অসুরকুল প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যকর্ত্তৃক কমলবিকাশের ন্যায় পরিম্লান অসুর দিগকে প্রবোধিত করিয়া এই জগতের স্থিরতা সম্পাদন করিব[২০।২১]।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

-০()০()০-

বশিষ্ঠ বলিলেন, সর্ব্বাত্মা নারায়ণ ঐরূপ চিন্তা করিয়া সেই স্বকীয় ক্ষীরোদপুরী হইতে সপরিবারে সেই ক্ষীরোদের তলস্থ ছিদ্র পথে পাতাল যাত্রা করিলেন১। বিধাতার সঙ্কল্পে বিহিত বলিয়া ক্ষীরোদের জল রন্ধ্র দিয়া প্রহ্লাদের পাতালস্থ পুরী প্লাবিত করে না। জল সকল যথাস্থানেই স্তম্ভিত থাকে। ভগবান্ নারায়ণ সেই ছিদ্র পথে গমন করতঃ দ্বিতীয় শক্রলোকের ন্যায় রমণীয় পাতালস্থ প্রহ্লাদনগর প্রাপ্ত হইলেন২। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া তত্রত্য হেমমন্দিরকোশস্থ অসুররাজ প্রহ্লাদকে সুমেরু-গুহালীন সমাধিস্থ ব্রহ্মার ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিলেন। প্রভু নারায়ণের দিব্য দেহের তেজে তত্রত্য দৈত্যগণ বিকম্পিত ও দূরে পলায়মান হইল। অনন্তর আকাশে নক্ষত্রসহায় শশীর ন্যায় দুই তিন মুখ্য মহাসুরের সহিত অসুরগৃহে প্রবেশ করিলেন৩।৫। গরুড়াসন, লক্ষ্মীকর্তৃক বিধূতচামর, স্বীয় আয়ুধ ও পরিবার যুক্ত, এবং দেব, ঋষি ও মুনিগণ কর্তৃক বন্দিত, ভগবান্ বিষ্ণু প্রহ্লাদের সমীপস্থ হইয়া "হে মহাত্মন্! প্রবুদ্ধ হও" এই বলিয়া দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করতঃ পাঞ্চ-জন্য শঙ্খ নিনাদিত করিলেন৬।৭। কল্পান্তকালীন মেঘগর্জ্জনের ও পরি-ক্ষুব্ধসমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় পাঞ্চজন্যের মহাশব্দে অসুরগণ ভয় এবং মূর্চ্ছা-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। কিন্তু যাহারা বৈষ্ণব তাহারা জলদাগমে প্রফুল্ল কুটজাবলীর ন্যায় মহা আনন্দিত হইলেন। অনন্তর দানবরাজ প্রহ্লাদ অল্পে অল্পে মেঘাপগমে কাননে উৎফুল্ল কদম্বের ন্যায় প্রবুদ্ধ হইতে লাগিলেন৮।১১। ক্রমে গঙ্গার সমুদ্র আক্রমণের ন্যায় প্রহ্লাদের ব্রহ্মরন্ধ্রসমুত্থিত প্রাণশক্তি তাঁহার সর্ব্ব শরীর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল১২। যেমন উদয় মাত্র সূর্য্যকিরণ ভুবনান্তর আক্রমণ করে, তাহার ন্যায়, তদীয় প্রাণশক্তি ক্ষণমধ্যেই প্রহ্লাদকে সর্ব্বতোভাবে আক্রমণ করিল। নবরন্ধ্রস্থ ইন্দ্রিয়ে প্রাণের সঞ্চার হইলে তাঁহারা চেত্যোন্মুখী হইল। চিৎ তখন তদীয় লিঙ্গদেহরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত

হইল[১৩।১৪]। হে রাঘব! উক্ত প্রকারে প্রহ্লাদের চিত্ত অঙ্কুরিত হইলে তদীয় নেত্রদ্বয় প্রাতঃকালীন উৎপলের ন্যায় ক্রমে বিকাশোন্মুখ হইল[১৫।১৬]। যেমন বায়ুর সঞ্চারে পদ্মের পত্র স্পন্দায়মান হয় তাহার ন্যায় প্রহ্লাদের শরীর প্রাণ অপানের সঞ্চারে স্পন্দায়মান হইল। অর্থাৎ তিনি চলিতাঙ্গ হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনঃও পরিপুষ্ট হইল[১৭।১৮]। এত ক্ষণ পরে তিনি বিকসিতনেত্র ও মনঃপ্রাণসম্পন্ন স্বস্থশরীরীর ন্যায় হইলেন[১৯]।

যখন প্রভু নারায়ণ প্রহ্লাদকে "প্রবুদ্ধ হও" এই কথা কহিয়াছিলেন তখনই তিনি মেঘরবে ময়ূরের ন্যায় প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরন্তু তখনও তিনি উপদেশের অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই। এতক্ষণ পরে প্রভু দেখিলেন, প্রহ্লাদের নয়ন প্রফুল্ল, মনঃ পরিপুষ্ট ও স্মৃতি প্রভৃতি অবস্থা সকল পূর্ব্বের ন্যায় উপচিত হইয়াছে। ত্রিলোকেশ ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার সেই উপদেশ যোগ্য অবস্থা দেখিয়া কহিতে লাগিলেন[২০।২১], হে সাধো! তুমি আপনার মহান্ ঐশ্বর্য্য ও আকৃতি স্মরণ কর। বৃথা কেন অকালে আপনার দেহের অবসান করিতেছ[২২]। তুমি যখন ইহা হেয়, তাহা উপাদেয়, এরূপ সঙ্কল্প বর্জ্জিত হইয়াছ, তখন তুমি শরীরগত প্রিয়াপ্রিয় বিষয়ে প্রয়োজন বিহীন হইয়াছ। এখন তুমি উঠ[২৩]। আমরা অনিন্দিত নিয়তি তত্ত্ব বিদিত আছি; সেইজন্য বলিতেছি, তুমি কল্পকাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ দেহে অবস্থান করিবে[২৪]। অতএব, জীবন্মুক্ত ও গতোদ্বেগ হইয়া দেহকে ব্যবহারে নিযুক্ত কর এবং যাবৎ না কল্প শেষ হয় তাবৎ এই রাজ্যে অবস্থিতি কর[২৫]। হে অনঘ! যেমন কুম্ভ ভগ্ন হইলে কুম্ভাকাশ মহাকাশে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ, কল্পান্তে তোমার এই দেহ বিশীর্ণ হইলে তুমিও মহাকাশে (পরব্রহ্মে) অবস্থিতি করিবে[২৬]। তোমার এই বিশুদ্ধ, দৃষ্টলোকপরাবর ও জীবন্মুক্তবিলাসী শরীর কল্প পর্য্যন্ত স্থায়ী[২৭]। হে সাধো! এখনও দ্বাদশ আদিত্য উদিত হয় নাই, পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ হয় নাই, জগৎও প্রজ্বলিত হয় নাই। তবে কেন বৃথা শরীর পরিত্যাগ করিতেছ[২৮]? এখনও বায়ু লোকত্রয়ের ভস্মে ধূসরবর্ণ ও উন্মত্ত প্রায় হইয়া দেবগণের শুষ্ক মস্তক বহন করে নাই, তবে কেন বৃথা শরীর পরিত্যাগ করিতেছ[২৯]? এখনও পুষ্কর ও আবর্ত্ত প্রভৃতি প্রলয়

মেঘ বিদ্যুৎ মালায় বিজড়িত হইয়া জগৎকোশে পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হয় নাই, অর্থাৎ বহুবিদ্যুৎ বিজড়িত কল্পমেঘ উদিত হয় নাই, তবে কেন বৃথা শরীর পরিত্যাগ করিতেছ[৩০]? এখনও পৃথিবী কল্পাগ্নিতে দহ্যমানা ও কল্পবাতে বিদীর্য্যমানা হয় নাই, পর্ব্বত সকল শব্দ সহকারে স্ফুটিত হয় নাই, দিঙ্মণ্ডল প্রজ্বলিত হয় নাই, তবে কেন মোহ প্রযুক্ত শরীর পরিত্যাগে উদ্যোগী হইয়াছ[৩১]? এখনও জগৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, এই দেবত্রয়ে পর্য্যবসিত হয় নাই, তবে কেন বৃথা শরীর পরিত্যাগ করিতেছ[৩২]? এখনও দিক্ সকল জর্জ্জরিত হয় নাই, দ্বাদশাদিত্যের কিরণরাশি আকাশে পরিভ্রমণ করে নাই, কল্পাভ্র গর্জ্জন করে নাই, তবে তুমি কি জন্য শরীর পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিতেছ[৩৩।৩৪]? হে অসুরেশ্বর! আমি এখনও চতুর্ব্বিধ প্রাণীর মধ্যে ও দিক্ সমুদায়ে বিহরণ করিতেছি, সুতরাং এখনও তোমার দেহ পরিত্যাগের সময় হয় নাই[৩৫]। এই শৈলরাজি, এই ভূত সমুদয়, এই তুমি, এই জগৎ, এই ব্যোমমণ্ডল, এই আমরা, সমস্তই বিদ্যমান আছে ও আছি, সুতরাং এখন তুমি দেহের প্রতি অবহেলা করিও না[৩৬]। যাহার মন অতিনিবিড় অজ্ঞানে পর্য্যাকুল থাকে, দুঃখরাশি যাহাকে নিরন্তর মর্ম্মচ্ছেদ করিতে থাকে, তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়[৩৭]। আমি কৃশ, আমি দুঃখী, আমি মূঢ়, এই প্রকার ও অন্যান্য প্রকার ভাবনার দ্বারা যাহার মতিবিলোপ হয়, তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়[৩৮]। যে ব্যক্তি আশারজ্জুর বন্ধনে ইতস্ততঃ নীয়মান হইতে থাকে, যাহার চিত্ত বৃত্তি স্থায়িরূপে নিতান্ত অস্থির হয়, তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়[৩৯]। যাহার হৃদয় দুর্ভাবনাভরিত এবং তৃষ্ণা (লালসা) যাহার হৃদয় আলোড়িত করিতে থাকে, তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়[৪০]। যাহার সম্বন্ধে রাগাদিযোগে তাল বৃক্ষ অপেক্ষা উচ্চ মনোরূপ বনস্থ চিত্তবৃত্তিরূপ লতায় সুখ ও দুঃখ এই দ্বিবিধ ফল ফলে, তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়[৪১]। যাহার কামাদি অনর্থপরম্পরারূপ মারুতপ্রবাহ দেহরূপ বিষবৃক্ষের রোমরাজিরূপ শাখা প্রশাখা আলোড়িত করে, তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়[৪২]। আধিব্যাধিরূপ দাবাগ্নি যাহার দেহরূপ বিপিনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপ চঞ্চলা লতা দগ্ধ করিতে থাকে, তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়[৪৩]। যাহার শরীরমধ্যে দ্রুমকোটরস্থ

অজগরতুল্য কামক্রোধাদি নিরন্তর গর্জ্জন করিতে থাকে, তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়[৪৪]। লোক সকল দেহের অবিদ্যমানতাকেই মৃত্যু বলে, পরন্তু বস্তু দৃষ্টিতে দেহের বিদ্যমানতা বা অবিদ্যমানতা দ্বারা মৃত্যু সম্পাদিত হইতে পারে না। কারণ, দেহজ্ঞানরাহিত্যই দেহের অবিদ্যমানতার কারণ। শাস্ত্রকারেরা বলেন, যাহার মতি আত্মতত্ত্ব অবলোকন হইতে উৎক্রান্ত না হয়, সেই আত্মদর্শী প্রাজ্ঞ ব্যক্তির জীবনই জীবন এবং সেই জীবনই শোভমান[৪৫,৪৬]। যাহার অহং নাই, যাহার বুদ্ধি প্রিয় বা অপ্রিয় প্রার্থী নহে, তদুভয়ে লিপ্ত না হয়, যে সর্ব্বত্র সমদর্শী, তাহার জীবনই জীবন এবং সেই জীবনই শোভমান[৪৭]। যে ব্যক্তি রাগদ্বেষবিমুক্ত সুশীতল বুদ্ধির দ্বারা এই জগৎকে সাক্ষিবৎ অবলোকন করে, তাহারই জীবন শোভমান[৪৮]। যে ব্যক্তি জ্ঞান পূর্ব্বক হেয়োপাদেয় পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং যে ব্যক্তির চিত্তের অভ্যন্তরে পরমাত্মা কেবল সাক্ষী রূপে বিদ্যমান, কিম্বা যাহার চিত্ত পরমাত্মায় নিয়োজিত, অথবা যে ব্যক্তি পরমাত্মায় চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে, তাহারই জীবন শোভমান[৪৯]। যে ব্যক্তি শুক্তিরজতাদিতুল্য মিথ্যা পদার্থে চিত্তকে সমাসক্ত না করিয়া কল্পনারহিত পরমাত্মায় বিলীন করিয়াছে, তাহারই জীবন শোভমান[৫০]। যে ব্যক্তি সত্যদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া ব্যবহাররূপ লীলায় অনুরক্ত হয়, তাহারই জীবন শোভমান[৫১]। যে ব্যক্তি দুঃখজনক হেয় বস্তু প্রাপ্তে উদ্বিগ্ন হয় না এবং সুখসাধন উপাদেয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট হয় না, ঈদৃশ ব্যক্তির বেঁচে থাকাই শোভা[৫২]। যে স্বয়ং শুদ্ধ, এবং শুদ্ধস্বভাব তত্ত্বজ্ঞগণ যাহার পক্ষাবলম্বী, এবং যাহা হইতে শান্তি ক্ষমা ঔদার্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি আবির্ভূত হয়, তাঁহারই বেঁচে থাকা শোভা, মরণ তাঁহাদের শোভা নহে[৫৩]। জীব সকল যাহাকে দেখিলে, যাহার নাম শুনিলে, এবং যাহাকে স্মৃতিপথারূঢ় করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হয়, তাঁহার মরণ কি শোভা পায়? কদাচ নহে। তাঁহার জীবনই শোভা প্রাপ্ত হয়[৫৪]।

হে দনুজেশ্বর! যাহার উদয়ে জীবরূপ ভ্রমরবিশিষ্ট জনতারূপ কুমুদবৃন্দ আনন্দিত হয়, সেই পূর্ণচন্দ্রসদৃশ তত্ত্ববিদ্‌গণের জীবনই শোভমান, অন্যের নহে[৫৫]।

একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশ সর্গ

ভগবান্ বলিলেন, এই দৃষ্ট দেহ যে কিঞ্চিৎকাল স্থির ভাবে থাকে, লোক সকল সেই স্থিরভাবকে জীবন (বেঁচে থাকা) বলিয়া উল্লেখ করে এবং দেহান্তর গ্রহণার্থ এতদ্ দেহের যে পরিত্যাগ বা বিচ্ছেদ ঘটনা হয়, তাহাকেই লোকে মরণ বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু তুমি ঐ লোক প্রসিদ্ধ জীবন ও মরণ উভয় পক্ষ হইতে বিমুক্ত। হে মহামতে! সত্য সত্যই কি তোমার মরণ আছে? না জীবন আছে? (অর্থাৎ তোমাতে দুএর কিছুই নাই)[১।২]। হে অরিমর্দ্দন! আমি যে তোমার নিকট জীবন মরণের লোক প্রসিদ্ধ লক্ষণ বলিলাম তাহা কেবল উদাহরণ প্রদর্শন মাত্র। নচেৎ তুমি স্বভাবতঃ জীবন মরণের অতীত বস্তু। তুমি কস্মিন্ কালেও জীবিত নহ, মৃতও নহ[৩]। বায়ু যেমন ব্যোমসংস্থ হইয়াও ব্যোমে অনাসক্ত, তদ্রূপ, তুমিও দেহসংস্থ হইয়াও স্বরূপতঃ অদেহ[৪]। হে সুব্রত! যেমন আকাশ বৃক্ষাদির ঔন্নত্যের প্রতিরোধ করে না বলিয়াই লোকে আকাশকে উচ্ছ্রায়াদির কারণ বলে, সেইরূপ, দেহে শীতোষ্ণাদি স্পর্শ জ্ঞানের নিমিত্তভাব আছে বলিয়াই লোকে বলে, দেহ আছে। পরন্তু বিচার দৃষ্টিতে তাহাও নাই। যাহারা বস্তু তত্ত্ব জানিয়াছে তাদৃশ প্রবুদ্ধ দিগের দ্বৈত বোধ উপশান্ত হওয়ায় দেহ দেহী বোধ থাকে না। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে দেহ কোথায়? তুমিও জ্ঞেয় বস্তু পরিজ্ঞাত প্রযুক্ত প্রবুদ্ধ, তোমারও দ্বৈতজ্ঞান উপশম প্রাপ্ত, সুতরাং তোমার সম্বন্ধে দেহ কোথায়? দেহ উক্ত প্রকারে অসম্ভব বা অসত্য হইলেও অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে অবস্থিতি করে অর্থাৎ আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়[৫।৬]। কিন্তু তুমি কেবল চিৎপ্রকাশ হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ; সুতরাং এমন কোন কিছু নাই, যাহাকে তুমি অহংবুদ্ধির দ্বারা দেহভাবে গ্রহণ ও অনহং বুদ্ধির দ্বারা অদেহরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পার[৭]।

হে দানবপতে! বসন্তই উদিত হউক, আর প্রলয় বায়ুই প্রবাহিত হউক, ভাব অভাব অতীত আত্মার তাহাতে কি আইসে ও কি যায়[৮]? শৈলরাজি বিলুণ্ঠিত হউক, কল্পাগ্নি দাহ আরব্ধ হউক, প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হউক, কিছুই আত্মাকে স্পর্শ করিবে না[৯]। ভূত সকল অবস্থিতি করুক, গমন করুক, বিনষ্ট হউক, বৰ্দ্ধিত হউক, কিছুই আত্মায় অবস্থিতি করিবে না[১০]। যিনি এই দেহের ঈশ্বর, তিনি দেহের ক্ষয়ে ক্ষীণ, বৃদ্ধিতে বৰ্দ্ধিত ও স্পন্দনে স্পন্দিত হন না[১১]। দেহের আমি, অথবা আমি দেহী বা দেহবিশিষ্ট, এতদ্বিধ চিত্তপরিকল্পনা যখন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তখন আর ত্যাজ্য অত্যাজ্য কল্পনার অবসর (উদয়) থাকে না[১২]। হে তাত! ইহা করি, তাহা পরিত্যাগ করি, এরূপ সঙ্কল্প তত্ত্ববিদ্‌গণের নাই। অর্থাৎ ঐ সকল সঙ্কল্প ক্ষয় প্রাপ্ত[১৩]। প্রবুদ্ধ ব্যক্তিরা কৰ্ত্তা হইয়াও কৰ্ত্তা নহেন। তাঁহারা কার্য্যের অকরণে সৰ্ব্বদাই অকৰ্ত্তা হইয়া অবস্থিতি করেন। আবার অকর্তৃত্ব হেতু অভোক্তৃত্ব স্বয়ং সমাগত হয়। সুতরাং কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব উভয়ের উপশমে কেবল শান্তিই অবশিষ্ট থাকে। সেই শান্তি যদি প্রৌঢ়িতা প্রাপ্ত হয়, (ক্ষণিক না হইয়া স্থায়ী হয়), তাহা হইলে তাহাকেই শাস্ত্রকারগণ মুক্তি বলেন [১৪।১৬]। প্রবুদ্ধ শুদ্ধ চিন্ময় ব্যক্তিরা সৰ্ব্ব বস্তু আক্রমণ করিয়া অবস্থিতি করেন বটে; অর্থাৎ ব্যবহারস্থ হন বটে; পরন্তু সে আক্রমণে ত্যাগ, বা গ্রহণ, উভয়ের সম্পর্ক থাকে না[১৭]। তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞান ও তৎকাৰ্য্য গ্রাহ্যগ্রাহকভাব ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে শান্তির উদয় হয়, সেই শান্তি স্থিতি প্রাপ্ত হইলেই মোক্ষ নামে অভিহিত হয়[১৮।১৯]। পুরুষোত্তমগণ তাদৃশ মোক্ষে অবস্থিত হইয়া সুষুপ্তের ন্যায় আত্মসন্নিধানমাত্র দ্বারা বিচরণ করিয়া থাকেন[২০]। পরম বোধপ্রাপ্ত বাসনাবৰ্জ্জিত ব্যক্তিরা ইহ জগতে অৰ্দ্ধসুপ্তের ন্যায় অর্থাৎ সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ এই উভয়ের সন্ধিস্থলের ন্যায় অবস্থিতি করেন[২১]। যাঁহারা কেবল আত্মনিষ্ঠ ও যাঁহাদিগের আশয় সমস্ত আত্মাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাঁহারা রমণীয় বস্তুতে অনুরক্ত ও দুঃখদ বস্তুতে উদ্বিগ্ন হন না[২২]। মুকুর এমন ভাবেনা যে আমাতে প্রতিবিম্ব পড়ুক, অথচ তাহাতে বিম্ব পড়ে। মুকুর যেমন অবাঞ্ছা পূৰ্ব্বক প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে সেইরূপ নিত্য প্রবুদ্ধ ব্যক্তিরাও কার্য্য সমুদয় অবাঞ্ছা পূৰ্ব্বক করিয়া থাকেন[২৩]।

তাঁহারা জাগ্রতে স্বস্থ ও সংসারস্থিতিতে সুপ্ত হইয়া বালকের ন্যায় ব্যবহার পরায়ণ হন[২৪]।

হে মহাত্মন! তাই আমার অনুরোধ—তুমি পরাৎপর ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া এক কল্প পর্য্যন্ত এই পাতালতলে গুণিগণ-প্রতিষ্ঠিত রাজলক্ষ্মী ভোগ পূর্ব্বক তদন্তে সেই অচ্যুত পরম পদ প্রাপ্ত হও[২৫]।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।
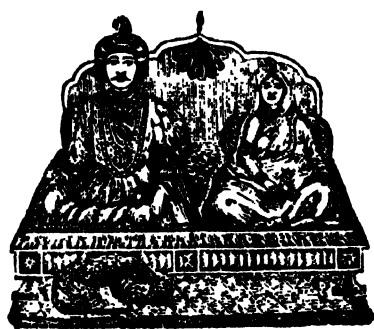
একচত্বারিংশ সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! ভগবান্ পদ্মনাভ প্রহ্লাদকে ঐরূপ সুশীতল বাক্যে উপদেশ প্রদান করিলে প্রহ্লাদ বিকসিতনয়ন ও নিগৃহীত-মননক্রম হইয়া হর্ষসহকারে কহিতে লাগিলেন[১।২]। হে দেব! আমি হিতাহিত বিচার ও শত শত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, তাই ক্ষণকাল বিশ্রান্তিসুখ অনুভব করিতেছিলাম[৩]। আমি আপনার প্রসাদে স্বরূপস্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি কি সমাধি কি অসমাধি, সর্ব্বদাই সমভাবে অবস্থিত[৪]। হে মহেশ্বর! আপনি আমার নির্ম্মল জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা অন্তরে অনেক দিন দৃষ্ট হইয়াছেন, পরন্তু আজ্ বাহিরেও দৃষ্ট হইলেন ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়[৫]। যেমন ব্যোমে ব্যোমের অবস্থান, সেইরূপ, আমি সঙ্কল্পবিকল্প-রহিত অনন্ত দৃষ্টিতে (জ্ঞানে) অবস্থান করিতেছিলাম[৬]। শোক, মোহ, বৈরাগ্যচিন্তা, দেহপরিত্যাগ, অথবা সংসারভয়, অথবা অন্য কোন কারণে আমি তদবস্থ হই নাই[৭]। যখন আমি একই বিদ্যমান, তখন আর আমার শোক, ক্ষতি, দেহ, সংসার, ভয় ও অভয় প্রভৃতির সম্ভাবনা কি[৮]? আমি ইচ্ছানুসারে স্বয়ং সমুদিত অমল বিতত পরম পদে অব-স্থান করিতেছিলাম[৯]। হে ঈশ্বর! "সংসার দুঃখময়, তৎ কারণে আমি সংসারে বিরক্ত, সেজন্য সংসার পরিত্যাগ করিব"। এরূপ চিন্তা অপ্রবুদ্ধ দিগেরই হইয়া থাকে[১০]। দেহ গেলেই দুঃখ যায়, দেহ থাকিলে দুঃখ থাকিবেই, অতএব দেহ ত্যাগই শ্রেয়স্কর, এ চিন্তা মূর্খ-দিগকে আক্রমণ করে[১১]। ইহা সুখ, ইহা দুঃখ, ইহা নাই, ইহা আছে, এবম্প্রকারে যে চিত্তের দোলায়মানতা তাহা মূঢ়গণ দিগকেই গ্রাস করে, পণ্ডিতদিগকে নহে[১২]। ইহা গ্রাহ্য, ইহা ত্যাজ্য, এরূপ ভাবনাও মনের ভ্রম। আমি এক ব্যক্তি, এ অন্য ব্যক্তি, এ কুসংস্কার অজ্ঞ ব্যতীত জ্ঞানীতে থাকেনা। ঐ সকল ভ্রম অজ্ঞকেই পাগল করে, জ্ঞানীকে নহে[১৩।১৪]। হে পদ্মপলাশলোচন! যখন তুমিই সব, এবং

তোমাতেই সব, তখন আর ত্যাজ্যাত্যাজ্য বিষয়ক দ্বৈতের সত্যতা কোথায়[১৫]? এই নির্ম্মল জগৎ বিজ্ঞানের মালিন্য বিশেষ অর্থাৎ ভ্রান্তি মাত্র সুতরাং ইহা সত্য মিথ্যার মিশ্রণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহার মধ্যে হেয়ই বা কি? উপাদেয়ই বা কি? যখন হেয়ও নাই, উপাদেয়ও নাই, তখন আর আমি কি ত্যাগ করিব ও কি গ্রহণ করিব[১৬]? আমি পূর্ব্বেও হেয় উপাদেয় বর্জ্জিত ও ভাবাভাব বিমুক্ত ছিলাম, সম্প্রতিও তৎস্বরূপে অবস্থান করিতেছি[১৭।১৮]। এখন আমি আমার যথোক্ত প্রকার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। হে মহাদেব! এখন আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব, সে বিষয়ে সংশয় নাই[১৯]। আপনি ত্রিজগতের পূজ্য, সেজন্য আপনি আমার প্রদত্ত আমারই নিয়তির অনুরূপ পূজা গ্রহণ করিবার পাত্র[২০]। দানবাধীশ প্রহ্লাদ ঐরূপ উক্তি করিয়া ভগবানের সম্মুখে পূজোপচার পরিপূর্ণ অর্ঘ্যপাত্র আহরণ করিলেন[২১]। পরে আয়ুধ, অপ্সরোগণ, দেবগণ, খগপতি গরুড়, অধিক কি বলিব, লোকত্রয়ের সহিত ভগবান্ ভুবনেশ্বর কমলাপতির পূজা সমাপ্ত করিলেন। অতঃপর ভগবান্ তাঁহাকে নিম্ন লিখিত বচনাবলি বলিতে লাগিলেন[২২।২৩]। হে দানবাধীশ! উত্থিত হও, সিংহাসন আশ্রয় কর। আমি স্বয়ং তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। আমার পাঞ্চজন্য রব শ্রবণ করিয়া যে সকল সিদ্ধ ও সাধ্যগণ সমাগত হইয়াছেন, ইহারা তোমার মঙ্গল বিধান করুন[২৪।২৫]।

ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ হরি ঐ কথা কহিয়া দানবরাজ প্রহ্লাদকে সিংহাসনে আরোহণ করাইলেন। পরে গঙ্গাদি নদী সমুদায়কে ও ক্ষীরোদাদি সমুদ্র নিচয়কে আহ্বান করিলেন। পরে সেই সমুদায়ের ও অন্যান্য তীর্থ নিচয়ের জল দ্বারা বিপ্রগণ, ঋষিগণ ও লোকপাল সমন্বিত হইয়া মহাসুর প্রহ্লাদকে অভিষিক্ত করিলেন। এই সময়ে মরুদ্গণ স্তুতি পাঠ করিলেন। মরুদ্গণ ও সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক স্তুত ও অভিষিক্ত মহামতি প্রহ্লাদকে ভগবান্ মধুসূদন কহিলেন, হে দানবরাজ! যাবৎ সুমেরু, ধরা, চন্দ্র ও সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ তুমি অখণ্ডগুণশালী রাজা হইয়া অবস্থিতি করিবে[২৬।৩১]। তুমি ইষ্টানিষ্ট ফল পরিত্যাগী থাকিয়া সমদর্শিনী বুদ্ধি অবলম্বন করিবে। রাগ ভয় ও ক্রোধ পরিহার পূর্ব্বক রাজ্য পালন করিবে। এই রাজ্যে স্বর্গে,

ভূলোকে, সর্ব্বত্রই তুমি নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিবে[৩২।৩৩]। তুমি রাগ, দ্বেষ ও বৈষম্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন বিষয়ে দেশ, কাল ও ক্রিয়া অনুসারে বধদণ্ডাদি প্রয়োগ করিবে[৩৪]। আত্ম-নিষ্ঠ ও মমতাপরিত্যাগী হইয়া লাভালাভে সমজ্ঞান করিবে। এইরূপ কার্য্য তোমাতে কালুষ্য আনয়ন করিতে পারিবে না[৩৫]। হে প্রহ্লাদ! তুমি পরমার্থ কি ব্যবহার কি তাহা বিদিত হইয়াছ। সুতরাং তোমাকে আর আমি কি উপদেশ প্রদান করিব[৩৬]? তুমি ভয়, ক্রোধ ও রাগ শূন্য রাজা হইলে সুতরাং এখন হইতে আর দুঃখদারিদ্র্যাদি দোষ অসুর দিগকে আক্রমণ করিবে না[৩৭]। আজ্ হইতে আসুরী দিগের বাষ্পবারি প্রতিরুদ্ধ হইল[৩৮]। আজ্ হইতে দেবাসুর সংগ্রাম বিনিবৃত্ত হউক এবং জগৎও স্বস্থ হউক। আজ্ হইতে দেবাসুরকুটম্বিনীগণ পরস্পর ভর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক অবন্দীকৃত হইয়া স্ব স্ব অন্তঃপুরে স্ব স্ব ভর্ত্তাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক[৩৯।৪১]।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

—(⪤(*)⪤)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ ঐ সকল কথা কহিয়া নর, অমর ও কিন্নর গণের সহিত অসুরমন্দির হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন প্রহ্লাদ তাঁহার পশ্চাৎ রাশি রাশি পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন১।২।

অনন্তর ক্ষীরোদসাগরে বিষ্ণু, স্বর্গে অমরগণ সহ ইন্দ্র ও পাতালে দানবাধীশ প্রহ্লাদ পদ্মে ষট্পদের ন্যায় অনন্তভোগ আসনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকট প্রহ্লাদের চন্দ্রকিরণাপেক্ষা অধিক সুশীতল পাপনাশন উত্তম বোধ প্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম৩।৪। যাঁহারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রহ্লাদের এই পবিত্র উপাখ্যান বিচার করিবেন, তাঁহারা বহুদুষ্কৃতসম্পন্ন হইলেও পরম পদ লাভ করিতে পারিবেন। যখন সামান্যবিচারে দুষ্কৃতক্ষয় হয়, তখন যোগবাক্যবিচারে কেননা পরম পদের প্রাপ্তি হইবে? পণ্ডিতগণ অজ্ঞানতাকেই পাপ বলিয়া থাকেন। সেই অজ্ঞানতা একমাত্র যোগ বিচার দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব, পাপের মূল অজ্ঞানকে ছেদন করিবার মহাস্ত্র স্বরূপ বিচারকে পরিত্যাগ করা জনগণের কদাচ কর্ত্তব্য নহে৭।৮। যে সমস্ত নরগণ প্রহ্লাদের এই সিদ্ধিবিষয়ক বিচার অনুশীলন করিবেন, তাঁহাদিগের সপ্তজন্মকৃত পাপ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে৯।

রামচন্দ্র কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাত্মা প্রহ্লাদের মন পরম পদে প্রবিষ্ট বা পরিণত হইয়াছিল। সে মন পাঞ্চজন্য শঙ্খের নিঃস্বনে কেন অথবা কিরূপে প্রবুদ্ধ হইল১০? মুক্ত মন কি পুনর্ব্বার বাহ্য বিষয়ে আইসে? বশিষ্ঠ বলিলেন, হে পবিত্রমূর্ত্তি রাম! মুক্তি দুই প্রকারে বিভক্ত। সদেহমুক্তি ও বিদেহমুক্তি। উক্ত উভয় মুক্তির মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা বর্ণন করি, শ্রবণ কর১১। যাঁহার মতি অসংসক্ত অর্থাৎ কোন

কিছুতে ব্যাসক্ত হয় না, তাদৃশ ব্যক্তির যে ইষ্ট বিষয়ে রাগ ও অনিষ্ট বিষয়ে দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থিতি, তুমি সেই স্থিতিকে জীবন্মুক্তি অথবা সদেহমুক্তি বলিয়া জানিবে[১২]। এই সদেহমুক্তিই দেহ নাশের পর বিদেহমুক্তিতে পর্য্যবসন্না হয়। এই মুক্তিকে তুমি পুনর্জ্জন্ম বর্জ্জিত বলিয়া জানিবে। যাহারা বিদেহমুক্ত তাহারা আর দৃশ্যপথে আইসে না[১৩]। জীবন্মুক্ত মহাত্মগণের যে বাসনা (পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার) তাহা ভৃষ্টবীজের অনুরূপ। ভৃষ্টবীজে অঙ্কুর জন্মে না, জীবন্মুক্তের কর্ম্মাশয়ও দেহাদি জন্মায় না। তাঁহাদের বাসনানিচয় অতীব বিশুদ্ধা, অতীব পবিত্রা, অত্যন্ত উদার, প্রবলতম সত্ত্বগুণের অনুগামী ও আত্ম-ধ্যানময়ী। তাঁহাদের তাদৃশ বাসনাপুঞ্জ সুষুপ্তের ন্যায় তূষ্টিভাবে থাকে, পরে দেহ পাতের সঙ্গে বিলয় প্রাপ্ত হয়। অতএব, হে রঘুনাথ! যেমন সুষুপ্তি কখন কখন ভজ্যমান হয় (ভাঙ্গিয়া যায়), হইয়া জাগ্রদ্দশায় আইসে, তাহার ন্যায় যত দিন দেহ থাকে তত দিন জীবন্মুক্তেরা সুষুপ্তি ভঙ্গের পর জাগ্রতের ন্যায় মধ্যে মধ্যে প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এমন কি সহস্র সহস্র বৎসরের পরেও তাঁহাদের ব্যুত্থান হইতে পারে। (ব্যুত্থান=সমাধি হইতে বিচ্যুতি)[১৪,১৬]।

প্রহ্লাদ জীবন্মুক্ত; সেই কারণে তিনি শঙ্খশব্দ শ্রবণে স্বীয় অন্তরস্থ বিশুদ্ধসত্ত্বানুপাতিনী বাসনার দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া ছিলেন[১৭]। আরও কথা এই যে, হরি সর্ব্বভূতের আত্মা ও সত্যসঙ্কল্প। তিনি যখন যাহা সঙ্কল্প করেন তখনই তাহা সুসম্পন্ন হয়[১৮]। "প্রহ্লাদ প্রবুদ্ধ হউক" হরি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সুতরাং তৎপ্রভাবেও প্রহ্লাদ প্রবুদ্ধ হইয়া-ছিলেন[১৯]। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধি আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে নিজে কারণহীন অথচ ভূতনিচয়ের কারণ বিশুদ্ধ আত্মা আপ-নাতে জগৎ সৃজন করিবার জন্য বাসুদেবাখ্য শরীর পরিগ্রহ করেন[২০]। যখন বাসুদেব হরিই জীবের অন্তরাত্মা, তখন অবশ্যই জীবের আত্ম-দর্শনে মাধবদর্শন সম্পন্ন হয় এবং মাধবের আরাধনায় আত্মার আরা-ধনা সুসম্পন্ন হয়[২১]। হে রাঘব! তুমি আমার এই উপদেশ অব-লম্বনে আত্মাবলোকনে যত্নবান্ হও। আত্মদর্শন হইলে শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইবে[২২]। এই সংসাররূপ প্রাবৃট্ (বর্ষা ঋতু) বিচাররূপ সূর্য্যকে প্রচ্ছন্ন করিয়া নিয়তই দুঃখরূপ বারিধারা বর্ষণ পূর্ব্বক জনগণের মূর্খতা-

রূপ বিষম ব্যাধি উৎপাদন করিতেছে। পিশাচ যেমন মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ, উক্ত বিষ্ণুমায়া ধীরব্যক্তি দিগকে কদাচ আক্রমণ করিতে পারে না। সংসারজালরচনাকারিণী বৈষ্ণবী মায়া বিষ্ণুরই অপ্রসাদে ঘনতা ও তৎ প্রসাদে তনুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে[২৩,২৩]।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।
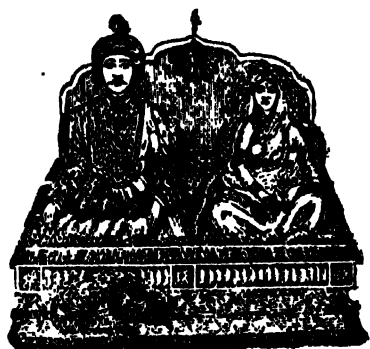
ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

—○()*()○—

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে ভগবন্! যেমন ওষধি সকল শশাঙ্কের কিরণে পরম আপ্যায়িত হয় সেইরূপ আমরাও আজ্ শশাঙ্ক-তুল্য আপনার বচনরূপ কিরণে পরম আপ্যায়িত হইতেছি[১]। হে মুনে! সেই কারণে আমাদের শ্রবণেচ্ছা বিরাম প্রাপ্ত হইতেছে না। পুনর্ব্বার আমাদের জিজ্ঞাস্যের প্রত্যুত্তর বলুন। প্রোক্ত কারণে আমরা পুনঃ প্রশ্ন করিতেছি, প্রতিবচন প্রদানে আমাদের শ্রবণেচ্ছা সফলা করুন। পুরুষ স্ব পুরুষকারের অর্থাৎ স্বকীয় প্রযত্নের দ্বারা সমুদয় সু-সম্পন্ন বা লাভ করিতে পারেন, ইহাই যদি নিয়মিত হয়, তাহা হইলে প্রহ্লাদ কিজন্য বিনা মাধবের বরে প্রবুদ্ধ হইতে পারিলেন না? (প্রবুদ্ধ=তত্বজ্ঞানী)[২।৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! প্রহ্লাদ যাহা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সমস্তই পৌরুষদ্বারা, অন্য উপায়ে নহে[৪]। যেমন তিল ও তৈল, বস্ত্র ও বস্ত্রের শৌক্ল্য, অথবা পুষ্প ও গন্ধ অত্যন্ত প্রভিন্ন নহে, তাহার ন্যায় আত্মা ও নারায়ণ অত্যন্ত প্রভিন্ন নহেন[৫]। যিনি বিষ্ণু তিনিই আত্মা এবং যিনি আত্মা তিনিই জনার্দ্দন। আত্মা ও বিষ্ণু এই দুইটী শব্দ বিটপী ও পাদপ এই দুই শব্দের ন্যায় একই অর্থের প্রতিপাদক[৬]। অতএব প্রোক্ত বিষয়ে এইরূপ বুঝা উচিত যে, প্রহ্লাদ নামক আত্মা আপনিই আপনাকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত উৎকৃষ্ট যুক্তির দ্বারা (যোগের) অথবা আপনারই পরা শক্তির দ্বারা বিষ্ণুভক্তিতে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। অথবা প্রহ্লাদ স্বয়ংই আপন আত্মার দ্বারা উক্ত বর উপার্জ্জন এবং স্বয়ংই মনকে বিচারগামী করিয়া আপনাকে বিদিত হইয়াছিলেন[৭।৮]। এরূপ দেখা যায় যে, আত্মা কখন কখন আপনারই শক্তির সাহায্যে প্রবুদ্ধ হন এবং কখন কখন ভক্তিলভ্য বিষ্ণুদেহের দ্বারা প্রবুদ্ধ হন[৯]। মাধব চিরকাল আরাধিত হইলেও এবং আরাধকের প্রতি পরিতুষ্ট হইলেও বিচারবিহীন ব্যক্তিকে জ্ঞান প্রদান করিতে পারেন না[১০]। যে জ্ঞানে

আত্মদর্শন হয় সে জ্ঞানের প্রতি অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি পুরুষ-প্রযত্নসমুত্থিত বিচারই মুখ্য কারণ, আর সব অর্থাৎ বরাদি গৌণ কারণ। অতএব, যাহা মুখ্য কারণ তুমি তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর। অভ্যাস-সহকারে বলদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে আক্রমণ ও ধ্যানদ্বারা চিত্তকে বিচারপরায়ণ কর[১১।১২]। যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তি যে কোন বস্তু প্রাপ্ত হউক না কেন, সমস্তই স্বশক্তিপ্রবর্ত্তন দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে অন্য দ্বারা নহে। তাই আমি বলিতেছি, তুমিও পৌরুষপ্রযত্ন অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন কর ও সংসারজলধি উত্তীর্ণ হও, হইয়া সংসা-রের পরপারে পরম পদে গমন কর[১৩।১৪]। জনার্দ্দন যদি বিনা পুরুষ-কারে দৃশ্য হইতেন, অথবা উদ্ধার করিতেন, তাহা হইলে তিনি কি জন্য মৃগপক্ষিগণকে উদ্ধার করেন না[১৫]? শিষ্যের ভক্তিরূপ পৌরুষ ব্যতিরেকে গুরুও উদ্ধার করিতে পারেন না। যদি তাহা পারিতেন, তাহা হইলে উষ্ট্র, রাসব ও বলীবর্দ্দ প্রভৃতিরাও উদ্ধার লাভ করিত[১৬]। হে রাঘব! হরি হইতে, গুরু হইতে, ধন হইতে, লাভ করা যায়—যদি মনের উদ্যম থাকে। মনের আক্রমণ না থাকিলে হরি, গুরু, ধন, কেহই কিছু করিতে অথবা কেহ কিছু দিতে পারেন না। অভ্যাস, বৈরাগ্য, ইন্দ্রিয়দমনাদি, এতন্ত্রিতয় যুক্ত আত্মা হইতে যাহা প্রাপ্ত না হওয়া যায়, তাহা ত্রৈলোক্য হইতেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না[১৭।১৮]। অতএব, বৎস! তুমি পৌরুষ (শাস্ত্রীয় পুরুষকার বা প্রযত্ন) অবলম্বন করিয়া আত্মার দ্বারা আত্মার আরাধনা কর এবং আত্মার দ্বারা আত্মাকে দর্শন করতঃ আত্মাতেই অবস্থান কর[১৯]। যদ্যপি বিচারই জ্ঞান লাভের কারণ হয় তবে শাস্ত্রে বিষ্ণুভক্তির বিধান কেন? এরূপ চিন্তা করিও না। মূঢ়েরা বিষয়াসক্তির প্রাবল্যে অধ্যাত্মশাস্ত্রের চর্চ্চা, ইন্দ্রিয় জয়, আত্মা-নাত্মবিচার, এই তিন্ শুভ বিষয়ে অবস্থান করিতে পারে না। তাদৃশ মূঢ় দিগকে উক্ত শুভ পথে আকৃষ্ট করাইবার জন্যই শাস্ত্রে বিষ্ণুভক্তির উপদেশ। নচেৎ বিষ্ণুভক্তি যে জ্ঞান লাভের সাক্ষাৎ উপায় তাহা নহে[২০]। অতএব, অভ্যাস ও যত্ন, এই উভয় শুভ স্থিতি লাভের মুখ্য উপায়। পূজ্যপূজক ক্রম (নিয়মাদি) তদ্বিষয়ে গৌণ উপায়[২১]। যদি উপযুক্ত নিয়মে ইন্দ্রিয় জয়ী হওয়া যায় তাহা হইলে হরি পূজার প্রয়োজন কি? যদি ইন্দ্রিয় জয়ী না হওয়া যায় তাহা হইলেই বা হরি পূজার

ফল কি[২২]? বিচার ও রাগাদির উপশম ব্যতীত হরিকে পাওয়া যায় না। পরন্তু যাহারা বিচার ও উপশম দ্বারা মুক্ত হইয়াছে হরি তাহাদিগকে অতঃপর আর কি প্রদান করিবেন[২৩]? অতএব হে সাধো! তুমি বিচার ও উপশম এই দুএর আশ্রয় লও, এবং তদ্দ্বারা চিত্তকে প্রসন্ন কর। যদি তুমি তাহাতে সিদ্ধ হইতে পার ত স্বস্থ হইবে, নচেৎ বনগর্দ্দভের ন্যায় থাকিবে[২৪]। তুমি যেমন মাধবাদির প্রসন্নতা কামনা করিতেছ, তেমনি তুমি স্বচিত্তের প্রসন্নতা কামনা না কর কেন[২৫]? বিষ্ণু সকল প্রাণীরই অন্তরে অবস্থিত। যাহারা হৃদয়স্থ বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে বিষ্ণুর অন্বেষণ করে তাহারা অপকৃষ্ট নর[২৬]। হৃদ্গুহাবাসী চিত্তই বিষ্ণুর মুখ্য দেহ, আর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী তাঁহার (আত্মার) গৌণ শরীর[২৭]। যে মুখ্য পরিত্যাগ করিয়া গৌণের অনুগামী হয়, সে সিদ্ধ রসায়ন পরিত্যাগ করিয়া সাধ্য (যাহা সাধন করিতে হইবে) সাধনে প্রবৃত্ত হয়। অথবা অনায়াস লব্ধ অমৃত পরিত্যাগ করিয়া আয়াসসাধ্য কার্য্যাদিদ্বারা অন্ন উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়[২৮]। যিনি আত্মজ্ঞানে স্থিতি প্রাপ্ত, তাঁহার মনঃসংযমনকারী পূজাদিতে কি প্রয়োজন[২৯]? যাহারা আত্মবিবেক প্রাপ্ত হয় নাই, যাহাদিগের চিত্ত অজ্ঞতায় সমাচ্ছন্ন, তাহারা সতত শঙ্খচক্রগদাপাণি পরমেশ্বরের আরাধনা করুক[৩০]। বৈরাগ্য বুদ্ধি অবলম্বনে ক্লেশসাধ্য হরিপূজা ও হরির উদ্দেশে ব্রতাদি ও তপস্যাদি করিতে করিতে কালে চিত্তনৈর্ম্মল্য উপস্থিত হয়। নিত্য নিত্য অভ্যাস ও বিবেক অনুশীলন করিলে চিত্ত শীঘ্রই প্রসন্ন হয়[৩১।৩২]। হরিপূজার রিতি ও নিয়মাদি উপলক্ষ্যে আমি যে সকল কথা বলিলাম, বুঝিতে হইবে, জীব আপনিই আপনার দ্বারা ঐ সকল ক্রম ও সে সকলের ফল লাভ করে[৩৩]। অর্থাৎ আত্মা স্বয়ংই আত্মার দ্বারা আত্মপূজা বা হরিপূজা জনিত ফল প্রাপ্ত হয়। লোক যে হরিপূজাদ্বারা হরির নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হয়, তাহা তাহার নিজের অভ্যাস বৃক্ষের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৩৪]। একমাত্র মনোনিগ্রহই সর্ব্বসম্পত্তির মূল। সগরসুতগণ যে পৃথিবী খনন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং দেবাসুরগণ যে অত্যুচ্চ পর্ব্বত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, মনের উদ্যমই তাহার একমাত্র কারণ। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মনের একাগ্রতা ব্যতীত কোনও প্রকার মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। যত-

কাল. মনোরূপ উন্মত্ত সমুদ্র উদ্বেলিত থাকিবে, উপশান্ত না হইবে, জনগণ তাবৎ জন্মমরণতরঙ্গে উহ্যমান হইবে[৩৫।৩৭]। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ চিরপূজিত হইয়া দয়াবান্ হইলেও মনোব্যাধির উপপ্লব হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন না। অতএব হে অঙ্গ! তুমি বাহ্যেন্দ্রিয়গম্য ও অন্তঃকরণগম্য বিষয় সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক জন্মবিক্রিয়াদিপরিশূন্য একমাত্র ও অখণ্ড সম্বিদ্ পরমাত্মার চিন্তা কর। তুমি বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়ে নির্ম্মুক্ত নিরাময় অনন্তরূপ সর্ব্বসার সন্মাত্র একাদ্বয় সম্বিন্ময় আস্বাদ আস্বাদন কর, তাহা হইলে অনায়াসেই জন্মনদীর পরপার (জন্মবর্জ্জিত মোক্ষ) প্রাপ্ত হইবে[৩৮।৪০]।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

—০()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এই যে সংসার নামিকা মায়া, ইহার ইয়ত্তা নাই। ইহা কেবল আত্মচিত্তজয়দ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অন্য কিছুতে নহে[১]। এই জগন্মায়াপ্রপঞ্চের বৈচিত্র্য প্রবোধনার্থ একটী ইতিহাস বলি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[২]।

এই বসুধাপৃষ্ঠে কোশল নামে এক মণ্ডল (গ্রামবিশেষ) আছে। তাহাতে গাধি নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। গাধি ধীমান্, শ্রোত্রিয় (বেদবেদাঙ্গপারগ), এবং এরূপ ধার্ম্মিক যে, যেন মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম[৩।৪]। বাল্যকাল হইতেই ইনি ভোগবিরক্ত ও তপোজপাদিতে রত থাকিতেন[৫]। একদা তিনি কোন অভিমত কার্য্য সাধনের মানসে বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যার্থ বনগমন করিলেন[৬]।

অনন্তর সেই বিপ্র গহন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কোন এক অভিমত স্থানে তারারাজিবিরাজিত নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় এক প্রফুল্ল কমল মণ্ডিত বিমল সরোবর প্রাপ্ত হইলেন[৭]। যত দিন না বিষ্ণুর দর্শন লাভ হইবে তত দিন তিনি তপশ্চরণ করিবেন, এই কামনায় সেই সরোবরসলিলে প্রাবৃট্ পদ্মের ন্যায় আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[৮]। ঐরূপে অষ্ট মাস অতিক্রান্ত হইল। একদা হরি তাঁহার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং বলিলেন, বিপ্র! সলিল হইতে উত্থিত হও, অভিমত বর গ্রহণ কর। তোমার নিয়মরূপ বৃক্ষ অভীপ্সিত ফলে উপেত হইয়াছে[৯।১১]।

ব্রাহ্মণ স্বকীয় ইষ্টদেবকে বরদানোদ্যত দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে স্তুতি সহকারে কহিলেন, হে জগত্রয়ৈকনলিনীর সরোবর! হে অসংখ্য ভূতহৃদ্‌পদ্মকুহরের ভ্রমর! হে বিষ্ণো! তোমাকে আমি নমস্কার করি। হে ভগবন্! আমি এই অশেষভ্রমদায়িনী সংসারনাম্নী কুহক বা মায়া সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করি[১২।১৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ধীমান্ গাধি ঐরূপ বর প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ জনার্দ্দন তাঁহাকে "তুমি অগ্রে মায়া সন্দর্শন কর, পরে তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে" * এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন[১৪]। তখন সেই ব্রাহ্মণ চন্দ্রদর্শনে কৈরবের ন্যায় জগৎপতি দর্শনে প্রফুল্লমনা হইয়া জলাশয় হইতে সমুখিত হইলেন এবং হরিসন্দর্শনে আনন্দিত চিত্তে কিয়দ্দিবস সেই অরণ্যে তপস্যা, স্বাধ্যায় ও অথিতিপূজনাদি শ্রোত্রিয়কর্ম্ম সমুদয় সম্পাদন করিলেন[১৫।১৭]।

একদা তিনি মনে মনে বিষ্ণুর সেই বর প্রদান বাক্য চিন্তা করিতে করিতে তত্রত্য বিকশিতকমল সরোনীরে স্নানার্থ গমন করিলেন[১৮]। অনন্তর স্নান বিধি অনুসারে জলমগ্ন হইয়া সকুশ হস্ত দ্বারা সেই সরোবরান্তর্গত জলে অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর যেমন তিনি অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠার্থ প্রণব উচ্চারণ করিলেন, অমনি বিপর্য্যস্তমতি হইয়া সমুদায় স্নান মন্ত্র ও অন্তরস্থ ধ্যান বিস্মৃত হইলেন। তখন তিনি মোহগ্রস্ত হইয়া স্বপ্নদর্শনের ন্যায় সেই জলমধ্যে দেখিলেন, তাহার দেহ যেন অকস্মাৎ বাতবেগনিপাতিত দ্রুমের ন্যায় নিপতিত ও শবীভূত হইয়াছে। ত্বদীয় আত্মীয়গণ তাঁহার মৃত্যুতে শোক করিতেছে[১৯।২১]। তাঁহার দেহ প্রাণাপানপ্রবাহরহিত, অন্তকাল প্রাপ্ত, নিস্পন্দ এবং বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত[২২]। সেই শবীভূত দেহে ত্বদীয় বদনপঙ্কজ ছিন্ননাল অম্বুজের ন্যায় যার পর নাই ম্লান ও পাণ্ডুরবর্ণ হইয়াছে। বিপর্য্যস্ত নয়নের তারকাদ্বয় প্রাতঃকালীন তারকামালার ন্যায় অদৃশ্য হইয়াছে এবং গ্রীষ্মকালীন বৃক্ষপত্রের ন্যায় শুষ্ক হইয়াছে। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনাবৃষ্টিবর্ষিত গ্রামের ন্যায় ধূলিধূষরিত হইয়াছে[২৩।২৪]। তাঁহার বন্ধুগণ বাষ্পবিগলিতনেত্রে সেই মৃতদেহের চতুর্দ্দিকে কুররপক্ষীর ন্যায় রোদনপরায়ণ হইয়া রহিয়াছে[২৫]। তাঁহার ভার্য্যা তাঁহার পদতলাশ্রিতা হইয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে[২৬]। তাঁহার জননী অতি উচ্চৈঃ রবে তাঁহার চিবুক

* জীব মায়াক্রান্ত হইলে বিনা সাধনে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। ভক্তম গাধির সে দশা যেন না ঘটে, সেই ভাবে ভগবান্ তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করার ক্ষমতা বরপ্রদান দ্বারা অর্পণ করিলেন। সেই জন্যই গাধি মুহূর্ত্তান্তরে প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

ধারণ পূর্ব্বক অসংখ্য বিলাপ বাক্য উচ্চারণ করিতেছে[২৭]। এবং অন্যান্য স্বজনগণ অশ্রু বিসর্জ্জন সহকারে অতি দীন ভাবে অবস্থান করিতেছে[২৮]। সেই শবীভূত দেহের হস্তপদাদি স্রস্ত, ওষ্ঠদ্বয় অসংলগ্ন, দন্ত বহিরাগত ও শ্বেতবর্ণ। এই শবীভূত দেহ ভূপতিত কর্দ্দম পুত্তলিকার সহিত উপমিত হইতে পারে। এই দেহ যেন এখন আপন প্রাক্তনী জীবিত দশাকে উপহাস্ত করিতেছে, ধ্যানী মৌনীর ন্যায় তুষ্টিভাবে রহিয়াছে, জীবন-ভার বহনে যেন শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ সুষুপ্ত হইয়াছে, অথবা বন্ধুগণের মধ্যে কাহার কিরূপ স্নেহ, পরীক্ষা করিবার মানসে অতি-সাবধানে বন্ধুগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিতেছে[২৯,৩২]। অনতি বিলম্বে তদীয় স্বজনগণ শোকাকুলিতচিত্তে বাষ্পবিগলিতনয়নে তাৎকালিক ব্যব-হারে প্রবৃত্ত হইল। তারস্বরে রোদন করিতে করিতে সেই মৃত দেহ গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিল। অনন্তর বন্ধনোপযোগী দ্রব্যাদি আহরণ পূর্ব্বক সেই দেহ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া, যেখানে অসংখ্য গৃধ্রমণ্ডলী মেঘের ন্যায় স্বর্গামণ্ডলের আচ্ছাদক হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ মাংসাশী পক্ষী যে স্থানে সর্ব্বদা উড্ডীন, যেখানে শিবাগণের অশিব বদন হইতে নিরন্তর অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে, যেখানে চিতানল ঘোর ঘর্ঘর শব্দে কল্লান্ত হুতাশনের ন্যায় অসংখ্য দেহ দহনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, যেখানে বায়সগণ ঘোর ধ্বনিদ্বারা ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন করিতেছে, সেই মেদো-মাংসাস্থিসঙ্কুল কঙ্কালবহুল শ্মশান ভূমিতে আনয়ন করিল এবং যত্ন সহকারে কাষ্ঠাদি দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক চিতা নির্ম্মাণ করতঃ প্রজ্বলিত করিল। পরে আত্মীয় হইয়াও অনাত্মীয়ের ন্যায় অসঙ্কুচিতচিত্তে তাহাতে সেই মৃত দেহ বিনিক্ষিপ্ত করিল। চিতানল সহস্রশিখ হইয়া চট চট ধ্বনি সহকারে সেই শব দহনে প্রবৃত্ত হইল এবং হস্তীর বেণুবন বিদ-লিত করণের ন্যায় অনতিবিলম্বে স্বীয় জটালশিখারূপ বহু দন্তদ্বারা কট কট শব্দে সেই কঙ্কাল বিদলিত করতঃ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল[৩৩।৪৪]।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

—○()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর গাধি ব্রাহ্মণ সেই জলমধ্যে থাকিয়া তৎপরে যাহা দেখিলেন তাহাও বলি শ্রবণ কর। তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইলে তিনি ভূতমণ্ডল নামক কোন দেশের প্রান্তরবর্ত্তী কোন গ্রামে এক চণ্ডালিনীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন[১।২]। তথায় তিনি গর্ভবাসজনিত নিদারুণ ক্লেশে নিপীড়িত ও ক্ষুদ্রদেহ হইয়া শ্বপচীহৃদয়ে তদীয় বিষ্ঠার উপরে ব্যাকুলিত ও সুপ্তপ্রায় হইয়া রহিলেন[৩]। ক্রমে সেই চণ্ডালিনীর গর্ভ পরিপক্ক হইলে তিনি সেই চণ্ডালিনী কর্ত্তৃক প্রসূত অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইলেন। অতঃপর চণ্ডালের নিতান্ত প্রিয় শিশু হইয়া কৃষ্ণবর্ণতা হেতু যমুনাপ্রবাহের ন্যায় ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া বেড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন[৪।৫]। ক্রমে তথায় তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়স হইল, পরে তিনি কটঞ্জক নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ক্রমে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে তিনি জলধরসদৃশ পীবরতনু হইয়া কুক্কুরগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ বন হইতে বনান্তর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ মৃগ বিনাশ করতঃ ব্যাধোচিত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন[৬।৭]। অনন্তর এক কৃষ্ণবর্ণা চণ্ডাল কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। অদ্য হইতে তিনি সেই বাহুরূপ পল্লবসম্পন্না স্তনস্তবকশালিনী শ্যামা চণ্ডালিনীর সহিত পুষ্পবনে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণবর্ণা অলিনীর সহিত শ্যামল অলির ন্যায় তিনি সেই নব ভার্য্যার সহিত কখন বনকুঞ্জে, কখন গিরিনদীর তীরে ও কখন পদ্মকুঞ্জে বিহরণ, শয়ন ও অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি কানন ভ্রমণে ও মৃগ মারণে প্রবৃত্ত হইলে তিনি উপযুক্ত কালে মৃগয়া ব্যাপারে অসাধারণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন[৮।১০]। খদির বৃক্ষ যেমন কণ্টক প্রসব করে, তাহার ন্যায় তাঁহার কতকগুলি স্বকুলের অঙ্কুরস্বরূপ পুত্র প্রসূত (উৎপন্ন) হইল। এই সকল পুত্র অতিশয় বিষম, কৃষ্ণবর্ণ ও ক্রূর চরিত্র[১১]। এত কাল পরে এখন তিনি বহুকলত্রসম্পন্ন হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে ক্ষীণযৌবন ও জরাজর্জ্জরিত

কলেবর হইয়া বৃষ্টিহীন স্থলীর (ভূমির) ন্যায় শুষ্কতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন[১৬]। যেমন মুনীন্দ্রগণ বনে পর্ণকুটীর রচনা করিয়া বাস করেন তাহার ন্যায় তিনিও এত কাল পরে আপনার জন্মভূমি ভূতমণ্ডলের অনতিদূরে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন[১৭]। এই স্থানে তাঁহার পুত্রাদিও ক্রমে জীর্ণপ্রায় পত্রাদিহীন তমাল তরুর ন্যায় জরাক্রান্ত হইল। এইরূপে তাঁহার বহুবান্ধবসম্পন্ন চাণ্ডালগার্হস্থ্য বদ্ধমূল হওয়ার পর বৃদ্ধতা তাঁহার সেই শেষ দশায় বিলক্ষণ কষ্টপ্রদ হইয়া উঠিল এবং নানাবিধ ক্লেশ তাঁহার অনুভব গোচরে আসিতে লাগিল[১৮।১৯]।

অনন্তর ভ্রমভ্রান্ত গাধি দেখিলেন যে, তাঁহার জরাজর্জ্জরিত চণ্ডাল-দেহের সম্মুখে তদীয় পুত্রকলত্রগণ একে একে কালগ্রাসে নিপতিত হইল[২০।২১]। তখন তিনি পুত্রকলত্রবিয়োগে নিতান্ত কাতর হইয়া যূথভ্রষ্ট সারঙ্গের ন্যায় একাকী সেই অটবীমধ্যে রোদন করিতে লাগি-লেন[২২]। এবং অনবরত অশ্রুবারি বিসর্জ্জনদ্বারা তিনি অনতিবিলম্বে অন্ধপ্রায় হইলেন। ঐরূপে তিনি শোকপরীতচিত্ত হইয়া তথায় কিছু দিন অবস্থান করিলেন, পরে হংসগণ যেমন শুষ্ক সরোবর পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তিনিও সেই জনশূন্য অটবী পরিত্যাগ করিলেন এবং আস্থাশূন্য ও চিন্তানিমগ্নচিত্ত হইয়া যেন অন্যকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই বাতক্ষিপ্ত অম্বুদের ন্যায় দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন[২৩।২৪]।

একদা তিনি উক্তপ্রকারে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে কীরনামক এক মনোহর নগরে পাদপপংক্তি পরিশোভিত প্রশস্ত রাজপথে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটী ঐরাবতসদৃশ বৃহৎকায় মাতঙ্গ রাজ-বিয়োগবিধুর ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সমুদ্রকল্লোলের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে প্রচণ্ডবেগে আগমন করিতেছে। তখন তিনি সেই মাতঙ্গভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়নপর হইলেও সেই গজরাজ তাঁহারই প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ করতঃ অবিলম্বে তদীয় সমীপে সমাগত হইল এবং তাঁহাকেই রাজা জ্ঞান করিয়া স্বীয় গণ্ডস্থলে আরোপিত করতঃ রত্নরচিত রাজভবনা-ভিমুখে প্রস্থান করিল[২৫।৩০]।

অনন্তর করিরাজ রাজভবনে সমাগত হইলে জয়দুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে "মহারাজের জয় হউক" এইরূপ ধ্বনি

উৎপন্ন হইয়া দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিল। বরাঙ্গনাগণ আগ্রহ সহকারে এই নূতন রাজাকে বরণ করিতে প্রবৃত্তা হইল। বান্ধবগণ আদর সহকারে তাঁহার বন্দনা করিতে লাগিল। মন্ত্রিগণ হর্ষোৎফুল্লনেত্রে গদ্‌গদ বাক্যে তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করতঃ সিংহাসনে সমাবেশিত করিল। বিলাসিনী সুন্দরীগণ চামর আন্দোলন ও পরিচারকগণ স্ব স্ব সমুচিত ব্যবহার দ্বারা তাঁহার প্রীতি বর্দ্ধনে যত্নশীল হইল। ভৃত্যগণ হার কেয়ূর প্রভৃতি আভরণে তাঁহার অঙ্গশোভা বর্দ্ধনার্থ চেষ্টান্বিত হইল। নানাপ্রকার সৌগন্ধ, নানাবিধ আলেপন, অশেষবিধ বসন ও ভূষণ তদীয় তৃপ্ত্যর্থ অর্পিত হইল৩১।৪০। তিনি সেই সকল বসন ভূষণে বিভূষিত হইলে প্রকৃতিগণ (অমাত্য ও প্রজাগণ) তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এবং তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রোক্ত রাজহস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া ভ্রমণান্তে পুনর্ব্বার সিংহাসনোপরি উপবেশন করাইল৪১।৪৩। এখন তাঁহার চরণ কীর রমণী-গণের করপদ্মে পরিমার্জ্জিত ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুষ্পোপশোভায় সুশোভিত হইতে লাগিল। সিংহ যেমন কুসুমিত অরণ্যে সিংহীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শোভা প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় এই শ্বপচ কীর নগরে নাগরীগণে বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল৪৪।৪৬।

রাম! উক্ত শ্বপচ (চণ্ডাল) বর্ণিত প্রকারে কীর নগরের রাজা হইলেন। পরে যেমন কোন ক্ষুধাতুর বায়স অকস্মাৎ একটী হৃষ্টপুষ্ট কলেবর মৃত হরিণ প্রাপ্ত হইলে তাহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না, তদ্রূপ সেই চণ্ডাল হঠাৎ তাদৃশ বিভবসম্পন্ন বিশাল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে সেই অনুপম রাজভোগ ভোগে প্রবৃত্ত হইল। এখন তাঁহার দেহ মণিমুক্তামালায় খচিত। চিন্তা ও বিষাদ দূরী-ভূত। প্রাক্তন চাণ্ডালোচিত চিন্তাদি সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় তিরো-হিত। পৌরগণ বিশাল রাজ্যভার তদীয় হস্তে সমর্পণ করিলে, তিনি তথায় গবল নামে প্রসিদ্ধ হইয়া স্বয়ং রাজ্যপালনে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন মন্ত্রিগণের দ্বারা রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন৪৭।৪৮।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

—(⪤(*)⪤)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, গবলাভিধান গাধি রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে রাজকার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। বিলাসিনীগণের সেবা, মন্ত্রিবর্গের পূজা, সামন্তগণের বন্দনা, ছত্রচামরাদি রাজচিহ্নের শোভা, অনুশাসনের অর্থাৎ রাজ আজ্ঞার প্রভাব, এবং নিরন্তর অধীনস্থ জনগণের স্তব স্তুতি শ্রবণ প্রভৃতির দ্বারা স্বীয় চণ্ডালস্বভাব বিস্মৃত হইলেন। এখন তিনি শোক ভয় আয়াস বর্জ্জিত, সুখের অবস্থা প্রাপ্ত। আসব পানে উন্মত্তের ন্যায় নিরন্তর আনন্দ বৃত্তিতে অবস্থিত। তাঁহার শাসন প্রভাবে প্রজাবর্গও শোক দুঃখ ভয় প্রভৃতি বিস্মৃত হইল[১.৩]। এইরূপে তিনি সেই কীরপুরে অষ্টবর্ষ যাবৎ রাজ্যপালন করিলেন এবং ঐ কাল তিনি দয়া দাক্ষিণ্য ও শৌচ প্রভৃতি সদ্বৃত্তিতে অতিবাহিত করিলেন[৪]।

একদা সেই কীরপুরাধিপতি গাধির চিত্তে ভুক্ত বৈরাগ্যের কোন কোন লক্ষণ আবির্ভূত হইল। হার কেয়ূর ও বলয় প্রভৃতি আভরণ নিচয়কে তিনি আর বহু বলিয়া মনে করেন না, আহার্য্য শোভায় তাঁহার চিত্ত আর আনন্দ অনুভব করে না। এক দিন তিনি যদৃচ্ছা-ক্রমে রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহিরঙ্গনে গমন করিলেন[৫.৭]। তৎ-কালে সেই অঙ্গনভূমিতে কৃষ্ণবর্ণ পীবরকায় কতকগুলি চণ্ডাল বীণাযন্ত্র লইয়া গান করিতে ছিল[৮.৯]। কীররাজ তথায় গমন করিবামাত্র সেই চণ্ডালব্যূহ হইতে একটী রক্তলোচন স্থবির অকস্মাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক "কি হে কটঞ্জক!" বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিল। (কটঞ্জক তাঁহার পূর্ব্বের নাম) এবং হাস্য সহকারে কহিল, অহে কটঞ্জক! তুমি কত দিন এখানে এরূপ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ? এখানকার রাজা কি তোমার সুমধুর কণ্ঠে (গানে) সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে সমাদর করেন? এবং তোমাকে কি তিনি গৃহ, আভরণ ও বস্ত্রাদি অর্পণ করিয়াছেন? বহুকাল পরে আমি আজ তোমাকে ফলপুষ্পপরিপূর্ণ রসাল বৃক্ষের ন্যায় সন্দর্শন করিয়া যার পর নাই পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম[১০.১৩]। যেমন

সূর্য্যোদয়ে পদ্মের আনন্দ ও চন্দ্রোদয়ে ওষধির তৃপ্তি, তেমনি, তোমার দর্শনে আজ্ আমার আনন্দ ও তৃপ্তি হইয়াছে। যত প্রকার লাভ আছে, তন্মধ্যে বন্ধু লাভই শ্রেষ্ঠ। বন্ধু দর্শনই বিশ্রান্তি সুখের অবধি।

চণ্ডাল কীরপতিকে ঐরূপ ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কীরপতি তৎকালোচিত বাক্যে ও ভাবভঙ্গীতে (অর্থাৎ সঙ্কেত ক্রমে) প্রত্যুত্তর দিয়া উক্ত চণ্ডালকে আত্মগোপনের উপযুক্ত সারবান্ কথা সকল বলিলেও রাজপুরস্ত্রীগণ ও অন্যান্য প্রকৃতিগণ গবাক্ষদ্বার দিয়া সেই চণ্ডালের ও রাজার কথোপকথন শ্রবণ করিল এবং তখন তাঁহাকে তাঁহারা চণ্ডাল বলিয়া অবগত হইল। "আঃ কি সর্ব্বনাশ! রাজা চণ্ডাল!" ইহা ভাবিয়া তাহারা সকলেই অত্যন্ত ম্লান হইল[১৪।১৬]। "রাজা চণ্ডাল" এই বাক্য ক্রমে সকলেরই কর্ণগোচর হইল। সকলেই তুষার বর্ষণে পদ্মের ন্যায়, দুর্ভিক্ষে গ্রামীণগণের ন্যায় ও দাবাগ্নিতে পর্ব্বতের ন্যায় দুর্দ্দশান্বিত হইল[১৭]। ক্রমে তিনিও শুনিলেন, সকলেই তাঁহাকে শ্বপচ বলিয়া জানিতে পারিয়াছে[১৮]। অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, পুরস্ত্রীগণ বর্ষাকালীন পদ্মিনীগণের ন্যায় বিষণ্ণভাবে অবস্থান করিতেছেন[১৯]। তিনি নিকটে অবস্থান করিলেও গৃহস্থিত লোকেরা তাঁহাকে ঘৃণা চক্ষে দেখিতে লাগিল এবং যেমন শুচি লোকে মৃত দেহ স্পর্শ করে না তাহার ন্যায় মন্ত্রি প্রভৃতি কেহই তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন না। ভৃত্যগণ তাঁহার সৎকার করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে দর্শন করিয়াই দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। রমণীগণ স্নেহবশতঃ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মৃতের ন্যায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। রাজা এই সমুদয় ব্যবহার দর্শন করিয়া সাতিশয় নিরুৎসাহ হইলেন। তদীয় রক্ষকগণও একে একে সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তখন তাঁহার আজ্ঞাদ্বারা জনগণকে বশীভূত করিবারও উপায় রহিল না। যেমন ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস দেখিলে লোকে পলায়ন করে, তাহার ন্যায় তিনি জনতামধ্যে গমন করিলে জনগণ তাঁহাকে দেখিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অতঃপর কেহই আর তাঁহার দানাদি গ্রহণ করিল না। তখন তিনি পুনর্ব্বার যে চণ্ডাল সেই চণ্ডাল হইলেন এবং অস্পৃশ্য আর্য্যবৃত্তিবর্জ্জিত ও ত্যক্তধনশ্রী হইয়া পরম গ্লানি প্রাপ্ত হইলেন[২০।২৯]।

অনন্তর নগরবাসিগণ স্থির করিলেন যে, আমরা যেরূপ দীর্ঘকাল

চণ্ডালের সহিত সংসর্গ করিয়াছি, তাহাতে আমরা সামান্য প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হইতে পারিব না। অতএব, চিতাপ্রবেশরূপ মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করাই আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। নগরবাসিগণ ও মন্ত্রি প্রভৃতি অমাত্যগণ ঐরূপ স্থির করিয়া সকলেই শুষ্ককাষ্ঠাদি আহরণ পূর্ব্বক স্ব স্ব চিতা প্রস্তুত করিল[৩০।৩১]। যখন শত শত সহস্র সহস্র চিতা প্রজ্বলিত হইল তখন বালক, বালিকা ও রমণীগণের ক্রন্দনধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল[৩২]। রমণীগণের বিলাপে সুমেরু পর্য্যন্তও বিগলিত হইতে লাগিল। চিতা সকল প্রজ্বলিত হইলে সে সকলের স্ফুলিঙ্গ নভোমণ্ডলে তারকা মালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অসংখ্য চিতার ধূমাভ্রপটল সমুত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। সেই সকল চিতা সমূহ যেন চট্ চট্ শব্দে প্রবেশেচ্ছু জনগণকে আহ্বান করিতে লাগিল। জনগণও বাস্পবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে চিতাকেই পরমাশ্রয় জ্ঞান করিয়া চিরকালের নিমিত্ত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। চিতাসমূহ যেন সেই সমুদয় সজ্জনসংসর্গ লাভে আনন্দিত হইয়াই ঘোর রবে নভোমণ্ডল অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইল। চিতার চট্ চট্ ধ্বনি, মেদ বসাদির দুর্গন্ধ, প্রস্ফুরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও মৃতধূমাভ্রপটল যেন কল্পান্ত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে চৌরগণ অস্বামিক গৃহে স্ব স্ব মনোরথ পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। নাগরগণ পুত্র কলত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলেই মরণের নিমিত্ত ব্যগ্র হইল। তখন "আমি অগ্রে প্রবেশ করি," "আমি অগ্রে প্রবেশ করি" এই শব্দই অবশিষ্ট জনগণের শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল[৩৩।৩৯]।

এ দিকে সাধুসঙ্গপরিশোধিতবুদ্ধি কীরপতি গবল মনে মনে চিন্তা করিলেন, হায়! আমারই নিমিত্ত অকালে এই মহাপ্রলয়দশা সমুপস্থিত। আমারই কারণে সমস্ত রাজ্য মরুপ্রায় হইল! অতএব, আমারই বা আর এই কুৎসিত জীবনে প্রয়োজন কি? এক্ষণে আমার পক্ষে মরণই মহোৎসব। নিন্দাভাজন হইয়া লোকমধ্যে জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যুকে আশ্রয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব আমিও চিতাপ্রবেশদ্বারা এই সর্ব্বনাশ জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। কীরপতি গাধি এইরূপ স্থির করিয়া চিতা প্রজ্বলিত করিয়া অনুদ্বেজিত চিত্তে পতঙ্গের ন্যায় তাহাতে স্বদেহ আহুতি প্রদান করিলেন। তিনি চিতা-

প্রবিষ্ট হইয়াছেন, হুতাশন তাঁহাকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত অবস্থা অনুভব করিয়া হটাৎ অঘমর্ষণকারী গাধি-ব্রাহ্মণ সুপ্ত প্রবুদ্ধের ন্যায় প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন[৫০।৫৫]।

বাল্মীকি কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ ঐরূপ কহিতেছেন ইত্যবসরে দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন সভ্যগণ সায়ন্তন কার্য্য সাধনের নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের অভিবাদন পূর্ব্বক স্ব স্ব ভবনে গমন করিল। পরদিন আবার সকলেই সূর্য্যকিরণের সহিত সেই সভায় সমাগত হইলেন[৫৬]। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর পুনর্ব্বার সকলে সমবেত হইলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।
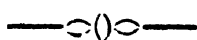
বশিষ্ঠ বলিলেন, অঘমর্ষণ মন্ত্র জপার্থ জলমধ্যে প্রবিষ্ট গাধিব্রাহ্মণ মুহূর্ত্ত দ্বিতয়ের পর প্রাগুক্ত মানস ভ্রম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন পরন্তু তখনও তাঁহার ব্যাকুলতা নিঃশেষে বিদূরিত হয় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি পূর্ণ বোধ প্রাপ্ত ও নিরাকুল হইলেন. যেমন কল্প শেষ হইলে জগৎ রচনাকারী ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হন, তাহার ন্যায়, গাধিও এক্ষণে প্রাগুক্ত মানস রচনার সম্মোহ হইতে বিরাম প্রাপ্ত হইলেন। অর্থাৎ সম্যক্ প্রবুদ্ধ হইলেন[১।২]। জনগণ যেমন নিদ্রান্তে স্বাত্ম বোধ প্রাপ্ত হয়, যেমন মদ্যপান জনিত উন্মত্ততার শান্তিতে চিত্তবৃত্তি সুস্থিরা হয়, তাহার ন্যায় তিনি অল্পে অল্পে স্বাত্মযাথার্থ্য বোধ প্রাপ্ত হইলেন[৩]। যেমন রাত্রের তমঃপট বিদূরিত হইলে লোক সকল স্ব স্ব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের চিন্তা করে, তাহার ন্যায় গাধিও এক্ষণে কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, যে আমি গাধি, স্নানার্থ জলে অবতরণ করিয়া ছিলাম, সেই আমিই এক্ষণে তর্পণাদি স্নান শেষ নির্ব্বাহ করিব। আমি চণ্ডালও হই নাই এবং রাজত্বও করি নাই। গাধি এইরূপ চিন্তা করিয়া জল মধ্য হইতে উত্থিত হইলেন এবং চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন, সেই জল, সেই দিক্, সেই পৃথিবী, সেই ব্যোম। ভ্রম কালে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার কিছুই নাই। এই অদ্ভুত ব্যাপারে তিনি যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, আমি ভ্রম সন্দর্শনই করিয়াছি। জল হইতে তট ভূমে উঠিলে পুনর্ব্বার তাঁহার চিত্তে চিন্তার আবেগ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি যে মাতার ও প্রিয়ার সমক্ষে মরিয়া ছিলাম, সে মাতাই বা কে? প্রিয়াই বা কোথায়[৪।৯]? অতি শৈশবেই আমার পিতা মাতার মৃত্যু হয় এবং আমার বিবাহও হয় নাই। স্ত্রী কাহাকে বলে তাহাও আমি বিজ্ঞাত নহি। আমার জন্মস্থানস্থ বন্ধুগণও অতিদূরে রহিয়াছে। তবে আমি যাহাদের সম্মুখে মরিয়া ছিলাম তাহারা কে[১০।১২]? কি

অদ্ভুত! আমি এ কি দৃশ্য দর্শন করিলাম? অহো! আমার সেই জন্মমরণাদি গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অলীক হইলেও ক্ষণেকের জন্য সত্যরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যেমন শার্দ্দূলগণ যদৃচ্ছাক্রমে অরণ্যে পরিভ্রমণ করে, দেহিগণের চিত্তও তদ্রূপ স্বেচ্ছানুসারে বিবিধ ভ্রমে বিচরণ করে[১৩।১৫]। গাধি এইরূপ চিন্তা সহকারে কিছু কাল সেই আশ্রমে কাল যাপন করিলেন[১৬]।

একদা এক মহাত্মা অতিথি গাধির আশ্রমে সমাগত হইল। গাধি পরম সমাদরে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন[১৭।১৮]। ক্রমে সায়ং-কাল সমাগত হইলে উভয়েই সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া মৃদু-পল্লবশয্যায় শয়ন করিলেন। তখন গাধি কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! আপনাকে অতিশয় কৃশাঙ্গ ও পরিশ্রান্ত দেখিতেছি কেন? আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কোথাই বা গমন করিবেন[১৯।২১]?

অতিথি কহিলেন, ভগবন্! আমার কৃশতার ও শ্রান্তির কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যাহা বলিব, সমস্তই সত্য, আমরা অসত্য-বাদী নহি[২২]। এই বসুন্ধরামণ্ডলের উত্তর দিকে কীর নামে এক বিখ্যাত জনপদ আছে[২৩]। আমি সেই কীর নগরে জনগণের বহুসম্মান ভাজন হইয়া এক মাস যাবৎ অবস্থান করিয়াছিলাম[২৪]। একদা তথায় আমাকে কোন এক ব্যক্তি কথাপ্রসঙ্গে কহিল, এই দেশে এক চণ্ডাল অষ্ট বর্ষ যাবৎ রাজত্ব করিতেছিল, ক্রমে সে কথা সকলেরই কর্ণগোচর হওয়ায় সকলেই চণ্ডাল সংসর্গজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণ মানসে অগ্নি প্রবেশের সঙ্কল্প করে, অনন্তর তদুপলক্ষ্যে এই দেশের শত শত ব্রাহ্মণ জলন্ত হুতাশনে স্বদেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। অবশেষে সেই চণ্ডালরাজও হুতাশনপ্রবিষ্ট হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে[২৫।২৭]। আমি সেই কথা শুনিয়াই সেই কীরনগর পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াগে গমন পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি। চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তের তিন দিবস অন্তে অদ্য পারণ করতঃ ভবদাশ্রমে সমাগত হইয়াছি। উপবাস ও পথ-শ্রান্তি উভয়বিধ কারণে আমি সাতিশয় ক্লিষ্ট ও শ্রান্ত হইয়া পড়ি-য়াছি[২৮।২৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, গাধি সেই অতিথির মুখে নিজ অনুভূত বিষয়

শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সন্দেহক্রমে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলে অতিথি ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ কথাই বলিল। আরও বলিল, যাহা বলিলাম তাহা অসত্য বা গল্প কথা নহে[৩০]। গাধি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বারম্বার কেবল সেই কীরনগর সম্বন্ধীয় কথারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ক্রমে সেই রজনী প্রভাতা হইল। তখন তাঁহারা উভয়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিলেন। অতিথি যথাভিলষিত স্থানে গমন করিলে গাধি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন[৩১।৩২], কি আশ্চর্য্য! আমি ভ্রমপ্রযুক্ত যাহা যাহা দর্শন করিয়াছি, ব্রাহ্মণ তাহা সত্য বলিয়া বর্ণনা করিল। এ যে কি কাণ্ড তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি স্নান করিতে করিতে আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে মরণ প্রভৃতি দর্শন করিয়া ছিলাম। পরন্তু ভ্রমাবসানে যখন আপনাকে পূর্ব্ববৎ দর্শন করিয়াছি, তখন যে উহা আমার ভ্রম তাহাতে আর সন্দেহ কি? কি অদ্ভুত মায়া? যাহাই হউক, আমাকে উহার তথ্য অবগত হইতে হইবে, শেষ দেখিতে হইবে[৩৩।৩৪]। আমার যে চণ্ডাল হওয়া প্রভৃতি শেষ বৃত্তান্ত, তাহার তথ্য জানিবার জন্য আমি সেই ভূতমণ্ডল পর্য্যন্ত গমন করিব[৩৫]।

গাধি মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া ভূতমণ্ডল গ্রাম দেখিবার জন্য উত্থিত হইলেন[৩৬]। হে রাঘব! যাহারা প্রাজ্ঞ ও অধ্যবসায়শীল তাহারা মনের চিন্তা সফল করিতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত—গাধি ব্রাহ্মণ স্বপ্নবৎ দৃশ্য দর্শন করিয়া পশ্চাৎ তাহা স্ব উদ্যোগে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন[৩৭]। যাহা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া বিদিত, তাহাও অধ্যবসায় বা উদ্যোগ বলে পাওয়া যায়। তাহার উদাহরণ—গাধি ব্রাহ্মণ জগৎ সম্বন্ধীয় মায়া অনুভব করিয়া সে সকল প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলেন। রঘুনাথ! অনন্তর ব্রাহ্মণোত্তম গাধি আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নানা জনপদ অতিক্রম করতঃ ভূতমণ্ডল নামক স্থান প্রাপ্ত হইলেন। দেখিলেন, এই গ্রামই তাঁহার ভ্রম দৃষ্ট। অনন্তর তিনি সেই ভূতমণ্ডলে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া তত্রত্য কোন এক ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া চণ্ডালপুরী অবলোকন করিলেন[৩৮।৪১]। তথায় দেখিলেন, পাতালে নরকমণ্ডলীর ন্যায় সেই চণ্ডালগৃহমণ্ডলীর মধ্যে তদীয় সেই ভ্রমদৃষ্ট মূর্ত্তিমান দৌর্ভাগ্যস্বরূপ গো মেষ মহিষাদি জন্তুগণের কঙ্কাল সমূহে ধবলীকৃত গৃহ সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে[৪২]।

গাধি ব্রাহ্মণ মনোমধ্যে যেরূপ চণ্ডালত্ব, যেরূপ বিস্তারের ও গঠনের চণ্ডালপুরী, ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া ছিলেন, ভূতগ্রামে আসিয়া অবিকল তাহাই প্রত্যক্ষ করিলেন[৪৩।৪৪]। তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট গৃহসকল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, ভিত্তি সকল বর্ষা জলে গলিয়া খসিয়া পড়িয়াছে, তদুপরি প্রভূত তৃণ উৎপন্ন হইয়াছে। এক খণ্ড কট (মাদুর) জীর্ণপ্রায় পতিত রহিয়াছে দেখিলেন। দেখিয়া স্মরণ হইতে লাগিল, যেন তিনি সেই কটে শয়ন করিতেন[৪৫]। তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট গৃহের ভিত্তি চিহ্নমাত্রে পর্য্যবশেষিত হইয়া রহিয়াছে, আর কিছু নাই। তাঁহার পান ভোজনের খর্পরও সেই স্থানে পতিত আছে দেখিলেন। গাধি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সকল দৃষ্ট করিয়া অতীব বিস্ময়াকুলিত চিত্তে সেই চণ্ডাল পুরীর পার্শ্বে কোন এক ভদ্রগ্রামে অতি দ্রুতবেগে গমন করতঃ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সাধো! এই স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী ঐ চণ্ডালপুরীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত কি আপনার স্মরণ হয়[৪৬।৫২]? আমি সজ্জনমুখে শ্রবণ করিয়াছি, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল প্রত্যক্ষ দৃষ্টের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে অবগত থাকেন। হে সাধো! ঐ স্থানে এক বৃদ্ধ চণ্ডাল বাস করিত তাহার বিষয় যদি আপনি অবগত থাকেন, তাহা হইলে তাহা আমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করুন। হে প্রাজ্ঞ! আমি শুনিয়াছি, পান্থ ব্যক্তির সংশয় ছেদন করিলে মহৎ পুণ্য লব্ধ হইয়া থাকে[৫৩।৫৫]।

যেমন রুগ্ন ব্যক্তি চিকিৎসককে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করে তাহার ন্যায় গাধি ব্রাহ্মণ পুনঃ পুনঃ গ্রামবাসীকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন[৫৬]। গ্রাম্য ব্যক্তি গাধিকর্ত্তৃক ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিল, হে ব্রাহ্মণ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহাই বটে। ঐ স্থানে কটঞ্জক নামে এক চণ্ডাল বাস করিত। সেই দারুণাকৃতি চণ্ডাল বৃদ্ধ হইলে তাহার পুত্র কলত্রাদি তাহার সম্মুখে একে একে কালগ্রাসে নিপতিত হওয়াতে সে শোকে অধীর হইয়া স্বগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কীরনগরে গমন করে। তথায় সে দৈবাৎ রাজা হইয়া অষ্টবর্ষ যাবৎ নিরুদ্বেগে আর্য্যজনের ন্যায় রাজত্ব করে[৫৭।৬০]। তৎপরে কীরবাসিগণ তাহাকে চণ্ডাল জানিয়া অনর্থরাশির ন্যায় ও বিষ বৃক্ষের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব দেহ হুতাশনে নিক্ষিপ্ত করিয়া দীর্ঘকাল চণ্ডালসংসর্গজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। এবং সেই চণ্ডাল রাজাও আর্য্য সংসর্গের প্রভাবে

আর্য্যভাব প্রাপ্ত হওয়ায় সেও কর্ত্তব্য বোধে হুতাশনে প্রবেশ করিয়াছিল[৬১,৬২]। অহে ব্রাহ্মণ্! আপনি এত যত্ন সহকারে তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? সে কি আপনার কোন বন্ধু? অথবা আপনি স্বভাবতঃই তাহার প্রতি স্নেহাসক্ত[৬৩]?

গাধি ব্রাহ্মণ একে একে গ্রামের সমুদায় ব্যক্তিকে কটঞ্জকের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার এক মাস অতিবাহিত হইল। গ্রাম বাসীরাও গাধির পূর্ব্বানুভূত চণ্ডালত্বের বিষয়পরম্পরা যথা যথা বর্ণন করিল। তৎশ্রবণে গাধি ব্রাহ্মণ নিজের অনুভূত চণ্ডাল ক্রমের সহিত গ্রামবাসীদিগের বর্ণিত চণ্ডালের ও চণ্ডালক্রমের ঐক্য বিদিত হইয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন[৬৪,৬৫]।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

—০()*()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, গাধির মন সেই চণ্ডাল গৃহে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সেই অদ্ভুত ব্যাপারে তৃপ্তির বিশ্রাম না হওয়ায় তিনি তত্রস্থ স্থান, সদন ও গৃহদ্রব্যাদি পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে লাগিলেন[১।২]। এবং সেই ভগ্ন গৃহে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন[৩]—এই সেই সকল হস্তিদন্ত—যে সকল দন্ত প্রাচীরোপরি জালবৎ প্রোথিত করতঃ বৃতি নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। সে সকল অদ্যাপি যথাযথ রহিয়াছে[৪]। পূর্ব্বে এই স্থানে আমি মদ্যপানোন্মত্ত চণ্ডাল বন্ধুগণের সহিত বংশাঙ্কুর-যুক্ত বানরীমাংস পাক করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলাম[৫]। হস্তিমদ মিশ্রিত সুতরাং তিক্তাস্বাদ মৈরেয় পান করিয়া কৃষ্ণবর্ণা চণ্ডালিনীর সহিত সিংহ চর্ম্মে শয়ন করিয়া ছিলাম। এই স্থানে প্রোথিত হস্তিদন্তে চর্ম্ম-দ্বারা কুক্কুরগণকে বাঁধিয়া রাখিতাম[৬।৭]। এই স্থানে তিনটী উখা প্রমাণ গজদন্ত নির্ম্মিত পাত্র ছিল, তাহা গজমুক্তায় খচিত ও কৃষ্ণবর্ণ মহিষ চর্ম্মে পিনদ্ধ ছিল[৮]। এই সকল স্থানে চণ্ডাল বালক দিগের সঙ্গে পত্র পুঞ্জে কোকিলের ন্যায় লুক্কায়িত হইয়া থাকিতাম। এই স্থানে গান ও বাদ্য করিয়াছি ও কুক্কুটের রক্ত পান করিয়াছি[৯।১০]। এই স্থানে বিবাহোৎসবে কুটুম্বগণের সহিত নৃত্য গীত ও উল্লাস কোলাহল করিয়াছি[১১]। এই স্থানে উড্ডয়ন লোল কাক ও ভাস পক্ষী সকল ধৃত করিয়া পরদিবসীয় ভক্ষণ কার্য্যের জন্য বাঁশের পিঞ্জরে বদ্ধ রাখিতাম[১২]। হে রামচন্দ্র! গাধি পুনঃ পুনঃ এইরূপ এইরূপ প্রাক্তনী চণ্ডালক্রিয়া স্মরণ ও লোকমুখে তৎসমুদয় প্রত্যক্ষীকরণ করিয়া অত্যধিক বিস্ময় প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ভূতমণ্ডল হইতে বহির্গত হইয়া কীরনগর উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নদ, নদী, শৈল, অরণ্য, গ্রাম, নগর, জনপদ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া কীরনামক জনপদে সমুপস্থিত হইলেন[১৩।১৪]। দেখিলেন, সেই কীর নগরের মধ্য-ভাগে কীরাধিপতির নগসন্নিভ মহানগর এবং তথায় প্রাক্তনানুভূত

সমুদয় বস্তু রহিয়াছে[১৬,১৭]। সে সকল নিরীক্ষণ করিয়া তিনি আগ্রহ সহকারে তত্রস্থ অনেক কোন অধিবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সাধো! এই স্থানে চণ্ডাল রাজা ছিল তাহার বিষয় কি আপনি বিদিত আছেন? যদি বিদিত থাকেন, তবে উহা আমার নিকট শীঘ্র বর্ণন করুন, করিয়া আমার মহাসংশয় নিরাকরণ করুন[১৮]।

তৎশ্রবণে নগরবাসিগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই স্থানে এক জন চণ্ডাল অষ্টবর্ষ যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিল। এখানকার রাজাসন শূন্য হইলে মঙ্গল হস্তী তাহাকে রাজত্ব অর্পণ করে[১৯]। অষ্ট বর্ষের পর তত্রস্থ অধিবাসিগণ তাহাকে শ্বপচ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া প্রায় সকলেই প্রায়শ্চিত্ত করণ মানসে হুতাশনে দেহ ত্যাগ করেন। তদ্দর্শনে সেই চণ্ডাল রাজাও অগ্নিপ্রবেশদ্বারা অদ্য দ্বাদশ বর্ষ হইল দেহপরিত্যাগ করিয়াছে[২০]।

গাধি কৌতুকাক্রান্ত হইয়া যাহাকে যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা সকলেই ঐ একই কথা বলে, গাধি তাহা শুনিয়া অদ্ভুত রসের আস্বাদনে মুগ্ধপ্রায় হন[২১]। এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইলে একদা চক্রধর বিষ্ণু সৈন্য সামন্তাদি রাজচিহ্ন সহ রাজবেশে তন্নগরস্থ মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। গাধি তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও আপনার প্রাক্তন রাজত্ব স্মরণ করিয়া বিস্ময়াকুলিত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। * "অহো! যাহাদের শরীরকান্তি পদ্মগর্ভের সহিত উপমিত হয় সেই সকল কীর রমণী এই। ইহাদের বর্ণ গলিত সুবর্ণের ও নেত্র নীলোৎপলের সদৃশ[২২।২৪]। যে সকল চামর সংপিণ্ডিত জ্যোৎস্নাকিরণের, স্থির নির্ঝরের ও কাসকুসুমের অনুকরণ করে, সেই সকল চামরও ঐ। যে সকল ললনা ঐ সকল চামর বীজিত করিত সে সকল ললনাও ঐ। এই সকল ঐরাবৎ সদৃশ মাতঙ্গ পূর্ব্বে আমাকেও বহন করিয়াছিল[২৫।২৭]। এই সকল যম বরুণ কুবের সদৃশ সামন্ত রাজারাও আমার পূর্ব্বদৃষ্ট[২৮]। এই সকল সুন্দরী রমণী ও এই সকল

---

* নিজকৃত পুণ্য পুঞ্জের ফলে ও ভগবানের অনুগ্রহে গাধির রাজরূপী ভগবানের দর্শন লাভ হইল। কিন্তু গাধি ভগবৎ মূর্ত্তি দেখিলেও তাঁহাতে ভাবুক হইতে অথবা বিচার পরায়ণ হইতে পারিলেন না। তাহার চিত্ত পূর্ব্বানুভূত রাজচিহ্ন স্মরণ করিয়া কৌতুকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

সুসজ্জিত গৃহ পংক্তিও আমার পূর্ব্বানুভূত[২৯]। জাতিস্মর যোগীরা যেমন পূর্ব্বজন্মপরম্পরা স্মরণ করেন, তাহার ন্যায় আজ্ আমি আমার পূর্ব্বভুক্ত এই কীর রাজ্য প্রত্যক্ষগম্য করিতেছি[৩০]। নিশ্চয়ই আমি ইতি পূর্ব্বে যাহা স্বপ্নে সন্দর্শন করিয়াছি, অধুনা তাহাই আমার সম্বন্ধে জাগ্রৎ হইয়া অবস্থান করিতেছে। এ যে কাহার মায়া, এ মায়ায় উদ্যোগী কে, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম হইয়াছি[৩১]। অহো! শকুন্ত যেমন জালবদ্ধ হয় তাহার ন্যায় আমার মন আজ্ দীর্ঘ সম্মোহের পরবশ হইয়াছে[৩২]। ধিক্ আমাকে! আমার মনকেও ধিক্! যে হেতু আমি বা আমার অবোধ মন বাসনায় বিনষ্ট হইয়া শত শত ভ্রান্তি জালে আবদ্ধ হইয়াছি ও হইয়াছে[৩৩]। আমার বোধ হয় এই মহতী মায়া চক্রধর বিষ্ণু কর্ত্তৃকই প্রদর্শিত হইয়াছে। কেননা, এখন আমার সে কথা স্মৃতি পথে উদিত হইতেছে[৩৪]। অতএব আমি এক্ষণে গিরি-কন্দরে গমন করিয়া এরূপ যত্ন করিব যাহাতে এই সম্ভ্রমের উৎপত্তির ও স্থিতির স্বরূপ অবগত হইতে পারি[৩৫]।"

গাধি এইরূপ স্থির করিয়া কীর নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক গিরিকন্দরে সমাগত হইলেন এবং জলমাত্র পান করতঃ ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ দুশ্চর তপস্যা করিতে লাগিলেন[৩৬।৩৭]।

মহাতেজস্বী গাধি সেই গিরিকন্দরে এক বৎসর ছয় মাস তদ্রূপ কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করিলে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ নারায়ণ পরি-তুষ্ট হইয়া তাঁহার পুরোভাগে প্রসন্নমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন; এবং কহিলেন, বিপ্র! তুমি আমার গরীয়সী মায়া দর্শন করিয়াছ। তুমি আমার মায়াপ্রভাবে বিরচিত জগজ্জালের চেষ্টিত সমুদায়ও পরিজ্ঞাত হইয়াছ[৩৮।৪০]। তবে আবার কোন্ কামনায় তপস্যা করিতেছ[৪১]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, দ্বিজসত্তম গাধি শার্ঙ্গপাণি হরিকে (বিষ্ণুর ধনুকের নাম শার্ঙ্গ।) দর্শন করিয়া এবং তাঁহার অভিহিত বচনাবলি শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পরমা ভক্তি সহকারে তদীয় পাদ-পঙ্কজদ্বয়ে কুসুমাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন। এবং প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, হে দেব! আপনি আমাকে যে অতি তমোময়ী মায়া দর্শন করাইয়াছেন, এক্ষণে তাহা দূরীভূত করিয়া আমার হৃদ্পদ্ম বিক-শিত করুন[৪২।৪৪]। অন্য প্রার্থনা এই যে, বাসনামলিন মন যে সকল

ভ্রম স্বপ্নদর্শনের ন্যায় সন্দর্শন করে, সে সকল জাগ্রতের ন্যায় প্রত্যক্ষ হয় কেন? অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ স্বপ্নাবসানে থাকে না বা দেখা যায় না; সেইরূপ, ভ্রমদৃষ্ট পদার্থও ভ্রম বিনাশের পর থাকে না বা দেখা যায় না, পরন্তু আমি কি প্রকারে ভ্রমদৃষ্ট পদার্থ ভ্রমবিনাশের পরেও দেখিলাম? হে অমলপদপ্রদ! আমি সলিলমধ্যে মুহূর্ত্তদ্বয় মধ্যে যে দীর্ঘ ভ্রম সন্দর্শন করিয়াছি; সে সমুদায় আমার অন্তঃস্থ। অথচ আমি সে সমুদায়কেই আমার বাহিরেও দেখিলাম। কালের সেরূপ দীর্ঘতা, দেহের সেরূপ জন্মমরণ, এ সকল কিরূপে প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃষ্ট হইল? (অর্থাৎ আমি মুহূর্ত্ত মাত্র ভ্রান্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম, আট বৎসর রাজত্ব, বহু বৎসর চণ্ডাল), আমার উক্তবিধ দর্শন কেবল অন্তরে অবস্থিত নহে, বাহিরেও তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহার কারণ কি তাহা বলিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন[৪৫।৪৭]।

ভগবান্ কহিলেন, হে গাধে! তুমি যে মহদ্ভ্রম সন্দর্শন করিয়াছ, উহা তোমার অদৃষ্টের ও বাসনারোগাভিভূত চিত্তের রূপান্তর ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আকাশ বল, পর্ব্বত বল, পৃথিবী ও দিক্, এ সমস্তই অন্তরে, অঙ্কুরে পত্রপুষ্পের ন্যায় চিত্ত মধ্যেই অবস্থিত, বাহিরে নহে[৪৮।৪৯]। ফলাদি যেমন পশ্চাৎ অঙ্কুর হইতে বহিঃপ্রকটিত হয় তাহার ন্যায় পৃথিব্যাদিও চিত্ত হইতে বহিঃপ্রকটিত হয়[৫০]। পৃথিব্যাদি চিরকালই চিত্তস্থ, কোনও কালে বহিঃস্থ নহে[৫১]। চক্ষুরাদির দ্বারা বর্ত্তমান বিষয়ের দর্শন, মনের দ্বারা ভবিষ্যৎ বিষয়ের সমর্থন, অতীত বিষয়ের স্মরণ, ঐ সমুদায়ের নিরূপক কাল, কালের ব্যঞ্জক সূর্য্যাদির ক্রিয়া বা গতি, এ সমস্তই চিত্ত আপনাতে নির্ম্মাণ করে ও আবার আপনাতে উপসংহার করে[৫২]। এই রহস্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকল লোকেই স্বপ্ন, ভ্রম, মদ্যপান, অত্যন্তাসক্তি, বিশেষ বিশেষ রোগ, অর্থাৎ দোষাবিষ্ট রোগীর দৃষ্টি উদাহরণ স্বরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক বিচার করিলে বুঝিতে সমর্থ হয়[৫৩]। বৃক্ষে যেমন ফলপুষ্পাদি অদৃশ্য আকারে অবস্থিত থাকে, তাহার ন্যায়, লক্ষ লক্ষ বৃত্তান্ত বাসনাপরিপূরিত চিত্তে অননুভূতরূপে বিদ্যমান থাকে[৫৪]। বৃক্ষ মৃত্তিকা ত্যাগ করিলে তখন আর ফল পুষ্প প্রসব করে না। তাহার ন্যায় চিত্ত বাসনা বর্জ্জিত হইলে তখন আর জন্ম মরণাদি দর্শন করে না। যাহাতে অনন্ত জগজ্জাল সূক্ষ্মাকারে

রহিয়াছে, যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতেছে, সে যে চণ্ডালত্ব প্রকাশ করিবে তাহাতে তোমার বিস্ময় কি৫৫।৫৬? তুমি প্রতিভাস অর্থাৎ ভ্রান্তি দ্বারা রচিত সেই সেই চণ্ডাল ভাবাদি অবলোকন করিয়াছ। হে গাধে! তোমার নিকট অতিথি সমাগত হইল, ভোজন করিল, শয়ন করিল, গমন করিল, কথাবার্ত্তা কহিল; তুমি ভূতমণ্ডলে গমন করিলে, শ্বপচালয় দর্শন করিলে, জনমুখে কটঞ্জকের বিষয় বিদিত হইলে, কীর নগর দর্শন ও কীরাধিপতির বিষয় শ্রবণ করিলে, এ সমুদায়ই তোমার চিত্তের বিভ্রম মাত্র। ঐ সমস্ত তোমার চিত্তই দর্শন করিয়াছে এবং ঐ সকল তোমার চিত্তমধ্যেই অবস্থিত ছিল। (দুর্লক্ষ্য বাসনারূপে)৫৭।৬১। হে দ্বিজোত্তম! তুমি মোহজালই সন্দর্শন করিয়াছ। এখন তুমি প্রবুদ্ধ হইয়া কি সত্য কি অসত্য তাহাও অবগত হইয়াছ। বাসনাক্রান্ত চিত্ত কি না দেখে? লোক সকল স্বপ্নে নিমেষ কাল মধ্যে শত শত বৎসর অনুভব করিয়া থাকে। হে মহাবুদ্ধিধর! সেই অতিথি, সেই ভূতমণ্ডল, সেই সকল কীরবাসী, সেই কীর নগর, সমস্তই তুমি চিত্তব্যামোহ প্রযুক্ত সন্দর্শন করিয়াছ৬২।৬৪। সম্প্রতিও তুমি ভূতমণ্ডলে ও কীর নগরে আইস নাই। তুমি অতিথি বাক্য শ্রবণের পর ভূতমণ্ডল দেখিতে প্রবৃত্ত হইয়া পথিমধ্যে গিরিকন্দরে যখন বিশ্রাম করিতে ছিলে তখনই তুমি শ্রম বিমুক্তে স্বপ্ন সন্দর্শনের ন্যায় এই ভূতমণ্ডল, এই চণ্ডালনগর, এইরূপ এইরূপ দেখিয়াছ। তুমি যে অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ কালে জল মধ্যে আত্মমরণাদি দেখিয়াছিলে তাহাও এইরূপ জানিবে। এক্ষণে উত্থিত হও; প্রশান্তবুদ্ধি হইয়া স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; মানবগণ কদাচ স্বকর্ম্ম ব্যতীত শ্রেয়ো লাভে সমর্থ হয় না। বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবান্ পদ্মনাভ এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন৬৫।৭০।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

-○()○()○-

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে গাধি ভগবদ্বচন সত্য কি না অথবা দৃষ্ট ভূতমণ্ডলাদি মায়াময় কি না পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার ভূতমণ্ডলাদি স্থান পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং পুনর্ব্বার জনগণের মুখে আপনার সেই সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সন্দেহাকুলিত চিত্ত হইলেন। তখন তিনি পুনর্ব্বার গিরিগুহা প্রবেশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু এবার স্বল্পকাল মধ্যেই প্রসন্ন হইলেন। তাহার কারণ এই যে, মাধব তাহার পূর্ব্বের আরাধনায় বদ্ধতুল্য হইয়াছিলেন[১।৩]। গাধিকে সম্বোধন পূর্ব্বক ঘনগম্ভীরনিঃস্বনে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আবার কি প্রার্থনা, শীঘ্র বল[৪]?

গাধি বলিলেন, হে দেব! পুনর্ব্বার আমি ছয় মাস যাবৎ ভূতমণ্ডল ও কীরনগর পরিভ্রমণ করিয়াছি; পরন্তু সেই সেই স্থানের লোক যাহা বলে সে সমস্তই আমার ঘটনা, অর্থাৎ আমি ভ্রমে যেরূপ যেরূপ দেখিয়াছি, তত্রত্য জনগণের মুখে অবিকল সেইরূপ ঘটনাই শ্রবণ করিলাম। অতএব আপনি যে বলিলেন, তুমি যে ভূতগ্রাম প্রভৃতি দেখিয়াছ, সে সমস্তই তোমার ভ্রমদৃষ্ট। তাই আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনার ঐ উক্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? হে প্রভো! আবার অসম্ভবও মনে করিতে পারি না। কেননা, আমি বিশ্বাস করি, মহদ্ব্যক্তিগণের বাক্য অস্মদাদির মোহের নাশক বৈ বর্দ্ধক নহে[৫।৬]।

ভগবান্ বলিলেন, হে গাধে! যেমন তোমার চিত্তে বর্ণিত প্রকার চণ্ডাল লোক অবস্থিত ছিল, (বাসনা রূপে) তেমনি প্রসিদ্ধ ভূতমণ্ডলবাসী ও কীরবাসী দিগের চিত্তেও ঐ প্রকার শ্বপচ বৃত্তান্ত প্রসুপ্ত ছিল। কাকতালীয় ন্যায়ে তাহাদেরও চিত্তে তৎকালে সেই প্রসুপ্ত বৃত্তান্ত প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল। তাই

তাহারা তোমার নিকট ঐ বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিয়াছে। হে অঙ্গ! প্রতিভাসের (ভ্রমের) প্রভাব এই যে, যাবৎ বাধ জ্ঞান উপস্থিত না হয় তাবৎ কিছুতেই তাহার অপলাপ হয় না। অর্থাৎ সে সকল সত্যের ন্যায় হইয়া থাকে[৭।৮]। তুমি গ্রাম প্রান্তে কোন শ্বপচের ভগ্ন গৃহ দেখিয়া অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলে অর্থাৎ এই আমার বিরচিত গৃহ রহি য়াছে মনে করিয়াছিলে[৯]। কখন কখন বহুলোকের একাকার প্রতিভাস (ভ্রান্তিরূপ প্রতিভাস) সমুপস্থিত হয়। কারণ এই যে, মনের গতি অতীব বিচিত্রা[১০]। কখন বহু মানব একই সময়ে একই প্রকার স্বপ্ন সন্দর্শন করে। পিত্তদোষাক্রান্ত, ভ্রমাক্রান্ত ও মদদোষাক্রান্ত বহুলোকে একই সময়ে একই প্রকার দিক্ সকলকে ঘূর্ণমানা হইতে দেখে। তোমার ও ভূতমণ্ডলবাসী দিগের দর্শন তাহারই অনুরূপ[১১]। একই ক্রীড়ায় (খেল্‌নায়) বহু বালক রমমান হয়, একই শাদ্বল ভূমে বহু হরিণ বিচরণ করে[১২]। সেইরূপ, সেই একই চণ্ডাল বৃত্তান্তের ভ্রম বহু লোকের চিত্তে সমারূঢ় হইতে পারে। অতএব, তোমার চিত্তে যেরূপ শ্বপচ-প্রতিভাস সেরূপ প্রতিভাস অনেক ব্যক্তির চিত্তে উদিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? বধ, বন্ধন, জয়, পরাজয়, পলায়ন, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা আকারের ফল আপন আপন প্রারব্ধ পরিণাম দ্বারা লভ্য। তথাপি বহুলোক অর্থাৎ শত শত সৈনিক পুরুষেরা ভ্রান্তির বশীভূত হইয়া একই সময়ে একই প্রকার জয়লাভাদি ভোগ জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ লোভ প্রযুক্ত যুদ্ধাদি কার্য্য করিতে সমুদ্যত হয়[১৩]। হে বিপ্র! দেশ কাল ক্রিয়া, সমস্তই যখন মানসকল্পনা ও তখন অবশ্যই সেই সমস্ত সকলের দৃষ্টিতে সমান। * লোক সকল যে কালকে উৎপত্ত্যাদি হওয়ার কারণ বলে, সে কালও মনঃকল্পিত। অর্থাৎ মনঃই সূর্য্যাদির অবস্থা দেখিয়া বৎসরাদি কালের কল্পনা করিয়াছে। পরন্তু যাহা অকল্পিত কাল তাহা পরমাত্মস্বরূপের অনতিরিক্ত। পরমাত্মরূপী কাল তিনি আপনাতে আপনি অবস্থিত এবং তিনি কিছু করেন না[১৪]। সেই ভগবান্ অমূর্ত্ত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন বা অখণ্ড কাল ব্রহ্মেরই রূপ। তাঁহাকে তুমি জন্মাদি রহিত বলিয়া জানিবে।

* দিক্ বিশেষ ঘটিত সূর্য্যগতি দেখিয়া মাস ঋতু অয়ন ও বৎসরাদি কল্পনা করা রহ এবং সে কল্পনা একের নহে, সকলেরই সমান, সেইরূপ।

তিনি কাহার কিছু করেন না, কাহাকে কিছু দেন না। যাহা লৌকিক (লোক কল্পিত) কাল, যাহাকে বৎসর যুগ ও কল্প প্রভৃতি পরিচ্ছেদে (নামে) ব্যবহার করা হয়, তাহা সূর্য্য ও চন্দ্র পিণ্ড প্রভৃতি উপাধি অবলম্বনে কল্পিত এবং তাহা ক্রিয়াত্মক কালের ব্যবস্থা কারক মাত্র[১৫।১৬]। হে দ্বিজ! প্রাসঙ্গিক কথা ত্যাগ করিয়া এক্ষণে প্রকৃত কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি, ভূতদেশবাসী ও কিরদেশবাসী, তোমরা সকলেই সমান ভ্রমসমুত্থিত প্রতিভাস দর্শন করিয়াছ। অতএব, বিস্মিত হইও না, সংশয় দূর কর, ব্রাহ্মণোচিত আচারে অবস্থিত হইয়া আত্মবিচারপরায়ণ হও। ব্যামোহ পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানেই অবস্থান কর, আমি যথাগত স্থানে গমন করি[১৭।১৮]। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী জগদীশ্বর বিষ্ণু ঐরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। গাধি ভগবদাজ্ঞায় সেই স্থানে থাকিলেন, পরন্তু আরও অধিক চিন্তান্বিত হইলেন[১৯]।

অনন্তর গাধি সেই পর্ব্বতে কতিপয় মাস অতীত করিয়া পুনর্ব্বার বিষ্ণু আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন[২০]। ভগবান্ এবার আরও শীঘ্র তাঁহার দর্শন পথে অবতীর্ণ হইলেন। গাধি তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া কায়মনোবাক্যে পূজা করিয়া কহিলেন, হে নাথ! আমি স্বীয় শ্বপচস্থিতি ও সেই বিচিত্র সংসারমায়া স্মরণ করিয়া সাতিশয় খেদ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব হে বিভো! যাহাতে শীঘ্র আমার ঐ মহামোহ উপশম প্রাপ্ত হয় তাহার উপায় উপদেশ করুন এবং আমাকে কোন বিমল কার্য্যে নিযুক্ত করুন[২১।২৩]।

ভগবান্ কহিলেন, বিপ্র! এই জগৎই মহতী মায়া। এ মায়ার নিকট অসম্ভব কিছুই নাই[২৪]। তুমি যে ভূত পুরী ও কীর পুরী প্রভৃতি দেখিয়াছ সেই সমস্তই মোহের অর্থাৎ অজ্ঞান বিশেষের প্রভাবে দেখিয়াছ। যাহা অজ্ঞান বিশেষে দৃষ্ট হয় তাহার আবার অসম্ভাব্যতা কি? লোক মাত্রেই নিদ্রাদি অজ্ঞানগ্রস্ততা কালে অত্যন্ত অসম্ভাবিত দর্শন করিয়া থাকে[২৫]। তুমি যেমন ভ্রম দর্শন করিয়াছ, এইরূপ, ভূতমণ্ডলবাসীরা ও কীরবাসীরাও ভ্রম দর্শন করিয়াছে। উভয় পক্ষীয় দর্শন ভ্রমমূলক হইলেও, মিথ্যা হইলেও, কালাদির সমানতায় সত্যের ন্যায় প্রতিভাসিত হইয়াছে। অর্থাৎ এক সময়ে ঐরূপ হওয়ায় তোমরা সকলেই ঐ ঘটনাকে সত্য মনে করিতেছ[২৬]। যাহাই হউক, তোমার

ভ্রম যাহাতে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[২৭]।

তুমি যেরূপ দেখিয়াছ, ঠিক্ তদনুরূপ আকৃতি, গৃহ, গ্রাম, স্ত্রী, পুত্র, ও চরিত্রযুক্ত কটঞ্জক নামা শ্বপচ পূর্ব্বকালে ছিল[২৮]। সেও পুত্র-দারাদি বিহীন হইয়া দেশান্তরে যায় ও কীরনগরে গিয়া রাজা হয়, পরে হুতাশনে প্রবেশ করিয়া দেহ ত্যাগ করে[২৯]। তুমি যখন জলা-ন্তর্ব্বর্ত্তী তখন আমারই ইচ্ছায় বা সঙ্কল্পে তোমার চিত্তে সেই কটঞ্জকের সমুদায় অবস্থা ভ্রমরূপে প্রতিভাত হইয়াছে[৩০]। চিত্ত কখন কখন অনুভূত পদার্থও বিস্মৃত হয় এবং কখন কখন অননুভূত পদার্থও প্রত্যক্ষ করে। যেমন স্বপ্নে, যেমন মনোরাজ্যে, এবং যেমন সান্নিপাতিক রোগ কালে নানা প্রকার অনুভূত ও অননুভূত উভয়বিধ ভ্রম দর্শন করে, তেমনি, জাগ্রৎ অবস্থাতেও লোকে বিবিধ ভ্রম দেখিয়া থাকে[৩১।৩২]। হে অঙ্গ! যেমন ত্রিকালদর্শী যোগীদিগের চিত্তে অতীত বিষয় ও ভবিষ্যৎ বিষয় সকল আরূঢ় হয় তাহার ন্যায় তোমার চিত্তেও প্রাচীন কটঞ্জকচরিত প্রতীতিপ্রাপ্ত হইয়াছে[৩৩]। পরন্তু তোমার জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; সেই কারণে তুমি সম্যক্ যত্নবান্ হইয়াও উক্ত মনোভ্রম নিবারণ করিতে পারিতেছ না। যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ইহা আমার, সেই আমি, এই সে, এ সকল ভ্রমে মগ্ন হন না। যাহারা অনাত্মজ্ঞ তাহারাই ঐ সকল ভ্রমে মগ্ন হয়[৩৪]। তত্ত্বজ্ঞেরা “সমস্তই আমি” মনোমধ্যে এইরূপ অবধারণ থাকায় অবসন্ন হন না[৩৫]। ভ্রম জাত সুখ দুঃখে তাঁহারা নিমগ্ন হন না। তুমিও এখন পর্য্যন্তও বাসনাগ্রস্ত আছ, সেইজন্য তোমার চেতনা সম্যক্ স্ফূর্ত্তিযুক্ত নহে। এবং ব্যাধি শেষের ন্যায় এখনও তুমি অস্বস্থ আছ[৩৬।৩৮]। সেই কারণে সহসা তোমার চিত্তে যাহা ভাসমান হয় বিচার না করিয়া তুমি তাহাতেই অভিহত হইতেছ[৩৯]। মায়াচক্রের নাভি অর্থাৎ মধ্যস্থল চিত্ত। যদি তুমি তাহা আক্রমণ (অবরুদ্ধ) করিয়া থাকিতে পার তাহা হইলে আর বাধা বা পীড়া (মায়াম্বড়ের কষ্ট) পাইবে না[৪০]। অতএব, তুমি উঠ, খেদ পরিত্যাগ কর, এই গিরিকুঞ্জে থাকিয়া দশ বর্ষ তপস্যা কর, পরে যাহা অনন্ত বিজ্ঞান তাহা প্রাপ্ত হইবে[৪১]। ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ এই সকল বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন[৪২]। অনন্তর গাধি ভগবদুপদিষ্টকালে বিবেক-

জনিত পরম বৈরাগ্য পদ লাভ করিলেন। তখন তিনি অদৃষ্ট চক্রের অসমঞ্জস কার্য্যকলাপকে অর্থাৎ চণ্ডালভাবপ্রাপ্ত্যাদি বিচিত্র চেষ্টিত'কে, নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়মাভ্যাসের নিমিত্ত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন করিলেন[৩৩।৩৫]। তথায় তিনি দশ বর্ষ কাল তপস্যা করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিলেন এবং তখন তিনি শঙ্কাভয়রহিত জীবন্মুক্তরূপ প্রশান্ত ও পূর্ণচেতা হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন[৩৬।৩৭]।

গাধি ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশ সর্গ

—(≍(*)≍)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুনন্দন! মোহময়ী মায়াকে তুমি ঐরূপ বিস্তৃত ও দুর্ব্বিজ্ঞেয় বলিয়া জানিবে[১]। কোথায় মুহূর্ত্তদ্বয় ব্যাপক ভ্রম বা স্বপ্ন, এবং কোথায় বহুবর্ষভুক্ত চণ্ডাল রাজত্বাদি[২]। কোথায় ভ্রমলব্ধ রাজতা এবং কোথায় প্রত্যক্ষ দর্শন। কোথায় অসন্দিগ্ধতা ও অসত্যতা এবং কোথায় সত্যপরিণামিতা[২।৩]। হে মহাবাহো! তাই আমি বলিতেছি, এই সংসার মায়া যৎপরোনাস্তি বিষম। এ বিষয়ে যাহারা সর্ব্বদা অসাবধান, সংসার মায়া তাহাদিগকে সঙ্কটে নিপাতিত করে[৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! অতিবেগে বহমান এই মায়া চক্রকে কি প্রকারে রোধ করা যাইতে পারে[৫]? বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! চিত্তই ভ্রমদায়ী মায়া চক্রের নাভি, (যাহাকে হাঁড়ি বলে), পুরুষকার ও বুদ্ধিকৌশল এই উভয় দ্বারা উক্ত নাভি অবষ্টব্ধ হইলে তখন আর মায়া চক্রের বহমানতা থাকে না। নাভির ঘূর্ণন স্থগিত হইলেই চক্রের ঘূর্ণন স্থগিত হইয়া থাকে[৬।৮]। হে রাঘব! তুমি চক্রযুদ্ধে বিশারদ। নাভি অবরুদ্ধ হইলে, চক্র পরিবর্ত্তিত হয় না, ইহা কি তুমি জান না? তুমি জান বলিয়াই বলিতেছি, তুমি যত্নসহকারে মায়াচক্রের চিত্তরূপ নাভি অবরুদ্ধ করিয়া আত্মাকে সংসারচক্রভ্রমণ হইতে পরিত্রাণ কর[১০]। এ উপায় ব্যতীত আত্মার অনন্ত দুঃখ নিবারণের অন্য উপায় নাই। চিত্ত নিগ্রহই পরম ঔষধ; তদ্ব্যতীত সংসার মহারোগের উপশম হয় না[১১।১২]। হে রামচন্দ্র! তাই আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি তীর্থাটন, দান, তপস্যা ও অন্যান্য ক্রিয়াদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ো লাভের উদ্দেশে চিত্তকেই বশীভূত কর[১৩]। যেমন কুম্ভমধ্যে কুম্ভাকাশ তাহার ন্যায় চিত্তমধ্যেই সংসার। যেমন কুম্ভনাশে কুম্ভাকাশের বিনাশ, তেমনি চিত্ত নাশে সংসার বিনাশ সিদ্ধ হয়[১৪]। যেমন কুম্ভমধ্যে নিরুদ্ধ মশকাদি তন্মাত্র আকাশে বদ্ধ থাকিয়া দুঃখে সঞ্চরণ করে, পরে দৈবাৎ কুম্ভ ভগ্নে তাহারা অসীম আকাশ প্রাপ্তে সুখসঞ্চারী হয়, তদ্বৎ তুমিও চিত্তকুম্ভ

২৩

ভগ্ন করিয়া আপনার তুলনা রহিত স্বরূপাকাশ প্রাপ্ত হও[১৫]। চিত্তকুণ্ড নাশের উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার পরে যাহা হইবে তাহার অনুসন্ধান করিও না। কেবল ক্ষণকালের নিমিত্ত বাহ্য বুদ্ধিতে বর্ত্তমান বিষয়েরই (উপস্থিত বিষয়েরই) চিন্তা করিবে। ঐরূপ করিতে করিতে তোমার চিত্ত ক্রমেই অচিত্ত হইবে। অর্থাৎ কল্পনা বিহীন হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে[১৬]। তুমি নিশ্চয়ই জানিবে যে যাবৎ কল্পনা তাবৎ চিত্তসংরম্ভ ও যাবৎ চিত্ত তাবৎ কল্পনা। যদি তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে চিত্তের সঙ্কল্প অংশ বর্জ্জন করিতে পার তাহা হইলে তুমি জানিবে যে অচিত্ত হইয়াছ। যখন চিত্তবিহীন হওয়ায় সংসার থাকিবে না, সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তখন সেই চেতন পরমাত্ম চেতন নামে অভিহিত হইবে। সেই পরমাত্ম চেতন বস্তুতঃ নির্ম্মল স্বভাব; সুতরাং কল্পনামল বর্জ্জিত। অপিচ, তাহা সত্য, তাহাই শিব, তাহাই পারমার্থিকী অবস্থা ও তাহারই নাম বিমল জ্ঞানদৃষ্টি[১৭।২২]। হে রামভদ্র! যত্র মন তত্র আশা, যত্র আশা তত্র সুখ দুঃখ। যদি এমন ভাব যে, তত্ত্বজ্ঞদিগের মন থাকে, তাহা হইলে সেজন্য বলা আবশ্যক হইতেছে যে, তাঁহাদের মন থাকে সত্য; থাকিলেও তাঁহাদের আশা প্রভৃতি না থাকায় সংসার লতায় তাঁহাদের বাসনাময় বীজ জন্মে না, তত্ত্বজ্ঞানে দগ্ধকল্প হইয়া যায়[২৩।২৪]। হে রঘুপতে! শাস্ত্র, সাধুসঙ্গ ও অভ্যাস দ্বারা জগদ্ভাবের অবস্তুতা বোধগম্য করা যায়। অতএব, শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া দৃঢ় উদ্যম সহকারে চিত্তকে বল পূর্ব্বক শাস্ত্রে ও সাধুসঙ্গে যোজিত করিবেক[২৫।২৬]। পরমাত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি আপন আত্মাই মুখ্য কারণ। অর্থাৎ আপনার অন্তঃস্থ স্বপ্রকাশ আত্মজ্যোতিই দৃশ্য দেখার হেতু বলিয়া বলা যায়—আত্মাই আত্মাবলোকনের হেতু। যেমন অগাধজলপতিত রত্ন নিজ জ্যোতিতে প্রস্ফুরিত হয় বলিয়া রত্নান্বেষণকারীরা তাহাকে প্রাপ্ত হয় ও বলে রত্নই রত্ন প্রাপ্তির মুখ্য উপায়; তেমনি আমরাও বলি, আপন আত্মাই আত্মপ্রাপ্তির প্রধান উপায়। অপিচ, আত্মাই স্বানুভূত শোক দুঃখাদি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই নিমিত্ত আত্মবিদ্‌গণ আত্মাকেই আত্মবিবেকের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[২৭।২৮]।

হে অনঘ! তুমি অবিবেক হইতে চিত্তকে যত্নপূর্ব্বক আহরণ কর,

বলপূর্ব্বক সৎশাস্ত্রে ও সাধুসঙ্গে নিয়োজিত কর। আদান, প্রদান, গমন, নিমেষণ, উন্মেষণ, সকল অবস্থাতেই তুমি মনন রহিত ও সম্বিদ্‌মাত্র (সম্বিদ্‌মাত্র অর্থাৎ নিশ্চিন্ত চেতনমাত্র) হও[২৯]। আমি, আমার, প্রভৃতি ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক একনিষ্ঠ ও সম্বিন্মাত্রপরায়ণ হও[৩০,৩১]। বর্ত্তমান অবস্থায় ও ভবিষ্যতে যে অবস্থা আসিবে তাহাতেও একাবলম্বী হইবে এবং স্বসম্বিৎ অনুসন্ধানার্থ সমাধি তৎপর হইবে[৩২]। বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, সুখ, দুঃখ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সকল সময়ে আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকা উচিত[৩৩]। মলিন বেদ্য অর্থাৎ বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনকে নির্ম্মল করতঃ আশাপাশ ছেদন করিয়া চিন্মাত্রপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য[৩৪]। শুভাশুভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশাবিষূচিকা রহিত ও ইষ্টানিষ্ট দৃষ্টিবিবর্জ্জিত হইয়া চিন্মাত্রপরায়ণ হওয়া আবশ্যক[৩৫]। যেমন কোন মণি নিকটস্থ বস্তু স্পর্শ করে না অথচ প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে তাহার ন্যায় তুমিও অহঙ্কার প্রভৃতিকে, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে ও বহিঃস্থ বিষয় প্রভৃতিকে স্পর্শ না করিয়া কেবল মাত্র প্রতিবিম্ব গ্রাহীর ন্যায় থাকিয়া আত্মসম্বিৎ অনুসন্ধানে সমাহিত থাকিবে ও নির্ব্বিকল্প নিরালম্ব হইবার ইচ্ছা করিবে[৩৬]। জাগ্রৎ কালেও তুমি সুষুপ্তের ন্যায় থাকিবে। অর্থাৎ বিষয় সম্বেদনে নিরস্ত থাকিবে। অপিচ, আমিই সব, এই ভাবে মগ্ন থাকিয়া একাত্মবপুঃ হইবে[৩৭]। (একাত্মবপুঃ অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানী) তোমাতে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অথবা সৃষ্টি স্থিতি লয় কোনও অবস্থা নাই এক মাত্র তুমিই অসংখ্য দৃশ্য দর্শনের দীপ। সেই কারণে বলিতেছি, তুমি কেবল ও চিন্মাত্রপরায়ণ হও[৩৮]। তুমি আত্মতা পরতা প্রভৃতি দ্বৈতভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র আত্মাবলম্বী হও[৩৯]। ধৈর্য্যধর্ম্মিণী উদার বুদ্ধির দ্বারা আশারূপ মানস রজ্জু ছিন্ন করতঃ ধর্ম্মাধর্ম্মের পরপারে গমন কর[৪০]। যাহারা তত্ত্বের আস্বাদ পাইয়াছে তাহাদের নিকট হলাহলও অমৃত[৪১]। সংসার ভ্রমের কারণ মহামোহ সেই পর্য্যন্ত উদিত থাকে যে পর্য্যন্ত মনোবর্জ্জিত ও বিভাগরহিত আত্মসম্বিৎ বোধের বহির্ভূত থাকে[৪২] অর্থাৎ অদ্বৈত জ্ঞানে বঞ্চিত থাকে। আশাপাশরূপ মহার্ণব হইতে সমুত্তীর্ণ স্বরূপপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্বিদ্, সূর্য্যাংশুর ন্যায় সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়[৪৩,৪৪]।

রাম! যে সকল পুরুষ স্বতত্ত্বদর্শী, অদ্বয় আনন্দে স্থিতি প্রাপ্ত, সেই

সকল পুরুষ অতিসুস্বাদু রসায়নকেও বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। (পাছে আত্মানন্দ ভোগের বিচ্ছেদ হয় সেই ভয়ে)[৪৫]। যে সকল পুরুষ প্রত্যগাত্মতত্ত্ব বিদিত সেই সকল পুরুষই ভজনীয়, অন্য সকল নাম মাত্রে পুরুষ, কিন্তু ফলে গর্দ্দভ[৪৬]। যেমন সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত প্রত্যন্ত পর্ব্বত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহার ন্যায় যোগী বল, ঋষি বল, ও উপাসক বল, তত্ত্ববিৎ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইয়ত্তা বা সীমা নাই, এমন সম্বিৎ যাহার চক্ষুঃ; সূর্য্যাদির তেজঃ বা আলোক তাহার কি উপকার করিবে[৪৭।৪৮]? দীপ যেমন মধ্যন্দিনবর্ত্তি (মধ্যন্দিন=দিবসের মধ্য ভাগ) সূর্য্যের নিকট তুচ্ছ ও পরাভূত হয় তাহার ন্যায় সূর্য্যাদি তেজঃও তত্ত্বজ্ঞানের নিকট তুচ্ছ ও পরাভূত হইয়া থাকে[৪৯]। তেজে, বলে, প্রভাবে, ঐশ্বর্য্যে, মহত্তায়, যিনি যতই উচ্চ হউন, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত[৫০]। যেমন ঈশ্বরীয় প্রকাশে সূর্য্যাদি পদার্থের প্রকাশ সম্পন্ন হয়, তেমনি, রাশি রাশি জ্ঞেয় পদার্থ তত্ত্বজ্ঞের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। সেই কারণে নরশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞগণ ইহ জগতে ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বাবভাসক (সর্ব্বজ্ঞ) হইয়া বিরাজ করেন[৫১]। হে রামচন্দ্র! ধরাবিবরজাত কীট, ধরাপৃষ্ঠ জাত গর্দ্দভাদি ও তির্য্যক্ জাতি মূঢ় বলিয়া প্রসিদ্ধ, পরন্তু অতত্ত্বজ্ঞগণ তাহাদের অপেক্ষা অধিক মূঢ়[৫২]। দেহিগণ যাবৎ অনাত্মজ্ঞ থাকে, তাবৎ তাহাদের সম্মুখে মোহবেতাল নৃত্য করিতে থাকে। যাহারা আত্মজ্ঞ তাহারাই সচেতন, আর সকলে অচেতন, ইহা তত্ত্ববিৎ দিগের উক্তি[৫৩]। তত্ত্বজ্ঞগণ যে আত্মজ্ঞদিগকেই সচেতন ও অন্যকে অচেতন বলেন তৎপ্রতি হেতু এই যে, অনাত্মজ্ঞগণের চেষ্টা দুঃখজনক। এবং আত্মজ্ঞগণের চেষ্টা দুঃখনাশক। সুতরাং অনাত্মজ্ঞগণ প্রস্ফুরণ (অঙ্গসঞ্চালন) করিলেও তাহারা শব তুল্য বা অচেতন[৫৪]।

অহে রামচন্দ্র! ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, চিত্ত পীবরতা প্রাপ্ত হইলেই আত্মজ্ঞতা দূরে পলায়ন করে। তখন জগল্লক্ষ্মী মহামেঘের ন্যায় চিত্তাকাশে সমুদিত হইয়া সম্বিদ্রূপ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে[৫৫]। সেই জন্য পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি ও বলিতেছি, বিষয় ভোগ তিরস্কার করিয়া চিত্তকে সর্ব্বথা কৃশ করাই শ্রেয়ঃ পথ। দেহকে আত্মভাবে ভাবিত করিলে ও পুত্র দারা প্রভৃতি কুটুম্বগণে স্নেহাসক্ত হইলে চিত্তের পীবরতা প্রকট প্রাপ্ত হয়[৫৬,৫৭]। অহঙ্কার, মত্ততা, পরমাত্মহেলন ও দ্বৈত

বিকার, এই সকলের দ্বারা চিত্ত পীবরতা প্রাপ্ত হয়[৫৮]। এই আমি, ইহা আমার, এ ভাবনাও চিত্ত পীবরতার কারণ। জরামরণাদি দুঃখের ক্রোড় গত থাকিয়া ও দোষসর্পের বিবরগত থাকিয়া, মিথ্যার উন্নতি কল্পে অবস্থান করিলে চিত্তপীবরতা দিন দিন বাড়িতেই থাকিবে[৫৯]। সংসারের প্রতি আস্থা, আধিব্যাধির আনুকূল্য, ত্যাজ্যাত্যাজ্য প্রযত্ন, এই সমুদয়ের দ্বারাও চিত্ত পীবর হয়। স্নেহ, ধনলাভ, রত্নাদির ও স্ত্রী প্রভৃতির লাভ, এই সকল আপাত রম্য বিষয়ের দ্বারাও চিত্তের পীবরতা বৃদ্ধি পায়[৬০।৬১]। দুরাশা রূপ ক্ষীরপান, বিষয়বনে সঞ্চরণ ও ভোগগর্ত্তে অবস্থান, এ সকল দ্বারা চিত্তসর্প পীনতা প্রাপ্ত হয়[৬২]। উৎপত্তি-বিনাশ-স্বভাব ও মূর্চ্ছাদি বিষমপথবর্ত্তী ভোগাভোগ দ্বারাও চিত্ত পীনতা প্রাপ্ত হয়[৬৩]। অতএব হে বীর! তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া শীঘ্র শরীর-রূপ ভীষণ গর্ত্তে অবস্থিত চিন্তাপ্রভৃতিমঞ্জরীযুক্ত জরা মৃত্যু ব্যাধিপ্রভৃতি ফলের ভারে অবনত, কামোপভোগপ্রভৃতি বিকশিত কুসুমে সুশোভিত, আশারূপ প্রকাণ্ডকাণ্ডসম্পন্ন বিকল্পপত্রবহুল অদ্ভুত অদ্রিতুল্য চিত্তরূপ বিষবৃক্ষকে তত্ত্ববিচার দ্বারা ছেদন কর[৬৪।৬৫]। হে রামচন্দ্র! চিত্ত এক প্রকার মত্ত হস্তী। সে শাস্ত্র ও অনুমান এই দুই চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে সত্য; পরন্তু তাহার ঐ দুই চক্ষু সর্ব্বদা মদঘূর্ণিত থাকে, সেজন্য সে তদ্দ্বারা প্রায়ই বিবিক্ত দর্শনে অপারক। সে বহিঃস্থ সংসার অদ্রির তটে উপবেশন করিতে সর্ব্বদা ভাল বাসে। সুতরাং অন্তঃস্থ বিশ্রাম সুখ অনুভবে অসমর্থ। দ্বেষ, হিংসা, অসূয়াদি থাকায় সে অতীব উগ্র এবং সজ্জনানুষ্ঠেয় শম দম তিতিক্ষাদিরূপ পদ্মবন বিষয়ে অতীব প্রচণ্ড (অর্থাৎ ঐ পদ্মবন মর্দ্দন করিতে পটু, রক্ষা করিতে পটু নহে)। সুখ ও দুঃখ এই দুইটী তাহার দুই গণ্ড। ঐ দুই গণ্ড হইতে অনুক্ষণ শীতোষ্ণ বাষ্প মদ স্রবিত হয়। হে রাজেন্দ্র রাম! তুমি দেহ-রূপ কাননে অবস্থানকারী এতাদৃশ চিত্ত হস্তীকে শীঘ্র প্রভারূপ তীক্ষ্ণ করপত্র দ্বারা (করপত্র করাত) বিদীর্ণ কর[৬৬।৬৭]। চিত্তকে কাক রূপকেও বর্ণনা করা যায়। তাহার সৌসাদৃশ্য বলি, শ্রবণ কর। কাক কুৎসিত প্রদেশে ব্যাসক্ত, চিত্তও কুৎসিত স্ত্রীচিহ্ন প্রভৃতিতে আসক্ত। কাক মাংস ভক্ষণে পুষ্ট হয়, চিত্তও শরীররূপ মাংসখণ্ডকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া পরিতুষ্ট ও পুষ্ট হয়। কাক চঞ্চুর দ্বারা কর্কশ কার্য্য

করে, চিত্তও কু বৃত্তির দ্বারা পরমর্ম্মচ্ছেদনাদি দুক্রিয়া করে। কাকের দৃষ্টি স্বার্থের দিকে, চিত্তের দৃষ্টিও স্বার্থের অর্থাৎ লোভ্য পদার্থের দিকে। কাক মলিন, চিত্তও তামস বৃত্তিতে মলিন। কাক বৃক্ষ দিগের বৃথা বহনীয়, চিত্তও আত্মার বৃথা বহনীয়। কাক কর্কশ শব্দ করে, চিত্তও কঠোর শব্দ জিহ্বাদির দ্বারা বহিঃ প্রকটিত করে। কাক ভক্ষ্যের ঘ্রাণ পাইলেই উদ্যত ও উত্থিত হয়, চিত্তও দুর্ব্বাসনারূপ গন্ধে উদ্যত ও উত্থিত হয়। কাক কুলায়ে বাস করে, চিত্তও দেহ বিবরে বাস করে। এতাদৃশ চিত্তরূপ কাক যাহাতে তোমার দেহ কুলায় হইতে উৎসারিত হয় তুমি অচিরাৎ তাহা কর৬৮।৬৯। যাহাকে কাক রূপকে বর্ণনা করিলাম, তাহাকে পিশাচ রূপকেও বর্ণনা করা যায়। যাবৎ না তুমি বিবেক, বৈরাগ্য, সাধুসঙ্গ ও প্রণবরূপ মন্ত্রদ্বারা সেই চিত্তপিশাচকে উৎসাদিত করিতে পারিবে, তাবৎ তোমার আত্মসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। হে রাজসিংহ! চিত্তকে সর্পরূপকেও বর্ণনা করা যায়। শুভ ও অশুভ, এই দুইটী উহার দন্ত, চিন্তা উহার বিষ, মানবগণ উহার দ্বারা মৃত্যুমুখে নিপতিত, এই শরীর উহার কঞ্চুক অর্থাৎ নির্ম্মোক (খোলোস্), প্রাণবায়ু উহার ভক্ষ্য, হৃদয়রূপ শিমুল বৃক্ষের কোটর উহার বাসস্থান। হে রামচন্দ্র! তুমি বর্ণিত প্রকার চিত্তরূপ মহাসর্পকে অমোঘ চিদ্গরুড় মন্ত্রের দ্বারা উৎসাদিত করিয়া নির্ভয় হও। * চিত্ত সর্পের ন্যায় গৃধ্র রূপেও বর্ণিত হয়। যদি তুমি পৌরুষ দ্বারা দেহবৃক্ষ হইতে অমঙ্গলরূপী অধীর চিত্তগৃধ্রকে উৎসারিত করিতে পার, তাহা হইলে তুমি উৎকৃষ্ট জয় লাভে সমর্থ হইবে৭০।৭৫। হে রঘুকুলপাবন রাম! চিত্তকে মর্কট বলিলেও বলা যায়। কেননা, চিত্তও বানরের ন্যায় চঞ্চল স্বভাব, চঞ্চলাঙ্গ, ফলাকাঙ্ক্ষায় বনে বনে ও দিগ্‌দিগন্তে পরিভ্রমণ করে, এক জন্মস্থান হইতে অন্য জন্মরূপ স্থানে যায়, বন্ধন প্রাপ্ত হয়, জনসমূহের হাস্যাস্পদ হয়, দেহরূপ বৃক্ষে ক্রীড়া করে। হে অঙ্গ! যদি তুমি সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর তবে ঐ চিত্তরূপ মর্কটকে অচিরাৎ বিনাশ কর। যে চিত্তকে নানা রূপকে বর্ণনা করিলাম,

* চিদ্গরুড়=চৈতন্য চিন্ময় ব্রহ্মরূপ গরুড় পক্ষী। তদ্বোধক মন্ত্র=ওঁ সত্যং জ্ঞান অনন্তং ব্রহ্ম।

সেই চিত্ত আবার মেঘেরও অনুরূপ। অর্থাৎ মেঘের সহিতও তাহার তুলনা হইতে পারে। মেঘ বাহ্যাকাশে অকালে উদিত হইয়া পক্ব শস্যের বিনাশ করে, চিত্তও অন্তরাকাশে পীবরতা প্রাপ্ত হইয়া পরমার্থ সুখ বিনষ্ট করে। মেঘ বিদ্যুৎ প্রকাশে প্রকাশিত হয়, চিত্তও বহির্ম্মুখী বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের প্রকাশে প্রকাশিত হয়। মেঘ জল বর্ষণ করে, চিত্তও অনর্থ ধারা বর্ষণ করে। মেঘ বাত্যায় আন্দোলিত অর্থাৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, চিত্তও বাসনাবায়ুর দ্বারা আন্দোলিত ও বিক্ষিপ্ত হয়। তুমি এতাদৃশ চিত্ত মেঘকে সংকল্পবর্জ্জনরূপ উগ্র মন্ত্রের দ্বারা অন্তরাকাশ হইতে দূরীভূত কর, তাহা হইলে তুমি পূর্ব্বসিদ্ধ মুক্তাত্মস্বভাবে স্থিতি লাভ করিবে[৭৬।৭৯]। চিত্তই জীবের মহাপাশ অর্থাৎ বন্ধন রজ্জু। ঐ রজ্জু আত্মসৃষ্ট, নানা সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মের দ্বারা কৃতগ্রন্থি, অস্ত্রের অচ্ছেদ্য, অগ্নির অদাহ্য ও পরমাত্মার পীড়া দায়ক[৮০]। ঐ রজ্জুতে অসংখ্য শরীর মালাবৎ গ্রথিত রহিয়াছে, তুমি ঐ রজ্জুকে সঙ্কল্পত্যাগরূপ অস্ত্রে ছিন্ন কর, করিয়া পুনর্জ্জন্মশঙ্কাশূন্য হইয়া সুখে বিহরণ কর[৮১]। সঙ্কল্প এক ঘোর বিষধর, ইহার ফুংকারে (সবিষ নিশ্বাসে) দেবযান পিতৃযান পথের পথিকেরা দগ্ধ ও চতুর্দ্দশ মহাভুবন সমস্তই সন্তপ্ত। এই বিষধর বিষয় ভোগের লোভে তৃষ্ণারূপ মুখ ব্যাদন করিয়া রহিয়াছে। তাহাতে স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জীব কম্পিত[৮২]। তুমি ঐ অজগরকে কামনাবর্জ্জন অর্থাৎ পরবৈরাগ্যরূপ মহা অনলে দগ্ধ কর, করিয়া পূর্ণানন্দ হও। অস্ত্র যোদ্ধারা যেমন অস্ত্রের দ্বারা অস্ত্র বিনাশ করে তাহার ন্যায় তুমিও চিত্তের দ্বারা চিত্তের বিনাশ করিবে। চিত্তের শোধন হইলেই চিত্তের দ্বারা চিত্ত বিনাশ সিদ্ধ হয়। বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের সংযম, সঙ্কল্পের অনুদয়ে চিত্তে সংশোধন, তৎপরে সমাধি, এবংক্রমে চিত্তের বিনাশ করিতে হয়। তুমি অভিহিত প্রকারে চিত্তকে বিশুদ্ধ ও নিস্তরঙ্গ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত পদার্থকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ এই ঘোর সংসারের পর পারে গমন কর এবং প্রারব্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবন্মুক্ত সুখে বিহরণ কর[৮৩]।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ সর্গ।

—০()•()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তুমি ক্ষুরধার তুল্য তীক্ষ্ণ চিত্তবৃত্তিতে অবস্থান করিও না[১]। হে নীতিকোবিদ্ (পণ্ডিত)! অনেক কষ্টের পর ও অতি দীর্ঘ কালে এই শরীররূপ ক্ষেত্রে বুদ্ধিলতা জন্মিয়াছে। এক্ষণে তুমি উহাকে বিবেক বারির পরিসেকে বর্দ্ধিত কর। কাল যাবৎ না তোমার ঐ দেহলতিকাকে ম্লান ও ভূমিনিপাতিত করে তাবৎ তুমি ইহাকে উদ্ধার বা পরিপালন কর[২।৩]। হে তত্ত্বজ্ঞ! ময়ূর যেমন মেঘগর্জ্জন ভাবনাদ্বারা সুখ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, তুমিও মদীয়বাক্যার্থ ভাবনাদ্বারা পরম সুখ প্রাপ্ত হইবে[৪]। এক্ষণে উদ্দালক মুনির ন্যায় ভূতপঞ্চককে বিশীর্ণ করিয়া ধীরতমা বুদ্ধির অবলম্বনে বিচার পরায়ণ হও[৫]। *

রামচন্দ্র কহিলেন, হে ভগবন্! মহামুনি উদ্দালক কিরূপে ভূতপঞ্চক বিশীর্ণ করিয়া অন্তরে তত্ত্ববিচার করিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! মহাত্মা উদ্দালক যে প্রকারে পঞ্চভূতবিচার দ্বারা পরমা দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলি, শ্রবণ কর[৬।৭]।

এই অতি পুরাতন জগদ্গৃহের কোন এক কোণে ভূধরব্যাপ্ত কুসুমপরিশোভিত কর্পূরবৃক্ষসঙ্কুল গন্ধমাদন নামে এক শৈলেন্দ্র আছে[৮।৯]। সেই রত্নসঙ্কুল বিবিধবল্লীবিলাসী শৈলেন্দ্রের সানুতে এক বৃহত্তম ছায়াপ্রদ বৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষে উদ্দালক নামে কোন এক মহামতি মুনি যৌবনের প্রারম্ভাবধি বাস করিতেন[১০।১৩]। তিনি প্রথমাবধিই অল্প প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বিচারপরায়ণ ও শুভাশয় ছিলেন, পরন্তু তৎকালে পরম পদ বিদিত ছিলেন না। পরে ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা ও শাস্ত্রার্থবিচার দ্বারা অল্পে অল্পে বিবেক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[১৪।১৫]।

---

* দেহের ও বাহ্য প্রপঞ্চের উৎপাদক পঞ্চ মহাভূত। বিশীর্ণ করা অর্থাৎ ঐ সকল মূল কারণ অবিদ্যার অনতিরিক্ত, ঐরূপ স্থির করা। তাহার ফল বা উদ্দেশ্য —অবিদ্যার বিষয় ও আশ্রয় পর ব্রহ্মের দর্শন। অর্থাৎ মায়ার আবরণ ভঙ্গ করিয়া ব্রহ্ম দর্শন করা।

একদা তিনি সংসার ভয়ে ভীত হইয়া নিভৃত প্রদেশে ব্যাকুল চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি সেই প্রধান প্রাপ্য কবে পাইব, যাহা পাইলে শোকের বিরাম ও আত্মার বিশ্রাম লাভ হয়। অপিচ, পুনঃ পুনঃ এরূপ জন্মমরণ ভোগ করিতে না হয়[১৬।১৭]। কবে আমি সুমেরু শৃঙ্গে মেঘের ন্যায় পরম পাবন পদে বিশ্রাম লাভ করিব[১৮]? আর কবেই বা আমার অন্তরস্থ ভোগসম্বিদ উপশম প্রাপ্ত হইবে[১৯]? কবেই বা আমার চিত্তে পদ্মপত্রনিপতিত বারির ন্যায় ভোগকল্পনা সকল অলিপ্ত হ্ন চিত্ত হইতে বিগলিত হইবে? কবেই বা আমি বিশ্রান্ত পদ বিদিত হইয়া "ইহা করিলাম, তাহা করিব" ইত্যাদি প্রকারে উদিত কল্পনা-জালের প্রতি উপহাস্য করিতে পারক হইব[২০।২১]? কবেই বা আমি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিরূপা নৌকার দ্বারা বহু কল্লোলসঙ্কুল তৃষ্ণাতরঙ্গিণী উত্তীর্ণ হইব? বৃদ্ধেরা যেমন বালকগণের খেলা দেখিয়া কৌতুক ও হাস্য করে, সেইরূপ, কবে আমি জগজ্জীবগণের সাংসারিকী গতি ও কার্য্য দেখিয়া কৌতুক ও হাস্য করিব[২২]? মন যে দোলা যন্ত্রের ন্যায় অবিশ্রান্ত দুলি-তেছে, সে দোলন কত দিনে উপশম প্রাপ্ত হইবে? উন্মাদ-বায়ু রোগীর চিত্ত সতত বিভ্রান্ত থাকে, পরন্তু বায়ুর উপশমে তাহা আবার প্রকৃতিস্থ হয়। আমি আর কত দিনে সেইরূপ প্রকৃতিস্থতা প্রাপ্ত হইব[২৩।২৪]? কবেই বা আমার পরিপূর্ণ স্বপ্রকাশতা প্রকটিত হইবে এবং কবেই বা এই সকল্ বিভ্রমময় জগদ্গতি দেখিয়া উপহাস্য করিতে শিখিব? এবং কবেই আমার অন্তর অবিকৃত সন্তোষে পরিপূরিত হইবে[২৫]? কবে আমার অন্তর একরস ও একাকার ধারণ করিবে এবং কবেই বা সকল বিষয়ে স্পৃহা শূন্য হইয়া উপশম প্রাপ্ত হইবে? কত দিনে আমার চিত্ত সৌম্য ও মন্থনবিমুক্ত ক্ষীরার্ণবের ন্যায় স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে[২৬]? কবে আমি এই আশাশতাত্মিকা অনন্তদৃশ্যশ্রীকে স্বপ্নতুল্য দর্শন করিয়া বিততাত্মা হইব[২৭]? কবে আমি কি অন্তঃস্থ কি বহিঃস্থ সমুদায় পদার্থ চিন্ময়, এই ভাবে দর্শন করিয়া কল্পনাহীন হইব[২৮]? যেমন কোন জন্মান্ধ দৈবাৎ চক্ষুষ্মান্ হইয়া আলোক দেখিয়া সুখী হয় তাহার ন্যায় কবে আমি শান্তচিত্ত ও কেবল চিৎ হইয়া পরম আলোক লাভ করিব? কত দিনে আমি অভ্যাস ও যত্নলভ্য চিৎপ্রকাশ লাভ করিয়া দূর হইতে আমার অবশিষ্ট অপকৃষ্ট বুদ্ধিকে তুচ্ছ করিতে সমর্থ হইব[২৯।৩০]?

কবে আমি হেয়োপাদেয়বর্জ্জিত স্বপ্রকাশপদে স্থিতি লাভ করিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইব৩১? কেবল কু-আশারূপ পেচক সঞ্চরণ করে, হৃদ্‌পদ্ম পরিম্লান হয়, এরূপ অন্ধকারময়ী দোষযামিনী যে কবে প্রভাতা হইবে তাহা জানিতেছি না। কবে যে আমি ধরণীধরকন্দরে শিলাতুল্য নিরস্তমনন হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইব? তাহাও বুঝিতেছি না। কবে যে আমার অভিমানমদাকুল অহঙ্কার মাতঙ্গ বোধরূপ সিংহ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে তাহা বিদিত হইতেছি না? কবে যে ব্রহ্মধ্যানৈক-পরায়ণ (ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ) ও মূকবৎ অবস্থিত (মূক=বোবা। সমাধির দ্বারা তত্তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত) হইব? এবং কবে যে মামার মস্তকে বৈরাগ্যাদিরূপ বিহগগণ নিঃশঙ্কচিত্তে কুলায় নির্ম্মাণ করিবে? তাহাও আমার স্থির নিশ্চয় হইতেছে না। কবে যে আমি তৃষ্ণারূপ লক্ষ গুল্মে সঙ্কুলা জন্মমরণাদিরূপ কণ্টকে আকীর্ণা সংসার তরঙ্গিণী উত্তীর্ণ হইয়া শান্তিভবনে গমন করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না৩২।৩৭?

দ্বিজবর উদ্দালক সেই বনে উক্ত প্রকার চিন্তার বশীভূত হইয়া অবশেষে উপবেশন করতঃ ধ্যানাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন৩৮। কিন্তু তাঁহার মর্কট-তুল্য চঞ্চল-স্বভাব চিত্ত নানা বিষয়ে নীয়মান হওয়াতে তিনি প্রীতিদায়িনী সমাধিতে স্থিতি লাভ করিতে পারিলেন না৩৯। কদাচিৎ অর্থাৎ এক এক বার তাঁহার বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ ও সত্ত্ব-গুণপ্রধান সমাধি হইবার উপক্রম হইতে লাগিল বটে; পরন্তু তন্মুহূর্ত্তে আবার রজোগুণের প্রেরণায় তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। অর্থাৎ ভয়, অরতি ও আলস্য প্রভৃতি উদ্বেগ আসিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল৪০। দুই এক বার এমন হইতে লাগিল যে, যন্মুহূর্ত্তে তাঁহার চিত্তমর্কট সমাধিগত হইল, তন্মুহূর্ত্তে সমাধি সুখের আস্বাদে স্ফীত হইয়া পুনর্ব্বার বিষয়াভিমুখে প্রধাবিত হইতে লাগিল৪১। হে রাজীবলোচন রাম! উদ্দালকের মন এক এক বার আপন অন্তরে বালার্কসন্নিভ তেজঃ সন্দর্শন করে, * আবার বিষয়োন্মুখতা প্রাপ্ত হয়৪২। কখন কখন এরূপ

---

* শ্রুতি বলিয়াছেন, যোগীরা যোগ কালে নীহার, ধূম, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, এই সকলের অনুরূপ কোন কোন বস্তু দেখিতে পান। সে সকল দর্শন ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি বিশেষ, পদার্থান্তর নহে। ঐ সকল যোগ সিদ্ধির

হইতে লাগিল যে, ব্রহ্ম তাঁহার ধ্যানে এক এক বার অল্প অভিব্যক্ত হইতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তঃস্থ অজ্ঞানান্ধকার যেন অল্প পরিমাণে দূরীভূত সুতরাং অল্প পরিমাণে প্রকাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। আবার তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিষয়লম্পট চিত্ত সে অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান্তর গমনে উড্ডয়ন করিতে লাগিল৪৩। কখন এরূপ হইতে লাগিল যে, তাঁহার চিত্ত বাহ্যজ্ঞান ও আন্তরজ্ঞান উভয় পরিত্যাগী হইয়া অন্ধকারের ও আলোকের অর্থাৎ অজ্ঞানের ও আত্মজ্যোতির অন্ত-রালে (উভয়ের সন্ধিস্থলে) গিয়া নিদ্রিতপ্রায় বা বিলীনপ্রায় হইয়া বৃথা কালাতিপাত করিতে লাগিল৪৪। হে রাঘব! যেমন কোন নদীতীরস্থ বৃক্ষ বাত্যা বেগে নদীজলে নিপতিত হইয়া জলের বেগে এক এক বার জলমগ্ন, এক এক বার জলোপরি ভাসমান, এক এক বার কম্পিতকলেবর হইতে থাকে, সেইরূপ, ধ্যানপ্রবৃত্ত উদ্দালক মুনিও উক্ত গিরিগুহামধ্যে উক্তরূপ অবস্থায় নিপতিত হইয়া উক্তরূপ সঙ্কট দশা অনুভব করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ তাঁহার মনঃ কোনও ক্রমে ধ্যানে স্থিতি বা বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিল না৪৫।৪৬। অনন্তর তিনি দিবসপতি সূর্য্যদেব যেমন মহামেরুতে বিচরণ করেন, তাহার ন্যায় পর্য্যাকুলচিত্তে উক্ত শৈলের সানুদেশে বিচরণ করিতে লাগি-লেন। একদা গন্ধমাদনশৈলেন্দ্রে মোক্ষদশাতুল্য দুর্লভ, প্রাণিসঞ্চারশূন্য, বাতদ্বারা অপর্য্যাকুলিত, দেবগন্ধর্ব্বগণেরও অদৃষ্টপূর্ব্ব, রত্নরূপ দীপসমূহে উদ্ভাসিত, স্নিগ্ধছায়, বনদেবীগণের অন্তঃপুরস্বরূপ, ব্রহ্মার বিশ্রামোপযুক্ত, পদ্মকোটরের ন্যায় সুকোমল ও উপশমপদবীর ন্যায় আহ্লাদপ্রদ একটী পরম রমণীয় কন্দর দেখিতে পাইলেন৪৭।৪৮।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পূর্ব্বরূপ। যথা—

"নীহারধূমার্কানলানিলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশীনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তীকরাণি যোগে॥"

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

—০()•()০—

বশিষ্ট বলিলেন, যেমন কোন ভ্রমণকারী শ্রান্ত ভ্রমর পদ্মরূপ কুটির লাভে পরিতুষ্ট হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে তাহার ন্যায় মহামুনি উদ্দালক বর্ণিত প্রকার গন্ধমাদন শৈলের কন্দর প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রহ্মা যেমন সৃষ্টিধ্যানপরায়ণ হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিপদ্মে বিরাজ করিয়াছিলেন, সমাধিসাধনে সমুৎসুক উদ্দালক এই কন্দর প্রাপ্তে তন্মধ্যে সেই প্রকারে বিরাজিত হইলেন ১।২। অনন্তর তিনি সমাধি উন্মুখ হইয়া বৃক্ষপত্র সমূহ বিস্তার করতঃ তদুপরি সুন্দর মৃগচর্ম্ম প্রসারিত করিয়া আসন প্রস্তুত করিলে ঐ আসন সুমেরুপর্ব্বতের নীলরত্নবিরাজিত তটে তারানিকরশোভিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা বিস্তার করিল৩।৪। তখন তিনি সেই আসনোপরি কপিলদেবের ন্যায় বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং চিত্তকে বৃত্তিসমূহ হইতে আহরণ করতঃ নির্ব্বিকল্পসমাধির নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ প্রকার বিচার করিতে লাগিলেন৫।৭। *

অরে মূর্খ মন! তোমার এই দুঃখদায়িনী সংসারবৃত্তিতে প্রয়োজন কি? যাঁহারা ধীমান্ কদাচ তাঁহারা দুঃখপ্রদ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন না। যে ব্যক্তি শমরূপ রসায়ন পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ের অনুসন্ধান করে বা ভোগবাসনার অনুগামী হয়, সে সুরম্য কল্পবৃক্ষের কানন পরিত্যাগ করিয়া বিষজঙ্গলে গমন করিয়া বিনষ্ট হয়৮।৯। তুমি পাতালেই যাও, আর ব্রহ্মলোকেই যাও, ভোগোপশমরূপ অমৃত ব্যতীত দুঃখাগ্নি নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হইবে না১০। তুমি চিরকাল শত শত ও

---

* নিরাকার ব্রহ্ম ধ্যানে অভিনিবিষ্ট হইতে গেলে কোন প্রকার রূপ চিন্তা না করিয়া প্রথমে বেদান্ত ও বাশিষ্ঠ শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে নিত্যানিত্য বিবেক প্রভৃতি বিচার এক মন এক চিত্তে নির্ব্বাহ করা ব্রহ্ম লাভের বা ব্রহ্ম দর্শনের সুগম পথ বা উপায়। অন্যান্য বৃত্তি অবরোধ করিয়া মনকে বিচার প্রবৃত্ত করিতে পারিলে শীঘ্রই সমাধি সমুৎপন্ন ও ব্রহ্ম দর্শন হইয়া থাকে।

লক্ষ লক্ষ ভোগাশা পরিপূরণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছ, পরন্তু সে সমস্তই তোমার দুঃখপ্রদ হইতেছে। তুমি যতই আশা বৃদ্ধি করিবে ততই তোমার দুঃখ বৃদ্ধি হইবে। অতএব, অতঃপর তুমি ভোগাশা পরিত্যাগ করিয়া যাহা যৎপরোনাস্তি মনোজ্ঞ ও পরম শ্রেয়ঃ, তুমি তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত শীঘ্র অগ্রসর হও[১১]। এই সকল ভাবাভাবময়ী বিচিত্রকল্পনা তোমাকে দুঃখই প্রদান করিবে, কদাচ তুমি ইহাতে সুখের লেশও প্রাপ্ত হইবে না[১২]। অরে মূর্খ! কেন তুমি মেঘের মণ্ডূকিকার ন্যায় বৃথা পরিভ্রমণ করিতেছ? * তুমি কোন্ অনাদি অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছ তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাতে তুমি কি প্রাপ্ত হইয়াছ[১৩।১৪]? যাহাতে তুমি কিছু পাইবে, যাহাতে বিশ্রান্ত হইবে, তাহাতে তুমি অনুরক্ত হইতেছ না কেন[১৫]? অরে মূর্খ! তুমি শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত একীভূত হইয়া শব্দানুসারিণী বুদ্ধির দ্বারা মৃগের ন্যায় বৃথা বিনষ্ট হইও না (মৃগেরা গীত ও বাদ্য বিশেষ শ্রবণে মুগ্ধ হয়, তদ্দশায় ব্যাধেরা তাহাদিগকে সহজে বিনষ্ট করে) তুমি ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত একলোল হইয়া স্পর্শসুখানুভব করিবার নিমিত্ত গজীলুব্ধ গজেন্দ্রের ন্যায় বৃথা বদ্ধ হইও না (শিকারীরা হস্তিনীর দ্বারা বন্য হস্তী ধরিয়া থাকে, ইহা সর্ব্বজন বিদিত)[১৬।১৭]। তুমি রসনায় আবিষ্ট হইয়া স্বাদ ভোগের লোভে মৎস্যের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইও না। (মৎস্যেরা রসনার দোষে বড়িশ গিলিয়া মরে)[১৮]। তুমি চক্ষুঃসমাবিষ্ট হইয়া রূপ দর্শনের লোভে পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইও না।

---

* মণ্ডূকিকা—নিরর্থক শব্দ। অথবা অর্থশূন্য অনুকরণ শব্দ। মেঘ কথা উপলক্ষ মাত্র, সমুদায় জড়ের শব্দ মণ্ডূকিকা। যেমন মেঘের বা জড়পদার্থের ধ্বনির কোনও অর্থ নাই, সেইরূপ, মনুষ্যকণ্ঠাভিব্যক্ত ধ্বনিরও বাস্তবতঃ কোন অর্থ নাই। ঘট একটী মনুষ্য কণ্ঠাভিব্যক্ত ধ্বনি বা শব্দ। তাহারও কোন অর্থ নাই। আমরা যে জলাধারকে ঘট বলি, বিচার চক্ষে দেখিতে গেলে তাহা মৃত্তিকা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সেইরূপ মৃত্তিকাও গন্ধতন্মাত্রার অব্যতিরিক্ত, গন্ধতন্মাত্রাও প্রকৃতির অনতিরিক্ত এবং প্রকৃতিও মায়ার নামান্তর মাত্র। অতএব, জগৎ এই নাম ও তাহার নামী এই মৃত্তিকাস্তূপ সমস্তই মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা কল্পনা প্রসূত। সুতরাং বুঝা উচিত যে, ঘট, পট, গৃহ, ক্ষেত্র, নদ, নদী, পর্ব্বত, ইত্যাদি সমস্তই মণ্ডূকিকার ন্যায় শব্দ মাত্র, সুতরাং মিথ্যা।

(পতঙ্গেরা রক্তবর্ণ দীপ প্রভায় মুগ্ধ হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়)[১৯]। তুমি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রতারিত হইয়া ভৃঙ্গের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইও না। (ভৃঙ্গেরা গন্ধে মুগ্ধ হইয়া পদ্মমধ্যে নিলীন হয়। তাহাতে তাহারা অনেক সময়ে বন্য হস্তীর পদে বিদলিত হয়)[২০]। অরে অজ্ঞ! যখন কুরঙ্গ, ভৃঙ্গ, পতঙ্গ, মাতঙ্গ, ও মীন, ইহারা এক এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হত হয় তখন যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বশ্য জীবেরা হত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি[২১]? অরে চিত্ত! আমি তোমাকে অনুনয় সহকারে বলিতেছি, তুমি আপনিই আপনার কল্পনা জালে বদ্ধ হইও না। যদি তুমি শরন্মেঘের ন্যায় রূপবিহীন ও নির্ম্মল হইয়া প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতে পার, তাহা হইলেই তোমার অনন্ত জয়লাভ হইবে[২২।২৩]। এই জগৎ, সৃষ্টি উৎপত্তি ও বিনাশ দোষে দুষ্টা ও পরিণামে তাপপ্রদা, ইহা জানিয়াও যদি পরিত্যাগ না কর তাহা হইলে তোমার বিনাশ বা চিরপতন অবশ্যম্ভাবী[২৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! হে রামচন্দ্র! উদ্দালক প্রোক্ত প্রকারে চিত্তানুশাসন করিয়া বিচারের আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য মনে করিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, অরে চিত্ত! আমি আর বৃথা তোমার অনুশাসন করিব না। পুরুষ বিচারবান্ হইলে তাহার চিত্ত স্বয়ংই প্রশান্ত হয়[২৫]। অতএব তোমাকে অনুশাসন করা বৃথা। যাবৎ অজ্ঞান-তিমির ঘনীভূত থাকে, তাবৎ চিত্তবেতাল নৃত্য করে। কিন্তু যখন বিচার দ্বারা হৃদয়াকাশ নির্ম্মল হয়, অজ্ঞানতিমির বিদূরিত হয়, তখন চিত্তরূপ মেঘ তাহার অজ্ঞাতসারে পলায়ন করে। বর্ষার মেঘ থাকিতে নীহারের নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু বর্ষার মেঘ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তখন নীহারও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, অজ্ঞান ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে চিত্তও ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে[২৬।২৮]। আমি বেশ বুঝিয়াছি, চিত্ত যেমন যেমন বিচারে পরিমার্জ্জিত হইবে, তেমনি তেমনি শরন্মেঘের ন্যায় তনুতা প্রাপ্ত হইবে। এ বিষয়ে অপর বিচার এই যে, অবি-বেকী দিগের চিত্ত নিতান্ত দুর্দ্দম্য সুতরাং অনুশাসনের অযোগ্য। বিবেকী দিগের চিত্তও অনুশাস্য নহে। কারণ এই যে, বিবেকীর চিত্ত বিবেক অনুসারে হয় বিনষ্ট না হয় বিনাশোন্মুখ। সুতরাং তাদৃশ চিত্তের আবার অনুশাসন কি? অতএব, আমি আমার বিনষ্টপ্রায়

মিথ্যাভূত চিত্তের অনুশাসন চেষ্টা পরিত্যাগ করিলাম। পরন্তু তাহার যে মূর্খতা আছে তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া কৃতকৃত্য হইব[২৯।৩০]।

উদ্দালক ঐরূপ বিচার করিয়া চিত্তের মূর্খতা নাশক প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। হে চিত্ত! আমি চিৎপ্রদীপ; আমাতে অহং নাই, বাসনা নাই, সেজন্য আমি নির্ব্বিকল্প। তুমিই আমাতে অহং আরোপ করিয়াছ, তাহা মিথ্যা। অতএব, তোমার সহিত আমার "আমি" এ ভাব বা এ সম্বন্ধ নিতান্ত অসন্নয়। অরে মূঢ়! তুমি কেবল আত্ম-বিনাশের নিমিত্তই "এই, সে, আমি, আমার, আমরা" ইত্যাদি প্রকার বৃথা দুর্দ্দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াছ। তোমার ঐ সকল দৃষ্টি বিষ-বিসূচিকার অনুরূপা[৩১।৩২]। মন অতি ক্ষুদ্র ও আত্মতত্ত্ব অসীম। তাদৃশ আত্মতত্ত্ব কি তাদৃশ ক্ষুদ্র মনের ক্রোড়ীকৃত হইতে পারে? যেমন বিবমধ্যে হস্তীর অবস্থান অনুপপন্ন, সেইরূপ, অহম্ভাব দ্বারা অপরিসীম আত্মতত্ত্বের পরিচ্ছেদ ঘটনাও অনুপপন্ন। অর্থাৎ অহংএর দ্বারা যে আত্মার মদীয়তা বা দেহাবচ্ছিন্নতা প্রতীত হয় তাহা ভ্রান্তি, বাস্তব নহে[৩৩]। অরে চিত্ত! তুই বহুকালের পুরাতন কূপের অনুরূপা, অতি গম্ভীরা (যাহার তল দেখা যায় না তাহাকে গভীর বলা যায়।) দুঃখদায়িনী দুর্ব্বাসনাকে নিজের বাসস্থান রূপে গ্রহণ করিয়া ছিলে, সেই কারণে আমি তোকে ত্যাগ করিয়াছি। আমি আর তোর অনুগামী হইব না[৩৪]। আমার, আমি, এই, সেই, এ সকল ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ। বালকের ন্যায় বিচার জ্ঞান শূন্য ব্যক্তিরা ঐ সকল পরি-কল্পনা করে করুক, তাহাতে আমার কি[৩৫]? আমি পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্র হইতে মস্তককেশ পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করিয়া দেখিয়াছি, অহং কোন স্থানে নাই। অতএব, অহং যে কোথায়? ও কিরূপে সমাগত? তাহা বলা যায় না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা একমাত্র সম্বেদনই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। আমিও সেই সম্বেদনরূপী[৩৬।৩৭]। যাহার ইয়ত্তা নাই, যাহার কোন বিকল্প নাই, যাহাতে একত্ব দ্বিত্ব বহুত্বাদি নাই, যাহাতে অণুত্ব মহত্ত্ব নাই, সেই আত্মসম্বেদ্য একাদ্বয় পরম বস্তুই সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তদন্য যে কিছু সে সমস্তই অসৎ বা অবিদ্যমান। তাই তোরে বলি, অরে রে মূর্খ চিত্ত! আমি এখন তোমাকেও সম্বেদন ও সাক্ষিরূপে দর্শন করিতেছি। তুমিই আমার

দুঃখের কারণ, তাই তোমাকে আমি বিবেক জাত প্রজ্ঞার দ্বারা বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি[৮।৯]। আর তুমি এই দেহের কোন অংশে অহন্তার অবস্থান দেখিতে পাইবে না। খুঁজিতে গেলে ইহা মাংস, ইহা রক্ত, এ সকল অস্থি, তাহা শ্বাস প্রশ্বাস, এইরূপ এইরূপই পাওয়া যায়, পরন্ত অহং যে কোথায় তাহা পাওয়া যায় না। দেহের স্পন্দন; তাহা অধ্যাত্মবায়ুর শক্তি, এবং দেহে যে বোধের অধিষ্ঠান আছে, তাহা মহাচিত্তের অর্থাৎ পরমাত্মার প্রভাব। তদ্ভিন্ন জরা মরণ প্রভৃতি দেহেরই ধর্ম্ম, পরন্ত অহং কোন কিছুতে নাই[১০।১১]। অরে অবোধ চিত্ত! মাংস এক পদার্থ, রক্ত এক পদার্থ, অস্থি অন্য পদার্থ, বোধ ও স্পন্দন অন্য পদার্থ। তবে তোমার অহং কোথায়[১২]? ঐরূপ ঘ্রাণ, জিহ্বা, ত্বক্, শ্রবণ, চক্ষু, ও স্পর্শ, এ সকলেরও কোন কিছুর মধ্যে অহং নাই[১৩]। অতএব যেমন পরমার্থতঃ অহং বলিয়া কোন বস্তু নাই সেইরূপ তুমিও নাই, আমিও নাই এবং বাসনাও নাই। আছে কি? একমাত্র চিদাভাসই আছে, অন্য কিছু নাই[১৪]। এখানে বল, সেখানে বল, সর্ব্বত্রে সর্ব্বদা একমাত্র আমি-ই আছি, অথবা আমি কুত্রাপি নহি, এইরূপ দৃষ্টিই সন্ময়ী অর্থাৎ সাধ্বী[১৫]। এত দিন আমি অজ্ঞানরূপ ধূর্ত্ত কর্ত্তৃক অহন্তারূপ বঞ্চনার দ্বারা কষ্ট পাইয়াছি। সৌভাগ্য আমার এই যে, আমি আজ্ স্বরূপাপহারী অজ্ঞান তস্করকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। অতঃপর আমি আর ইহার সঙ্গ গ্রহণ করিব না[১৬।১৭]। আমি নির্দ্দুঃখস্বভাব; সুতরাং দুঃখ আমাতে হয় না, অহন্তাতেই হয়। এ সকল তাহারই, আমার নহে। মেঘ শৈলে থাকে, কিন্তু শৈলের নহে[১৮]। ব্যবহার কালেও আমি সত্য সত্য অহং হই না, পরন্ত সেই সেই কালে সেই সেই ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য নটের ন্যায় অহং সজ্জায় সাজিয়া "আমি বলিতেছি" "আমি দেখিতেছি" ইত্যাদি প্রকারের বাক্য বলি, শ্রবণ করি ও অবগত হই, যাই ও আসি। পরন্ত আত্মাবলোকন দ্বারা এখন আমি নিরহঙ্কার[১৯]। এই যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, এ সকল আমিই। আমার অতিরিক্ত নহে। অথবা যদি অতিরিক্তই হয় তা হউক্ সে সকল আমারই বিপরীত অর্থাৎ জড় বলিয়া গণ্য হইবে। অতএব, পক্ষদ্বয়ের যে পক্ষই হউক, উহারা দেহে থাকুক আর যাক্, উহাদের থাকা না থাকায় আমার কিছু মাত্র বৃদ্ধি ক্ষতি নাই[২০]।

যে অহং আমাকে এত কাল কষ্ট দিয়াছে সে যে কি? ও কোথা হইতে আসিল? তাহা এত কাল বুঝি নাই, ইহা বড়ই কষ্টের কথা। অহংএর আকৃতি বালক কল্পিত বেতালের আকৃতি অপেক্ষাও উত্তাল[২১]। হায়! হায়! এত কাল আমি হরিণের তৃণপূর্ণ কূপে বিলুণ্ঠিত হওয়ার ন্যায় বৃথা লুণ্ঠিত হইয়াছি[২২]। ইতি পূর্ব্বে চক্ষু আপনার বিষয় (রূপ) দেখিবার জন্য উন্মুখ হইত পরন্তু তৎসঙ্গে আমার মুগ্ধ হওয়ার কি প্রয়োজন ছিল[২৩]? ত্বক্ স্পর্শ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত হইত, তৎসঙ্গে আমার উদয়ের কি প্রয়োজন ছিল[২৪]? রসনা রসে ব্যাসক্ত হইত, তাহাতে আমি "আমি মিষ্ট বা তিক্ত ভোগ করিতেছি" এরূপ ভ্রান্ত হইতাম কেন[২৫]? স্বার্থপর (শ্রবণতৃষ্ণায় কাতর) শ্রোত্র শব্দ গ্রহণ করে, তাহাতে অহংএর প্রসঙ্গ কেন ছিল? ঘ্রাণও আত্মম্ভরিতা ক্রমে গন্ধ গ্রহণ করিত, তাহাতে "আমি ঘ্রাতা" বলিয়া যে বৃথা অভিমান করিত সেই অহং নামক চোরকে আমি বিদিত হইয়াছি[২৬।২৭]। অভিহিত স্থল সমূহে যে অহঙ্কার কল্পনা, তাহা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা। অতএব, এই দেহ, ইহা আমার, আমি সেই, এ সকল ভ্রান্ত ভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২৮]। যদি বল, বাসনা ব্যতীত শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, আমি বলি, তাহাও হয়। ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব স্বভাবে বিষয় প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতেই দেহের স্থিতি ও ক্রিয়া নির্ব্বাহ প্রাপ্ত হইবে। ভাবিয়া দেখ, প্রাগুক্ত দাম ব্যাল কট প্রভৃতির কল্পনা ছিল না (আত্মার বা অন্তকরণের ক্রিয়া জনিত সংকল্প জন্মিত না) অথচ তাহারা যুদ্ধাদি করিয়াছিল। অরে চিত্ত! বাসনাবর্জ্জিত কর্ম্মের গুণ এই যে, কর্ম্ম করণ কালে ক্ষণেকের নিমিত্ত ভোগাভাস প্রকটিত হয় মাত্র পশ্চাৎ তদনুযায়ী অহং সুখী অহং দুঃখী এ অভিমান হয় না। তাহা না হওয়ায়, তদ্ঘটিত শোক মোহ ভয় বিষাদ চিন্তা ও উদ্বেগ হয় না[২৯।৩০]। অতএব, বাসনা ত্যাগ সহকৃত কর্ম্মে দুঃখের অনুদয় ও শান্তি হয়[৩১]। অরে মূর্খাদপি মূর্খতম ইন্দ্রিয়গণ! শিশুরা যেমন পুতুল গড়িতে ক্লেশ স্বীকার করে, পশ্চাৎ তাহার বিনাশেও দুঃখ অনুভব করে, সেইরূপ তোমরাও বিষয়ের অর্জ্জনে ও বিনাশে দুঃখী হইয়া থাক[৩২]। অরে অবোধ ইন্দ্রিয়গণ! বাসনাই বল, আর অন্য যে কিছু বল, (বাসনা—কার্য্যানুরাগ প্রবৃত্তি),

সমস্তই জ্ঞানীর দৃষ্টিতে আত্মার অনতিরিক্ত। তরঙ্গ যেমন জলের অনতিরিক্ত, সেইরূপ৬৩। কিন্তু অজ্ঞগণ জানে, ঐ সকল পৃথক্ বস্তু। অহে ইন্দ্রিয়বালকগণ! তাই তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা কোষকার ক্রমির ন্যায় বৃথা বিষয় তৃষ্ণায় বিনষ্ট হইতেছ৬৪। পার্ব্বত্য পথিকেরা যেমন ভ্রান্তি ক্রমে অধঃ পতিত হয়, তোমরাও সেইরূপ, তৃষ্ণার দ্বারা জরা মরণ সঙ্কটে নিপতিত হইতেছ৬৫। তোমাদের বাসনাই বন্ধনের কারণ৬৬। ঐ বাসনা বাস্তবী নহে, উহাও কল্পনার দ্বারা সম্পাদিত৬৭। তাদৃশী বাসনাই তোমাদের ব্যামোহের ও বিনাশের কারণ৬৮।

অরে চিত্ত! তুমিই ইন্দ্রিয়তারকাগণের একমাত্র আকাশ। সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি ইন্দ্রিয়গণের সহিত একত্রিত হইয়া আপনাকে অসৎস্বরূপে দর্শন কর। তাহা হইলে পরম বোধ প্রাপ্ত হইয়া সকল বস্তুর আলয় স্বরূপ নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হইবে। তুমি নৈপুণ্য সহকারে বাসনা বিসূচিকাকে পরিহাররূপ মন্ত্রের দ্বারা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার হীন হইয়া ভগবান্ পূর্ণানন্দাত্মা হও৬৯।৭০।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ

—০()•()০—

উদ্দালক বলিলেন, তিল প্রভৃতি ক্ষুদ্র বস্তু ও পৃথিবী প্রভৃতি স্থূল বস্তু পুষ্পাদি ও কস্তুরী প্রভৃতির দ্বারা বাসিত হইতে পারে। পরন্তু আত্মচেতনা অসীম, অবয়ব বর্জ্জিত ও সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম। কিরূপে তাহা বাসনাক্রান্ত হইবে[১]? বাসনা কি? আত্মচৈতন্যপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিতে অথবা অহংতত্ত্বে যে ইন্দ্রিয়ানীত বিষয়ের সূক্ষ্মা প্রতিচ্ছবি অবস্থান করে পণ্ডিতেরা তাহাকে বাসনা নামে উল্লেখ করেন। তাদৃশী বাসনা অসদ্রূপা অর্থাৎ মিথ্যারূপিণী। মিথ্যারূপিণী হইলেও তাহা বেতালগণের ন্যায় ভয়প্রদ ও মনোমাত্রের অনুভাব্য[২]। জাগ্রৎ কালে বিষয়ের নিরূপণ, বিচারণা ও অনুভব, মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা সম্পন্ন হয়, স্বপ্নকালে মন সে সকলের বাসনা অর্থাৎ সূক্ষ্ম প্রতিচ্ছবি দর্শন বা অনুভব করে। অতএব, বুদ্ধ্যহঙ্কারাদি যাহা করে ও মন যাহা অনুভব করে, আত্মচিৎ তৎসমুদায়ে অলিপ্ত থাকে[৩]। অতএব, মনের দুশ্চেষ্টারচিত দেহাদি ইহ সংসারে স্থিত থাকুক আর না থাকুক, আমি সর্ব্বকাল বিশুদ্ধ চিৎ[৪]। আত্মচিতের জন্মও নাই, মরণও নাই। হেতু এই যে, আত্মচিৎ সর্ব্বদা সর্ব্বগা অর্থাৎ সর্ব্বরূপিণী বা পরিপূর্ণস্বভাবা। যে হেতু আত্মচিৎ পূর্ণস্বভাবা সেই হেতু সে মরেও না, কাহাকে মারেও না। জন্তই অর্থাৎ জন্মবান্ পরিচ্ছিন্ন পদার্থই মরে ও মারে[৫]। যে চিৎ সর্ব্বদা সর্ব্ব জন্তুর জীবন সে চিতের আবার জীবিতাকাঙ্ক্ষা কি? জীবিতাকাঙ্ক্ষা থাকিলেই তৎসঙ্গে মরণ ভয় থাকে, পরন্তু জীবিতাকাঙ্ক্ষা না থাকায় চিতের মরণ ভয়ও নাই[৬]। এই ব্যক্তি জীবিত, এই ব্যক্তি মৃত, ইহা কেবল মনের কল্পনা সম্ভূত, আত্মসমুৎপন্ন নহে[৭]। যাহা অহম্ভাব প্রাপ্ত হয় তাহাই ভাবাভাব দ্বারা পরিগৃহীত, ইহা নিরুক্তিরই নিয়ম। পরন্তু অহম্ভাব না থাকায় আত্মার ভাবাভাব নাই[৮]। অহঙ্কার, মন, মোহ ও মৃগতৃষ্ণিকা, এ সমস্ত তুল্যানুতুল্য পদার্থ। অর্থাৎ অহঙ্কার ও মন উভয়ই অসৎ। সুতরাং দেহাহম্ভাবের বাস্তব আশ্রয়

নাই[৯]। দেহ রক্তমাংসাদিময়, মনও বিচারের নাশ্ত, চিত্ত প্রভৃতি আর সকল জড়, সুতরাং অহং-বাসনা নিরাশ্রয়[১০]। ইন্দ্রিয়গণ আত্মতৃপ্তি, তাহারা অহঙ্কারের পোষণ করে না। আর আর পদার্থও আপন আপন স্বরূপে অবস্থিত। গুণসকল (সত্বরজস্তম) আপন আপন ব্যাপারে ও প্রকৃতি আপন সাম্য ও বৈষম্য অবস্থার ও সৎ সত্তে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বভাবে বিশ্রান্ত রহিয়াছে। তবে অহং এই ভাব কোথায় ও কাহার[১১।১২]? অতএব, এই দেহে যে চিদাত্মা, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বকাল স্থায়ী, পরম মহৎ ও কেবল। তিনিও "পরমাত্মাহং" এই অভিসন্ধি যুক্ত। অর্থাৎ তিনিও বাস্তব প্রকারে অহঙ্কারাস্পদ নহেন[১৩]। অতএব, অহং-এর কোনরূপ আকৃতি, জাতি, সংস্থান (গঠন), রূপ, বিকার, নির্দ্দেশ যোগ্যতা, কিছুই নাই। উহা কাহার কৃতও নহে, অকৃতও নহে। সুতরাং আমি কেন তদ্ভাবাপন্ন হইয়া "আমি গ্রহণ করি" "আমি ত্যাগ করি" বলিয়া ব্যাকুল হইব[১৪]? অহং নামের কোন নামী নাই, এবং অনহং রূপে আমার সহিত তাহার সংযোগাদি সম্বন্ধও নাই[১৫]। যদি অহঙ্কার না-ই থাকে তবে আর কাহার সহিত কিসের সম্বন্ধ? যদি সম্বন্ধই না থাকে তবে আর দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি ভেদ কল্পনা কেন[১৬]? এত দিন পরে বুঝিয়াছি, এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক। সুতরাং আমি যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই আছি, তবে কেন বৃথা শোক করি[১৭]? মনোবর্জ্জিত ও সর্ব্বত্রাবস্থিত একাদ্বয় ব্রহ্ম পদে কেন অহঙ্কার কলঙ্কের আরোপ করি[১৮]? এই যে পদার্থ শোভা, এ সকল কিছুই তত্বতঃ নাই। অর্থাৎ সমস্তই মিথ্যা। কেবল এক সর্ব্বগামী আত্মাই আছেন, অন্য কিছু নাই। যখন পদার্থরাশি নাই, তখন কাহারও সহিত সম্বন্ধও নাই[১৯]। এমন কি, মনেরও বাহ্য বিষয় স্পর্শের ক্ষমতা নাই। মন ইন্দ্রিয় দিগকে আপনার বলিয়া কল্পনা করতঃ স্বপ্ন সঞ্চরণের ন্যায় আপনিই আপনাতে আপনার ব্যাপার (কার্য্য) উপক্ষীণ (সমাপ্ত বা সম্পন্ন) করে। তথা চিত্তও ইন্দ্রিয়গণে ও বহির্ব্বস্তুতে অলিপ্ত থাকে। অতএব, কাহার সহিত কি প্রকারে কাহার সম্বন্ধ থাকা প্রমাণিত হইবে[২০]? যেমন প্রস্তরের সহিত লৌহের সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ, চিদাত্মার সহিতও দেহের, ইন্দ্রিয়ের ও মনের সম্বন্ধ নাই[২১]। অহং এই মহান্ ভ্রম বৃথা অভ্যুদিত। লোক সকল ইহা আমার, আমার অমুক, এইরূপ বিপর্য্যাসে

অর্থাৎ মহাভ্রমে বিনষ্ট হইতেছে[২২]। ঐ অহঙ্কার নামক চমৎকার তত্ত্বদৃষ্টির অভাবে সমুত্থিত, তত্ত্ব দর্শন হইলে উহা তাপসংযোগে হিমকণার ন্যায় বিলীন হইয়া যায়[২৩]। কোনও পদার্থ আত্মাতিরিক্ত নহে, সমস্তই ব্রহ্মতত্ত্ব, আমিও ব্রহ্মতত্ত্ব[২৪]। অহং নামক ভ্রম আকাশবর্ণবৎ উদয় প্রাপ্ত রহিয়াছে। উহার বিস্মরণই শ্রেয়স্কর[২৫]। সেজন্য আমি ঐ অহং ভ্রমকে চিরকালের নিমিত্ত সমূলে পরিত্যাগ করিয়া শান্তাত্মা হইব[২৬]। অহম্ভাবের অনুসন্ধানও অনর্থজনক। অহঙ্কার উদ্রেক দুষ্কৃতি বিস্তার করে, সন্তাপ জন্মায় ও অন্যান্য অনর্থ আনয়ন করে[২৭]। হৃদয়াকাশে অহঙ্কার মেঘ উদিত হইলেই শরীররূপ কদম্বে দোষরূপ মঞ্জরী উৎপন্ন হয়[২৮]। এ কি সামান্য কষ্টের বিষয় যে, মরণের অন্তে জন্ম, আবার জন্মের অন্তে মরণ, এবং ভোগ্য সমূহ নাশের অনুগামী হয়[২৯]! আমি ইহা পাইয়াছি, আবার অমুক পাইতে হইবে, ইহা এক প্রকার রোগ। দুর্ব্বুদ্ধিদিগের ঐ দাহদায়িনী রোগের উপশম হয় না[৩০]। ইহা নাই, তাহা আছে, এ চিন্তা অহঙ্কারেরই অনুচরী[৩১]। যদি অহম্ভাব পরিক্ষীণ হয় তাহা হইলে সংসার পাদপ সমূলে শুষ্ক হইয়া যায়, আর অঙ্কুরোৎপাদন করে না[৩২]। যদি বিচাররূপ গরুড় উপস্থিত হয় তাহা হইলে এই দেহক্রমবাসী তৃষ্ণারূপ সর্প তন্মুহূর্ত্তে পলায়ন করে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ[৩৩]। যখন সমস্তই রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা রূপে সমুদ্ভূত তখন আর এতন্মধ্যে তুমি আমি ব্যবস্থার প্রতি এত আস্থা কেন[৩৪]? এই জগৎ অকারণ ব্রহ্ম হইতে অকস্মাৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ইহাও অকারণ ও আকস্মিক। যাহা আকস্মিক তাহাকে আমরা সত্য ভাবি কেন[৩৫]? যেমন মৃত্তিকায় কুম্ভের আকৃতি উৎপন্ন হইয়া তাহা দীর্ঘ কাল তদাকৃতিতেই থাকে, তাহার ন্যায় সেই কোন্ অনাদি কালে দেহাদি আকৃতি উদিত হইয়া তাহা অদ্যাপি সেই আকৃতিতেই রহিয়াছে ও থাকিবে[৩৬]। জলে তরঙ্গ হয়, তরঙ্গের উপশমে আবার জল হয়। সেইরূপ ব্রহ্মে বিশ্ব (জগৎ নামক প্রতিভাস বা ভ্রান্তি) জন্মে, বিশ্বের উপরমে যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই ব্যবস্থিত থাকে[৩৭]। যাহারা এই তরঙ্গ সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর দেহের প্রতি আস্থা স্থাপন করে তাহারা নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি[৩৮]। যাহার স্ফুটতা ছিল না, পরেও থাকিবে না, তাহার প্রতি আস্থা করা আত্মবিনাশেরই কারণ[৩৯]। স্থূল দেহের ত কথাই নাই,

সূক্ষ্ম দেহও উৎপত্তির পূর্ব্বে চিন্মাত্র স্বভাবে ছিল। পরে আবার তাহাই হইবে। পূর্ব্বে ও পরে যাহার যে রূপ, মধ্যেও তাহার সেই রূপই অবধারণ করা কর্ত্তব্য[১০]। স্বপ্নে, ভয়শঙ্কাদিকালে, মত্ততা দশায়, যান ভ্রমণ জন্ত ভ্রান্তিকালে, সান্নিপাতিকরোগ কালে, ইন্দ্রিয় বিপ্লব দশায়, হঠাৎ প্রচুর উল্লাস দশায়, কামাবেশ কালে, যে সকল বিষয় বিশেষ প্রতীয়মান হয় সে সকলও দোষ বিশেষের উপশমের পর উপশান্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রতীত হয় না। এই সংসার ভ্রান্তিও ঐ সকল দৃষ্টান্তের তুল্যরূপিণী। বিশেষ এই যে, স্বপ্নাদি পদার্থ অল্পকাল এবং জগৎভ্রম মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্থায়ী। কালের ন্যূনাতিরেক ব্যতীত ভ্রম দর্শনের ন্যূনাতিরেক নাই[১১।১৩]। অরে চিত্ত! তুমিও ঐ ঐ ভ্রান্তিতে ভ্রমিত হইয়া আসিতেছ এবং তন্নিবন্ধন তুমি শত শত লক্ষ লক্ষ সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছ[১৪]। তুমি যে মিথ্যা বস্তু তাহা আমি না জানিয়া তোমার প্রতি আমি, অহং অর্থাৎ আমি, এই ভাব অভ্যস্ত করিয়া আসিয়াছি, তাই তোমার কৃত কর্ম্ম ও কর্ম্ম ফল আমাতে সম্পন্ন হইতেছে, এইরূপ ভাবিতাম[১৫]। দৃশ্য মণ্ডল অবস্তু, অর্থাৎ মিথ্যা, এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ় হইলে মন থাকে না, ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়[১৬।১৭]। মন যদি আপনাকে চিদ্বস্তুর অনতিরিক্ত দেখে, তাহা হইলে মন মনন (নানা প্রকার প্রবৃত্তি) বিহীন, বিষয়ানুরাগ বর্জ্জিত ও স্বস্থ অর্থাৎ পরমাত্মময় হয়[১৮]। পরমাত্মরূপ বহ্নিতে চিত্তরূপ সুবর্ণ নিক্ষিপ্ত হইলে চিত্তের শাশ্বতী শুদ্ধি আগমন করে (উৎপন্ন হয়)[১৯]। যেমন কোন বীর দেহাদির বিনাশ লক্ষ্য করে না, তুচ্ছতা বোধে তাহা অনায়াসে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবশেষে ব্রহ্মলোকগামী হয়, সেইরূপ, মনও দেহাদির প্রতি ত্যাগ বুদ্ধি উৎপাদন পূর্ব্বক ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে[২০]। স্পষ্টই দেখা যায়, মন দেহের শত্রু এবং দেহ মনের শত্রু; সুতরাং একের অভাবে উভয়ের অভাব সুসম্ভব। অতএব, পরস্পর বিরোধী উক্ত উভয়ের সমূলে বিনাশ শ্রেয়ঃকর। মরণে দেহ নাশ হয় সত্য, কিন্তু মন থাকে, তৎকারণে অন্য দেহ হয় [২১।২৩]। যে অধমাশয় পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের আদর করে তাহাকে অনলে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। কেননা, স্বভাব শত্রু দেহ ও মন একত্রিত হইয়া অনর্থ জন্মায়[২৪।২৫]। মনই সঙ্কল্প দ্বারা দেহের পুষ্টি সাধন

করতঃ তাহাকে অনন্ত দুঃখ প্রদান করে[৫৬]; আবার বহ্নি অপেক্ষা অধিক দুঃসহ সেই সকল দুঃখে উপতপ্ত হইয়া এই দেহই আবার মনের বিনাশ ইচ্ছা করে। পুত্র কি আততায়ী পিতার বিনাশ ইচ্ছা করে না[৫৭]? শত্রুতা মিত্রতা প্রাকৃতিক অর্থাৎ স্বাভাবিক নহে। যে সুখদাতা, সেই মিত্র এবং দুঃখদাতা সেই শত্রু। অতএব, দুঃখানুভবকারী দেহও যোগ্য সময়ে স্বনিষ্ঠ মনকে শত্রু বিবেচনা করিয়া তাহার বিনাশ ইচ্ছা করে। আবার মনও দেহকে দুঃখায়তন স্থির করিয়া তাহার বিনাশ ও পরিত্যাগ কামনা করে। এরূপ বিরোধী পদার্থের সংসর্গে সুখ কি? সুখ ত না-ই অধিকন্তু দুঃখই হইয়া থাকে[৫৮।৫৯]। যদি কোনও ক্রমে মনকে বিনষ্ট করা যায় তাহা হইলে এ দেহ দুঃখ ভাজন হয় না। কাযেই এই দেহ সে অবস্থায় বিনাশে চেষ্টায় কখন কখন ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়[৬১]। চেষ্টা সফলা না হইবার কারণ এই যে, মন অলব্ধাত্মবিবেক অর্থাৎ আত্মজ্ঞানবিহীন[৬২]। যেমন মেঘ ও সমুদ্র সেই-রূপ দেহ ও মন পরস্পর পরস্পরের পোষক, এবং উভয়েই দুঃখোৎ-পত্তির হেতু[৬৩।৬৪]। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ক্ষয়শীল চিত্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে দেহ নির্ম্মূল হয় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দেহ বৃক্ষের ন্যায় শত শাখায় বর্দ্ধিত হয়। (শত শাখায় বর্দ্ধিত হয় কথার তাৎপর্য্য—নানা যোনিতে নানাকারের দেহ জন্মায়)[৬৫]। মন প্রক্ষীণ হইলে বাসনা ক্ষয় ক্রমে দেহের অভাব ঘটনা হয়, পরন্ত দেহের ক্ষয়ে মনের ক্ষয় হয় না[৬৬]। অতএব, মনোনাশই শ্রেয়স্কর। মন এক প্রকার অরণ্য। সঙ্কল্প এ অরণ্যের বৃক্ষ, তৃষ্ণা অর্থাৎ ভোগস্পৃহা লতা। আমি তাদৃশ মনোরূপ বন ছেদন করিয়া অতি বিশাল ভূমিতে বিহরণ করিব[৬৭]। যেমন বর্ষার অবসানে মেঘের প্রশমন, সেইরূপ, মনোনিষ্ঠ বাসনার বিনাশে মনের উপশম অবশ্যম্ভাবী[৬৮]। অপিচ, এই যে আমার দেহ নানা রিপু (শত্রু), ইহা কেবল অস্থিমাংসাদির সন্নিবেশ (সাজান) মাত্র। আমি যদি আমার মনকে বিনষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে ইহা থাকুক, যাউক, কিছুতেই ক্ষতি নাই[৬৯]। যাহার বা যে দেহের জন্য ভোগেচ্ছা, সে বা সে দেহ আমার নহে এবং আমিও তাহার নহি। যে কারণে আমি দেহ নহি সে কারণও বলিতেছি। স্পষ্টই দেখা যায়, শবীভূত দেহের স্পন্দন এক মাত্র আত্মসম্বন্ধের অভাবে নিবৃত্ত থাকে[৭০]।

৭১। সুতরাং আমি দেহাদির অতীত[৭২]। আমি নিত্য, স্বপ্রকাশ, এবং চেতনারূপী। আমাতে দুঃখ নাই, অনর্থ নাই, দুঃখাদির সম্বন্ধও নাই। শরীর যেরূপ হয় হউক, পরন্তু আমি অজর অমর স্বভাবে অবস্থিত[৭৩]। আমার মন, ইন্দ্রিয়, বাসনা, কিছুই নাই। পামরেরা কি রাজার নিকটে থাকিতে পারে? আমি আজ্ সেই পদ (আত্মপদ) প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি কেবল, বিজয়ী, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত, নিরংশ, নির্গুণ ও নিরীচ্ছ[৭৪,৭৫]। বাহ্য বস্তুর কথা দূরে থাকুক,—দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, এ সকলেরও সহিত আমি অসম্বদ্ধ। যেমন নিষ্পীড়নের দ্বারা তৈল তিল হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, আমি এখন সেইরূপ পৃথক্ হইয়াছি[৭৬]। যদি কথঞ্চিৎ প্রারব্ধ বশতঃ আমার মতি এই শ্রেষ্ঠাৎ শ্রেষ্ঠতম আত্মপদ হইতে অল্প বিচলিত হয় তাহা হইলেও এ সকল (দেহেন্দ্রিয়াদি) আমার লীলা স্থান বা পরিবারতুল্য বিনোদের কারণ হইবে[৭৭]। আত্মজ্ঞ হওয়ায় আজ্ আমি মলশূন্য, মহান্, কৃতকৃত্য, সত্য, যথার্থজ্ঞানী, উপশমপ্রাপ্ত, সুন্দর, বিকল্পরহিত, পূর্ণ, উদার, সত্তা-লাভী, একজাতা, সর্ব্বৈকতা, নির্ভয়তা, হৃদ্যতা ও দ্বৈতবিকল্পহীনতা এই ঊনবিংশতি নিত্যোদিতা সুন্দরী সুভগোদয়া হৃদয়বল্লভা কান্তা লাভ করিয়াছি। অতএব মোহহীন, নির্ম্মল ও বিগতকল্মষ হইয়া শরদাকাশে মেঘখণ্ডের ন্যায় শীতলাত্মায় বিশ্রাম করিতেছি[৭৮,৭৯]।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

—০()*()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বুদ্ধি যোগে উদ্দালক ঐ প্রকার নির্ণয় করিয়া বদ্ধ-পদ্মাসনে ও অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে উপবেশন করিলেন[১]। ওঁ এই অক্ষরটী পরব্রহ্মের প্রধান নাম ও অন্তরঙ্গ প্রতীক (পরব্রহ্ম উপাসনার প্রধান আলম্বন)। যে উপাসক উহা জানে ও জানিয়া ওঁ উচ্চারণ করে (ব্রহ্ম অভেদে ওঁকারের ধ্যান বা উপাসনা করে), সে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। মুনি উদ্দালক এই রহস্য বিদিত হইয়া তারস্বরে ও যথাযথ নিয়মে ওঁ শব্দের উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সে ধ্বনি অর্থাৎ সেই ওঁকার ধ্বনি উর্দ্ধগামী ও ঘণ্টানিনাদতুল্য হইল[২।৩]। উদ্দালক তাবৎ কাল ওঁকার উচ্চারণ করিয়াছিলেন, যাবৎ না তাঁহার তাদৃশ প্রকারে উচ্চারিত প্রণব ধ্বনি মুলাধার হইতে উত্থিত ও ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তদীয় সংবিৎতত্ত্ব (সংবিৎতত্ত্ব=ওঁকারাকারা বুদ্ধিবৃত্তি) ও জীবতত্ত্ব (জীবাখ্য চৈতন্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য) অর্দ্ধ মাত্রা উচ্চারণের উর্দ্ধে অর্থাৎ উপরমে যে নিরংশ কূটস্থ চৈতন্য (ব্রহ্ম-চৈতন্য) অনুভূতির পদে অভিব্যক্ত হয় সেই ব্রহ্মচৈতন্যের অভিমুখীন হইয়াছিল। অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বে সমাধি না হওয়া পর্য্যন্ত ওঁ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ওঁ এই অক্ষর সার্দ্ধ ত্রি অবয়ব যুক্ত (অ, উ, ম, ৺) তন্মধ্যে প্রথম অবয়ব অ, তাহার উচ্চারণ উদাত্তস্বরে অর্থাৎ অতি তীব্র বা তারস্বরে করিতে হয়। উদ্দালক প্রাণপণ যত্নে উক্ত প্রথমাংশের উচ্চারণ করিলে তাঁহার প্রাণবায়ু মূলাধার হইতে ওষ্ঠপুট পর্য্যন্ত প্রতি-ঘাত করিয়া বহির্গমন করিল। তাহাতে তাঁহার প্রাণাবয়বের রেচক নামক যোগাংশ নিষ্পন্ন হইল। উক্ত রেচক যোগে তিনি ভাবিলেন, তাঁহার স্থূল দেহ অগস্ত্যপীত সমুদ্রের ন্যায় রিক্ত অর্থাৎ প্রাণশূন্য ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে[৪।৫]। অনন্তর পক্ষী যেমন নীড় পরিত্যাগ করিয়া আকাশে যায় তাহার ন্যায় তদীয় প্রাণবায়ু তদীয় তদ্দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিদা-কাশ অবলম্বন করিল। অর্থাৎ তৎকালে তাঁহার অন্য জ্ঞান বিলুপ্ত, সুতরাং

কেবল মাত্র আত্মচেতনা অবশেষিত রহিল। পরে তিনি ভাবিলেন, প্রাণ বহির্গমন জনিত সংঘট্টে অগ্নি জ্বালা উৎপন্ন হইয়া তাঁহার সেই শুষ্ক দেহকে ভস্মসাৎ করিয়াছে। যেমন অরণ্যোৎপন্ন বহ্নি (দাবাগ্নি) অরণ্য দগ্ধ করে তাহার ন্যায় দগ্ধ করিয়াছে[৭।৮]।

প্রাণ বহির্গতি, শরীর শোষণ, শরীরে বহ্নির উৎপত্তি, তদ্দ্বারা শরীর দাহ, এ সকল ভাবনার দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়াছিল, হঠের দ্বারা নহে। হঠের দ্বারা প্রাণ বহির্গত করিতে গেলে মরণমূর্চ্ছাদি হয়। হঠ যোগ বিশেষ কষ্টপ্রদ[৯]। এক্ষণে প্রণবের দ্বিতীয়াংশ (উকার) উচ্চারণ কালে উদ্দালকের যে যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাও কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর।

প্রণবের দ্বিতীয় অংশ উ, উচ্চারণ অনুদাত্ত অর্থাৎ মন্দ্র বা গম্ভীর। সুতরাং ঐ সময়ে অর্থাৎ মন্দ্র ধ্বনি কালে তাঁহার প্রাণায়ামের কুম্ভক নামক মধ্যমাংশ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। কারণ এই যে, ঐ সময়ে প্রাণবায়ুর গতি না বাহ্যে, না অন্তরে, না উর্দ্ধে না অধোভাগে, অর্থাৎ স্তম্ভিত হইয়া সমস্থিতিতে রহিল। যেমন জলপূর্ণকুম্ভস্থ জলের চলন থাকে না, তাহার ন্যায় রহিল[১০।১১]। বিদ্যুৎ যেমন ক্ষণকাল বহ্নিজ্বালা প্রদর্শন করিয়া উপশান্ত হয়, তাহার ন্যায় উদ্দালকের সেই হৃদয়বহ্নিও ক্ষণেকের জন্য উৎপন্ন হইয়া তদীয় স্থূল শরীর দগ্ধ করতঃ উপশান্ত হইল। উদ্দালক এখন অনুভব করিলেন, তাঁহার শরীর শুভ্রবর্ণ ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছে[১২]। পরে অনুভব করিলেন, সেই কর্পূরধবল ভস্মশয্যায় নিস্পন্দ নিপতিত শুক্লবর্ণ অস্থি সমূহ তদীয় উদ্ধবাহী প্রচণ্ড পবন দ্বারা উর্দ্ধগামী হইয়াছে এবং ক্ষণমধ্যে সেই ভস্মরাশিও গগনমণ্ডলে শরন্মেঘের ন্যায় অদৃশ্য হইয়াছে[১৩।১৪]।

উদ্দালক প্রণবের দ্বিতীয়াংশ উচ্চারণ কালে এবম্বিধ অবস্থা অনুভব করিলেন। এস্থলে বুঝিতে হইবে, ঐ সকল অবস্থাও তাঁহার ভাবনাময়[১৬]।

পরে প্রণবের তৃতীয়াংশ (ম) উচ্চারণ কালে ওষ্ঠপুটাদির সংবৃতি ও বায়ুর স্তম্ভিতত্ব প্রভৃতি কারণে তাঁহার পূরক নামক প্রাণায়ামের অঙ্গবিশেষ সুসম্পন্ন হইল[১৭]। তাদৃশ পূরক যোগ কালে তাঁহার প্রাণবায়ু চিদমৃতের মধ্যগত হওয়ায় যেন হিমসংস্পর্শে শীতল হইল এবং ক্ষণমধ্যে ধূম ও বাষ্প প্রভৃতি যেমন গগনকোষগামী হইয়া মেঘে পরিণত হয় তাহার ন্যায় চন্দ্রমণ্ডলাকারে পরিণত হইল[১৮।১৯]। উদ্দালকের

প্রাণবায়ু এবংক্রমে ষোড়শকলাপূর্ণ অমৃতময় চন্দ্রমণ্ডলতা প্রাপ্ত হইয়া সেই গগনগত ভস্মে অমৃত ধারা বর্ষণ করিল অমৃত নিপতিত হইলে উদ্দালকের সেই ভস্মীভূত দেহ চতুর্ব্বাহুসমন্বিত বিষ্ণু দেহের ন্যায় দেহে পরিণত হইল। তদবসরে তদীয় প্রাণাদি বায়ুগণ সলিলের বৃক্ষকোটরে প্রবেশের ন্যায় সেই আবির্ভূত দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ কুণ্ডলিনী স্থান প্রভৃতি পরিপূরিত ও তদ্দেহকে প্রকৃতিস্থ করিল[২৬।২৭]। * (যেমন শরৎ কালের চরম বৃষ্টির দ্বারা বর্ষাদোষদুষ্ট ভূতল ধৌত ও শীঘ্র শুষ্ক হইয়া চিত্ত প্রসন্নকর ব্যবহারের উপযুক্ত হয়, সেইরূপ, আজ্ উদ্দালকেরও সেই কলুষ সংস্পৃষ্ট দেহ দাহন প্লাবনাদি ভাবনার দ্বারা ধৌত অর্থাৎ নিষ্কলুষ হইল, তৎপরে তিনি অভিনব ভাবনা সম্পাদ্য বৈষ্ণব দেহ প্রাপ্ত করিয়া সমাধি সাধনের উপযুক্ত পাত্র হইলেন। ইহাই অর্দ্ধমাত্রার উচ্চারণ বা অর্দ্ধমাত্রায় স্থিতি।)

অনন্তর পদ্মাসনোপবিষ্ট উদ্দালক সেই ভাবময় দেহে অবস্থান করতঃ যেমন বন্ধন দ্বারা মত্ত হস্তীর চাঞ্চল্য অবরোধ করে তাহার ন্যায় তিনি ইন্দ্রিয়দিগকে নিরুদ্ধ করিলেন এবং নির্ব্বিকল্প সমাধির নিমিত্ত নিম্নোক্ত কার্য্যপরম্পরার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন[২৮।২৯]। উক্ত প্রকার প্রাণায়াম দ্বারা তাঁহার প্রাণবায়ুগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ প্রশান্ত হইলে তখন আর তাহারা আশা তৃষ্ণা লোভ প্রভৃতিতে ধাবমান হইল না। এখন তিনি আপনার মত্তহস্তিসম মলিন ও বিষয়ারণ্যে ধাবমান মনকেও হৃদয় প্রদেশে স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন[৩০।৩১]। মন সর্ব্বদিক্ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত গৃহ ক্ষেত্র পুত্র কলত্র ও মিত্রাদির চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রণবার্থ (ব্রহ্ম) ধ্যানে রত হইল। অমনি তাঁহার নেত্রদ্বয়ের প্রশস্ত পত্রদ্বয় সন্ধ্যাকালীন পদ্মের ন্যায় অর্দ্ধমুদ্রিত ও স্থিরতারক হইল[৩২]।

অনন্তর সেই মৌনী মুনি নিশ্বাসবায়ুর ও কণ্ঠস্থ বায়ুর অবরোধ দ্বারা

---

* উদ্দালক প্রণব জপ প্রসঙ্গে প্রাণায়াম যোগ ও তদ্দ্বারা ভূতশুদ্ধির কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া শুদ্ধদেহ হইলেন অর্থাৎ সমাধি-সাধনের অধিকারী বা যোগ্য পাত্র হইলেন। অতঃপর তিনি নিজ অভীপ্সিত সমাধির অনুষ্ঠান করিবেন। এইরূপ ভাবনাময় দেহে সমুদায় দেবতার উপাসনা বা পূজা করার বিধান আছে এবং এতদনুযায়ী প্রথাও এতদ্দেশের উপাসক ও পূজক সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

প্রযত্ন সহকারে প্রাণ ও অপান বায়ু জয় করিয়া তিল হইতে তৈল পৃথক্ করণের ন্যায় ঐন্দ্রিয়ক ব্যবসায় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে পৃথক্ করিলেন এবং ধীরতা সহকারে প্রথমতঃ বাহ্য দর্শন স্পর্শনাদি, তৎপরে আন্তর দর্শন স্পর্শনাদি (তৎসমূহের অনুভূতি) পরিত্যাগ করিলেন[৩৩।৩৭]। পার্ষ্ণির দ্বারা (পায়ের গোড়ালির দ্বারা) মূলাধার (মলদ্বার) রুদ্ধ করায় দ্বারান্তর সঞ্চারী প্রাণবায়ু তদীয় হৃদয় প্রদেশেই অবরুদ্ধ হইল। যেমন রুদ্ধমুখ জলপূর্ণ কুম্ভকে অধোমুখ করিলে ছিদ্রান্তর থাকিলেও তাহা হইতে জল নিঃসৃত হয় না, তাহার ন্যায় তদীয় প্রাণপবন ইন্দ্রিয় পথে গমনাগমন না করিয়া হৃদয় প্রদেশেই স্থগিত হইল। তখন বশীকৃত উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তদীয় মন হৃদয়াকাশে পরমা প্রশান্তি (স্থৈর্য্য) অবলম্বন করিল। মারুত যেমন মশকগণকে তাড়িত করে, তাহার ন্যায় তিনি তখন বিকল্প সমুদয়কে বিদ্রাবিত করতঃ নির্ব্বাত অম্ভোনিধির ন্যায় সৌম্যতা প্রাপ্ত হইলেন[৩৮।৪১]। তথাপি মধ্যে মধ্যে তদীয় অন্তরে বিকল্প প্রতিভাস (বিষয় প্রলোভনের পূর্ব্ব সংস্কার বা প্রতিচ্ছায়া) উদিত হইতে লাগিল। পরন্তু তিনিও শূরের খড়্গ দ্বারা রিপুকুল মর্দ্দনের ন্যায় মনোদ্বারা সমাগত সেই সকল বিকল্পপ্রতিভাস পুনঃ পুনঃ ছেদন করিতে লাগিলেন[৪২]। এবংক্রমে সকল বিষয়ের সকল্প আলূন (নির্ম্মূল) হইলে, তিনি স্বীয় হৃদয়াকাশে বিবেকসূর্য্যের আচ্ছাদক স্বরূপ বিলোল অন্ধকার দর্শন করিলেন[৪৩]। অর্থাৎ পুনর্ব্বার তমোগুণের উদ্রেক হইল। তখন তিনি সত্বগুণোদ্ভাসিত মনঃ সূর্য্য দ্বারা সেই অন্ধকার নিরাকৃত করিয়া নৈশিক অন্ধকারের উপশমান্তে প্রাতঃকালীন ও সন্ধ্যাকালীন আলোকের ন্যায় তেজঃ সন্দর্শন করিলেন[৪৪।৪৫]। তৎপরে তিনি হস্তীর পদ্মবন মর্দ্দনের ন্যায় সত্বর সেই তেজোদর্শনকেও নিবারণ করিলেন। সেই অসৃক্সন্নিভ তেজ অতিক্রম করিলে তদীয় মন কিঞ্চিৎ কাল মদিরামত্ত ব্যক্তির ন্যায় ঘূর্ণমান ও কিয়ৎক্ষণ পরে নিদ্রা প্রাপ্ত হইল[৪৬।৪৭]। তিনি যত্নপূর্ব্বক বায়ুর মেঘমালা ছেদনের ন্যায় ও তিগ্মাংশুর যামিনী বিনাশের ন্যায় সেই নিদ্রাকেও নিরাকৃত করিলেন[৪৮]। অনন্তর নিদ্রার অবসান হইলে তাঁহার মন বিতত ব্যোম (নানাকার কল্পিত আকাশ) দর্শন করিল। (ইহা এক প্রকার ভ্রান্তি)। অনন্তর প্রযত্ন সহকারে দীপের অন্ধকার উন্মূলনের

ন্যায় সেই ব্যোমকেও তিনি উল্লঙ্ঘন করিলেন, তাহাতে তাঁহার মন বিস্তৃত মোহ প্রাপ্ত হইল। অর্থাৎ এখনও তাঁহার মন অসন্দিগ্ধরূপে পরমার্থতত্ত্ব বুঝিতে কুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অনন্তর তাদৃশ মনোমোহের মার্জ্জনা করিলে তাঁহার মন তেজ, তম ও মোহাদি বিবর্জ্জিত হইয়া কোন এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা লাভ করিল[৪৯,৫৩]। অনন্তর সেই উদ্দালকচিত্ত তাদৃশ অবস্থায় ক্ষণকাল মাত্র বিশ্রাম করিয়া চিরানুসন্ধানাভ্যাসের প্রভাবে ও উৎকৃষ্ট সম্বিদের আস্বাদন হেতু বিশ্বরূপিণী সম্বিদ্ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্ণের নূপুরতা প্রাপ্তির ন্যায় পুনর্ব্বার চিত্তত্বতা প্রাপ্ত হইল[৫৪।৫৫]। পুনর্ব্বার তিনি চিত্তত্ব পরিত্যাগ করিয়া পৃথকৃভূত হইলেন, পরে সে ভাবও পরিত্যাগ করিয়া সামান্য চিৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হইলেন। এই চিৎসামান্যতা প্রাপ্তির পরে তদীয় মন নিরবশেষে সর্ব্ব প্রকার বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্বন্তর বোধ প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ চিদাকাশ স্বরূপ হইল। এতক্ষণ পরে তদীয় মন সেই অবস্থায় দৃশ্যদর্শনবর্জ্জিত হইয়া উত্তম রসায়নের ন্যায় অনন্ত উত্তমাস্বাদ স্বপ্নের ন্যায় হইল। অনন্তর সেই উদ্দালকচিত্ত দেহাদির অতীত হইয়া এরূপ কোন ভূমি (অবস্থা) প্রাপ্ত হইল যাহা আনন্দময় সাগর ও সত্তাসামান্য বলিয়া উদাহৃত হইতে পারে[৫৬,৫৯]। সেই দ্বিজচিত্ত তখন সরোবরে হংসের ন্যায় সেই সত্তাসামান্যরূপ আনন্দসাগরে অবস্থান করতঃ নির্ব্বাত দীপের অথবা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিষ্পন্দতা প্রাপ্ত হইল[৬০,৬২]।

হে রামচন্দ্র! উদ্দালক সেই ভূরিপ্রকাশ সামান্যসত্তায় অবস্থান করিলে তদীয় সম্মুখে অমর ও সিদ্ধগণের সমাগম হইতে লাগিল[৬৩]। যাঁহারা ইন্দ্রত্বাদি পদ প্রদানে সমর্থ, তাঁহারাও সেই উদ্দালকের সম্মুখে সমাগত হইলেন[৬৪]। কিন্তু মহাত্মা উদ্দালক তাঁহাদিগকে অত্যল্পও সমাদর করিলেন না। যেমন গম্ভীর ও অক্ষুব্ধ ছিলেন, তেমনই থাকিলেন[৬৫]। সূর্য্যদেব যেমন ছয় মাস উত্তরায়ণে অবস্থিতি করেন তাহার ন্যায় মুনি উদ্দালক তাদৃশ প্রকারে ও তাদৃশ আনন্দ মন্দিরে ছয় মাস অবস্থান করিলেন[৬৬]। প্রোক্ত ছয় মাসে তিনি এরূপ জীবন্মুক্তি পদ প্রাপ্ত হইলেন, যে পদে সিদ্ধ, দেব, সাধ্য, হরি, হর ও ব্রহ্মা প্রভৃতির আনন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। হে রাঘব! উক্ত পদ আনন্দ নিরানন্দ উভয়ের অতীত; কেননা উহা আনন্দস্বরূপ অথবা স্বরূপানন্দ[৬৭।৬৮]।

অর্থাৎ বিষয় উপলক্ষ্যে যে আনন্দের প্রাকট্য হয়, যাহা সেই আনন্দের মূল নিত্যানন্দ অর্থাৎ পরব্রহ্ম, এ পদ সেই আনন্দ। হে অনঘ! যাহারা এক বার স্বর্গ দর্শন করিয়াছে তাহারা যেমন আর পৃথিবীবাস মনোনীত করে না, তেমনি, যাহারা একবার মাত্র ক্ষণেকের জন্যই হউক, আর সহস্র বৎসরই বা হউক, উক্ত পদে স্থিতি লাভ করিয়াছে তাহারা আর ভোগরত হইবার বাঞ্ছা করে না[৬৯]। সেই পদই পদ, তাহাই সদ্গতি, তাহাই পরম শ্রেয়ঃ, তাহাই শান্ত শাশ্বত ও শিবত্ব। ভ্রম উক্ত শান্ত শিব পদে বিশ্রামকারীর প্রতি কস্মিন্ কালেও কষ্ট প্রদান করিতে পারে না[৭০]। সাধুগণ উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াই পুনর্জন্মকারিণী জাগতী দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন[৭১]। যেমন প্রাপ্তরাজ্য রাজা দীনতাকে হেয় জ্ঞান করে, তাহার ন্যায় উক্ত পদ প্রাপ্ত মহাত্মগণ এই দৃশ্যমণ্ডলকে হেয় জ্ঞান করিয়া থাকেন[৭২]। হে অনঘ! যাহার চিত্ত উক্ত পদে বিশ্রান্তি লাভ করে, ও প্রবুদ্ধ হয়, তাহার চিত্ত অন্যের মহৎ প্রযত্নেও কদর্থিত হয় না এবং অনর্থেও আপতিত হয় না। অর্থাৎ সমাধি ভঙ্গ হইলেও তাহারা আর সংসারে অভিভূত হয় না[৭৩]।

অনন্তর উদ্দালক ছয় মাস কাল সেই আনন্দমন্দিরে বাস করতঃ সিদ্ধদিগকে তাদৃশ প্রকারে হতাদর ও বিদায় করিলে অর্থাৎ সিদ্ধগণ চলিয়া গেলে পর পুনর্ব্বার দেখিলেন, পরমা সুন্দরী রমণী, অস্মদাদি মুনি, এবং বিদ্যাধরী ও বিদ্যাধরপতিগণ তদীয় সকাশে সমাগত হইয়াছে[৭৪,৭৭]। তাহারা বলিতেছে—হে ভগবন্! প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের প্রণাম অবলোকন করুন। হে দেব! এই বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ত্রৈপিষ্টপ পুরে আগমন করুন। স্বর্গই জগৎসম্ভোগ সম্পদের একমাত্র সীমা। অতএব স্বর্গে আগমন পূর্ব্বক আকল্প ইষ্টভোগ করুন[৭৮,৮০]। হে বিভো! একমাত্র স্বর্গভোগের জন্যই অনন্ত তপঃক্রিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে। অতএব স্বর্গই জনগণের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। দেখুন, এই সমুদয় হারচামরধারিণী বিদ্যাধরবরাঙ্গনা আপনার উপাসনায় প্রস্তুত হইয়াছেন। স্বর্গই ধর্ম্মার্থকামের ফলস্বরূপ, অতএব আপনি তাদৃশ পরম ফল যথাক্রমে ভোগ করুন[৮১,৮২]।

হে রঘুনাথ! সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও মহর্ষিগণ বার বার ঐরূপ কহিলেও উদ্দালক বিচলিতচিত্ত হইলেন না। বরং অতিথি জ্ঞান করিয়া

তাহাদিগের যথোচিত সৎকার করতঃ পুনর্ব্বার গতসম্ভ্রম অবস্থায় স্থিত হইলেন[৮৩]। সিদ্ধগণ তাঁহাকে স্বর্গে আগমন করিতে কহিলে, তিনি সেই বাক্যে অনাদর পূর্ব্বক কহিলেন, হে সিদ্ধগণ! তোমরা স্বস্থানে গমন কর, আমার স্বর্গসুখে প্রয়োজন নাই। ঐরূপ কহিয়া পুনর্ব্বার তিনি সেই স্বাত্মানন্দমন্দিরে নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সিদ্ধগণ কিয়দ্দিবস সেই স্বধর্ম্মনিরত মুনির উপাসনা করিয়া তাঁহাকে ভোগবিষয়ে অতিশয় বিরতিপ্রাপ্ত দর্শন করতঃ অগত্যা স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। সিদ্ধগণ প্রতিগমন করিলে উদ্দালক জীবন্মুক্ত হইয়া যথাসুখে কখন অরণ্যে কখন মুনিগণের পবিত্র আশ্রমে বিহার করিতে থাকিলেন। কখন ধ্যানাসক্ত হইয়া মাসান্তে প্রবুদ্ধ, কখন বর্ষান্তে ও কখন বা বহুবর্ষান্তে প্রবুদ্ধ হইতে লাগিলেন। সেই সমাহিত মুনি সেই অবধি ব্যবহারনিরত হইয়াও সমাধি অভ্যাসদ্বারা চিত্তত্বের সহিত একীভূত, তৎপরে চিত্তত্বাভ্যাসদ্বারা মহাচিদ্রূপতা, তৎপরে মহাচিদভ্যাসদ্বারা চিৎসামান্যতা ও চিৎসামান্যের অভ্যাসদ্বারা সত্তাসামান্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার সেই সত্তাসামান্যস্বরূপ দেহ শমপদ প্রাপ্ত, সংশান্তচিত্ত, বিগলিতজনন, ক্ষীণসন্দেহ ও অমলচেতা হইয়া শরদাকাশের ন্যায় নিতান্ত নির্ম্মল হইয়াছিল[৮৪।৮৩]।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

—০()*()০—

রামচন্দ্র কহিলেন, প্রভো! আপনি আত্মজ্ঞানরূপ দিবসের সূর্য্য, সংশয়রূপ তৃণের অনল, অজ্ঞানদাহের শীতাংশু। হে ঈশ! তাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্তাসামান্ত কি? বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! চিত্ত যখন ভাবনার (চিন্তনের) অভাব প্রযুক্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন যে চিৎ পদার্থের স্বরূপ প্রকট প্রাপ্ত হয়, সেই সারূপ্য প্রাপ্ত চিৎপদার্থকে আমরা সত্তাসামান্ত বলিয়া থাকি। সেই চেত্যাংশরহিত (চেত্য= পদার্থাকারতা) চিৎ যখন আত্মায় অবশেষিত হয়, তখন সেই চিৎ অতিশয় নির্ম্মল সামান্তসত্তা বলিয়া অভিহিত হন। (অর্থাৎ সে অবস্থা অবুদ্ধ লোকের দুর্জ্ঞেয়। অবুদ্ধ লোকে বুঝিবে, তাহা না থাকার স্থায়।) যখন চিত্ত সমুদয় বাহ্যাভ্যন্তরস্থ দর্শন স্পর্শনাদি পরিত্যাগ করে, তখনই আমরা তাহাকে চিৎসামান্ত ও সত্তাসামান্ত সংজ্ঞা দিয়া থাকি। যখন অশেষ দৃশ্য বস্তু আত্মার দ্বারা আত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়, যখন চিত্তের কোন প্রকার ভাবনা থাকে না, চিৎ তখন সামান্তসত্তা নামে উদাহৃত হন। হে রামচন্দ্র! যখন সমুদায় দৃশ্য দৃশ্যতা পরিত্যাগ করিয়া সত্তা-সামান্তরূপে পর্য্যবসিত হয় তখন সে ভাবকেও আমরা সত্তাসামান্ত বলি১।৬। এই দৃষ্টি তুর্য্যাতীত পদের সহিত সমান। সুতরাং জীবন্মুক্তে ও বিদেহমুক্তের সহিত সমান। অপিচ, এই বোধতব্য দৃষ্টি অজ্ঞ জনের সম্ভবে না৭।৮। যাহারা জীবন্মুক্ত ও মহাশয়, তাহারাই উক্ত দৃষ্টিতে অবস্থান পূর্ব্বক বায়ু যেমন আকাশে নির্লিপ্ত ভাবে ও অব্যাহত গতিতে বহমান হয় তাহার স্থায় এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন। আমি, নারদ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি উক্ত দৃষ্টি অবলম্বনে অবস্থিত আছি৯।১০। মহাত্মা উদ্দালকও উক্ত ভবভয়নাশিনী দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া যাবৎ ইচ্ছা তাবৎ এই জগতে বাস করিয়াছিলেন১১।

হে মহাবাহো! বহু কাল পরে উদ্দালকের এইরূপ বুদ্ধি সমুপস্থিত হইল যে, "আমি দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেহমুক্ত হইয়া অবস্থান

করিব”[১২]। অনন্তর তিনি এক পর্ব্বত গুহায় পল্লবাসনে বদ্ধপদ্মাসন ও নিমীলিতনেত্র হইয়া অবস্থান করতঃ নবদ্বার রোধ ও শব্দাদি বিষয় অবগাহিনী মনোবৃত্তির উপসংহার করিলেন; এবং আপনার চিন্ময়তা মাত্র চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু অবরুদ্ধ ও নিশ্চল, গ্রীবাদেশ অবক্র, জিহ্বাগ্র তালু মূলে অর্থাৎ কণ্ঠ ছিদ্রে প্রবিষ্ট, দন্ত দন্তান্তরের সহিত অসংলগ্ন হইল। তাঁহার মনের গতি ও নেত্রের দৃষ্টি বাহিরে অন্তরে অধঃ বা উর্দ্ধে এবং রূপ রস প্রভৃতি বিষয়ে অসংযোজিত হইল; তাহাতে তিনি এক অনির্ব্বাচ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন[১৩।১৬]। প্রাণের নিস্পন্দতায় তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিস্পন্দ, এবং আনন্দাবির্ভাবের প্রভাবে মুখচ্ছবি স্বচ্ছ ও প্রসন্ন, এবং অঙ্গ সকল পুলকিত হইয়াছিল[১৭]। যে চিৎ তদীয় অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, সেই চিৎ অর্থাৎ সেই ব্রহ্মচৈতন্য একণে তদীয় অন্তরে শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বৃত্তিরূপ উপাধির বিলয়ে কেবল হইয়া রহিয়াছে। তৎক্রমেই তিনি মহান্ অখণ্ড আত্মসত্তামাত্রে স্থিতি লাভ করিলেন[১৮।১৯]। উদ্দালক তাদৃশ সত্তাসামান্যাবস্থানরূপ শান্তি ভোগ করিয়া যার পর নাই উৎকৃষ্ট বিশ্রাম লাভ করিলেন। এবং অতুলানন্দ প্রাপ্ত হওয়ায় অতুল মুখসৌন্দর্য্যও ধারণ করিলেন[২০]। চিরকালের নিমিত্তই তাঁহার মননাদি ও সংসারভাব পরিত্যক্ত হইল[২১]। তিনি অভিহিত ক্রমে মহাসত্ত্ব হইয়া চিত্রিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন[২২]। ঐরূপে কতিপয় দিবস অতীত হইল। যেমন শরৎকালের অবসানে সূর্য্যতেজে তরুরসের ক্ষয় আরব্ধ হয় তাহার ন্যায় সেই মুনির বিমলাত্মায় জন্মদশাদি সমুদয় দশা প্রশান্ত হইল[২৩]। তিনি সকল বিকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প হইলেন, বিষয়ারাম পরিত্যাগে আত্মারাম হইলেন, মনন রূপ উপাধির বিনাশে নিরুপাধি হইলেন, বাহ্যসুখ বিগলিত হওয়ায় নিষ্কলঙ্ক মূলীভূত সুখ প্রাপ্ত হইলেন[২৪]। হে রামচন্দ্র! মহাত্মা উদ্দালক উক্ত প্রকারে অপরিমিত, ব্যোমব্যাপী, পূর্ণ, ত্রিভুবনতারণ, ভূরিভাব্য, জ্ঞানিজনোপসেব্য, বাগিন্দ্রিয়াদির অতীত, সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, সুখস্বরূপ, ও আদিস্বরূপ পদ লাভ করতঃ সেই পর্ব্বত শৃঙ্গে ছয় মাস চণ্ডরশ্মির প্রচণ্ড কিরণে উপবিষ্ট থাকায় রবিকর তাপে তদীয় দেহ অল্পে অল্পে শুষ্কতা প্রাপ্ত হইল[২৫।২৬]।

রঘুনাথ! উদ্দালকের সেই শুষ্ক দেহ ছয় মাস পর্য্যন্ত সেই পর্ব্বত শিখরে সেই অবস্থায় ছিল। পরে একদা পার্ব্বতী দেবী মাতৃগণ সমভিব্যাহারে কোন ভক্তের অভিলাষ পূরণার্থ যদৃচ্ছাক্রমে সেই প্রদেশে আগমন করিয়া উদ্দালকের সেই শুষ্ক কঙ্কাল দেখিতে পাইলেন। সমাগত মাতৃগণের মধ্যে চামুণ্ডা দেবী সেই কঙ্কালকে স্বীয় কিরীট শোভা বর্দ্ধনার্থ গ্রহণ করিলেন। উদ্দালকের শুষ্ক কঙ্কাল আজ্ দেবীর শিরোগত কিরীটের প্রান্তস্থ হইল[৩১,৩২]।

হে রঘুপতে! যে ব্যক্তি উদ্দালক ঋষির এবম্বিধ বৃত্তান্ত নিরন্তর শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে অনুশীলন করে সে ব্যক্তিরও হৃদয় কাননে বিবেকবল্লী অঙ্কুরিতা হইয়া উপযুক্ত কালে তাহা নির্ব্বাণ ফল প্রসব করিয়া থাকে[৩৩]।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

-○()○()○-

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে পদ্মপত্রাক্ষ! উদ্দালক যে প্রকারে আপনা আপনি আত্মবিচার করিয়া বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রকারে তুমিও আত্মবিচার করতঃ বৈরাগ্যাভ্যাস ও সমাধি প্রভৃতির দ্বারা বিতত পদে বিশ্রান্ত হও[১]। যে পর্য্যন্ত না সর্ব্বদৃশ্য ক্ষয় ও পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাবৎকাল শাস্ত্রার্থ বিচার, গুরূপদেশ শ্রবণ ও স্ব. চিত্তসংশোধন করা কর্ত্তব্য[২]। বুদ্ধি, বিচার দ্বারা প্রবোধবতী ও সুতীক্ষ্ণা হইলেই শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়[৩]।৪।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! কোন কোন লোক অগ্রে জাত-সমাধিক, পশ্চাৎ সমাধি ত্যাগ করতঃ প্রবোধ প্রাপ্ত, তৎপরে ব্যবহারে রত হন অথচ তাঁহারা সাংসারিক ক্লেশাদিতে বিশ্রান্ত বা বিমুক্ত থাকেন। আবার ইহাও দেখা যায়, কোন কোন লোক একান্তে সমাধিরত হইয়াই থাকেন, ব্যবহার রত হন না। হে ব্রহ্মন্! এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, তাহা আমাকে বলুন[৪]।৬।

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই মায়িক বিশ্বের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় দ্বারা যে অন্তঃ-শীতলতা জন্মে, সেই অন্তঃশীতলতাই উত্তম সমাধি। (তাহাই যোগ-শাস্ত্রোক্ত নিরোধ সমাধির উদ্দেশ্য বা ফল। এবং তাহাই এতৎশাস্ত্রোক্ত-জ্ঞানেরও ফল বা উদ্দেশ্য)। কোন কোন মহাত্মা অভিহিত লক্ষণ সমাধি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। যাঁহারা "আমার সহিত দৃশ্যের সম্বন্ধ নাই, এ সকল মনেরই কল্পনা, সুতরাং মনের সহিতই এ সকলের সম্বন্ধ" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অন্তঃশীতলতায় অবস্থিত থাকেন তাঁহারাও মহা-পুরুষ। তন্মধ্যে কেহ ব্যবহার রত ও কেহ বা ধ্যানরত থাকেন সত্য পরন্তু যখন উভয়েরই অন্তর শীতল, তখন উভয়েই সমান। * হে

* উভয়েই অন্তঃশীতলতায় অবস্থিত সত্য; পরন্তু তাবস্থা লাভের উপায় ব্যক্তি ভেদে অসমান। কেহ কেহ দৃশ্য মিথ্যাত্ব বোধ নিশ্চল রাখিতে অক্ষম হইয়া ইন্দ্রিয় নিরোধ দ্বারা দৃশ্য সম্বন্ধ বর্জ্জিত হইয়া অন্তঃশীতলতায় অবস্থিত হন, কেহ বা কেবল

প্রাজ্ঞ! অন্তঃশীতলতাকেই তুমি অনন্ত তপঃফল বলিয়া জানিবে। সমাধিস্থ ব্যক্তির চিত্ত যদি চঞ্চল থাকে, তাহা হইলে তাহার সেই সমাধান উন্মত্ত ব্যক্তির নৃত্যতুল্য হয়। আর যদি উন্মত্ত ব্যক্তির চিত্ত ক্ষীণবাসন হয় তাহা হইলে তাহার বাহ্যিক উন্মাদনৃত্যও ব্রহ্মসমাধির তুল্য হয়। প্রবুদ্ধ অরণ্যবাসী ও প্রবুদ্ধ সংসারস্থ ইহারা উভয়েই তুল্য; যে হেতু উঁহারা উভয়েই অসন্দেহ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন[১১,১২]। যেমন দুরগতচিত্ত নিকটস্থ বাক্য শুনিতে পায় না, সেইরূপ, ক্ষীণবাসন ব্যক্তি কর্ম্ম করিলেও কর্ম্ম করা হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা সেই সেই কর্ম্মের ফলভাগী হয় না[১৩]। গভীর গর্ত্তে নিপতিত নহে অথচ স্বপ্নে যেমন গর্ত্তপতন অনুভূত হয়, তাহার ন্যায়, তদ্রূপ বাসনাবলিত ব্যক্তি কর্ম্ম না করিলেও কর্ম্মকর্ত্তা হয়[১৪]। চিত্তের যে অকর্ত্তৃত্ব তাহাই উত্তম সমাধি, তাহাই অদ্বৈতভাব ও তাহাই পরমা নির্বৃতি (সুখ)[১৫]। চলাচলত্ব প্রযুক্ত চিত্তই সকল পদার্থের কারণ। অতএব, তুমি ধ্যান ও অধ্যান প্রভৃতি বৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তকে অঙ্কুরশূন্য করিবে[১৬]। বাসনাশূন্য ও স্থিরত্ব প্রাপ্ত যে মন, সেই মন পরম ধ্যান ও পরম পদ প্রাপ্তির কারণ। অপিচ তাহাই কেবলীভাব, তাহাই শান্তভাব, তাহাই অত্যুচ্চ পদবী প্রাপ্তির সোপান এবং তাহা হইতেই অকর্ত্তৃ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়[১৭,১৮]। যে হেতু বাসনাবৃত মন কর্ত্তৃত্ব পদের ভাজন ও সর্ব্বদুঃখ প্রদ, সেই হেতু বাসনা ক্ষয়ের জন্য সতত উদ্‌যুক্ত থাকিবে[১৯]। মুনিগণ বলিয়া থাকেন, যাহার দ্বারা আত্মা জগতের প্রতি আস্থাশূন্য, শোকভয়াদিরহিত ও স্বস্থ হয় তাহাই উত্তম সমাধি[২০]। অতএব হে মননশীল রাম! তুমি জগৎ সম্বন্ধীয় সমুদয় ভাবাভাব পরিত্যাগ করিয়া শৈলে অথবা গৃহে যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানেই থাকিতে পার[২১]। সুসমাহিতচিত্ত ও অহঙ্কারশূন্য গৃহস্থের গৃহই অরণ্য[২২]। যাঁহারা তোমাদের ন্যায় সদা সমাহিত তাহাদের নিকট অরণ্য ও গৃহ উভয়ই সমান[২৩]। শান্তচিত্ত ব্যক্তির নিকট নগরও জনশূন্য অরণ্য[২৪]। হে শত্রুনাশন রাম! যাহাদের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদা ভ্রাম্যমান, অরণ্যও তাহাদের নিকট বহুজনসমাকীর্ণ মহানগর[২৫]। রাগাদির দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্ত ক্রমেই

মাত্র জ্ঞানশাস্ত্রোক্ত বৈরাগ্যাদি অভ্যাস করিয়া দৃশ্যমিথ্যাত্ব বোধ দৃঢ় করতঃ দৃশ্যাতীত হইয়া অন্তঃশীতলতার স্থিতি করেন।

বৈষয়িক ভ্রমে নিমগ্ন হয় এবং বাসনাক্ষমী চিত্ত নির্ব্বাণ পদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। ইচ্ছা হয় নির্ব্বাণ পদবী অবলম্বন কর, এবং ইচ্ছা হয়, ভ্রান্তি ভ্রমণের পথে অবস্থান কর[২৬]। যে ব্যক্তি আপনাকে সর্ব্বদা সর্ব্বভাবাতীত ও সর্ব্বাত্মক দর্শন করে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সমাহিত[২৭]। যে পুরুষের অন্তরে রাগ দ্বেষ নাই এবং সমুদায় ভাব (পদার্থ) যাহার নিকট সমান, সেই পুরুষই প্রকৃত সমাহিত[২৮]। সে পুরুষের মন স্বপ্ন ও জাগ্রৎ উভয় কালে এ সমুদায়কে সদা সৎ পরমাত্মার বিকাশ বলিয়া বিজ্ঞাত, তাহারাও সমাহিত[২৯]। যেমন হট্টসমবেত বহুলোক আপন আপন কার্য্য করে অথচ পরস্পর পরস্পরের প্রতি উদাসীন থাকে তাহার ন্যায় ঐ সকল মহাপুরুষেরা বাহিরে ব্যবহার পরায়ণ হইলেও অন্তরে উদাসীন থাকেন। যাহারা জ্ঞানী, তাহাদের নিকট গ্রামও অরণ্যের সমান। (অর্থাৎ যে জন্য অরণ্য গমন বিহিত সে উদ্দেশ্য তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ)[৩০]। যাহাদের মন অন্তর্ম্মুখ অর্থাৎ আত্ম-দর্শনরত, তাহারা নগর, জনপদ, গ্রাম, সর্ব্বত্রই অরণ্যতুল্য দেখেন[৩১]। যাহারা সর্ব্বদা অন্তর্ম্মুখী স্থিতি লাভ করিয়াছে (আত্মসংস্থ হইয়াছে) তাহাদের দৃষ্টি এই জনসঙ্কুল পৃথিবীকে আকাশ তুল্য দর্শন করে এবং তাহাদের অন্তরেও পরম শীতলতা অবস্থান করে সুতরাং তাহার নিকট সমুদয় জগৎ শূন্যস্বরূপ ও পরম শীতল হয়। কিন্তু যাহাদিগের অন্তর তৃষ্ণাগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত তাহাদিগের নিকট কি বন, কি সংসার, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই দাবাগ্নিতপ্ত।

অতএব হে রাজপুত্র! তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, নদী ও দিঙ্মণ্ডল প্রভৃতি দৃশ্যকে চিত্তের বাহ্য ভাগ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ যেন ঐ সকল, চিত্তের বাহিরে রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয় বটে; পরন্তু সে বোধ অসত্য। ফলতঃ ঐ সকল চিত্তেরই অন্তর্গত, ইহাই সত্য[৩২,৩৪]। পুষ্পের অন্তর্গত গন্ধ পুষ্পবিকাশে বাহিরে প্রকটিত হয় এবং বটবীজের অন্তঃস্থ বটই বহির্ব্বিভাগে বিস্তৃত হয়। তাহার ন্যায় স্বীয় অন্তগত সৎ বস্তুতঃ আত্মাই এই সকল বহির্ব্বস্তুর আকারে চিত্তের দ্বারা প্রকটিত হই-য়াছেন। এ সকল বহিঃস্থ নহে, অন্তঃস্থও নহে, স্বরূপতঃ এ সকলের অস্তিতাও নাই। চিত্তের দ্বারা বা চিত্তের কল্পনায় যাহা যখন যে বেশে উৎপন্ন বলিয়া স্থির হয় তাহার তত্ত্ব তখন সেই রূপেই গৃহীত হয়[৩৬,৩৭]।

অতএব, আত্মতত্ত্ব নামক আন্তর বস্তুই বাহিরে জগদ্রূপে দৃষ্ট হওয়ার বিষয় বেদে বর্ণিত হইয়াছে। সে বর্ণনার মর্ম্ম—আত্মাই অহং ও জগৎ এই দ্বি প্রকারে স্ফুরিত হইতেছে। আত্মা স্বসন্নিধানস্থ চিত্তকেই তত্তৎ বাসনানুসারে চক্ষুরাদি দ্বারা বহির্জ্জগৎ এবং অন্তরে স্বপ্নাদিরূপ আন্তর জগৎ দর্শন করেন[৩৮।৩৯]। ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, বাহ্য ও আন্তর এই দ্বিবিধ জগৎ একই সদাত্মার দৃশ্য সুতরাং যদি উক্ত উভয় সদাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্কৃত হয় অর্থাৎ সদাত্মার অদৃশ্য হয় তাহা হইলে উক্ত দ্বিবিধ জগতের নাস্তিতা স্বতঃই প্রকটিত হইবে। অতএব, সৎস্বরূপ আত্মাই চিত্তরূপ আধির (অন্তরস্থ ব্যাধির) দ্বারা অভিহতপ্রভ (স্বপ্রকাশ ভাবের বিপরীতে অপ্রকাশভাব প্রাপ্ত) হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, নদ, নদী, সমুদ্র, ও কল্প প্রভৃতি কাল সুসম্পন্ন করিয়াছে। এই কারণে বেদে উক্ত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি অন্তর সদা সৎস্বরূপ আত্মায় রত, তিনি লোক দৃষ্টিতে অঙ্গ পরিচালনাদির দ্বারা বাহ্য ক্রিয়া সমুদয় সম্পাদন করিলেও সমাধিস্থ ও হর্ষশোকাদির অবশীভূত[৪০।৪৩]। অপিচ, যিনি প্রশান্তবুদ্ধি হইয়া অন্তরে সর্ব্বগত আত্মা সন্দর্শন করেন, হর্ষশোকাদির অনুসন্ধান না করেন, তিনি বাহিরে কর্ম্ম করিলেও সমাহিত[৪৪]। যিনি এই জগতের পূর্ব্বাপর অবস্থা বুদ্ধিযোগে দর্শন করতঃ জগৎ দৃষ্টির প্রতি উপহাস করেন তিনিও সমাহিত[৪৫]। তাহার হাস্যের কারণ এই যে, তিনি দেখেন, অহন্তা মমতা এবং জগতের উৎপত্তি বিনাশ সমস্তই ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ। কেননা, ইহার কিছুই পরমাত্মায় স্থিত নহে[৪৬]। দ্রষ্টা অর্থাৎ জীব বিভিন্ন, এ বোধ অর্থাৎ তুমি আমি তিনি, এ সকল ভেদ ভ্রান্তির মহিমা বা ফল[৪৭]। এতদ্ভিন্ন যিনি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিয়া শাস্ত্রের অবিরোধী কার্য্যে দেহপরিচালনাদি করেন, এবং কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদির ন্যায় হর্ষ শোক অমর্ষের অতীত হন, তিনিই যথার্থ শান্ত পুরুষ[৪৮]। যিনি সর্ব্বজীবে স্ব-স্বভাবে আত্মদর্শন ও পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রতুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী[৪৯]। যাহারা অজ্ঞ তাহাদেরই নিকট হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য্য অতনু অর্থাৎ অতিবিশাল। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞের নিকট তাহা অতিতুচ্ছ[৫০]। তাদৃশ পুরুষ থাকুন, আর যাউন, মরুন আর বাঁচুন, ভোগ্য পূর্ণ গৃহে বসতি করুন, আর না করুন, জনপূর্ণ

গৃহে অথবা জনশূন্য অরণ্যে অবস্থান করুন, কামচেষ্টায় ও মদ্যাদি পানে নর্ত্তন করুন, বা তদতীত হউন, সসঙ্গী থাকুন, অথবা অসঙ্গ হইয়া গিরিগুহায় বাস করুন, চন্দনাদি অনুলেপন অথবা ভস্ম গ্রহণ করুন, পাপ কার্য্য অথবা মহাপুণ্য কর্ম্ম করুন, তিনি অদ্যই মৃত হউন, বা কল্পান্তজীবী হউন, বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার নিকট সে সকল কিছুই নহে। তিনি কিছুই করেন নাই, করেন না ও করিবেন না। যেমন পঙ্কস্থ কনক মলিন হয় না, সেই প্রকার তিনি কোনও কিছুতে মলিন হন না[২১।২৩]। কলঙ্ক লিঙ্গশরীরকেই দূষিত করে সুতরাং তাহা লিঙ্গশরীরাভিমানী (অহং মম অভিমানধারী) অজ্ঞ পুরুষেই প্রকাশ পায়। অতএব, সর্ব্বমিথ্যাত্ব বোধের দৃঢ়তা ও সম্যক্‌ জ্ঞানের উদয় কলঙ্ক মার্জ্জনের প্রধান উপায়[২৭,২৮]। তুমি আমি ইত্যাদি ভেদবাসনা (সংস্কার) অনর্থ সমূহের প্রসূতি। বিচিত্র সুখ দুঃখ ও জন্ম প্রভৃতি ঐ সকল ভেদবুদ্ধি হইতেই উৎপন্ন হয়[২৯]। রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয় তাহা নিবৃত্ত হইলে তখন আর সর্প দর্শন হয় না। সেইরূপ, অহং ভাবের শান্তি হইলে তখন আর ভেদবুদ্ধি থাকে না[৩০]। কর্ম্ম করণ, ভোজন, দান, হোম, এ সকল তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে নিষ্কাম। তিনি ঐ সকল করুন বা না করুন, কিছুতেই তাঁহাদের ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না[৩১]। কর্ম্মে তাঁহাদের কোন প্রয়োজন নাই, করিলেও তাহাতে তাঁহাদের কোনও ফলোদয় হয় না[৩২]। যেমন উপলখণ্ডে পত্রাঙ্কুরাদি জন্মে না সেইরূপ তাঁহাতে ইচ্ছার বা বাসনার উদয় হয় না। তিনি আত্মজ্ঞ, যৎপরোনাস্তি পবিত্র, দ্বৈতজ্ঞানহীন, মহাত্মা ও আত্মস্বরূপ হইয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ আত্মাতেই অবস্থান করেন[৩৩।৩৪]।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

—◌()◌—

বশিষ্ঠ বলিলেন, মরিচ যেমন স্বতঃই তীক্ষ্ণস্বভাব, তেমনি, আত্মাও স্বতঃ চিৎস্বভাব। সেই চিৎস্বভাব আত্মা আপন জ্ঞাততার অভাবে তুমি আমি ও জগৎ প্রথায় প্রথিত হইতেছেন[১]। যে আত্মচৈতন্য "মরিচ তীক্ষ্ণ—বড় ঝাল" এইরূপ বোধে বিবর্ত্তিত হইতেছে সেই আত্মচেতনাই তুমি আমি জগৎ এবম্বিধ বিচিত্র বিশ্বাকারে বিবর্ত্তিত হইতেছে। যে চেতনা "ইহা লবণ" এইরূপ জ্ঞানে বিবর্ত্তিত হইতেছে সেই চেতনাই এই তুমি এই আমি এই জগৎ এবম্বিধ বিচিত্র বিশ্বাকারে বিবর্ত্তিত হইতেছেন[২]। "ইক্ষু মধুর" এই সংবেদন যে আত্মচৈতন্যের বিজৃম্ভণ, তুমি আমি জগৎ, এ সকল অনুভবও সেই আত্মচৈতন্যের বিজৃম্ভণ[৩]। যে চেতনা প্রস্তরানুগত হইয়া কাঠিন্য প্রথা বিস্তার করিতেছে, সেই চেতনাই তুমি আমি জগৎ ইত্যাদি ভেদে বিভিন্ন হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছে[৪]। যে আত্মচৈতন্য "পর্ব্বত গুরুভার" এইরূপ বুঝিতেছে, সেই আত্মচেতনাই তুমি আমি ও জগৎ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করিতেছে[৫]। ঐরূপ, যে আত্মা জলভাবান্বিত হইয়া দ্রবত্ব বোধের অধীন হইয়াছেন, সেই আত্মাই তুমি আমি জগৎ ও দেশ কালাদিরূপে প্রথিত হইতেছেন[৬]। যে আত্মচেতনা বৃক্ষের আকারে প্রকটিত হইয়া শাখা পল্লবাদি অনুভব করিতেছে, সেই আত্মচেতনাই তুমি আমি ইত্যাদি প্রকারে ভেদজ্ঞানবান্ হইয়া স্ফুরিত হইতেছেন[৭]। বহিরাকাশের শূন্যতা ও দ্রব্যান্তর্গত গগনের ছিদ্রতা, ঘটকুম্ভাদির নিবিড়তা, এ সমস্তই সেই আত্মচেতনার বিবর্ত্তন[৮।১০]। যে আত্মসত্তা সমাধ্যাদি কালে একত্বে পর্য্যবসিত হয় সেই আত্মসত্তা আবার সংসার দশায় বহুর ন্যায় অথবা বহু জীব হইয়া এই বিশ্বাগারে নৃত্য করেন[১১]। অন্তরাত্মার প্রকাশের যে নিরুপাধিক অবভাসন, তাহাই আজ্ সাংসারিক ভাব অর্থাৎ চিত্ত, অহং ও জীব প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতেছে[১২]। অন্তরাত্মারূপ চন্দ্রের যে চিদ্রূপ অমৃত, সেই চিদ্রূপ অমৃতই আজ্ অহন্তাদি রূপে উদিত

হইয়া তদাস্বাদনে রত হইয়াছে। মণির দীপ্তি মণিতেই প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় অহন্তাদি সমুদয় পরমাত্মাতেই সমুদিত হয়। পরমাত্মাই আগে অহন্তাবে ভাবিত, পরে তাহাতে তাহার আস্বাদের উদয় (তাহাও পরমাত্মার উদয়), তৎপরে তাহার গ্রহণ বা অগ্রহণ (তাহাও পরমাত্মার প্রকারান্তরতা প্রাপ্তি)[১৩।১৫]। অতএব, চিত্তাদি সমুদায় পরমাত্মারই মায়িক আভাসমাত্র। সুতরাং বাস্তবতঃ আস্বাদ ও আস্বাদক এ সকল ভেদ নাই। স্বাদ্য স্বাদক না থাকায় বাস্তবতঃ কেহই কিছু আস্বাদন করে না। এইরূপ, বেদ্যের ও বেদকের (জ্ঞাতব্যের ও জ্ঞাতার) অসম্ভাব প্রযুক্ত কেহ কিছুই বিদিত হয় না। চেত্যের অসম্ভাব বশতঃ অর্থাৎ চেত্য না থাকায় কেহ কিছুই চিন্তা করে না[১৬।১৭]। ফলতঃ একমাত্র অসদাভাস উপাধিনির্ম্মুক্ত সর্ব্বব্যাপী আত্মাই অনন্তাকৃতি হইয়া অবস্থান করিতেছেন। হে রঘুনাথ! আমি কেবল তোমার বোধ বর্দ্ধনের নিমিত্তই নানাপ্রকার বাক্‌ভঙ্গীর দ্বারা তোমার নিকট অহং মম ও দৃশ্যাদির অসম্ভাব বর্ণনা করিলাম। ফলতঃ অহং বল, চিত্ত বল, আর জগদাদি বল, নাম ব্যতীত বস্তু কিছু নাই। জলে দ্রবত্বের ন্যায় ও বায়ুতে স্পন্দতার ন্যায় অহন্তাদি জ্ঞপ্তিতেই অবস্থান করে। যেমন সেই দ্রবত্ব জলভিন্ন নহে, তদ্রূপ অহন্তাদিও জ্ঞপ্তিভিন্ন নহে[১৮।২২]। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নির্ম্মল ও অনাবরণ জ্ঞানী, সেই নিমিত্ত তিনি জ্ঞানের বিবৃদ্ধি বশতঃ সর্ব্বদা অভিহিত তত্ত্ব বিদিত আছেন। অহংমমাভিমানী স্থূল-দেহধারীরা দেহাদির প্রতি অধ্যাস কারণে উক্ত রহস্য বিদিত নহে[২৩]। ভ্রান্তিমান্ জীব যেমন যেমন ভ্রমে নিমগ্ন থাকিয়া ভজনাদি ব্যাপারে লিপ্ত হয়, ঈশ্বরও তাহার নিকট সেই সেই প্রকারে প্রকটিত হন[২৪]। অতএব, যে হেতু ঈশ্বর ও জীব উভয়ই চিদ্রূপ, সেই হেতু বুঝিতে হইবে যে, জীব ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে। জীবের কথাই বল, আর জীবভোগ্য বিষয়ের ও তদাধারভূত জগতের কথাই বল, চরমে (তত্ত্বজ্ঞান হইলে) সকলেরই চিদ্রূপতা পরিশেষিত হয়[২৫]। যেমন জীব ও ঈশ্বরের ভেদ নাই, তেমনি, বেদান্তোক্ত প্রাজ্ঞ তৈজসাদি বিভাগেরও বস্তুতঃ ভেদ নাই। ভেদ বোধ উত্থাপনকারী অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে এক অখণ্ড পূর্ণানন্দ একরসরূপ সাম্রাজ্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে[২৬]। অতএব, বুঝা উচিত যে, সমুদায় জগৎ পূর্ণ স্বপ্রকাশ, আনন্দৈকরস, বিষয়রূপ চিহ্নবর্জ্জিত, সুতরাং মহৎ ব্রহ্ম[২৭]।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি এই স্থলে কিরাতাধীশ সুরঘুর উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উপাখ্যানটী অতিপ্রাচীন ও বিস্ময়প্রদ[১]।

উত্তর দিকে হিমালয়নামক পর্ব্বতের কর্পূরধবল কৈলাস নামে এক শৃঙ্গ আছে। বিষ্ণুর ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায়, শচীপতির স্বর্গের ন্যায় ও ব্রহ্মার নাভিপদ্মের ন্যায় সেই কৈলাসশিখর শশিমৌলীর গৃহস্বরূপ[২।৪]। এই কৈলাস রুদ্রাক্ষ বৃক্ষে সুশোভিত এবং অপ্সরোগণে পরিবৃত। এই স্থান প্রমথগণের ও তাহাদের নারী গণের বিহরণ ভূমি (প্রমথগণ=শিবপার্ষদগণ)[৫।৬]। ভগবান্ শঙ্কর ইহার যে বিভাগে সর্ব্বদা সঞ্চরণ (গতিবিধি) করেন, সেই বিভাগের উচ্চ স্থান হইতে নিরন্তর নির্ঝর বারি নিপতিত হয়[৭]। এই কৈলাস লতা বৃক্ষ ও গুল্ম প্রভৃতির দ্বারা, বাপী হ্রদ নদ ও নদীর দ্বারা এবং বিবিধ মৃগ ও অন্যান্য প্রাণীর দ্বারা সর্ব্বদা সেবিত হয়[৮]। ঈদৃশ কৈলাস শৃঙ্গের পাদ দেশে হেমজটা নামে কতক গুলি কিরাত বাস করিত[৯]। তাহারা ঐ পর্ব্বতের পাদশৈলস্থ অরণ্য হইতে রুদ্রাক্ষ ও কাষ্ঠ প্রভৃতি আহরণ দ্বারা সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত[১০]। সুরঘু নামে এক ব্যক্তি তাহাদিগের নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ অতিবলশালী রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্য বিভবে গুহ্যকনায়ক কুবের অপেক্ষাও ধনশালী ও সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপান্বিত। নৃপতি সুরঘু স্বীয় প্রতাপে সুরগণের ঘোর শত্রু অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির, কাব্যরসে ও নীতি বিষয়ে শুক্রের সদৃশ ছিলেন এবং পরাক্রমে মূর্ত্তিমান্ মারুতের ন্যায় ছিলেন[১১।১৩]। দিবাকর যেমন দিন প্রবর্ত্তনে অশ্রান্ত, তাহার ন্যায় সুরঘু রাজকার্য্যে অশ্রান্ত। রাজকার্য্য করিতে যে পরনিগ্রহ ও পরানুগ্রহ করিতে হইত তজ্জনিত দুঃখে ও সুখে সময়ে সময়ে তিনি অভিভূত হইতেন[১৪।১৫]। সুরঘু কিছু দিন ঐরূপে প্রজাপালন করিলে, একদা কোন দুষ্ট ব্যক্তিকে নিগ্রহ

(পীড়ন) করিতে গিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাহাতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, অহো! আমি কি নিমিত্ত ইহাকে পীড়ন করিতেছি! আমি যেমন পীড়নে দুঃখানুভব করি, অন্যান্য প্রাণীও পীড়নে সেইরূপ দুঃখানুভব করে[১৬]। অতএব, পীড়নে প্রয়োজন নাই। পীড়ন না করিয়া ইহাকে কিছু ধন দেওয়া যাউক। কেননা, আমি যেমন ধনে সন্তুষ্ট হই, সেইরূপ, সমস্ত ব্যক্তিই ধনে সন্তুষ্ট হয়। লোককে সন্তুষ্ট করাই কর্ত্তব্য। নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে। পরক্ষণেই মনে হইল, তাই করা উচিত? কি দুষ্ট নিগ্রহ করা উচিত? দুষ্টের নিগ্রহ না করিলে প্রজা পুঞ্জের কষ্টই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সুতরাং দুষ্ট ব্যক্তির নিগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। দুষ্ট দমন করা কর্ত্তব্য কি না, এই বিষয়ে তিনি সন্দিহান হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এখন কি করা যায়? ইহাকে নিগ্রহ করিলেও কষ্ট ও অনুগ্রহ করিলেও কষ্ট। নিগ্রহ দ্বারা ইহার কষ্ট এবং অনুগ্রহদ্বারা প্রজাবর্গের কষ্ট[১৭।১৯]।

নৃপতির চিত্ত উক্ত প্রকারে দোলায়িত হইতে লাগিল। কোন এক পক্ষে সুস্থির হইল না। তৃষিতাবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তির চিত্ত যেমন মহা-সলিলাবর্ত্তে ভ্রমণ করে, বিশ্রাম প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ, তদীয় চিত্ত এক বার নিগ্রহ বিষয়ে ও অন্যবার অনুগ্রহ বিষয়ে ভ্রমণ করিতে লাগিল[২০]। একদা মাণ্ডব্য মুনি নারদমুনির ন্যায় যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নৃপতির বাসভবনে সমাগত হইলেন[২১]। সুরঘু সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত পূজা করিয়া কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিদ! হে মহামুনে! আপনিই আমার সর্ব্বসন্দেহবিষবৃক্ষের সুশাণিত পরশু। ভবদীয় সমাগমে আজ্ আমি পরমা নির্বৃতি প্রাপ্ত হইলাম। যখন ভবাদৃশ মহাত্মা ব্যক্তির সদয় নেত্র আমাকে অবলোকন করিয়াছে, তখন আমি অদ্য অবশ্যই আমাকে ধন্য ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া গণনা করিতে পারি[২২।২৩]। হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সকল সংশয়ের বিনাশক। এক্ষণে আপনার শ্রমাপনোদন হইয়াছে। সেইজন্য আমি আপনাকে কিছু বলিতে চঞ্চল হইতেছি। অতএব আপনি অদ্য ভাস্করের তিমিরাপহরণের ন্যায় আমার সংশয় অপহরণ করুন[২৪]। হে সর্ব্বজ্ঞ! আর্ত্তিবিদ্ প্রাজ্ঞগণ সন্দেহকে মহতী পীড়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি সেই সন্দেহরূপ আর্ত্তিদ্বারা অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়াছি।

তাই আমার প্রার্থনা—আপনি আমার আর্ত্তি নিরাকরণ করুন। হে মহাত্মন্! মহাত্মগণের সঙ্গমে সকল আর্ত্তিই সূর্য্যাগমে অন্ধকারের ন্যায় পলায়ন করে। হে মুনে! সিংহনখদ্বারা মাতঙ্গের ন্যায় নিগ্রহানুগ্রহ-সমুদিত চিন্তাদ্বারা আমি সাতিশয় আকৃষ্ট ও পীড়িত হইতেছি। অতএব, হে মান্য! যদ্দ্বারা আমার মতি হইতে সন্দেহ দূরীভূত ও তাহাতে সমতা সমুদিত হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার বিধান করুন[২৭।২৮]।

মাণ্ডব্য বলিলেন, ভূপতে! সন্দেহাদিরূপ মনোদৌর্ব্বল্য কেবল স্বীয় পৌরুষ, প্রযত্ন, ও আত্মবিজ্ঞান দ্বারা বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে[২৯,৩০]। অতএব, হে রাজন্! তুমি মনোদ্বারা স্বশরীরগত ইন্দ্রিয়গণের বিচার কর। "তোমার ইন্দ্রিয়গণ কি, তাহারা কিরূপ, তুমি কে, আমি কে, মৃত্যু কি, জন্মই বা কি, এই জগৎ কি, কি প্রকারেই বা ইহার উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হয়" এই সমুদয় বিচার কর, আশু মহত্তা প্রাপ্ত হইবে[৩১।৩২]। ঐ সকল বিষয় বিচার করিতে করিতে আত্মস্বভাব পরিজ্ঞাত হইবে, তাহাতে তোমার চিত্ত আর কদাপি হর্ষবিষাদাদি প্রাপ্ত হইবে না[৩৩]। তখন তোমার মন বিজ্বর ও সমতা প্রাপ্ত হইবে। হে অনঘ! তোমার মন সমতায় অবস্থিত হইলেই তুমি কল্পনাকলঙ্কবিহীন ও শমতা প্রাপ্ত হইবে। তখন তোমার চিত্ত মহত্তা প্রাপ্ত হইয়া বারণ যেমন গোষ্পদে মগ্ন হয় না তেমনি তুমিও সংসারবৃত্তিতে নিমজ্জিত হইবে না[৩৪,৩৮]। মনঃই কার্পণ্য দোষে (কার্পণ্য=কামনা পরিত্যাগ করিতে না পারা) গোষ্পদে মশকের ন্যায় ক্ষুদ্র বৃত্তিতে নিমজ্জিত হয়[৩৯]। চিত্ত আপনার দীনতার দ্বারা বাসনাযুগ্‌ দুঃখে কীটের ন্যায় নিমগ্ন হয়[৪০]। অতএব হে মহাবাহো! মন যাবৎ না বিচার দ্বারা পরমাত্মা পরিজ্ঞাত হয়, তাবৎ সে এই সাংসারিক ভাবাভাব পরম্পরা গ্রহণ করিবেই করিবে। চিত্ত যখন তন্ন তন্ন অনুসন্ধানের পর চরম সীমায় অদ্বয় পরমাত্মারই অস্তিতা ও দৃশ্যবিশ্বের অনস্তিতা (ভ্রান্তিময়ত্ব) দেখিতে সক্ষম হয় তখনই সে এই সকল মিথ্যা দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ঋষিগণ বলিয়াছেন, যাবৎ না সমুদয় কল্পনা পরিত্যক্ত হয়, তাবৎ আত্মলাভ হয় না। কেননা, সমুদয় কল্পনা পরিত্যাগে এক মাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকে। যখন সামান্য সাধক ত্যাগশীল না হইলে সিদ্ধি লাভে সমর্থ হয় না, তখন পরমাত্মরূপ মহাবস্তু লাভ করিতে হইলে কি প্রকার

ত্যাগ অঙ্গীকার করা আবশ্যক তাহা তুমি স্বয়ংই বিবেচনা করিতে পার আত্মলাভের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব পরিত্যাগও শ্রেয়ঃ। সমুদয় দৃশ্য পরিত্যক্ত হইলে যে দ্রষ্টা মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই তুমি পরমাত্মা বলিয়া বিদিত হইবে। হে রাজন্! এই কার্য্যকারণময় বিশ্ব যৎ কর্তৃক ও যাহাতে বিজৃম্ভিত হইতেছে এবং মন স্বীয় দেহকে বিনষ্ট করিয়া, যে সন্মাত্র অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই সন্মাত্রতাকেই তুমি পরমাত্মা বলিয়া জানিবে॥১।৪৮।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

-◌()◌()◌-

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুনন্দন! মাণ্ডব্য মুনি সুরঘুকে ঐরূপ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় মণ্ডপে গমন করিলেন[১]। সুরঘু মাণ্ডব্য গমনের পর একাকী নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কে[২]? আমি মেরু নহি, মেরুও (মেরু সুমেরু পর্ব্বত) আমার নহে। জগৎও আমি অথবা আমার নহে। যেমন এই নগনাগেন্দ্রসঙ্কুল কিরাতমণ্ডল আমি নহি ইহা বিস্পষ্ট তেমনি উহা আমারও নহে। "কিরাত মণ্ডল আমার" "আমি রাজা" ইহা কেবল সঙ্কেত অর্থাৎ আমারই মলিন বুদ্ধির কল্পনা মাত্র[৩।৪]। সত্য সত্যই কি আমি কিরাতপতি? তাহা নহে। এবং কিরাতগণও আমার নহে। "আমি, আমার"—এ সকল সঙ্কেত বাক্য ব্যর্থ কল্পনা প্রভব। অতএব, বলবাহনাদিযুক্ত রাজ্য যে আমা হইতে ভিন্ন ও মদীয় কল্পনা মাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই[৫।৮]। এক্ষণে দেখা যাউক, এই হস্তপদাদি বিশিষ্ট দেহ আমি কি না? ইহাকেই আমি এ যাবৎ আমি বলিয়া জানিয়া আসিতেছি, এক্ষণে বিচারে কি দাঁড়ায় তাহা দেখা যাউক[৯]। এই দেহ মাংসাস্থিসঙ্কুল ও জড়, সুতরাং ইহার সহিত আমার লিপ্ততা কৈ[১০]? মাংস অচেতন, কিন্তু আমি তাহা নহি। ঐরূপ রক্তও অচেতন, অস্থিও অচেতন, অন্যান্য ধাতুও অচেতন। চেতন আমি ঐ সকল হইতে বিভিন্ন[১১]। আমি কর্ম্মেন্দ্রিয়ও নহি, কেননা, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও জড়। এমন কি দেহে যে কিছু সে সমস্তই জড় কিন্তু আমি চেতন। ভোগ আমি নহি এবং আমারও নহে। সুতরাং বুদ্ধীন্দ্রিয়গণও ঐরূপ[১২।১৩]। সংসারের মূল মন, তাহাও জড় বলিয়া আমা হইতে ভিন্ন। বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই দুই সঙ্কেতও মনের কার্য্য বিশেষের উপর কৃত হইতেছে[১৪]। অতএব, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, ভূত বা শরীর, ইহার কিছুই আমি নহি। আমি ঐ সকলের অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট। আমি

দেখিতেছি, যাহা ঐ সকলের অতীত, তাহার আখ্যা বা নাম জীব, তাহাও তত্ত্বতঃ আমি নহি। অর্থাৎ জীবও আত্মার তাত্ত্বিক রূপ নহে। কেননা, তাহাতেও দৃশ্যকলঙ্কের সম্পর্ক রহিয়াছে[১৫]।[১৬]। * যদি আমি দৃশ্যভাব পরিত্যাগী হই তাহা হইলে আমি বিকল্পবর্জ্জিত বিশুদ্ধ চেতনা মাত্রে অবশেষিত হই। অতএব, তাহাই আমি, বা তাহাই আমার প্রকৃত স্বরূপ[১৭]। কি আশ্চর্য্য! আমি যে এক মাত্র অনন্তাত্মা তাহা আমি এত দিন অবগত হইতে পারি নাই। একমাত্র তন্তু যেমন বহুসংখ্যক মুক্তার অন্তরে অবস্থান করে, সেইরূপ, এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা আমি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় মহাভূত গণের অন্তরে অবস্থান করিতেছি। সেই ব্রহ্ম নামধারী পরমাত্মাই আমি অশেষ দিক্‌বিদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া অবস্থান করিতেছি। আমিই সেই ব্রহ্মচৈতন্য। যিনি ব্রহ্ম তিনি চেত্যাশয়বিবর্জ্জিত, সর্ব্বভাবগত, সূক্ষ্ম, সর্ব্বশক্তি ও সকলের অন্তরাত্মা। এই জগতে যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসমুদয়ই মনঃস্পন্দন মাত্র, সুতরাং অনিত্য। সেই মনই আমাকে মিথ্যা নৃপবিভ্রম দর্শন করাইয়াছে[১৮]।[২৬]। মন উক্ত চিদাকাশের মহিমায় দেহরথে থাকিয়া নটের ন্যায় জগদ্রূপ নৃত্য নির্ব্বাহ করিতেছে। কি কষ্টের বিষয়! এত কাল আমি বৃথা নিগ্রহ ও অনুগ্রহ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলাম। জানিতাম না যে, ঐ সমস্তই কেবল দেহনিষ্ঠ। অহো! এখন বুঝিয়াছি, দুর্দ্দর্শন বিনষ্ট হইয়াছে, যাহা দ্রষ্টব্য তাহা দেখিতে পাইয়াছি, যাহা প্রাপ্য তাহা পাইয়াছি[২৭]।[৩১]। জগতীস্থ যে কিছু দৃশ্য, সমস্তই অসার ও অনিত্য। এতদাধার চিদংশমাত্র নিত্য বা সত্য। এখন দেখিতেছি, বুঝিতেছি, নিগ্রহানুগ্রহই বা কি? হর্ষ অমর্ষই বা কি? সুখই বল, আর দুঃখই বল, সমস্তই বিরাট ব্রহ্ম। এতাবৎ কাল এ বিষয়ে বিমূঢ় ছিলাম, এক্ষণে সৌভাগ্যবলে উক্ত মোহ অপগত হইয়াছে[৩২]।[৩৪]। আত্মার একরস ও পূর্ণস্বভাব সাক্ষাৎকৃত হইলে শোক, মোহ, ক্রিয়া, কর্ত্তা, প্রেক্ষণ, অবস্থান, গমন ও আগমন; সমস্তই তখন অসম্ভব হয়। যে দিক্ দৃষ্টি করি, সর্ব্বত্রই দেখি, একমাত্র চিদাকাশ

* দৃশ্যকলঙ্ক অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয় জড় ভাব। দৃশ্য পরিত্যাগী অর্থাৎ জড় ভাব পরিত্যাগী।

বিরাজিত। অতএব হে সুন্দর! হে চিদাকাশ! তোমাকে নমস্কার৩৫।৩৬। অহো! ভাগ্যক্রমে আজ্ আমি প্রবুদ্ধ হইলাম, যাহা পরম সত্য তাহা বিদিত হইলাম। যে হেতু আমি অসীম অপরিচ্ছিন্ন এবং আমার যে এই তত্ত্বজ্ঞানের উদয়, তাহাও আমি, সেই হেতু আমাকে আমার নমস্কার৩৭। আমি আজ্ নিরঞ্জন পরম পদ শান্ত আত্মায় স্থিতি লাভ করিলাম৩৮।

একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্টিতম সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, কিরাতাধিপতি সুরঘু উক্ত প্রকারে বিবেকানুসন্ধান দ্বারা গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্তির স্থায় উৎকৃষ্ট ব্রহ্মত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবধি তিনি লৌকিক বৈদিক কার্য্য পরম্পরা পরিত্যাগ না করিলেও তদ্দারা খেদ প্রাপ্ত হইতেন না। তিনি গত-জ্বর অর্থাৎ চিন্তা বর্জ্জিত হইয়া যথোপস্থিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করি-তেন এবং উদারতা ও গম্ভীরতা দ্বারা প্রশান্ত অম্ভোনিধির শোভা ধারণ করিয়াছিলেন[১।২]। তাঁহার চিত্ত অনর্থপ্রদ কার্য্যে দুঃখিত বা অর্থপ্রদ কর্ম্মে হৃষ্ট হইত না এবং তিনি সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মৎসর ও নিরহঙ্কার হইয়াছিলেন। তদবধি তিনি না দয়ালু, না নির্দ্দয়, না সুখী, না অসুখী, না অর্থী এবং না অনর্থী ও নির্দ্বন্দ্ব হইয়াছিলেন[৫।৬]। সমদর্শন, চাপল্য বর্জ্জন ও অন্তঃশীতলতার দ্বারা তিনি পূর্ণচন্দ্রের স্থায় বিরাজ করিয়া-ছিলেন[৭]। সমস্ত জগৎ একমাত্র চিত্তত্বের কলনা, এইরূপ বুঝিয়া তিনি সুখ দুঃখের অতীত অর্থাৎ নির্ব্বিকার হইয়াছিলেন। তাঁহার মতি প্রশান্তসুখদুঃখশ্রী হইয়া পূর্ণেন্দুশ্রী ধারণ করিয়াছিল। তিনি শয়নে ভোজনে গমনে কার্য্যকরণে সর্ব্বক্ষণই সমাধিস্থ থাকিতেন। এই রাজীব লোচন রাজা সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া যথোচিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন[৮।১০]। অনন্তর তিনি দেহ নামক সন্নিবেশ পরিত্যক্ত হইলে পরমাত্মায় অব-স্থান করিয়াছিলেন। তখন তিনি ঘট ভঙ্গে ঘটাকাশের মহাকাশে পর্য্যবশেষিত হওয়ার স্থায় গতশোক ও স্বকীয় মহান্ আত্মায় পর্য্য-বশেষিত হইয়াছিলেন[১১।১৩]।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টিতম সর্গ।

—০()•()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! তুমিও সুরঘুর ন্যায় বীতশোক আনন্দপদ প্রাপ্ত হও। তুমিও তাহার ন্যায় দেহাদির প্রতি আত্মদৃষ্টি পরিত্যাগী হও। শিশুদিগের মন যেমন গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইলে নানা প্রকার ভয় কম্পাদি দুঃখ অনুভব করে তাহার ন্যায় চিত্তও অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন হইলে সংসার দুঃখ অনুভব করে[১।২]। অতএব, তুমি যদি সুরঘুর ন্যায় বিবেকী হইতে পার, তাহা হইলে তুমিও তাদৃশী নির্ব্বৃতি লাভ করিবে এবং তোমার চিত্ত তখন আর মোহ কূপে নিমগ্ন ও ক্লেশপ্রদ হইবে না[৩]। তাই বলিতেছি, তুমি উক্ত প্রকার পবিত্রকারিণী দৃষ্টি (দর্শন্ বা বোধ) অবলম্বন করতঃ সদা একসমাধান হইবে[৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে মুনীশ্বর! একসমাধান কাহাকে কহে এবং কি প্রকারেই বা তাহা নিষ্পন্ন হইবে? আমি দেখিতেছি, মন বাতাহত ময়ূরপিচ্ছাগ্রের সমান চপল ও দুর্নিগ্রাহ্য[৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! শ্রবণ কর। উক্ত সুরঘু ও রাজর্ষি পর্ণাদ উভয়ের অভিমত এক অদ্ভুত সংবাদ বলিব[৬]। হে রঘুনাথ! উক্ত রাজর্ষিদ্বয়ের একসমাধান বিষয়ে যে গল্প লোকপরম্পরায় বিশ্রুত আছে, তাহাই আমি তোমার নিকট বর্ণন করিব[৭]। পারসিক দেশে পরিঘ (পর্ণাদ) নামে এক বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। তিনি সুরঘুর মিত্র। একদা সেই দেশে দুর্ভিক্ষজননী মহতী অনাবৃষ্টি হইলে তদীয় বহুতর প্রজা ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ পরিত্যাগ করিল[৮।১১]। ক্ষুধানলে দগ্ধজঠর হইয়া প্রজাপুঞ্জ অকালে কালকবলে আত্মসমর্পণ করিতেছে দেখিয়া দয়াপ্রবণ নৃপতি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং সেই বিষম বিপদের প্রতিকারার্থ অশেষবিধ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রতিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে বৈরাগ্য বশতঃ রাজ্যভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যার্থ অরণ্যগামী হইলেন এবং প্রজাবর্গের অবিজ্ঞাত এক গহন বিপিনে গমন করিয়া পলিত পর্ণ (পত্র) ভোজনে জীবন ধারণ ও

ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। পর্ণ ভক্ষণে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া শেষ জীবনে তিনি পর্ণাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন[১২।১৩]।

রাজর্ষি পর্ণাদ উক্ত প্রকারে সহস্রবৎসর যাবৎ তপস্যা করিলে তাঁহার আত্মপ্রসাদসম্ভূত পরম জ্ঞান সমুপস্থিত হইল[১৭।১৮]। অনন্তর তিনি সিদ্ধগণের ন্যায় যথেচ্ছ ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে করিতে একদা স্বীয় মিত্র হেমজটাপতি সুরঘুর সদনে সমুপস্থিত হইলেন। সুরঘু মিত্রসমাগমে প্রফুল্ল হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনাদি করিলেন[১৯।২২]।

অনন্তর সেই মিত্রদ্বয় পরস্পর আলিঙ্গন করতঃ একাসনে সমাসীন হইয়া পরস্পর মিত্রদর্শনজনিত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সুরঘু কহিলেন, অদ্য আমার পুণ্যক্রিয়া কল্যাণফল প্রসব করিল। আমি যে বহুকাল পরে ভবাদৃশ পরম মিত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম, ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য আর কি আছে[২৩।২৪]?

পরিঘ কহিলেন, বন্ধো! আমারও চিত্ত আজ্ ভবদ্দর্শনে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমার চিত্ত আজ্ চন্দ্রমণ্ডল মগ্ন চিত্তের ন্যায় সুশীতল হইয়াছে। যেমন পল্বলতটে ছিন্নশাখ ও অচ্ছিন্নমূল বৃক্ষ শত শাখায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় বিচ্ছেদের পর সংযোগ হইলে অকৃত্রিম প্রেম ও সুখ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে[২৫।২৬]। হে সাধো! আমাদের সেই সেই প্রাক্তন আলাপ, চেষ্টা ও ক্রীড়াদি স্মৃতিপথে যতই উদিত হইতেছে ততই আমি হৃষ্ট হইতেছি[২৭]। আপনি মাণ্ডব্য প্রসাদে যাহা জ্ঞাত হইয়াছেন আমিও ঈশ্বরপ্রসাদে সেই আত্মপ্রসাদ (জ্ঞান) প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বন্ধো! এখন ত তোমার চিত্ত দোষনির্ম্মুক্ত হইয়াছে? তুমি ত এখন পরম কারণে বিশ্রান্ত[২৮।২৯]? এখন ত তোমার চিত্ত শরদিন্দুর ন্যায় নির্ম্মল? এখন ত তুমি সমদৃষ্টির দ্বারা কার্য্যপরম্পরার অনুষ্ঠান করিতেছ[৩০।৩১]? তোমার প্রজাবর্গ ত আধিনির্ম্মুক্ত হইয়া সুখে কালযাপন করিতেছে[৩২]? ধরা ত তোমার প্রজাদিগের জন্য সন্তোষের সহিত ফলশালিনী হইতেছেন? তোমার সুযশ ত দিগন্তব্যাপী হইতেছে[৩৩।৩৪]? এই সকল দিক্ ত তোমার সদ্গুণে বিভূষিত হইতেছে? তোমার রাজ্যের শস্যক্ষেত্র সমূহ ত কৃষক দিগের অভিমত ফল প্রসব করিতেছে? গ্রামে গ্রামে কুমারীগণ ত তোমার গুণ গান করে[৩৫।৩৬]? ধান্য, ধন, বিভব, ভৃত্য, পুত্র, কলত্র ও নগর বিষয়ে ত

মঙ্গল[৩৭]? তোমার দেহ ত আধি ব্যাধি বিহীন হইয়া ঐহিক পারত্রিক পুণ্য ফল প্রাপ্ত হইতেছে[৩৮]? তোমার মন ত আপাতরম্য অথচ পরম শত্রু বিষয় সর্পের প্রতি বিরক্ত রহিয়াছে[৩৯]? অহো! কি আশ্চর্য্য! দীর্ঘকাল আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম, আজ্ আবার কাল আমাদিগকে সংযুক্ত করিয়াছে[৪০]। হে সখে! সংযোগ ও বিয়োগ এতদুভয় জনিত এমন সুখ দুঃখ দশা (অবস্থা) নাই, যাহা জীবিতাবস্থায় না দেখা যায়[৪১]। নিয়তির ব্যবস্থা অতি অদ্ভুত! কারণ এই যে, ভবাদৃশ অকৃত্রিম মিত্রের যে পুনঃ সঙ্গ লাভ হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও অনুভব করি নাই। ক্ষিতিতলে এমন ব্যক্তি নাই, যিনি মিলন ও বিচ্ছেদ জাত সুখ দুঃখ অনুভব না করিয়াছেন[৪২]।

সুরঘু বলিলেন, ভগবন্! নিয়তির গতি সর্পগতির অনুরূপ অর্থাৎ কুটিল ও নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। দেখুন, আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইলেও অদ্য আমি ভগবৎ প্রসাদে আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। আপনি মহাসত্ব; অতএব আপনার আগমনে যে, আমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল, তাহা বলা বাহুল্য। আপনার আগমনে আমরা পবিত্র হইয়াছি, আমাদের তাপ পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, পুণ্যফল ফলিত হইয়াছে[৪৩।৪৬]। হে রাজর্ষে! আপনার সমাগমে মদীয় পুরস্থিত সম্পত্তি সমূহ আজ্ সফল ও শতশাখে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে[৪৭]। হে মহানুভাব! আপনার বচনাবলি ও দৃষ্টি যেন অমৃতবর্ষণ করিতেছে। অদ্য আমি জানিলাম, সাধু সমাগম সত্য সত্যই মোক্ষসুখের দাতা[৪৮]।

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মিত্রদ্বয় পরস্পর ঐরূপ ঐরূপ প্রাক্তন স্নেহগর্ভ বিশ্রম্ভালাপ করার পর পরিঘ (পর্ণাদ) বলিলেন, হে মিত্র! এই সংসার ক্ষেত্রে যে সকল কর্ম্ম কৃত হয় সে সমস্তই সমাহিতচিত্ত পুরুষের সুখাবহ, পরন্তু অসমাহিতের সুখাবহ নহে[১।২]। সেই জন্য আমার জিজ্ঞাস্য—তুমি সেই পরম বিশ্রামাশ্রয় শ্রেয়োজনক সমাধির অনুষ্ঠান করিয়া থাক কি না[৩]।

সুরঘু কহিলেন, রাজর্ষে! সমাধি কিরূপ? সমাধি বিষয়ে আমি বুঝি, যাহা সর্ব্বসঙ্কল্পবর্জ্জিত, পরম বিশ্রান্তিস্থল ও পরম শ্রেয়ঃ, তাহাই আমার মতে উত্তমা সমাধি[৪]। হে মহাত্মন্! তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ব্যবহার বর্জ্জিত ও ব্যবহারে অবস্থিত, যে অবস্থাতেই থাকুন, কদাপি তাঁহারা অসমাহিত নহেন[৫]। নিত্যপ্রবুদ্ধ আত্মৈকনিষ্ঠ মহাত্মগণ কার্য্যকরণে নিযুক্ত থাকিলেও সমাধিযুক্ত[৬]। চিত্ত যদি বিশ্রান্ত না হয়, যদি চিত্তবিক্ষেপের শান্তি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বদ্ধপদ্মাসনোপবিষ্ট ও কৃতব্রহ্মাঞ্জলি হইয়া কি করিবে? বিক্ষিপ্ত চিত্তের সমাধি কোথায়[৭]? হে ভগবন্! মহাত্মগণ বলিয়া থাকেন যে, আশারূপ তৃণের পাবক স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানই সমাধি; মৌনস্থিতি সমাধি নহে[৮]। হে সাধো! যাহারা নিত্যতৃপ্ত ও তত্ত্বদর্শী তাহারাই সমাহিত এবং তাহাদের তাদৃশী প্রজ্ঞাই সমাধি[৯]। যাহার দ্বারা পুরুষ অক্ষুব্ধ নিরহঙ্কার স্থির অর্থাৎ মানাবমানাদি দ্বন্দ্ব বিষয়ে অনুদ্বিগ্ন ও সুমেরু সদৃশ স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয় তাহাই আমার মতে সমাধি[১০]। নিশ্চিন্ত ও হেয়োপাদেয় বর্জ্জিত মনোগতিই শাস্ত্রে সমাধি বলিয়া বর্ণিত আছে[১১]। যেমন কাল অনন্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও কদাচ স্বীয় গতি বিস্মৃত হন না, সেইরূপ, জ্ঞানিগণও চিত্তব্যবহারে নিরত থাকিয়াও আপনার চিন্মাত্রতা বিস্মৃত হন না। চিত্ত যে দিন পরমাত্মবোধ প্রাপ্ত হইবে সেই দিন হইতেই সঞ্জাত সমাধি অচ্ছিন্ন বা অক্ষুণ্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে[১২]। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির

সমাধি (ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি) বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। যেমন দিবসে সৌরালোকের বিরাম হয় না, সেইরূপ, প্রবুদ্ধ পুরুষের প্রজ্ঞাও (ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি) বিদেহ কৈবল্য না হওয়া পর্য্যন্ত বিনিবৃত্ত হয় না[১৩।১৪]। যেমন অজস্র প্রবাহিতা নদীর স্রোত ক্ষণকালও রুদ্ধ থাকে না, সেইরূপ, প্রবুদ্ধ পুরুষের সম্যক্ বোধও ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থগিত থাকে না[১৫]। কাল যেমন স্বীয় কলা মুহূর্ত্ত ও সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতিকে বিস্মৃত হয় না, তাহার ন্যায় প্রাজ্ঞ জনের বোধও স্বাত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয় না[১৬]। যেমন বায়ুর গতি অনবরুদ্ধ, সেইরূপ, প্রাজ্ঞ পুরুষের আপনার চিন্মাত্রতা বোধ অনবরুদ্ধ অর্থাৎ সদা অপ্রচ্যুত[১৭]। সূর্য্যাদিই কালের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। তাহাদের গতিও নিরন্তরিত। সেইরূপ, চিদাত্মার চৈতন্যস্ফূর্ত্তিও নিরন্তরিত[১৮]। জ্ঞানীর সম্বন্ধে এমন কাল নাই যাহাতে সে আত্মজ্ঞান বর্জ্জিত থাকে[১৯]। যেমন গুণীর গুণহীনতা অসম্ভব, তেমনি, আত্মসম্বিৎ বর্জ্জিত আত্মজ্ঞও অসম্ভব[২০]। অতএব, আত্মতত্বজ্ঞ লোক আপনাকে সর্ব্বদাই সমাহিত বলিয়া "আমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও শান্তাত্মা" এতদ্রূপে বিদিত থাকেন[২১]। অপিচ, তাঁহারা ইহাও মনে করেন, মদীয় উক্ত প্রকার সমাধির ভঙ্গ নাই[২২]। তথা মদীয় মন যাহা জানিয়াছে তাহাতে তাহার কোনও সময়ে অসমাধি নাই। যে হেতু একমাত্র আত্মতত্বই আছে, অন্য কিছু নাই, সেই হেতু, আমার নিকট সমাধি অসমাধি দুএর কিছুই নাই। আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বগ, সর্ব্বরূপ, সুতরাং সমাধি ও অসমাধি তদন্তর্গত[২৩।২৪]। সততসমদর্শী নিত্যোদিত আত্মার নিকট সমাধি প্রভৃতি বাক্য (কথা) প্রপঞ্চমাত্র। সুতরাং সমাধি অসমাধি রূপ ভেদ বস্তুতঃ অপ্রসিদ্ধ[২৫]।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ ।

—০()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজীবলোচন! সুরঘু, ঐরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে মহাত্মা পরিঘ পরমানন্দিত হইয়া উদারগম্ভীর বাক্যে কহিলেন, রাজন্! তুমি প্রবুদ্ধ হইয়াছ, এবং তৎ পদও প্রাপ্ত হইয়াছ। তাই তুমি শীতলান্তঃকরণ হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছ[১]। পদ্ম যেমন মধুপূর্ণ, শোভান্বিত ও শীতল, তদ্রূপ, তুমিও মধুপূর্ণ, শ্রীসমন্বিত, স্নিগ্ধ ও সুশীতল। তোমার আনন্দই তোমাতে মধুস্থানীয়[২]। তুমি নির্ম্মল, মহান্, পূর্ণ ও গম্ভীর সমুদ্রের ন্যায় বিরাজিত[৩]। অহঙ্কার বিনষ্ট ও আনন্দপূর্ণ হওয়ায় তুমি শরদাকাশের ন্যায় নির্ম্মল মূর্ত্তি হইয়াছ। তুমি এখন স্বস্থ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বত্র পরিতুষ্ট ও বীতরাগ[৪।৫]। তুমি সার অসার ও দৃশ্য সংসারের স্থিতিরহস্য বিদিত হইয়াছ[৬]। হে ভাবাভাব বিভাগজ্ঞ! তোমার ঐ দেহ এখন ভোগ রাগিতাদি অবস্থা হইতে নির্ম্মুক্ত ও মুদিতাশয়যুক্ত হইয়াছে[৭]। অমৃত সাগর যেমন অমৃতের দ্বারা পরিপূর্ণ সেইরূপ তোমার অন্তর আজ্ যার পর আর বস্তু নাই তাদৃশ বস্তুর (আত্মার) দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় আপনিই আপনার মহিমায় তৃপ্ত রহিয়াছ[৮]। সুরঘু বলিলেন, হে মুনে! এমন বস্তু নাই যাহা আমাদের নিকট উপাদেয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যে কিছু দৃশ্য—সমস্তই নগণ্য অর্থাৎ তুচ্ছ[৯]। উপাদেয়ের অভাবে হেয়ও কিছু নাই[১০]। সমুদায় ভাব (উৎপত্তিমান্) তুচ্ছ। সুতরাং স্তুতি নিন্দাও দূরে পরিত্যক্ত[১১।১২]। অনুরাগ প্রযুক্তই স্তুতি ও নিন্দা, তাদৃশ অনুরাগ ইচ্ছারই মূর্ত্তি, যাঁহারা মহাবুদ্ধিধর তাঁহারা ঐ সকল তুচ্ছ বিষয় ইচ্ছা করেন না, মহোদার বস্তুই (আত্মার ব্রহ্মভাব) ইচ্ছা করেন[১৩]। শ্রী বল, স্ত্রী বল, শৈল বল, সমুদ্র বল ও অন্যান্য ভূত (জায়মান) সমস্তই অসার[১৪]। এই জর্জ্জরপ্রায় মাংসাস্থিময় ও কাষ্ঠাদিময় জগতের কিছুই সত্য নহে। ইহা বাঞ্ছনীয়

নহে[১৫]। বাঞ্ছনীয় না হওয়ায় সুতরাং বাঞ্ছাও বিনিবৃত্ত এবং তদনুগামী রাগদ্বেষাদিও বিনষ্ট[১৬]। হে মুনে! এ সমুদায়ই আমার; যে হেতু আমিই এক মাত্র এই ভাবাভাবসঙ্কুল দৃশ্যের দর্শক। এ বিষয়ে আর অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, শেষ কথা এই যে, সর্ব্বত্র সমতা অবলম্বন করিলেই উত্তমা স্থিতি প্রাপ্ত হওয়া যায়[১৭]।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

-০()০()০-

বশিষ্ঠ বলিলেন, সুরঘু ঐরূপ কহিয়া স্থির ভাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর মহাত্মা পর্ণাদ তাঁহাকে অভিনন্দন ও আলিঙ্গন করিয়া এবং স্বয়ং অভিনন্দিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সুরঘুও স্বকার্য্যে গমন করিলেন[১]।

হে রাঘব! জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় পরম্পরা শ্রবণ করিলে। এক্ষণে তুমি উক্ত প্রকার জ্ঞান আহরণ করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হও[২]।

হে রঘুপতে! জ্ঞানিগণ সহ তত্ত্ব বিচারে প্রজ্ঞা পরিমার্জ্জিত হয় এবং তদ্দ্বারা হৃদয়াকাশস্থ অহঙ্কার মেঘ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়[৩]। চিত্ত তখন শরদাকাশের ন্যায় নির্ম্মল, বিস্তৃত ও সর্ব্বজীবের আহ্লাদকারী হয়। ঐরূপ হইলেই ধ্যেয়, শরণ্য ও আনন্দপ্রচুর পরমাত্মা নামক চিদাকাশে স্থিতি লাভ হইয়া থাকে[৪।৫]। যে ব্যক্তি সদা অধ্যাত্মময়, যাহার চিত্ত সদা অন্তস্তত্ত্বে ও সদা চিত্তত্ত্বানুসন্ধানে নিমগ্ন, দুঃখ শোক তাহাকে কদাচ বাধ্য করিতে পারে না[৬]। লোকের দৃষ্টিতে অর্থাৎ লোকে দেখে বটে তিনি ব্যবহার রত ও রাগদ্বেষাদিযুক্ত, কিন্তু তিনি অন্তরে নিষ্কলঙ্ক। জলগত পদ্ম যেমন জলে নির্লিপ্ত, সেইরূপ, তিনিও লোকদৃষ্ট ব্যবহারাদিতে অন্তরে নির্লিপ্ত[৭]। যিনি সম্যক্ জ্ঞানে পরিপূর্ণ, যাঁহার মন শান্ত ও শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি কদাপি মনের দ্বারা অনিষ্টভাগী হন না[৮]। বিজ্ঞের মন ভোগকৃপণ ও দীনভাবাপন্ন নহে[৯]। পত্নী মরণে কামুকের চিত্তই দুঃখানুভব করে, কিন্তু বিরক্ত পুরুষের চিত্ত তাহা করে না। যে চিত্ত এক বার অবিদ্যা ও তৎকার্য্য বিজ্ঞাত হইয়াছে; সে চিত্ত নিত্য অদুঃখিত[১০]। হে সাধো! আকাশ যেমন ধূলায় ধূসরিত হয় না, তেমনি, যাহার মোহ বিনষ্ট হইয়াছে সেও জন্মমরণাদি জগদ্ভাবে প্রলিপ্ত হয় না[১১]। যেমন অন্ধকারের প্রতিকার আলোক, তেমনি, অজ্ঞানব্যাধির ঔষধ জ্ঞান[১২]। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জ্ঞান যে মুহূর্ত্তে উদয় প্রাপ্ত হয় সেই মুহূর্ত্তেই অবিদ্যা জাগ্রতে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায়

নাস্তি হইয়া যায়[১৩]। মৎস্তের চক্ষু জলে পিহিত হয় না, তাহার ন্যায় জ্ঞানীর দৃষ্টিও ব্যবহারে প্রলিপ্ত হয় না[১৪]। জ্ঞানীর বুদ্ধি অজ্ঞান নিশার অবসানে ও চিদালোকের প্রভায় আনন্দিত হইয়া বিরাজ করে[১৫]। যাহারা অজ্ঞান নিদ্রার অবসানে ও জ্ঞান সূর্য্যের উদয়ে প্রবুদ্ধ হয় তাহারা আর মোহ নিদ্রায় অবিভূত হয় না[১৬]। যে সকল দিনে হৃদয়াকাশে চিৎজ্যোৎস্না বিরাজ করে সেই সকল দিনই দিন[১৭]। তাহারাই মিত্র, সেই সকল শাস্ত্রই শাস্ত্র, এবং সেই সকল দিনই দিন, যে মিত্রের দ্বারা ও যে শাস্ত্রের দ্বারা ও যে দিনের দ্বারা আত্মচৈতন্য পরিস্ফুট হয়। চন্দ্র যেমন স্বীয় অমৃতে সুশীতল, তেমনি, স্বাত্মধ্যানে নিস্তাক্তমোহ মনুষ্যও অন্তরে সুশীতল[১৮।১৯]। যাহাদের স্বাত্মাবলোকনে অবহেলা তাহারাই দরিদ্র এবং তাহারাই শোকে ও মোহে পরিপূর্ণ এবং তাহারাই পাপী[২০]। হে রামচন্দ্র! এই সংসার একটী দুরুত্তার বৃহৎ পল্বল। ইহাতে জীবরূপ বলীবর্দ্দ নিমগ্ন, তাহাকে যত্নসহকারে ও বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিতে হইবে। সংসারপল্বলনিমগ্ন উক্ত জীব বলীবর্দ্দটী আশা রজ্জুতে জড়িত, ভোগরূপ তৃণে লালস, শোক সন্তাপে জর্জ্জরিত ও ক্লেশে কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া রহিয়াছে। সে দুঃখভার বহনকারী, জন্মরূপ জঙ্গলে জীবিত, কুকর্ম্মকর্দ্দমে প্রলিপ্তসর্ব্বাঙ্গ, মোহগর্ত্তশায়ী, রাগরূপ দংশে (ডাঁশ পোকা) দষ্ট গাত্র, তৃষ্ণাবরত্রায় (চর্ম্মরজ্জুর দ্বারা) আকৃষ্ট, মনোরূপ বণিকের আজ্ঞাবহ, বন্ধুরূপ বন্ধনে নিশ্চল, জরাজীর্ণ, লোভরূপ গোময়-পঙ্কে মগোন্মগ্ন, শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিশ্রাম বর্জ্জিত, গতায়াতে ক্ষীণতা প্রাপ্ত, অলব্ধছায় (যে বিশ্রামার্থ শীতল ছায়া পায় না), তীব্র তাপে উপতপ্ত, আকারে সুদৃশ্য পরন্তু অন্তরে দীনতা প্রাপ্ত, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আক্রান্ত (বশ্যতা প্রাপ্ত), কর্ম্মঘণ্টাধারী, দুষ্কৃতের তাড়নে ক্লান্ত, জন্ম মরণ চক্রের ধুরবাহী, অজ্ঞান অরণ্যে বিলুণ্ঠিত, সন্নগাত্র, আপনারই অনর্থে নিমগ্ন ও অবসন্ন এবং সদা কর্ম্ম ভার বহনে শ্রান্ত ক্লান্ত ও রোরুদ্যমান হইতেছে[২১।২৯]। হে রঘুবীর! চিত্ত তত্ত্ব দর্শনে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তদুপজীবী জীব পুনর্জ্জন্ম বর্জ্জিত হয়[৩০]। যাঁহারা মহানুভাব, তাঁহাদেরই সংসর্গে নাবিক হইতে নৌকা প্রাপ্তির ন্যায় সংসারার্ণব লঙ্ঘনের যুক্তি (যোগ বা উপায়) পাওয়া যায়[৩১]। যে দেশে তত্ত্বজ্ঞ লোক নাই, সকল ও সচ্ছায় সজ্জন রূপ বৃক্ষ নাই, সেই দেশই মরু, বুদ্ধিমান্ লোক সে

দেশে বাস করিবেন না[৩২]। হে রামচন্দ্র! স্নিগ্ধ শীতল বাক্য রূপ পত্র ও ছায়া যুক্ত এবং ঈষদ্ধাস্য রূপ পুষ্প যুক্ত ও সজ্জন রূপ চম্পক পাদপে ক্ষণমাত্র বিশ্রাম লাভও মঙ্গলাবহ। যাহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র বিবেক জন্মিয়াছে, তাহারা স্বাত্মলাভ বা বিশ্রান্তি লাভ অভাবে ইহ সংসারে শয়ান থাকিতে ইচ্ছুক নহে[৩৩।৩৪]। রাম! আপনার বুদ্ধিই আপনার বন্ধু, অতএব, আপন বুদ্ধির দ্বারাই আপনাকে (সংসারপঙ্ক নিমগ্ন আত্মাকে) উদ্ধৃত করিবেক, কদাচ অহঙ্কারাদির (দেহাভিমানাদির) বশীভূত হইয়া জন্ম পঙ্কে নিক্ষেপ করিবেক না[৩৫]। এ সকল কি? কি প্রকারে ও কোথা হইতে এ সকল আসিল? ইহার মূল কোথায়? কি উপায়ে ইহার ক্ষয় হইবেক? এই সকল চিন্তা বা অনুসন্ধান করাই প্রাজ্ঞ পুরুষের কর্ত্তব্য[৩৬]। ধন, মিত্র, শাস্ত্র, বান্ধব, কেহই আত্মোদ্ধারের সাহায্য করে না[৩৭]। কেবল মাত্র সদা সহচর মন যদি সুহৃদ হয় অর্থাৎ বিচার পরিশোধিত হয়, তবেই তদ্দ্বারা আত্মোদ্ধৃতি হইতে পারে[৩৮]। বৈরাগ্যের অভ্যাস ও শাস্ত্রোক্ত যত্ন এই উভয়ের দ্বারা স্বাত্মধ্যানজন্মা তত্ত্বজ্ঞান রূপ মহানৌকায় আরোহণান্তে ভবসাগর সমুত্তীর্ণ হওয়া যায়[৩৯]। দুরাশায় দহ্যমান ও শোকমগ্ন আত্মার উদ্ধারে অবহেলা করা অনুচিত[৪০]। অহঙ্কার যাহার আলান (বন্ধন স্তম্ভ), তৃষ্ণা যাহার রজ্জু, মন যাহার মদ, সেই জীবরূপ হস্তীকে জন্মরূপ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য[৪১]। রাম! আত্মার উদ্ধার বা পরিত্রাণ কেবল মোহের পরিত্যাগ ও অহঙ্কারের প্রমার্জ্জন হইতেই হইয়া থাকে[৪২]। অহঙ্কারের বিচ্ছেদই আত্মজ্ঞান প্রাকট্যের কারণ[৪৩]। এই দেহের প্রতি যদি কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির ন্যায় তুচ্ছতা বোধ জন্মে তাহা হইলেই দেবদেব পরমাত্মার দর্শন সুসম্পন্ন হয়[৪৪]। মেঘ স্থানীয় অহঙ্কার যেমন যেমন ক্ষীণ হইবে তেমনি তেমনি চিদাদিত্যের প্রকাশ প্রকটিত হইবে[৪৫]। আলোক দেখিতে কোন দ্রব্যান্তর লাগে না। অন্ধকার বিনষ্ট হইলেই আলোক দেখা যায়। সেইরূপ, অহঙ্কারের বিরাম হইলেই আত্মদর্শন হইয়া থাকে[৪৬]। অহঙ্কার বিলয়ের পর যে অবস্থার আবির্ভাব হয় সে অবস্থা নিত্য ও নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ তারতম্য বর্জ্জিত। সে অবস্থা নিত্যানন্দনামে বিশ্রুত[৪৭]। সে অবস্থার তুলনা নাই এবং বোধক কথাও নাই[৪৮]। তাহা কেবল, একরূপ বা একরস, এবং পরিপূর্ণ

চিৎসমুদ্র[৪৯]। তাহা বুঝাইবার জন্য সাদৃশ্য বা দৃষ্টান্ত না থাকিলেও, সুষুপ্তির দ্বারা অর্থাৎ নিঃস্বপ্ন সুখনিদ্রার দ্বারা শাস্ত্রকারগণ সে অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া থাকেন[৫০]। যেমন ঘটাকাশই ঘটবিনাশে মহাকাশ হয় তেমনি মনও অহঙ্কার নামক উপাধির বিলয়ে তদুপহিত চিদাত্মায় (পরমাত্মায়) পরিশেষিত হয়[৫১]। হে রামচন্দ্র! তাহা বাক্যের গম্য নহে। তাহা কেবল স্বানুভূতিগম্য। কেননা, অনুভূতিই তাহার স্বরূপ [৫২।৫৩]। অতএব, হে রাঘব! চিত্ত বহির্ব্বিষয় ত্যাগ করিয়া যদি প্রত্যগাত্মায় ক্ষীর নীরের ন্যায় এক যোগ হইয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বদ্রষ্টা ও সর্ব্বসাক্ষী বা সর্ব্বপ্রকাশক আত্মা তখন স্বয়ং বা সাক্ষাৎ অনুভূতিরূপে আবির্ভূত হন[৫৪]। তাহারই পরে বিষয়সংস্কারের আত্যন্তিক বিনাশ হওয়ায় পরম শুভ রূপ স্বাত্মপ্রকাশ সুসম্পন্ন হয়। সেই শুভ রূপটী ব্রহ্মাদিরও চিন্তার অবিষয়[৫৫]।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

—○()○—
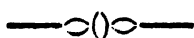
বশিষ্ঠ বলিলেন, হে পদ্মপলাশলোচন! যদি মনের দ্বারা মনের উচ্ছেদ * অর্থাৎ অহঙ্কার মমকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মদর্শন না করা যায় তাহা হইলে যেমন চিত্রপটের সূর্য্য চিরকাল উদিত থাকে অস্ত-মিত হয় না সেইরূপ জগদ্দুঃখও চিরকাল ভোগ করিতে হয়, তাহার আর অবসান হয় না। অধিকন্তু অনন্ত মহদাপদ পুনঃ পুনঃ আগমন করে[১।২]। এই বিষয়ের উদাহরণে একটী পুরাতন ইতিহাস বলি, শ্রবণ কর। ইতিহাসটী ভাস ও বিলাস নামক তাপস দ্বয়ের কথোপকথন ঘটিত[৩।৪]।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ বিভাগে সহ্য নামে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত আছে। ইহার উচ্চতা আকাশবিজয়ী। পীঠ দেশ ভূতলজয়ী ও তলপ্রদেশ পাতালবিজয়ী[৫]। এই গিরি অসংখ্যবিধ কুসুমে ও নির্ম্মল নির্ঝরে শোভমান এবং অত্রস্থ নিধি (গুপ্ত ধন) গুহ্যকগণের পরিরক্ষিত[৬]। ইহার নিতম্বদেশে সুবর্ণের ও সূর্য্যকান্ত মণি প্রভৃতির আকর রহি-য়াছে[৭]। কোথাও পত্র পুষ্পের নিকুঞ্জ, কোথাও গৈরিকাদি ধাতুর আসার (ধারা), এবং কোথাও ফুল্ল পদ্মে সুশোভিত সরোবর এবং কোথাও বা বিবিধ শস্যক্ষেত্রে পরিশোভিত কৃষকাবাস অবস্থিত রহি-য়াছে[৮]। কোন কোন প্রদেশে নিরন্তর নিপতিত নির্ঝরের ধ্বনি এবং কোন কোন স্থানে বায়ুবিতাড়িত বংশ সমূহের (বংশ=বাঁশ) শব্দ সমুত্থিত হইতেছে। গুহা প্রদেশে বায়ুর গভীর গর্জ্জন, নিকুঞ্জ দেশে ভ্রমরের গুণ গুণ রব, সানুতে অপ্সরোগণের গান, বন বিভাগে পশু পক্ষীর রব, এবং অধিত্যকায় মেঘমালা দৃষ্ট ও শ্রুত হয়[৯।১০]। অত্রস্থ গুহায় বিদ্যাধর গণের আবাস, পদ্মসরোবরে ভৃঙ্গগণের গীত, সীমান্ত

* মনের দ্বারা মনের উচ্ছেদ অর্থাৎ গুরু শাস্ত্রাদির দ্বারা পরিশোধিত অবস্থার দ্বারা অপরিস্কৃত অর্থাৎ বিষয়াসক্ত অবস্থার উচ্ছেদ।

প্রদেশে কিরাত ও বৃক্ষ নিচয়ে নানাবিধ বিহঙ্গম[১১], স্কন্ধদেশে দেবাবাস, পাদ দেশে মনুষ্যাবাস এবং তলদেশে নাগ গণের আবাস রহিয়াছে[১২]। সিদ্ধগণ ইহার কন্দর প্রদেশ, ভুজঙ্গগণ ইহার চন্দন দ্রুম এবং কিন্নরগণ ইহার শিখর প্রদেশ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে[১৩]। ইহার কোন কোন অঙ্গ পুষ্পে ও পুষ্পরেণুতে পাণ্ডর বর্ণ[১৪], কোন কোন অঙ্গ ধাতুদ্রবে ও ধাতুরেণুতে চিত্রিত[১৫]। এই গিরিরাজ সহ্যের খণ্ড শিলা সকল যেন অভিসারিকা নারীর অনুকরণে প্রবৃত্তা আছে। মেঘ খণ্ড তাহাদের নীলাংশুক, শব্দ রাহিত্যই তাহাদের মূকত্ব ও রত্নচিহ্নই তাহাদের ভূষণ[১৬]।

এবম্বিধ গিরিবর সহ্যের উত্তর সানুতে মহর্ষি অত্রির সিদ্ধাশ্রম বিরাজিত। এই আশ্রমের বৃক্ষ লতাদি পুষ্প ফলে বিনম্র, পুষ্করিণী ও নির্ঝর সমূহ রত্নলাঞ্ছিত, লতা সকল বিতান তুল্য। এই আশ্রম স্থানটী যেন অপর ব্রহ্মলোক। ইহা স্বর্গ অপেক্ষা সুরম্য অথবা দেবদেব শশি-শেখরের অন্যতম পুরী[১৭,২০]। এবম্বিধ অত্রি-আশ্রমে কোন তাপসদ্বয় বাস করিতেন। তাঁহারা উভয়েই কোবিদ অর্থাৎ সুপণ্ডিত। যেমন নভো-ভাগে শুক্র ও বৃহস্পতি, তেমনি, উক্ত আশ্রমে উক্ত তাপসদ্বয়[২১]। পরস্পর সৌহার্দ্দ শৃঙ্খলে বদ্ধ উক্ত তাপস দ্বয়ের বিলাস ও ভাস নামে দুইটী পুত্র হইয়াছিল। ভাস ও বিলাস পরস্পর ঈদৃশ সৌহার্দ্দ যুক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা পৃথক্ দেহসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগের মন যেন একতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহারা বাল্যাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিলেন এবং স্থিরভাবে মুনির ন্যায় মৌনা-বলম্বন পূর্ব্বক সেই আশ্রমে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা তাঁহাদিগের পিতৃদ্বয় দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। তখন সেই পিতৃহীন মিত্রদ্বয় শোকে অধীর, দীন-বদন ও উৎসাহশূন্য হইয়াও অগ্রে সেই পিতৃশবদ্বয়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর শোকে অধীর হইয়া পরিদেবনা করিতে লাগিলেন। অহো! লোকমর্য্যাদা কি দুঃরক্ষণীয়।

উক্ত প্রকারে সেই অল্পবয়স্ক অপ্রাপ্ত বিমলজ্ঞান পিতৃহীন মিত্রদ্বয় ক্রমবর্দ্ধিত শোকানলে দগ্ধহৃদয় হইয়া বিরাগ (বৈরাগ্য) অবলম্বন পূর্ব্বক আশ্রম ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। অহো! শোক

কি বিষম! যাহারা ক্ষণকাল পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করিতে পারিত না, অদ্য পিতৃশোকে অধীর হইয়া সেই অকৃত্রিম মিত্রদ্বয় অনায়াসে সেই সুদৃঢ় সৌহার্দ্দবন্ধন ছেদন পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় কে কোথায় গমন করিল তাহার সন্ধানও থাকিল না[২২।৩১]।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন গ্রীষ্মতাপে ছিন্নমূল বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া যায়, সেই তাপসদ্বয় অতি শোকে সেইরূপ শুষ্কসর্ব্বাঙ্গ হইয়া বিজন বিপিনে যূথভ্রষ্ট সারঙ্গের ন্যায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন[১।২]। ক্রমে দিন মাস ও বর্ষাদির পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের জরা বা বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল[৩]। পরে বহুকালের অন্তে তাদৃশ বার্দ্ধক্যাবস্থায় সেই অপ্রাপ্ততত্ত্বজ্ঞান তাপস দ্বয়ের একদা আকস্মিক সন্দর্শন ঘটনা হইল। তাহাতে হৃষ্ট হইয়া তাঁহারা পরস্পর বক্ষ্যমাণ প্রকারের কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

বিলাস বলিলেন, হে মদীয় জীবনবৃক্ষের শ্রেষ্ঠ ফল! হে হৃদয়াবাস অমৃত সাগর! হে জগদেকবন্ধো! হে ভাস! তোমার শুভাগমন হউক। বল, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এত কাল কোথায় ছিলে? তোমার তপস্যা ফলবতী হইয়াছে কি না[৪।৬]? তোমার বুদ্ধি মলশূন্যা হইয়াছে কি না? তুমি আত্মলাভে পরিতৃপ্ত হইয়াছ কি না? এবং কুশলী আছ কি না[৭]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, অপ্রাপ্ততত্ত্বজ্ঞান সুতরাং সংসারক্লেশে সমুদ্বিগ্ন ভাস চিরসুহৃদ বিলাস কর্ত্তৃক উক্ত প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রত্যুত্তর করি-লেন, হে সাধো! আমার আগমন অদ্যমাত্র শুভ। যে হেতু বহুকাল পরে আজ্ আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম সেই হেতু অদ্য মাত্র শুভ। পরন্তু কুশল কোথায়? যাহারা সংসারে অবস্থিতি করে তাহা-দের আবার কুশল কি[৮।৯]? আমি যাবৎ না যাহা জানিবার তাহা জানিতে পারিব, যাবৎ না চিত্তবৃত্তি ক্ষীণ করিতে পারিব, যাবৎ না সংসার উত্তরণে সমর্থ হইব, তাবৎ আমার কুশল কোথায়[১০]? যাবৎ না চিত্তসম্ভূতা আশা নির্ম্মূলা হয়, তাবৎ আমাদের কুশল কোথায়[১১]? যাবৎ না জ্ঞান লাভ করিতে পারি, যাবৎ না সমদর্শন উদিত হয়, যাবৎ না বোধের উদয় হয়, তাবৎ আমাদের কুশল কোথায়[১২]? হে সাধো! আত্মলাভ না হওয়ায় এবং আত্মজ্ঞানরূপ মহৌষধ প্রাপ্ত না

হওয়ায় সংসার বিষূচিকা রোগ আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতেছে[১৩]। সংসার একটী বৃক্ষ। ইহার অঙ্কুর শিশুত্ব, শাখাপল্লবাদি যৌবন, পুষ্প জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্য, মরণ ইহার পুনঃ পুষ্পোদ্গমের মঞ্জরী। এই বৃক্ষ সর্ব্বদাই বান্ধবরূপ ষট্পদের আক্রন্দে প্রকম্পিত[১৪,১৫]। অন্য বৃক্ষ যেমন ঋতু বিশেষে বিরস হয়, সেইরূপ, এ বৃক্ষও কর্ম্মফল ভোগে (নরকাদিভোগে) বিরস হয়[১৬]। অথবা, এই দেহ এক প্রকার পর্ব্বত গুহা। এ গুহা সহস্র সহস্র তৃষ্ণাকণ্টকে সমাক্রান্ত ও ক্রিয়াফল-ভোগরূপ সর্প সমূহে পরিব্যাপ্ত[১৭]। ইহাতে সুখ নাই অথচ সুখের আশা মাত্র করা যায়। ইহাতে দুঃখের রাত্রি পুনঃ পুনঃ আসিতেছে আর যাইতেছে, অথচ তাহার অবসান বা বিরাম হয় না। কেবল কতকগুলি মিথ্যা ফলের মিথ্যা কর্ম্মের দ্বারা আয়ুঃ ক্ষয় হইতেছে। অন্য কিছু হইতেছে না[১৮।১৯]। আমাদের মনোরূপ মত্ত হস্তী পরমাত্মা রূপ আলান উন্মূলিত করিয়া তৃষ্ণারূপ করেণুর (করেণু=হস্তিশাবক) পোষণার্থ সতত উন্নিদ্র রহিয়াছে ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে[২০]। আমি দেখিতেছি, এই কায়রূপ বৃক্ষে অবস্থিত অভিলাষরূপ গৃধ্র ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। আদৌ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে না। যে সকল দিন যাইতেছে, সে সমস্তই বৃক্ষের জীর্ণ পত্রের ন্যায় নীরস, নিঃসার, লঘু ও সুখবর্জ্জিত[২১।২২]। পদ্ম যেমন হিমের দ্বারা আহত হইয়া শুষ্ক ও পাণ্ডর বর্ণ হয় তাহার ন্যায় এই দেহশোভাও দিন দিন ম্লান হইতেছে এবং মুখশ্রীও অবমাননাদি রূপ রজোদ্বারা ধূসর বর্ণ হইতেছে[২৩]। এই দেহসরোবরের যৌবন সলিল নিতান্ত অস্থায়ী। অতি অল্পকাল মধ্যে শুকাইয়া যায়। অত্রস্থ আয়ু-হংস তখন পলায়ন করে[২৪]। জর্জ্জরতা প্রাপ্ত এই দেহদ্রুম হইতে কাল বায়ুর আঘাতে ভোগপুষ্প সকল অনবরতই অধঃপাতিত হইতেছে[২৫]। মন যে ভোগ সর্পের আশ্রয়ীভূত মোহান্ধকূপে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহারই চিন্তায় আমরা সর্ব্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত[২৬]। যেমন কোন চৈত্যের অগ্রভাগে পতাকা উড্ডীন হইতে থাকে, তাহার ন্যায় তৃষ্ণা অদ্যাপি উড্ডীন হইতেছে[২৭]। অন্তকরূপ আখু (মূষিক) আমাদের অলক্ষ্যে আয়ু রূপ তন্তু ক্ষয় প্রাপ্ত করিতেছে[২৮]। আমাদের এই জীবন একটী কুৎসিত নদীর অনুরূপ। যৌবন এ নদীর কল্লোল, ক্রোধাদি ফেন, লোভ ও তৃষ্ণাদি আবর্ত্ত[২৯]। আমাদের ক্রিয়াপ্রবৃত্তিও

নদীবিশেষ অথবা ক্রিয়াপ্রবৃত্তি উক্ত জীবন নদীর বেগ। ইহা বক্ষ্যমাণ-রূপে জন্মমরণাদির স্রোত বহন করিতেছে। শিল্প তর্ক নীতি প্রভৃতি কৌশলময় কার্য্যবৃন্দ ও বিবিধ জগদ্ব্যবহার এই প্রবৃত্তি নদীর প্রধান কল্লোল[৩০]। শত শত বন্ধুবর্গ রূপ উৎকর (জঞ্জাল) বাহিনী এই নদী নিরন্তর কামরূপ সমুদ্রে গিয়া নিপতিত হইতেছে[৩১]। মতিরূপা পক্ষিণী (হংসী) এই নদীতে থাকিয়া তাহা করিয়াছি, ইহা করিতেছি, উহা করিব. ইত্যাদিবিধ কল্পনা জালে বদ্ধ ও জড়িত হইয়া রহিয়াছে। হে তাত! এই যে দেহরূপ রত্নশলাকা, (শলাকা=শলা। দেখিতে সুন্দর বলিয়া রত্ন) ইহা যে বিনাশরূপের কোন্ প্রান্তে নিমগ্ন হইয়াছে ও হইতেছে তাহা জানা যায় না অর্থাৎ কবে ইহা বিনষ্ট হইবে তাহা জানা যায় না। সমুদ্র পতিত তৃণ যেমন তত্রস্থ আবর্ত্তে ভ্রাম্যমাণ হয় তাহার ন্যায় কুক্রিয়া ও কদাচার রত চিত্ত চিন্তারূপ চক্রে নিয়তই ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। চিত্ত শত শত লক্ষ লক্ষ অসংখ্য কার্য্য তরঙ্গে উহ্যমান হইতেছে; ক্ষণকালের নিমিত্ত বিশ্রান্তি লাভ করিতেছে না [৩২।৩৫]। ইনি আমার সুহৃদ্, তিনি আমার শত্রু, ইত্যাদিবিধ দ্বন্দ্ব অর্থাৎ যুগলভাব নিরন্তরই আমার মর্ম্ম নিপীড়ন করিতেছে[৩৬]। মনোরূপ মীন উক্ত চিন্তানদীর মহান্ আবর্ত্তে অবস্থান করতঃ দিন দিন উচ্ছূনতাই প্রাপ্ত হইতেছে[৩৭]। এইরূপ আরও অনেক মনুষ্য অনাত্মায় আত্মতাবুদ্ধি ও দুঃখে সুখবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া আমার ন্যায় দীনতা ভোগ করিতেছে[৩৮]। বহুবিধ সুখ দুঃখের মধ্যপাতী ও জরা মরণ ঝটিকায় আহত ও উদয় গিরিগুহায় বিলুণ্ঠিত হওয়ায় এই সকল লোক শুষ্ক পত্রের ন্যায় লুণ্ঠিত হইতেছে সুতরাং কুশল কোথায়[৩৯]?

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিলাস ও ভাস, এই দুই দ্বিজ পরস্পর উক্ত প্রকার প্রশ্ন ও প্রতিবচন করিয়াছিলেন। পরে যোগ্য কালে বিমল জ্ঞান অর্জ্জন পূর্ব্বক মুক্ত হইয়া ছিলেন[১]। হে মহাবাহো! তাই আমি বলি, জ্ঞান ব্যতীত সংসার তরণের অন্য উপায় নাই[২]। যে সকল দুঃখের বর্ণন করিলাম সে সকল বিবেকীর পক্ষে সুখচ্ছেদ্য[৩]। যিনি দেহাতীত (দেহাভিমান ত্যাগী), স্বাত্মচৈতন্য মাত্রে অবস্থিত ও মহাত্মা, তিনি দেহকে দর্শক ব্যক্তির দূর হইতে জনতা (মনুষ্যসমবায়) দর্শনের ন্যায় দর্শন করেন[৪]। দুঃখের দ্বারা দেহ আলোড়িত হয়, তাহাতে আমার ক্ষতি কি? রথ ভগ্ন হইলে সারথির কি[৫]? হে অঙ্গ! মন বিলোড়িত হয় হউক, তাহাতে চিত্তত্ত্বের (আত্মার) কি হয়? সমুদ্র তরঙ্গালোড়িত হইলে তদ্দ্বারা তাহার পূর্ণতার হ্রাস হয় না[৬]। হংসগণ জলের কে? উপল সকলই বা কাষ্ঠের কে? কেহই নহে। সেইরূপ ভোগও পরমাত্মার নহে[৭]। হে শ্রীমন্ রাঘব! উত্তর পর্ব্বতের সহিত দক্ষিণ সমুদ্রের সম্পর্ক কি? সেইরূপ, সংসারের সহিতও পরমাত্মার সম্পর্ক বা সংশ্লেষ নাই[৮]। পদ্ম ক্রোড়ে ধার্য্যমাণ হইলে তাহাতে সরিতের কি হয়? সেইরূপ, দেহ ধারণেও পরমাত্মার কিছুই হয় না[৯]। যেমন কাষ্ঠের সহিত সংঘট্ট হইলে জল হইতে কণা উৎপন্ন হয় তেমনি আত্মা ও দেহ উভয়ের যোগে এই সকল চিত্ত ও চিত্তবৃত্তি জন্ম লাভ করে[১০]। জলসন্নিধানেই জলে বৃক্ষের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেইরূপ, আত্মাতেই দেহের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ অতিসান্নিধ্য প্রযুক্ত আত্মায় দেহাধ্যাস এবং দেহে আত্মাধ্যাস হইয়া থাকে[১১]। দর্পণপ্রতিবিম্বিত মুখাদি যেমন অসত্য; আত্মাতে দেহও সেইরূপ অসত্য[১২]। কাষ্ঠ কাষ্ঠের তাড়নে ও প্রস্তর প্রস্তরের আঘাতে দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ, দেহাকারে পরিণত পঞ্চভূত সকল পরস্পর সংযুক্ত থাকুক, আর বিযুক্ত হউক, তাহাতে আত্মার কোনরূপ ক্ষতি হয় না

১৩। জলে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে জল হইতেই শব্দাদি জন্মে, সেইরূপ, চিৎপ্রতিবোধিত দেহ হইতেই বিবিধ বোধ (চিত্তবৃত্তি) উৎপন্ন হয়। (চিৎপ্রতিবোধিত কথার অর্থ—চৈতন্যের সন্নিধানরূপ অধিষ্ঠান)১৪। সে সকল সংবিৎ (বোধ) কেবল জড়েরও নহে এবং কেবল শুদ্ধ চেতনায়ও নহে। কেননা, ঐ সকল বোধ আত্মাশ্রিত অজ্ঞানেরই পরিণতি। সুতরাং অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে ঐ সকলের অভাব ও চিন্মাত্রের অবস্থিতি স্থিরীকৃত হয়১৫। অপিচ, দেহাভিমান হইতেই সুখ দুঃখের অনুভব প্রকাশ পায়। অতএব, যথাদৃষ্ট সংসার অজ্ঞদৃষ্টিতে সত্য; এবং তত্ত্বজ্ঞদৃষ্টিতে অসত্য১৬,১৭। ভাবিয়া দেখ, জল ও প্রস্তর একত্র সমাহৃত হইলেও জল প্রস্তর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। তাহা না পারায় জল প্রস্তরকে মৃত্তিকাদির ন্যায় সিক্ত করিতে (ভিজাইতে) পারে না। তেমনি, বাহ্য ভোগের অনুভূতিও অন্তঃসঙ্গবিহীন অর্থাৎ নিরভিমান মনকে অনুরঞ্জিত করিতে পারে না১৮। জল ও কাষ্ঠ একত্র সমাহৃত হইলে তদ্দ্বয়ের যদ্রূপ সম্বন্ধ ঘটে, দেহ দেহীর সমাহারে (একত্র সম্মিলনে) অসঙ্গস্বভাব দেহীরও তদ্রূপ সম্বন্ধ ঘটমান হয়১৯। অথবা জল ও জলপ্রতিবিম্বিত চন্দ্র উভয়ের যদ্রূপ সম্বন্ধ, দেহ ও দেহীর এতদুভয়ের তদ্রূপ সম্বন্ধ২০। সুখসম্বিৎ, দুঃখসম্বিৎ, ইত্যাদি প্রকারের সবিশেষ সম্বিদ্ হইতে বিশেষণ ভাগ অর্থাৎ সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিশেষণ অংশ নির্গলিত হইলে যে বিশুদ্ধা বা কেবলা সম্বিদ্ অবশেষিত হয়, সে সম্বিৎ অপরিচ্ছিন্না অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপীনী২১। বেতাল নহে এরূপ দৃশ্য বেতালত্বে ভাবিত হইলে বেতালই হয়। সেই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, নির্দ্দুঃখ পরমাত্মা দুঃখিত্বে ভাবিত হইয়াই দুঃখী হইতেছেন২২। স্থাণু পিশাচ না হইলেও, স্বপ্নাঙ্গনা অঙ্গনা না হইলেও, অন্তঃকরণের নিশ্চয়ে পিশাচের ও অঙ্গনার কার্য্য করিয়া থাকে। সেইরূপ, আত্মা অসঙ্গস্বভাব হইলেও সঙ্গীর ন্যায় হন২৩। কাষ্ঠের সহিত জলের সম্বন্ধ যদ্রূপ মিথ্যা, দেহের সহিত দেহীর (পরমাত্মার) সম্বন্ধও তদ্রূপ মিথ্যা২৪। জল অনুপ্রবিষ্ট না হইলে শুষ্কস্বভাব কাষ্ঠ কদাপি সিক্ত হয় না, সেইরূপ, অন্তঃকরণের কল্পনা না হইলে অসঙ্গস্বভাব আত্মাও দুঃখী হন না২৫। আত্মা দেহভাবে ভাবিত হইয়াই দৈহিক দুঃখে দুঃখিতের ন্যায় হন আবার সে ভাব পরিত্যাগে মুক্তি লাভ করেন২৬। পত্র, জল, মল,

কাষ্ঠ, এ সকল যদি অসম্বদ্ধ থাকে তাহা হইলে কেহ কাহার দোষে বা গুণে দোষী বা গুণী হয় না। সেইরূপ, যদি অহম্ভাবের অধ্যাস বিনষ্ট হয় তাহা হইলে দুঃখের অভাবও স্থায়ী হয়[২৭]। আত্মা, মন, দেহ ও ইন্দ্রিয়, এ সকল এক সমাহারে আছে সত্য; পরন্তু যদি আমি, আমার, এ অধ্যাস না থাকে তাহা হইলে দুঃখের সম্ভাবনা কি[২৮]? হে রামচন্দ্র! আমি সেই কারণে বলিতেছি, অন্তঃসঙ্গই (আমি, আমার, ইত্যাদি অধ্যাসই) দেহী দিগের জরা, মরণ ও মোহ প্রভৃতির বীজ[২৯]। ঐরূপ সঙ্গবান্ জীবই সংসারে মগ্ন হয়, তদ্ব্যতীত জীব সংসার হইতে বিমুক্ত হয়[৩০]। অন্তঃসঙ্গী চিত্তই (আমি আমার ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়কারী চিত্তই) শত শত শাখায় বিস্তৃত হয় এবং সঙ্গরহিত চিত্তই ক্রমে বিলীন হইয়া যায়[৩১]। সঙ্গযুক্ত মনকে তুমি ভগ্ন স্ফটিকের ন্যায় অপবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং অসংসক্ত মনকে অভগ্ন স্ফটিকের ন্যায় পবিত্র বলিয়া জানিবে[৩২]। অসংসক্ত মনকে তুমি নির্ম্মল ও মুক্ত এবং সংসক্ত মনকে তুমি বদ্ধ বলিয়া জানিবে[৩৩]। আসক্তি ও অনাসক্তি ব্যতীত বন্ধ মোক্ষের অন্যবিধ হেতু নাই[৩৪]। আসক্তিশূন্য নর কর্ম্ম করিলেও কর্ত্তা নহে এবং আসক্তি যুক্ত নর কর্ম্ম না করিলেও কর্ত্তা। যেমন স্বপ্নকালে কিছু না করিলেও তত্তদুপলক্ষিত সুখ বা দুঃখ হয় তাহার ন্যায়[৩৫।৩৬]। চিত্তের কর্ত্তৃত্বেই দেহের কর্ত্তৃত্ব, তাহার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন[৩৭]। মন কর্ত্তৃভাবরহিত হইলেই তাহাকে অকর্ত্তা বলা যায়। অতএব, শূন্যচিত্ত নর দেহের দ্বারা কোন কিছু করিলেও তাহা তাহার করা হয় না[৩৮]। তুমি চিত্তের দ্বারা যাহা করিবে তাহারই ফল পাইবে, রিক্তচিত্তে করিলে তাহার ফলভাক্ হইবে না। (রিক্তচিত্তে করা এ কথার তাৎপর্য্য—অভিসন্ধি রহিত হইয়া করা) অতএব, দেহ মুখ্য কারণ নহে, চিত্তই কর্ত্তৃত্বের মুখ্য কারণ[৩৯]। যে হেতু অসংসক্ত মন অকর্ত্তা, সেই হেতু তাদৃশ নরের প্রতি কর্ম্মফলভোগের নিয়ম নাই[৪০]। ব্রহ্মহত্যাই বল, আর অশ্বমেধই বল, অসংসক্ত নর তত্তৎ কর্ম্মে অলিপ্ত[৪১]। যে জীব অন্তরাসক্তি বর্জ্জিত হইয়াছে তাহার বৃত্তি (ব্যবহার) অতিমধুর। তিনি বাহিরে অর্থাৎ লোক দৃষ্টিতে কোন কিছু করিলেও কর্ত্তা নহেন এবং ফলভাগীও নহেন[৪২]। সঙ্গমুক্ত সুতরাং অকর্ত্তা মন নিতান্ত প্রশান্ত ও নির্লিপ্ত[৪৩]। অতএব,

সর্ব্বদুঃখকরী অতি ক্রূরা অন্তরাসক্তিকে সর্ব্বতঃ প্রযত্নে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য॥। হে রাঘব! অন্তরাসক্তিরহিত নির্ম্মল নভঃ সদৃশ সুতরাং আত্মগামী হইলে তাদৃশ চিত্ত আত্মার সহিত মিলিয়া একীভূত হইয়া যায়। স্ফটিকতুল্য নির্ম্মল জল তাদৃশ জলান্তরে নিক্ষেপ করিলে এক বা অভিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ। (আত্মাও নির্ম্মল নভস্তুল্য; এবং অন্তরাসক্তিবর্জ্জিত চিত্তও নির্ম্মল আকাশ তুল্য; সুতরাং তাদৃশ চিত্ত তাদৃশ আত্মায় নিবিষ্ট মাত্রে তাহা আত্মার সহিত এক হইয়া যায়)॥।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।
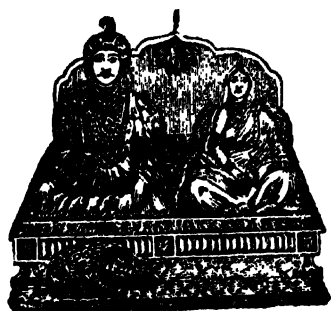
অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! সঙ্গ কত প্রকার? তন্মধ্যে কোন্ প্রকার সঙ্গ বন্ধের কারণ? এবং কোন্ প্রকার সঙ্গই বা মোক্ষের কারণ? যাহা বন্ধকারণ ও দুঃখপ্রদ তাহার প্রতিকারই বা কি? এই কয় বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, দেহ জড় এবং দেহী অজড় অর্থাৎ চিৎ, সুতরাং এ বিভাগ পর্য্যালোচনা না করিয়া দেহের উপর আত্মতাবিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক জীব যে আমি আমার করে, তাহাই অধ্যাত্মশাস্ত্রে সঙ্গ এবং বন্ধ কারণ বলিয়া উক্ত হয়[২]। আত্মতত্ত্ব অপরিচ্ছিন্ন, অথচ জীব তাহার পরিচ্ছেদ কল্পনা করিয়া সুখার্থী হয় তাহাও বন্ধের কারণীভূত সঙ্গ[৩]। জগৎ কিছুই নহে, যে কিছু দৃশ্য সমস্তই আত্মা, অর্থাৎ আমি, সুতরাং আমার হেয়ও নাই উপাদেয়ও নাই, এতদ্রূপ বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া জীব যে বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ ও আত্মতত্ত্বে আসক্তিমান্ হয়, তাহাই তাহার মোক্ষকারণ সঙ্গ[৪]। যে নর "আমি অহংপরিচ্ছিন্ন নহি, মদতিরিক্ত কিছুই নাই, দৃশ্য দেহাদি মিথ্যা; সুতরাং সে সকলে সুখের উদ্রেক হউক বা না হউক, আমি তাহাতে নির্লিপ্ত" এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছে সেই নর মোক্ষভাগী[৫]। নির্লিপ্ততা কথার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মে অনুরক্তও নহে, কর্ম্ম ত্যাগেও অভিনন্দিত নহে, অর্থাৎ উক্ত উভয়ে উদাসীন। আরও বিশাদ কথা—ফলানুসন্ধান রহিত। তাদৃশ ব্যক্তিই যথার্থতঃ নির্লিপ্ত বা অসংসক্ত[৬]। যাহার চিত্ত হর্ষের ও অমর্ষের বশ্য হয় না সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত[৭]। যাহার মন সমুদায় কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে সেই নর প্রকৃত অসংসক্ত[৮]। অসংসক্ত ব্যক্তির দুশ্চেষ্টা থাকে না। শ্রবণ মননাদি সুচেষ্টাই থাকে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের শ্রেয়ঃ (মোক্ষ) জন্মে[৯]। অনাসক্তির কথা বলিলাম, এক্ষণে আসক্তির ফলাফল শ্রবণ কর।

আসক্তির দ্বারাই দুঃখরাশি শত শাখায় বিস্তৃত হয়[১০]। গর্দ্দভ জীব যে ভার বহনে ক্লান্ত হয় তাহা তাহার আসক্তির বিজৃম্ভণ (অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের

কৃত কর্মের ফল)[১১]। বৃক্ষাদি স্থাবর জীব যে শীত বাত প্রভৃতি ভোগ বা সহ্য করে তাহাও তাহাদের পূর্ব্বজন্মীয় আসক্তির ফল[১২]। কীটাদি জীব যে ভূ-ছিদ্র বাসে ক্লেশ পায়, সে ক্লেশ তাহাদের পূর্ব্বসংসক্তির ফল[১৩]। বৃক্ষাগ্রশায়ী পক্ষজন্মও আসক্তির বিজৃম্ভণ এবং পশু দেহও প্রাগ্ভবীয় আসক্তির তাড়না[১৪,১৫]। আসক্তি পরিত্যাগে অক্ষম জীবেরা পুনঃ পুনঃ নানা যোনি পরিভ্রমণ করে। কখন কীট হয়, কখন পতঙ্গ হয়, কখন বা মনুষ্য হয়, এবং কখন বা যোন্যন্তর পরিভ্রমণ করে[১৬]। নদীতে অসংখ্য তরঙ্গ উৎপন্ন ও লয় প্রাপ্ত হয়। তাহার ন্যায় এই যে অসংখ্য দেহী জন্মিতেছে ও মরিতেছে ইহাও তাহাদের সংসক্তির বিজৃম্ভণ (কার্য্য)[১৭]। এই যে মনুষ্য জীব, ইহারাও সংসক্তির প্রভাবে সঞ্চারহীন তৃণ লতাদি দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১৮]। তৃণ গুল্ম ও লতা প্রভৃতিরা ভূমির অন্তর্গত রস পান করিয়া যাহা জন্মায় তাহাও সংসক্তির মহিমা[১৯]। অনর্থ পরম্পরায় পরিপূর্ণ ও অনন্ত পদার্থে সঙ্কুল (ব্যাপ্ত) এই যে সংসার নদী বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা সংসক্তির ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২০]।

হে রাম! সংসক্তিকে তুমি দুই প্রকার বলিয়া জানিবে। এক বন্দ্যা, অপর বন্ধ্যা। বন্দ্যা অর্থাৎ প্রশংসনীয়া এবং বন্ধ্যা অর্থাৎ পুরুষার্থ ফল শূন্যা। মূঢ় দিগের যে সংসক্তি তাহা বন্ধ্যা এবং তত্ত্ববিৎ দিগের যে সংসক্তি তাহা বন্দ্যা[২১]। আত্মতত্ত্ববোধবর্জ্জিত সংসক্তিকে (সংসারের সারতা জ্ঞানকে) তুমি বন্ধ্যা বলিয়া এবং আত্মতত্ত্ববোধদ্বারা নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক জাত সংসক্তিকে তুমি বন্দ্যা বলিয়া জানিবে[২২,২৩]। শঙ্খ-চক্রগদাহস্ত দেবদেব যে জগত্ত্রয় পালন করিতেছেন, তাহা ঐ বন্দ্য সংসক্তির প্রভাব। রবিও বন্দ্য সংসক্তির মহিমায় অবিরত ব্যোম ভ্রমণ করিতেছেন, ব্রহ্মারও আবির্ভাব বন্দ্য সংসক্তির প্রভাব, শঙ্করের অবস্থিতিও বন্দ্য সংসক্তির মহাফল, সিদ্ধ ও লোকপাল গণের অবস্থানও বন্দ্য সংসক্তির কার্য্য[২৪,২৮]। শাস্ত্রে যে যমলোক, অপ্সরোলোক ও মহর্লোক প্রভৃতির বর্ণনা আছে, সে সকল লোকও বন্দ্য সংসক্তির মহাফল।

রাঘব! গৃধ্র যেমন মাংস খণ্ডে আপতিত হয় তাহার ন্যায় জীবগণ বন্ধ্যা সংসক্তির প্রেরণায় বৃথা ও ব্যর্থ আপাত রমণীয় সংসারে নিপ-

স্থিত হইয়া থাকে[২৯।৩০]। বায়ুর প্রবাহ, ভুত পঞ্চকের স্থিতি, জগতের নিয়মিত ভাব, সমস্তই সংসক্তির ফল। অর্থাৎ কর্ম্মরত জীব দিগেরই শুভাশুভ অদৃষ্টের জন্য ঐ সকল শৃঙ্খলা হইয়াছে ও রহিয়াছে। যেমন পক্ক উড়ুম্বর ফলের মধ্যে এক প্রকার মশক অবস্থান করে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডরূপ উড়ুম্বরের মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল, তন্মধ্যে দেব নর ও নাগ সকল মশকতুল্য অবস্থান করিতেছে[৩১।৩২]। প্রাণী সকল নিরন্তর জন্ম গ্রহণ করিতেছে, আবার মরিতেছে, এবং কখন উর্দ্ধগামী ও কখন বা অধঃপতিত হইতেছে[৩৩]। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ, এবং হ্রাস বৃদ্ধি সাম্য, সমস্তই সংসক্তির ফল। জীব সকল মাৎস্য বৃত্তি অবলম্বনে * জর্জ্জরীভূত হইয়া গলিত বৃক্ষপত্রের ন্যায় এই আকাশোদরে ভ্রমণ করিতেছে। ভাবিয়া দেখ, আকাশে নক্ষত্রচক্র, বৃক্ষে মশক বৃন্দ ও কীটাদি কিরূপে বিস্ফুরিত হইতেছে[৩৪।৩৬]। ঐ যে চন্দ্র, উনিও কালরূপ শিশুর ক্রীড়া কন্দুক হইয়া পতন উৎপতন দশা ভোগ করিতেছেন। মন এক প্রকার দুষ্ট ব্রণ; (ছেদন ব্যতীত যাহার চিকিৎসান্তর নাই); তাহা নিতান্ত দুঃখপ্রদ হইলেও সংসক্তির বশ্য থাকায় দেবতা পর্য্যন্ত জীবেরা তাহার ছেদন করিতে পারিতেছে না। হে রামচন্দ্র! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই জগচ্চিত্রটী কেবল মাত্র আকাশে বাসনা মাত্রের দ্বারা চিত্রিত[৩৭।৩৯]। এ চিত্রের উপকরণীভূত রং কেবল জীব সমূহের সংসক্তি (মনের বাসনা) ও তাহার আধার পট আকাশ। সুতরাং ইহা অসত্য বৈ সত্য নহে[৪০]। এই সংসারে যাহারা সংসক্তি পূর্ব্বক বিচরণ করে, তৃষ্ণা (ভোগস্পৃহা) তাহাদের শরীর নিরন্তরই দগ্ধ করিতে থাকে[৪১]। যাহাদের মন সংসক্তিযুক্ত, বরং সমুদ্রের বালুকা সঙ্খ্যা করা যায় ত তাহাদের দেহপরম্পরা সঙ্খ্যা করা যায় না[৪২]। গঙ্গার তরঙ্গ গণনা করা যায়; পরন্তু সংসারাসক্ত দিগের দেহ গণনা করা যায় না। রমণীয় স্বর্গ, সুখাবাস অন্তঃপুর, তথা রৌরব, অবীচি ও কাল সূত্রাদি নামক নরক, সমস্তই সংসক্ত চিত্ত দিগের জন্য রচিত। তাহারা প্রজ্বলিত নরকাগ্নির ইন্ধন অর্থাৎ শুষ্ক কাষ্ঠ[৪৩।৪৪]। অধিক কি বলিব, জগতে

* মাৎস্যবৃত্তি অর্থাৎ বৃহৎ মৎস্যেরা যেমন ক্ষুদ্র মৎস্য ভক্ষণ করে তাহার ন্যায় অন্যান্য জীবেরাও জীবান্তর ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহ সংসারে দেখা যায়, বলবান্ দুর্ব্বলের ভক্ষক অথবা পীড়ক। ইহাই মাৎস্য ন্যায় ও মাৎস্য বৃত্তি কথার অর্থ।

যে কিছু দেখা যায় সমস্তই দুঃখের জাল; এ জাল সংসক্ত চিত্ত দিগের জন্ত কল্পিত[৪৬]। সংসক্তচিত্ত নরেরাই দুঃখ পরম্পরা প্রাপ্ত হয়, অসংসক্তেরা তাহা হইতে উত্তীর্ণ হয়[৪৭]। এই যে ভারভূত দেহ, ইহা জন্ম মরণাদি দশা গ্রস্ত ও অনন্ত দুঃখের আধার। ইহা সেই আসক্তিরূপিণী অবিদ্যার দ্বারা বিস্তৃত[৪৮]। অতএব হে রামচন্দ্র! সংসক্তি ত্যাগ ব্যতীত অর্থাৎ ভোগাসক্তি বর্জ্জন ব্যতীত নির্ব্বিকার শান্তি সুখের প্রত্যাশা নাই। হে রাম! তুমি অন্তঃসঙ্গ পরিত্যাগকে পরম রসায়ন বলিয়া জানিবে[৪৯।৫০]। লতা সকল স্বাবলম্বিত তৃণাদির দাহে দগ্ধ হইয়া থাকে। সেইরূপ, অন্তঃসঙ্গের দ্বারা প্রকৃতি কার্য্য দেহাদির দ্বারা প্রকৃতিভূত জীবও দগ্ধ হয়[৫১]। যাহাদের চিত্ত কিছুতেই ব্যাসক্ত নহে, তাহাদিগেরই চিত্ত সুখের কারণ[৫২]। অতএব যে পুরুষ জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া সংসক্তিবর্জ্জিত হইয়াছে সেই পুরুষই মুক্ত পুরুষ[৫৩]।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

—◦○•○◦—
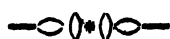
বশিষ্ঠ বলিলেন, বিবেকী নর যদৃচ্ছা ন্যায়ে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহারে অবস্থান করেন সত্য; পরন্তু তাহারা চিত্তকে বক্ষ্যমাণ লক্ষণান্বিত করিয়া রাখেন[১]। যথাসাধ্য বিষয়ে চেষ্টা, অতীত বিষয়ে চিন্তা ত্যাগ ও বর্ত্তমান বিষয়ে ভাবানুবন্ধ (রম্যারম্য বিচার পূর্ব্বক রম্যেরই অনুসন্ধান) বর্জ্জন করেন। উর্দ্ধ বা অধঃ, অগ্র বা পশ্চাৎ, দিক্ অথবা বিদিক্, এ সকল গণনা করেন না। কি বহির্ব্বস্তু, কি ভোগ সুখাদি অন্তর্ব্বস্তু, কি ইন্দ্রিয় বৃত্তি, কি প্রাণ, কুত্রাপি ব্যাসক্ত চিত্ত হন না। মুর্দ্ধা, তালু, ভ্রূমধ্য, নাসাগ্র, মুখ, চক্ষুর তারা, এ সকলের কোনও কিছুতে তাঁহাদের মনে আসক্তি থাকে না। অন্ধকার বা আলোক গণনা করেন না এবং তাঁহাদের মন কোন কিছুতে আসক্তি পূর্ব্বক সংস্থাপিত হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা যোগশাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াতেও অলোলুপ[২]।[৪]। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, এই তিন্ অবস্থা, সত্ব রজ স্তমঃ, এই তিন্ গুণ, কিম্বা শ্বেত পীতাদি বর্ণ, চলত্ব ও স্থিরত্ব, আদি মধ্য ও অন্ত, দূর ও নিকট, সমুখ ও পশ্চাদ্ভাগ, এ সকল বিষয়েও তাঁহাদের চিত্ত উদাসীন[৫]।[৬]। শব্দ স্পর্শ রূপ, মোহ বা আনন্দ, তাঁহাদের লক্ষ্য মধ্যে থাকে না। গমনাগমনের ও দিন পক্ষ মাস ঋতু সম্বৎসর প্রভৃতি কালের অনুসন্ধান পরিত্যক্ত হয়[৭]। তাঁহাদের চিত্ত কেবলমাত্র চিদাত্মায় বিশ্রাম করে, করিয়া যৎকিঞ্চিৎ আভাস দৃষ্টির অনুরূপে বিষয়াবলম্বী হইয়া বিদ্যমান থাকে[৮]। তাঁহাদের চিত্তের সে অবস্থা আত্মরসে পরিপূর্ণ ও বিষয় রসের দূরে অবস্থিত। উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত জীব অজীব হয়, অজীব হইলে তখন তাহার এই সকল লৌকিক বৈদিক ব্যবহার করা ও না করা সমান হয়[৯]। মেঘ যেমন আকাশে বিচরণ করে অথচ আকাশে অসংশ্লিষ্ট, সেইরূপ, আত্মারাম নর লৌকিক বৈদিক কর্ম্ম করিলেও তৎফলে অসংশ্লিষ্ট থাকেন[১০]। অথবা তিনি

কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক মাত্র তৎসাক্ষিস্থানীয় হইয়া থাকেন[১১]। হে রামভদ্র! ফলেচ্ছা শূন্য জীবের বাসনা না থাকায় তাহাদের কৃত কর্ম্ম বন্ধ্যা হইয়া যায়, অর্থাৎ তাদৃশ কর্ম্ম হইতে ভবিষ্যৎ শুভাশুভের বীজ বা অঙ্কুর জন্মে না। তাঁহারা কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের বেগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত (দেহ পাত না হওয়া পর্য্যন্ত) দেহ ভার বহন করে[১২]।

একোনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাহারা অসঙ্গসুখাভ্যাসী তাহাদের আত্মা অতি বিস্তৃত অর্থাৎ মহান্। ব্যবহারে অবস্থান করিলেও তাঁহাদের অন্তর বিশোক ও নির্ভয়[১]। তাঁহাদের বাহ্যিক চিহ্ন এইরূপ—পুত্র মিত্র ধন বিনাশাদিতে তাঁহাদের চিত্ত অচঞ্চল বা অক্ষুব্ধ থাকে। ও পরমার্থ সুখে পরিপূর্ণ থাকায় তাঁহাদের মুখশ্রী পূর্ণচন্দ্রাপেক্ষাও সুশোভনা[২]। যাহার মন চেত্যাবলম্বী নহে, চিন্মাত্র অবলম্বী, তাহাদের মন কতক-পরিষ্কৃত জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও বিজ্বর (কতক=নির্ম্মলীফল) হয়। লোকদৃষ্টিতে তাহারা চঞ্চলকল্প হইলেও অন্তরে সুমেরুর ন্যায় অটল অচল[৩।৪]। যেমন অত্যন্ত মসৃণ স্ফটিকে রং লাগে না, তেমনি, আত্মস্বপ্রাপ্ত চিত্তেও সুখ দুঃখের অনুরঞ্জনা হয় না[৬]। জীবেশ্বরতত্ত্বসাক্ষাৎকারী নরই চিত্তজয়ী ও নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত[৭]। জীব যত দিন না অন্তঃসক্ত হয় অর্থাৎ অধ্যানে বা অসমাধি কালেও সমাধি কালের ন্যায় ও ধ্যান কালের ন্যায় নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে না পারে, তত দিন বাহ্য বস্তুর আসক্তি পরিত্যাগ হয় না। অতএব, যে নর প্রবোধ প্রাপ্তে ধ্যানমগ্নতা ব্যতীত অন্য সময়েও (অর্থাৎ সর্ব্বদা) আত্মধ্যায়ী অর্থাৎ আত্মসুখে মগ্ন থাকে, সেই নর স্বসক্ত আখ্যায় অভিহিত হয়[৮]। আত্মসুখমগ্নতা অভ্যস্ত হইলে তখন অসংসক্তি আপনা হইতেই সিদ্ধ হয় (অভ্যস্ত বা স্বায়ত্ত হইয়া যায়)। কারণ এই যে, আত্মজ্ঞান বাহ্যাসক্তি দাহের বহ্নিস্বরূপ[৯]। হে রামচন্দ্র! আত্মদৃষ্টি প্রাপ্ত জীব জাগ্রৎ কালেও সুষুপ্ত, প্রিয়াপ্রিয়ের অতীত, কালবর্জ্জিত ও উদয়াস্তরহিত[১০]। ক্রমে উক্ত অবস্থা দৃঢ় হইলে চিত্ত বাহ্যবৃত্তি পরিত্যাগী ও ক্ষীণ হইয়া থাকে, তাহাই জাগ্রৎসুষুপ্তি শব্দের অর্থ[১১।১২]। তাদৃশ সুষুপ্তি দশার ব্যবহার সুখ দুঃখের উৎপাদক নহে[১৩]। যে ব্যক্তি জাগ্রত সুষুপ্ত হইয়া ব্যবহার কার্য্য নির্ব্বাহ করে সে ব্যক্তি বৈষয়িক সুখ দুঃখে অভিভূত হয় না। তাহার সেই ব্যবহার কার্য্য (গমনাগমনাদি) যন্ত্র পুত্তলিকার গমনাদি কার্য্যের অনুরূপ[১৪]। চিত্তের যে অহং আমি, ইত্যাকারে পরিণত হওয়ার সামর্থ্য আছে, তাহাই

জনগণকে তাপ প্রদান করে। চিত্ত যদি আত্মমগ্ন হইয়া যায় তাহা হইলে তাহার তাপদায়ক সামর্থ্য থাকে না। অর্থাৎ অহং জ্ঞান না-থাকিলে কে কাহাকে তাপ প্রদান করিবে[১৫]? সুষুপ্তবুদ্ধি পুরুষ কর্ম্ম করিলেও তদ্দ্বারা অবদ্ধ। হে রাম! তাই আমার বক্তব্য, তুমিও সুষুপ্ত দিগের ন্যায় কার্য্যতৎপর হও। কর্ম্ম পরিত্যাগ বা কর্ম্ম প্রবৃত্তি দুএর কিছুই জ্ঞানীর অভিমত নহে। জ্ঞানীরা যখন যাহা উপস্থিত তখন তাহা করেন কিন্তু আত্মভাব পূর্ব্বক[১৬।১৮]। তুমি সুষুপ্তের ন্যায় থাকিয়া কর্ম্ম করিলেও কর্ত্তা হইবে না (ফলভাগী হইবে না)[১৯]। রাম! শিশু যেমন অভিসন্ধি বর্জ্জিত হইয়া মঞ্চ (মঞ্চ=মাঁচা। সঞ্চালন=নড়ান।) সঞ্চালন করে, সেইরূপ তুমিও অভিসন্ধি বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ কর[২০]। লব্ধাত্মা নর "আমি কর্ত্তা—আমি করিতেছি" এরূপ অভিমান সহকারে কোন কিছু করে না; সুতরাং তাঁহারা জাগ্রতে সুষুপ্ত এবং চিৎ পদ প্রাপ্ত ও স্বস্থ[২১]। চিত্ত সে প্রকার সুষুপ্তবৎ অবস্থায় বাসনা শূন্য হয়; সুতরাং তদীয় অন্তরও চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল হয়[২২]। অদ্রি যেমন ছয় ঋতুতেই সমান অর্থাৎ অক্ষুণ্নভাবে অবস্থিত থাকে, তাহার ন্যায় উক্তাবস্থা প্রাপ্ত পুরুষ সর্ব্ব প্রকার অবস্থায় সমান অর্থাৎ বিকারশূন্য হন[২৩]। ধীর ও সুষুপ্তস্থ পুরুষ বাহিরে চঞ্চল হইলেও অন্তরে অচলের ন্যায় অচঞ্চল[২৪]। তুমি সুষুপ্তবৎ অবস্থা অর্জ্জন করিয়া দেহ পরিত্যাগ অথবা দেহ ধারণ যাহা ইচ্ছা করিতে পার[২৫]। রাম! পণ্ডিতেরা বলেন, উক্ত সৌষুপ্তি স্থিতি অভ্যাসযোগে দৃঢ়া হইলেই তাহা তুর্য্যাবস্থা[২৬]। উক্ত অবস্থা আনন্দময়, ক্লেশবর্জ্জিত ও নির্ম্মনস্ক[২৭]। জ্ঞানীরা ঐ অবস্থায় থাকিয়া এ সকলকে লীলা মাত্র অনুভব করেন এবং শোক ভয় আয়াস ও সংসার সম্ভ্রম হইতে সমুত্তীর্ণ হন। এই সকল তুর্য্যাবস্থা প্রাপ্ত নরের আর সংসারে পতন হয় না[২৮।২৯]। শৈলশিখরারূঢ় ব্যক্তি অধঃস্থ লোক দিগকে যে ভাবে দেখে ও দেখিয়া মনে মনে হাস্য করে, আত্মপদ প্রাপ্ত নরেরা সংসারমগ্ন লোক দিগকে তদনুরূপ ভাবে দেখেন ও দেখিয়া মনে মনে হাস্য করেন[৩০]। সেই তুর্য্যাবস্থা অবিনাশিনী, তৎপ্রাপ্ত নর আনন্দপূর্ণ। উক্তবিধ তুর্য্যপদের পরে তুর্য্যাতীত পদ, তৎপরে মুক্তি। মুক্তি হইলে সমস্ত জন্মবন্ধন পরিগলিত হয়। সকল প্রকার তমোময় অভিমান লয় প্রাপ্ত হয় ও জলগত সৈন্ধব পিণ্ডের ন্যায় পরমানন্দসত্তা এক রস হয়[৩১।৩৩]।

সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুনাথ! কেবল চিন্মাত্র পদে অবস্থান করার নাম কৈবল্য পদ। ঐ পদ জীবন্মুক্ত দিগের অধিকৃত এবং শ্রুত্যাদি বাক্যের বিষয় অর্থাৎ বেদ বাক্যের প্রতিপাদ্য[১]। তৎপরে বিদেহ কৈবল্য, তাহাই বাক্যের অবিষয় অর্থাৎ বাক্য বিন্যাসের দ্বারা সে অবস্থা বুঝান যায় না[২]। হে রঘুপতে! বিদেহ মুক্ত দিগের সেই বিশ্রান্তি আকাশের ন্যায় দুরধিগম্য[৩]। জীবন্মুক্ত পুরুষেরা অর্থাৎ সদেহ মুক্ত নরগণ কিঞ্চিৎ কাল সুষুপ্তের ন্যায় জগতে অবস্থান করেন (প্রারব্ধ ভোগ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত), পরে চতুর্থ পদ প্রাপ্ত হন[৪]॥ রাঘব! যে প্রকারে আত্মতত্ত্বজ্ঞগণ তূর্য্যাতীত পদ প্রাপ্ত হন, তুমিও সেই প্রকারে সেই নির্দ্বন্দ্ব পদ প্রাপ্ত হইবে[৫]। হে রামচন্দ্র! তূর্য্যপদের পূর্ব্বে সৌষুপ্ত পদ, তুমি তত্রস্থ থাকিয়া ব্যবহার পরায়ণ হইলে উদ্বেগাদি বর্জ্জিত হইবে। চিত্রিত চন্দ্রের কি ক্ষয় থাকে? না উদয় থাকে? তদ্বৎ তোমারও ক্ষয়োদয় নাই[৬]। এই যে শরীর, ইহারই ক্ষয় ও উদয় হইতেছে। তাহাতে "আমার বা আমি" জ্ঞান আরোপ করিও না[৭]। দেহ কি? দেহ মিথ্যাজ্ঞানের বিজৃম্ভণ (কার্য্য) বিশেষ। সুতরাং ইহার বিনাশে ও অবস্থানে তোমার কোনও রূপ ইষ্টানিষ্ট নাই। অতএব, তুমি স্বাত্মবোধ স্থির রাখিবার জন্য যত্নবান্ থাক[৮]। তুমি সত্য কি তাহা জানিয়াছ, পরম পদ কি তাহাও বুঝিয়াছ, যাহা আপনার স্বরূপ তাহাও প্রাপ্ত হইয়াছ। সম্প্রতি বিশোক অর্থাৎ শোকাদির অতীত হইয়াছ[৯]। আকাশ যেমন অন্ধকার ও মেঘ হইতে মুক্তি লাভ করিলে শোভা প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় তুমিও আজ্ ইষ্টানিষ্ট পরিত্যাগ করিয়া শোভমান হইয়াছ[১০]। তোমার মন এখন পরমাত্মভাবাপন্ন হইয়াছে, অতঃপর সে আর নীচগামী হইবে না। যেমন সিদ্ধগণ নভস্তল পরিত্যাগ করিয়া অবনীতল আশ্রয় করেন না, তাহার ন্যায় তোমার আত্মভাবাপন্ন মন যখন আর অনাত্মায় অভিবিষ্ট হইবে না[১১]। তারতম্য

বর্জ্জিত বিশুদ্ধ চিৎতত্ত্বই আছে, অন্য কিছু নাই। ইহা তাহা সেই এই আমি তুমি, এ সমস্তই ভ্রম[১২]। আত্মা প্রভৃতি নামও ব্যবহারের নিমিত্ত কল্পিত। বস্তুতঃ নাম বা রূপ প্রভৃতি ভেদ উক্ত বিভুতে অন্তগত (অর্থাৎ নাই)[১৩]। সমুদ্র এই একটী নাম, তাহা জল ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তত্রস্থ তরঙ্গাদিও জল হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। সেইরূপ, আত্মাই সমস্ত; জল ভূম্যাদিও অপৃথক্ অর্থাৎ তদতিরিক্ত নহে[১৪]। জলপূর্ণ সমুদ্র জলের অতিরিক্ত নহে। সেইরূপ, এই বিস্তৃতাকার জগৎও আত্মাতিরিক্ত নহে। হে প্রাজ্ঞ! এই, সেই, আমি, তুমি, এ সকল ব্যবস্থা দেহাদিভাবে ব্যবস্থিত। দেহাদিভাব ছাড়িলে ঐ সকল কি তাহা তুমি স্বয়ং অবধারণ কর। পরমার্থ ভাবে দ্বিত্ব বহুত্বাদিও নাই, দেহও নাই, দেহাদির সহিত সম্বন্ধও নাই। বরং সূর্য্যে কলঙ্কের অবস্থান সম্ভব হয় ত পরমাত্মায় ঐ সকলের অবস্থিতি সম্ভব হয় না[১৫,১৭]। হে শত্রুনাশন্! দ্বিত্ব বহুত্ব ও দেহাদি স্বীকার করিলেও বলিতে পারি, সে সকলের সহিত বিভু পরমাত্মার সম্পর্ক নাই[১৮]। যেমন আতপের সহিত ছায়ার ও আলোকের সহিত অন্ধকারের সম্বন্ধ অসম্ভব, তেমনি, দেহের সহিত দেহীর সম্বন্ধ অসম্ভব[১৯]। যেমন শৈত্যের সহিত উষ্ণের সমাবেশ নাই, তেমনি দেহের সহিত আত্মার অসমাবেশ জানিবে। দেহাদি জড়, আত্মা অজড় অর্থাৎ চেতন। উভয়ে এক সঙ্গে থাকিলেও স্বরূপতঃ সম্বন্ধশূন্য[২০,২১]। চিন্মাত্র, তাহার দেহ সম্বন্ধ, এ কথা অর্থশূন্য[২২]। যদি সত্য দৃষ্টি উদিত হয় তাহা হইলে ঐ সকল মিথ্যা দৃষ্টি তিরোভূত হইয়া যায়। সত্য দৃষ্টির অভাবেই ঐ সকল সৌর কিরণে জলধি দর্শনের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে[২৩]। চিদাত্মা নিতান্ত নির্ম্মল, নিত্য ও স্বপ্রকাশ, পরন্তু দেহ তাহার বিপরীত। অর্থাৎ সমল, অনিত্য ও পরাধীন প্রকাশ[২৪]। দেহস্থ বায়ুর দ্বারা ইহার স্পন্দন এবং ভূত পদার্থের দ্বারা ইহার স্থূলতা[২৫]। যদিও কোনও প্রকারে দ্বৈত থাকা সিদ্ধ করিতে পার তথাপি সম্বন্ধের সম্ভাবনা পর্য্যন্তও করিতে পারিবে না। অহে বুদ্ধিমান্ রাম! যখন দ্বৈত পক্ষেও দেহ দেহীর বাস্তব সম্বন্ধ অসম্ভব হয়, তখন অদ্বৈত পক্ষের কথা কি বলিব[২৬]? অতএব হে রঘুপতে! তুমি অন্তরে ইহাই অবধারণ করিবে যে, বন্ধও নাই এবং মোক্ষও নাই। বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা

অজ্ঞগণের অজ্ঞ সুতরাং কাল্পনিক[২৭]। (কাল্পনিক কথার অর্থ মিথ্যা জ্ঞানের রচনা। সুতরাং যাহা মিথ্যা জ্ঞানের রচনা তাহা অবস্তু)।

হে রামচন্দ্র! বাহিরে অন্তরে সর্ব্বত্রই শান্ত আত্মা বিরাজিত, এই প্রত্যয়কে তুমি দৃঢ় করিতে চেষ্টা পাও। আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মূঢ়, এ সকল দুর্দৃষ্টি অর্থাৎ মিথ্যা প্রত্যয়। ঐ সকল দৃষ্টিকে বস্তু অর্থাৎ সত্য বলিয়া বিবেচনা করিলে তুমি চিরকালের নিমিত্ত দুঃখী হইবে[২৮।২৯]। শৈলের সহিত তৃণের ও কোশেয়ের সহিত পলালের যে অন্তর বা প্রভেদ, পরমাত্মার সহিত দেহাদির সেইরূপ প্রভেদ জানিবে[৩০]। যেমন তোমার সহিত তিমিরের সম্বন্ধ নাই এবং তুলনাও হয় না, তেমনি, আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ বা তুলনা, দুএর কিছুই সম্ভাবনা হয় না[৩১]। যেমন শীতোষ্ণের ঐক্য কথাপ্রসঙ্গেও সম্ভব হয় না, সেইরূপ জড়দেহ ও অজড় আত্মা উভয়ের ঐক্য সর্ব্বথা অসম্ভব[৩২]।

দৈহিক শিরায় প্রশিরায় বিদ্যমান ও বিচরণকারী বায়ুর দ্বারা দেহের গত্যাগতি সম্পন্ন হইতেছে এবং তাহারই দ্বারা এই দেহ শব্দ করিতেছে (কথা কহিতেছে)। যেমন বেণু নির্ম্মিত বংশীর নিনাদ তত্রস্থ রন্ধ্র বিশেষের দ্বারা স রি গ ম প ধ নি প্রভৃতি ভেদানুভেদ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ দেহস্থ সমীরণও দৈহিক কণ্ঠাদি ছিদ্র পথ দ্বারা তদুত্থ ধ্বনিকে ক চ ট ত প প্রভৃতি বর্ণে বিভিন্ন করে[৩৩।৩৪]। চক্ষুঃস্পন্দন ও ইন্দ্রিয় গণের কার্য্যও উক্ত বায়ুর দ্বারা সম্পন্ন হয়। বলা বাহুল্য যে, উক্ত সমস্তই আত্মসংবিতের অনতিরিক্ত[৩৫]। আকাশ উপল ও কুড্য, সর্ব্বত্রই আত্মার রূপান্তর মাত্র দৃষ্ট হইতেছে[৩৬]। চিত্তরূপ পক্ষী দেহরূপ নীড় পরিত্যাগ করিয়া স্বোপার্জ্জিত বাসনা জালের প্রভাবে যে স্থানেই গমন করুক, আত্মা সর্ব্বত্রই স্বানুভূতির দ্বারা অনুভূয়মান হন[৩৭]। যে স্থানে পুষ্পসংবিৎ, সেই স্থানেই গন্ধসংবিৎ। এইরূপ, যে স্থানে চিত্ত সেই স্থানেই আত্মসংবিৎ (চৈতন্য)[৩৮]। আকাশ সর্ব্বত্র বিদ্যমান, পরন্তু যে স্থানে আদর্শ সেই স্থানে তাহার প্রতিবিম্ব। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, আত্মাও সর্ব্বত্র বিদ্যমান, পরন্তু যে স্থানে চিত্ত, সেই স্থানেই তাহার অনুভূতি[৩৯]। নিম্ন ভূমিই জলের আস্পদ। তাহার ন্যায় অন্তঃকরণই আত্মসংবিতের আস্পদ[৪০]। অতএব, হে রামচন্দ্র! এই

জগতের রূপ সত্যাসত্য বিমিশ্রিত। যেমন সূর্য্যের প্রভা আলোক বিস্তার করে তাহার ন্যায় অন্তঃকরণ এই সকল মিথ্যার বিস্তৃতি করিতেছে[৪১]। অতএব, অন্তঃকরণই অন্তরে আন্তর সৃষ্টির ও বাহিরে ভূত সৃষ্টির কারণ, সর্ব্বাতীত আত্মা কোন কিছুর কারণ নহেন। আত্মাকে কারণ বলা যায় বটে; পরন্তু তাহা সন্নিধান বশতঃ অয়স্কান্তের অনুরূপ নিমিত্ত কারণ মাত্র[৪২]। উক্ত অন্তঃকরণের কারণ অজ্ঞান, তাহার অন্য নাম অবিচার ও মৌর্খ্য[৪৩]। অসম্যক্ দর্শন হইতেই চিত্তের অস্তিতা জন্মে। সুতরাং সম্যক্ দর্শন দ্বারা তাহার অসত্তা স্থিরীকৃত হয়। অতএব হে রাঘব! সংসারের কারণীভূত চিত্তের বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। জীব, অন্তঃকরণ, চিত্ত, মন, এ সমস্তই সেই একেরই নাম, ইহা অবধারিত জানিবে[৪৪,৪৫]।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! ঐ সকল নাম বা সংজ্ঞা কি প্রকারে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আমাকে বলুন্[৪৭]।

বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, এই সমস্ত জন্য বস্তু সেই আত্মতত্ত্বের রূপান্তর। অর্থাৎ চিত্তের দ্বারা আত্মতত্ত্বে জলে তরঙ্গোৎপত্তির ন্যায় এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে[৪৮]। যেমন সমুদ্রের জল কোথাও অতি লোল এবং কোথাও অচঞ্চল, সেইরূপ, জায়মান কোন কোন পদার্থে আত্মা স্পন্দরূপে অবস্থিত এবং কোন কোন পদার্থে স্পন্দবর্জ্জিত রূপে বিদ্যমান[৪৯,৫০]। সেই কারণে প্রস্তরাদি অলোল অর্থাৎ অচেতন এবং জীবাদি লোল অর্থাৎ স্পন্দায়মান বা চেতন[৫১]। অতএব, সর্ব্বশক্তি আত্মা যে যে শরীরে অজ্ঞান শক্তিতে আবিষ্ট, সেই সেই শরীর অজ্ঞ আখ্যায় অবস্থিত। অতএব, যে শরীরে তাদৃশ আত্মা স্বয়ং ও স্বকল্পিত অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন, সেই শরীরে তিনি জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত। এই জীবই এতৎ সংসারে মায়া পিঞ্জরের হস্তী[৫২,৫৩]। জীবন অর্থাৎ প্রাণ ধারণ করেন বলিয়া জীব, অহং ভাব ধারণ করায় অহং, নিশ্চয় করেন বলিয়া বুদ্ধি এবং সঙ্কল্প করেন বলিয়া মন সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ[৫৪]। বলা বাহুল্য যে, সেই স্বকল্পিত স্বাত্মাজ্ঞান পদার্থই প্রকৃতি, এবং তাহারই হ্রাস বৃদ্ধি যোগে দেহ। অতএব দেহের প্রাকৃতিক অংশ জড়, আর তাহাতে স্বাত্মসত্তা চেতন। এইরূপে এই চরাচর বিশ্ব চেতনাচেতন বা জড়াজড়রূপী হইয়াছে। জড়বিপরীত চেতন

এবং চেতনবিপর্য্যয় জড়, এই দু'এর মধ্যে পরমাত্মতত্ত্ব বিদ্যমান। সেই পরমাত্মতত্ত্বই উক্ত প্রকারে নানা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতেছেন[৫৫,৫৬]। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি বেদান্তে জীবের স্বরূপ অভিহিত প্রকারে নির্ণীত হইয়াছে। হে অনঘ! যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই কুতার্কিক গণের নানা কুতর্কে জীবের স্বরূপ বোধে বিমুগ্ধ[৫৭,৫৮]। হে মহাবাহো! সংসারের কারণীভূত জীবত্ব যেরূপ তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ভাবিয়া দেখ, দেহ মূক এবং নিতান্ত তুচ্ছ বা অকিঞ্চিৎকর। দেহ ও আত্মা এই দুই পদার্থের মধ্যে আধার আধেয় সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন স্বরূপ সম্বন্ধ নাই, সুতরাং তাহার একতর বিনাশে অন্যতরের বিনাশ হইবে কেন? যদি তাহা না হয়, তবে অবশ্যই শরীরের নাশে আত্মার বিনাশ হয় না, ইহা সহজ বুদ্ধিরও গম্য হইবে[৫৯,৬০]। একটী বৃক্ষপত্রের রস শুষ্ক হইলে কি সমুদায় পত্রের রস ক্ষয় প্রাপ্ত হয়[৬১]? তাহা হয় না। তদ্দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে, শরীরের ক্ষয়ে শরীরীর ক্ষয় হয় না। শরীরী যদি বাসনা পরিবেষ্টিত থাকে তাহা হইলে সে, শরীরের নাশে বাসনা পুঞ্জে অবস্থান করে, পরন্তু বাসনাশূন্য হইলে সে, শরীর বিনাশের পর ব্রহ্মত্বে স্থিতি লাভ করে[৬২]। দেহ নাশে আমি বিনষ্ট হইব, এ বিভ্রম যাহাদের আছে, আমি মনে করি, তাহারা জননীর স্তনতটেও ভূত প্রেতের আশঙ্কায় ভীত হয়[৬৩]। অতএব, চিত্তের আত্যন্তিক বিনাশ ব্যতীত পুনর্জ্জন্মাদির ভয় নিবারিত হয় না। চিত্তের আত্যন্তিক বিনাশই মোক্ষ[৬৪]। তদ্ব্যতীত মরণ, তাহা দেহের তাৎকালিক অদর্শন মাত্র। কেননা, অন্য কালে পুনর্ব্বার দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ হইবে। অজস্র রূপে দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে। জন্তু সকল এই সংসারে তরঙ্গ পতিত তৃণের ন্যায় নিরন্তর উহ্যমাণ হইতেছে সুতরাং মরণ একটা ব্যপদেশ (কথা) মাত্র[৬৫,৬৬]। যেমন বানরেরা এক বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষে যায় তেমনি বাসনাবেষ্টিত জীবেরাও এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে যায় আবার সে দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে যায়[৬৭,৬৮]। চতুরা ধাত্রীগণ যেমন বালক দিগকে ইতস্ততঃ নীয়মান করে তাহার ন্যায় জীবের স্বোপার্জ্জিত বাসনাই জীব দিগকে ইতস্ততঃ নীয়মান করে[৬৯]। বাসনা জালে বিজড়িত হইয়াই জীব সকল পরস্পর পরস্পরের উপজীব্য হইতেছে ও দিন দিন জীর্ণ হইতেছে[৭০]। জীব সকল স্ব

হৃদয় নিহিত বাসনার অনুবর্ত্তনে জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইয়া রোগ শোক দরিদ্রতা প্রভৃতি বিবিধ দুঃখের ভার নিরন্তর বহন করিতেছে, নানা যোনি ভ্রমণ করিতেছে, শত শত দুর্দ্দশায় গ্রস্ত হইতেছে, পরিণামে নরক বাসে নিযুক্ত বা প্রেরিত হইতেছে[৭১]।

বাল্মীকি বলিলেন, মুনিপ্রবর বশিষ্ঠ এই পর্য্যন্ত বলিলে দিবা অবসান হইল। দিবা অবসান দেখিয়া সভাস্থ জনগণ সায়ং কর্ত্তব্য সাধনার্থ সভাস্থান পরিত্যাগ করিলেন। রজনী অবসানে পুনর্ব্বার তাঁহারা কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া সভাস্থলে আগমন করিলেন।

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ দিবস।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, দেহের জন্মে ও বিনাশে তুমি জাত ও নষ্ট হও না। তুমি বিশুদ্ধ আত্মা, দেহ তোমার কেহ নহে[১]। দেহে আত্মার অবস্থিতি কুণ্ডে বদরের অথবা ঘটে আকাশের অবস্থিতির অনুরূপ। যেমন কুণ্ডের অপচয়ে বদরের অপচয় হয় না, তাহার ন্যায় দেহের অপচয়ে আত্মার অপচয় হয় না[২]। এই নশ্বর দেহ বিনষ্ট হইবে, তৎসঙ্গে আমিও বিনষ্ট হইব, এইরূপ ভাবিয়া যাহারা খেদ করে তাহাদিগকে ধিক্[৩]! রশ্মির (অশ্বের লাগাম) ও রথের যেরূপ সম্বন্ধ, দেহের সহিত চিত্তের ও ইন্দ্রিয়ের সেইরূপ সম্বন্ধ[৪]। হে রাঘব! সরোবর, পঙ্ক, নির্ম্মল জল, এই তিন যেমন পরস্পরাপেক্ষ, দেহ ইন্দ্রিয় আত্মা, এ তিন্‌ও সেইরূপ পরস্পরাপেক্ষ[৫]। পথিকেরা যাবৎ পথে থাকে তাবৎ তাহাদের আস্থা বা আত্মীয়তা। তৎপরে তাহারা কেহ কাহার প্রতি আস্থা রাখে না। দেহ ও আত্মা ঠিক্ সেইরূপ। যাবৎ দেহ থাকে তাবৎ মোহ বশতঃ ইহার প্রতি আস্থা, তৎপরে এতদ্দেহের প্রতি আর আস্থা থাকে না[৬]। কল্পিত বেতাল (ভূত প্রেত) কল্পক দিগের ভয় উৎপাদন করে, কল্পিত স্নেহ মমতা ও সুখ দুঃখও কল্পক দিগকে স্নিগ্ধ, সুখী ও দুঃখী করে[৭]। একই বৃক্ষ (কাষ্ঠ) হইতে যেমন শিল্পীর দ্বারা বিবিধ পুত্তলিকা প্রস্তুত হয় তাহার ন্যায় সম্পিণ্ডিত পঞ্চ ভূত হইতে এই সকল বিবিধাকার জন্তু উৎপন্ন হইয়াছে[৮]। কাষ্ঠপুত্রে কাষ্ঠ ব্যতীত অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না; সেইরূপ, দেহেও ভূত পঞ্চক ব্যতীত অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না[৯]। অহে জনগণ! তোমরা এই সম্পিণ্ডিত পঞ্চ ভূতের বিক্ষোভে বিনাশে ও উৎপত্তিতে হর্ষ বিমর্শ ও বিষাদ অনুভব কর কেন[১০]? স্ত্রীশরীর হউক, আর পুংশরীর হউক, উহাতে এমন কি অতিরিক্ত পদার্থ আছে—যাহার জন্য তোমরা পতঙ্গের বহ্নি পতনের ন্যায় বিষয় বহ্নিতে নিপতিত হইতেছ[১১]? যদি বল, সন্নিবেশের (অঙ্গের গঠনের) বৈচিত্র্য আছে; তাহাতে আমার বক্তব্য—

উক্ত বৈচিত্র্যে অজ্ঞের মনস্তুষ্টি হইতে পারে; পরন্তু বিজ্ঞের নহে। বিজ্ঞগণ জানেন, সে সমস্তই দৃশ্য ভূতপঞ্চকের অনতিরিক্ত[১২]। শিল্পীরা প্রস্তরে পুত্তলিকা প্রস্তুত করে, তন্মধ্যে কোনটী পুত্র এবং কোনটী মাতা, অথচ তাহাদের কেহ কাহার প্রতি স্নেহ মমতাপন্ন নহে। চিত্ত ও শরীর, এই দুএরও পরস্পর তদ্রূপ সম্বন্ধশূন্যতা নির্দ্ধারিত হয়[১৩]। মৃত্তিকারচিত প্রতিমা আর বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মন, সমান (সম্বন্ধপক্ষে) জানিবে[১৪]। প্রস্তর পুত্তলিকা যতই একত্র থাকুক, কেহ কাহার সম্পর্কভাজন নহে। তাহার ন্যায়.দেহ, ইন্দ্রিয়, আত্মা ও মন, ইহারাও পরস্পর কোনরূপ বাস্তব সম্পর্কের ভাজন নহে[১৫]। যেমন বিভিন্ন দেশ জাত তৃণ জলতরঙ্গে একত্র মিলিত হয়, তাহার ন্যায় ভূত সকল দেহধারী জীব দিগের দেহের জন্য তাহাদের অদৃষ্ট বশে একত্র মিলিত হয়[১৬]। তরঙ্গে উহ্যমান তৃণ কখন সংযুক্ত কখন বা বিযুক্ত হয়। সেইরূপ দেহও কখন বা আত্মায় সংযুক্ত কখন বা তাহা হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে[১৭]। যেমন সমুদ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও তৃণ কাষ্ঠাদি যুক্ত হইয়া অবস্থান করে তাহার ন্যায় আত্মাই উপচিত অর্থাৎ চিত্তাকার প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন[১৮]। জল যেমন স্পন্দন পরিত্যাগে স্থির ও স্বচ্ছ হয় তাহার ন্যায় আত্মাও চেত্য (চিত্তের দৃশ্য) পরিত্যাগে স্বরূপাবস্থিতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতি উচ্চস্থ বায়ুর স্তরে অবস্থিত জীব অর্থাৎ খেচরত্ব প্রাপ্ত দেবাদি জীব পৃথিবীমণ্ডলকে যে ভাবে দেখে, মুক্ত জীব দেহকে ঠিক্ সেই ভাবে দৃষ্ট করে[১৯।২০]। ভূতগণ পৃথক্ দৃষ্ট হইলেই অজ আত্মা দেহাতীত হন[২১]। তখন ক্ষীবতা পরিত্যাগে (মদের নেশা ছুটিয়া গেলে) আপনার স্বস্থ সংবিৎ অনুভবের ন্যায় আপনার জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রভৃতির অতীতত্ব অনুভব করেন[২২]। আত্মাই এই বিশ্ব ও বিশ্বস্থ ফলের বৃন্তরূপে প্রস্পন্দিত[২৩]।

হে মহাবাহো! যাঁহারা মহাবুদ্ধিধর, নিষ্পাপ, বীতরাগী, তাঁহারা উক্ত প্রকার বোধ সম্পন্ন হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন। তাঁহারা জীবন্মুক্ত ও মহাত্মার পদ প্রাপ্ত[২৪]। তাঁহাদের বাসনা নাই তাঁহারা মণি রত্ন বিভূষিত থাকিলেও অনাসক্তি বশতঃ সে সকলের প্রতি প্রস্তর খণ্ডের অনুরূপ। কূলস্থিত কাষ্ঠে জলনিধি ও ধূলি পুঞ্জে নভস্তল যেমন প্রালিপ্ত প্রাপ্ত হয় না তাহার ন্যায় আত্মজ্ঞ লোক ব্যবহার কার্য্যে মালিন্য

প্রাপ্ত হন না[২৫,২৬]। আত্মজ্ঞ ব্যক্তি ভোগের ক্ষয়ে বিদ্বিষ্ট ও ভোগ লাভে সন্তুষ্ট হন না[২৭]। কেননা তাঁহারা জানেন, সমস্তই মনের মনন, অর্থাৎ মনের কল্পনা[২৮]। অন্তরের অহন্তা ও বাহিরের ভূতাদি ও কালাদি সমস্তই মনের বিজৃম্ভণ[২৯]। দৃক্ ও দৃশ্য সৎ অথবা অসৎ (অবিদ্যমান বা মিথ্যা) যাহা হয় হউক, সমস্তই হর্ষ শোকের অযোগ্য [৩০]। অহে জীবগণ! এ সকল যদি অসত্য হয় তবে অবশ্যই তন্নিমিত্ত হর্ষ শোক বৃথা এবং যদি সত্য হয় তাহা হইলেও হর্ষ শোক করা অপরিহার্য্য কারণে অবিধেয়[৩১]। অহে সুদৃষ্টি জীবগণ! তাই তোমাদিগকে বলি, তোমরা অসম্যক্ দর্শন পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্ দর্শন অবলম্বন কর। যাহারা সম্যক্ দর্শী তাহারা কদাপি মোহের বশ্য হয় না[৩২]। যাহা পারমাত্মিক সুখ অর্থাৎ আত্মার সুখরূপিত্ব, তাহারই অভিব্যক্তির নিমিত্ত জনগণ বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বাঞ্ছা করিয়া থাকে। সাধক বা জ্ঞানী যদি অনুধাবন বা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারেন, সেই বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধ জাত মনোবৃত্তি গুলি মিথ্যা পরন্তু সে সকলে অভিব্যক্ত যে অনুভূতি তাহা এক অখণ্ড ও সত্য এবং সেই অনুভূতিই ব্রহ্ম[৩৩,৩৪]। উক্ত অনুভূতিময় ব্রহ্ম অজ্ঞকে সংসার ও তজ্জ্ঞকে মোক্ষ প্রদান করে। দৃশ্যদর্শনে যে সুখ অভিব্যক্ত হয় সেই সুখ পরমাত্মার বপু বা শরীর। অতএব তাহার সহিত (দৃশ্যের সহিত) সম্বন্ধতাই বন্ধন এবং অসম্বন্ধতাই মোক্ষ। অপিচ সেই সুখসংবিদ্ যদি ক্ষয় ও অতিশয় (তারতম্যযুক্ত) যুক্ত হইয়া প্রকাশ পায় তাহা হইলে তাহাকে বন্ধন বলা যায় নচেৎ তাহাই মোক্ষ নামের নামী[৩৫,৩৭]। দৃশ্যদৃষ্টি বর্জ্জিত উত্তমাশয় পুরুষ অভিহিত প্রকার আত্মস্বরূপ অবলম্বন করিবা মাত্র আবরণ দৃষ্টি (মিথ্যা জ্ঞান) বিনষ্ট হয়। আবরণ দৃষ্টির বিনাশে স্বরূপ দৃষ্টি প্রকাশ পায়[৩৮]। দৃশ্যদর্শন মোচনের নামই মুক্তি ও তুর্য্যত্ব প্রাপ্তি[৩৯]। হে রাঘব! উক্তাবস্থা প্রাপ্ত আত্মাকে স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, চেতন, জড়, সৎ, অসৎ, অহংগম্য, অনহংগম্য, এক, অনেক, দূর, নিকট, অস্তি, নাস্তি, প্রাপ্য, অপ্রাপ্য, সর্ব্ব, অসর্ব্ব, পদার্থ, অপদার্থ, পঞ্চাত্মা, অপঞ্চাত্মা, কোন কিছু বলা যায় না। মনের ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত যে কিছু দৃশ্য, ঐ অবস্থা তৎ সমস্তের অতীত। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সমস্তই আত্মা[৪০,৪৫]। ভূমি, জল, বায়ু, আকাশ, অগ্নি, সমস্তই

আত্মা। আত্মারই অস্তিত্বে ঐ সমুদায়ের অস্তিত্ব। আমি চৈতন্যাতিরিক্ত, এ উক্তিও উন্মত্তজল্পনা[৩৩]। হে রামচন্দ্র! তোমার মতি এইরূপে স্থিতি লাভ করুক যে, আমিই কল্পাদিকাল ও ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান গত পদার্থ নিচয়, আন্তরস্থ ইন্দ্রিয়াদি এবং বলা বাহুল্য যে, সমস্তই আমি আত্মা[৩৭]।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।
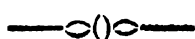
বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! উক্ত প্রকার বিচারজাত বিজ্ঞানের দ্বারা দ্বৈত বুদ্ধি পরিত্যক্ত হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞগণ আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[১]। এক্ষণে অপর এক বিচার্য্য কথা যা জ্ঞানদৃষ্টির কথা বলি, তাহাও শ্রবণ কর। করিলে তোমার দিব্যজ্ঞান অচল অর্থাৎ স্থায়িতা প্রাপ্ত হইবে[২]।

আকাশ, আদিত্য, দিক্, অধঃ, ঊর্দ্ধ, দৈত্য, দেবতা, দিবা, রাত্রি, আলোক, অন্ধকার, মেঘ, পৃথিবী, সমুদ্র, রজঃ, বায়ু, অগ্নি, এ সমস্তই আমি[৩।৪]। ত্রিজগতের সর্ব্বত্রই আমি অর্থাৎ কেবল আত্মাই সর্ব্বত্র ব্যবস্থিত। যে হেতু সমুদায়ই আত্মা, সেই হেতু দ্বিত্ব বা একত্ব অসম্ভব[৫]। অতএব হে মহাবাহু রাম! তুমি অন্তরে ঐরূপ নিশ্চয় স্থির রাখিয়া জগৎকে আত্মময় সন্দর্শন কর, তাহা হইলে তুমি অতঃপর আর হর্ষ শোকের বশ্য হইবে না[৬]। হে অনঘ! এই আত্মময় জগতে আবার আত্ম পর প্রভেদ কি[৭]? হর্ষ আসুক, আর বিষাদ আসুক, তত্ত্বজ্ঞগণ তাহাতে অভিভূত হন না[৮]। তত্ত্বজ্ঞান হইতে নির্ম্মল ও পারমার্থিক দুই প্রকার মোক্ষপ্রদ অহং-দৃষ্টি জন্মিয়া থাকে। আমি অবস্থাত্রয়ের অতীত, দৃশ্য মাত্রের অতীত, আকাশের ন্যায় অতুলস্বভাব, এই এক প্রকার এবং আমিই সর্ব্বময় বা সর্ব্বত্রানুস্যূত এই এক প্রকার। আর এক প্রকার অহং আছে তাহা দেহঘটিত। দেহঘটিত অহঙ্কারই দুঃখের কারণ[৯।১১]। তুমি উক্ত ত্রিবিধ অহঙ্কার পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক পূর্ণ চিন্মাত্র ভাবের আশ্রয় লইবে[১২]। অসত্তার দ্বারা অর্থাৎ মিথ্যাত্ব নিশ্চয় দ্বারা জগতের বাধ বা অভাব স্থিরীকৃত হইলেই জগৎ আত্মায় পরিপূরিত হয় তদ্ব্যতীত অন্য উপায়ে হয় না[১৩]। সেই কারণে বলিতেছি, তুমি যদি স্বীয় অনুভূতি মাত্র অবলম্বনে দেখ, দেখিতে পাইবে, তুমি যাহা তাহাই আছ, মধ্যেও তোমার বিকৃতি হয় নাই। হে তত্ত্ববিদ্ শ্রেষ্ঠ! তুমি যদি দেহাদিবাসনারূপ হৃদ্‌গ্রন্থি ছিন্ন করিতে পার তাহা হইলে তোমার

স্বতঃই স্বাত্মপ্রকাশক স্বানুভূতি অনাবৃত হইবে, নচেৎ হইবে না। হে রামচন্দ্র ! অনুমান দ্বারা অথবা আপ্তবাক্য (আপ্তবাক্য=শাস্ত্রীয় উপদেশ) দ্বারা আত্মার অস্তিতা জানিতে হয় না, তাহা সর্ব্বদাই স্বানুভূতির দ্বারা প্রত্যক্ষ। দর্শন, স্পর্শন ও স্পন্দন প্রভৃতি যে কোন বিষয় হউক না কেন, সে সকলে যে সম্বিদের অবগাহন দেখিতে পাও, সংবেদ্যবর্জ্জিত (প্রকাশ্য পদার্থের প্রকাশক) সেই সম্বিৎকে তুমি ভগবান্ বলিয়া জানিবে[১৪।১৬]। উক্ত ভগবান্ সৎ, অসৎ, অণু ও বৃহৎ প্রভৃতি শব্দের বাচ্য নহেন। তিনিই বক্তা, পরন্তু বক্তব্য নহেন। বৎস রাম! এই বিশ্ব তাঁহার অতিরিক্ত নহে। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম সকল তাঁহারই আশ্রিত ও অজ্ঞানের পরিকল্পিত[১৭।১৯]। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব বস্তুতে স্থিতি করিতেছেন পরন্তু সূক্ষ্মত্ব ও নিরতিশয় মহত্ত্ব কারণে তিনি সকলের জ্ঞানে পরিমিত হন না[২০]। যদিও অসংখ্য পদার্থ আছে, তথাপি, পূর্য্যষ্টক রূপ * আদর্শে আত্মা প্রতিবিম্ব পাত দ্বারা জীবরূপে অভিব্যক্ত হন, প্রতিবিম্ব অভাবে অন্যত্র (শিলাদি পদার্থে) বিস্পষ্ট জীব ভাব প্রাপ্ত হন না। পূর্য্যষ্টকেই আত্মার বিস্পষ্ট উদয় এবং তাহাতেই তিনি অহং ইত্যাকারে অনুভূয়মান[২১।২২]। এই চিদাত্মা সর্ব্বগামী ও সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং তিনি এক শরীরে আছেন, অন্য শরীরে নহেন, এরূপ নহে। যে যে দেহে পূর্য্যষ্টক, সেই সেই দেহে তাঁহার স্ফূর্ত্তি অধিক, অন্যত্র অর্থাৎ প্রস্তরাদি পদার্থে পূর্য্যষ্টক না থাকায় সে সকলে তাঁহার স্ফূর্ত্তির বা ব্যক্ততার সম্পূর্ণ অভাব[২৩।২৪]। তাঁহার ইচ্ছা শক্তি, সুখরূপিত্ব ও প্রীতিরূপিত্ব প্রভৃতি পূর্য্যষ্টকেই প্রতিফলিত হয়[২৫]। যেমন সূর্য্যের উদয় থাকাতেই জীবগণের ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলাদি প্রবর্ত্তিত থাকে, অন্যথা সে সকল লুপ্তকল্প হয়, সেইরূপ, পূর্য্যষ্টকে আত্মার উদয় (প্রতিবিম্বপাত) থাকাতেই জীবত্ব ব্যবহার সম্পন্ন হয়। অতএব, উপাধির বা প্রতিবিম্বাধার দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ আশঙ্কনীয় নহে। প্রতিবিম্বাধার জলভাজনের (জল পাত্রের) বিনাশে কি সূর্য্যের বিনাশ আশঙ্কনীয়[২৬।২৭]? আত্মার জন্ম ও মরণ দুএর কিছুই নাই, তিনি কিছু করেন না, কিছু গ্রহণ করেন না, তিনি মুক্তও নহেন

---

* পূর্য্যষ্টক শব্দের অর্থ লিঙ্গ শরীর। উহাকে সূক্ষ্ম শরীরও বলে। কাম কর্ম্ম বাসনাযুক্ত মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সমষ্টিকেও পূর্য্যষ্টক বলে।

বদ্ধও নহেন[২৮]। তিনি অপ্রবোধে অর্থাৎ অজ্ঞানে উদিত (প্রতিবিম্বিত) থাকিলেই অনাত্মায় আত্মভ্রান্তি জন্মে এবং তন্নিবন্ধন তিনি নানাপ্রকার দুঃখ দর্শন করিতে থাকেন[২৯]। তাঁহার আদি অর্থাৎ কারণ না থাকায় জন্ম নাই, জন্ম না থাকায় মরণও নাই এবং তদতিরিক্ত পদার্থ না থাকায় তাঁহার বাঞ্ছাও নাই[৩০]। যখন বাঞ্ছনীয় নাই তখন আর বাঞ্ছা থাকার আশঙ্কা কি? দিক্ ও কাল প্রভৃতির দ্বারা তিনি বিচ্ছিন্ন হন না, সঙ্কুচিত বা লঘুতা প্রাপ্ত হন না, সুতরাং তিনি বদ্ধও হন না। বন্ধন না থাকিলে মুক্তি বা মোচন নাই। অবশেষে স্থির হয় যে অমোক্ষই আত্মার স্বভাব বা স্বরূপ[৩১]।

হে রাঘব! সমুদায় জীবের আত্মা উক্ত প্রকার; পরন্তু বিবেক বুদ্ধি না থাকায় সকলেই শোক মোহে অভিভূত হইতেছে[৩২]। তুমি বিবেক বুদ্ধির অনুগামী হইয়া শোক মোহ হইতে উত্তীর্ণ হও[৩৩]। কামনা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া দৈহিক ব্যবহার এরূপ ভাবে নির্ব্বাহ করিবে, যেমন কোন যন্ত্রের দ্বারা পুত্তলিকা দেহের চালনাদি ব্যবহার নির্ব্বাহিত হয়[৩৪]। আকাশের উপরে, পাতালে, ভূতলে, কোথাও মোক্ষ নাই, মোক্ষ সম্যক্ জ্ঞান বিবোধিত নির্ম্মল চিত্তে। বিষয়াসক্তির অভাবে যে চিত্তের ক্ষয় হয়, সেই চিত্তক্ষয়কে তত্ত্বজ্ঞগণ মোক্ষ নাম দিয়াছেন[৩৫,৩৬]। হে রামচন্দ্র! যাবৎ না বিমল জ্ঞান জন্মে তাবৎ লোক সকল মূর্খতা প্রযুক্ত ভক্তিপূর্ব্বক মোক্ষ বাঞ্ছা করে কিন্তু বিমল জ্ঞান জন্মিলে এবং চিত্ত অচিত্ত হইলে তখন আর মোক্ষ কামনা থাকে না[৩৭,৩৮]। এই মোক্ষ, এই বন্ধন, এ কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া মহাত্যাগী হও[৩৯]। হে জন্মাদিবর্জ্জিত! তুমি মুক্তের স্বভাব প্রাপ্ত হও, হইয়া এই সাগর মেখলা বসুধা পরিপালন কর। যে অনাসক্ত তাহার রাজ্য পালন দোষাবহ নহে[৪০]।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

—(⁐(*)⁐)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, সুষুপ্ত কালের ন্যায় প্রলয় কালেও আত্মা অজ্ঞানাবৃত থাকেন, এবং সে অজ্ঞানে পূর্ব্বকল্পীয় কামকর্ম্মাদি বাসনা (সংস্কার) প্রসুপ্ত থাকে। পরে যেমন জাগ্রৎ সংস্কার প্রবল হইয়া সুষুপ্তির হ্রাস করতঃ স্বপ্নাকারে পরিণত হয় এবং তৎপরে তাহা জাগ্রতে আসিয়া বিস্পষ্ট হয়, সেইরূপ, পূর্ব্বকল্পীয় প্রসুপ্ত বা লীন বাসনাও কালপরিপাকে ও আত্মচেতনার প্রভাবে প্রবলা হইয়া স্বপ্নতুল্য সূক্ষ্ম আকারে পরিণত হয়। সেই পরিণাম পণ্ডিতগণের মতে প্রথমা সৃষ্টি। অর্থাৎ তাহাই স্থূল ব্যষ্টি সমষ্টি শরীরের কারণীভূত সূক্ষ্ম ব্যষ্টি সমষ্টি শরীরসমূহ। প্রিয়জনের অদর্শন বা বিচ্ছেদ দশায় হৃদয় মধ্যে যে নানা প্রকার চিন্তা ও দৌর্ম্মনস্যাদির কল্পনা জন্মে, সেই চিন্তাদৌর্ম্মনস্যাদি উক্ত প্রথমা সৃষ্টি বুঝিবার দৃষ্টান্ত[১]। ক্রমে তাহা হইতেই এই মহতী মায়া সুরা হইতে মদশক্তির ন্যায় সম্পন্ন হইয়াছে[২]। মরুভূমিস্থ সূর্য্যকিরণে জলপ্রবাহ দর্শনের ন্যায় চিদাত্মাশ্রিত মায়াতেই তাহার বিকারে এই চরাচর বিশ্ব দৃষ্ট হইতেছে[৩]। যেমন অব্ধি নানা প্রকার জলবিকারে নানারূপে দৃশ্যমান হয়, তাহার ন্যায় আত্মাও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, বাসনা, ইন্দ্রিয়, ইত্যাদি আকারে স্ফুরিত হইতেছেন[৪]। চিত্ত ও অহঙ্কার দুইটী শব্দতঃ পৃথক্, বস্তুতঃ নহে। যে চিত্ত সেই অহঙ্কার যে অহঙ্কার সেই মন[৫]। হিমানী ও তাহার শুভ্রতা বস্তুতঃ অভিন্ন; তাহার ন্যায় চিত্ত ও অহঙ্কার বস্তুতঃ অভিন্ন[৬]। সেইজন্য মন ও অহঙ্কারের একতর ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে অন্যতর অক্ষত থাকে না[৭]। সেইজন্য উপদেশ—মোক্ষেচ্ছাপর্য্যন্ত বর্জ্জিত রাখিয়া বিবেক ও বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক মনঃক্ষয়ের চেষ্টা করিবেক[৮]। "মোক্ষ হউক" এ চিন্তায় সতত উত্থিত (উদ্যোগবিশিষ্ট) মনোমধ্যে যে এক প্রকার উৎকণ্ঠা জন্মে সে উৎকণ্ঠা বিশেষ দোষাবহ। আত্মা যখন সর্ব্বাতীত তখন তাঁহার বন্ধন কি? বন্ধন না থাকিলে মোক্ষই বা কি? অতএব, মনের মনন ধর্ম্ম যাহাতে নির্ম্মূল হয় তাহাই করা বিধেয়[৯]।[১০]।

চলনস্বভাব বায়ু দেহে অভিব্যক্ত থাকায় দেহ যাতায়াত করে, সর্ব্ব-ব্যাপিনী চিৎ চলিত বা চালিত দুএর কিছুই হন না এবং কিছুই করেন না[১১।১৩]। উক্ত চিৎ সমুদায় পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া দীপের ন্যায় সমুদায় পদার্থের প্রকাশক হইয়া রহিয়াছেন[১৪]। অতএব, বৃথা দুঃখদায়ী মোহ যাহাতে বিনষ্ট হয় তাহা করা অতীব কর্ত্তব্য। এই, সেই, আমি, আমার, আমার দেহ, আমার শরীর, আমার হস্তপদাদি, এ সকল দুর্ব্বুদ্ধির বিকার ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১৫]। ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধির দ্বারাই আমি জ্ঞানী, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা প্রভৃতি ক্রিয়া ও তৎ ফল উপলব্ধ হয়[১৬।১৭]। যেমন মৃগতৃষ্ণিকা জলপিপাসু মৃগদিগকে আকর্ষণ করে সেইরূপ অজ্ঞানও বিষয়কামুক মনকে আকর্ষণ করে[১৮]। যেমন কোন চণ্ডালকন্যা ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতে ব্রাহ্মণ মধ্যে বাস করে পরন্তু যেমন বিজ্ঞাতা হইলে পলায়ন করে, তেমনি, অজ্ঞতাও সম্যক্ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জীবমধ্যে বাস করে পরন্তু বিজ্ঞাত হইবামাত্র পলায়নপর হয়[১৯]। বিজ্ঞাত মৃগতৃষ্ণিকা তৃষ্ণাতুরকে আকর্ষণ করে না, বিজ্ঞাত অবিদ্যাও বিজ্ঞকে বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে না[২০]।

হে রামচন্দ্র! যেমন দীপ সন্নিধানে অন্ধকার থাকে না, সেইরূপ, পরমার্থ জ্ঞানের নিকট বাসনাও থাকিতে পারে না[২১]। যে মুহূর্ত্তে শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা "অবিদ্যা নাই, উহা মিথ্যা" এতদ্রূপ বিজ্ঞানের উদয় হয় সেই মুহূর্ত্তেই সে (অবিদ্যা) তাপে তুষার বিগলনের ন্যায় বিগলিত হইয়া যায়[২২]। দেহ একটা জড় পদার্থ, তাহার আবার ভোগ কি? এরূপ নিশ্চয় অর্থাৎ ভোগ মিথ্যা এতদ্রূপ অবধারণ উৎকট আশা-পিঞ্জর সিংহের পিঞ্জর ভগ্ন করণের ন্যায় ভগ্ন করিয়া থাকে[২৩]। হে রঘুনাথ! আশা অপহৃত হইলেই পুরুষ চন্দ্রের ন্যায় হ্লাদী, বৃষ্টি-ধৌত অচলের ন্যায় সৌন্দর্য্যশালী ও প্রাপ্তরাজ্য রাজার ন্যায় নিরুদ্বেগ ও সুখী হইয়া থাকে[২৪।২৫]। যেমন একার্ণব কালের অর্ণব অপরিচ্ছিন্ন, সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞের আত্মাও সর্ব্বতোভাবে অপরিচ্ছিন্ন। শরৎ কালের আকাশ যদ্রূপ শোভাযুক্ত, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের মুখশ্রীও সেইরূপ শোভাযুক্ত। তিনি সর্ব্বকালে প্রশান্ত সমুদ্রের ও বৃষ্টিবর্জ্জিত মেঘের ন্যায় আড়ম্বর শূন্য হন[২৬।২৭]। তিনি সুমেরুর ন্যায় ধৈর্য্যশালী ও নির্ধূম বহ্নির ন্যায় শোভাসম্পন্ন হন। দীপ যেমন আপনা আপনি আপনাতে নির্ব্বাপিত হয়

তাহার ন্যায় তিনিও আপনা আপনি আপনাতে উপশান্ত হন এবং অমৃতপায়ীর ন্যায় পরমা তৃপ্তি লাভ করেন২৮।২৯। ঘটমধ্যস্থ প্রজ্বলিত দীপবহ্নির এবং অপরিস্কৃত মণির যেরূপ প্রকাশ, দেহান্তর্গত তত্ত্বজ্ঞ আত্মার সেইরূপ প্রকাশ। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ আপনাকে এক ভাবে সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বগত, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনায়ক ও সর্ব্বাকার দেখেন, আবার অন্য ভাবে আপনাকে নিরাকার দৃষ্ট করেন৩০।৩১ তিনি জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া সতত হাস্য করেন৩২। তথা বিষয়িজনের সংসর্গ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত, মনন জ্বর হইতে পরিমুক্ত, অধ্যাত্মতত্ত্বে রত, পূর্ণ ও পবিত্র মানস, কামপঙ্ক বিধৌত, ভ্রমরূপ স্পন্দন হইতে মুক্ত, দ্বন্দ্বদোষ ও ভয় হইতে উন্মুক্ত, সংসার সাগর উত্তীর্ণ৩৩।৩৪, যার পর নাই উৎকৃষ্ট রূপ বিশ্রান্ত, তুলনা রহিত সন্তুষ্ট ও অপুনরাবৃত্ত পদ প্রাপ্ত হন। সেজন্য তিনি আর কোন কিছু বাঞ্ছা করেন না, বাঞ্ছার কারণীভূত কোন কার্য্যের আরম্ভ করেন না, সদানন্দ থাকায় কোন কিছুতে অনুমোদনও করেন না৩৫।৩৬। তিনি কিছু দেন না, গ্রহণ করেন না, কাহার স্তুতি বা নিন্দা করেন না, অস্ত বা উদয় প্রাপ্ত হন না, এবং তোষ, রোষ, শোক তাপ কোনও কিছু করেন না৩৭। যাঁহারা এবম্বিধ, যাহারা সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, সর্ব্বোপাধিনির্ম্মুক্ত ও সর্ব্ব আশা পরিত্যাগী, তাঁহারা জীবন্মুক্ত৩৮।

হে রঘুকুলতিলক রাম! তুমি সমুদায় এষণা (বাঞ্ছা) পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বনকর। আশা পরিত্যাগে জনগণের যে সুখ হয়, সুন্দরী নারীর অঙ্গ সঙ্গে সে সুখ হয় না৩৯।৪০। নৈরাশ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শীতল, তাহাতে যে সুখ সে সুখ ও সে শীতলতা চন্দ্রেও নাই৪১। আশাত্যাগী মৌনী ও সমবুদ্ধি মনুষ্যের যে শোভা সে শোভা পুষ্পময় বসন্তে নাই৪২। আশাত্যাগী অন্তঃকরণ যেরূপ সুশীতল, সেরূপ সুশীতল অন্য কিছু নহে। সে শীতলতা হিম পর্ব্বতে নাই, মুক্তামালায় নাই, কদলীকাণ্ডে নাই, চন্দ্রে নাই এবং চন্দনেও নাই৪৩। রাজত্ব, স্বর্গ, চন্দ্র, বসন্ত ঋতু এবং কান্তা সমাগম, এ সকল অপেক্ষাও পরম সুখ আশা পরিত্যাগ৪৪। হে সাধো! আশা বর্জ্জনে এরূপ এক অনির্ব্বাচ্য নির্ব্বৃতি লব্ধ হয়—যাহার লাভে ত্রিভুবন লক্ষ্মীও তৃণ অপেক্ষা তুচ্ছ হইয়া থাকে৪৫। সেই পরমা নির্ব্বৃতি আপদ রূপ করঞ্জের কুঠার

এবং নৈরাশ্য ও শান্তিরূপিণী লতার পুষ্পগুচ্ছ[৪৬]। হে রামচন্দ্র! যাহার আকৃতি নৈরাশ্যে অলঙ্কৃত, তাহার নিকট পৃথিবী গোষ্পদ, সুমেরু সর্ষপ, দিক্ সকল ক্ষুদ্র পেটক, এবং ত্রিভুবন তৃণ[৪৭]। আশাত্যাগী শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা প্রাকৃত দিগের দান, আদান, সঞ্চয়, আহার, বিহার ও বিভবাদি বিষয়ক কার্য্য কলাপ দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না[৪৮]। যাহার হৃদয়ে আশা স্থান পায় না, তাহার সহিত কাহার তুলনা হয় না। যাহার হৃদয়ে কোন প্রকার রঞ্জনা নাই তাহার সহিত কাহার উপমা হয়[৪৯,৫০]? তিনি সর্ব্বপ্রকার সঙ্কটের অতীত, এবং স্বয়ং অসঙ্কট। অপিচ, অপর্য্যাপ্ত তৃপ্তি ও বুদ্ধির সৌভাগ্য নৈরাশ্য, তাদৃশ নৈরাশ্য অবলম্বন কি অবশ্য কর্ত্তব্য নহে? ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, আত্মচিৎ নর আশার বশ্য হন না, অর্থাৎ কোনও কিছু আশা করেন না। তাই তোমাকেও বলিতেছি, তুমিও এই জগৎকে মিথ্যা-ভ্রমবিশেষ রূপে বিদিত হইয়া আশার সম্পর্ক পরিত্যাগ কর[৫১,৫২]। হে মহাবাহু রাম! তুমি যখন বোধ প্রাপ্ত হইয়াছ তখন তুমি কি জন্য মূর্খের ন্যায় মোহের বশ্য হইবে? "ইহা আমার" "তাহা এই" "সেই আমি" এ সকল ভ্রান্ত চিত্তের কার্য্য[৫৩]। আত্মাই এই দৃশ্যমান জগৎ, ইহাতে নানাত্ব নাই। ধীরগণ জগৎকে একাত্ম-রূপে বিদিত থাকেন বলিয়া খেদ প্রাপ্ত হন না[৫৪]। হে রাঘব! যতই পদার্থ থাকুক, সমুদায়কে আত্মরূপে দেখিতে পারিলে তখন আর আশা পাশ থাকিবে না[৫৫]। ইহা আছে, তাহা নাই, এরূপ এরূপ কল্পনা পরিত্যাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা অবলম্বন করিয়া পদার্থের স্থিতি নিশ্চয় করিবে[৫৬]। তাহা করিলে মৃগী যেমন কেশরী দর্শনে পলায়নপর হয় তাহার ন্যায় মোহজননী মায়া বৈরাগ্য-বীর মনের নিকট হইতে পলায়ন করিবে[৫৭]। বৈরাগ্যবান্ ধীর পুরু-ষেরা বনলতা, প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি ও রমণী, এই তিন্‌কে সমভাবে দেখেন, অর্থাৎ তাঁহাদের কিছুমাত্র কাম দোষ থাকে না[৫৮]। ভোগ সকল তাঁহাদিগকে আনন্দিত করে না, আপদ্ সমূহও তাঁহাদিগকে খেদান্বিত করে না[৫৯]। কাম বাণ সকল তদীয় সকাশে প্রতিহত হইয়া যায়[৬০]। তত্ত্বজ্ঞ লোক কদাপি রাগদ্বেষাদিতে আকৃষ্ট হন না[৬১]। পান্থগণ যেমন মরুভূমিতে বিরক্ত, তাহার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞ লোক ভোগে বিরক্ত। নয়ন

যেমন যদৃচ্ছাগত আলোক গ্রহণ করে তাহার ন্যায় প্রাজ্ঞ নর অযত্নাগত ভোগ অনাসক্ত চিত্তে অনুভব করেন। হে অঙ্গ! কাকতালীয় ন্যায়ে উপস্থিত ভোগ দ্রব্যের ভোগে তাঁহাদের দুঃখ সুখ অথবা তুষ্টি অতুষ্টি কিছুই হয় না[৬২।৬৪]। জল লহরী যেমন মন্দর পর্ব্বতের সংক্ষোভ জন্মা-ইতে অক্ষম, সেইরূপ, সুখ দুঃখ বৃত্তি ও দৃষ্টতত্ত্ব জ্ঞানীর লোভ ক্ষোভ জন্মাইতে অক্ষম[৬৫]। মৃদুস্বভাব, দান্ত ও গতক্লেশ পুরুষ ভোগ সকলকে হেলা ক্রমে দর্শন মাত্র করতঃ আত্মপদে অব্যগ্র চিত্তে অবস্থান করেন[৬৬,৬৭]। পর্ব্বত যেমন বর্ষাদি ঋতুতে ক্ষোভ প্রাপ্ত হয় না, তাহার ন্যায় জ্ঞানী নর আপদ বিপদ সুখ দুঃখ, কোন কিছুতে ক্ষোভ প্রাপ্ত হন না[৬৮]। হে রামচন্দ্র! জ্ঞানীর কর্ম্মেন্দ্রিয় গণকে কখন কখন অকার্য্য-মগ্ন হইতে দেখা যায় বটে; পরন্তু তাঁহার মন তাহাতে আসক্ত বা মগ্ন হয় না[৬৯]। সুবর্ণকে বাহিরের কলঙ্কে কলঙ্কী বলে না, অন্তরে কলঙ্ক থাকিলেই কলঙ্কী বলে। সেইরূপ, ভাবাসক্তির দ্বারাই জীব সমাসক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। হস্তপদাদি সঞ্চালনের ব্যতিক্রম দেখিয়া সমাসক্ত বলা যায় না[৭০]। জ্ঞানী লোক আপনাকে শরীর ব্যতিরিক্ত সন্দর্শন করেন, সেই জন্য অঙ্গচ্ছেদে তাঁহারও ছেদন হইয়াছে এরূপ বলা যায় না[৭১]। বন্ধুজন একবার বন্ধু বলিয়া বিজ্ঞাত হইলে আর সে অবন্ধু হয় না। সেইরূপ, বিমল জ্ঞান একবার বিজ্ঞাত হইলে আর তাহা অবি-জ্ঞাত হয় না[৭২]।

হে রঘুনাথ! ভাবিয়া দেখ, গিরিতটচ্যুতা নদী কি পুনর্ব্বার উদ্ভব স্থানে যায়? তাহা যায় না। এবং সর্পভ্রান্তি নিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার রজ্জুতে কি সর্পবিভ্রম জন্মে? তাহা জন্মে না। অগ্নিশোধিত সুবর্ণকে কর্দ্দমমগ্ন করিলেও মলিন হয় না। এই সকল যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, হৃদ্গ্রন্থিও ত্রুটিত হইলে আর তাহা গ্রন্থিবদ্ধ হয় না। বৃন্তচ্যুত ফল কি কখন পুনঃ বৃন্তলগ্ন হয়[৭৩।৭৪]? পাষাণ ও মণি ছেদন করিলে আর কি তাহা যোজিত করা যায়? তাহা যেমন যায় না, তেমনি, বিচারাস্ত্রে ছিন্ন হৃদ্বন্ধনও পুনর্ব্বন্ধন প্রাপ্ত হয় না। কোন্ ব্রাহ্মণ বিজ্ঞাত চণ্ডালের সংসর্গ করে? তাহা যেমন করে না, তেমনি, বিজ্ঞাত অজ্ঞানেও কেহ মগ্ন হয় না[৭৬।৭৭]। ক্ষীরনিষ্ক্রষ্ট জলে যেমন পুনর্ব্বার ক্ষীরবুদ্ধি থাকে না, তেমনি, বিচারনিষ্কৃষ্ট বুদ্ধিতে বাসনা থাকে না[৭৮]।

ব্রাহ্মণ জল মনে করিয়া মদ্য পান করেন বটে; কিন্তু যখন জানেন তাহা জল নহে মদ্য, তখন তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া সুখী হন[৭৯]। রূপ লাবণ্যে পরিপূর্ণ নারীদেহ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে চিত্রলিখিত রমণীর তুল্য স্থানাক্রান্ত[৮০]। যেমন চিত্রিত রমণী মসী ও কুসুম্ভ প্রভৃতি রঞ্জন দ্রব্যের অনতিরিক্ত, তেমনি, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জীবিতা নারীর দেহও রক্তমাংসাদি ভৌতিক দ্রব্যের অনতিরিক্ত। গুড়ের মধুর স্বাদ অনুভূত হইলে সে অনুভব কিছুতেই অন্যথা করা যায় না। সেইরূপ, আত্মার তাত্ত্বিক আনন্দ অনুভব গোচর হইলে সে আনন্দকে আর অন্য কিছুতে অভিভব করা যায় না[৮১,৮২]। পরপুরুষ প্রসক্তা রমণী আপনার দেহকে গৃহ কর্ম্মে ব্যাপৃতা রাখে বটে; পরন্তু অন্তরে সে নিরন্তর পূর্ব্বাস্বাদিত পুরুষসংসর্গের আনন্দ অনুভব করিতে থাকে। যাহারা আত্মানুভবের আনন্দ প্রাপ্ত, তাহারাও দেহকে লোকযাত্রায় ব্যাপৃত রাখে ও অন্তরে পূর্ব্বোক্ত নারীর ন্যায় আত্মানন্দ অনুভবে নিমগ্ন থাকে[৮৩]। যে ধীর ব্যক্তি পরম তত্ত্বে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে ইন্দ্রাদি দেব বৃন্দেরাও তাহাকে বিচালিত করিতে পারেন না। কবে কোন্ ভর্ত্তা বলের দ্বারা ব্যভিচারিণী নারীকে পরপুরুষাসঙ্গের সুখ বিস্মৃত করিতে সমর্থ হইয়াছে[৮৪,৮৫]? কবে কোন্ মহাবুদ্ধি তত্ত্ববিদ্ পুরুষ পার্থিব সুখের দ্বারা স্বকীয় আত্মানন্দ বিস্মৃত হইয়াছেন[৮৬]? কবে কোন্ পরপুরুষব্যাসক্তা নারী ভর্ত্তার ও শ্বশুর প্রভৃতির তাড়নায় পরপুরুষপ্রসঙ্গ রসের স্বাদ ভুলিয়া গিয়াছে? তাহারা যেমন শত শত সহস্র সহস্র বাধা ও দুঃখবৃন্দ সহ্য করে তাহার ন্যায় যাহাদের অবিদ্যা দোষ বিনষ্ট হইয়াছে তাহারাও লৌকিক বৈদিক ব্যবহারের বাধা ও ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করতঃ সম্যক্ দৃষ্টি বিষয়ে সদা অপ্রমত্ত (সাবধান) থাকে[৮৭,৮৯]। অস্ত্র তাহাদের অঙ্গই কর্ত্তিত হয়, কিন্তু তাঁহারা কর্ত্তিত হয় না। অশ্রুই বিগলিত হয় কিন্তু তাঁহারা রোদমান হন না। দেহই দগ্ধ হয়, তাঁহারা দহ্যমান হন না। দেহই বিনষ্ট হয় কিন্তু তাঁহারা বিনষ্ট হন না। অধিক কি বলিব, যাহারা সুখ দুঃখের অতীত, তাঁহারা সঙ্কটে থাকুন, সদনে থাকুন, পুরে থাকুন, কাননে থাকুন, তপোবনে থাকুন, সর্ব্বত্রই সুখ দুঃখের অতীত[৯০,৯১]।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

—০()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! বিদেহরাজ জনক বহির্দৃষ্টিতে রাজত্ব করিতেন কিন্তু অন্তরে শোকসন্তাপাদি বর্জ্জিত ছিলেন[১]। তোমার পিতামহ দিলীপও সমুদায় ব্যবহার ও পৃথিবী পরিপালন করিয়াছিলেন অথচ অন্তরে বীতরাগী ছিলেন[২]। জ্ঞানিসত্তম মনু মহর্ষি রাগাদি দোষ রহিত ও জীবন্মুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন[৩]। মান্ধাতাও বলবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধাদি কার্য্য করিয়াছিলেন অথচ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[৪]। অসুররাজ বলি পাতালে অবস্থান করতঃ আসুরী প্রজা পালন করিতেন, ইনিও সদা ত্যাগী সদা অনাসক্ত ও জীবন্মুক্ত ছিলেন[৫]। দানবপতি নমুচি সর্ব্বদাই দেবকুলের সহিত যুদ্ধাদি করিতেন পরন্তু তাঁহার অন্তর সে সকল কার্য্যে অলিপ্ত ছিল[৬]। যিনি বাসবের যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই বৃত্রাসুরও অন্তরে সংশান্ত ছিলেন[৭]। পাতাল রাজ্যের পালক মহাত্মা প্রহ্লাদ যে আক্রোশাদিদোষে অলিপ্ত ছিলেন তাহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ[৮]; হে রামচন্দ্র! বিখ্যাত সম্বরাসুরও সংসার মায়া পরিত্যাগী ছিলেন[৯]। কুশল নামে অন্য এক দানব ছিলেন, যিনি ভগবান্ হরির সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তিনিও তত্ত্ব জ্ঞান প্রাপ্তে এ সকল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন[১০]। এই যে বহ্নি দেব, ইনি সমুদায় দেবতার মুখস্বরূপ ও সতত ক্রিয়ারত; ইনিও মুক্ত স্বভাবে অবস্থান করতঃ যজ্ঞভাগ ভোগ করিতেছেন। এই যে চন্দ্রদেব, যিনি সমুদায় দেবগণ কর্ত্তৃক স্বদমান (দেবতারা চন্দ্রমণ্ডলের অমৃত পান করেন, তাই তিনি দেবগণ কর্ত্তৃক স্বদমান) হইতেছেন, তিনিও আকাশের ন্যায় নির্লেপ[১১ ১২]। দেবগুরু বৃহস্পতিও মুক্ত, অথচ বিবাহ করিয়াছিলেন ও দেবতাদিগের পৌরহিত্য করিতেন[১৩]। সেইরূপ অসুরগুরু তত্ত্বজ্ঞ শুক্র মুক্ত হইয়াও অসুর গণের উপদেষ্টা ও অম্বর পথে (আকাশে) উদিত থাকিয়া প্রাণিগণের কার্য্য করিতেছেন[১৪]। এই বায়ুদেব, যিনি সমুদায় জীবের জীবন, তিনিও মুক্ত। অধিক কি

বলিব, ব্রহ্মাণ্ড এই সমুদায় লোকের উত্তমাধমাদি গতি চিন্তায় দ্বি পরার্দ্ধনিস্থিত (প্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত) দীর্ঘতম কাল অতিবাহন করিবেন তাহাতে খেদ অনুভব করিবেন না[১৫।১৬]। সেইরূপ মুক্তাত্মরূপী ভগবান্ হরিও আপনার নিয়তির নির্দ্দিষ্টানুযায়ী যুদ্ধ প্রভৃতি নানা লীলা করিবেন[১৭]। বলা বাহুল্য যে, মুক্তাত্মা শিবও কামুকের কামিনী ধারণের ন্যায় স্বকীয় দেহার্দ্ধে গৌরীকে ধারণ করিতেছেন। ত্রিলোচন যেমন গৌরীকে ধারণ করিতেছেন তেমনি নিত্য মুক্তা গৌরীও ত্রিলোচনকে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গে ধারণ করিতেছেন। কার্ত্তিক বীরশ্রেষ্ঠ; তিনিও মুক্তস্বভাব হইয়া তারকাসুর প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন[১৮।২০]। শিবপার্ষদ ভৃঙ্গীশ ধ্যানধৌতা ধীরা বুদ্ধি অবলম্বনে আপনার রক্ত মাংস মাতাকে বিতরণ করিয়াছিলেন[২১]। * নারদ মুনি মুক্ত, তথাপি তিনি কার্য্যতৎপর হইয়া লোকত্রয়ে বিচরণ করিতেছেন[২২]। মহামান্য বিশ্বামিত্র জীবন্মুক্ত হইয়া বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শেষ নাগ, দিবাকর সূর্য্য, যম, ইহারাও জীবন্মুক্ত অথচ পৃথিবী ধারণ, দিন মাস ও বৎসরাদি নির্ব্বাহ ও যমত্ব করিতেছেন[২৩।২৪]। এইরূপ, এই ত্রিলোকের মধ্যে আরও অনেক যক্ষ, অসুর, সুর ও নর আছেন, যাঁহারা মুক্তি পদ পাইয়াও সংসারে অবস্থিত আছেন[২৫]। নানা আচারে বিভূষিত ও ব্যবহারে অবস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি অন্তরে মুক্তি পদ প্রাপ্ত এবং কোন কোন ব্যক্তি অন্তরে প্রস্তরের ন্যায় মূঢ়[২৬]। কোন কোন মহাপুরুষ তত্ত্বজ্ঞান লাভে কৃতকৃত্য হইয়া বন আশ্রয় করিয়াছেন এবং কোন কোন মহাবুদ্ধিধর রাজত্বও করিয়াছেন। ভৃগু, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, শুকদেব, ইঁহারা বনচারী এবং জনক, শর্য্যাতি, মান্ধাতা, সগর, ইঁহারা রাজ্যধারী[২৭।২৮]। কেহ ব্যোমবীথিতে, কেহ বা সুরবর্ম্ম পদে (সুরবর্ম্ম=দেবত্ব পদ) যথাধিকার কার্য্য করিতেছেন।

* এই ভৃঙ্গীশ শিবের পার্ষদ। পুরাণে ইঁহার সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে যে, ভৃঙ্গীশ শিব পার্ষদ হইবার পূর্ব্বে দেবীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে দেবী কুপিতা হইয়া তদীয় মাতৃ পিতৃ জাত দেহের মাতৃ ভাগ তদীয় মাতৃরূপে দেখা দিয়া প্রত্যর্পণ কর বলিয়া আদেশ করেন। তচ্ছ্রবণে ভৃঙ্গীশ অকাতরে স্বদেহ হইতে রক্ত মাংস উৎকর্ত্তন করতঃ প্রার্থনাকারিণী মাতাকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগস্ত্যাদি মুনিবৃন্দ ব্যোমবীথিতে ও অগ্নি, বায়ু, বরুণ, যম, তুম্বুরু, নারদ প্রভৃতি দেবত্ব পদে স্থিত আছেন[২৯,৩০]। কেহ বা জীবন্মুক্তি প্রাপ্তেও পাতাল তলে অবস্থিত আছেন। বলি, সুহোত্র, অন্ধক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি তাহার নিদর্শন[৩১]। আমরা দেখিতেছি, তির্য্যক্ জীবের মধ্যেও জ্ঞানী আছে এবং দেবযোনিতেও মোহান্ধ আছে। অতি বিস্তৃত সদসৎস্বভাব সম্ভব অসম্ভব দুই সমান জানিবে। নিয়তির নিয়মও বিচিত্র। সেজন্য একাত্মভাবেও উক্ত বৈচিত্র্য অসম্ভব নহে। সেই একই অন্তঃকরণ বিধি, দৈব, বিধাতা, ঈশ্বর, সর্ব্বেশ্বর, শিব, আত্মা, ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হইতেছেন[৩২,৩৩]। বস্তুর মধ্যেও অবস্তু, আবার অবস্তুর মধ্যেও বস্তুর অবস্থান দৃষ্ট হয়। (বস্তু আত্মা, তদুপরে অনন্ত মায়ার আবরণ এবং অবস্তু মায়া, তদন্তরে আত্মার অবস্থিতি।) মৃত্তিকার অভ্যন্তরে কাঞ্চনের, আবার কাঞ্চনের অভ্যন্তরে মণিগণ অবস্থিতি করে। যুক্তি বিশেষ অবলম্বনে অযুক্তও যুক্ত বলিয়া গণ্য হয় এবং পাপের ভয়েও লোক ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকে[৩৪-৩৭]। হে সাধো! অসত্যেও সত্য দর্শন হয় এবং শূন্য ধ্যানেও শাশ্বত পদ লব্ধ হয়। হে রঘুনাথ! যাহা নাই, কস্মিন্ কালেও নাই, তাহাও দেশ কালাদির বিলাসে উদিত হয়। ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টিতে শশকেরও শৃঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে[৩৮,৩৯]। আজ যাহারা বজ্রসার ও সুদৃঢ়, কাল তাহারা বিনষ্ট হইবে, না হয় আরও কিছু দিন পরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অধিক কি বলিব, ইন্দু, অর্ক, ধরা, সমুদ্র, দেবতা, সমস্তই কল্পশেষে লয় প্রাপ্ত হইবে[৪০]।

হে মহাবাহো রাম! তুমি ঐ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, দেখিয়া হর্ষামর্ষ বিষাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমতা আশ্রয় কর[৪১]। যাহা দেখিতে পাও, সমস্তই অসৎ। সে জন্য বলি, আস্থা অনাস্থা উভয়ই পরিত্যাগ কর, এবং সাম্য অবলম্বন কর[৪২]। হে রাঘব! লোক সকল সংসার দশায় অজ্ঞানে মগ্ন থাকে, তাই তাহারা কোটী কোটী অনর্থ পরম্পরা প্রাপ্ত হয়। পরন্তু মুক্তি দশায় অজ্ঞানের অভাবে অনর্থের লেশও থাকে না। মুক্তিতে নূতন কিছু পাওয়া যায়, তাহা নহে। মুক্তি আপনারই স্বরূপ সাক্ষাৎকার। যেমন গললগ্ন স্বর্ণ হার বিস্মৃতি বশতঃ অপ্রাপ্তের ন্যায় থাকে, পরে স্মরণ হইলে তাহা পাওয়া বলিয়া গণ্য

হয়, মুক্তিকেও তুমি সেইরূপ জানিবে। মুক্তি বিবেক দ্বারা অনায়াস লভ্য হইলেও অবিবেক তাহাকে দুর্লভ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব, যাহাতে মনঃক্ষয় ও বিবেকের উদ্দীপন হয় তুমি তাহাই করিবে[৪৪-৪৫]। যাহারা মোক্ষ কামনা করিবে তাহারা আত্মদর্শনে যত্নবান্ হইবেন। কেননা, আত্মা পরিদৃষ্ট হইলে সংসার দুঃখের শিরশ্ছেদ হয়। জনক ও সুহোত্র প্রভৃতি জনবৃন্দ জীবন্মুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই মহাবুদ্ধিধর ও রাগদ্বেষাদি বর্জ্জিত[৪৬,৪৭]। তাই আমি বলি, তুমিও বৈরাগ্য ও বিবেক দ্বারা বুদ্ধিনৈর্ম্মল্য প্রাপ্ত হইয়াছ, এক্ষণে কাঞ্চনে প্রস্তরে সমান বুদ্ধি অবলম্বন করতঃ জীবন্মুক্ত হইয়া বিরাজ কর[৪৮]। মুক্তি দুই প্রকার, এক বিদেহ মুক্তি ও অপর সদেহ মুক্তি। পদার্থের সহিত মনের অসংসর্গ ও তাহার উপশম মুক্তি বলিয়া গণ্য; তাহা দেহ থাকিতেও সম্ভবে[৪৯।৫০]। স্নেহমমতাদির বিলয় উত্তম মোক্ষ, তাহাও দেহ সত্ত্বে সম্ভবে[৫১]। অতএব, যে ব্যক্তি স্নেহ বর্জ্জিত অথচ জীবিত; সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত। আর যে ব্যক্তির জীবন স্নেহময়, সে ব্যক্তি বদ্ধ[৫২]। হে রামচন্দ্র! অনন্ত সংসার দুঃখ মোচনের নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই আদর সহকারে যুক্তিযুক্ত যত্নের আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য। তদুভয় বিহীন হইলে গোষ্পদও দুস্তরণীয় হয়[৫৩]। যত্নের অনাদরই দুঃখের কারণ বলিয়া জানিবে[৫৪]। অতএব, তুমি সাদর চিত্তে দৃঢ়তর ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক পরিস্কৃত বুদ্ধিতে আত্মবিচার করিবে। যাহার অধ্যবসায় অতি তেজস্বী, জগৎ তাহাদের নিকট গোষ্পদ[৫৫]। অধিক কি বলিব, বুদ্ধ দীর্ঘকাল বিচার করিয়াও আত্মতত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ হওয়ায় অবশেষে তাঁহাকে আত্মতত্ত্বকে অধ্রুব বলিয়া ঘোষণা করিতে হইয়াছিল এবং পরম বিবেকী কপিল মহর্ষিও আত্মস্বরূপ অবধারণে অক্ষম হইয়া গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রভৃতিকে প্রধান পদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তথা অর্হত নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা আত্মার মহত্ত্ব নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া তাঁহাকে দেহ পরিমাণ (প্রকারান্তরে অধ্রুব অর্থাৎ নশ্বর) বলিয়াছিলেন। পরন্তু যাঁহারা মহাত্ম অর্থাৎ বেদতত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা যে পদ প্রাপ্ত হন সেই পদই বেদমার্গানুসারী প্রযত্নরূপ কল্প বৃক্ষের মহৎ ফল[৫৬]।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ

—(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, অবিবেক দ্বারা তাঁহাতেই স্থিতি করে, এবং বিবেক দ্বারা আবার তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে যে এ পর্য্যন্ত কত জগৎরূপ লহরী উৎপন্ন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই[১,২]। যেমন জগতের স্থিতির কারণ অজ্ঞান, তেমনি ইহার শান্তির কারণ জ্ঞান (আত্মতত্ত্ব জ্ঞান)[৩]। এই সংসার সমুদ্র নিতান্তই দুষ্পার। শাস্ত্রীয় যত্ন ও যুক্তি ব্যতীত ইহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না[৪]। এই সংসার সাগর অগাধ মোহ জলে ভরিত অর্থাৎ পরিপূর্ণ। ইহাতে মরণ আবর্ত্ত, পুণ্য নামক শুভাদৃষ্ট ফেন, নয়ন ইহার বাড়বাগ্নি, তৃষ্ণা (বিষয়লোভ) ইহার ক্ষুদ্র লহরী, মন জলহস্তী, জীবন ইহার নদী, ইহা রোগ সমূহের পেটরা, ক্ষুদ্র রোগে আকাণ, ইন্দ্রিয় ইহাতে জলজন্তু[৫,৬,৭]। রাম! এই সংসার সমুদ্রের অন্য এক প্রকার লহরী অবলোকন কর। এই যে অসংখ্য স্ত্রী নামক দেহ, এই স্ত্রী দেহ এই সংসার সমুদ্রের অন্যতম লহরী। এ লহরী মুগ্ধ জীবের মনোমোহন, নিতান্ত চপল, এবং ইহারা পর্ব্বতের ন্যায় স্থির ও ধীর ব্যক্তি দিগকেও আকর্ষণ করিতে সমর্থ[৮]। ইহাদের ওষ্ঠে পদ্মরাগ মণির, নেত্রে নিলোৎপলের, দন্তে পুষ্পকোরকের, হাস্যে ফেনপুঞ্জের[৯], কেশে ইন্দ্রনীলের, ভ্রূভঙ্গীতে তরঙ্গের, নিতম্বে গিরিতটের, কণ্ঠে কম্বুর (শঙ্খের), ললাটে মণিপট্টের, বিলাসে অর্থাৎ অঙ্গবিক্ষেপে মকরের শোভা বিরাজিত রহিয়াছে। চঞ্চল কটাক্ষ থাকায় ইহারা দুরাসদ ও ইহাদের বর্ণ উক্ত সমুদ্রের স্বর্ণবালুকা[১০,১১]। এবম্বিধ লহরী যুক্ত যৎপরোনাস্তি ভীষণ সংসার সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তি যদি ইহা হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে তাহা হইলে বড়ই পুরুষকারের কথা হইবে[১২]। প্রজ্ঞারূপিণী নৌকা ও বিবেকরূপ নাবিক থাকিতেও যদি সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে না পারে তবে সে পুরুষকে ধিক্[১৩]! যে পুরুষ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দৃশ্য প্রপঞ্চকে বাধিত অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে পর্য্যবশেষিত করতঃ সংসার

সমুদ্রে প্রবেশ করিতে পারে সেই পুরুষই শ্রেষ্ঠ পুরুষ[১৪]। আচার্য্যগণের সহিত এই সংসার সমুদ্রের রহস্যবিচার ও উৎকৃষ্ট বুদ্ধি যোগে ইহার তত্ত্বদর্শন, তৎপরে যদি ইহাতে ক্রীড়া করা যায় তবেই ইহার শোভা নচেৎ ইহা কষ্টপ্রদ[১৫]। হে সাধো! তুমিও এই সংসারে ধন্য পুরুষ! কেননা তোমার বুদ্ধি বিচার নিবিষ্টা হওয়ায় তুমি এখন ইহার রহস্য বিচার করিতেছ[১৬]। অন্য লোকও যদি তোমার ন্যায় বিচার পরায়ণ হইয়া ইহাতে অবগাহন করে তাহা হইলে সেও এ সমুদ্রে নিমগ্ন হইবে না[১৭]। হে রামচন্দ্র! গরুড় অমৃত আহরণের পূর্ব্বে পন্নগ ভক্ষণ করে নাই, উপেক্ষা করিয়াছিল, পরে মাতৃশাপ মোচন করিয়া নিঃশঙ্কে পন্নগ ভক্ষণ করিয়াছিল। সেইরূপ, যে লোক পূর্ব্বে বিচার ও ভোগ্য ভোগে উপেক্ষা করিতে পারে সেই লোকই চরমে নিঃশঙ্কে (অনাসক্ত হইয়া) সাংসারিক ভোগে বিহরণ করিতে পারে[১৮]। বিচার ও তত্ত্ব দর্শনের পর যদি ঐশ্বর্য্য সেবা করা যায় তাহা সেই ঐশ্বর্য্য ভবিষ্যতে সুখ প্রসব করে অন্যথা কেবল দুঃখেরই কারণ হয়[১৯]। বল, বুদ্ধি, তেজঃ, এ সকল দৃষ্টতত্ত্ব ব্যক্তির বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হয় না[২০]। অতএব, হে রঘুনন্দন! তুমি যাহা উত্তম বেদ্য তাহা বিদিত হইয়াছ, তৎকারণে অমৃত পূর্ণের ন্যায় তাপশূন্য হইয়াছ, নির্ম্মলতম সমশোভায় (ব্রহ্মশ্রীতে) সুশোভিত হইয়াছ সুতরাং নির্ম্মল শীতরশ্মির ন্যায় বিরাজ করিতেছ[২১]।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

—:(*):—

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনে! তত্ত্বজ্ঞ দিগের বৃত্তান্ত পুনর্ব্বার সংক্ষেপে বর্ণন করুন। আপনার বাক্যে আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! জীবন্মুক্ত দিগের লক্ষণ বা বৃত্তান্ত অনেক বার বলিয়াছি। আবার বলি, শ্রবণ কর[২]।

আত্মবান্ ব্যক্তি এই জগৎপ্রপঞ্চ সুষুপ্তের ন্যায় সন্দর্শন করেন। যাহা নাই তাহাতে যেমন লোকের আসক্তি জন্মে না, আত্মজ্ঞ পুরুষ এ সকলে সেইরূপ অনাসক্ত থাকেন[৩]। তাঁহারা যেন কেবল অর্থাৎ একক (ভেদ বুদ্ধি বর্জ্জিত), নিস্মনস্ক ও আনন্দে পরিপূর্ণ[৪]। তাঁহারা চক্ষু-রাদির দ্বারা দর্শনাদি করেন ও হস্তাদির দ্বারা গ্রহণাদিও করেন, পরন্তু তাহা কর্ত্তব্যবুদ্ধিপূর্ব্বক নহে। অর্থাৎ তাঁহাদের সমস্ত কার্য্য অন্যমনস্ককৃত কার্য্যের ন্যায়[৫]। তাঁহারা এই সকল মনুষ্যের সঞ্চরণাদি ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে হাস্য করেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে এ সকল মনুষ্যের সঞ্চরণাদি যন্ত্র পুত্তলিকার সঞ্চরণাদির অনুরূপ[৬]। জীবন্মুক্ত বা আত্মজ্ঞ ব্যক্তিরা ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করেন না, বর্ত্তমানেও ব্যাপৃত হন না এবং অতীত বিষয়ও স্মরণ করেন না[৭]। তাঁহারা ব্যবহার কার্য্যে প্রসুপ্তের ন্যায় থাকেন এবং স্বাত্মতত্ত্বে সদা প্রবুদ্ধ থাকেন। লোকে দেখে বটে, তাঁহারা কর্ম্ম করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর কর্ত্তৃত্ববর্জ্জিত[৮]। তাঁহারা অন্তরে সর্ব্ব পরিত্যাগী ও অন্তরে নিরীচ্ছ হইয়াও বাহিক কার্য্যে বিমুখ নহেন[৯]। বাহিরে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা দৃষ্ট হয় সত্য; পরন্তু তাঁহারা উপস্থিত কার্য্য ব্যতীত অনুপস্থিত কার্য্যের জন্য ব্যাপারবান্ হন না[১০]। আমি কর্ত্তা, আমি করি বা করিব, এ বোধ তাঁহাদের নাই। সুতরাং কর্ত্তৃত্ব ভ্রান্তি বিদূরিত হওয়ায় তাঁহাদের সুখ ভোগ ও আশা সমস্তই আত্মময়[১১]। তাঁহারা ঔদাসীন্য অবলম্বী, সেই জন্য তাঁহারা কৃত কর্ম্মের ইষ্টানিষ্ট ফলে অভিভূত হন না। তাঁহাদের বাঞ্ছা, দ্বেষ, শোক ও হর্ষ প্রভৃতি কোনও প্রকার মনোবিকার জন্মে না[১২]। কোন জীব তাঁহাদের প্রতি

অনুকূল বা প্রতিকূল আচরণ করিলে তাঁহারাও অনাসক্ত চিত্তে তাহাদের প্রতি যোগ্য ব্যবহার করিয়া থাকে। তাঁহারা ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ, শঠের প্রতি নিগ্রহ, বালকের প্রতি বাৎসল্য, যুবার প্রতি যৌবনের কথা, দুঃখিতের প্রতি দুঃখ, এ সমস্তই করেন বটে; পরন্তু অনুরঞ্জিত হইয়া করেন না[১৩।১৪]। হে রঘুনন্দন! যাঁহাদের বাগিন্দ্রিয় পবিত্র কথায় পর্য্যাপ্ত, যাঁহাদের আশয় অর্থাৎ মনোবৃত্তি দীনতাবর্জ্জিত, যাঁহাদের বুদ্ধি উদার, যাঁহাদের আনন্দ অকৃত্রিম অর্থাৎ বাহ্যবিষয়জনিত মনোবৃত্তি বিশেষ নহে, যাঁহারা প্রকৃষ্টজ্ঞানী, প্রসন্নস্বভাব, প্রতিভাভরিত, অখিন্ন, অদুর্গত ও বন্ধুপ্রিয়, এবং যাঁহারা উদার চরিত্র, সমদর্শী, মনোজ্ঞ ও সুখের বা আনন্দের সাগর স্বরূপ ও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুশীতল, তাঁহাদের পুণ্য, ভোগ, কর্ম্ম, ও কর্ম্মত্যাগ, পাপমার্জ্জন, ভোগবর্জ্জন, বন্ধু প্রভৃতির পরিত্যাগ, কোনও কিছুতে প্রয়োজন নাই[১৫।১৮]। তাঁহাদের কার্য্যের আরম্ভে ও কারণের সংগ্রহে প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের নিকট বন্ধ, মোক্ষ, স্বর্গ, পাতাল, দিবা, রাত্রি, সমস্তই সমান[১৯]। যাঁহারা সমুদায় দৃশ্যে আত্মদর্শন করেন, তাঁহাদের মন বন্ধনের ও মোচনের জন্য চঞ্চল কদাচ হয় না[২০]। তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাবহ্নি যাঁহাদের দেহাদি সমস্তই দগ্ধ কল্প করিয়াছে, আত্মাকাশে তাঁহাদের চিত্তরূপ বিহঙ্গ নিঃশঙ্কে উড্ডয়ন করে[২১]। যাহার মন ভ্রান্তিমুক্ত ও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে সে ব্যক্তি সর্ব্বত্র আকাশের ন্যায় উদয়াস্ত রহিত[২২]। সুখশয্যাশায়িত শিশু স্বানন্দ রসের আবির্ভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করে। সেইরূপ আত্মানন্দের আবির্ভাবে তত্ত্বজ্ঞের শরীর চেষ্টাসম্পন্ন হইয়া থাকে[২৩]। যেমন মদমত্ত ব্যক্তি আনন্দের বা বিকারের উত্তেজনায় ফলাফল অনুসন্ধান না করিয়াই কার্য্য করেন ও কৃত কার্য্য সকল বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহার ন্যায় জীবন্মুক্তেরাও ফলাফল অনুসন্ধান বর্জ্জিত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করেন ও করিয়া স্মরণ করেন না[২৪]। যেমন শিশুর চেষ্টা অনভিসংহিত, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ দিগের চেষ্টাও অনভিসংহিত অর্থাৎ অভিসন্ধি বর্জ্জিত[২৫]। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কাল দেশ পাত্রাদি অনুসারে কার্য্য কলাপ করেন বটে; পরন্তু সে সকলের দ্বারা তাঁহারা সুখে অথবা দুঃখে লিপ্ত হন না[২৬]। তাঁহারা বাহিরে প্রয়োজনবান্ ব্যক্তির ন্যায় কিন্তু অন্তরে তাঁহারা প্রয়োজনশূন্য। অন্য লোকে যেমন ফল লাভের প্রত্যাশায় কর্ম্মপ্রবৃত্ত হয় তত্ত্বজ্ঞ লোক

৩৬

সেরূপ ফল লাভের প্রত্যাশায় কর্ম্মপ্রবৃত্ত হন না[২৭]। তাঁহারা দুঃখের অবস্থায় খেদ করেন না, সুখের অবস্থা প্রার্থনা করেন না, কার্য্য সিদ্ধিতে হৃষ্ট হন না, কার্য্য নাশেও খেদ করেন না[২৮]। কদাচিৎ সূর্য্যের শীতলতা ও চন্দ্রমণ্ডলের উষ্ণতা সম্ভব হইতে পারে তথাপি তত্বজ্ঞের বিস্ময় হওয়া সম্ভব হইতে পারে না[২৯]। চিদাত্মায় সকল শক্তি বিদ্যমান, এবং সে সকল শক্তি বিবিধ প্রকারে স্ফুরিত হয়, এই রহস্য বিদিত থাকায় তাহাদের কোন কিছুতে কৌতুক জন্মে না[৩০]। তাহারা দয়াও করেন না, দয়ার কার্য্য করিতে পারিণাম না ভাবিয়া দৈন্য অনুভব করেন না, ক্রূর কার্য্যেও তাঁহাদের মন ধাবমান হয় না, তাঁহারা লজ্জার অনুসন্ধান করেন না এবং নির্লজ্জও হন না[৩১]। দীনতা, ঔদ্ধত্য, মত্ততা, খেদ, উদ্বেগ, হর্ষ, এ সকল তাঁহাদিগকে আক্রম করে না এবং তাঁহাদিগের অতি বিস্তৃত ও শরদাকাশের ন্যায় নির্ম্মল চিত্তে ক্রোধ প্রভৃতি উদিত হয় না[৩২।৩৩]। জীব সকল অবিশ্রান্ত জন্মিতেছে ও মরিতেছে, এবং তাহাই জগতের স্বরূপ বা স্থিতি, তজ্জন্য আবার সুখ দুঃখ কি? তরঙ্গের সহচর ফেন, তাহাও ক্ষণিক, তাহার ন্যায় জন্ম মরণের সহচর সুখ দুঃখ এবং তাহাও ক্ষণিক। জীব জন্তুর অজস্র উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি হইতেছে যাইতেছে বলিয়া বোধ হয় বটে, পরন্তু সে সকল দৃষ্টিসৃষ্ট (দেখাই সৃষ্টি অর্থাৎ উৎপত্তি। না দেখাই লয় বা বিনাশ) ব্যতীত বাস্তব নহে। অর্থাৎ বস্তুতঃ কোনও কিছু হয়ও না এবং যায়ও না। হওয়া যাওয়া থাকা প্রভৃতি সমস্তই আত্ম-নিষ্ঠ অজ্ঞানের কল্পনা মাত্র। সুতরাং জীবন্মুক্ত পুরুষ তৎসম্বন্ধে এই-রূপ জানেন যে, সমস্তই আমারই দৃষ্টির অর্থাৎ কল্পনার বিজৃম্ভণ[৩৪।৩৬]। যাহাতে অবিশ্রান্ত উৎপত্তি ও অবিশ্রান্ত বিনাশ অনিবার্য্য, তাদৃশ দগ্ধ সংসারে আবার সুখ দুঃখ কি[৩৭।৩৮]? শুভ কর্ম্মের অভাবে সুখের অভাব, এবং শুভ কর্ম্মের ফলে সুখ, এ নিশ্চয় অতত্ত্বদিগের মধ্যে। পরন্তু তত্বজ্ঞের শুভাশুভ না থাকায় সুখ দুঃখ তাঁহাদের পক্ষে অভাবগ্রস্ত। সুখের অনুভব হইতে দুঃখের বীজ জন্মে। অর্থাৎ সুখ ক্ষণমাত্র অনুভব গম্য হয়, তৎপরে আবার তাহাব অবসান হয়। সেই অবসান দুঃখ-দায়ক। সুতরাং সুখানুভবই দুঃখদশার বীজ। তাদৃশ দুঃখবীজ সুখ যদি না থাকে তাহা হইলে দুঃখ কোথা হইতে আসিবে? যে প্রকারই

হউক, যদি সুখ দুঃখ ক্ষীণ হয় তাহা হইলে ইহা হেয়, তাহা উপাদেয়, এ বোধও ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। মূলে যদি শুভাশুভ বিভাগ না থাকে তাহা হইলে হেয় ও উপাদেয় ভাব থাকিবে কেন৩৯।৪১? ইহা রম্য, তাহা অরম্য, এ দৃষ্টির বিনাশ হইলে ভোগ বাসনা থাকিবে কেন৪২? তিল দগ্ধ হইলে তৈল কোথা হইতে আসিবে? তাহা যেমন আসে না তেমনি মনঃক্ষয় হইলেও সঙ্কল্পের উদয় হয় না। অতএব, আত্মা ব্যতীত কিছুই নাই, সমস্তই আত্মা, এই ভাব ভাবনার দ্বারা ঘনীভূত (দৃঢ়) হওয়ায় সঙ্কল্প বিকল্পের অভাব হয়। তন্নিবন্ধন মহাত্মাগণ জীবিতাবস্থাতেই নিত্যতৃপ্ত হন৪৩।৪৪।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বালকেরা রাত্রে জ্বলন্ত কাষ্ঠ ঘুরাইয়া ক্রীড়া করে, পরন্তু দূরস্থ দর্শকগণ দেখে, অগ্নিময় চক্র ঘুরিতেছে। রাম! তুমি তদ্দৃষ্টান্তে বুঝিবে, এই জগৎ কেবল চিত্তেরই স্পন্দন, বস্তুভূত নহে[১]। জলের আবর্ত্ত যেমন জল ছাড়া অন্য পদার্থ নহে, সেইরূপ, চিত্তস্পন্দে বিকাশমান জগৎও চিত্ত ছাড়া অন্য পদার্থ নহে[২]। দৃষ্টির পরিস্পন্দে ব্যোমতলে কত প্রকার দৃশ্য দেখা যায় পরন্তু সে সমস্তই অলীক। সেইরূপ, চিত্তের বিকারে এই জগৎ দেখা যায়, সেজন্য জগৎও অলীক[৩]।

রাম বলিলেন, ব্রহ্মন্! চিত্ত যদ্দ্বারা স্পন্দিত হয় ও যদ্দ্বারা তাহার স্পন্দন নিবারিত হয় তাহা আমাকে বলুন[৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! হিমপিণ্ড ও শুভ্রতা, তিল ও তৈল, পুষ্প ও গন্ধ, বহ্নি ও উষ্ণতা যেমন পরস্পর সংশ্লিষ্ট, সেইরূপ, চিত্ত ও চিত্তস্পন্দ পরস্পর সংশ্লিষ্ট. নিদর্শনোক্ত বহ্নি ও উষ্ণতা প্রভৃতি বস্তুতঃ এক হইলেও কল্পনায় বিভিন্ন বলিয়া (যেমন বহ্নির উষ্ণতা) প্রতীত হয়[৫।৬], চিত্ত ও চিত্তস্পন্দন এক বা অভিন্ন হইলেও কল্পনায় পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব, চিত্ত ও চিত্তস্পন্দন উভয়ের একতর ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে অন্যতরও ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৭]। হে রঘুনাথ! চিত্ত বিনাশের দুই প্রকার উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। এক বৃত্তিনিরোধ নামক যোগ, অপর তত্ত্বজ্ঞান[৮]।

রাম বলিলেন, ভগবন্! মানুষ কবে ও কি প্রকারে প্রাণ-অপান-নিরোধলক্ষণা সুখদায়িনী যোগনাম্নী মনঃশান্তি প্রাপ্ত হয়[৯]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই দেহে সর্ব্বত্র ব্যাপী নাড়ীনিচয় রহিয়াছে। যেমন ভূকম্প হইলে ভূগাত্র বিবরস্থ জল বিকম্পিত হয় সেইরূপ দেহস্থ প্রাণ পবনের প্রস্পন্দে দৈহিক শিরা প্রশিরাদিও স্পন্দিত হয়[১০]। সেই মূলীভূত স্পন্দন হইতে যে অবান্তর স্পন্দন উৎপন্ন হয়, স্থান অনুসারে সেই সকল স্পন্দন বা বায়বীয় ক্রিয়া সমূহ অপান সমান উদান প্রভৃতি

আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১১]। যেমন সৌরভ্যের আধার বা আশ্রয় পুষ্প, শুভ্রতার আধার বা আশ্রয় হিমপিণ্ড, তেমনি, চিত্তের আধার প্রাণনামক অধ্যাত্মবায়ু[১২]। হে রাঘব! প্রাণনামক অধ্যাত্মপবনের স্পন্দন বিশেষ হইতে অন্তরে যে সঙ্কল্পক্রিয়োন্মুখী সম্বিৎ (চেতনা বিশেষ) জন্মে, সেই সম্বিৎ বিশেষকেই তুমি চিত্ত বলিয়া জানিবে[১৩]! প্রাণ স্পন্দন হইতেই চিৎ স্পন্দনের উৎপত্তি (চিৎ পদার্থের বাস্তব স্পন্দন না থাকিলেও কল্পিত স্পন্দন জলচন্দ্রের দৃষ্টান্তে স্বীকার্য্য), এবং তাহা হইতেই সম্বিদের অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বৈষয়িক জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়েছে[১৪]। শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, প্রাণের ব্যাপার চিত্ত, সে জন্য প্রাণ নিরোধে চিত্তের নিরোধ এবং চিত্তের নিরোধে সংসারের পলায়ন সুসম্পন্ন হয়[১৫।১৬]।

রাম বলিলেন, এই দেহরূপ গৃহে প্রাণাদি নামক বায়ু নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। সে সকলের নিরোধ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে[১৭]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, শাস্ত্রের উপদেশ, সজ্জনের নিকট শিক্ষা, বৈরাগ্যের অভ্যাস ও সাংসারিক ব্যবহারের পরিত্যাগ, বাঞ্ছিত পদার্থের ধ্যান, চিত্তের একাগ্রতা, একাগ্রতা সহকারে রেচক পূরক কুম্ভক নামক প্রাণায়ামের অভ্যাস, এই সকলের দ্বারা দুর্দ্দান্ত চিত্তের দমন অর্থাৎ তাহার স্পন্দন নিরুদ্ধ হইয়া থাকে[১৮।১৯]। কেবল পূরকাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানেও প্রাণের গতিবিচ্ছেদ হইয়া থাকে। পূরকাদি ক্রিয়ায় প্রথমে প্রাণের আয়তন বৃদ্ধি হয়। পরে যখন তাহা অভ্যাস দ্বারা অকষ্টকর হয়, তখন তাদৃশ কুম্ভক যোগে প্রাণ স্পন্দন নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ প্রাণের গতির বিচ্ছেদ বা বিরাম ঘটনা হয়[২০]। ওঁকারের দীর্ঘ উচ্চারণও প্রাণ স্পন্দের নিরোধক। অর্থাৎ দীর্ঘ উচ্চারিত প্রণবের শেষ প্রান্তে শব্দতত্ত্বের অনুভব জনিত বাহ্য জ্ঞান শূন্যকল্প হইলে প্রাণনিরোধ হইয়া থাকে[২১]। কেবল রেচকাভ্যাসেও প্রাণনিরোধ হয়। কেবল রেচকে প্রাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যখন ছিন্ন মেঘের ন্যায় খণ্ডীভূত হইয়া বহিরাকাশে অবস্থান করে, নাসারন্ধ্রাদি স্থানে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে না, তখন তাহারই সামর্থ্যে প্রাণ নিরোধের উৎপত্তি হয়[২২]। কেবল পূরকেও প্রাণগতি অবরুদ্ধ হয়। পূরক অভ্যস্ত হইলে সর্ব্বশরীরস্থ নাড়ীছিদ্রে প্রাণ পূর্ণ

হওয়ায় প্রাণের পূর্ণতা নিবন্ধন নিশ্চলতা জন্মে, সেই নিশ্চলতার নাম প্রাণনিরোধ। (ইহাতেও জীব বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়)[২৩]। কেবল কুম্ভকেও প্রাণস্পন্দন নিরুদ্ধ হয়। কুম্ভকের অভ্যাসে প্রাণ পবন শরীরের মধ্যে স্তম্ভিতত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই সঞ্চরণ রহিত স্তম্ভিত অবস্থায় প্রাণের স্পন্দন রহিত হইয়া যায়[২৪]। জিহ্বার দ্বারা তালুমূলস্থ ঘণ্টিকা (আলজিহ্বা) আক্রম করিয়া অবস্থান করিতে পারিলেও প্রাণ নিরোধ জন্মে। ঐ কার্য্যের দ্বারা প্রাণ পবন অধঃসঞ্চারশূন্য ও ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপিত হওয়ায় প্রাণনিরোধাখ্য যোগ জন্মে[২৫]। ধ্যানের দ্বারা মনকে নির্ব্বিকার হৃদয়াকাশে লীন করিলেও প্রাণস্পন্দন নিরুদ্ধ হয়। অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি উৎপাদনও প্রাণ জয়ের অন্যতম উপায়[২৬]। নাসার অগ্রভাগ হইতে বার অঙ্গুল পরিমাণ বহিরাকাশের মধ্যে চক্ষুঃ ও মন স্থির রাখিতে পারিলেও প্রাণ স্পন্দনের অবরোধ হইতে পারে[২৭]। অভ্যাস দ্বারা কি না হয়? অভ্যাসের প্রভাবে প্রাণ উর্দ্ধগামী হইয়া গলিতপ্রায় হয়, তখন তাহার স্পন্দনও বিনিবৃত্ত হয়[২৮]। ভ্রূমধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়কে বদ্ধ করিলেও প্রাণের ক্রিয়া রুদ্ধ হয় এবং চিন্ময় পরমেশ্বরই আত্মা, এরূপ বোধের পরেও কখন কখন প্রাণ ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া থাকে[২৯]। কখন কখন গুরুর প্রসাদে ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে সহসা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, ও চিত্তের সমুদায় কল্পনা তিরোহিত হইয়া যায়, তাহাতেও প্রাণ নিরোধ হইয়া থাকে[৩০]। দীর্ঘ কাল ব্যাপী হৃদয়াকাশের ধ্যানেও কখন কখন চিত্তত্ত্ব বা জীবতত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়, এবং তৎ সাক্ষাৎকারে সর্ব্ব কল্পনার উপশমে প্রাণ নিরোধ যোগ জন্মে[৩১]।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! প্রাণিগণের হৃদয় কিং স্বরূপ? যাহাতে এই সকল প্রতিবিম্বিত হইতেছে[৩২]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! প্রাণিনিবহের হৃদয় দ্বিবিধ। এক উপাদেয়, অপর হেয়। কি হেয় কি উপাদেয় তাহাও বলি শ্রবণ কর[৩৩]। *

জীবদেহের বক্ষঃস্থলের মধ্যে যে অপূপাকার মাংস খণ্ড (অপূপ=

* হৃদয় শব্দ মনে, বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরস্থ মাংস খণ্ড বিশেষে প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। তাই রামচন্দ্র সন্দিহান হইয়া ঐরূপ প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে বশিষ্ঠ মাংসখণ্ড ও মন দু-ই অল্প পরিমাণ কারণে এক বলিয়া গণনা করতঃ বিভাগ করে হৃদয় শব্দের অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

পুলিপিঠা। তদাকার হৃৎপিণ্ড), তাহাও হৃদয়পদবাচ্য, পরন্তু তাহা হেয় বলিয়া গণ্য[৩৪]। আর তদুপলক্ষিত দেহে যে সম্বিতের (চেতনার) প্রকাশ আছে, তাহাও হৃদয় শব্দের বাচ্য। এই হৃদয়ই তত্ত্বজ্ঞ দিগের মধ্যে উপাদেয় বলিয়া গণ্য। তাহা দেহের অভ্যন্তর ও বাহ্য উভয়ত্রই অবস্থিত। সর্ব্বত্র বিরাজিত, এ কথা বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না, আরও বলিতে হয়। এমন কি, অন্তর ও বাহ্য এই দুই কথার ব্যাখ্যায় যে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল, প্রভৃতি পাওয়া যায়, সে সমস্তই উক্ত উপাদেয় হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব, তাহাই প্রধান, তাহাই আদর্শ, তাহাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোষ স্বরূপ। জীবগণের উক্ত সম্বিৎ নামক হৃদয়ই প্রকৃত হৃদয়, মাংসখণ্ডাত্মক হৃদয় হৃদয় নহে। মাংস খণ্ডাত্মক হৃদয় ক্ষুদ্র ও জড়[৩৫,৩৭]। অতএব, উক্ত সম্বিন্ময় হৃদয়কে হৃতবাসন ও বিশুদ্ধ করিয়া তাহাতে ধ্যানযোগে চিত্তকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে প্রাণস্পন্দন বিনষ্ট করা যায়[৩৮]। প্রাণ নিরোধের কতিপয় মাত্র উপায় বলিলাম, এতদ্‌ভিন্ন আরও উপায় বা প্রণালী আছে, সে সকল নানা যোগগুরুর কল্পিত[৩৯]। সে সকল যোগ প্রথম অবস্থায় দুঃসাধ্য হই- লেও অভ্যাস দ্বারা সুসাধ্য হয়[৪০]। অন্য বাসনার নিরোধে মোক্ষ বাসনা বেগবতী হয়। মোক্ষ বাসনা বলবতী হইলে মোক্ষ ফল লব্ধ হয় পরন্তু বাসনান্তরের প্রাবল্যে প্রাণ সংযম দ্বারা সেই সেই বাসনার সাফল্য হইয়া থাকে[৪১]। যোগশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, ভ্রূমধ্য প্রভৃতি স্থানে ধারণা প্রয়োগ অভ্যস্ত হইলে প্রাণ নিরোধ হয়[৪২]। অপিচ, জিহ্বাগ্র দ্বারা তালু প্রদেশস্থ ঘণ্টিকা নামক স্থান আক্রম করতঃ অবস্থান করিতে পারিলে প্রাণ প্রবাহের অবরোধ হইয়া থাকে[৪৩]। হে রাঘব! যদিও অভিহিত প্রকারের সমাধি সমূহের ফল নানা প্রকার, তথাপি, নিষ্কাম যোগীর সম্বন্ধে ঐ সকল সমাধির ফল একই প্রকার অর্থাৎ একাদ্বয় তত্ত্ববিজ্ঞানই তাহার ফল। অতএব, যে কোন সমাধি হউক, সমাধি মাত্রেই নিষ্কাম যোগীর শান্তিপ্রদ[৪৪]। হে রামচন্দ্র! অভ্যাসের ক্ষমতার কথা অধিক কি বলিব, লোক সকল অভ্যাসের দ্বারাই আত্মরাম, শোকশূন্য ও সুখপরিপূর্ণ হইয়া থাকে। সেই জন্যই তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি অভ্যাসবান্ হও[৪৫]। অভ্যাসের দ্বারা প্রাণস্পন্দন ক্ষীণ হইলে তখন মনঃও বিলীন হইবে। মন বিলীন

হইলে নির্ব্বাণ পদ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে[৪৬]। হে রাম! উক্ত বিষয়ের সংক্ষেপ উপদেশ এই যে, বাসনাবেষ্টিত মনের নাম জন্ম এবং বাসনাবর্জ্জিত মনের নাম মোক্ষ। জন্ম গ্রহণের ও জন্ম বিনাশের যাহা মুখ্য কারণ তাহা বলিলাম, এখন যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পার[৪৭]। আরও বলিতেছি, হে রামচন্দ্র! এই যে প্রাণের স্পন্দন, ইহাকেই তুমি মনের স্বরূপ বলিয়া জানিবে। সংসারভ্রম উহারই অধীন। সুতরাং উহার অবসানে সংসার জ্বরের অবসান হয়[৪৮]। জীবের যে বিকল্পনা, তাহার বিনাশে সেই বাক্য মনের অতীত পদ লব্ধ হয়[৪৯]। সমুদায় রহস্ত যাহাতে ও যাহা হইতে এবং যাহা, তাহার আবার দৃষ্টান্ত কি? বস্তুতঃই নিগুর্ণ আত্মার দৃষ্টান্ত নাই[৫০।৫১]। তিনি বাহ্যিক রূপাদি বিষয়ের জ্ঞাতারূপে ও আন্তরিক কামাদি বৃত্তির জ্ঞাতৃত্ব রূপে নিত্য পরিচিত[৫২]। অধিক কি বলিব, সেই নিগুর্ণ আত্মা কল্পতরুস্বরূপ। তাহা হইতেই অজস্র নানা রসের অসংখ্য সংসার ফল জন্মিতেছে ও বিধ্বস্ত হইতেছে[৫৩]। যে ধীর পুরুষ তাহাকে জানিয়াছে, জানিয়া তাহাতেই স্থিতি করিতেছে, সেই ধীর পুরুষ ইহ সংসারে জীবন্মুক্ত নামে প্রখ্যাত[৫৪]। জীবন্মুক্ত দিগের চেষ্টা নাই, কোন বিষয়ে কৌতুক নাই, ইচ্ছা নাই, কল্পনা নাই, এবং তাহাদের ব্যবহার ও আশয় (চিত্তবৃত্তি) সর্ব্বত্র সমান[৫৫]।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতম সর্গ।

—:(*):—

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! চিত্ত উপশমের অর্থাৎ মনোনাশের দ্বিবিধ ক্রম আছে। তন্মধ্যে বলবৎ ক্রম যোগ ও জ্ঞান। উক্ত ক্রম দ্বয়ের মধ্যে যোগ ক্রমের কথা বলিলেন, এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া জ্ঞান ক্রমের কথা বলুন[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আদি নাই অন্ত নাই, এরূপ এক অপরিচ্ছিন্ন নিত্য স্বপ্রকাশ পরমাত্মাই আছেন, আর কিছু নাই, এইরূপ নিশ্চয়ের নাম সম্যক্‌জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান[২]। ঘটপটাদি আকারে দৃশ্যমান এই জগৎ পদার্থ আত্মার অনতিরিক্ত, এইরূপ নিশ্চয়ের নাম সম্যক্‌জ্ঞান। তাদৃশ সম্যক্‌জ্ঞানে মোক্ষ, এবং উহার বিপরীত জ্ঞানে অর্থাৎ জগৎ জ্ঞানে সংসার। যেমন রজ্জু রূপের অজ্ঞানে সর্প এবং রজ্জু রূপের জ্ঞানে রজ্জু, সেইরূপ, আত্মরূপের অজ্ঞানে সংসার ও আত্মরূপের জ্ঞানে মোক্ষ হইয়া থাকে[৩।৪]। মোক্ষ দশায় সঙ্কল্প বর্জ্জিত বা সম্বেদ্য বর্জ্জিত সম্বিন্মাত্রই ভাসমান থাকে, অন্য কোন কিছুর বিদ্যমানতা বা ভাসমানতা থাকে না। বিশুদ্ধ ভাবে বিদিত সেই সম্বিৎ পরমাত্মা নামে গীত হন এবং অবিশুদ্ধ ভাবে বিদিত সেই সম্বিদের সংজ্ঞা অবিদ্যা[৫।৬]। পূর্ব্বে যে সম্বেদ্যের (সম্বিদের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের) কথা বলিয়াছি, সে সম্বেদ্যও সম্বিদের অনতিরিক্ত। অর্থাৎ তাহাও সম্বিদের রূপান্তর মাত্র। সুতরাং বস্তু দৃষ্টিতে এক বৈ দুই নাই। হে রামচন্দ্র! যাহার অভিহিত প্রকারের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে সেই ব্যক্তিই বুঝিতে পারে, ভাব অভাব বা বন্ধ মোক্ষ, এ সকল কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে এবং শোকের দুঃখের বিষয়ও ত্রিজগতে নাই[৭।৯]। চেতাই বল, আর চিত্তই বল, সমস্তই ব্রহ্মের বিলাস। যখন এক মাত্র পর ব্যোমই আছে, অন্য কিছু নাই, তখন বন্ধ মোক্ষ থাকিবে কেন? ঐ দুই কথা, কথা মাত্র[১০]। যেমন কোন নট আপনিই আপনার মায়ার দ্বারা আপনার আকারকে বিবিধ করে, সেইরূপ, ব্রহ্মও আপন মায়ায় আপনাকে

বিবিধ করেন অর্থাৎ জগৎরূপ দৃশ্যে বিবর্ত্তিত করেন। পূর্ব্বে যে সম্যক্‌জ্ঞানের কথা বলিয়াছি, সে জ্ঞানের নিকট কাষ্ঠে, লোষ্ট্রে ও পাষাণে প্রভেদ নাই[১১,১২]। হে রাঘব! যাহার স্বরূপ অবিনাশী ও আদ্যন্তে শান্ত রূপ, তুমি তন্ময় হও। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সেই পর ব্যোমেরই রূপ, সুতরাং ইহাতে সুখ দুঃখের ক্রম নাই[১৩,১৪]। জল যেমন বিবিধ বিচিত্র বীচি ও বিম্বাদি রূপে স্ফুরিত হয়, সেইরূপ, আত্মাও দ্বৈত অদ্বৈত ও তদন্তর্গত জরামরণাদি প্রতিভাসে অবভাসিত হইতেছেন[১৫]। যে ব্যক্তি অন্তর্মুখী (আত্মাভিমুখী) বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ আত্মায় লীনা করিয়া অবস্থান করে, ভোগ সকল সেই তত্ত্বজ্ঞানীকে বন্ধন করিতে পারে না[১৬]। যেমন মৃদু বায়ু পর্ব্বত বিতাড়িত করিতে পারে না, সেইরূপ, ভোগের বেগ কৃতবিচার চিত্তকে বিতাড়িত করিতে পারে না বক যেমন ক্ষুদ্র মৎস্য দিগকে নিগীরণ করে, তেমনি, দুঃখ সমূহ অবিচারশীল অজ্ঞ মূঢ় আশাপাশজড়িত দিগকে নিগীরণ (গ্রাসগত) করে[১৭,১৮]।

অতএব, হে রাঘব! সমস্ত জগৎই আত্মা, অবিদ্যাও নাই অর্থাৎ অবিদ্যা তুচ্ছ বা অসৎ, ঈদৃশ জ্ঞান অবলম্বন কর, করিয়া সুস্থির হও[১৯]। একত্ব নানাত্ব মিথ্যা জ্ঞানের অংশ সেজন্য তাহা নাই। যেমন সকল সরোবরের জল জলরূপে এক, সেইরূপ, বিশ্বকল্পনাও আত্মরূপে এক, সেজন্য এক বৈ দুই নাই। যে পুরুষ ঐরূপ নিশ্চয় যুক্ত, সেই পুরুষই মুক্ত[২০]।

একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অশীতিতম সর্গ।

—◌()◌—

বশিষ্ঠ বলিলেন, পুরুষ যে বিচারে লিপ্ত থাকিলে পুরোস্থিত ভোগ সকল তাহাকে স্পর্শ করে না, এক্ষণে সেই বিমর্শের অর্থাৎ বিচার বিশেষের কথা বর্ণনা করি, অবহিত হও[১]।

এই যে চক্ষু, ইহা কেবল আলোকনের নিমিত্ত এবং এই যে জীব, ইহাও কেবল সুখদুঃখভারবাহী মাত্র। গর্দ্দভ যেমন ভার বহন করে কিন্তু তদ্বাহিত দ্রব্যের ভোক্তা হয় না, সেইরূপ, চক্ষুরাদির কেহই ভোক্তা নহে, ভোক্তা অহন্তা[২]। অতএব, চক্ষু যদি রূপে নিমগ্ন হয় তাহাতে আত্মার কি? গর্দ্দভ কর্দ্দম মগ্ন হইলে সেনাপতির কি হয়[৩]? অরে অধম নয়ন! তুমি রূপ কর্দ্দমে নিমগ্ন হইও না, হইলে উহা এ[illegible] মুহূর্ত্তেই তোমার হিংসা করিবে[৪]। তুমি স্বভাব বশতঃ রূপে প্রধাবিত হও, হইবে, তাহাতে আত্মার কি হইবে? তাই তোমায় বলি, তুমি রূপে মগ্ন হও হইবে, পরন্তু যেন তাহার স্বাদ গ্রহণ করিও না। কেননা, তুমি যে অন্তর্গত চিদাত্মার দ্বারা বাহিরের ও অন্তরের পদার্থ প্রকাশ কর, সে চিদাত্মা যেন তোমার কৃত কার্য্যে বন্ধন দশা প্রাপ্ত না হয়[৫]। অহে নয়ন! তুমি উৎপন্নধ্বংসী আপাত হৃদ্য অসন্ময় রূপের আশ্রয় লইও না[৬]। রূপ আপনাতেই থাকুক, তুমি তাহাতে সাক্ষীর ন্যায় নির্লিপ্ত থাক[৭]। অরে চিত্ত! তোমার এই বিশ্ব দর্শন সর্ব্বথা মিথ্যা। আকাশে যেমন পিচ্ছিকা দর্শন, জলে যেমন ফেন বুদ্বুদাদি দর্শন, তোমার এই বিশ্ব দর্শন ঠিক্ সেইরূপ[৮]। অরে অহঙ্কার! তোমাকেও বলি, চক্ষু যাহা ইচ্ছা করে তাহা দেখুক, চিত্ত যাহা ইচ্ছা করে তাহা বুঝুক, তুমি আবার কোথা হইতে আসিলে? অর্থাৎ তুমি তাহাতে যোগ দেও কেন? (আমি দেখিলাম, এরূপ স্থির কর কেন)[৯]? রূপ সূর্য্যাদির আলোক অবলম্বন করিয়া প্রস্ফুরিত হয় হউক, আলোকও রূপাদি আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয় হউক, হে অহঙ্কার! [illegible] তাহাতে সুখ দুঃখ কি? চিত্তের স্বভাব, সে নানা আকারে স্ফা[illegible]

হইবে। তুমি কেন তাহাতে ভাসমান হও[১০]? বাহিরের দর্শন ও তদুপলক্ষিত মনস্কার (চিত্তের স্ফুরণ), ইহাদের কাহার সহিত কাহার বাস্তব সম্বন্ধ নাই; তথাপি তাহারা যে স্ফূর্ত্তি পায় বা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ আছে বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা আদর্শ, মুখ ও প্রতিবিম্ব, এই তিনের অনুরূপে[১১]। অজ্ঞান এক প্রকার জন্তু, (কুম্ভীর প্রভৃতির ন্যায় হিংস্র), সে যখন জ্ঞানকে গ্রাস করে তখনই সেই অজ্ঞানগ্রস্ত জ্ঞান জীব হইয়া জন্মপরম্পরা ও তদুপলক্ষিত দুঃখপরম্পরা অনুভব করে। যখন সেই জ্ঞান অজ্ঞান হইতে পৃথক্ হয় তখন না জ্ঞান, না অজ্ঞান, না জন্ম না মরণ কিছুই থাকে না[১২]। রূপ, আলোক, মনস্কার, এই তিন্ পরস্পর অজ্ঞানেরই কল্পনায় সুসম্বদ্ধ রহিয়াছে[১৩]। মন আপনারই আশ্রিত, তাহার যে মনন তাহা তন্তুস্থানীয়, বিচার দ্বারা তাহা যখন বিচ্ছিন্ন হয় তখন অজ্ঞানের কার্য্যও বিলুপ্ত হয়[১৪]। যদি কদাচিৎ অজ্ঞানের ক্ষয় হয় তাহা হইলে তখন দেখিবে যে, রূপ, আলোক ও মনস্কার এ তিনের আর সংঘট্ট হইতেছে না[১৫]। চিত্তই ইন্দ্রিয়গণের নেতা এবং তাহাই মন্দিরস্থ পিশাচের ন্যায় দুর্নিবার। অরে চিত্ত! তুই আর বৃথা আত্মগরিমা করিস্ না। আমি জানিয়াছি, তুই মিথ্যা; তুই পূর্ব্বে, পরে ও মধ্যে, সর্ব্বকালে তুচ্ছ অর্থাৎ অবস্তু[১৬,১৭]।

অরে চিত্ত! তুই বৃথা আমার সম্মুখে নৃত্য করিতেছিস্। যাহারা তোমাকে "আমার বলিয়া" জানে তাহাদেরই সম্মুখে তোমার নৃত্য শোভা পায়। তোমার এই নৃত্য আমার কিঞ্চিন্মাত্রও পরিতোষের কারণ নহে[১৮,১৯]। অরে চিত্ত! তুমি থাক আর না থাক, আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই। পূর্ব্বে তুমি আমার নিকট জীবিতের ন্যায় ছিলে বটে; কিন্তু এক্ষণে তুমি বিচার দ্বারা মৃত হইয়াছ[২০]। তুমি অতি নিস্তত্ত্ব অর্থাৎ তুচ্ছ, তুমি জড় ও ভ্রান্তিময়, তুমি শঠ ও শব তুল্য হেয়। যাহারা মূঢ় তাহারাই তোমার বাধ্য কিন্তু যাহারা বিচারবান্ তাহারা তোমার বাধ্য বা বশ্য নহে[২১]। তুই যে মৃত তাহা আমি পূর্ব্বে মূর্খতা বশতঃ জানিতে পারি নাই। এখন জানিয়াছি, তুই মৃত অর্থাৎ শব দেহের ন্যায় পরিত্যাজ্য[২২]। আমার এই দেহরূপ গৃহ অতিদীর্ঘকাল তোমার দ্বারা রুদ্ধ ও সৎসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া ছিল, এক্ষণে তোমার পলায়নে ইহা সাধুসেব্য হইয়াছে[২৩,২৪]। তুমি যখন ছিলে

তখন ছিলে, কিন্তু এখন তুমি নাই। তুমি না থাকায় এখন জগৎও নাই[২৫]। অরে চিত্তবেতাল! তুই তৃষ্ণা পিশাচীর ও ক্রোধাদি গুহ্যক গণের সহিত আমার এই দেহ গৃহ হইতে শীঘ্র পলায়ন কর[২৬]। আমার সৌভাগ্য এই যে, বিবেকের উদয়ে প্রমত্ত চিত্ত বেতাল আমার এই দেহ মন্দির হইতে পলায়ন করিয়াছে[২৭]। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ক্ষণভঙ্গুর, জড় ও শঠ মনঃকর্ত্তৃক এই সমুদায় লোক বঞ্চিত ও বশীকৃত। অরে পামর! তুই যদি একাদন্ন আমাকে আক্রম করিতে পারিস্ তাহা হইলে বুঝিতে পারি, তোর পরাক্রম আছে, বল আছে এবং আশ্রয় বা সহায়ও আছে[২৮।২৯]। অরে অবোধ! তুই কিছুতেই আমার নিকট থাকিতে পারিবি না। আমি বেশ বুঝিয়াছি, তুই মৃত[৩০]। এত কাল তোকে আমি জীবিত পদার্থ জ্ঞান করিয়া সুদীর্ঘ সংসার রাত্রি যাপন করিয়া আসিয়াছি, পরন্তু আজ্ আমি জ্ঞাত হইয়াছি, তুই নাই[৩১।৩২]। ভাগ্য বশতঃই আমি "চিত্ত নাই" এইরূপ বুঝিয়াছি। অতঃপর আর আমি মিথ্যা বিভীষিকায় ভুলিব না[৩৩]। এই মুহূর্ত্তেই আমি চিত্ত বেতালকে এই দেহ গৃহ হইতে বিতাড়িত করতঃ স্বস্থ ও সুখী হইব[৩৪]। আমি এতকাল চিত্ত বেতালের প্রতারণায় মুগ্ধ থাকিয়া যে সকল বিকার দর্শন করিয়াছি সে সকল স্মরণ করিয়া আজ্ আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না[৩৫]। আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, আমি আজ্ এই দেহ গৃহে অবস্থিত চিত্ত বেতালকে বিচাররূপ অসির দ্বারা নিপাতিত করিতে পারিয়াছি। চিত্ত বেতালের নিপাতনে আজ্ আমি এই দেহ নগরে সুখে অবস্থান করিব[৩৬।৩৭]। মন মৃত হইয়াছে, চিন্তাও মৃতা হইয়াছে, অহঙ্কার রূপ রাক্ষসও বিচার মাত্রে মৃত হইয়াছে[৩৮]। মন, আশা, অহঙ্কার, এ সমস্তই আজ্ বিনষ্ট বা পলায়িত। ইন্দ্রজালতুল্য স্ত্রী পুত্রাদিও আজ্ বিনষ্ট। আজ্ আমি একক, কৃতকৃত্য, মলশূন্য, নিত্য, নির্ব্বিকার ও কেবল চিৎ[৩৯।৪০]। আমি শোক, মোহ, অহঙ্কার এ সকলের অতীত ও ভেদাভেদ বর্জ্জিত[৪১]। আমার আশা, কর্ম্ম, সংসার, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, দেহ, কিছুই নাই, কেবল আমিই আছি, এতাদৃশ আমাকে নমস্কার[৪২]। আমি অহং নহি, অনহং নহি, অন্য কিছু নহি, পরন্তু আমিই সমুদায়; সুতরাং আমাকেই আমার নমস্কার[৪৩]। আদি অর্থাৎ মূল কারণ আমি,

ধাতাও আমি, চেতনাও আমি, ভুবনও আমি. পরন্তু আমার ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ আমার অভাব কুত্রাপি নাই। সুতরাং আমাকেই আমার নমস্কার৩৪। আমি নির্ব্বিকার, নিত্য, নিরংশ, মহান্, সর্ব্বময়, সর্ব্বাধার ও সর্ব্বকাল৩৫। আমি জীবরূপ, নির্নাম, স্বপ্রকাশ, স্বয়ং বা স্বাধীন৩৬। আমি সর্ব্বগামিনী ও সর্ব্বপ্রকাশিনী সত্তা প্রাপ্ত হইয়াছি৩৭। অদ্রি, অব্ধি, উর্ব্বী. নদী, সমস্তই আমি, অধিক কি, নানা পদার্থে পরিপূর্ণ দেদীপ্যমান জগৎও আমি। অতএব, আমার নমস্কার আমাতেই পর্য্যাপ্ত। আমি আজ্, নিরস্তমনন, বিশ্বপ্রকাশক, অজ্র, গুণাতীত, অচ্যুত ও ঈশ্বর; সুতরাং আমাকেই আমার নমস্কার৩৮।৩৯।

অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একাশীতিতম সর্গ।

—(•)○(•)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো! মহাত্মা তত্ত্ববিদ্‌গণ জ্ঞেয় আত্মা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন[১]। যে চিত্ত জগতের জগত্তা মার্জ্জন করিয়া আত্মত্বে পর্য্যবসিত করে অর্থাৎ ইহা জগৎ নহে কিন্তু আত্মা, এইরূপ বোধ জন্মায়, সে চিত্ত যে উত্থিত হয় ও থাকে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য। কেননা সে নিজেও বস্তু নহে; কেননা, সেও জগতের অন্তঃপাতী। সুতরাং সেও অবস্তু[২]। চিত্ত যে কোন বস্তু নহে, তৎপ্রতি হেতু এই যে, চিত্ত জড়। যে হেতু চিত্তের চিত্ত নাই, সেই হেতু সে জড়। অপিচ, উহার উৎপত্তি মায়িক। যে হেতু উহা মায়ার কার্য্য সেই হেতু উহা অবস্তু ও নাই। উহার উৎপত্তি ও স্থিতি খপুষ্পের সমান[৩]। যেমন নৌকারোহী অবোধ শিশুদিগের নিকট বৃক্ষের গতি সিদ্ধবৎ প্রতীত হয়, তেমনি, চিত্তও আত্মভ্রান্ত দিগের নিকট সিদ্ধবৎ হইয়া রহিয়াছে। অভ্রান্ত দিগের নিকট নহে[৪]। যে ভ্রমের দ্বারা চিত্তের স্থিতি সে ভ্রম অপগত হইলে চিত্তের অস্তিতা থাকে না[৫]। অতএব, চিত্ত নাই, কেবল ব্রহ্মই আছে[৬]। পূর্ব্বে যে চিত্তবিষয়ে সন্দেহ ছিল, সে সন্দেহ বিগলিত হইয়াছে, আমিও এক্ষণে গতজ্বর ও স্বস্থ হইয়াছি[৭]। চিত্তনাস্তিতা স্থির হওয়ায় বাল্যযৌবনাদি ও অন্তঃস্থ ইচ্ছাদির নাস্তিতাও অবধারিত হইয়াছে[৮]। চিত্ত মৃত, তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত, মোহও অপগত, অহঙ্কারও উপশান্ত, এবং আমিও প্রবুদ্ধ[৯]। যখন জগৎ নাই, কেবল এক মাত্র আত্মাই আছে, নানা ভাব যখন মিথ্যা, তখন আর বিচার কি? কে কাহার কি বিচার করিবে[১০]? যে পদ নিরাভাস, আদি অন্ত বর্জ্জিত, পরম পাবন, সে পদ সৌম্য, সূক্ষ্ম ও শাশ্বত। আত্মাই তাদৃশ শাশ্বত পদ। অন্য কিছু নহে[১১]। চিত্তাদি পদার্থ অনাত্মা, সে জন্য তুচ্ছ বা অবস্তু। যাহা আছে তাহাই আত্মা। এই আত্মা আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম নির্ম্মল অনন্ত ও দুর্ব্বোধ্য[১২]। দেহাভ্যন্তরে চিত্ত থাকুক না থাকুক, মৃত হউক বা জীবিত থাকুক, আমার

সহিত তাহার সম্পর্ক কি? আমি নিত্যোদিত নিঃসঙ্গ আত্মা। এ যাবৎ কাল আমি মূর্খতা বশতঃ বিচার করি নাই। এক্ষণে বিচারে জানিতে পারিয়াছি, আমি অপরিমিত, অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ও স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম[১৩।১৪]। মন যে দিন মৃত হইয়াছে, সেই দিন হইতে বিশ্ববিকল্পও মৃত হইয়াছে। অতএব, অদ্য হইতে আমি সমুদায় অন্তঃস্থ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম এবং মৌনীর ন্যায় শান্তাত্মা হইয়া যাবৎ প্রারব্ধ (যাবৎ দেহ তাবৎ) থাকিব[১৫।১৬]।

হে রাঘব! আত্মজ্ঞগণ শয়ন ভোজন গমন উপবেশন সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ঐরূপ বিচার পরায়ণ হইয়া স্বস্থ ও নিরুদ্বেগ হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকেন। তাঁহাদের মান, অভিমান, ও মদ মাৎসর্য্যাদি থাকে না, তাঁহাদের আশয় অতি নির্ম্মল হয়। তাঁহাদের মোদ অর্থাৎ হর্ষ নিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহাদের লৌকিক বৈদিক ব্যবহারও সরল ভাবে সম্পন্ন হয়; সে জন্য তাঁহারা ইহ লোকে ও ইহ শরীরে পরম সুখে বিহার করিতে থাকেন[১৭।১৯]।

একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

—○()*()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! জ্ঞানিসত্তম সম্বর্ত্ত পূর্ব্বে ঐরূপ বিচার করিয়াছিলেন এবং বিন্ধ্য শৈলে তাহা আমাকে বলিয়াছিলেন[১]। তুমিও সেইরূপ বিচারদৃষ্টি (জ্ঞান) অবলম্বন করিয়া সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হও[২]। হে রাঘব! অতঃপর রাজর্ষি বীতহব্যের জ্ঞান বর্ণন করি, সাবহিত চিত্তে শ্রবণ কর[৩]।

পূর্ব্বকালে মহাতেজস্বী বীতহব্য সাংসারিক কার্য্য কলাপে বিরক্ত হইয়া সমাধি সাধনার্থ দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করিলেন, অবশেষে কোন এক রমণীয় প্রদেশে কদলীপত্র দ্বারা কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন[৪।৭]। অনন্তর তিনি তন্মধ্যে আসন প্রস্তুত করতঃ তদুপরি মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত করিলেন, এবং তদুপরি তিনি যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়মে বদ্ধ পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার করাঙ্গুলি সকল পদতল মূলে ন্যস্ত ও গ্রীবা উর্দ্ধীকৃত হইল[৮।৯]। ক্রমে তিনি নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন[১০]। ক্রমে তাঁহার মন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইল। তখন তাঁহার মনে চাঞ্চল্যরূপ পাপ তাপ তিরোহিত হইল এবং তাদৃশ নিষ্পাপ বা বিশুদ্ধ মনে তিনি তখন প্রথম মনশ্চাঞ্চল্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন[১১]।

অহো! মন কি অনিবার্য্য ও চঞ্চল! পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিলেও মন বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আইসে না এবং যদি দৈবাৎ কখন আইসে ত তৎক্ষণাৎ আবার বিষয়ে গমন করে। অতএব, মন তরঙ্গস্থ বৃক্ষ পত্রের ন্যায় নিতান্ত অস্থিরস্বভাব[১২]। উদ্দাম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ উহার নিকট সর্ব্বদাই রূপাদি অর্পণ করিতেছে আর মনও তাহাতে বা তদ্দর্শনে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেছে[১৩]। মন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করিতেছে বটে; কিন্তু আবার তদনুরূপ বৃত্তি লাভের জন্য উন্মুখ বা ধাবমান হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! আমি ইহাকে যাহা হইতে

নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করি, মন অধিক উন্মত্ত হইয়া সেই বিষয়েই ধাবমান হয়[১৪]। ঘট ছাড়িয়া পটে যায়, পট ছাড়িয়া শকটে যায়, তদ্দণ্ডে আবার শকট ছাড়িয়া অন্যত্র যায়। অতএব, মনঃ মর্কট সমান চঞ্চল। এই চক্ষুরাদি, যাহাদিগকে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় বলি, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ই মনের প্রবেশ নির্গমনের দ্বার[১৫।১৬]। অরে দশেন্দ্রিয়গণ! আমার কি সমাধি দ্বারা আত্মদর্শনের অবসর নাই? আমি কি ক্ষণকালের নিমিত্তও জ্ঞান অর্জ্জনের অবসর পাইব না? দেখিতেছি, তোরাও তরঙ্গ তুল্য চঞ্চল। অরে চপল! অনর্থজনক চাঞ্চল্য পরিত্যাগ কর, অতীত দুঃখজাল সকল স্মরণ কর[১৭।১৮]। অরে অধমগণ! তোরা জড় ও জড় মনের অংশ। জড়ের আবার গর্ব্ব কি? আমি জানিয়াছি, জড় সকল মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মিথ্যা[১৯]। তোরা অসার, তোদের রূপ বা স্বরূপ মিথ্যা, সেজন্য তোরা আত্মজ্ঞানশূন্য। সেজন্য তোদের অপথ গমন অন্ধের অপথ গমনের সহিত সমান[২০]। ভগবান্ চিদাত্মা অহঙ্কারের সাক্ষী মাত্র, অর্থাৎ তিনি তাহাতে অলিপ্ত। অরে অবোধ ইন্দ্রিয়গণ! তোদের ব্যাকুলতা বা চাঞ্চল্য ব্যর্থ[২১]। অরে নয়নাদি ইন্দ্রিয়! তোদের প্রাগল্‌ভ্য রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা[২২]। যে সর্ব্বাবভাসক সাক্ষী চিদাত্মা তোমাদিগকে চিনিয়াছে তাহার সহিত তোমাদের অল্পমাত্রও সম্বন্ধ নাই[২৩]। পথিক যেমন সর্প ভয়ে দূরে অবস্থান করে, ব্রাহ্মণ যেমন চণ্ডাল হইতে দূরে অবস্থান করে, চিন্ময় পরমাত্মাও সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ হইতে দূরে অবস্থিত আছেন[২৪]। কার্য্যবান্ জীবের কার্য্যের প্রতি সূর্য্যদেব যেরূপ কারণ, ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপারের প্রতি চিদাত্মা সেইরূপ কারণ। অর্থাৎ নির্লিপ্ত নিমিত্ত কারণ মাত্র[২৫]। অরে চিত্ত! তুই চারণ, তুই চার্ব্বাক, তুই ভিক্ষুক, তোর বিচরণ কুক্কুরের বিচরণের ন্যায় ব্যর্থ। * তুই যে ভাবিস্ আমি চেতনাবান্ বা চিন্ময়, তাহা তোর ভ্রান্তি। তুই জড়, তোর সহিত চিতের (চিদাত্মার) সম্বন্ধ পর্য্যন্ত নাই[২৬।২৭]। তুই যে "আমি জীবিত" এতদ্রূপ অহঙ্কার বহন করিস্ তাহাও দুর্ম্মতি

---

* আত্মাকে ছাড়িয়া বাহিরে বাহিরে বিচরণ করে বলিয়া চারণ। দেহকে আত্ম ভাবে জানে বলিয়া চার্ব্বাক। কেবল উদর পূরণের জন্য ভ্রমণ করে বলিয়া ভিক্ষুক। চিত্তের উদর পূরণ এ স্থলে বিষয়ের স্বাদ গ্রহণ। কুক্কুরের ভ্রমণ উদর পূরণার্থ পরন্ত তাহাও তাহাদের সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয় না।

ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২৮]। তোর একাংশে অহংএর উদয় হয়, তাই তুই ভাবিস্ সেই আমি এই। পরন্তু তুই উক্ত ভাবনা পরিত্যাগ কর্। তুই কিছুই না[২৯]। চিদ্বস্তুই বস্তু, তাহা আদি অন্ত বর্জ্জিত। তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাই। অরে অবোধ! তুই এই দেহে বৃথা চিত্ত নাম ধারণ (চিৎ সম্পর্কে নাম চিত্ত, অথচ চিতের সহিত সম্পর্ক নাই) করিতেছিস্[৩০]। তোমাতে যে কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব, তাহা প্রথমতঃ অমৃততুল্য বটে; পরন্তু তাহা পরিণামে বিষ[৩১]। অরে মুর্খ মন! তুই আর ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় লইয়া উপহাস্য হোস্ না। তুই কর্ত্তাও না, ভোক্তাও না, কিছুই না। কেননা তুই জড়, অন্যের বোধ্য[৩২]। তুই ভোগের কে? ভোগ সমুহই বা তোর কে? তুই যখন জড়, তখন ভোগের সহিত তোর কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই[৩৩]। যাহা জড় তাহা নাই ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। তুই যে ভাবিস্—আমি প্রত্যক্ চেতন তাহা মিথ্যা। কেন না তোর স্থিতি বা অস্তিত্ব, সত্য মিথ্যা এই দ্বিবিধ প্রকারে ব্যবস্থিত। তন্মধ্যে সত্য পক্ষ পরমাত্মা কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত; সে জন্য তাহা তোর স্বরূপ বলিয়া গণ্য নহে[৩৪।৩৫]। তুই যে মিথ্যা কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বহন করিস্ আজ্ আমি তাহা প্রমার্জ্জন করিব। যে যুক্তিতে করিব তাহাও বলি, শ্রবণ কর[৩৬]।

তুই যে নিজে জড়, সে পক্ষে সংশয় নাই। জড়ের আবার কর্ত্তৃত্ব কি? প্রস্তর খণ্ডের আবার নৃত্য কি[৩৭]? যদি এমন ভাবিস্ যে কাষ্ঠও চেতনের সাহায্যে নৃত্য করে, তবে তুই চিরকাল তাহাই কর্। তুই বৃথা ভাবিস্—আমি জীবিত, আমি করি, আমি হনন কারী ইত্যাদি। যাহার সামর্থ্যে কৃত হয় তাহাকে লোকে কর্ত্তা বলে। দাত্র পুরুষের শক্তিতে ধান্য ছেদন করে, সেই জন্য পুরুষকে লোকে লাবক (ছেদক) বলে। সেইরূপ, ঈশ্বরাংশ চিদাভাসের সামর্থ্যেই সমস্ত কার্য্য কৃত হইতেছে। তাহাতে তোর্ এত অভিমান কেন[৩৮।৩৯]? খড়্গও পুরুষের সামর্থ্যে হত করে। তাই পুরুষ হন্তা হয় এবং পান পাত্রও পুরুষের কর্ত্তৃত্বে পান কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাই পুরুষ পানকর্ত্তা হয়[৪০-৪১]। তুই প্রকৃত পক্ষে জড়, সুতরাং তোর যে কিছু বোধ, সে সমস্তই চেতনার অধীন। পরম পিতা পরমেশ্বর আত্মা তোকে অবিশ্রান্ত বোধ প্রদান করিতেছেন, তাই তুই বুঝিতেছিস্—আমিই বোদ্ধা[৪২।৪৩]।

বোধরূপিণী একমাত্র আত্মসত্তাই স্ফূর্ত্তি পায়। সেই স্ফূর্ত্তিকে তুই "আমার স্ফূর্ত্তি" এইরূপ অঙ্গীকার করিস্। অরে চিত্ত! তুই উক্ত প্রকারে অজ্ঞানের প্রভাবে "আত্মা" এই শব্দের বিষয় বা গোচর হইয়া আসিতেছিস্। সেই জন্য তুই আজ্ জ্ঞানের দ্বারা রৌদ্রে হিমপিণ্ডের ন্যায় বিগলিত হইতেছিস্[৪৪,৪৫]। অতএব, তুই মৃত, মূঢ় ও পরমার্থ পক্ষে নাস্তি। তুই যে আমি আমি করিস্ তাহা ব্যর্থ। তোর জন্মাদি ইন্দ্রজালসৃষ্ট লতার ন্যায় অসত্য। যাহা ব্রহ্মের বিজ্ঞান, তুই ও তোর দৃশ্য (জগৎ) তাহাই, তদতিরিক্ত নহে[৪৬,৪৭]। যেমন সমুদ্রের জল, কণা ফেন বুদ্বুদ ও তরঙ্গাদির আকারে প্রকাশ পায়, তেমনি, সেই ব্রাহ্মী শক্তি এই সুর অসুর নর ও জগতের আকারে প্রকাশ পাই-তেছে[৪৮]। যদিও তর্কের অনুরোধে তুই চিন্ময়ই হোস্, তাহা হইলেও ত তোর শোক দুঃখাদি থাকে না। (বীতহব্য আপন চিত্তকে উপদেশ করিতেছেন) কেননা, সে ভাবে তুই পরম পদের অব্যতিরিক্ত। যাহা পরম পদ তাহা সর্ব্বগামী সর্ব্বপদার্থাবগাহী ও সর্ব্বরূপ। সুতরাং তৎ-স্বরূপ হওয়ায় শোকাদি পৃথক্ ভাবের অভাব হইয়া যায়[৪৯,৫০]। সে ভাবেও তুই নাই, দেহাদিও নাই, কেবল ব্রহ্মই আছেন[৫১]।

তুই যদি আত্মাই হোস্ তাহা হইলে তুই সর্ব্বব্যাপী ও তোর অতি-রিক্ত নাই। আর যদি তুই জড় হোস্ তাহা হইলেও জড়ের স্বাধীন সত্তা না থাকায় তোরও স্বাধীন অস্তিতা নাই[৫২]। জগত্রয়ের সমস্তই আত্মা, তদতিরিক্ত কিছুই নাই। যদি তত্ত্ব বলিয়া কিছু থাকে তবে তাহা আত্মা[৫৩]। অরে চিত্ত! তুই যে আমি এই, তাহা আমার, সর্ব্বদা এইরূপ করিস্ তাহা ব্যর্থ। কেননা তুই নিজেই অসৎ অর্থাৎ অস্তিত্বশূন্য[৫৪]। যেমন আলোক ও অন্ধকার এই দুয়ের অধিক তৃতীয় নাই, তেমনি, চিৎ ও জড় এই দুয়ের অধিক তৃতীয় কল্পনা নাই[৫৫]। যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে ভ্রমকল্পিত জড়ের জ্ঞান তিরোহিত হয় তখন কেবলমাত্র আত্মচেতনা প্রতিষ্ঠিত থাকে[৫৬]। অতএব রে মূঢ়! তোর কর্ত্তৃত্বও নাই, ভোক্তৃত্বও নাই। তোর প্রতি আমার উপদেশ এই যে, তুই মূর্খতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মবান্ হ[৫৭]। উপদেশ সিদ্ধ হয় না বলিয়াই তোকে আমি পৃথক্ বলিয়া উল্লেখ বা গণনা করি, নচেৎ তুইও আমার অনধিক[৫৮]। (ভেদ অবলম্বন ব্যতীত উপদেশ করা যায়

না অর্থাৎ বুঝান যায় না। সেইজন্য তোকে পৃথক্ করিয়া লইয়া এই সকল কথা বলিতেছি)। যে করণ অর্থাৎ ক্রিয়ার বা ক্রিয়াফলের সাধন (প্রধান উপকরণ) সে জড়, সে জন্য সে কর্ত্তা নহে। ছেদক না থাকিলে দাত্র কি কখন ধান্য ছেদনের কর্ত্তা হইতে পারে? প্রহার কারী না থাকিলে খড়্গ কি কখন কাহার মস্তক ছেদন করিতে পারে? [৫৯।৬১]। অতএব হে সখে! হে চিত্ত! তুমি কোনও কিছু কর না, বৃথা কেন দুঃখভাগী হও? পরের ক্লেশ আপনাতে আরোপ করিয়া ক্লিষ্ট হওয়া মূর্খতার কার্য্য[৬২]। সর্ব্বনিয়ন্তা আত্মা ক্লেশভাগী নহেন। কেননা, তিনিও কিছু করেন না। আমি করিলাম, এ বুদ্ধি কেবল বৃথা গর্ব্বসম্ভূত। তিনি যেমন অকর্ত্তা, তেমনি অভোক্তা। তিনি নিত্যতৃপ্ত; সে জন্য তিনি নিরিচ্ছু[৬৩।৬৫]। অকৃত্রিম ও সর্ব্বগত একই চিদাত্মায় এ সকল পরিপূর্ণ, কোন কিছু তাঁহার অতিরিক্ত নাই[৬৬]। এই সমুদায় জগৎ তাঁহাতে ও তাঁহারই কল্পিত, সে জন্য তিনি সর্ব্বাত্মা। যে সর্ব্বাত্মা, তাঁহার আবার ইচ্ছা কি? কিসের অভাব যে তিনি তাহা পাইবার ইচ্ছা করিবেন[৬৭]? যে তোর মত মূর্খ সেই মোহ বশতঃ অপ্রাপ্ত বোধে পাইবার ইচ্ছা করে[৬৮]। অরে অবোধ! তুমি আত্মার সম্বন্ধ প্রাপ্তে কর্ত্তৃত্ব অভিমানী হইতেছ, পরন্তু আত্মা তোমার সম্বন্ধ প্রাপ্ত নহে। পুষ্পেরই সম্বন্ধ প্রাপ্তে ফল, কিন্তু পুষ্প ফলের সম্বন্ধ প্রাপ্ত নহে[৬৯]। সম্বন্ধ কথার অর্থ কি? সম্বন্ধ কথার অর্থ বা লক্ষণ এই যে, একের সহিত অপরের কোন এক প্রকারে মিলন হওয়া। সুতরাং তাহা দ্বিতীয়ঘটিত (দুই পদার্থ ব্যতীত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না)। যত দিন তাহা ছিল অর্থাৎ ভ্রমকল্পিত দ্বৈত ছিল, তত দিন তদনুরূপ সম্বন্ধও ছিল। অধুনা তাহা নাই অর্থাৎ দ্বৈত নাই; সে জন্য সম্বন্ধও নাই[৭০]। সম্বন্ধের যাহা মুখ্য লক্ষণ তাহা বলা হইল। তু-ই তাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত সম্বন্ধের অহেতু। অর্থাৎ বিসদৃশ বিধায় তোর সহিত আত্মার সম্বন্ধ হইতেই পারে না। তুই এক প্রকার নহিস্, তোর কার্য্যও এক-বিধ নহে, এবং তোর্ সুখ দুঃখ দশাও একবিধ নহে[৭১]। সমানের সহিত সমানের এবং অর্দ্ধ সমানের সহিত অর্দ্ধ সমানের সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ। * কিন্তু নিতান্ত বিলক্ষণের (বিসদৃশের) সহিত সম্বন্ধ কুত্রাপি দৃষ্ট হয়

* সম্বন্ধ শব্দ এখানে তাদাত্ম্যবোধক। সমানে সমানে সম্বন্ধ—দুগ্ধের দুগ্ধের,

না[৭২]। বিরুদ্ধ গুণের দ্রব্য একত্রিত হয় মাত্র, তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় না। সেইজন্য পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়াতেও এক ভূতের গুণ অন্য ভূতে অনুক্রান্ত হয়। অতএব, তুই জড় হইয়া কিরূপে সম্বিদের তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইবি[৭৩]? যদি তুই এমন ভাবিস্ যে আমি সমাধির দ্বারা সম্বিদ্‌তাদাত্ম্য লাভ করিব, সম্বিদে মিলিত হইব, তাহা হইলে আমি তোকে বলি, তুই অচিরাৎ তাহাই কর্। অর্থাৎ নিরন্তর একাগ্রতা অবলম্বনে আত্মদর্শনে তৎপর হ[৭৪]। তুই ইহা নিশ্চিত জানিস্ যে, সমাধির দ্বারা সঙ্কল্প নিরোধ ব্যতীত সঙ্কল্পাবস্থায় অণুমাত্রও সুখ নাই। সঙ্কল্পাবস্থা দুঃখের অবস্থা[৭৫]। * যেমন আকাশে পুষ্পের অসম্ভাবনা, সেইরূপ তোমাতেও কর্তৃত্বের অসম্ভাবনা। তবে কি আত্মার কর্তৃত্ব? তাহাও নহে। আত্মাও কোন কিছু করেন না। তিনিও নিষ্ক্রিয়। সুতরাং কর্তৃত্বের উৎপত্ত্যাদি বিষয়ে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যেমন ফেণ বুদ্‌বুদাদির দ্বারা সমুদ্রের স্ফুরণ সেইরূপ কর্তৃত্বাদি কল্পনার দ্বারা আত্মারই স্ফুরণ মাত্র[৭৬,৭৮]। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কথা এই যে, একাদ্বয় ব্যতীত পরমার্থরূপী দ্বিতীয় পদার্থ নাই। তবে যে ইহা তাহা ইত্যাদি প্রকার ভেদব্যবহার ও শুভাশুভ ব্যবহার দৃষ্ট হয় সে সমস্তই আত্মদৃষ্টির বিভ্রম মাত্র। অতএব, সম্বেদ্য রহিত সম্বিৎই সার এবং তাহাই আছে আর কিছু নাই[৭৯,৮১]। আমি এই, তিনি নাই, এ সকল রূপাদি বিহীন মহান্ আত্মায় আরোপিত। সত্যভূত নহে। আকাশে ঋগ্বেদের মানসী কল্পনা ব্যতীত সত্য সত্যই কি কেহ লিখিয়া রাখিতে পারে[৮২]?

হে চিত্ত! তুই আপনাকে যাহা ভাবিস্ তুই তাহা নহিস্। তুই সেই নির্ম্মল চিন্মাত্র[৮৩]।

সম্বন্ধ (মেলন) এবং অর্দ্ধ সমানের সহিত অর্দ্ধ সমানের সম্বন্ধ—দুগ্ধের সহিত জলের সম্বন্ধ অর্থাৎ মেলন।

* সঙ্কল্প মাত্রেই সম্বিদের প্রচ্যুতি হয়। যেমন নির্ঝর জল চ্যুত হইলে শিলাখণ্ডে পড়ে ও শতধা বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ, সঙ্কল্পের উদ্রেক মাত্র সংবিদ্ পদার্থের স্খলন, ও ইন্দ্রিয় গণের দ্বারা বহু প্রকারে বিভক্ত হইয়া যায়। সম্বিদের নানা ভাব হওয়ার অপর নাম দুঃখ এবং সম্বিদের একীভাবের নামই সুখ।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

—০()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই মুনিবর পুনর্ব্বার নির্ম্মল বুদ্ধি অবলম্বনে ইন্দ্রিয় দিগকে প্রবোধ প্রদান করিয়াছিলেন[১]। তাঁহার সেই সকল প্রবোধ বাক্য বলি, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। করিলে তুমিও নির্দ্দুঃখ পদ প্রাপ্ত হইবে[২]।

অহে ইন্দ্রিয়গণ! তোমরা যে আপন আপন অস্তিতা বিশ্বাস করিতেছ সেই বিশ্বাসই তোমাদের দুঃখের কারণ। তাহাতেই তোমরা জীবিত কালে নানা দুঃখ ভোগ কর এবং মরণের পর নরকাদি দুর্গতি প্রাপ্ত হও। অতএব, তোমরা এখনই দুঃখদায়িনী আত্মসত্তা (আপনাদের বিদ্যমানতা জ্ঞান) পরিত্যাগ কর (আমরা নাই, আমরা ভোজ বাজীর ন্যায় মিথ্যা, এইরূপ অবধারণ কর)[৩]। আমি ভরসা করি, তোমরা যখন অজ্ঞানযোনি তখন আমার এই জ্ঞানোপদেশে তোমাদের অস্তিতা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে বা হইয়াছে[৪]। অরে চিত্ত! পক্ষীর পার্শ্বে অগ্নির ক্রীড়া পক্ষীকেই দগ্ধ করে। সেইরূপ তোমারও পার্শ্ববর্ত্তী তোমারই কল্পিত ইন্দ্রিয় গণের অস্তিতা তোমাকেই দগ্ধ করিতেছে[৫]। তোদের অস্তিতায় কত অনর্থ তাহা অবলোকন কর্। তোরা আছিস্ বলিয়াই শত শত প্রকারের সংসার নদী বহমানা হইতেছে[৬]। তোদেরই অহমিকায় (অহমিকা=অহঙ্কার) জয় পরাজয় পীড়নাদি বিবিধ প্রকারের দুঃখধারা আপতিত হইতেছে[৭]। তথা জীব সকল হৃদয়বিদারক সম্পদ বিপদ রূপ বিষূচিকায় আক্রান্ত হইতেছে[৮]। এই দেহ যেন এক একটী জীর্ণ বৃক্ষ। তোদেরই বিদ্যমানতায় এই সকল বৃক্ষে কাস ও শ্বাস রূপ ভৃঙ্গ শব্দ সহকারে আশ্রয় লইতেছে ও পুনঃ পুনঃ এই সকল বৃক্ষে জরা ও মরণ নামক পুষ্পাঙ্কুর জন্মিতেছে[৯]। তোরা আছিস্ বলিয়াই শরীর বৃক্ষে মনোরথ নামক সর্পবেষ্টিত কোটরে (হৃদয়ে) চিন্তা নাম্নী চঞ্চলা বানরী অথবা জাল রচনায় ব্যগ্র ঊর্ণনাভি কীট ভ্রমণ করিতেছে[১০]। লোভ নামক পক্ষী ইহাতে বাস করতঃ সুখ ও দুঃখ এতন্নামক চঞ্চুদ্বয় দ্বারা

ইহার সদ্‌গুণ সকল ছেদন করিতেছে (সদ্‌গুণ=ক্ষমা দয়া প্রভৃতি ধর্ম্ম)। অতি দুরাচার অপবিত্রস্বভাব ও ক্রূরতম কাম নামক কুক্কুট অত্রস্থ হৃদয়ভূমি উৎকীর্ণ করিতেছে[১১।১২]। অতি মহতী মোহরাত্রি প্রাপ্তে অতুাৰণ (উন্মত্ত) অজ্ঞান কৌশিক (কাল প্যাঁচা) অত্রস্থ হৃদ্‌বৃক্ষে আসিয়া শ্মশানে বেতালের ন্যায় নৃত্য করিতেছে[১৩]। হে চিত্ত! তুমি ও ইন্দ্রিয়গণ থাকাতেই অন্যান্য অনেক অশুভা পিশাচী ইহাতে আসিয়া নৃত্য করে এবং তুমি ও ইন্দ্রিয়গণ যদি না থাক ও না থাকে তাহা হইলে সমস্তই প্রভাত কালে পদ্মিনীর ন্যায় শুভময় ও শ্রীসম্পন্ন হয় [১৪।১৫]। মোহ কুজ্ঝটিকা থাকে না, হৃদয়াকাশ নির্ম্মল হয় ও জ্ঞানের আলোক প্রকট প্রাপ্ত হয়[১৬]। তখন ঝঞ্ঝাবাত সদৃশ বিকল্প সমূহের উৎপত্তি হয় না এবং পরম পাবনী করুণা ও মুদিতা প্রভৃতি উল্লসিতা হইতে থাকে। যেমন হিমাগমে পদ্মবৃন্দ শোষ প্রাপ্ত হয় তেমনি চিন্তা তখন শোষপ্রাপ্ত হইতে থাকে[১৭।১৯]। অজ্ঞান ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানের ক্ষয়ে জ্ঞানের আলোক নিষ্প্রতিবন্ধকে রাজমান হইতে থাকে[২০]। যেমন ঝটিকা নিবৃত্তির পর সমুদ্রজল শান্ত ভাব ধারণ করে সেইরূপ চিন্তা নিবৃত্তির পরে হৃদয় প্রসন্ন ও স্থির গম্ভীর হয়। তখন আর কোন প্রকার সংক্ষোভ থাকে না[২১]। পুরুষ (আত্মা) তখন নিত্যানন্দময় ও পীযূষ পরিপূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় অন্তঃশীতলতায় রাজমান হন[২২]। অজ্ঞানের অভাবে সম্বিদ্‌ তখন পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং জগৎ তখন বাধিত অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক পদার্থের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে [২৩]। শরীর, আশা পাশ বিধায়ী (সৃজনকারী) ইন্দ্রিয়গণের সংসর্গে সেরূপ আনন্দমন্থর হয় না, যেরূপ আনন্দমন্থর (আনন্দে পরিপূর্ণ) ইন্দ্রিয়গণের অসংসর্গে হয়। বর্ষাগমে দাবাগ্নিদগ্ধ বৃক্ষের অভিনব অঙ্কুরাদি জন্মিয়া থাকে। তাহার ন্যায় জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ সংসারী দিগেরও আরোগ্য তুষ্টি পুষ্টি ও শান্ত্যাদি গুণ জন্মিয়া থাকে[২৪।২৫]। অতঃপর তাহারা আর ভ্রমণ করে না, চিরকালই আত্মবৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিতে থাকে। যে সকল গুণের কথা বলা হইল, তদ্ব্যতীত আরও অন্যান্য সদ্‌গুণ জন্মে[২৬]।

হে চিত্ত! তোমার থাকায় যাহা হয় এবং না থাকায় যাহা হয় তৎসমুদায় বলিলাম। এখন তুমি ভাবিয়া দেখ, কোন্‌ পথ শ্রেয়ঃ।

অহে সম্মানার্হ চিত্ত! আমার বিবেচনায় স্বাস্থভাব অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ[২৭,২৮]। তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি "আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নাই" ইহা অভ্যাস যোগে ভাবনা কর। যদি তুমি এমন ভাব যে চিৎশক্তি আমারই অন্তর্ভূত, অর্থাৎ তাহা আমারই অভ্যন্তরে রহিয়াছে, এবং সেই চেতনা বা চিৎশক্তি সত্য; তাহা হইলে আমি তোমাকে অভাবগ্রস্ত হইতে বলি না। অর্থাৎ তুমি সেই চিৎশক্তিরূপে চিরকাল জীবিত থাক, কদাপি আমি তোমাকে মরিতে বলিব না। অতঃপর তুমি আশার প্রলোভনকে সুখ ভাবিও না। পূর্ব্বে তুমি ভ্রান্তির মহিমায় "আমি আছি" ভাবিতে, এখন বিচারে সে ভ্রম বিদূরিত হওয়ায় তুমি যৎস্বরূপ, তাহা বুঝিয়াছ। লোকে আলোকের অদর্শনে অন্ধকার দর্শন করে, তুমিও স্ববিচারের অভাবে আপনার বিদ্যমানতা দেখিতে ছিলে। এক্ষণে তুমি আর বিচারের উদয়ে সে অন্ধকার দেখিবে না অর্থাৎ আপনার অস্তিতা দর্শন করিবে না। হে সখে! এতকাল তুমি বিবেক পথে ছিলে না, তাই তুমি, আমি আমি করিয়া স্ফীত হইতে ও বালকের বেতাল দর্শনের ন্যায় আপনার অস্তিতা দর্শন করিতে এবং তাহাতেই তোমার সুখ দুঃখ মান অপমান প্রভৃতি ভোগ হইত। কিন্তু এখন আর তাহা হইবে না; কেননা, এখন আর তোমার কোনরূপ সঙ্কল্প নাই। বিবেকের প্রসাদে তুমি এখন নিত্য নিরাময় ও স্বপ্রকাশ রূপে অবস্থিত। ধন্য রে বিবেক! ধন্য তোমাকে, অদ্য তোমাকে আমার নমস্কার। হে চিত্ত! তুমি এখন নিজেও বুঝিতেছ এবং শাস্ত্রও তোমাকে বুঝাইতেছে যে, তোমার যে ধর্ম্ম তাহা এক্ষণে প্রণষ্ট হওয়ায় অর্থাৎ তুমি পূর্ব্বে যেরূপে স্থিত ছিলে সে রূপ মিথ্যাত্বে পরিণত হওয়ায় এখন তুমি পরমেশ্বর। তুমি এখন বাসনা নির্ম্মুক্ত, সুতরাং মহেশ্বর। নিয়ম এই যে, অবিবেক যাহাকে সৃজন করে বিবেক তাহাকে বিনাশ করে। যেমন আলোকের অভাব অন্ধকার সৃজন করে এবং আলোকের ভাব অন্ধকারকে বিনাশ করে। হে সাধো! হে চিত্ত! তুমি ইচ্ছা না করিলেও বিচারের দৃঢ়তা ও স্থায়িতা তোমারই সুখের নিমিত্ত তোমার বিনাশ উপস্থিত করিতেছে। হে চিত্ত! এতকাল পরে আজ নির্ণীত হইল তুমি পৃথক্ ও সত্য বস্তু নহ[২৯।৩১]। হে ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর চিত্ত! তোমার মঙ্গল হউক, তোমাকে নমস্কার[৩২]। তুমি ত

পূর্ব্বেও ছিলে না, সম্প্রতিও নাই এবং ভবিষ্যতেও আর হইবে না। তোমার অনাস্তিতায় আমি এখন শান্ত ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত। আমি এখন আপনাতেই স্থিত ও তূর্য্য পদ প্রাপ্ত। চিত্ত নাই, চিত্ত নাই, চিত্ত নাই। কেবল আত্মাই আছেন, কেবল আত্মাই আছেন। আমি আত্মাই, আমা ছাড়া কোনও কিছু নাই[৪৩।৪৫]। সর্ব্বত্রই চিদাত্মা আমি বিরাজিত। এই আত্মা, এ কথাও এখন আর সম্ভবে না। কেননা, আমি "এই" শব্দের ব্যবচ্ছেদ্য নহি। "নাই" এ কথাও সম্ভবে না। কেননা, "নাই" শব্দের বিষয়ও নহি। আপন হৃদয়ের বেদ্য যে জড়াংশ অহং, আমি তাহারও প্রকাশক ও তাহারও অতীত[৪৬।৪৮]।

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।
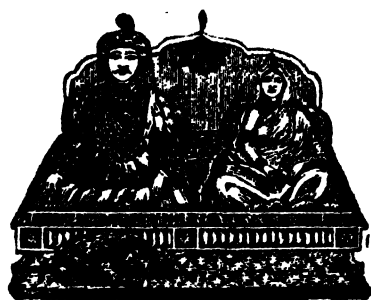
চতুরশীতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, মুনিবর বীতহব্য অন্তরে ঐ প্রকার নিশ্চয় করিয়া সেই বিন্ধ্য গিরির গুহায় সমাধিস্থ হইলেন। ক্রমে তাঁহার মনোবৃত্তি বিলয় প্রাপ্ত হইল। তিনি এখন স্তিমিত সমুদ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তপ্ত শিলাস্থ জল যেমন অল্পে অল্পে অস্তগমন করে, দগ্ধাঙ্গারস্থ অগ্নি যেমন আপনা আপনি উপশম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, তদীয় প্রাণ সমূহ অল্পে অল্পে উপশম প্রাপ্ত হইল[১।৩]। তদীয় নেত্রদ্বয় অত্যন্ত নিমীলিতও নহে, আবার উন্মীলিতও নহে, এরূপ অবস্থায় তদীয় নাসাগ্রভাগ লক্ষ্য করিতেছিল। সে শোভা অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত পদ্মের শোভার অনুরূপ[৪।৫]। তাঁহার দেহ, মস্তক ও গ্রীবা সমান ও সমভাবে অবস্থিত ছিল। গিরিগুহাস্থ বর্ণিত প্রকারের তদীয় দেহ দেখিলে দর্শক গণের প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম জন্মিত[৬]। ঐ প্রকার অবস্থায় তিনি তিন শত বৎসর মুহূর্ত্ত কালের ন্যায় অতিবাহন করিলেন[৭]। ঐ কাল তিনি ঐরূপে অতিবাহন করিয়াছিলেন, অথচ শরীর পরিত্যাগ করেন নাই[৮]। তাঁহার মস্তকোপরি শত শত মেঘাস্ফোট ও সহস্র সহস্র বজ্র নিনাদ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পার্শ্বদেশে মৃগয়াকারী রাজা দিগের সৈন্য কোলাহল হইয়া গিয়াছে, তাঁহার কর্ণ বিবর সকাশে সিংহব্যাঘ্রাদি পশু ও ঘোর রব পক্ষী গর্জ্জন করিয়াছে। নির্ঝর পাতের ধ্বনি প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করিয়াছে, কত বার দাবানল উৎপন্ন হইয়া তদীয় সেই দেহ অবগাহন করিয়াছে, কত বর্ষা তাঁহার দেহ প্লাবিত করিয়াছে, কত গ্রীষ্ম ঋতু তদুপরি অত্যুষ্ণ রবিকিরণ বর্ষণ করিয়াছে, কিছুতেই তিনি প্রবুদ্ধ হন নাই। অনন্তর তিন শত বৎসর পরে তিনি আপনা আপনি প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন[৯।১১]। সহসা আপনা আপনি তাঁহার তাদৃশ দেহে সম্বিদের উদ্রেক হইয়াছিল, কিন্তু সূক্ষ্মতা বশতঃ প্রাণবৃত্তি জন্মিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার জীবসম্বিদ্ (জীবচৈতন্য) ক্রমে স্থূলতা প্রাপ্ত ও মনোরূপে পরিণত হইয়াছিল। তদবস্থায় তিনি কৈলাস

পর্ব্বতের কানন প্রদেশে শত বর্ষ ব্যাপী মুনিত্ব, শত বর্ষ কাল বিদ্যাধরত্ব ও পাঁচ যুগ পর্য্যন্ত ইন্দ্রত্ব অনুভব করিয়াছিলেন[১৮।২১]।

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! মহাযোগী বীতহব্য যে প্রবুদ্ধ হইয়া মনোমধ্যে আপনার মুনিত্বাদি অবস্থা অনুভব করিয়াছিলেন তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কেন না তাঁহার প্রবোধের কাল অতি অল্প কিন্তু আপনি বলিলেন, ঐ সকল অনুভবের কাল বহু বর্ষ। (এক শত বর্ষ মুনিত্ব, এক শত বর্ষ বিদ্যাধরত্ব ও যুগপঞ্চক ইন্দ্রত্ব)[২২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! চিৎ শক্তি সর্ব্বাত্মিকা। সেই কারণে, যখন যে ভাবে ও যে স্থানে যে শক্তির উদ্রেক হয় তখন তিনি সেই স্থানে সেই ভাবেই পরিদৃষ্ট হন। চিতি শক্তি পরিচ্ছিন্না অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিনী নহে, ইত্যাকার জ্ঞান থাকিলে অল্প দেশ ও অল্প কাল স্থলে বিস্তৃত দেশের ও বহু কালের কল্পনা হইতে পারে না সত্য; কিন্তু সর্ব্বাত্মিকা রূপে বিদিত থাকিলে তাদৃশ কল্পনা উদয়ের বাধা কি? দেশ কাল অল্প বহু সমস্তই ত তিনি। অর্থাৎ দেশ কালাদি ও সে সকলের অল্পত্ব বহুত্ব সমস্তই বুদ্ধির দ্বারা অনুভূত হয়। বুদ্ধি যন্ময়া, অনুভূতিও তন্ময়া। সেজন্য প্রাগুক্ত কল্প অসম্ভব নহে। যে নিয়মে জীবগণ শয়ান হইবা মাত্র শত বর্ষ রাজত্বের শত বর্ষ অনাহারের ও ততোধিক বর্ষ ব্যাপী সাংসারিক কষ্টের স্বপ্ন সন্দর্শন করে সেই নিয়মেই বীতহব্য মুনি সমাধি ভঙ্গের পর অল্প কাল মধ্যে দীর্ঘ কাল ব্যাপী ঐ সকল ভোগের বিষয় অনুভব করিয়াছিলেন[২৩।২৪]। এমন ভাবিও না যে অনুভূয়মান ঐ সকল জন্মাদির দ্বারা তাঁহার মুক্তির অবরোধ হইয়াছিল। যেমন দগ্ধ বীজ বীজ নহে, তেমনি জ্ঞানদগ্ধ বাসনাও বাসনা নহে[২৩]। অতএব বীতহব্যের অনুভূয়মান ইন্দ্রত্বাদি বীতহব্যের মোক্ষ প্রতিবন্ধী নহে। যেমন কোন রাজার স্বপ্নদৃষ্ট দরিদ্রতা তাহার রাজত্বের নাশক নহে, সেইরূপ বীতহব্যের সেই সকল প্রতিভাস দর্শনও তদীয় জীবন্মুক্ততার নাশক নহে। কেবল ইন্দ্রত্বই যে তাঁহার অনুভবের পরিশেষ বা সমাপ্তি, তাহা নহে। তিনি এক কল্প ব্যাপিয়া চন্দ্রমৌলি শিবের গাণপত্য পদও অনুভব করিয়াছিলেন। যে যাহাতে সুদৃঢ় সংস্কারবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ তন্ময় হয় সে তাহা দেখিবেই দেখিবে। বীতহব্যেরও ঐ সকল পদ প্রাপ্তির উপযুক্ত সংস্কার

বা শুভাদৃষ্ট প্রারব্ধ অর্থাৎ ফলদানোন্মুখ হইয়াছিল, তাই তিনি তৎ-প্রভাবে ঐ সকল ফল ক্ষণমধ্যে অনুভব করিয়া, সে সকল শুভ অদৃষ্টের ক্ষয় সাধনে বাধ্য হইয়াছিলেন[২৭।২৮]। *

রাম বলিলেন, তবে কি বীতহব্যের ন্যায় অন্যান্য জীবন্মুক্ত দিগেরও বন্ধন দর্শন (বন্ধন বিষয়ক জ্ঞান) হয়?[২৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যেমন বস্ত্র খণ্ড দগ্ধ হইলেও কিছু ক্ষণ বস্ত্রাকারে অনুবৃত্ত থাকে, সূত্রদোলায়িত অঙ্গুরীয়কের সূত্র দগ্ধ হইলেও অঙ্গুরীয়ক এক ক্ষণ তাহাতে ঝুলিতে থাকে, জীবন্মুক্ত দিগের দেহাদি ও দৈহিক কার্য্যাদি প্রারব্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেইরূপে অনুবৃত্ত হইতে থাকে তাহাতে তাঁহাদের জীবন্মুক্ততার বাধা হয় না। অর্থাৎ তাঁহাদের জ্ঞান বদ্ধ জীবের জ্ঞানের সহিত সমান নহে। ইহা বন্ধন তাহা মোক্ষ তাঁহারা সেরূপ ভেদ জ্ঞান বর্জ্জিত। কেননা, তাঁহাদের জ্ঞান ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠা প্রাপ্ত। আরও বিশদ কথা এই যে, ব্রহ্মবিৎ জীবন্মুক্ত দিগের জন্ম কর্ম্মাদি সমস্ত প্রতিভাসই দগ্ধ বস্ত্রের অনুবৃত্তির ন্যায় নষ্টসংসারের অনুবৃত্তি মাত্র, সুতরাং সে সকল তাঁহাদের বন্ধন নহে। ঈশ্বর আমাদের এই জগৎ দেখিতেছেন, তাই বলিয়া তিনি কি ইহাতে বদ্ধ? যেমন অবদ্ধ অর্থাৎ সংসার দেখিলেও সংসার-মুক্ত, সেইরূপ জীবন্মুক্তেরাও নানা জগৎ দেখিলেও অবদ্ধ অর্থাৎ সে সকল হইতে বিমুক্ত[৩০]। অতএব, এ স্থলে তুমি ইহাই বিদিত হইবে যে, বীতহব্যের হৃদয়োপলক্ষিত যে চৈতন্য, অস্মদাদি সমুদায় জীবে সেই চৈতন্য। অস্মদাদির হৃদয়োপলক্ষিত যে চৈতন্য, বীতহব্যের হৃদয়োপলক্ষিত চৈতন্যও সেই চৈতন্য। প্রভেদ এই যে, অস্মদাদির বুদ্ধিতে তমোগুণের প্রচ্ছাদন থাকায় চৈতন্যেরও আবরণ ঘটনা হইয়া রহিয়াছে পরন্তু বীতহব্যাদি জীবন্মুক্ত দিগের বুদ্ধি রজস্তমঃশূন্য হওয়ায় চৈতন্যও নিরাবরণ হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বদর্শী বা সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম বলা যায়[৩১।৩২]। অতএব, ইহা ব্যাখ্যা করা বাহুল্য যে, যে বীতহব্য পূর্ব্বে ইন্দ্র হইয়াছিল, সেই বীতহব্যই আজ্ দীন দেশের রাজা হইয়া মৃগয়া

---

* গঙ্গামরণ কাশীমরণাদি স্থলে ঐরূপ হয় অর্থাৎ ক্ষণকাল মধ্যে মনোবৃত্তির দ্বারা পুণ্য পাপের ভোগ হইয়া যায়, তৎপরে সে মুক্তি পদ প্রাপ্ত হয়। পাপ পুণ্যের ক্ষয় ব্যতীত মুক্তি হয় না।

বিহার করিতেছে। বীতহব্যের গাণপত্য কালে যে হংস কৈলাসে ক্রীড়া করিয়াছিল সেই হংস আজ্ কৈলাস পর্ব্বতে নিষাদ রাজ হইয়াছে। যে অতত্ত্বজ্ঞ রাজা পূর্ব্বে সৌরাষ্ট্র দেশে রাজত্ব করিয়াছিল সেই আজ্ অন্ধ্র দেশে বাস করিতেছে[৩৩।৩৬]।

রাম বলিলেন, গুরো! আমি বুঝিলাম, বীতহব্যের ঐ সকল সৃষ্টি মানসী ভ্রান্তি। কিন্তু তাহাতে সচেতন ইন্দ্রাদি দেহ ও হংসাদি দেহ হইবার সম্ভাবনা কি[৩৭]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি বার বার বহু বার বলিয়াছি, সমুদায় জগৎ মনঃ কল্পিত; সুতরাং ভ্রান্তি বিশেষ। অতএব, যে প্রকারে বা যে প্রণালীতে এই প্রসিদ্ধ জগৎ চেতনাচেতনযুক্ত বলিয়া প্রতিভাস প্রাপ্ত হইতেছে বীতহব্যের সেই সেই জগৎ সেই প্রকারে বা সেই প্রণালীতে প্রতিভাসিত হইবে তাহাতে আবার আশ্চর্য্য কি? যেমন এই প্রসিদ্ধ জগৎ মানস ও ভ্রমতুল্য, এবং পরমার্থে ইহা চিন্মাত্র, তেমনি বীতহব্যের দৃষ্ট জগৎও মানস ভ্রম তুল্য এবং পরমার্থে চিৎশক্তির অনতিরিক্ত[৩৮।৩৯]। রাম! এ জগৎ ও সে জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম বস্তু। কেননা, ব্রহ্মই এই সকলের ও সেই সকলের আকারে প্রকট প্রাপ্ত হন ও হইতেছেন। রজ্জু যেমন সর্পের প্রতিভাস প্রাপ্ত হয় সেইরূপ ব্রহ্মই জগদাকারে প্রতিভাসিত হন্। অতএব, ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যে কোন দৃশ্য সমস্তই সম্বিদ্ অন্য কিছু নহে[৪০,৪১]। কিন্তু যাবৎ না ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হওয়া যায় তাবৎ এ সকল বজ্রের ন্যায় দৃঢ় অবিচাল্য এবং বিদিত হইলে ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যের ন্যায় মিথ্যা। মনঃই অজ্ঞানের প্রভাবে সেই সেই মিথ্যা পদার্থের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ করিতেছে[৪২।৪৩]। ফলতঃ, অবিকৃত চিদাকাশ স্বাশ্রিত স্বনিষ্ঠ মায়া শক্তির উদ্রেকে আপনাকে চেতন বা চেতয়িতা কল্পনা করতঃ চিত্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত এবং পশ্চাৎ মনন শক্তির আবির্ভাবে মনঃ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার বিচিত্র বিবিধাকার জগৎ দেখিতে থাকে সুতরাং পরমার্থ পক্ষে সেই জগৎ চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৪৪]।

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

—০()•()০—

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! বীতহব্য যে প্রকারে বিদেহ মুক্ত হইয়াছিলেন তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বীতহব্য সমাধির দ্বারা আপনাকে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাকার ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন। একদা চিদাত্মা ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার শিবপার্ষদ হওয়ার ঘটনা স্মৃতিপথারূঢ় হয়। তৎকারণে তাঁহার পূর্ব্বজন্মাবলি জানিবার ইচ্ছা জন্মে[২।৩]। ইচ্ছা মাত্রেই তিনি সমুদায় পূর্ব্বদেহ ও তত্তৎ দেহের ঘটনা সমস্তই জানিতে পারেন। তন্মধ্যে বীতহব্য দেহ বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিয়া তদ্দেহ পরিত্যাগের ইচ্ছা করেন। তিনি দেখিলেন, বীতহব্য দেহ পঙ্কে কীটের ন্যায় ধরা কোটরে পড়িয়া রহিয়াছে। সে দেহ বর্ষার জলে ক্লিন্ন, ধূলিকর্দ্দমাদিতে প্রলিপ্ত, লতাজালে জড়িত ও সমাচ্ছন্ন ও পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা মগ্ন[৪।৭]। আরও দেখিলেন, তদ্দেহে আর প্রাণের সঞ্চার নাই। রক্ত পর্য্যন্ত শুষ্ক, গতি শক্তি বর্জ্জিত, সুতরাং অকর্ম্মণ্য। দেখিয়া ভাবিলেন, এখন আমার কর্ত্তব্য কি? এক বার ভাবিলেন, আমি এখন পরকায় প্রবেশন নামক যোগ অবলম্বনে সূর্য্যদেহে প্রবেশ করি। করিলে পিঙ্গলনামক সূর্য্যানুচরগণ (পিঙ্গল একটী নাম, তিনি সূর্য্যের অনুচর) ইহার উদ্ধার করিবে। অর্থাৎ ইহাকে শক্তিসম্পন্ন করিবে। আবার ভাবিলেন, প্রয়োজন নাই। দেহে প্রয়োজন কি? আমি এখন বিদেহ হই। পুনর্ব্বার ভাবিলেন, এখন আমার পক্ষে দেহের ত্যাগ ও গ্রহণ দু-ই সমান[৮।১২]। যত দিন না ইহা মৃত্তিকায় পরিণত হয় তত দিন ইহা থাকে থাকুক। মহানুভাব বীতহব্য এইরূপ চিন্তার পর স্থির করিলেন, সূর্য্যানুচর পিঙ্গলের দ্বারা এতৎ শরীর উদ্ধৃত করিয়া কিছু কাল ইহাতে বিহার করা যাউক। মুনিবর বীতহব্য কর্ত্তব্য স্থির করিয়া প্রতিবিম্ব যেমন দর্পণে প্রবেশ করে, বায়ু যেমন ভস্ত্রাকাশ আশ্রয় করে, তাহার ন্যায় বীতহব্যের সূক্ষ্ম দেহ ভগবান্ আদিত্য দেবের হৃদয়

আশ্রয় করিল। ভগবান্ আদিত্য স্বহৃদয় প্রবিষ্ট বীতহব্য জীবের কার্য্য ও অভিপ্রায় বিদিত হইয়া স্বীয় অনুচর দিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা যাও, মুনিবর বীতহব্যের দেহ বিন্ধ্য পৃষ্ঠে তৃণলতাদি সমাচ্ছন্ন হইয়া নিপতিত আছে তোমরা তথায় গমন করতঃ তদ্দেহের উদ্ধার কর। অনন্তর সূর্য্যহৃদয়াবিষ্ট বীতহব্য সংবিদ্ আদিত্যদেবের অনুজ্ঞায় পিঙ্গল গিয়া আবিষ্ট হইল এবং পিঙ্গল যথোক্ত স্থানে গিয়া যথোক্ত দেহ সন্দর্শন করিল ও মৃত্তিকামগ্ন বীতহব্যের দেহের উদ্ধার করিল। সারস যেমন পঙ্ক হইতে মৃণাল উত্থাপিত করে তাহার ন্যায় পিঙ্গল বীতহব্য দেহের উদ্ধার সাধন করিলেন। তখন বীতহব্যের সূক্ষ্ম শরীর পক্ষী যেমন কুলায়ে প্রবেশ করে তাহার ন্যায় সেই সমুত্থিত শরীরে প্রবিষ্ট হইল। বীতহব্য তখন মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া নিকটস্থ পিঙ্গলকে নমস্কারাদি করিলেন১৩।২৫। অনন্তর সূর্য্যানুচর পিঙ্গল যথাগত স্থানে গমন করিলে বীতহব্য তন্নিকটস্থ এক সরোবরে গমন করতঃ স্নানাদি কার্য্য করিলেন। পরে দ্বিজদেহোচিত পূজাদি কার্য্য সমাধা করিয়া সে দিন সেই স্থানেই অতিবাহন করিলেন২৬।২৮।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম সর্গ।

—০()০—
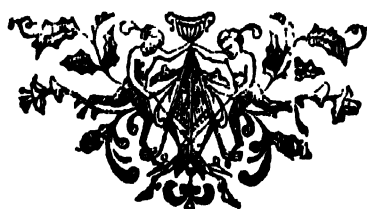
বশিষ্ঠ বলিলেন, মুনিবর বীতহব্য সমাধি পরিত্যাগের পর শরীর গ্রহণ করতঃ এক দিন মাত্র শারীরিক কার্য্যাদি করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় দিবসে পুনর্ব্বার সমাধিস্থ হইবার ইচ্ছায় কোন এক পূর্ব্ব পরিচিত বিন্ধ্যগুহায় প্রবেশ করিলেন[১]। এই দৃশ্য প্রপঞ্চের সার কি অসার কি তাহা যিনি জানিয়াছেন সেই বীতহব্য মুনি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মন উভয়কেই পরিহার করিয়া আত্মানুসন্ধানতৎপর হইলেন[২]। ভাবিলেন, আমি পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয় দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি (ইন্দ্রিয় পরিত্যাগ কথার অর্থ—ইন্দ্রিয়াভিমান পরিত্যাগ), এক্ষণে দেখিব, অস্তি নাস্তি কল্পনা (আছে ও নাই এই দুই কল্পনা) পরিত্যাগ করিলে কি থাকে। আমি বাহিরে পুনর্ব্বার বদ্ধ পদ্মাসনে সমকায়শিরোগ্রীব হইয়া পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় অটল অচল থাকিব এবং অন্তরে একাদ্বয় চিন্মাত্র হইয়া থাকিব। যোগিগণ যে অবস্থাকে প্রবুদ্ধ হইলেও সুষুপ্ত এবং সুষুপ্ত হইলেও প্রবুদ্ধ ও তুর্য্যাবলম্বন বলিয়া বর্ণনা করেন, আমি সেই অবস্থায় নির্জ্জন প্রদেশে স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিব[৩।৭]। মুনিবর বীতহব্য ঐ প্রকার চিন্তা করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন, এবং ছয় দিন পরে পুনর্ব্বার প্রবুদ্ধ হইলেন। মহাতপস্বী ভগবান্ বীতহব্য বর্ণিত প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় দীর্ঘকাল ছিলেন। তিনি কোনও কিছুর অভিনন্দন বা নিন্দা করিতেন না এবং শোক হর্ষ উদ্বেগের বশ্য হইতেন না[৮।১০]। শয়ন ভোজন গমনাগমন, সকল সময়েই তাঁহার হৃদয়স্থ চিত্তের সহিত নিম্নলিখিত কথা বার্ত্তা হইত[১১]।

অহে ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর মন! তুমি এখন শান্ত হইয়াছ, তাই বলিতেছি, এখন দেখ, কি অদ্ভুত ও কেমন বিস্তৃত ও বিশুদ্ধ আনন্দ। অতঃপর ইহা তোমার অপরিত্যাজ্য[১২।১৩]। অরে ইন্দ্রিয়চোর! অরে দুরাশাবৃন্দ! তোদের কেহই নাই এবং আমার অনুভূয়মান আত্মা তোদের কেহই নহে। তোরা এখন বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিস্। আর

তোদের আক্রম সামর্থ্য নাই[১৪।১৫]। পূর্ব্বে যে তোদের অভিমান ছিল, আমরাই আত্মা, তত্ত্ববিস্মরণ জনিত সে অভিমান এখন কোথায়? যেমন রজ্জু দর্শনে ভুজঙ্গের বিলয় হয়, সেইরূপ আত্মদর্শনে তোদের বিলয় হইয়াছে[১৬]। যত দিন অবিচারিত ছিলাম তত দিন অনাত্মায় আত্মভ্রান্তি ও বস্তুতে অবস্তু দর্শন ছিল, এক্ষণে বিচারে সে সকল তিরোহিত হইয়াছে[১৭]। বিচার দৃষ্টিতে দেখা যাইতেছে, তোমরা আমরা, ব্রহ্ম, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, এ সকলের কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ নাই এবং কাহার দোষ অথবা গুণ নাই। তক্ষা প্রভৃতি যে বন হইতে কাষ্ঠভারাদি আহরণ করে তাহা তাহারা নিজেরই উদর পোষণার্থ করে পরন্তু তাহাতেই এক জনের গৃহ উৎপন্ন হয়। সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণও স্ব স্ব সামর্থ্যে স্ব স্ব প্রয়োজন বা স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে পরন্তু তদ্দ্বারা কাকতালীয় ন্যায়ে অর্থাৎ আপনা আপনি ভোগাদি ব্যবহার নির্ব্বাহিত হয়। সুতরাং তাহাতে কাহার কোন রূপ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই[১৮।২১]। আত্মবিস্মৃতি অর্থাৎ অবিদ্যা এখন দূরে পলায়ন করিয়াছে, স্মৃতি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান এখন পরিস্ফুট হইয়াছে। যাহা সৎ তাহা সৎ-ই হইয়াছে এবং যাহা অসৎ তাহা অসৎ-ই হইয়াছে (অর্থাৎ এখন আর বিপর্য্যয় প্রতীতি নাই)[২২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! ভগবান্ বীতহব্য উক্ত প্রকার বিচার পরায়ণ হইয়া বহু বর্ষ পর্য্যন্ত সেই শরীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তা ছিল না, মূঢ়তা ছিল না, এবং কদাচিৎ ভ্রান্তি হইলেও তাহা স্থায়ী হইত না। ধ্যানই তাঁহার সার্ব্বকালিক অবলম্বন ছিল[২৩।২৫]। ইহা হেয়, তাহা উপাদেয়, ইহা গ্রহণ করিব, তাহা বর্জ্জন করিব, এ সকলের কিছুই ছিল না অর্থাৎ সেরূপ দৃষ্টি ছিল না এবং তাঁহার মন ইচ্ছা অনিচ্ছা উভয়াতীত হইয়া ছিল[২৬]। উক্ত প্রকারে তাঁহার জন্মের কারণীভূত কর্ম্ম বৃন্দের শেষ বা সমাপ্তি হইলে তাঁহার মন সংসারাতীত ব্রহ্মরসে তন্ময় হইবার জন্য উন্মুক্ত হইল[২৭]। তখন তিনি সহ্য গিরির কোন এক মনোরম গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া বদ্ধ পদ্মাসনে উপবেশন করতঃ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন। অহে রাগ! তোমরা এখন নীরাগ হও। অহে দ্বেষ! তুমিও নির্দ্বেষ হও। অনেক কাল আমি তোমাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছি। অহে ভোগ সকল! তোমাদিগকে নম-

স্কার। আমি কোটি কোটি জন্ম তোমাদিগকে পোষণ করিয়া আসিয়াছি[২৮।৩১]। অহে বিষয় সুখ! তোমাকেও নমস্কার। পূর্ব্বে তুমি আমাকে আত্মবিস্মৃত করিয়া রাখিয়াছিলে। অহে দুঃখ! আজ্ তুমি আমার উপদেষ্টা গুরু। কেননা, তোমা কর্ত্তৃক উত্তপ্ত হইয়াই আমি আজ্ যত্নপূর্ব্বক আত্মান্বেষণতৎপর হইয়াছি এবং তোমারই দ্বারা আজ্ আমি সুশীতল পদ প্রাপ্ত হইব[৩২।৩৩]। অহে দুঃখনামক দুঃখাবসান ও সুখদাতা আত্মন্! তোমার কল্যাণ হউক। তুমিও আমার পরম মিত্র; সে জন্য তোমাকেও নমস্কার[৩৪]। হে দেহ! তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী এবং তোমাকে ছাড়িয়া থাকাই আমার সনাতন স্বভাব; সেই স্বভাব আমি আজ্ পুনঃ প্রাপ্ত হইব, তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও না। প্রাণী দিগের প্রয়োজন বুদ্ধির গতি অর্থাৎ রীতি এই যে তাহারা প্রয়োজন অনুসারে অত্যন্ত বন্ধু দিগকেও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়[৩৫]। যে আমি শত শত জন্ম দেহ ধারণ করিয়াছি, সেই আমি আজ্ তাদৃশ দেহকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিব। অহে চিরবান্ধব দেহ! তুমি চির বান্ধব হইলেও আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব[৩৬]। এই পরিত্যাগে আমি নিরপরাধী; তুমি আপনিই আপনার নাশ সঙ্ঘটন করিয়াছ। কেননা তোমাতেই আমার স্বাত্মবিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে[৩৭]। অহে দেহ! তোমাকে কেহ ভগ্ন করিতেছে না বা করিবেও না, তুমি মদ্বিয়োগে একাকী হইবে, হইয়া আপনিই আপনাতে শুষ্ক হইবে[৩৮]। হে মাতঃ! তৃষ্ণে! তুমিও দুঃখ করিও না, আমি আপন পদে গমন করি। অহে কাম! আমি তোমাকে জয় করিব বলিয়া তোমার বৈপরীত্যে বৈরাগ্যাদির সেবা করিয়াছি, সে অপরাধ তুমি ক্ষমা করিবে[৩৯]। অহে দোষ সকল! (দোষ=প্রবৃত্তি বা ধর্ম্মাধর্ম্ম) আজ্ আমি তোমাদের আত্যন্তিক উপশম ভজনা করিব। হে মাতঃ! তৃষ্ণে! আমাদের উভয়ের আজ্‌কার এই বিচ্ছেদ নিত্যকালের নিমিত্ত। মা! ইহাতে আমার দোষ নাই, তুমি যোগের দোষেই বিয়োগ প্রাপ্ত হইতেছ। (প্রসিদ্ধিই আছে, সংযোগা বিপ্রয়োগান্তাঃ, বিয়োগই সংযোগের শেষ প্রান্ত।) অহে সংযোগদোষদুষ্ট বিয়োগ! তোমাকেও আমার শেষ প্রণাম। অহে সুকৃত দেব! তোমাকেও আমার নমস্কার। কেননা তুমিও আমাকে শত শত বার নরক হইতে উদ্ধৃত ও স্বর্গে

সংযোজিত করিয়াছ। কুকার্য্যরূপ ক্ষেত্রে যাহার উৎপত্তি, নরক যাহার স্কন্ধ (গুঁড়ি), যাতনা যাহার পুষ্প, সেই দুস্কৃত নামক বৃক্ষকেও আমার নমস্কার। এই বৃক্ষের তেজে আমি বহু বার বহু প্রাকৃত যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সেই মোহময় অদৃশ্য অলক্ষ্মী আমার অবশ্য নমস্যা। অহে তপস্বিনী গিরিগুহা! তুমি আমার সমাধি কালের বয়স্যা (উত্তরসাধিকা)। তোমাকেও আমার নমস্কার। সুশ্রাব্য বংশনিস্বন (বংশ=বাঁশগাছ। নিস্বন=শব্দ) তোমার প্রিয় বাক্য এবং শীর্ণ পত্রাদি তোমার পরিধেয় বস্ত্র। বহু কাল পর্য্যন্ত তুমি আমার প্রিয় বয়স্যা ছিলে এবং বহু বার তুমি আমার সমাধি বিঘ্ন নিবারণ করিয়াছ[৪০।৪৩]।

অহে দণ্ড কাষ্ঠ (যষ্টি)! তুমিও আমার পরম সখা ছিলে। আমি ক্লেশ নিবারণার্থ তোমাকে অবলম্বন করিয়াছিলাম, তুমিও অনেক বার আমাকে সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছ। সর্প কুক্কুরাদির ভয় নিবারণ করিয়াছ, গর্ত্ত পতন কালে, গমন বিঘ্ন কারক লতাকুঞ্জাদি ও উচ্চ নীচ প্রদেশে ভ্রমণ কালে, তুমি আমার হস্তাবলম্বন ছিলে। বিশেষতঃ তুমি বৃদ্ধকালের অদ্বিতীয় সুহৃদ্। এই সকল কারণে তুমিও আমার নমস্য।

অহে দেহ! তুমি এখন আপন প্রকৃতিতে গমন কর। যে জল তোমার মল দৌর্গন্ধ্য ও স্বেদ অপনয়ন করিয়া আসিয়াছে, আমি আজ্ সেই জলকেও অর্থাৎ স্নানব্যবহারকেও নমস্কার করি। ভোজন, শয়ন, অভ্যঞ্জন, অলঙ্কার ধারণ প্রভৃতি তদীয় উপকরণ সমূহকেও আমার নমস্কার। অহে প্রাণ সকল! তোমরা আমার সহজাত সুহৃদ্ ছিলে। আজ্ আমি তোমাদিগকেও নমস্কার করিতেছি। তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা সুখে থাক, আমি চলিলাম। আমি তোদের সহিত কত বিচিত্র যোনি পরিভ্রমণ করিয়াছি, কত বার গিরি কুঞ্জে বিশ্রাম করিয়াছি, লোক লোকান্তরে ভ্রমণ করিয়াছি, পুরনগরাদিতে ক্রীড়া করিয়াছি; পর্ব্বতোপরি লুঠিত হইয়াছি, বিবিধ কার্য্যে বিলাস করিয়াছি ও বিবিধ পথে প্রস্থিত হইয়াছি। এই জগৎকোষে এমন কিছু নাই যাহা তোমরা আমার সহিত এক যোগে না করিয়াছ! এখন তোমরা যথাগত স্থানে (অর্থাৎ আপন আপন প্রকৃতিতে) গমন কর, আমিও স্বপদে গমন করি[৪৭।৫৪]। সংসারবর্ত্মের নিয়ম এই যে, উপচয়ের শেষে অপচয়, বৃদ্ধির পরে ক্ষয়, উন্নতির চরমে পতন, সংযোগের শেষে

বিয়োগ হইবেই হইবে৫৫। এই যে চাক্ষুষ জ্যোতিঃ ইহা আদিত্য মণ্ডলে যাউক, এই যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ইহা পৃথিবীতে যাউক, এই যে প্রাণবায়ু, ইহা বায়ুতত্ত্বে গমন করুক, এই যে শ্রবণেন্দ্রিয় ইহা আকাশে মিলিত হউক, এই যে রসনেন্দ্রিয়, ইহা চন্দ্রমণ্ডলে যাউক, আমি এখন সূর্য্যশূন্য দিবসের, নির্ম্মন্দর সমুদ্রের, মেঘশূন্য আকাশের এবং মহাপ্রলয়ে জগৎ প্রপঞ্চের ন্যায় হইয়া থাকিব। আমি ওঁ এই উচ্চারণ যেমন উপশান্ত হয় সেইরূপ আমি আজ্ আপনা আপনি দগ্ধ কাষ্ঠ বহ্নির ও তৈল শূন্য দীপের ন্যায় উপশান্ত হইব৫৬।৬০।

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

—○()•()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, পরম মতিমান্ বীতহব্য নির্ব্বাণ পদ লাভের অধিকার প্রাপ্তে ওঁ এই শব্দ তার স্বরে উচ্চারণ করতঃ মনোবৃত্তির উপশম ক্রমে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রুতিতে বর্ণিত আছে, ওঁ এই শব্দ ব্রহ্ম ধ্যানের প্রতীক অর্থাৎ প্রধান অবলম্বন। তাহার ম উ ম ँ এই চার মাত্রা বা বিভাগ। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগের লক্ষ্য স্থূল প্রপঞ্চ, দ্বিতীয় বিভাগের লক্ষ্য সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ, তৃতীয় বিভাগের লক্ষ্য মূল কারণ, চতুর্থ বিভাগের লক্ষ্য তুরীয় অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কারণ সমূহের অতীত বা উর্দ্ধ-বর্ত্তী ব্রহ্ম। তথা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই তিন্ কাল ও কালকল্প-নার অতীত বা উর্দ্ধে ব্রহ্ম। এবং বিরাট্ হিরণ্য গর্ত্ত ঈশ্বর এই তিন্ ও উক্ত তিনের উর্দ্ধ বা অতীত ব্রহ্মও উক্ত বিভাগ চতুষ্টয়ের লক্ষ্য। যে ক্রমে এই তুরীয় ব্রহ্ম বিশ্ব সৃষ্টি শৃঙ্খলায় দৃষ্ট বা প্রতীত হইতে থাকেন সেই ক্রমের নাম অধ্যারোপ এবং তাহার বিপরীত ক্রমের অর্থাৎ প্রলয় ক্রমের নাম অপবাদ। যতিবর বীতহব্য শ্রুত্যুক্ত তাদৃশ মহিমান্বিত প্রণবের উচ্চারণ সহকারে বিদ্যুৎ যোগে অধ্যারোপ ক্রম সন্দর্শন করিয়া অপবাদ ক্রমে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরবর্ত্তী স্থূল সূক্ষ্ম কারণ সমুদায় ত্রৈলোক্য ভাগ বিলয় করিয়া নিম্ন লিখিত প্রকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উচ্চারিত প্রণব ধ্বনি শেষ বা সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই * তদীয় ত্রৈলোক্য ভাগ লয় প্রাপ্ত হওয়ায় স্বরূপ ভাগ যেরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল তাহা কথঞ্চিৎ উপমা দ্বারা বর্ণন করি, তদ-বলম্বনে তাহা বুঝিয়া লও।'। চাঞ্চল্য রহিত মন, কলা পরিপূর্ণ চন্দ্র, মন্থন বিরত মন্দরাচল, কুম্ভকারের রুদ্ধগতি চক্র, স্তিমিত নির্ম্মল অসীম সমুদ্র, তেজঃ সম্পর্ক শূন্য তমঃ, চন্দ্রার্কতারকাবর্জ্জিত আকাশ, নির্ধূম বহ্নি ও নির্ম্মেঘ আকাশ দেখিতে যেরূপ, প্রণব উচ্চারণ সমাপ্তির পর

* সংক্ষেপ তাৎপর্য্য কথা এই যে, খুব উচ্চস্বরে ও প্রাণপণ চেষ্টায় লম্বা করিয়া মুখে প্রণব উচ্চারণ ও অন্তরে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হওয়া তৎপরে প্রাণ ধ্বংশ করা। বাহ্য জ্ঞান লোপ ও প্রাণ ধ্বংশ প্রণব উচ্চারণের সমাপ্তিতে হইয়া থাকে।

বীতহব্য দেখিতে সেইরূপ হইলেন[৪।৬]। প্রণব ধ্বনির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ দ্বারা তদীয় ইন্দ্রিয়গণ বিচ্ছিন্ন হইলে তখন সাক্ষিচৈতন্যমাত্রের প্রকাশ্য তমো মাত্র তদীয় অন্তরাকাশে অবস্থিত রহিল বটে; পরন্তু নিমেষার্দ্ধ কাল পরে তাহাও থাকিল না, বিলীন হইয়া গেল। উক্ত না প্রকাশ না অন্ধকার অবস্থাও থাকিল না, নিমেষ মধ্যে তাহারও পরিবর্ত্তন হইল। ঐরূপ পরিবর্ত্তনকে যোগিগণ চিত্তের চেত্য দশা পরিত্যাগ ও অবিদ্যা নাশ বলিয়া থাকেন। ঐ সকল নিঃস্বপ্ন নিদ্রার সমান বলিয়া সৌষুপ্ত পদ নামে উক্ত হয়। বীতহব্য তাদৃশ সৌষুপ্ত পদে কিছু কাল অবস্থান করিবার পরেই তুরীয় পদে প্রবেশ করিলেন। যদ্যপি উক্ত তুরীয় পদ বাক্যের অবর্ণনীয় ও মনের অতীত, তথাপি, তদ্বোধার্থ এই-রূপ বলা যায় বা উপদেশ করা যায়[৭।১৪]। বিষয়ানন্দ শূন্য হইলেও সে পদ সানন্দ অর্থাৎ সে আনন্দ নিজেরই স্বরূপান্তর্গত। তথা পদা-র্থান্তরের সত্তা বা অস্তিতা বর্জ্জিত স্ব সত্তা মাত্রের স্ফুরণ। তথা চেত্য না থাকায় সে পদ অচিন্ময় এবং স্বতঃ চিৎ বলিয়া চিন্ময়। উক্ত পদ বাক্‌পথের অতীত; সেইজন্য শ্রুতি ঐ পদকে "তাহা নহে তাহা নহে" এবম্প্রকার নিষেধ পথ অবলম্বনে বুঝাইবার চেষ্টা করেন[১৫।১৬]।

বীতহব্য অভিহিত প্রকারের পরম পবিত্র পদ প্রাপ্তে সর্ব্ব পদার্থের অতীত অথচ সর্ব্ব পদার্থের আত্মা হইলেন। বলিতে কি, যাহা শূন্য বাদীর শূন্য, ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম, বিজ্ঞানবাদীর বিজ্ঞান, সাংখ্যের পুরুষ, যোগীর ঈশ্বর, শৈবদিগের শিব, বৈষ্ণবের বিষ্ণু, কাল বাদীর কাল, আত্মবাদীর আত্মা, মাধ্যমিক দিগের নৈরাত্ম্য, তিনি তাহাই হইলেন [১৭।২০]। যাহা সমুদায় শাস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত, যাহা জীবের হৃদয়বাসী আত্মা, যাহাকে সর্ব্বময় ও সর্ব্বব্যাপী বলা যায়, তিনি তাহাই হইলেন [২১]। যাহা অত্যন্ত নিষ্ক্রিয়, আকাশ অপেক্ষাও বৃহৎ ও কূটস্থ, তেজেরও ভাসক অর্থাৎ প্রকাশক, স্বানুভূতি নামে প্রসিদ্ধ, তিনি তাহাই হই-লেন[২২]। যাহা একও বটে, অনেকও বটে, সাঞ্জনও বটে নিরঞ্জনও বটে, এবং সর্ব্ব বটে ও অসর্ব্বও বটে, তিনি তাহাই হইলেন[২৩]।

বীতহব্য অভিহিত প্রকারে স্বরূপে স্থিতি লাভ করতঃ মুক্ত দিগের দৃষ্টিতে অজর অমর অনাদি অনন্ত এক ও মলবর্জ্জিত হইলেন ও বদ্ধ জীবের দৃষ্টিতে ঈশ্বর হইয়া রহিলেন[২৪]।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

-০()০()০-

বশিষ্ঠ বলিলেন, মুনিবর বীতহব্য কথিত প্রকার উপশম লাভে সংসারের সীমান্ত ও দুঃখ সমুদ্রের পার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সমুদ্রোত্থিত জলকণার সমুদ্র প্রাপ্তির ন্যায় স্বীয় পদ প্রাপ্ত ও যার পর নাই উৎকৃষ্ট নির্বৃত্তি লাভ করিলে পর তাঁহার সেই দেহ অল্প কাল সেইরূপ নিশ্চল নিস্পন্দ অবস্থাতেই ছিল, পরন্তু হিম সমাগমে পদ্মের শোষ প্রাপ্তির ন্যায় দিন দিন পরিশুষ্ক ম্লান ও বিশীর্ণ হইতে লাগিল[১।৩]। তাঁহার সেই দেহবৃক্ষের মধ্যে যে প্রাণ পাখী বাস করিত, সে পক্ষী প্রথমে সর্ব্বাবয়ব ত্যাগ করিয়া নাড়ী স্থানে, নাড়ী স্থান ত্যাগ করিয়া হৃৎপিণ্ডে, হৃৎপিণ্ড পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে, এইরূপ সার্ব্বজনীন ক্রমে বহিরাগত হয় নাই, পরন্তু সর্ব্বাঙ্গ পরিত্যাগের পর হৃদয়ে আগমন করতঃ হৃদয়েই লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদীয় ভূত প্রকৃতি অর্থাৎ দৈহিক উপাদান ক্ষিতি তেজঃ প্রভৃতির সূক্ষ্ম বীজ—যে সকল বীজে পুনর্ব্বার দেহাঙ্কুর জন্মিত সেই সকল বীজ মূল ভূত অর্থাৎ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইল, এবং মাংসাস্থিময় দেহ যন্ত্রটী কাষ্ঠাদির ন্যায় পৃথিবীতলেই পতিত রহিল [৪।৫]। রাম! দর্পণ প্রতিবিম্বিত মুখ দর্পণাপগমে বিম্বভূত মুখে পর্য্যবসিত হওয়ার ন্যায় তদীয় জীব চৈতন্য উক্ত প্রকারে ব্রহ্ম চৈতন্যে পর্য্যবসিত ও তদীয় দেহস্থ ধাতু সকল স্ব স্ব প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। আমি তোমার নিকট শত শত বিচারের ফল স্বরূপ বীতহব্যের বিশ্রান্তি কথা কীর্ত্তন করিলাম, তুমি প্রজ্ঞা অবলম্বন উক্ত কথার তত্ত্ব বা রহস্য বিচার দ্বারা অনুভব কর[৬।৮]। এরূপ বিচার্য্যবিধ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, অদ্যও বলিলাম এবং ভবিষ্যতেও বলিব[৯]। আমি ত্রিকালদর্শী ও দীর্ঘজীবী; তাই আমি ঐ সমস্ত বিদিত আছি[১০]। হে মহামতি রাম! তুমিও ঐরূপ দৃষ্টি বিচার অবলম্বন করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন কর। কেননা জ্ঞানই মুক্তির কারণ[১১]। জীব সকল জ্ঞানের দ্বারা নির্দ্দুঃখ হয়, জ্ঞান অজ্ঞানের নাশক এবং জ্ঞান দ্বারাই উৎসিদ্ধি লাভ

হইয়া থাকে[১২]। মুনীশ্বর বীতহব্য জ্ঞানের দ্বারা আশা পাশ ছেদন করিয়াছিলেন এবং চিত্তরূপ বৃহৎ পর্ব্বতকেও বিশীর্ণ করিয়াছিলেন। অপিচ, মনঃই জগৎ, জগৎ তাহা হইতে ভিন্ন নহে[১৩।১৫]।

হে রাঘব! সেই বিবেকী বীতহব্য উক্ত প্রকারে রাগাদি দোষ শূন্য, পরম জ্ঞানী, মন আদি-উপাধি নির্ম্মুক্ত ও দীর্ঘ কাল আপন অন্তরে আপনার অনারোপিত স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ শান্ত লোকে অনন্ত অমল পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[১৬]। (শান্তলোকে সপ্তম ভূমিকায় অর্থাৎ নির্ব্বাণ অবস্থায়)

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।
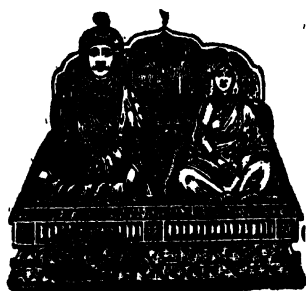
একোননবতিতম সর্গ।

-০()০()০-

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! তুমি বীতহব্যের ন্যায় আত্মপ্রাপ্ত, বিদিতবেদ্য ও রাগ দ্বেষ ভয় উদ্বেগাদি শূন্য হইয়া অবস্থান কর[১]। বীতহব্য ত্রিশ সহস্র বৎসর শোক মোহাদি বর্জ্জিত হইয়া সুখে অবস্থিত ছিলেন, তুমিও সেইরূপ সুখে কাল হরণ কর[২]। হে মহামতে! হে রাজন্! মহাবুদ্ধিধর জ্ঞাতজ্ঞেয় (তত্ত্বজ্ঞানী) অন্যান্য মুনিগণ যেরূপে বাস করিতেন, তুমিও সেইরূপে রাজ্যে অবস্থান কর। কোনও কালে সর্ব্বগ আত্মা সুখ দুঃখে প্রলিপ্ত নহেন, সেজন্য শোক করা বৃথা[৩।৪]। এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক আত্মজ্ঞ ছিলেন, তাঁহাদের কেহই দুঃখের বশ্য হন নাই[৫]। তুমি কেন হইবে? তুমিও আত্মস্থ হও, উদার হও, সুখ দুঃখে সমবুদ্ধি হও। তুমি সর্ব্বগামী আত্মা, তোমার জন্ম মরণ নাই[৬]। তোমার ন্যায় জীবন্মুক্ত পুরুষেরা হর্ষ ও অমর্ষ প্রভৃতি মানস বিকারের বশীভূত হন না[৭]।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! জীবন্মুক্তি প্রসঙ্গে আমার এক সংশয়ের উদয় হইয়াছে, তাহা আপনি, শরৎ যেমন মেঘ অপনয়ন করে তাহার ন্যায় অপনয়ন করুন[৮]। হে শ্রেষ্ঠ আত্মবিদ্! জীবন্মুক্ত শরীরের আকাশ গমনাদি সামর্থ্য দেখা যায় না কেন[৯]?

বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, রাম! আকাশ গমনাদি সিদ্ধি সকল এক এক প্রকার প্রক্রিয়া মাত্র, সেজন্য সে সকল বস্তুধর্ম্ম অর্থাৎ বস্তুরই সামর্থ্য বিশেষ। অর্থাৎ তাহা সেই সেই বস্তুর ও সেই সেই যোনিজ দেহের স্বভাব। মশকাদি দেহ স্ব স্বভাবেই নভোগমনাদি করে। মনুষ্যাদি দেহ স্বস্বভাবে নভোগমনাদি করিতে পারে না। মনুষ্যদেহের যে নভোগমনাদি ক্রিয়া দেখা যায়, তাহা মণি মন্ত্র ঔষধ ও যোগাভ্যাস প্রভৃতি ক্রিয়া কৌশলের সামর্থ্য; আত্মার সামর্থ নহে। অধিক কি বলিব, যে কোন অদ্ভুত ক্রিয়া, সে সমস্তই দ্রব্যাদি পদার্থের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে। সেইজন্য অনাত্মজ্ঞ ও অমুক্ত মনুষ্যেরা কখন কখন দ্রব্য, মন্ত্র, কর্ম্ম, ক্রিয়া ও

কাল শক্তির আবেশে আকাশ গমনাদি বিচিত্র ক্রিয়ায় বিভূষিত হয়। (যেমন গ্রীষ্মকালের সামর্থ্যে পিপীলিকাদি কীটের পক্ষ জন্মে ও তাহারা আকাশে সঞ্চরণ করে, তাহার ন্যায় পূর্ব্বাভ্যস্ত ক্রিয়া কর্ম্মের পরিপাকে তদুপযুক্ত কাল আগত হইলে মনুষ্যেরাও সহসা আকাশ গমনাদি বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে)[১০।১২]। অতএব, আকাশ গমনাদি ক্রিয়া সকল আত্মজ্ঞের বিষয় নহে। আত্মজ্ঞগণ আপনিই আপনাতে পরিতৃপ্ত। সে জন্য তাঁহারা অবিদ্যার অনুধাবন করেন না[১৩]। যে কোন জগদ্ভাব, সমস্তই অবিদ্যার বিকার। যাঁহারা অবিদ্যাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা আর তাহা গ্রহণ করেন না[১৪]। যাহারা অবিদ্যার সাধনা করে তাহারা অবিদ্যার সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা আত্মজ্ঞ, তাঁহারা অবিদ্যার সাধনা দূরে থাকুক, অবিদ্যার পরিত্যাগী হন[১৫]। আত্মজ্ঞ হউন, আর অনাত্মজ্ঞ হউন, যিনিই দ্রব্য ও কর্ম্ম প্রভৃতির ক্রম বিজ্ঞানে যত্নবান্ হইবেন তিনিই আকাশ গমনাদি বিচিত্র ক্রিয়া বিষয়ে সিদ্ধ হইবেন। ফল কথা এই যে, আত্মবান্ পুরুষ সর্ব্বাতীত, নিরিচ্ছ, তাঁহারা আপন আত্মাতেই সন্তুষ্ট, সেজন্য তাঁহারা কোন কিছুর ইচ্ছাও করেন না, চেষ্টাও করেন না। তাঁহাদের নভোগমনেও প্রয়োজন নাই, সিদ্ধি লাভেও প্রয়োজন নাই, ভোগ প্রভাব (প্রভুত্ব), মান, খ্যাতি, পূজালাভ, দীর্ঘজীবন, কোন কিছুতে প্রয়োজন বুদ্ধি নাই[১৬।১৮]। তাঁহারা নিত্যতৃপ্ত, শান্তাত্মা, বীতরাগ, বিবাসন[১৯]। সুখ হউক, আর দুঃখ হউক, অতর্কিতরূপে উপস্থিত হইলেও তাহাতে তাঁহাদের তৃপ্তির বিচ্ছেদ হয় না। যেমন শত শত নদ নদী সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রের উপচয় অপচয় কিছুই করিতে পারে না, সেইরূপ; যে কোন বাহ্যক বিকার উপস্থিত হউক, আত্মজ্ঞতার তিরোধান করিতে পারে না[২০।২১]। করা না করা, দুএর কোনও কিছুতে তাঁহাদের প্রয়োজন থাকে না[২২]। আত্মজ্ঞানের লেশও নাই এরূপ ব্যক্তিও সিদ্ধি সাধক দ্রব্যাদির দ্বারা সেই সেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে[২৩]। অমুক যোগে অমুক ক্রমে অমুক সিদ্ধি হয়, ইত্যাদি-বিধ দ্রব্যাদি নিয়তির যে ক্রম সেই সেই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে সকল অব্যর্থ[২৪]। যে সকলকে আমরা সহজাত সিদ্ধি বলি (যেমন দেবতাদির খেচরত্বাদি সিদ্ধি), সে সকলও বস্তুধর্ম্ম। শশাঙ্ক যেমন আপন শৈত্য পরিত্যাগ করে না, তেমনি দ্রব্যনিয়তিও আপন শক্তি

পরিত্যাগ করে না। সর্ব্বজ্ঞ, বহুজ্ঞ, মাধব, হর, কেহই নিয়তির অন্যথা করিতে পারেন না[২৭।২৮]। হে রামচন্দ্র! দ্রব্য, কাল, ক্রিয়া, মন্ত্রপ্রয়োগ, এই সকলের সামর্থ্যে ব্যোম গমনাদি শক্তি উদ্রিক্ত হয়। যেমন বিষঘ্ন দ্রব্যাদির প্রয়োগে বিষ বিনষ্ট হয়, মদ্য মত্ততা জন্মায়, মাক্ষিক মধু ও মদনফল (এক প্রকার ফল) বমন করায়, তেমনি, যুক্তিযোজিত দ্রব্য কাল ক্রিয়া কৌশলও আপন আপন স্বভাবে সিদ্ধি সকল জন্মায়[২৭।২৯]। হে অনঘ! ঐ সকলের উপর আত্মজ্ঞানের কোনও রূপ কর্তৃত্ব নাই। দ্রব্য, স্থান বিশেষ, কাল, ক্রিয়াকৌশল, এ সকল পরমাত্মপদ প্রাপ্তির কারণ নহে। যাহার ইচ্ছা থাকে সে-ই সিদ্ধি সাধিতে পারে; পরন্তু পূর্ণ-কামতা বিধায় আত্মজ্ঞের ইচ্ছা সম্ভব হয় না। আত্মলাভ সর্ব্ব ইচ্ছার নাশক, সে জন্য আত্মলাভীর ইচ্ছা থাকে না। ইচ্ছার উদয়ে তৎ প্রযুক্ত প্রযত্নের দ্বারা লোক সকল যথাকালে তাহার ফল প্রাপ্ত হয়, ইহা নিয়তিরই ক্রম। বীতহব্য জ্ঞানের ইচ্ছায় বন গমনাদি প্রযত্ন করিয়াছিলেন, উপযুক্ত কালে সে প্রযত্নের ফলও পাইয়াছিলেন। সেই রূপ, যাহারা সিদ্ধি-প্রার্থী তাহারাও দ্রব্য যোগাদি ক্রিয়াকৌশল বিষয়ে প্রযত্নবান্ হন, অনন্তর যোগ্য কালে তাঁহারা সিদ্ধি ফলও পান[৩০।৩৬]। যে-ই হউক, যে যখন যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় সে তাহা নিজেরই প্রযত্ন-বৃক্ষ হইতে প্রাপ্ত হয়[৩৭]। পরন্তু সিদ্ধি নামক ফল সমূহ মহান্ নিত্য-তৃপ্ত আত্মদর্শীর কোনও উপকার করে না[৩৮]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! আমার অপর এক সংশয় এই যে, বীত-হব্যের দেহ ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক ভক্ষিত হয় নাই, ভূতলোপরি ক্লিন্নও হয় নাই (ক্লিন্ন=পচিয়া যাওয়া)। তাহা না হওয়ার কারণ কি? এবং কি রূপেই বা তত শীঘ্র বিদেহমুক্ত হইলেন[৩৯।৪০]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! যাহা অজ্ঞসম্বিদ্, তাহা "দেহই আমি" এইরূপ সংস্কারে মালিন্য প্রাপ্ত থাকে এবং সেই দেহই ছেদ ভেদ বিশীর্ণতাদি দশা প্রাপ্ত হয় এবং তদনুরক্ত সম্বিদ্ও তদ্দেহের ছেদ ভেদ বিশীর্ণতাদি প্রযুক্ত সুখ দুঃখ দশা গ্রস্ত হয়। বীতহব্যের সম্বিদ্ সেরূপ ছিল না; অর্থাৎ তদীয় সম্বিদে বাসনার মালিন্য ছিল না, তাহা না থাকায় তদাশ্রিত দেহও ছেদ ভেদাদির অযোগ্য হইয়াছিল[৪১।৪২]। হে মহাবাহো! যে যুক্তিতে যোগিদেহ অন্যের অনাক্রম্য হয়, সে যুক্তিও

বলি, শ্রবণ কর। নিয়ম এই যে, চিত্ত যখন যে পদার্থে নিপতিত হয়, তখনই তাহা তন্ময়তা ধারণ করে, করিয়া (সেই পদার্থের) তাহার সহিত সমান হইয়া যায়; অর্থাৎ সেই পদার্থে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় সে সেই পদার্থেরই তুল্য হইয়া পড়ে। (যেমন মুখের প্রতিবিম্বে দর্পণও মুখের মত হয় সেইরূপ)। ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ অনেক আছে, তন্মধ্যে একটী উদাহরণ শত্রুদর্শন অথবা মিত্রদর্শন। যে যাহার দ্বেষ্টা সে তাহার শত্রু। এক জন দ্বেষ করিলে অন্য জন ও যে তৎপ্রতি বিদ্বিষ্ট হয়, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ—কোন এক কারণে যাহার হৃদয়ে যৎ প্রতি বিদ্বেষ জন্মে, সেও তাহাকে দেখিলে বিদ্বেষকারী হয়। কেন হয়? না তদীয় হৃদ্গত বিদ্বেষের সংসর্গে প্রতিবিম্ব নিয়মে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া যায়। সেইরূপ মিত্র দর্শনেও মিত্রহৃদয়স্থ প্রীতি সৌহার্দাদিও প্রতিবিম্ব নিয়মে মিত্রদ্রষ্টার চিত্তকে প্রীতিসৌহার্দাদিময় করে। অতএব, শত্রুতা মিত্রতা যে উক্ত নিয়মেই উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বানুভবগম্য। উক্ত শত্রুতার ও মিত্রতার উৎপত্তি স্থিতি ও দূরীভবন একতর সাপেক্ষ। অর্থাৎ এক জন রাগ দ্বেষ শূন্য হইলে অন্য জনকে রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত হইতে হইবেই হইবে। যদি জন্মাবধি কেহ কাহার প্রতি বিদ্বিষ্ট বা অনুরক্ত না হয় তাহা হইলে তাহার কেহ শত্রুও হয় না, মিত্রও হয় না। রাগ দ্বেষ শূন্যের প্রতি রাগ দ্বেষ রাহিত্যের নিদর্শন পথিক অর্থাৎ উদাসীন প্রভৃতি। বৃক্ষ, লতা, গিরি, নদী প্রভৃতি অচেতন বর্গও বটে। পরন্তু ভক্ষ্য ভোজ্য পেয় মানীয় প্রভৃতি অচেতন বর্গে যে অনুরক্তি বৈরক্তি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, সে অনুরক্তি বৈরক্তি প্রভৃতিও সেই ভক্ষ্য ভোজ্যের ও পানীয় মানীয়ের গুণ দোষ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়াই হয়[৩৬।৩৭]। এখন তুমি অভিহিত যুক্তি বা উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়া লও "বীতহব্যের শরীর ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় নাই কেন?" যে মহাযোগীর দেহে অরাগ দ্বেষ প্রতিষ্ঠিত হয়, রাগ দ্বেষাদি বৈষম্যশূন্য সম্বিদ্ বিলাস করিতে থাকে, ব্যাঘ্রাদি হিংস্রের চিত্ত সে যোগীর তাদৃশ দেহে নিপতিত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রতিবিম্ব নিয়মে রাগ দ্বেষাদি বৈষম্যশূন্য হইয়া যায়। সেজন্য তৎ প্রতি তখন তদীয় হিংসাবুদ্ধি অনুদিত থাকে[৩৮]। হিংস্র দিগকেও সমদর্শী যতির সংসর্গে দ্বেষাদি শূন্য হইতে দেখা যায়।

পরন্তু যখন তাহারা যোগীদেহের সামীপ্য পরিত্যাগ করে, তখন তাহারা পুনর্ব্বার যে হিংস্র সেই হিংস্র হয়[২৯।৩০]। হে রাঘব! প্রোক্ত কারণে বীতহব্যের দেহ ভূতলশায়ী থাকিলেও ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় নাই [৩১]। ক্লিন্ন হয় নাই কেন? তাহাও বলি, শ্রবণ কর। সম্বিৎ অর্থাৎ চেতনাপদার্থ সর্ব্বত্রাবস্থিত। তাহা কাষ্ঠ লোষ্ট্র প্রস্তরাদি পদার্থেও অবস্থিত আছে। পরন্তু অব্যক্ত রূপে। তাহার ব্যক্ততা বা কার্য্যকারিতা কেবল জীবশরীরে পুর্য্যষ্টকনামধের লিঙ্গ শরীরে পরিদৃষ্ট হয়, অন্যত্র নহে। বীতহব্যের পুর্য্যষ্টক অর্থাৎ লিঙ্গাত্মা তত্ত্বজ্ঞান ও সমাধি যোগ দ্বারা বৈষম্য বর্জ্জিত হওয়ায় অর্থাৎ নির্ব্বিকার ব্রহ্মভাবে পরিভাবিত হওয়ায় তদীয় দেহও নির্ব্বিকার ব্রহ্মসম্বিদে পর্য্যবসন্ন হইয়াছিল, সেজন্য তাহা ক্লিন্ন হইতে পারে নাই[৩২।৩৩]। হে রামচন্দ্র! ক্লিন্ন না হইবার অন্য কারণও আছে। বিনাশের মুখ্য কারণ স্পন্দন (বিকার ক্রিয়া)। তাহার মূল বা উৎপত্তিস্থান চিত্ত। চিত্তের অবান্তর কার্য্য প্রাণ ও প্রাণের প্রস্পন্দ (শ্বাস প্রশ্বাস রক্ত সঞ্চালনাদি বায়বীয় গতি); এই প্রস্পন্দের দ্বারা উপচয় অপচয় হ্রাস বৃদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি ঘটনা হয়। উক্ত প্রস্পন্দ স্তম্ভিত হইলে কাযেই তদ্ধ্যানময় দেহ প্রস্তরতুল্য হইয়া যায়। অতএব তাদৃশ প্রাণ ধারণার অনুবলে বীতহব্যের দেহ ক্লিন্ন হইতে পারে নাই [৩৪।৩৫]। বাহ্যিক হস্তপদাদি স্পন্দন ও আভ্যন্তরিক চিত্তচাঞ্চল্য যাহার স্থগিত হয় তাহার কি বৃদ্ধি কি হ্রাস দুএর কিছুই হয় না। তাহার ত্বক্ প্রভৃতি শরীর ধাতু সমভাবেই থাকিয়া যায়, অর্থাৎ প্রণষ্ট হয় না। অধিকন্তু সে সকল মেরুর ন্যায় স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয়[৩৭।৩৮]। মেঘে জল থাকে, সে জল যেমন মেঘকে ক্লিন্ন করে না, মৃত্তিকা মধ্যে প্রস্তর থাকে, মৃত্তিকা যেমন তাহাকে পচাইয়া আত্মভাবাপন্ন করিতে পারে না, সেইরূপ যোগিদেহও যোগাবস্থায় কোনও কিছুতে ছিন্ন ভিন্ন ক্লিন্ন ও বিম্লান হয় না[৩৯]। তিনি শী[illegible]বিদেহ হন নাই কেন? তাহাও বলি, শ্রবণ কর।

যাঁহারা বীতরাগ ও জ্ঞানী তাঁহারা অপরাধীন অর্থাৎ শরীর ত্যাগ বিষয়েও স্বাধীন[৪২।৪৩]। কোন প্রকার দৈব, প্রাক্তন বা ঐহিক কর্ম্ম, অথবা কোন রূপ বাসনা তাঁহাদের চিত্তকে বশীভূত করিতে পারে না। বৎস রাম! তত্ত্বজ্ঞ দিগের মন কাকতালীয় ন্যায়ে বা যদৃচ্ছাক্রমে যখন

যে ভাব ধারণ করে, সেই ভাবই তখন তাহার সুসিদ্ধ হয়। অতএব, যাবৎ পর্য্যন্ত বীতহব্যের সম্বিদ্ জীবিত থাকা স্থির করিয়াছিল, তাবৎ তিনি জীবিত ছিলেন, পরে যে দিন তাহার প্রতিভা দেহ ত্যাগার্থ কাক-তালীয় স্তায়ে উদিত হইয়াছিল, সেই দিনই তিনি বিদেহ হইয়াছিলেন[৬৩।৬৭]।

রাম! যাহারা ছিন্নপাশ তাহারাও স্ব-স্বরূপে অবস্থিত এবং তাহারা মহেশ্বর। ইহারা যখন যাহা ইচ্ছা করেন তখনই তাহা করিতে পারগ হন[৬৮]।

একোননবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

নবতিতম সর্গ ।

—০()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, আত্মবিচার করিতে করিতে বীতহব্যের চিত্ত প্রায় না থাকার মত হইয়া আসিলে তাঁহাতে মৈত্রী প্রভৃতি (মৈত্রী—সর্ব্ব প্রাণীর হিত কামনা) গুণের আবির্ভাব হইয়াছিল১।

রাম বলিলেন, প্রভো! আপনি বলিলেন যে, বিচারের দ্বারা মুনিবর বীতহব্যের চিত্ত আত্মরূপে অবহিত হইয়াছিল, আবার বলিলেন, তাঁহার মৈত্র্যাদি গুণ জন্মিয়াছিল। এই উভয় কথা কিরূপে সমঞ্জস হয়? চিত্ত যদি ব্রহ্মে অন্তগতই হইল, তাহা হইলে মৈত্র্যাদি কাহার জন্মিল২।৩?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! চিত্তনাশ দুই প্রকার; এক সরূপ, অপর অরূপ। তন্মধ্যে জীবন্মুক্তি জাত চিত্তনাশ সরূপ ও বিদেহ মুক্তি জনিত চিত্তনাশ অরূপ৪। * ইহ শরীরে চিত্তসত্তাই দুঃখকারণ ও চিত্ত নাশ সুখের হেতু। সেই জন্ম সুখপ্রার্থী অর্থাৎ মুমুক্ষু চিত্তসত্তার ক্ষয় সাধন করিয়া চিত্ত নাশ অবস্থা আনয়ন করিবেন৫। যে চিত্ত অর্থাৎ যে মন তামস বাসনায় পরিব্যাপ্ত, সেই চিত্তই জন্মাদির ও দুঃখের কারণ৬। দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম্মে যাহার মমতা ও অনুকূল বলিয়া অভিমান, সেই চিত্তই দুঃখ ভার বহন করে এবং তাহাকে আমরা জীব বলিয়া ব্যাখ্যা করি৭। যাবৎ তাদৃশ মন বিদ্যমান তাবৎ দুঃখ ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই। যদি কদাচিৎ তাদৃশ মনঃ অস্ত প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তৎসঙ্গে সংসারও অস্তগত হয়৮। অতএব, বাসনাক্ষেত্রভূত বিদ্যমান মনঃই দুঃখ বৃক্ষের বীজ। উহা হইতেই নানা প্রকার দুঃখাঙ্কুর জন্মিয়া থাকে৯।

---

* যেমন স্ফটিক নির্ম্মিত ভিত্তিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া পুরুষান্তরের ভ্রম জন্মে, সেইরূপ, চিত্তে প্রতিফলিত আত্মপ্রতিবিম্বে যে আত্মভ্রান্তি, সেই আত্মভ্রান্তির সহিত আর সেই প্রতিবিম্বের সহিত যে চিত্ত নাশ, সে চিত্ত নাশ অরূপ আর চিত্ত থাকিল অথচ তাহাতে আত্মভ্রান্তি থাকিল না, এরূপ হইলে সেই আত্মভ্রান্তির বিনাশকে সরূপ চিত্তনাশ বলা যায়।

রাম বলিলেন, ব্রহ্মন্! কাহার মন বিনষ্ট? বিনাশই বা কিরূপ? তাহার সত্তাই বা কিরূপ? এবং নাশ হইলে কিরূপ হয়? এই সকল কথা আমাকে বিশদ করিয়া বলুন[১৩]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! চিত্তের সত্তা কি? তাহা বলিয়াছি। (অর্থাৎ তমোময়ী বাসনায় পরিপুরিত থাকাই চিত্তের থাকা, এ কথা বলা হইয়াছে) এক্ষণে তাহার নাশ কি? কাহার চিত্ত বিনষ্ট, এই সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত বলি, শ্রবণ কর[১১]।

বাহ্যিক আভ্যন্তরিক নানা প্রকার সুখ দুঃখের অবস্থা, যে ধীর পুরুষকে সাম্য হইতে বিচলিত করিতে পারে না, তাহারই চিত্ত বিনষ্ট বলিয়া গণ্য[১২]। এই আমি আছি, সেই আমি এখন এইরূপ, ইত্যাদি প্রকারের দুশ্চিন্তা যাহাকে খর্ব্ব করিতে পারে না, সেই শ্রেষ্ঠ নরের মন বিনষ্ট[১৩]। বিপদ সম্পদ কার্পণ্য উৎসাহ মত্ততা মূঢ়ত্ব উৎসব, এই সকলের দ্বারা যাহার মন বিকৃত বা বিচলিত না হয় তাহার মন মৃত[১৪]। হে সাধো! তাহারই নাম মনোনাশ। কেননা, মনোনাশ হইলে ঐরূপ হইয়া থাকে। যাহারা জীবন্মুক্ত, চিত্তনাশ তাহাদিগেরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত[১৫]। যাহাকে মূঢ়তা বলা যায় তাহাকেই তুমি মনস্তা বলিয়া জানিবে। সেই মূঢ়তা বিনাশ প্রাপ্ত হইলেই মন বিনষ্ট হইয়াছে, বলা গিয়া থাকে। মূঢ়তার বিনাশে যে সত্ত্বের উদ্রেক হয় অর্থাৎ বিশুদ্ধ সৎস্বভাব প্রকটিত হয়, সেই শুদ্ধ সৎস্বভাবকেও কেহ কেহ চিত্তনাশ সংজ্ঞা দেন[১৬।১৭]। অতএব, যাহারা জীবন্মুক্ত, তাঁহাদের মন মৈত্রী করুণা প্রভৃতি গুণের আধার, সদ্বাসনায় বাসিত ও পুনর্জন্ম বিবর্জ্জিত[১৮]। জীবন্মুক্ত দিগের তাদৃশ মন মাত্র ব্রহ্মবাসনায় বাসিত থাকে, সেই জন্য তাঁহাদিগের তাদৃশ মন সত্তা ও সত্ত্ব নামে ব্যবহৃত হয়[১৯]। যখন তাঁহারা সমাধি প্রচ্যুত হন, তখনও তাঁহাদের মনে দেহাদ্যভিমান থাকে না, সুতরাং তদবস্থায় তাঁহাদের চিত্ত থাকিলেও না থাকা বলিয়া গণ্য হয়[২০]। তাঁহাদের মন ব্রহ্মেই সমাসক্ত থাকে, প্রপঞ্চ বিষয়ে তাঁহাদের মন থাকে না, তাহা না থাকায় তাঁহাদের মন শরীরাদি পরিচ্ছিন্ন পদার্থজাত স্পর্শও করে না। সেই কারণে তাঁহাদের চিত্ত মৈত্রী ও মুদিতা প্রভৃতি গুণে ভূষিত হইয়া বিরাজ করিতে থাকে[২১।২২]। সরূপ মনোনাশ কি তাহা বর্ণিত হইল, এক্ষণে অরূপ মনোনাশ বর্ণনা করি, শ্রবণ কর। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! বিদেহ

মুক্তিকেই আমরা অরূপ মনোনাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করি। তাহা নিষ্কল অর্থাৎ নিরাকার২৩। পরম পাবন অত্যন্ত বিমল বিদেহমুক্তি নামক পরম পদে মৈত্র্যাদি গুণের আধার পূর্ব্বোক্ত সত্তা বা সত্ব প্রলীন হইয়া যায়। অর্থাৎ জীবন্মুক্তি কালে মনের একটা প্রতিভাস (ছায়া) থাকে, বিদেহ মুক্তিতে তাহাও থাকে না। সেই জন্য সত্তাক্ষয় বা সত্বক্ষয় নামক চিত্ত নাশ অরূপ অর্থাৎ নিরাকার এবং তাহা ব্রহ্ম স্বরূপের অন্তর্গত। তাহাতে গুণ অগুণ, শোভা অশোভা, চাঞ্চল্য অচাঞ্চল্য, উদয় অস্ত, তেজ তিমির, দিন রাত্রি, দিক্ বিদিক্, অধঃ ঊর্দ্ধ, অর্থ অনর্থ, বাসনা অবাসনা, রচনা, রঞ্জনা, সত্তা অসত্তা, প্রভৃতি কোন প্রকার আপেক্ষিক সম বিষম ভাব থাকে না। সেই পরম পাবন পদ কৃতিসাধ্য বা উৎপাদ্য নহে অর্থাৎ নিত্য বিরাজিত। তমঃ, তেজ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, বায়ু প্রভৃতি সমস্ত ভাব বর্জ্জিত ও যার পর নাই নিতান্ত নির্ম্মল২৭।২৯। আকাশ যেমন বায়ুর আস্পদ, উক্ত পদ তেমনি যাঁহারা বুদ্ধির অর্থাৎ প্রকৃতির পর পার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের আস্পদ৩০। যাঁহাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হইয়াছে, সেই বিদেহ মুক্তেরাই প্রোক্ত জড়বিপরীত চিৎপ্রচুর পদে চিরকাল স্থিতি করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অপুনরাবৃত্তির দ্বারা তাদৃশ পদে স্থিরীভূত থাকেন৩১।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একনবতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, এই সুবৃহৎ জগৎ একটী বন। চতুর্দ্দশ ভুবন * এই বনের বৃক্ষ। সে সকল বৃক্ষ পরমাকাশ কোষস্থ অব্যাকৃত পর্ব্বতে রূঢ় অর্থাৎ উৎপন্ন ও স্থিত। সুর অসুর নর উক্ত বনের বিহঙ্গ, তারকারাজি পুষ্প, বিদ্যুৎ মঞ্জরী, মেঘ পল্লব, সমুদ্রগণ তত্রস্থ বাপী বা দীর্ঘিকা, শত শত সরিৎ তাহার প্রণালী (জল পূরণের নালা)। এই বন বহুবিধ প্রাণীর উপজীব্য[১।৩]। এই বনে সংসার লতা বিস্তৃতা রহিয়াছে। সেই সংসার লতার পর্ব্ব (গাঁইট) জরা ও মরণ, ফল সুখ ও দুঃখ, এবং তাহার মূল মোহরূপ জলে সর্ব্বদা সিক্ত রহিয়াছে[৪।৫]। হে ব্রহ্মন্! আমি জানিতে ইচ্ছা করি, এতাদৃশী সংসার লতার বীজ কি? সে বীজের বীজ কি? তাহারই বা বীজ কি? তথা তাহারই বা বীজ কি? আমার জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত সংক্ষেপ বিধানে উক্ত বীজপরম্পরা আমার নিকট বর্ণন করুন[৬।৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সংসার লতার বীজ শরীর, সেই বীজ হইতে শুভাশুভ নামক অঙ্কুর জন্মে, সেই সকল অঙ্কুর আবার উক্ত শরীর দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়[৮।৯]। শরীররূপ বীজের বীজ চিত্ত, যাহা অসংখ্য আশার বশ। যে হেতু চিত্ত হইতেই অতীত অনাগত বর্ত্তমান শরীর উৎপন্ন হয় সেই হেতু চিত্তই শরীরের বীজ। চিত্তই শরীর সৃষ্টি করে। এই রহস্য স্বপ্ন সম্ভ্রমাদির (ভ্রান্তির) দ্বারা প্রমাণীকৃত হয়[১০।১১]। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির চিত্ত উৎপাতময় সঙ্কল্পের দ্বারা গন্ধর্ব্বনগর সৃজন করে সেইরূপ শরীরসঙ্কল্পের দ্বারা শরীর সৃজনও করে[১২]। এই যে দৃশ্যতা প্রাপ্ত জগৎ, ইহার সমস্তই চিত্তের রূপান্তর। যেমন মৃত্তিকার রূপান্তর ঘটশরাবাদি, সেইরূপ, চিত্তের রূপান্তর দৃশ্য বস্তু[১৩]। বৃত্তিনাম্নী লতায় বিজড়িত চিত্তরূপ বৃক্ষের বীজ দ্বিবিধ। এক প্রাণ পরিস্পন্দ, অপর দৃঢ় ভাবনা[১৪]। প্রাণ যখন দেহস্থ শিরা প্রশিরাদি সংস্পর্শার্থ স্পন্দায়মান হয়

---

* পৃথিবী সহ সপ্ত পাতাল ও অন্তরীক্ষ সহ সপ্ত স্বর্গ।

তখনই তাহা হইতে সবেদনময় (চিদ্বিকারপ্রায়) চিত্ত জন্ম গ্রহণ করে। সেইজন্ত, প্রাণ প্রস্পন্দনের অভাব কালে বাহ্য সংস্কারের অনুদ্রেক হেতু অন্তরে চিত্তপ্রাদুর্ভাবেরও অভাব দৃষ্ট হয়[১৭।১৬]। হিরণ্যগর্ভ সংজ্ঞক চেতনের জগদ্ভাব প্রাপ্তিও সমষ্টিপ্রাণস্পন্দন মূলক এবং তাহা নিজ চিত্তের দৃষ্টান্তে অনুমেয়। তাই বলিতেছি যে, আকাশে নীলিমার আবির্ভাব যেরূপ, সূত্রাত্মপ্রাণের স্পন্দনে জগতের আবির্ভাবও সেইরূপ। এতদনুসারে সিদ্ধান্ত—সূত্রাত্মসংজ্ঞক প্রাণ (সমষ্টি প্রাণ) যদি স্পন্দনে উপরত হয় তাহা হইলে তদুপহিত চিৎও নির্বিকার নিষ্ক্রিয় হয় সুতরাং শান্তিপদাভিধেয় হয় এবং তাহা জগতের প্রলয় ও মোক্ষ নামেও অভিহিত হয়[১৭।১৮]। যে সংবিৎ দেহাবচ্ছেদে বিদ্যমানা সেই সংবিৎ প্রাণ প্রস্পন্দের দ্বারা প্রবোধিতা হইয়া তদ্দেহে স্ফুরিত হয়[১৯]। যেমন সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতর গন্ধ বায়ুর সাহায্যে উপলব্ধিগোচর হয়, সেইরূপ, সর্ব্বত্রাবস্থিত সূক্ষ্মতম সংবিৎও প্রাণস্পন্দনের দ্বারা প্রবোধিতা হয়। যে আধারে প্রাণস্পন্দন নাই, সে আধারে সংবিৎ অব্যক্ত। (বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থে সংবিৎ অব্যক্ত) এবং যে আধারে প্রাণস্পন্দন আছে সে আধারে সংবিৎ সুব্যক্ত[২০]। (মনুষ্যাদি সচল পদার্থে সুব্যক্ত) হে রামচন্দ্র! উক্ত সংবিৎ চিন্তাকারে উদিত না হইলেই শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং চিন্তাকারে উদিত হওয়ার যে কারণ সেই কারণকে আক্রম করিতে পারিলে সম্বিদের চিন্তাকার হওয়া নিরুদ্ধ হইতে পারে[২১]। চিত্তের উদয়ে সম্বিদের উদয় হয়। তৎক্রমে তাহার সংবেদ্যে (বিষয়ে) গমন, তৎপরে তাহা হইতে সুখ দুঃখের উদয় ও সে সকলের ভোগ নির্ব্বাহিত হয়[২২]। সম্বিদ্ যদি বাহ্য বিষয়ে সুপ্তপ্রায় থাকিয়া আত্মার অভিমুখে উদিত হয় অর্থাৎ আত্মবোধার্থ চেষ্টিত হয়, তাহা হইলেই অমল পদ লব্ধ হয়[২৩]। অতএব, রাম! যদি তুমি প্রাণ স্পন্দন নিরুদ্ধ করতঃ বাসনাজাল অপনয়ন পূর্ব্বক সংবিদের স্ফীতভা (চিন্তাকারে প্রবৃদ্ধ হওয়া) নষ্ট করিতে পার তাহা হইলে তখন তুমি অজর অমর অনাদি অনন্ত হইবে[২৪]। সংবিদের উচ্ছূনতাকেই (স্ফীতি ভাবকেই) তুমি চিত্ত বলিয়া জানিবে এবং চিত্তকেও তুমি জগৎ ও অনর্থ বলিয়া বিদিত হইবে[২৫]। যোগীরা চিত্ত বিনাশের জন্ত প্রাণায়াম ও ধ্যান প্রভৃতি প্রাণনিরোধের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন[২৬]। প্রাণ

নিরোধের ফল নিতান্ত শুভাবহ। কেননা প্রাণ নিরোধ সংবিদের সাম্য সাধক ও স্বাস্থ্যের কারণ[২৭]। তাদৃশ চিত্তের বীজ অন্য প্রকারেও বর্ণিত হয়, তাহাও বলি, শ্রবণ কর। সে বীজ জ্ঞানিগণের বর্ণিত ও নিশ্চয় অনুভূত[২৮]।

চিত্তের জীবন বাসনা। যাহা প্রাক্তনী দৃঢ় ভাবনা তাহাই বাসনা। অর্থাৎ আমি আমার ইহা তাহা ইত্যাদি প্রকারের পূর্ব্ব পূর্ব্ব দৃঢ় সংস্কার পূর্ব্বাপর বিচার শূন্য হইয়া সেই সেই পদার্থের আকারে পরিণত হয়। সেই পরিণতি বাসনা নামের নামী[২৯]। হে মহাবাহো! আমি আমার ইহা তাহা ইত্যাদি প্রকার ভেদবতী বুদ্ধির দৃঢ় ব্যুৎপত্তি বা বাসনার তীব্র বেগ ইতর পদার্থের বিস্মরণ ও স্ব বিষয়ের সংস্মরণ উৎপাদন করে এবং তাহাই দেহাদির সত্তা প্রদর্শন করায়। কেবল দেহাদির সত্তা দেখায় এমত নহে; বাহ্য পদার্থেও স্বসত্তা অর্পণ বা আরোপ করে। পুরুষ বা আত্মা সেই সেই বাসনার বশ্য হইয়া তদ্রূপপ্রায় হয়, হইয়া ইহা সৎ তাহা অসৎ অর্থাৎ আছে ও নাই ভাবিয়া বিমুগ্ধ হয়[৩০।৩১]। জনগণ যেমন মদশক্তির বশ্য হইয়া ভ্রম সন্দর্শন করে সেইরূপ আত্মাও বাসনা বেগের বশ্য হইয়া আত্মবিস্মৃত ও বিবিধ প্রকার ভ্রম দর্শন করে[৩২]। অতএব, যাহারা ভ্রান্ত, সম্যক্‌জ্ঞান হইতে বিচ্যুত, তাহারাই অন্তঃস্থ বাসনারূপ বিষে দগ্ধ ও বিবশ হইতে থাকে[৩৩]। হে রাঘব! তত্ত্বজ্ঞানের অভাব, অনাত্মায় আত্মজ্ঞান, বস্তুতে অবস্তু জ্ঞান, এ সমস্তই চিত্ত বলিয়া গণ্য[৩৪]। দৃঢ়াভ্যাস বশে পদার্থাকারে পরিভাবিত হওয়াকেও চিত্ত বলা যায়। তাহা জন্ম জরা ও মরণের কারণ[৩৫]। পণ্ডিতগণ বলেন যে, বাসনার বিনাশ হইলেই চিৎ স্ব স্বরূপে স্থিত থাকে এবং চিত্তের স্ব স্বরূপে স্থিতিই মুক্তির লক্ষণ। তাই বলিতেছি যে, যখন দেখিবে যে কোনও কিছুর বাসনা নাই; তখনই জানিবে যে চিত্ত জন্মিতেছে না[৩৬]। যখন দেখিবে যে, বাসনাশূন্য হওয়ায় মন আর মনন করে না, বাহ্যভাবে অস্পৃষ্ট থাকে, তখনই জানিবে; সর্ব্বতাপপ্রশমনী অমনস্ক দশা জন্মিয়াছে[৩৭]। যখন দেখিবে সংবিত্তি নির্ম্মলা রহিয়াছে, তাহাতে কোনও প্রকার পদার্থ মল অবভাসিত হইতেছে না, তখনই জানিবে, অন্তরে চিত্তের প্রাদুর্ভাব নাই[৩৮]। যখন কোনও পদার্থের ভাবনা থাকে না, ভাসমানতা থাকে না, নিশ্চয়ই

তখন চিত্ত দুর্ভাব থাকে না[৩৯]। হে রাঘব! আমি চিত্তের রূপ সম্বন্ধে এইরূপ মনে করি যে, অন্তরে অনুরাগ পূর্ব্বক পদার্থ পরিভাবনের নাম চিত্ত[৪০]। অন্তর যখন আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ হয়, কল্পনা যোগের অভাবে দৃশ্য ভাবনার উদ্রেক থাকে না, তখন আর কোথায় বা কোন্ আধারে চিত্তজন্ম হইবে[৪১]? যখন নিরোধ যোগ অবলম্বনে বাহ্যার্থের বিস্মরণ জন্মে এবং কেবল মাত্র পরমার্থ দর্শনে আবির্ভূত থাকে, তখনকার সেই ভাবকে আমরা অচিত্ততা ও চিত্তনাশ বলিয়া গণ্য করি[৪২]। যদিও জীবন্মুক্ত দিগের চিত্তে বৃত্তির উদ্রেক থাকে, থাকিলেও তাহা দগ্ধকল্প। যেমন দগ্ধ বস্ত্রকে বস্ত্র বলা যায় না, কেননা তদ্দ্বারা বস্ত্রের কার্য্য চলে না, সেইরূপ, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ চিত্তকেও চিত্ত বলা যায় না। বিষয় রসের স্বাদ গ্রহণের নাম রাগ, তাহা যাহার নাই, তাহার চিত্ত অচিত্ত বলিয়া গণ্য। যেমন কুম্ভকার দণ্ড অপনয়ন করিলেও তদীয় চক্র পূর্ব্ব বেগের অনুবৃত্তি বশতঃ কিছু কাল ঘুরিতে থাকে সেইরূপ পুনর্জ্জন্মকারিণী বাসনার বিনাশ হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের বেগ বশতঃ জীবন্মুক্ত দিগের দেহাদি কিছু কাল অবস্থিত থাকে[৪৩।৪৪]। যাহাদের বাসনা রাগবর্জ্জিত, ভৃষ্ট বীজের অঙ্কুর জননশক্তি রহিতের ন্যায় জন্মাদি জননশক্তি রহিত, তাঁহারাই এ সংসারে জীবন্মুক্ত। তাঁহারা জ্ঞান পারগ, অচিত্ত, এবং দেহান্তে আকাশ তুল্য[৪৫।৪৬]। হে রামচন্দ্র! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিত্তের বীজ দ্বিবিধ। এক প্রাণস্পন্দন, অপর বাসনা। যদি ঐ দুই বীজের কোন একটী বীজ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তৎসঙ্গে অন্য বীজটীও ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে[৪৮]। কেননা, চিত্ত প্রাদুর্ভাবের প্রতি ঐ দুইটী মিলিত কারণ। যে বাসনা বল পূর্ব্বক পুনর্জ্জন্ম উপস্থাপিত করে সে বাসনা জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত বীজাঙ্কুর ন্যায়ে দেহাদি জন্মের কারণ ভাব প্রাপ্ত থাকে। যখন তাহা জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ হয়, তখন আর তাহা জন্মাদি হওয়ার কারণ হয় না[৪৯।৫০]। তৈল যেমন তিলের অন্তঃস্থ, সেইরূপ, প্রাণস্পন্দন ও বাসনা পরস্পর পরস্পরের অন্তঃস্থ। বীজ যেমন অঙ্কুরোৎপত্তির কাল সাপেক্ষে কারণ, সেইরূপ, প্রাণস্পন্দন ও বাসনা পরস্পর পরস্পরের সেইরূপ কালসাপেক্ষে কারণ[৫১]। প্রোক্ত কারণভাবের ক্রম এই যে, প্রথমে প্রাণ, পরে ইন্দ্রিয়, পরে [illegible]যুক্ত আনন্দ, মিলিত এই সমুদায়;

চিত্তোৎপত্তির কারণ। আবার সম্বিদাত্মক চিত্তও কালান্তরে ঐ সকলের কারণ। ইহার বিবরণ এই যে, পূর্ব্বানুভূত বিষয়ানন্দ তাৎকালিক জীবনাত্মক প্রাণস্পন্দন যখন বাসনায় পরিণত হয়, তখন, সেই তদ্দ্বয়ের বাসনা সংস্কার বা চিত্তাবির্ভাবের কারণ হয়[৩২]। অতএব, পুষ্প ও গন্ধ, তিল ও তৈল, যেমন পরস্পর বাস্য বাসক ভাবে ব্যবস্থিত, সেইরূপ, প্রাণ ও বাসনা পরস্পর জন্য জনক রূপে ব্যবস্থিত। পূর্ব্ব সংস্কারের বলে প্রাণস্পন্দন, পরে তাহারই বলে বাসনার বা সংস্কারের জন্ম। পুনর্ব্বার তদনুবলে প্রাণস্পন্দন। হে রাঘব! এবংক্রমেই তদ্দ্বয়ের কার্য্য কারণ ভাব সম্পন্ন হয়। বাসনা সংবিৎকে সংক্ষুব্ধ (সঞ্চালিত) করে, তন্নিমিত্ত প্রাণের প্রস্পন্দন জন্মে, তদনুবলে চিত্তের প্রাচুর্ভাব হয়। প্রাণ হৃদয়ান্তর্গত বাসনা স্পর্শ না করিয়া স্পান্দিত হয় না। সেইজন্য স্বীকার করিতে হয় যে, উক্ত উভয় চিত্তোৎপত্তির মিলিত কারণ। যে হেতু মিলিত কারণ সেই হেতু একের নাশে অপরের নাশ অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্যই তদুভয়ের বিনাশে চিত্তের নাশ সুসম্পন্ন হয়। যে চিত্তের কথা অবতারিত হইয়াছে সেই চিত্ত বৃক্ষরূপকেও বর্ণিত হইতে পারে। সুখে ও দুঃখে পরিণত মন তাহার (চিত্তের) স্পন্দন, শরীর তাহার বৃহৎ ফল, কার্য্যকলাপ তাহার পল্লব, কার্য্য চেষ্টা তাহার সমাশ্রিত লতা, তৃষ্ণারূপ সর্প এই বৃক্ষের অতিথি, ইহাতে রাগ ও রোগ রূপ বক আসিয়া বাস করে, অজ্ঞান ইহার মূল, ইন্দ্রিয়রূপ বিহঙ্গ ইহাতে নীড় প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছে। যদি বাসনা বিনাশ করা যায় ত বর্ণিত চিত্ত বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ উন্মূলিত হইয়া যায়[৩৩।৩৯]।

চিত্তকে যেমন বৃক্ষরূপকে বর্ণনা করিলাম, এইরূপ, বাত্যারজো রূপকেও বর্ণনা করা যায়। (ঘূর্ণি বায়ু বা ঝটিকা যে ধূলি সঙ্ঘাত উত্থাপিত করে। সেই ধূলি সঙ্ঘাত বাত্যা রজঃ) চিত্তরূপ বাত্যারজঃ সমুদায় আশা পাণ্ডুর বর্ণ করে, চিদ্রূপ দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে, মেঘের ন্যায় লোল হয়, (মেঘ আকাশে উদিত ও অস্তমিত হয় চিত্তও তদ্রূপপ্রায়ে উদিত ও অস্তমিত হয়), বাত্যারজঃ অবকর (জঞ্জাল) পুঞ্জীকৃত করে, চিত্তও অজ্ঞানরূপ অবকর পুঞ্জীভূত করে। বাত্যারজঃ উৎক্ষিপ্ত তৃণে পরিব্যাপ্ত থাকে, চিত্তও তৃষ্ণাতৃণে পরিব্যাপ্ত হয়। (জ্ঞানীর নিকট তৃষ্ণা তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ, তদনুসারেই তৃষ্ণা তৃণস্থানীয়), বাত্যারজঃ দেখিতে

স্তম্ভাকৃতি, চিত্তও শরীররূপ ধারণ করায় স্তম্ভাকৃতি। বাত্যারজঃ উত্থিত হইলে সৌরালোক দৃষ্ট হয় না, চিত্ত আবির্ভূত হইলেও ব্রহ্মালোক (ব্রহ্মের প্রকাশ) দৃষ্ট হয় না। বাত্যারজঃ বায়ুর উপশমে উপশম প্রাপ্ত হয়, চিত্তরূপ বাত্যারজঃও প্রাণ বায়ুর নিরোধে উপশম প্রাপ্ত হয়[৩০,৩৩]। হে রামচন্দ্র! বাসনা ও প্রাণ স্পন্দন, এই দুএর আবার বীজও আছে, সে বীজ সংবেদ্য নামে প্রসিদ্ধ। সংবেদ্য অর্থাৎ প্রিয় অপ্রিয় শব্দাদি বিষয়। সেই সকল বিষয় স্ববিষয়িনী স্মৃতি উৎপাদন দ্বারা প্রাণস্পন্দন ও বাসনা উজ্জীবিত করিতে থাকে[৩৪]। সুতরাং যদি সংবেদ্য পরিত্যাগ হয় তবে প্রাণস্পন্দন ও বাসনা নির্ম্মূল অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হে রাঘব! তুমি সংবেদ্যকে পৃথক্ বলিয়া জানিও না। সংবিদ্ই সংবেদ্য, এইরূপ জানিবে। কেননা সংবিদ্ই আপনার বীরত্ব স্থিরত্ব পরিত্যাগ করিয়া সংবেদ্যভাবাপন্ন হয়। যেমন তৈল হীন তিল অসম্ভব, তেমনি সংবিদ্ বিহীন সংবেদ্যও অসম্ভব। বাহিরেই বল আর অন্তরেই বল, সংবেদ্য কুত্রাপি সংবিদ্ হইতে পৃথক্ নহে। আত্মমরণ ও দেশান্তরাবস্থান প্রভৃতি স্বাপ্নিক সংবেদ্য যেরূপ স্বচমৎকার মাত্র, জাগ্রৎ সংবেদ্যও সেইরূপ স্বচমৎকার মাত্র। (স্বচমৎকার কথার অর্থ—আত্মবিষয়ক অদ্ভুত প্রকাশ।) হে রঘুনাথ! পিশাচ আছে ও পিশাচ নাই, এই দুই ভাব যেমন সঙ্কল্প ও অসঙ্কল্প মূলক, সংবিদ্ পৃথক্ ও সংবেদ্য পৃথক্ এ ভাবও সেইরূপ সঙ্কল্প অসঙ্কল্প মূলক। স্থাণুতে পুরুষ দর্শন, বাতায়ন প্রবিষ্ট সৌর কিরণে দণ্ড ও ত্রসরেণু দর্শন, ও উহ্যমান নৌকায় অচলত্ব বোধ যেরূপ, সংবিদে সংবেদ্য বোধও সেইরূপ। অতএব, অবিচার দশায় যে সংবিদ্ ও সংবেদ্য এতদ্রূপ ভেদ অবভাস প্রথমান হয়, তাহা দুর্দৃষ্টি বা মিথ্যা জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সেইজন্য উহা বিচারসমুত্থিত সম্যক্ জ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সম্যক্ জ্ঞানের লক্ষণ এই যে, এক শুদ্ধ সংবিদ্ই আছে, এবং তাহাই সত্য, ভ্রান্তির উদয়ে সেই শুদ্ধা সংবিদ্ই জগদ্রূপাকারে ভাসমান হইতেছে, এই জ্ঞান যদি অন্তরে নিশ্চয়রূপে রূঢ় বা আরূঢ় হয়, তাহা হইলে তাহা সম্যক্ জ্ঞান বলিয়া গণ্য হয়। পূর্ব্বদৃষ্ট হউক বা না হউক, সম্বিদে কোন কিছু ভাসমান হইলে জ্ঞানী তৎক্ষণাৎ তাহা পরিমার্জ্জন করিবেন। তাহা না করিলেই সংসার ও করিলে

মোক্ষ। বেদ্য দর্শনই জন্ম মরণাদি সংসারের ও অনন্ত দুঃখের মূল। এবং তাহার অদর্শনই (অননুভবই) জন্মাদি বিনাশের ও অপরিসীম সুখের হেতু। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, জড়ের বেদ্য দর্শন নাই, তাই বলিয়া তাহারা যে মুক্ত, তাহা নহে। অজড় অথচ বেদ্য দর্শন হয় না, সেরূপ হইলে তাহা মুক্তিপদাভিধেয়। অতএব, হে রাম! তুমিও বেদ্য দর্শন পরিত্যাগী বিশুদ্ধাত্মরূপী হও৭৬।৭৭।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! যাহা অজড় অর্থাৎ জড়বিরোধী তাহা অসম্বেদন, এ কথা কিরূপে সঙ্গত হয়? সর্ব্বত্রই দেখা যায়, জড়ই সম্বেদনশূন্য৭৮।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রস্তাবিত স্থলে সংবিদ্ শব্দের অর্থ—সত্য বলিয়া বাহ্যার্থ জানা। অতএব, যে জীব বাসনা বিনাশ হেতু সর্ব্বত্র বিদ্যমান বিষয়ে আস্থাশূন্য ও অতীত অনাগত বিষয়ের আস্থাও যাহার নাই, সেই জীবের পদার্থ ব্যবহার প্রকৃত ব্যবহার নহে, তাহা ব্যবহারাভাস। যাহারা তাদৃশ, তাহারা সেই সেই পদার্থ ব্যবহার বিষয়ে অসম্বিদ এবং স্বাত্মবিষয়ে পূর্ণচৈতন্যতা হেতু অজড়৭৯। অথবা বস্তুত্ব প্রকারে অর্থাৎ সত্যতা বোধে চিত্তের যে বাহ্যার্থাবগাহন, তাহা সংবিদ্ শব্দের বাচ্য। তাদৃশ সংবিৎ যাহার নাই সে শত শত কার্য্য করিলেও অসম্বিদ্৮০। যাহার হৃদয়াকাশ সংবেদ্য দ্বারা রঞ্জিত হয় না (সংবেদ্য বাহ্য বস্তু), তাহারই সংবিদ্ অজড় এবং সেই ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত৮১। বুদ্ধি যখন বাসনার অভাবে ভবিষ্যৎ ভাবনা বর্জ্জিত হয়, এবং বিজ্ঞান জড়মুকাদির ন্যায় স্থির বা অচঞ্চল থাকে, তখনই জানিবে যে, সে জাড্যমুক্ত হইয়াছে৮২।৮৩। নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারা নিরস্ত বাসনা হইলে চিত্ত না থাকার ন্যায় হয় অথচ অসীম স্বাত্মানন্দ স্থির প্রবাহে বহিতে থাকে। যোগিগণের সেই আনন্দসম্বিদ অসম্বিদ বলিয়া গণ্য৮৪।৮৫। তাদৃশ যোগী গমন আগমন শয়ন ও ভোজনাদি কার্য্য করিলেও বস্তুতঃ অজড় ও সংবেদন পরিত্যাগী বলিয়া গণ্য৮৬। হে গুণসাগর রাম! তুমি তাদৃশ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া যত্ন নামক চেষ্টার দ্বারা দুঃখসমুদ্র উত্তীর্ণ হও। যেমন ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, সে বৃক্ষ কালক্রমে আকাশব্যাপী হয়, সেইরূপ, আপনার সঙ্কল্প হইতে মিথ্যাভূত অসংখ্য সংবেদ্য জন্ম গ্রহণ করে৮৭।৮৮। যখন দেখিবে, স্বাত্মসম্বিদ (চৈতন্য) স্বাত্ম-

পরিত্যাগী হইয়া (অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত পদার্থে অবগাহন করতঃ) সঙ্কল্পের দ্বারা আপনিই আপনাকে দেখিতেছে, (যাহা দেখিতেছে তাহা আত্মা হইলেও ভ্রান্তি বশতঃ আত্মা বলিয়া জানিতেছে না) তখনই জানিবে, অসত্য জন্মবীজ জন্মিতেছে[৮৯]। হে রাঘব! অন্তর্গত সংবিদ্ ঐরূপে আপনিই আপনার জন্ম কল্পনা করতঃ আপনিই আপনাকে মুগ্ধ করতঃ কদাচিৎ কখন আপনার প্রযত্নে আপনার মোক্ষ সাধন করে[৯০]। ঐ সংবিদ্ যে ভাবে আপনাকে ভাবিত করে সেই ভাবই তাহাতে প্রকটিত হয় এবং সে অতি দীর্ঘ কালেও রাগাদি দোষ পরিত্যাগী হইয়া স্বরূপ স্থিতি লাভে সমর্থা হয় না[৯১]। সুর বল, অসুর বল, যক্ষ রাক্ষস কিন্নর অথবা নর বল, সমস্তই পরমাত্মার কল্পিত বেশ। পরমাত্মা বিলাসবতী মায়ার দ্বারা এই জগন্নাট্যে নৃত্য করিতেছেন[৯২]। কোষকার কীট যেমন আপনিই আপনাকে স্বকৃত কোষ মধ্যে বদ্ধ করতঃ দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগ করে, অবশেষে অসহ্য দুঃখের তাড়নায় কোষাবরণ ছিন্ন করতঃ মুক্ত হয়, কেবল হয়, সেইরূপ, সংবিদ্রূপী চিদাত্মার স্বয়ংকৃত বন্ধন ও তজ্জনিত দুঃখানুভব, তদন্তে মায়াবন্ধনের ছেদন, তৎপরে মোক্ষ বা কৈবল্য প্রাপ্ত হন[৯৩]। সম্বিদ-ই জগৎ কল্পনার ফল, সম্বিদই নিবর্ত্তক এবং সম্বিদই পর্ব্বতাদি ভাবে দৃষ্ট হইতেছে। দিক্, পৃথিবী, নাগ, আকাশ, সরিৎ ও দিক্‌সকল সংবিদ্ সলিলের লহরী[৯৪।৯৫]। অধিক কি বলিব, সমুদায় জগৎ-ই সম্বিদ্ (চেতনার অনতিরিক্ত), এবম্বিধ সম্যক্ জ্ঞান ঐ সকল ভেদ জ্ঞানের নিবর্ত্তক[৯৬]। সম্বিদ যখন কোন কিছু গ্রহণ করে না, বিচলিত হয় না, আপনাতে আপনি স্থিতি করে, তখনই জানিবে, সম্বিদ বিশুদ্ধ হইয়াছে[৯৭]। হে রামচন্দ্র! যেমন সূর্য্যাদি তেজ হইতে প্রভা উদিত হয়, সেইরূপ, সন্মাত্রস্বভাব মূলীভূত সম্বিদ (মূল চেতনা বা আত্মচৈতন্য) হইতে প্রতিবিম্ব সম্বিদ উদিত হয় (মূলসংবিদ্ বা বিম্বসম্বিদ ব্রহ্ম, প্রতিবিম্ব সম্বিদ জীব)[৯৮]। উক্ত সম্বিদ দ্বয়ের সত্তা বস্তুতঃ এক হইলেও ব্যবহারে দ্বিবিধ। নানারূপ ও একরূপ। ঘটত্ব পটত্ব স্তম্ভত্ব প্রভৃতি আকারে আকারিত সত্তাকে নানারূপ ও ঐ সকল বিভাগ ভাব পরিত্যাগ করিয়া একাত্মরূপী সত্তাকে একরূপ ও সত্তাসামান্য বলা যায়[৯৯।১০০]। ঐ সকল বিশেষ ভাব অর্থাৎ ভেদ ভাব পরিত্যক্ত হইলে

যে একরূপ সত্তা অবশেষিত হয় সেই একরূপ সত্তাই তৎপদ[১০২]। বস্তু কল্পে সত্তার নানারূপ অসম্ভব, সেইজন্য নানারূপ অবস্তু অর্থাৎ ভ্রান্তির পরিকল্পিত। সত্তার যে ঐকরূপ্য, (একরূপত্তা) তাহাই বিমল ও অবিনাশী[১০৩।১০৪]। সেই একরূপিণী সত্তাই কল্পনায় কালসত্তা, বস্তু-সত্তা ও বস্তুর স্বাংশসত্তা রূপে ব্যবহৃত হয়। হে রঘুনাথ! তুমি ঐ সকল বিভাগ কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া একরূপ সত্তায় অবস্থান কর। যদ্যপি কালসত্তাদি সত্তা কল্পনাবিহীন হইলে তাহা একরূপ সত্তাতেই অবশেষিত হয়, তথাপি, উহার বিভক্ত রূপ গুলি অবাস্তবী অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া জানিবে[১০৫।১০৬]। যাহাতে বিভাগ কল্পনা, তাহা বিভাগানুসারে বিভিন্ন ফলপ্রদ। যাহা বিভিন্ন ফলের দাতা তাহা কিরূপে পাবন হইবে[১০৭]? হে রাম। তুমি একরূপী সত্তাসামান্যে পরিভাবিত ও পূর্ণা-নন্দে বিরাজমান হও[১০৮]। ঘটসত্তা পটসত্তা প্রভৃতি সমুদায় বিশেষ বিশেষ সত্তা যে এক মূল সত্তায় প্রলীন হয় সেই মূল সত্তা এই সকল বিশেষ সত্তার বীজ। কল্পনা কলঙ্ক পরিত্যক্ত সেই বীজীভূত সত্তা এতদ্দর্শনের পরম পদ, এবং তাহাই অনাদি ও অনন্ত[১০৯।১১০]। সত্তা কি? না সতের সদ্ধর্মতা অর্থাৎ সতের ধর্ম্ম। সতের ধর্ম্ম সত্তা যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ইহা অমুক পদার্থের ধর্ম্ম, তাহার ধর্ম্মী অমুক, এ বিভাগ যাহাতে নাই বা থাকে না, তাহাতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলে পুরুষ (আত্মা) নির্দুঃখ হয়। হে রাম! তাহাই সমুদায় বিশ্বের হেতু পরন্তু তাহার আর হেতু নাই। তাহাই সমস্ত পদার্থের সার, পরন্তু তাহার আর সার নাই[১১১।১১২]। যেমন কোন স্বচ্ছসলিল সরোবরের তীরস্থ বৃক্ষাদি তদীয় জলে প্রতিবিম্বিত হয় সেইরূপ সেই অসীম চিৎ রূপ দর্পণে এই সমুদায় দৃশ্য প্রপঞ্চ প্রতিবিম্বিত হইতেছে[১১৩]। তাহা গুরু হইতেও গুরুতম, লঘু হইতেও লঘুতম, স্থূল হইতেও স্থূলতম, এবং সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম[১১৪।১১৭]। শ্রুতি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকেপি" "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন এবং তাহাকেই তেজের তেজ, তমের তম, বস্তুর বস্তু, দিকের দিক্, ইত্যাদি প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা কিছু বটে এবং কিছু নাও বটে। তাহা অস্তিও বটে, নাস্তিও বটে। তাহা দৃশ্য বটে, অদৃশ্যও বটে[১১৮।১২০]। হে রঘুনাথ! তুমি চেষ্টা কর,

যত্ন কর, যাহাতে তুমি সেই পরম পাবন পদে স্থিতি লাভ করিতে পার।

সে পদ যার পর নাই মলশূন্য এবং তাহাই আত্মতত্ত্ব। তাহা পাইলে চিত্তের শান্তি হয় এবং চিত্তের শান্তি হইলেই মোক্ষ পদ প্রকটিত হয়। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি অচিরাৎ চিরকালের নিমিত্ত সেই মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হও[১২১।১২২]।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

—○(*)○—

রামচন্দ্র বলিলেন, আপনি সংসার লতিকার বীজ বর্ণনা করিলেন এবং তদ্বিনাশের উপায়ও উপদেশ করিলেন। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য—তন্মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা শীঘ্র তৎ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! আমি প্রথমে যে সকল দুঃখবীজ প্রশমনের উপায় বর্ণন করিয়াছি সেই গুলির প্রত্যেক্‌টীরই প্রয়োগে শীঘ্র তৎ পদ পাওয়া যাইতে পারে। অথবা সর্ব্ব শেষে যে উপদেশ করিয়াছি, তাহাও শীঘ্র তৎপদ প্রদ। অতএব, তুমি যদি শেষোক্ত উপায় অবলম্বন কর, অর্থাৎ সত্তাসামান্যের আশ্রয় গ্রহণ কর, অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিদ্রূপ মাত্রে চিত্তের স্থিতিপ্রবাহ উত্থাপিত করিতে পার, অর্থাৎ তন্ময়ী ভাবে অবস্থান করিতে পার, তাহা হইলে তুমি অচিরাৎ তৎপদ প্রাপ্ত হইতে পার[২।৪]। যদিও সত্তাসামান্যে স্থিত হইতে কিঞ্চিৎ প্রযত্নাধিক্যের প্রয়োজন হয় বটে; পরন্তু তদ্দ্বারাই শীঘ্র তৎ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়[৫]। হে অনঘ! যদি তুমি সম্বিদ্‌তত্ত্বের ধ্যানে রত হও, তাহাতেও তৎ পদ পাওয়া যায়, পরন্তু তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক যত্নের আবশ্যক হইবে[৬]। কেননা সম্বেদ্য উপলক্ষ্যে যে সম্বিদের স্ফূর্ত্তি পায়, তাহার ধ্যান অসম্ভব। অর্থাৎ কেবল সংবিদের ধ্যান অশক্য, সুতরাং সে পথ সুগম নহে। যদি তুমি বাসনা পরিত্যাগের যত্ন কর, তাহাতেও তোমার বাসনাক্ষয়ে তৎপদ লব্ধ হইতে পারে। হে রাম! অভিহিত উপায়ের মধ্যে এই বাসনাত্যাগরূপ উপায় নিতান্ত দুষ্কর, বরং সুমেরু উন্মূলন করা যায় ত বাসনা পরিত্যাগ করা যায় না[৭।১০]। মনোলয় ব্যতীত বাসনা বিনাশ অসম্ভব, আবার বাসনা ক্ষয় ব্যতীত মনোলয় অসম্ভব। মনোলয় তত্ত্বজ্ঞান সাপেক্ষ, আবার তত্ত্বজ্ঞান চিত্তোপশম সাপেক্ষ। অতএব, তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়, এই তিনই নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে রাঘব! সেই কারণে আমরা বলিয়া থাকি, বিশেষ পুরুষকার ও বিশেষ বিবেক অবলম্বনে ভোগেচ্ছা পরিত্যাগ

করতঃ ঐ তিন্ আসাদন করা কর্ত্তব্য[১১।১২]। অভ্যাস যোগে একই সময়ে ঐ তিন্ সমাক্রান্ত না হইলে শত বর্ষেও তৎপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই[১৩]। হে মহাবুদ্ধিধর! উক্ত তিনের অভ্যাস একই প্রযত্নে ও একই সময়ে আবশ্যক। নচেৎ এক একটীর সেবা বা এক একটীর অভ্যাস চিরকালেও সিদ্ধিপ্রদ হয় না[১৭।১৮]। যেমন এক একটী সৈন্য লইয়া শত্রুর অভিমুখীন হওয়া যায় না, তেমনি ঐ তিনের এক একটীর দ্বারা পরমাত্মার অভিমুখীন হওয়া যায় না[১৯]। কিন্তু যদি বুদ্ধি বা যুক্তি সহকারে একই উদ্যোগে মিলিত বহু সৈন্যের পরিচালন করা যায় তাহা হইলে দুঃসাধ্য হইলেও শত্রু বধ সুসাধ্য হইয়া থাকে। তদ্দৃষ্টান্তে তত্ত্বজ্ঞানাদি ত্রয়ের যুগপৎ সাধনা, সিদ্ধি লাভের দুঃসাধ্যতা নিবারণ করিয়া সুসাধ্যতা উৎপাদন করে। ভাবিয়া দেখ, এক এক বিন্দু জলের কোনও সামর্থ্য নাই। কিন্তু মিলিত বহু জল অদ্রি ভেদ করিতেও সমর্থ। সেরূপ, উক্ত তিনের মিলনও সংসার অদ্রি ভেদ করিতে শক্ত। অতএব বৎস! রাম! যদি তুমি যত্ন সহকারে একই প্রযত্নে (উদ্যমে অর্থাৎ একই প্রবাহে) বাসনা নাশ, তত্ত্বজ্ঞান ও মনোনাশ, এই তিনের সেবা কর তাহা হইলে তোমার আর তাপ পাপের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত থাকিবে না[২০,২১]। ঐ তিন্ কিছু কাল অভ্যাস করিলেই অতি দৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি ত্রুটিত (ছিন্ন) হইয়া যাইবে। হে রাম! যাহা শত শত জন্মের অভ্যস্ত, কিরূপে তাহা দু এক দিনের অভ্যাসে ত্রুটিত হইবে? কদাচ তাহা হইবে না। সেই জন্য বলিতেছি, বহুজন্মের অভ্যস্ত সংসার স্থিতির ভেদ দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। অর্থাৎ ঐ তিন্ দীর্ঘকাল অভ্যাস যোগে আয়ত্ত করিতে পারিলে সংসার বিনাশ হইতে পারে[২২।২৩]। তুমিও শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত গমন আগমন ও অবস্থান কালে এবং দর্শন স্পর্শনাদি ব্যবহারে, তথা জাগ্রৎ স্বপ্নাদি অবস্থায় ঐ তিনের অভ্যাস করিবে[২৪]। তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, বাসনা পরিত্যাগের সহিত প্রাণ নিরোধ করাও শ্রেয়োলাভের উপায়। সেজন্য তুমি তাহাও করিবে। অর্থাৎ প্রাণায়াম করিবে[২৫]। বাসনা পরিত্যাগে চিত্ত না থাকার ন্যায় হয় এবং প্রাণস্পন্দ নিরোধেও চিত্ত অচিত্ত হয়[২৬]। যোগাভ্যাস কুশল গুরুর উপদেশে ও যুক্তিতে প্রাণায়াম, আসন ও ধ্যানাদির অনুষ্ঠানে প্রাণ

নিরোধ হয়[২৭]। তত্ত্বদর্শনতৎপরতার দ্বারা বাসনার অনুদ্রেক ও তৎপ্রযুক্ত চিত্তলয় হয়। তত্ত্বদর্শন কথার অর্থ—প্রত্যেক্ বস্তুর নাম রূপাদি দৃশ্য ভাগ তাহা মিথ্যা, তাহার যে অস্তিত্ব ভাগ তাহাই সত্য, এতদ্রূপা দৃষ্টি বা অনুভব করা। অসঙ্গ ব্যবহার, ভবভাব বর্জ্জন, শরীরাদির নশ্বরতা দর্শন, এ সকলের দ্বারাও বাসনার বিনাশ ও চিত্তের অপ্রবর্ত্তন হইয়া থাকে[২৮।৩০]। প্রাণস্পন্দনের শান্তি হইলেও চিত্তের স্পন্দন (রূপাদি বিষয়ে চিত্তের ভ্রমণ) নিবারিত হয়। অতএব, প্রাণস্পন্দন জয়ের জন্য যত্ন করা বুদ্ধিমান্ মাত্রেরই কর্ত্তব্য[৩১।৩২]। বার বার বা পুনঃ পুনঃ একচিত্তে উপবেশন প্রভৃতির দ্বারা ও হঠযোগ অবলম্বন দ্বারা চিত্ত নিরোধ সাধিত হইতে পারে। হে রঘুনাথ! যেমন অঙ্কুশ ব্যতীত হস্তীকে বশীভূত করা যায় না, সেইরূপ, বিনা যুক্তিতে অর্থাৎ যোগ কৌশল ব্যতীত দুর্দ্দান্ত মন জয় করা যায় না। অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ, সাধুসঙ্গ, বাসনা পরিত্যাগ, প্রাণ নিরোধ, এই চার প্রকার যুক্তি চিত্ত জয়ের উপায়[৩৩।৩৬]। যাহারা যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া বল পূর্ব্বক চিত্ত নিরোধ ইচ্ছা করে তদ্দ্বারা তাহাদের চিত্তনিরোধ দূরে থাকুক, তৎকার্য্যের দ্বারা তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বিনাশ প্রাপ্ত না হইলেও বিফলপ্রযত্ন হয়। তাহারা এক ক্লেশ হইতে অন্য ক্লেশ এবং এক ভয় হইতে অন্য ভয় প্রাপ্ত হয়[৩৭।৪০]। হীন জীবেরাই বৃথা ফল পল্লব ভোজন তৎপর হইয়া দুর্গম গিরিদুর্গাদিতে ভ্রমণ করে এবং অধীর মনুষ্যেরাও সিদ্ধি লাভার্থ বৃথা চেষ্টা করে [৪১]। যেমন গ্রামাগতা মৃগী সর্ব্বত্র ত্রাস যুক্তা হয়, সেইরূপ, যুক্তিযোগ বর্জ্জিত চিত্তও সর্ব্বথা (সর্ব্বত্র) ভীত হইয়া থাকে। তৃণ যেমন বায়ুবাহিত হইয়া নদী স্রোতে নিপতিত ও দূর দূরান্তরে অপবাহিত হয় সেইরূপ অজ্ঞ মনুষ্যেরাও যজ্ঞ দান তপস্যা ও তীর্থ ভ্রমণাদির স্রোতে বাহিত হইয়া বৃথা দেশ দেশান্তরে পরিভ্রমণ করে। অনাত্মজ্ঞ জীব দীর্ঘকাল আধি ব্যাধি জড়িত হইয়া পশুর ন্যায় ক্লেশ ভোগ করে। যদি কদাচিৎ তাহাদের ভাগ্যোদয় হয় তাহা হইলে তাহাদের আত্মবিজ্ঞান লাভ হইতে পারে বটে, পরন্তু বিঘ্ন বশাৎ না হইতেও পারে। তাদৃশ অনাত্মজ্ঞ জীব ঊর্দ্ধগতি কখন বা অধোগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কদাচিৎ স্বর্গ কদাচিৎ নরক ভোগ করে[৪২।৪৭]। হে রঘুনাথ! সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি দুর্দ্দৃষ্টি

পরিত্যাগ কর এবং বিশুদ্ধ সংবিদ্ অবলম্বী হইয়া বীতরাগ হও। যে জ্ঞানবান্, সে-ই সুখী, সে-ই জীবিত, এবং সে-ই বলবান্। অতএব তুমি জ্ঞানময় হও[৪৮।৪৯]।

হে মহাত্মন্! তুমি সংবেদ্যবর্জ্জিত, আদ্যন্তরহিত, সর্ব্বাদি, এক অখণ্ড বা অপরিচ্ছিন্ন সংবিদ্ পদ প্রাপ্ত হও। কল্পনা বর্জ্জিত হৃদয়ে অবস্থান কর। যদৃচ্ছাগত কার্য্যও কর পরন্তু তাহাতে কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইও না[৫০]।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

—০()•()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, জীব যদি অল্প বিচারও করে ও তদ্দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ চিত্ত নিগ্রহও হয়, তাহা হইলেও তাহার জন্ম সফল[১]। হৃদয়ে যদি বিচারের বীজ রোপিত হয় তাহা হইলে কালে অভ্যাসের দ্বারা তাহা শত শাখায় বিস্তীর্ণ হইতে পারে[২]। যে পুরুষ বৈরাগ্যপূর্ব্বক বিচারকারী হয়, অশেষ সদ্‌গুণ তাহাকে আশ্রয় করে[৩]। যে ব্যক্তি প্রাজ্ঞ, বিচারনিষ্ঠ, সত্যদর্শী, অবিদ্যাবিভব তাহাকে অভিভূত করে না[৪]। বিষয় বল, মনোবৃত্তি বল, আধি ব্যাধি বল, সে সকল শুদ্ধবুদ্ধি সম্যক্‌দর্শীর কি করিতে পারে[৫]? কে কবে কোথায় দেখিয়াছে, শিশুর মুষ্টিতে প্রলয় মেঘ সংগৃহীত হইয়াছে? কে কোথায় দেখিয়াছে, সুন্দরী ললনাগণ স্বনেত্র শোভার পরাভবাশঙ্কায় ইন্দীবর বিকাশক গগনমধ্যগত চন্দ্রকে মঞ্জুষাবদ্ধ করিয়াছে[৬।৭]? কে কোথায় দেখিয়াছে, মশক কর্ত্তৃক মদোন্মত্ত হস্তী বিমর্দ্দিত হইয়াছে[৮]? কে কোথায় দেখিয়াছে, হরিণ গণ সিংহকে পরাভূত করিয়াছে[৯]? কে কোথায় দেখিয়াছে, ভেকশিশু বিষোল্বণ অজগর গিলিয়াছে[১০]। ঐ সকল যেরূপ অসম্ভব, বিষয় ও ইন্দ্রিয়দস্যুকর্ত্তৃক যোগারূঢ় ও জ্ঞাতজ্ঞেয় বিবেকবান্ ব্যক্তির আক্রমণও সেইরূপ অসম্ভব[১১]। বিষয়শত্রুগণ অপ্রৌঢ়বিচারবুদ্ধি জনগণকেও হরণ করিতে পারে না[১২]। বিবেকাঙ্কুর অল্প একটু প্রবৃদ্ধ হইলে ঐ সকল দুরাশয় (রাগাদি) তাহাকে আর ভগ্ন করিতে পারে না[১৩]। চিন্তারূপিণী ঝটিকা সেই বিচার বৃক্ষ উৎপাটিত করে বটে পরন্তু যাহার মূল শিথিল থাকে। অপিচ, সে বিচার সফল হয় না, যাহা কদাচিৎ কখন একবার কৃত হয়[১৪]। কিন্তু যাহার চিত্ত স্থিতি গতি জাগ্রৎ স্বপ্ন, সর্ব্বক্ষণ বিচারময়, তাহার চিত্ত মৃতকল্প[১৫]। স্বয়ং অর্থাৎ একাকী হউক, আর সজ্জনগণের সহিত হউক, অধ্যাত্মদৃষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক ইহা কি? জগৎ কি? দেহই বা কি? এই সকল বিষয়ের বিচার করিবেক। যেমন দীপালোক প্রয়োগে অন্ধকারগৃহস্থিত বস্তু দৃষ্ট হয় তেমনি অনাত্মান্ধকার

নাশক বিচার দ্বারা পরম পদ দৃষ্ট হয়[১৬।১৭]। যেমন ভানুর উদয়ে অন্ধকারের বিনাশ, তেমনি, জ্ঞানের উদয়ে সর্ব্বদুঃখের বিনাশ[১৮]। জ্ঞানের প্রকাশে জ্ঞেয় আপনিই প্রকাশিত হয়। তজ্জন্য পৃথক্ প্রযত্ন আবশ্যক হয় না[১৯]। যে বিচারে ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হওয়া যায় সেই বিচার শাস্ত্রীয় ভাষায় জ্ঞান নামে অভিহিত হয় এবং তাহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন[২০]। হে রঘুনাথ! বুধগণ বলেন, বিচারজনিত আত্মবিজ্ঞানই জ্ঞান, জ্ঞেয় উহার অন্তর্ভূত। মাধুর্য্য যেমন দুগ্ধেরই অন্তর্ভূত, সেইরূপ, জ্ঞেয়ও জ্ঞানের অন্তর্ভূত[২১]। সদা মদাপায়ীর চিত্ত সদা মদময়, তাহার ন্যায় সদা জ্ঞানীর চিত্ত সদা জ্ঞেয়ময়[২২]। স্বভাবতঃ নির্ম্মল জ্ঞেয় ব্রহ্ম, সেইজন্য জ্ঞানোৎপত্তি মাত্রেই তাহা আপনা আপনি নির্ম্মল হয়। তন্নৈর্ম্মল্যের জন্য পৃথক্ উপায় অবলম্বিত হয় না[২৩]। যে তাদৃশ জ্ঞানী, ব্রহ্মানন্দ যাহার অনুভূয়মান, সে আর অন্য কিছুতে নিমগ্ন হয় না। সে আসঙ্গ পরিত্যাগী, জীবন্মুক্ত ও রাজাধিরাজের ন্যায় পূর্ণকাম[২৪]। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বীণা বাদ্য, বংশীর নিঃস্বন, কামিনীর কান্ত গীত, ভ্রমরের গুণ গুণ ধ্বনি, বর্ষার মেঘ গর্জ্জন, ময়ূরের নৃত্য, সরোবরে সারসের রব, করতালের ও মৃদঙ্গের বাদ্য, এ সকলের কোনও কিছুতে রত হন না[২৫।২৯]। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বিলাসময় উদ্যানে এমন কি নন্দন বনেও সন্তুষ্ট হন না। হে রামচন্দ্র! জ্ঞানবান্ নর স্পর্শরতিতে অর্থাৎ ভোগেচ্ছার বশ্য নহেন এবং ভক্ষ্য ভোগেও সতৃষ্ণ ও স্ফীতচিত্ত নহেন[৩০।৩২]। খর্জ্জুর, তাল, রসাল, দ্রাক্ষা, মদিরা, মধু, মৈরেয়, মাধ্বিক, দধি, ক্ষীর, ঘৃত, আমিক্ষা, নবনীত, ওদন, কটু তিক্তাদি রস, পেয় ও লেহ্য দ্রব্য, বিবিধ বিলাস দ্রব্য, বিবিধ ফল মূল শাক আমিষ, কোনও কিছুর প্রতীক্ষা রাখেন না। তিনি সর্ব্বত্র অনাসক্ত বুদ্ধি ও সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত মূর্ত্তি[৩৩।৩৫]। তত্ত্বজ্ঞ নর ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ কুবের হুতাশন প্রভৃতির আলয়, মেরু, মন্দর, কৈলাস ও সহ্য প্রভৃতি গিরি, কল্পবৃক্ষের কুঞ্জ, দেহের শোভা, বস্ত্রগৃহ, তিলোত্তমা উর্ব্বশী প্রভৃতির অঙ্গলতা, এ সকলের কিছুই বাঞ্ছা করেন না। তাঁহাদের বুদ্ধি সর্ব্বত্র অসংসক্ত, তাঁহাদের মন শীতল ও পরিপূর্ণ স্বভাব, তাঁহারা শত্রু মিত্রে সমবুদ্ধি[৩৬।৩৯]। তাদৃশ নর কুন্দ মন্দার কহ্লার কুমুদ কমল পুন্নাগ কেতকী তগর জাতি কদম্ব চূত (আম্র মুকুল) কিংশুক জবা অতিমুক্ত (এক

প্রকার পুষ্প) সৌবীর বিম্ব (তেলাকুচার পক্ব ফল) পাটলা (এক প্রকার পুষ্প। গোলাপ ফুল) প্রভৃতি পুষ্পে ইচ্ছাবান্ হন না এবং চন্দন অগুরু কর্পূর এলা ও কস্তুরি প্রভৃতি সৌগন্ধ্যে আনন্দ অনুভব করেন না। সর্ব্বত্র সমভাব, নির্ব্বিকার ও অক্ষুব্ধ[৪০।৪৩]। তাঁহারা সমুদ্রের গর্জ্জন, গিরিগুহায় উদ্ভাবিত প্রতিধ্বনি ও সিংহ ব্যাঘ্রাদির গভীর নিনাদ, কিছুতেই ক্ষোভ প্রাপ্ত হন না। শত্রুর ভেরী, পটহের নিনাদ, ধনুকের টঙ্কার, অস্ত্র নিপাতনের নির্ঘোষ, এ সকলে ভীত হন না। হস্তীর বৃংহণ, ভূত প্রেতের লীলা, যক্ষ রাক্ষস পিশাচাদির ক্ষেড়া, অশনিনিঃস্বন, এ সকলেও তাঁহাদের হৃদয় কম্পিত হয় না। ক্রকচাস্ত্রের আকর্ষণ, চণ্ড প্রস্তরের নিষ্পেষণ ও শর নিকরের আক্রমণ তাঁহাদের হৃদয় বিকম্পিত করিতে পারে না[৪৪।৪৮]। উপবন প্রাপ্তে তাঁহাদের আনন্দও হয় না, খেদও জন্মে না এবং মরুভূমি প্রাপ্তে খেদও হয় না, আনন্দও হয় না[৪৯]। জল জঙ্গল ও বালুকা প্রদেশ, পুষ্পাস্তরণ ও কোমল শষ্পসম্পন্ন (শষ্প=ঘাস) স্থান, ক্ষুরধার, কণ্টকব্যাপ্ত কূপ, উৎপলের শয্যা ও বন্ধুর (উচ্চ নীচ) ভূমি প্রভৃতিতেও রতি বা অরতি প্রাপ্ত হন না[৫০।৫১]। প্রতপ্ত ও কর্কশ প্রস্তর ও কোমলাঙ্গিনী ললনা, সম্পদ ও বিপদ, উগ্র ও রমণীয়, উৎসব ও ব্যসন, কোনও কিছুতে তাঁহারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা অন্তরে বিমুক্তমনা অথচ বাহিরে কর্ম্ম কর্ত্তা[৫২।৫৩]। সেই সকল ধীর পুরুষ লৌহযন্ত্রে, নরকে, বিজন অরণ্যে ও শর বর্ষণ প্রভৃতিতে ভীত হন না, বিবশ হন না, দীনতা প্রাপ্তও হন না। পর্ব্বত যেমন সম, স্বস্থ ও মৌনী থাকে, তদ্রূপ, তাঁহারা সর্ব্বভাবে সম স্বস্থ ও মৌনী থাকেন। তাঁহারা অপবিত্র, অপথ্য, বিষাক্ত, মলময়, মৃষ্ট নষ্ট ও ক্লিন্ন দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াও জীর্ণ করিতে পারেন[৫৪।৫৬]। তাঁহাদের নিকট অতিতিক্ত বিম্ব ফল ও ক্ষীরাদি সমাস্বাদ। ইহাদিগকে মদ্য মধু ক্ষীর রক্ত মেদ বসা অস্থি তৃণ ও কেশ ভক্ষণ করাইলে হৃষ্ট বা কুপ্ত হন না[৫৭।৫৮]। ইহারা প্রাণ হন্তা ও প্রাণ দাতা উভয়কেই সমান দেখেন[৫৯]। স্থায়ী অস্থায়ী শরীর ও রমণীয় অরমণীয় বস্তু লাভে ও অলাভে সমবুদ্ধি থাকেন, হৃষ্ট বা ম্লান হন না। যাহা বেদ্য তাহা তাঁহাদের বিদিত। তাঁহাদের চিত্ত নীরাগ, সেইজন্ত তাঁহারা জগৎ ব্যবস্থায় আস্থা শূন্য। তাঁহারা

কোনও সময়ে ও কোনও প্রসঙ্গে ইন্দ্রিয় দিগকে বিষয়রসাস্বাদনে অবসর দেন না। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ নহে, বিশ্রান্ত নহে ও আত্মলাভ করিতে পারে নাই, ইন্দ্রিয়গণ তাহাদিগকেই গ্রাস করে৬২।৬৩। তাহারা ভব সমুদ্রের বাসনা স্রোতে অপবাহিত ও ইন্দ্রিয়রূপ জল জন্তু কর্ত্তৃক কবলিত ও রোদমান হয়৬৪। কল্পনার স্রোত বিচারশীল ও বিশ্রাম প্রাপ্ত ধীর পুরুষ দিগকে বহন বা আকর্ষণ করিতে পারে না। যাহারা সমুদায় সঙ্কল্পের সীমান্ত পরম পদে বিশ্রান্ত হইয়াছে, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের নিকট সুমেরু তৃণ অপেক্ষাও লঘু ও তুচ্ছ। তাহাদের নিকট জগৎ তৃণাংশ, বিষ অমৃত এবং ক্ষণ কল্প ও কল্প ক্ষণ বলিয়া গণ্য৬৫।৬৭। ইঁহারা জানেন, অন্তঃস্থ সংবিদ্‌ই জগৎ। সেইজন্য তাঁহারা কোন কিছু পাইবার ইচ্ছা করেন না, ত্যাগেরও বাঞ্ছা করেন না৬৮।৬৯। হে অনঘ রামচন্দ্র! যখন সমস্তই সংবিদ্‌ ও ভ্রান্তির মহিমায় সংবেদ্যের অবভাস, তখন আর কোন্‌ অভ্রান্ত কি ত্যাগ বা কি গ্রহণ করিবে৭০? বলা বাহুল্য যে, অতীত বিষয়ে কাহার স্পৃহা হয় না, কেবল বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়েই স্পৃহা হয়। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞগণ অতীতের ন্যায় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়েও নিস্পৃহ। কেননা তাঁহাদের দর্শনে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সমস্তই সংবিদের প্রথা (প্রকাশ)। যাহা ছিল না, পরেও থাকিবে না, তাহার, মধ্যে থাকার সম্ভাবনা কি? তাহা বর্ত্তমানেও নাই, ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা, সম্বিদ্‌ বিভ্রম ভাব অভাবের অনুগামী হন না। হে রাম! তুমিও তাহাই স্থির করিয়া সম্বিদ্‌ মাত্র পরায়ণ হও৭১।৭৩। যে ব্যক্তি অন্তরে নিঃসঙ্গ, সে শরীরের দ্বারা মনের দ্বারা অথবা কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন প্রকার ক্রিয়া করুক বা না করুক, অলিপ্ত স্বভাবে অলিপ্ত থাকে৭৪। হে মহাবাহু রাম! জনগণ যেমন মনোরথ ক্রিয়ার ফলাফল ভাগী হয় না, (মনে মনে ঘর তৈয়ার করে, সে ঘরে যেমন বাস চলে না), তেমনি, সঙ্গবর্জ্জিত মনের কর্ম্মও তাহাকে স্বফলে লিপ্ত করে না। তিনি মনের অসঙ্গাবস্থায় শরীরকৃত কর্ম্মেও লিপ্ত হন না৭৫।৭৬। চক্ষুঃ প্রসারিত থাকিলেও বিনা সম্বন্ধে যেমন দর্শনজ্ঞান জন্মে না, এ রহস্য বালকেরাও আপন আপন অন্যমনস্কতার দ্বারা বুঝিতে সক্ষম, সেইরূপ, তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না, ঘ্রাণ থাকিতেও তাহারা গন্ধ গ্রহণ করেন না, স্পর্শ করিয়াও

তদনুভবে সক্ষম হন না[৭৭।৭৯]। চিত্ত দেশান্তরে সমাসক্ত থাকিলে গৃহাবির্ভূত ঘটনা অনুভবগম্য হয় না, ইহা মূর্খেরাও বুঝিতে পারে[৮০]। সঙ্গই পদার্থ দর্শনের, সংসার বন্ধনের ও আশার কারণ[৮১]। সুতরাং সঙ্গ পরিত্যাগে মোক্ষ ও সঙ্গ পরিত্যাগে জন্মোচ্ছেদ। হে রামচন্দ্র! তুমিও সঙ্গ ত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত হও[৮২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! সঙ্গ কি? কীদৃশ? তাহা আমাকে বলুন[৮৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যে মলিন বাসনা পদার্থের ভাবে হর্ষ ও অভাবে অমর্ষ উৎপাদন করে সেই বিশেষ বিশেষ বাসনার নাম সঙ্গ[৮৪]। যাঁহারা জীবন্মুক্ত, তাঁহাদের বাসনা হর্ষ বিষাদাদি জন্মায় না, সেজন্য তাঁহাদের তাহা শুদ্ধ ও পুনর্জ্জন্ম নিবারক[৮৫]। অসঙ্গ নাম্নী বাসনা যাবদ্দেহস্থায়িনী হইলেও তৎপ্রযুক্ত কর্ম্মের বন্ধন জনকতা নাই। যাহারা জীবন্মুক্ত নহে, পরন্তু মূঢ়চেতা, তাহাদেরই বাসনা (কর্ম্মসংস্কার) হর্ষ বিষাদাদির ও বন্ধনের হেতু হয়। সেইজন্য তাদৃশ বাসনা সঙ্গ নামে অভিহিত হয় এবং তাহারই দ্বারা পুনর্ব্বার দেহাদি জন্মে। অতএব হে রঘুনাথ! তুমি যদি বিকারপ্রদ সঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ অব্যগ্র অবস্থায় থাকিতে পার তাহা হইলে কোন কিছু করিলেও তজ্জনিত দোষে ও গুণে অলিপ্ত থাকিবে[৮৬-৮৯]। যদি তুমি হর্ষামর্ষ বিষাদের বশ্য না হও তাহা হইলে তুমি রাগ ভয় ক্রোধাদি বিমুক্ত ও অসঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে[৯০]। তুমি দুঃখেও ম্লান হইবে না, সুখেও হৃষ্ট হইবে না, আশার বশ্যও হইবে না। যদি তুমি ব্যবহার কার্য্যে অবস্থান করিয়াও সুখ ও দুঃখ উভয় দশায় সমান বা অকম্পিত থাকিতে পার তাহা হইলে বুঝিবে, তুমি অসঙ্গ হইয়াছ। সংবেদ্য সকল চিত্তেরই স্বভাব। এইরূপ জ্ঞান স্থির রাখিয়া যদি তুমি যথোপস্থিত কার্য্য করিতে পার তাহা হইলেও তুমি বুঝিবে, তাহাও অসঙ্গ হওয়ার লক্ষণ। হে অনঘ! তুমি অসঙ্গতা অনায়াস জীবন্মুক্তস্থিতি অবলম্বনে সম স্বস্থ ও সুখী হও। আর্য্যগণ জীবন্মুক্তি লাভ করতঃ মৌনী ইন্দ্রিয়জয়ী ও মদ মান মাৎসর্য্যাদি বিহীন ও বিজ্বর হইয়া কাল কর্ত্তন করেন[৯১।৯৪]। জীবন্মুক্তেরা সম্মুখে ভোগ্য পদার্থ থাকিলেও স্পৃহা বা যাচ্ঞা করেন না। সে সকলের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন দীনতাও অনুভব করেন না এবং স্বাশ্রমোচিত

কার্য্য ব্যতীত বৃথা কার্য্যও করেন না[৯৬]। অভিনিবেশ বা ফলাফলের আশায় কোন কিছু করেন না[৯৭]। আপদ হউক সম্পদ হউক, সকল অবস্থায় তাঁহারা সমান থাকেন, এবং স্ব স্বভাব (শান্তি দান্তি প্রভৃতি) পরিত্যাগ করেন না[৯৮]। তাঁহারা সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হউন আর ঘোর বিপদ দশা প্রাপ্ত হউন, প্রারব্ধ বশতঃ সরীসৃপাদি যোনি প্রাপ্ত হউন, আর ইন্দ্রত্ব লাভ করুন, ক্ষয়োদয় রহিত ও খেদাদি পরিশূন্য এক রূপেই থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা সেই সেই দশায় কোনও প্রকার বিকারের বশ্য হন না[৯৯]। তাঁহাদের আড়ম্বর থাকে না, ভেদ বুদ্ধি থাকে না, কর্ম্মফলের তারতম্য দর্শনও থাকে না। হে রামচন্দ্র! তুমিও সেইরূপ বিচারবান্ হও, যে বিচারে পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারা যায়। বিচারের দ্বারা সমাধি লাভ, তজ্জনিত সর্ব্ববাসনাক্ষয়, তৎ-প্রভাবে আপনার বিশুদ্ধ রূপ দর্শন, তদনন্তর অবিদ্যাতীত হওয়া, তৎসঙ্গে নির্দ্দুঃখতা লাভ ও নিরতিশয়ানন্দরূপী হওয়া, এ সমস্তই তুমি প্রাপ্ত হও[১০০,১০১]।

ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

উপশমপ্রকরণ সম্পূর্ণ।